বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

(প্রথম ভাগ)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত,

লোটাস্ লাইব্রেরী,

২৮৷১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সন ১৩২২ সাল।

উপনিষদের গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

১। যাঁহারা অগ্রিম ১৲ টাকা জমা দিবেন, তাঁহারা সাধারণ গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইবেন। পুস্তক সম্পূর্ণ হইলে, ঐ টাকা হিসাবে শোধ দিব। পুস্তক সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যদি কেহ (খণ্ডাকারে) এই পুস্তক লওয়া বন্ধ করেন, তাহা হইলে জমার টাকা ফেরৎ পাইবেন না।

২। গ্রাহকগণ যদি ভি, পি. ফেরৎ দেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের জমা ১৲ টাকা হইতে ভি, পি খরচ বাদ যাইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে, সংবাদ দিবেন; অন্যথা ভি, পি ফেরৎ আসিলে, জমা টাকা হইতে খরচ বাদ যাইবে; এবং পুনরায় পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠান বন্ধ থাকিবে।

৩। পুস্তকগুলি ডিমাই আট পেজী আকারে মোটা কাগজে ছাপা হইতেছে। গ্রাহকগণের জন্য প্রত্যেক ফর্ম্মা (৮ পৃষ্ঠা) বা আংশিক ফর্ম্মার মূল্য ৴১৫ ও মলাটের মূল্য ৴১৫ পয়সার মধ্যে হইবে। অন্যান্য ক্রেতার জন্য মূল্য কিছু অধিক হইবে।

৪। প্রায় প্রতি মাসে ১০ ফর্ম্মা অথবা দুই মাসে ২০ ফর্ম্মা হিসাবে এক এক খণ্ড উপনিষদ্ প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক খণ্ড বাহির হইলেই কলিকাতায় ও মফঃস্বলে উভয় স্থলেই গ্রাহকগণের নিকট ভি, পি তে পুস্তক পাঠাইতেছি। ডাকখরচ গ্রাহককে দিতে হইবে না।

স্তোত্র-রত্নহার।

বহু স্তোত্র-গ্রন্থ মন্থন করিয়া এবং পুরাণ ও তন্ত্রসমূহ হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই সুন্দর গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইয়াছে।

ইহাতে ব্রহ্মের উপাসনা, গুরুর ধ্যান, প্রণাম, গণেশ, মহাদেব, বিষ্ণু, শক্তি, (দুর্গা, কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, লক্ষ্মী) সূর্য্যাদি নবগ্রহের স্তোত্র, ধ্যান ইত্যাদি আছে। এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, মূল্য পাঁচ আনা।

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা।

৺কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ প্রণীত মূল্য ১৲।

স্বর্গীয় সব্ জজ কৃষ্ণধন বাবু বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট সুপরিচিত। তিনি ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় যে সমস্ত উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিতেন, সেইগুলি একত্র করিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি অতি গভীর ও শিক্ষাপ্রদ।

ক্রোমপ্যাথি বা বর্ণ-চিকিৎসা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বি, এল্ প্রণীত মূল্য ।০ ।

বঙ্গভাষায় ও দেশে ইহা একটী অমূল্য চিকিৎসা-শাস্ত্র; কেবল মাত্র ৪।৫টী রঙ্গিন শিশি, কাচ ও আলো আবশ্যক। ইহা দরিদ্রদিগের পরম বন্ধু। প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারের এই পুস্তক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

লোটাস্ লাইব্রেরী—

ওম্ তৎ সৎ ব্রহ্মণে নমঃ।

শুক্ল-যজুর্বেদীয়-

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।

আনন্দগিরিকৃত-টীকোপেত শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

অথ শান্তিপাঠঃ—

ওম্, পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অথ ভাষ্যভূমিকা।

ওঁ নমো ব্রহ্মাদিভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্তৃভ্যো
বংশঋষিভ্যঃ, নমো গুরুভ্যঃ।

—৲০৴—

অথ আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

যদবিদ্যাবশাদিদং দৃশ্যতে যন্নাস্তিদং। যদ্বিদ্যা চ তদ্ধানিস্তং বন্দে পুরুষোত্তমম্ ॥ ১
নমদ্বাঙ্মনসক্লেশ-ধ্বংসনৈকতানবে। গুরবে পরপঞ্চকোষ-ধ্বান্তধ্বংসপটীয়সে ॥ ২
ভগবৎপাদ-পাদাব্জদ্বন্দ্বং দ্বন্দ্বনিবর্হণম্। সুরেশ্বরাদিসদ্ভক্তৈর্বন্দিতমাশ্রয়ে ॥ ৩
বৃহদারণ্যকে ভাষ্যে শিষ্যোপকৃতিসিদ্ধয়ে। সুরেশ্বরোক্তিমাশ্রিত্য ক্রিয়তে ভাবনির্ণয়ঃ ॥ ৪

কাণ্বোপনিষদ্বিবরণব্যাজেন অশেষাণামেব উপনিষদাং শোধয়িতুকামো ভগবান্ ভাষ্যকারো বিঘ্নোপশমাদিসমর্থং শিষ্টাচারপ্রমাণকং পরাপরগুরুনমস্কারলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি—নমো ব্রহ্মাদিভ্য ইতি। বেদো হিরণ্যগর্ভো বা ব্রহ্ম, তদ্রূপকারেণ সর্বা দেবতা ব্রহ্মশব্দা ভবন্তি, তদর্থত্বাৎ তদাত্মকত্বাচ্চ, 'এষ উ হ্যেব সর্বে দেবাঃ' ইতি শ্রুতেঃ। আদিপদেন পরমেষ্ঠি-প্রভৃতয়ো গৃহ্যন্তে। যদ্যপি দেবাদ্যুক্তো ব্রহ্মাদ্যর্থভাবঃ, তথাঽপি তেষু অনাদরনিরাসার্থং পৃথগ্-গ্রহণম্। চতুর্থী নমোযোগে। নমঃশব্দঃ ত্রিবিধপ্রহ্বীভাববিষয়ঃ। ননু ব্রহ্মবিদ্যাং বক্তু-কামেন কিমিত্যেতে নমস্ক্রিয়ন্তে? নৈষ হি বক্তব্যা, ইত্যত আহ—ব্রহ্মবিদ্যেতি। এতেষাং

তৎসম্প্রদায়কর্তৃভ্যো বংশঋষিভ্যঃ প্রণামমাহ—বংশঋষিভ্য ইতি। যদ্যপি তত্র পৌতিমাষ্যাদয়ো বক্তারঃ সম্প্রদায়কর্তারঃ শ্রূয়ন্তে, তথাঽপি গুরুশিষ্যক্রমেণ ব্রহ্মণঃ প্রাথম্যমিতি তদাদিত্বমিতি ভাবঃ। সম্প্রতি পরম্পরগুরূন্ নমস্যতি—নমো গুরুভ্য ইতি। যদ্যপি ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্তৃত্বাৎ এতে প্রাগেব নমস্কৃতাঃ, তথাঽপি শিষ্যাণাং গুরুবিষয়াতিরেকভক্ত্যর্থং পৃথগ্ গুরুনমস্করণম্, 'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ' ইত্যাদিশ্রুতেরিতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক ব্রহ্মাদি বংশঋষিগণের উদ্দেশে নমস্কার এবং [শিক্ষাদাতা] গুরুগণের উদ্দেশে নমস্কার (১)।

ভাষ্যভূমিকা।

"ঊষা বা অশ্বস্য" ইত্যেবমাদ্যা বাজসনেয়িব্রাহ্মণোপনিষৎ। তস্যা ইয়মল্পগ্রন্থা বৃত্তিরারভ্যতে সংসার-ব্যাবিবৃৎসুভ্যঃ সংসারহেতু-নিবৃত্তিসাধন ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে।

টীকা। যদ্যপি মঙ্গলমাচরিতং, তৎ প্রতিজ্ঞাতুং প্রতীকমাদত্তে—ঊষা বা ইতি। অতোঽস্য চিকীর্ষিতায়াঃ বৃত্তেঃ কর্তৃপ্রণেতৃতাবোধ অসম্ভবার্থত্বমুক্তম্। তদ্ধি "যদা" ইত্যাদিবাক্যাদিকাতিব্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তম্, ইদং পুনঃ 'ঊষা বা অশ্বস্য' ইত্যাদিকাণ্ডমধিকৃত্যেতি। অথ উদ্দেশং নির্দিশতি—তস্যা ইতি। কর্তৃপ্রণেতৃতায়াং বিশেষাভাবমাহ - অল্পগ্রন্থেতি। অল্পা গ্রন্থতঃ অল্পত্বেঽপি অর্থতঃ তথাত্বমিতি গ্রন্থ গ্রহণম্। বৃত্তিশব্দো ভাষ্যবিষয়ঃ। ভাষ্যাঙ্কারিভির্বার্ত্তিকৈঃ সূত্রার্থস্য বর্ণনাৎ চ উপবর্ণনস্য ভাষ্যলক্ষণস্য অত্র ভাবাদিতি। ননু কর্মকাণ্ডাধিকারিণো বিলক্ষণঃ অধিকারী ন জ্ঞানকাণ্ডে সম্ভবতি, অধিকারেঃ সাধারণত্বাৎ বৈরাগ্যাদেশ্চ দুর্বচনত্বাৎ। ন চ নিরধিকারং শাস্ত্রমারম্ভমর্হতি, ইত্যত আহ—সংসারেতি। কর্মকাণ্ডে হি স্বর্গাদিকামঃ সংসারপরবশো নরপশুঃ অধিকারী, ইহ তু সংসারাদ্ ব্যাবৃত্তিমিচ্ছবো বিরক্তাঃ। ন চ বৈরাগ্যং দুর্বচং, শুদ্ধবুদ্ধের্বিবেকিনো ব্রহ্মলোকান্তে সংসারে তৎসম্ভবাৎ। উক্তং হি—

"শোধ্যমানং তু তচ্চিত্তমীশ্বরার্পিতকর্মভিঃ।
বৈরাগ্যং ব্রহ্মলোকাদৌ ব্যনক্ত্যাশু সুনির্মলম্।" ইতি।

অতো যথোক্তবিশিষ্টাধিকারিভ্যো বৃত্তেরারম্ভঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথাপি বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধানাম্ অভাবে কথং বৃত্তিরারভ্যতে, তত্রাহ—সংসারহেত্বিতি। প্রমাতৃতা-

---

(১) তাৎপর্য্য - এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দে বেদ বা হিরণ্যগর্ভকে বুঝিতে হইবে; কারণ, প্রকৃত পক্ষে বেদই প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, পরে হিরণ্যগর্ভ তাহার প্রচার করিয়াছেন মাত্র; সুতরাং, উভয়কেই ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। এই উপনিষদে 'বংশ-ব্রাহ্মণ' নামে কয়েকটি অংশ আছে; তাহাতে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রচারক আচার্য্যগণের পারম্পর্য্য—

প্রবৃদ্ধঃ কর্তৃত্বাদিধর্ম্মঃ সংসারঃ, তস্য হেতুঃ আত্মাবিদ্যা, তন্নিবৃত্তেঃ সাধনং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যা, তস্যাঃ প্রতিপত্তিঃ অপ্রতিবদ্ধায়াঃ প্রাপ্তিঃ, তদর্থং বৃত্তিঃ আরভ্যতে ইতি যোজনা। এতদুক্তং ভবতি—সনিদানানর্থনিবৃত্তিঃ শাস্ত্রস্য প্রয়োজনম্, ব্রহ্মাত্মৈক্যবিদ্যা তদুপায়ঃ, তদৈক্যং বিষয়ঃ; সম্বন্ধো জ্ঞানফলয়োঃ উপায়োপেয়ত্বম্; শাস্ত্র-তদ্বিষয়য়োঃ বিষয়-বিষয়িত্বং; তদারভ্যং শাস্ত্রমিতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণে (২) "ঊষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ" ইত্যাদি উপনিষদ্-ভাগ আরব্ধ হইয়াছে। যাহারা সংসারের হেতুভূত অবিদ্যানিবৃত্তির অভিলাষী; তাহাদের জন্য, সংসারের কারণীভূত অবিদ্যানিবৃত্তির উপায় ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যা লাভের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপাদনের জন্য সেই উপনিষদের এই ক্ষুদ্রাবয়ব ব্যাখ্যা-গ্রন্থ বিরচিত হইতেছে।

ভাষ্যভূমিকা।

সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা, তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্যাত্যন্তা-বসাদনাৎ। উপ-নি-পূর্ব্বস্য সদেস্তদর্থত্বাৎ, তাদর্থ্যাদ্ গ্রন্থোঽপি উপনিষদুচ্যতে।

সেয়ং ষড়ধ্যায়ী অরণ্যে অনূচ্যমানত্বাৎ আরণ্যকম্; বৃহত্ত্বাৎ পরিমাণতো বৃহদারণ্যকম্। তস্যাস্য কর্ম্মকাণ্ডেন সম্বন্ধোঽভিধীয়তে।

টীকা। প্রয়োজনাদিষু প্রবৃত্ত্যঙ্গেষু উক্তেষ্বপি সর্ব্বব্যাপারাণাং প্রয়োজনার্থত্বাৎ তস্য প্রাধান্যম্। উক্তং হি—

"সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্ম্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎপ্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে।" ইতি।

তথাচ শাস্ত্রারম্ভৌপয়িকং প্রয়োজনমেব সাবধ্যুৎপাদনদ্বারা ব্যুৎপাদয়তি—সেয়মিতি। অধ্যায়েষু প্রসিদ্ধা সংগ্রহিতা চ যত্র ব্রহ্মাত্মৈক্যবিদ্যা, তন্নিষ্ঠানাং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিনাং সনিদানস্য সংসারস্য অত্যন্তনাশকত্বাৎ—ভবতি উপনিষচ্ছব্দ-বাচ্যা। 'উপনিষদং ভো ব্রূহি' ইত্যাদ্যা চ শ্রুতিঃ। তস্যাং উপনিষচ্ছব্দবাচ্যত্বপ্রসিদ্ধেঃ বিদ্যায়াঃ, ততো যথোক্তফলসিদ্ধি-রিত্যর্থঃ। কথং তস্যাঃ তচ্ছব্দবাচ্যত্বেঽপি এতাবানর্থো লভ্যতে, তত্রাহ—উপ-নি-পূর্ব্ব-স্যেতি। অস্যার্থঃ—'ষদ্‌লৃ বিশরণগত্যবসাদনেষু' ইতি পঠ্যতে। সদের্ধাতোঃ উপ-নি-পূর্ব্বস্য ক্বিবন্তস্য সহেতুসংসারনিবর্হণব্রহ্মবিদ্যার্থত্বাৎ উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা সা তদ্যুক্তফলবতী। উপ-শব্দো হি সামীপ্যবাচী; তচ্চাসতি সঙ্কোচকে প্রতীচি পর্য্যবস্যতি। নি-শব্দস্য

লিখিত আছে, অর্থাৎ পর পর যে যে আচার্য্যের উপদেশক্রমে জগতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ ঐ সমস্ত বংশব্রাহ্মণে প্রদত্ত হইয়াছে; সেই বংশব্রাহ্মণোক্ত আচার্য্যগণকেই এখানে 'বংশ-ঋষি' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে।

(২) তাৎপর্য্য—শুক্ল যজুর্ব্বেদের অপর নাম 'বাজসনেয়'। বাজসনেয় নাম যে, কেন হইল, তাহা ঈশোপনিষদের ভূমিকায় আমরা বলিয়া দিয়াছি।

টীকা। ননু বেদস্য কার্য্যপরতয়া প্রামাণ্যাৎ কর্ম্মকাণ্ডবৎ কাণ্ডান্তরস্যাপি কার্য্যপরতয়া প্রামাণ্যমেষ্টব্যমিতি, নেত্যাহ—দৃষ্টবিষয় ইতি। ক্রিয়া-কারক-ফলেতি-কর্ত্তব্যতানাম্ অন্যতমস্মিন্ কার্য্যে সমীহিত-প্রাপ্ত্যাদ্যুপায়ভূতে ব্যুৎপত্তিকালে প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধে তথাবিধ-কার্য্যবিধিঃ অন্যথালব্ধত্বাৎ তত্র নাগমঃ অনুসরণীয়ঃ। ন হি লোকবেদয়োঃ ভিদ্যতে; অলৌকিকে তস্মিন্ অব্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। ন চ অব্যুৎপন্নানি পদানি বোধকানি, অতিপ্রসঙ্গাৎ। ন চ ব্রহ্মণ্যপি তুল্যা ব্যুৎপত্ত্যনুপপত্তিঃ; তস্মিন্ ব্রহ্মত্বেন আত্মত্বেন চ প্রসিদ্ধেঃ। তত্তৎ-সামান্যোপাধৌ বিজ্ঞানাদিপদানাং ব্যুৎপত্তেঃ সুকরত্বাৎ। তানি চ অলৌকিকম্ অখণ্ডং প্রত্যগ্ ব্রহ্ম-নিলুণ্ঠিত-সামান্যবিশেষং লক্ষণয়া বোধয়ন্তি। তস্মাদ্ ব্রহ্মৈব বেদপ্রমাণকং, ন কার্য্যমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তিষ্ঠতু বেদান্তপ্রামাণ্যং, কর্ম্মকাণ্ডেঽপি ব্যতিরিক্তাত্মা-স্তিত্বাদৌ সিদ্ধেঽর্থে প্রামাণ্যমাবশ্যকম্; তদভাবে তৎপ্রামাণ্যাযোগাৎ। ন হি ভবিষ্যদ্-দেহ-সম্বন্ধ্যাত্ম-সদ্ভাবানধিগমে পারলৌকিক-প্রবৃত্তির্ঘটেত। তস্মাৎ কর্ম্মকাণ্ড-প্রামাণ্যমিচ্ছতা সিদ্ধেঽর্থে ভবিষ্যদ্দেহ-সম্বন্ধিনি আত্মনি স্বর্গাদৌ চ তৎপ্রামাণ্যস্য অভ্যুপেয়ত্বাৎ কার্য্যে বেদপ্রামাণ্যানিয়মাদ্ বেদান্তানামপি স্বার্থে মানত্বং সিধ্যতীত্যাহ—ন চেতি। ননু দেহান্তর-সম্বন্ধ্যাত্মজ্ঞানং বিনাপি বিধিবশাৎ অদৃষ্টার্থক্রিয়াসু প্রবৃত্তিঃ স্যাদিতি, নেত্যাহ—অজ্ঞাত্বেতি। যদা আত্মা দেহান্তরসম্বন্ধী শাস্ত্রাৎ মানান্তরাচ্চ ন প্রমিতঃ, তদা ভোক্তুরনবগমাৎ ন প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী যাগাদি অনুতিষ্ঠেৎ; লোকায়তস্য ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বম্ অজানতো জন্মান্তরেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-হানীচ্ছয়া বৈদিকক্রিয়াসু অপ্রবৃত্তের্দর্শনাৎ। অতো ন অতিরিক্তাত্মজ্ঞানং বিনা সাম্পরায়িকে প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ।

ননু বিধয়ঃ সাধনবিশেষং বোধয়ন্তো ন অতিরিক্তাত্মাস্তিত্বাদৌ মানং, বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ, ইত্যত আহ—তস্মাদিতি। অতিরিক্তাত্মধিয়ং বিনা পারলৌকিক-প্রবৃত্ত্যনুপপত্ত্যা কর্ম্মকাণ্ড-প্রামাণ্যাযোগাদিতি যাবৎ। বিধীনাং শ্রুত্যর্থাভ্যাম্ উভয়ার্থত্বমবিরুদ্ধম্ ইত্যর্থঃ। ন কেবলং বিধিভিরেব অর্থাদাক্ষিপ্তম্ অতিরিক্তাত্মাস্তিত্বং, কিন্তু শ্রুত্যাপি স্ফুটমেবোক্তম্, ইত্যাহ—যেয়মিতি। নির্ণয়দর্শনাদ্ ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বমিতি সম্বন্ধঃ। তত্রৈব প্রকৃতোপ-যোগিত্বেন উপক্রমোপসংহারান্তরে দর্শয়তি—যথা চেতি। পূর্ব্ববদেব সম্বন্ধদ্যোতনার্থঃ চকারঃ। উপক্রমোপসংহারৈকরূপ্যাৎ কঠবল্লীনাম্ অতিরিক্তাত্মাস্তিত্বে তাৎপর্য্যমুক্ত্বা বৃহদা-রণ্যক-বাক্যস্যাপি তত্র তাৎপর্য্যমাহ—স্বয়মিতি। ন হি প্রসিদ্ধস্য দেহাদেঃ স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্বমিতি জ্যোতির্ব্রাহ্মণস্যোপক্রমঃ তদ্বিষয়ো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মানম্ অধিকরোতি। তং প্রেতং বিদ্যাকর্ম্মণী পূর্ব্বোপার্জ্জিতে ফলদানায় অনুগচ্ছতঃ। স চ যথা জ্ঞানকর্ম্মানুগুণং ফলমনুভবতীতি শারীরকব্রাহ্মণস্যোপসংহারোঽপি জন্মান্তরসম্বন্ধবিষয়ঃ। ন চ অত্রৈব ভস্মী-ভবতো দেহাদেঃ জন্মান্তরসম্বন্ধো যুক্তঃ। তেন আত্মা দেহাদিব্যতিরিক্তো জন্মান্তরসম্বন্ধী সিদ্ধো ব্রাহ্মণদ্বয়াদিত্যর্থঃ। অজাতশত্রুব্রাহ্মণে চ "ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামি" ইত্যুপক্রমো ব্যতি-রিক্তাত্মাস্তিত্ব-বিষয়ঃ। ন হি প্রত্যক্ষে দেহাদৌ বিজ্ঞাপনা অস্তি। তত্রৈব উপসংহারে "য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ" ইতি বিজ্ঞানময়-বিশেষণাৎ অতিরিক্তাত্মাস্তিত্বং দর্শিতম্; ন হি দেহাদেঃ বিজ্ঞানময়ত্বম্ অস্তি, তস্মাৎ তদপি উপক্রমোপসংহারাভ্যাং ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বং গময়তীত্যাহ—

ত্তপাদয়িষ্যামি ইত্যুপক্রমেতেতি। ন চ উদাহৃতানাং বাক্যানাম্ অপ্রামাণ্যম্; তৎপ্রামাণ্যস্ত উৎপত্তিকসূত্রে হেতুবিশেষাদ্ অভ্যুপেয়মাদিতি ভাবঃ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

অভীষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি ও অনিষ্ট বিষয়ের পরিহার করা (পরিত্যাগ করা) মনুষ্যমাত্রেরই অভিপ্রেত নৈসর্গিক ধর্ম; অথচ কি উপায়ে যে, সেই ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহার করা যাইতে পারে, তাহা কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যেই অবধারণ করা যাইতে পারে না; এইজন্য লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত বেদশাস্ত্রই সেই উপায় প্রকাশনে আগ্রহান্বিত।

বিশেষ এই যে, যাহা দৃষ্ট বা ইহলৌকিক ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহার, তাহা সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণ দ্বারাই নিরূপিত হইতে পারে; এই কারণে তদ্বিষয়ে আর বেদশাস্ত্র অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন হয় না; [সুতরাং অদৃষ্ট বা অলৌকিক বিষয়েই শাস্ত্র-প্রমাণের প্রয়োজন হয়]। কিন্তু জন্মান্তরভাগী আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার জন্মান্তর-সত্তা বিষয়ে স্থিরবিশ্বাস না থাকিলে কখনই জন্মান্তরীয় ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের জন্য কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে না; যেহেতু, 'স্বভাববাদী' লোক দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এরূপ এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা বলেন,—দেহের অতিরিক্ত ও জন্মান্তরভাগী আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই; পৃথিব্যাদি ভূতবর্গেরই স্বভাব এই যে, পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া—দেহাকারে পরিণত হইয়া চৈতন্যসম্পন্ন হইয়া থাকে (৩); সুতরাং পারলৌকিক শুভাশুভপ্রাপ্তির প্রয়াস অনাবশ্যক. ইত্যাদি।

বস্তুতঃ, এই কারণেই আত্মার জন্মান্তরপ্রাপ্তি প্রতিপাদনে এবং জন্মান্তরীণ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের উপযুক্ত উপায় প্রকাশনেই বেদাদিশাস্ত্রের প্রধানতঃ প্রবৃত্তি বা যত্ন। কেন না, [কঠোপনিষদে] 'মনুষ্য মরিলে পর কেহ কেহ বলেন,

---

(৩) তাৎপর্য্য—নাস্তিক-সম্প্রদায়কে 'স্বভাববাদী' বলা হইয়া থাকে। উঁহারা বলেন—দৃশ্যমান স্থূলদেহের অতিরিক্ত জন্মান্তরগামী নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। চৈতন্য দেহেরই ধর্ম; স্বভাবশুভ্র চূর্ণ ও স্বভাবপীত হরিদ্রা, যেমন একত্র মিশ্রিত হইলে তাহাতে অভিনব রক্তিমাকার উদ্ভূত হয়, তেমনি পৃথিব্যাদি জড় পদার্থেরও পরস্পর মিলনবৎ সংযোগে সমুৎপন্ন এই স্থূলদেহেও এক অভিনব চৈতন্যধর্মের আবির্ভাব হইয়া থাকে; সুতরাং অনুভূয়মান চৈতন্যগুণটী দেহেরই ধর্ম। দেহের সঙ্গেই তাহার উৎপত্তি, আবার দেহের সঙ্গেই তাহার বিনাশ হইয়া যায়; এখানেই স্বর্গ-নরক-ভোগ; লোকান্তর বা জন্মান্তর কল্পনা, এবং দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মার জন্মান্তরলাভ—এ সমস্তই মিথ্যা, কল্পিত কথা মাত্র।

[আত্মা] থাকে, অর্থাৎ পরলোকগামী আত্মা আছে, আবার কেহ কেহ বলেন,— না—এই আত্মা আর থাকে না, দেহের ধ্বংসেই আত্মার ধ্বংস হইয়া যায়, এইরূপ যে একটা সংশয় আছে—' এইরূপ বাক্যোপক্রমের পর 'নিশ্চয়ই থাকে' অর্থাৎ [জন্মান্তরভাগী আত্মা] নিশ্চয়ই আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে' এই প্রকার অব-ধারণার্থক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়; [তন্মধ্যে,] 'জীব মৃত্যুর পর যে প্রকার হয়' এইরূপ উপক্রম করিয়া 'কোন কোন দেহী নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে শরীরলাভের জন্য যোনি (মনুষ্যাদি জন্ম) প্রাপ্ত হয়, আবার অন্য দেহীরা স্থাণু (বৃক্ষাদি-দেহ) লাভ করে' এই কথা বলা হইয়াছে; তাহার পর [বৃহদারণ্যকে] 'আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ বা স্বপ্রকাশ' এইরূপ উপক্রম করিয়া 'বিদ্যা ও কর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মসংস্কার তাহার (মৃতব্যক্তির) সম্যক্ অনুগমন করিয়া থাকে,' 'পুণ্য-কর্ম্ম দ্বারা পুণ্য (স্বর্গাদি-গামী) হয়, আর পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপ (নরকাদিগামী) হয়', এই কথা বলা হইয়াছে; পুনশ্চ 'তোমাকে বুঝাইব' এইরূপ উপক্রমের পর [আত্মা] 'বিজ্ঞানময়' (অলুপ্তচৈতন্যস্বভাব) এইরূপ বলা হইয়াছে; [ফলতঃ, এতদ্দ্বারা শাস্ত্র] দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন।

ভাষ্যভূমিকা।

তৎ প্রত্যক্ষবিষয়মেব, ইতি চেৎ; ন; বাদি-বিপ্রতিপত্তি-দর্শনাৎ। ন হি দেহান্তরসম্বন্ধিন আত্মনঃ প্রত্যক্ষেণ অস্তিত্ববিজ্ঞানে লোকায়তিকা বৌদ্ধাশ্চ নঃ প্রতিকূলাঃ স্যুঃ—নাস্ত্যাত্মেতি বদন্তঃ। ন হি ঘটাদৌ প্রত্যক্ষবিষয়ে কশ্চিদ্ বিপ্রতিপদ্যতে—নাস্তি ঘট ইতি।

টীকা। যথোক্তাত্মনি অহংপ্রত্যয়ো মানং, তত্র দেহাকারাস্ফুরণাৎ অতিরিক্তাত্মাস্তিত্বস্য তেনৈব স্ফূর্ত্ত্যুপপত্তেঃ, অতো ন তত্র শ্রুতিপ্রামাণ্যমিতি শঙ্কতে—তৎ প্রত্যক্ষেতি। প্রত্যক্ষস্য বিষয়ঃ অবকাশঃ যস্মিন্ ইত্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বম্ উচ্যতে। যদ্যপি ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বং যথাভিপ্রায়েণ অহংধীগোচরঃ, তথাঽপি ন সা ব্যতিরেকমাত্মনো গোচরয়তি; যুক্ত্যাগম-বিবেকশূন্যানাম্ অহংপ্রত্যয়ভাজাং ব্যতিরেকপ্রত্যয়প্রাপ্তৌ বিপশ্চিতাং বিপ্রতিপত্ত্যভাব-প্রসঙ্গাদিতি পরিহরতি—ন বাদীতি। বেদপ্রতিকূলা বাদিনো নাস্তিকা নৈব বিবাদং কুর্ব্বীত্যাহ—ন হীতি। তেষু প্রাতিকূল্যসম্ভাবনার্থং বিশেষণং দেহান্তরেত্যাদি। ইতি বদন্তঃ সন্তো নোঽস্মাকং প্রতিকূলা ন হি স্যুঃ, এবং বদন্ অস্তেবং অসম্ভবাৎ অধ্যক্ষবিরোধাদিতি যোজনা। প্রত্যক্ষে বিষয়ে বিপ্রতিপত্ত্যভাবে দৃষ্টান্তমাহ—ন হীতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

যদি বল, সেই আত্মা যে দেহাতিরিক্ত ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধই বটে; [সুতরাং এ বিষয়ে বলিবার আর কি আছে?] না,—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু

এ বিষয়ে বাদিগণের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাই যদি দেহান্তরগামী আত্মার অস্তিত্ববিজ্ঞান স্থির হইত, তাহা হইলে লোকায়তিক (নাস্তিক) ও বৌদ্ধগণ কখনই 'আত্মা নাই' বলিয়া আমাদের প্রতিপক্ষ হইত না; কেন না, প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত ঘটাদি বস্তুর অস্তিত্ববিষয়ে 'ঘট নাই' বলিয়া কেহই ত বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে না।

ভাষ্যভূমিকা।

স্থাণ্বাদৌ পুরুষাদিদর্শনাৎ নেতি চেৎ; ন; নিরূপিতে অভাবাৎ। ন হি প্রত্যক্ষেণ নিরূপিতে স্থাণ্বাদৌ বিপ্রতিপত্তির্ভবতি। বৈনাশিকাস্তু অহমিতি প্রত্যয়ে জায়মানেঽপি দেহান্তরব্যতিরিক্তস্য নাস্তিত্বমেব প্রতিজানতে। তস্মাৎ প্রত্যক্ষবিষয়বৈলক্ষণ্যাৎ প্রত্যক্ষাৎ ন আত্মাস্তিত্বসিদ্ধিঃ।

টীকা। তত্র ব্যভিচারং শঙ্কতে—স্থাণ্বাদাবিতি। প্রত্যক্ষে দর্শিতেঽপি স্থাণুর্বা পুরুষো বেতি বিপ্রতিপত্ত্যুপলম্ভাৎ ন প্রত্যক্ষে বিপ্রতিপত্ত্যভাবো ব্যভিচারাদিতি শঙ্কার্থঃ। আদিপদেন পাষাণাদৌ রজতাদি-বিপ্রতিপত্তিঃ সংগৃহ্যতে। কিং প্রত্যক্ষমাত্রে বিপ্রতিপত্তিঃ? কিং বা তেন বিবিক্তে প্রতিপন্নে? নাদ্যঃ, অঙ্গীকারাৎ। ন চৈবমাত্মনি প্রত্যক্ষে বিপ্রতিপত্তৌ অপি ন আগমাপেক্ষা; তেনৈব তদ্বিরোধেন তন্নির্ণয়াৎ ইতি মন্বানো দ্বিতীয়ং দূষয়তি—নেত্যাদিনা। প্রত্যক্ষতো বিবিক্তেঽর্থে বিপ্রতিপত্ত্যভাবং প্রপঞ্চয়তি—ন হীতি। আত্মনঃ স্থূলদেহ-ব্যতিরিক্তত্বং ন প্রত্যক্ষমিতি প্রতিপাদ্য সূক্ষ্মদেহ-ব্যতিরিক্তত্বমপি ন অহংপ্রত্যয়গ্রাহ্যমিত্যাহ—বৈনাশিকাস্ত্বিতি। তে খল্বহমিতি ধিয়ম্ অনুভবন্তি; তথাপি দেহান্তরং স্থূলদেহাতিরিক্তং সূক্ষ্মং, তত্র প্রধানভূতায়া বুদ্ধেরতিরিক্তস্য আত্মনো নাস্তিত্বমেব পশ্যন্তি। তৎ ন অহংধিয়া সূক্ষ্মদেহাতিরিক্তাত্মসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। কিং চ, প্রত্যক্ষস্য বিষয়ো রূপাদিঃ, তদ্রাহিত্যাৎ তদ্বৈলক্ষণ্যাৎ, তদাত্মনোঽস্তি, "অশব্দমস্পর্শমরূপম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ন হি রূপাদি তদাধারং বিনা প্রত্যক্ষং ক্রমতে। অতো ন দেহাদ্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বস্য প্রত্যক্ষাৎ প্রসিদ্ধিরিত্যাহ—তস্মাদিতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

যদি বল, [প্রত্যক্ষসিদ্ধ] স্থাণু (—শাখাদিশূন্য বৃক্ষ) প্রভৃতিতেও যখন মনুষ্যাদি-ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এ কথা সঙ্গত হইতে পারে না। না,—যেহেতু সেখানেও স্থাণুত্বের নিশ্চয় নাই; কারণ, প্রত্যক্ষ দ্বারা স্থাণু নিশ্চিত হইলে, কখনই তাহাতে মনুষ্যাদিভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না। বৈনাশিকেরা (বৌদ্ধগণ) কিন্তু 'অহং' প্রতীতিসত্ত্বেও দেহাতিরিক্ত আত্মার নাস্তিত্ব বা অভাবই স্বীকার করেন, (অস্তিত্ব স্বীকার করেন না)। অতএব লৌকিক প্রত্যক্ষবিষয়ের সঙ্গে বৈলক্ষণ্য থাকায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইতেছে না।

ভাষ্যভূমিকা।

তথা অনুমানাদপি। শ্রুত্যা আত্মাস্তিত্বে লিঙ্গস্য দর্শিতত্বাৎ লিঙ্গস্য চ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ নেতি চেৎ ; ন ; জন্মান্তরসম্বন্ধস্য অগ্রহণাৎ। আগমেন তু আত্মাস্তিত্বে অবগতে বেদপ্রদর্শিত-লৌকিক-লিঙ্গবিশেষৈশ্চ, তদনুসারিণো মীমাংসকাস্তার্কিকাশ্চ অহং-প্রত্যয়লিঙ্গানি চ বৈদিকান্যেব স্ব-মতি-প্রভবাণি—ইতি কল্পয়ন্তো বদন্তি—প্রত্যক্ষশ্চ অনুমেয়শ্চ আত্মা ইতি।

সর্ব্বথাপি অস্ত্যাত্মা দেহান্তরসম্বন্ধীত্যেবং প্রতিপত্তুঃ দেহান্তরগতেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিপরিহারোপায়বিশেষার্থিনঃ তদ্বিশেষজ্ঞাপনায় কর্ম্মকাণ্ডং সমারব্ধম্। ন তু আত্মন ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি পরিহারেচ্ছাকারণম্ আত্মবিষয়মজ্ঞানং কর্ত্তৃভোক্তৃ-স্বরূপাভিমানলক্ষণং তদ্বিপরীতব্রহ্মাত্মস্বরূপবিজ্ঞানেন অপনীতম্। যাবৎ হি তৎ ন অপনীয়তে, তাবদয়ং কর্ম্মফলরাগদ্বেষাদি-স্বাভাবিকদোষপ্রযুক্তঃ শাস্ত্র-বিহিতপ্রতিষিদ্ধাতিক্রমেণাপি প্রবর্ত্তমানো মনোবাক্কায়ৈঃ দৃষ্টাদৃষ্টানিষ্ট-সাধনানি অধর্ম্মসংজ্ঞকানি কর্ম্মাণি উপচিনোতি বাহুল্যেন, স্বাভাবিক-দোষবলীয়স্ত্বাৎ ; ততঃ স্থাবরান্তাধোগতিঃ।

টীকা। প্রত্যক্ষতো বিবিক্তে বিপ্রতিপত্ত্যযোগাৎ : প্রকৃতে চ তদ্দর্শনাদিতি যাবৎ। অথ ইচ্ছাদয়ঃ কচিদাশ্রিতাঃ, গুণত্বাৎ, রূপবৎ, ইত্যনুমানাৎ অতিরিক্তাত্মসিদ্ধিরিতি ; নেত্যাহ—তথেতি। ন আত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ ইতি সংবন্ধার্থঃ 'তথা'-শব্দঃ। অয়ং ভাবঃ—ইচ্ছাদীনাং স্বাতন্ত্র্যে রূপাসিদ্ধিঃ, পারতন্ত্র্যে পরম্পরাশ্রয়ত্বম্, আধারস্য ইদানীমেব সাধ্যমানত্বাৎ। কিঞ্চ-দেহেন চ আশ্রয়মাত্রবত্ত্বে সিদ্ধসাধনত্বং, মনসঃ তদাশ্রয়স্য সিদ্ধত্বাৎ ; আত্মোক্তৌ চ দৃষ্টান্তস্য সাধ্যবিকলতেতি। "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি" ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রাণনাদিব্যাপারাণাং লিঙ্গস্য আত্মাস্তিত্বে প্রদর্শিতত্বাৎ তস্য চ ব্যাপ্তিসাপেক্ষস্য প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধাত্মবিষয়ত্বাৎ ন তত্র শব্দৈকগম্যতা, ইতি শঙ্কতে—শ্রুত্যেতি। আত্মনঃ স্বাতন্ত্র্যেণ লিঙ্গসব্যাপ্তিগ্রহেণ শ্রুত্যা লিঙ্গং ন উপলভ্যমিতি পরিহরতি—নেতি। যোঽচেতনব্যাপারঃ, স চেতনাধিষ্ঠান-পূর্ব্বকঃ, যথা রথাদিব্যাপারঃ। প্রাণনাদিব্যাপারশ্চাপি অচেতনব্যাপারত্বাৎ চেতনাধি-ষ্ঠানপূর্ব্বকমিতি সত্তামাত্রেণ লিঙ্গোপন্যাসঃ। ন হি নিশ্চায়কত্বেন তদুপন্যস্যতে। আত্মনো, জন্মান্তরসম্বন্ধস্য প্রমাণান্তরেণ অগ্রহণাৎ তত্রাপি লিঙ্গাবোধাদিত্যাহ—জন্মা-ন্তরেতি। ননু ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বম্ আগমৈকগম্যং চেৎ, কথং তৎপ্রত্যক্ষম্ অনুমেয়ং চ ইতি বাদিনো বদন্তীতি, তত্রাহ—আগমেনেতি। "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা" ইত্যাদাবেব "কো হ্যেবান্যাৎ" ইত্যাদিবেদোক্তৈশ্চ প্রাণনাদিভিঃ লৌকিকৈর্লিঙ্গ-বিশেষৈঃ আত্মাস্তিত্বে সিদ্ধে যথোক্তাত্মসিদ্ধিম্ অনুসরন্তো বাদিনো বৈদিকমেব অহংপ্রত্যয়ং প্রতিপত্তব্যা বৈদিকান্যেব চ লিঙ্গানি স্বতঃ বোধপ্রকাশানি বিচারিতানি তানি—ইতি কল্পয়ন্তো মিথ্যা আত্মানং বদন্তি ; অতস্তু আত্মা যথোক্তপ্রত্যক্ষানধিগম্য ইত্যর্থঃ।

টীকা। 'ততশ্চ' ইত্যাদিনা তয়োঃ সম্বন্ধং প্রতিজ্ঞায় তাদর্থ্যেন সিদ্ধে অর্থে বেদোক্ত-প্রামাণ্যং 'সর্বোঽপি' ইত্যাদিনা প্রসাধ্য অধুনা কর্মভিঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ বৈরাগ্যাদিদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তিরিতি তয়োঃ সম্বন্ধং কথয়তি—অস্য প্রাগিতি। আগমাৎ নানাত্মতয়া ব্যতিরিক্তাত্মা-স্তিত্ব-প্রতিপত্তৌ অপি ইত্যর্থঃ। পুরুষার্থোপায়-বিশেষার্থিনঃ তদুপায়ার্থং কর্মকাণ্ডমারম্ভং চেৎ, তর্হি তয়োক্তকর্মভিরেব বিবক্ষিতপুরুষার্থসিদ্ধেঃ বেদান্তারম্ভ-বৈয়র্থ্যাৎ ন সম্বন্ধোক্তিঃ সাধিকা, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নস্থিতি। আত্মজ্ঞানং স্বয়মর্থকারণম্, অন্বয়-ব্যতিরেক-শাস্ত্রগম্যং মিথ্যাজ্ঞান-কার্যনিবর্তকং চ; তচ্চ অকর্তৃ-ভোক্তৃ-ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাৎ অপনেয়ম্। ন হি তৎ কর্মকাণ্ডোক্তৈরেব কর্মভিঃ শক্যমপনেতুং, বিরোধাভাবাৎ। তস্মাৎ তদ্বাধনার্থং জ্ঞানসিদ্ধয়ে বেদান্তারম্ভ-সম্ভবাৎ উক্তসম্বন্ধসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। যদি কর্মভিঃ অজ্ঞানং ন নিবর্ত্যতে, মা নিবর্তিষ্ট; সত্যেব তস্মিন্ কর্মবশাৎ মোক্ষঃ স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবদিতি। নব-শু-জ্ঞানমেব সাক্ষান্মোক্ষহেতুঃ, ন কর্ম; তৎ তু প্রনাড্যা তদুপযোগি। ন হি সত্যেব অজ্ঞানে মুক্তিঃ, তস্মিন্ সতি সংসারস্য দুর্বারত্বাৎ। তস্মাৎ কর্মকাণ্ডস্য বৈরাগ্যদ্বারা প্রবেশো যুক্ত ইতি ভাবঃ। 'অন্বয়' ইতি অংশো বিবিচ্যতে। 'রাগদ্বেষাদি'-ইত্যাদিপদেন অবিদ্যাস্মিতাভিনিবেশাদয়ো গৃহ্যন্তে। দোষাণাং স্বাভাবিকত্বং শাস্ত্রানপেক্ষত্বম্। 'অপি'-কারঃ সম্ভাবনার্থঃ। 'দৃষ্টমেব অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধত্বম্। 'অদৃষ্টেঃ' শাস্ত্রমাত্রগম্যত্বম্। অধর্মোপচয়প্রাচুর্যে হেতুমাহ—স্বাভা-বিকেতি। অথ বৈরাগ্যার্থং কর্মফলং প্রপঞ্চয়ন্ অধর্মফলমাহ—তত ইতি। উক্তং হি—

"শারীরজৈঃ কর্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ" ইতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমান দ্বারাও আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে না। যদি বল, শ্রুতি নিজেই আত্মার অস্তিত্বজ্ঞাপক সুখদুঃখাদি ধর্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং ঐ সমস্ত লিঙ্গ বা অস্তিত্বজ্ঞাপক ধর্ম যখন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, তখন আত্মাকে আর প্রত্যক্ষাদির অবিষয় বলা যাইতে পারে না। না,—একথাও বলিতে পার না; কারণ, আত্মার যে জন্মান্তরের সহিত সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রত্যক্ষগম্য নহে। বস্তুতঃ, শাস্ত্রপ্রমাণ ও বেদোক্ত লৌকিক হেতুবিশেষ (অহং প্রতীতিরূপ হেতু) দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অবগত হইয়া তদনুসারী মীমাংসকগণ ও তার্কিকগণ বেদোক্ত 'অহং'-প্রতীতিরূপ হেতুকেই আপনাদের উদ্ভাবিত হেতু বলিয়া কল্পনা করত আত্মাকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানগম্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন (৪)।

(৪) তাৎপর্য্য—তার্কিকদিগের অনুমান প্রণালী এইরূপ—জীবদেহে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি কতকগুলি অসাধারণ গুণ আছে; গুণ মাত্রই দ্রব্যাশ্রিত, সুতরাং ঐ সমস্ত গুণের আশ্রয়রূপে দেহাতিরিক্ত আত্মারই অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। বস্তুতঃ এরূপ অনুমান দ্বারাও

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

ফল কথা, যে কোন প্রকারেই হউক, যিনি দেহান্তরসম্বন্ধী আত্মার অস্তিত্ব অবগত আছেন, এবং দেহান্তরগত (ভবিষ্যৎদেহে) ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারপ্রার্থী হন; তাহার পক্ষেই সেই উপায়বিশেষ-জ্ঞাপনের জন্য বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু [তাহাতেও জীবের প্রকৃত ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না; কারণ,] আত্মার ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের কারণীভূত কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব স্বরূপ (আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদিরূপ) অভিমান যাহার লক্ষণ বা পরিচায়ক, আত্মবিষয়ক সেই অজ্ঞান ত তখনও কর্তৃত্বাদি বুদ্ধির বিপরীত ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপ বিজ্ঞান (আত্মা ব্রহ্মস্বরূপই বটে, এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) দ্বারা অপনীত হয় নাই। আর যতকাল তাহা অপনীত না হয়, ততকাল সংসারী জীব স্বভাবসিদ্ধ রাগদ্বেষাদি দোষ বশতঃ কর্ম্মফলে আসক্ত থাকে, এবং স্বভাবসিদ্ধ সেই রাগদ্বেষাদি দোষের প্রাবল্য বশতঃ শাস্ত্রের বিধি-নিষেধও লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা ঐহিক ও পারলৌকিক অনিষ্টসাধক রাশি রাশি পাপকর্ম্মও সঞ্চয় করিতে থাকে; আর তাহার ফলে স্থাবরান্ত পর্য্যন্ত অধোগতি প্রাপ্ত হয় (৫)।

আত্মাস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না; কারণ, মনকে ইচ্ছাদির আশ্রয় বলিলেও ঐ সমস্ত কথা উপপন্ন হইতে পারে। তাহার পর, তাঁহারা যে এইরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহারও মূল শাস্ত্র। কারণ, পূর্ব্বোক্ত "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে" ইত্যাদি শ্রুতি ও শ্রুত্যুক্ত "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ" অর্থাৎ 'কেই বা শ্বাস ছাড়িত, কেই বা চেষ্টা করিত' ইত্যাদি লোকপ্রসিদ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাসাদি লিঙ্গ বা হেতু দ্বারা শাস্ত্রই আত্মার অস্তিত্বে যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তার্কিকগণ সেই সমস্ত হেতুকেই আপনাদের বুদ্ধি দ্বারা সমুদ্ভাবিত হেতু বলিয়া প্রকাশ করেন, এবং তাহার সাহায্যে আত্মাকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানগম্য বলিয়া ঘোষণা করেন মাত্র। বস্তুতঃ, ঐ সমস্ত প্রমাণ যখন শাস্ত্রবহির্ভূত নহে, তখন আত্মার অস্তিত্বকে একমাত্র আগমগম্যই বলিতে হইবে।

(৫) তাৎপর্য্য—অধর্ম্মাখ্য পাপকর্ম্মের ফলে জীবের যেরূপ অধোগতি হইয়া থাকে, মনুস্মৃতিতে তাহার একটা মোটামোটি হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ;—

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্ ॥"

অর্থাৎ মানুষ শারীরিক ব্যাপার দ্বারা পাপ কর্ম্ম করিলে, বৃক্ষলতাদি স্থাবর-দেহ লাভ করে, বাক্য দ্বারা পাপ করিলে পক্ষিযোনি গ্রহণ করে, আর মানসিক চিন্তা দ্বারা পাপ করিলে

ভাষ্যভূমিকা।

কদাচিৎ শাস্ত্রকৃতসংস্কারবলীয়স্ত্বম্। ততো যম আহিতিঃ ইষ্টসাধনং বাহুল্যেন উপচিনোতি ধর্মাখ্যম্। তদ্ দ্বিবিধম্—জ্ঞানপূর্বকং কেবলঞ্চ। তত্র কেবলং পিতৃলোকাদি-প্রাপ্তিফলম্; জ্ঞানপূর্বকং দেবলোকাদি-ব্রহ্মলোকান্ত-প্রাপ্তিফলম্। তথা চ শাস্ত্রং—"আত্মযাজী শ্রেয়ান্ দেবযাজিনঃ" ইত্যাদি। স্মৃতিশ্চ—"দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকম্" ইত্যাদ্যা। সাম্যে চ ধর্মাধর্ময়োঃ মনুষ্যত্ব প্রাপ্তিঃ। এবং ব্রহ্মাদ্যা স্থাবরান্তা স্বাভাবিকাবিদ্যাদি-দোষবত্যো ধর্মাধর্ম-সাধনকৃতা সংসারগতির্নামরূপকর্মাশ্রয়া।

টীকা। তৎ কিং পুণ্যোপচয়াভাবাৎ অনবকাশং ধর্মাদিফলমিতি, নেত্যাহ—কদাচিদিতি। শাস্ত্রীয়সংস্কারস্য বলীয়স্ত্বে ফলিতমাহ—তত ইতি। 'আদি'-শব্দো বাক্যেহধিকঃ। ফলবিভাগং বক্তুং কর্ম ভিনত্তি—তদ্ দ্বিবিধমিতি। তত্র মুক্তিফলকং নিরসিতুং ফলং বিভজতে—তত্রেতি। কেবলমিষ্টাদিকর্মৈব শেষঃ। 'কর্মণা পিতৃলোকঃ' ইতি হি শ্রুতিঃ। তস্মিন্ ফলে মানান্তরম্ অভিপ্রেত্য আদিশব্দঃ। 'বিদ্যয়া দেবলোকঃ' ইতি শ্রুতিম্ আশ্রিত্যাহ—জ্ঞানেতি। দেবলোকো যস্য আদিঃ, ব্রহ্মলোকো যস্য অন্তঃ, তস্যার্থস্য প্রাপ্তিরেব ফলমস্যেতি বিগ্রহঃ। উক্তেঽর্থে শাস্ত্রপদাং শ্রুতিং প্রমাণয়তি—তথা চেতি। সর্বত্র পরমাত্ম-ভাবনাপুরঃসরং নিত্যং কর্মানুতিষ্ঠন্ আত্মযাজী। কামনাপুরঃসরং দেবান্ যজমানো দেবযাজী। তয়োর্মধ্যে কতরঃ শ্রেয়ানিতি বিচারে সতি আত্মযাজী শ্রেয়ানিতি নির্ণয়ঃ কৃতঃ; অতো জ্ঞানপূর্বকং কর্ম দেবলোকস্য, কামনাপূর্বং তু পিতৃলোকস্য প্রাপকমিত্যর্থঃ।

'প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকম্।
ইহ বাঽমুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম কীর্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্বং তু নিবৃত্তমভিধীয়তে।'

ইত্যাদিমনুস্মৃতিং চ অত্রৈব উদাহরতি—স্মৃতিশ্চেতি। ধর্মাধর্ময়োঃ একৈকস্য ফলম্ উক্ত্বা মিশ্রয়োঃ ফলমাহ—সাম্যে চেতি। উক্তং হি—

'উভাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং মানুষ্যং লভতেঽবশঃ' ইতি।

অত্যন্ত—হীনপ্রাপ্তিও প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ অনুষ্ঠিত কর্মের ফল যে, কতদিনে উৎপন্ন হয়, তাহারও নির্দেশ করিয়াছেন;—

"ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পুণ্যপাপৈরিহৈব ফলমশ্নুতে।"

কর্মকালীন মানসিক অভিনিবেশের তীব্রতানুসারে কর্মফল তিন বৎসরে, তিন মাসে, তিন পক্ষে কিংবা তিন দিনের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু তীব্রতার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হইলে তৎক্ষণাৎও ফল প্রকাশ পাইতে পারে। যেমন—মহারাজ নহুষ অগস্ত্য ঋষিকে পদাঘাত করায় তন্মুহূর্তেই সর্পদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কর্মফলগত এই প্রকার বৈচিত্র্য পুরাণশাস্ত্রে বহুতর বর্ণিত আছে।

টীকা। দ্বিবিধমপি কর্মফলং বৈরাগ্যার্থং সংক্ষিপ্য উপসংহরতি—এবমিতি। সা চ অবিদ্যা তৎকালং অনর্থরূপা, ইত্যাহ—স্বাভাবিকেতি। বিবিধকর্মফলতয়া তস্যা বৈচিত্র্যমাহ—ধর্মাধর্মেতি। তর্হি ধর্মাধর্মাভাবে তন্নির্বাণসম্ভবাৎ তৎকৃতম্ অবিদ্যা, ইত্যত আহ—নামেতি। কেবলং তন্মাত্রা অবিদ্যা, তন্নাশমেবেতি যাবৎ। ধর্মাদেঃ অবিদ্যাজস্য নিবিড়ত্বোপাদানত্বাৎ উপযোগ ইতি ভাবঃ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

কখনও বা শাস্ত্রানুশীলনজাত সংস্কারও প্রবল হইয়া থাকে। তখন মানসিক বাচিক ও কায়িক চেষ্টায় আপনার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য বহুলপরিমাণে ধর্মকর্মও সঞ্চয় করিয়া থাকে। সেই ধর্মকর্ম আবার দুই প্রকার—(১) জ্ঞানপূর্ব্বক, ও (২) কেবল (=জ্ঞানরহিত)। তন্মধ্যে কেবল ধর্মকর্ম দ্বারা পিতৃলোকাদি লাভ হয়, আর জ্ঞানপূর্ব্বক ধর্মকর্মের ফলে দেবলোক (=স্বর্গ) হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ হয়। তদ্বোধক শ্রুতি এই—'দেবযাজী অর্থাৎ যাঁহারা কেবল দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আত্মযাজী (=আত্মজ্ঞানসম্পন্ন লোক) শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি। স্মৃতিও আছে—'বেদোক্ত কর্ম দ্বিবিধ' ইত্যাদি। ধর্ম ও অধর্ম অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য সমান হইলে মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি হয় (৬)। এইরূপে স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাদি-দোষসম্পন্ন ব্যক্তির ধর্মাধর্ম কর্মানুষ্ঠানের ফলে ব্রহ্মাদি-স্থাবরত্ব-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত গতি হয়; কিন্তু ঐ সমস্তই সংসার-দশার অন্তর্গত এবং নাম-রূপাশ্রিত।

ভাষ্যভূমিকা।

তদেব ইদং ব্যাকৃতং সাধ্য-সাধনরূপং জগৎ প্রাগুৎপত্তেঃ অব্যাকৃতমাসীৎ। স এব বীজাঙ্কুরাদিবদ্ অবিদ্যাকৃতঃ সংসার আত্মনি ক্রিয়া-কারক-ফলাধ্যারোপ-

(৬) তাৎপর্য্য—বেদোক্ত কর্ম সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—(১) প্রবৃত্ত কর্ম ও (২) নিবৃত্ত কর্ম। তন্মধ্যে ঐহিক বা পারলৌকিক ফলোদ্দেশে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম 'প্রবৃত্ত' বা 'কাম্য' কর্ম। নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মও এই 'প্রবৃত্ত' কর্ম্মেরই অন্তর্নিবিষ্ট; আর কোন প্রকার ফল উদ্দেশ না করিয়া কেবল জ্ঞানের জন্য যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম 'নিবৃত্ত' বা 'নিষ্কাম' কর্ম। প্রবৃত্ত কর্ম্মের ফল যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, কখনই উহা সংসারের বাহিরে যাইতে পারে না, এবং ভাবী বিনাশের হস্ত হইতেও পরিত্রাণ পাইতে পারে না; এই জন্য মুমুক্ষু পুরুষ প্রবৃত্ত কর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিবৃত্ত কর্ম্মের আশ্রয় লইয়া থাকেন, এবং তাহা দ্বারাই ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানোৎকর্ষ লাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন।

ভাষ্যভূমিকা।

লক্ষণঃ অনাদিরনন্তঃ অনর্থঃ—ইতি এতস্মাৎ বিরক্তস্য অবিদ্যা-নিবৃত্তয়ে তদ্বিপরীত-ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপত্ত্যর্থা উপনিষদ্ আরভ্যতে।

টীকা। ননু সংসারস্যোৎপত্তেঃ প্রাবিকৃতত্বম্ অযুক্তং, প্রত্যক্ষাদিপ্রতিপন্নত্বাৎ, "তং নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত" ইতি শ্রুতৌ চ নামরূপাত্মনো জগতঃ অভিব্যক্তিশ্রবণাৎ। ন চ প্রাগপি কস্য অবিক্রিয়াকৃতত্বম্; অত আহ—তদেবেদমিতি। জগতঃ স্বরূপসত্তা, তস্য অব্যাকৃতত্বাৎ; তস্মাৎ আরম্ভে অনভিব্যক্তেঃ প্রত্যক্ষাদিনা শ্রুত্যা চ অভিব্যক্তমিব দৃশ্যমানমপি জগদনভিব্যক্তমেবেতি, ন তস্য অবিদ্যাকৃতত্ব-ক্ষতিঃ ইতিভাবঃ। অবিদ্যাকৃতাং সংসারগতিম্ অনুবদতে—স এষ ইতি। নমু অবিদ্যাকৃতত্বে কথম্ অনাদিত্বম্?—ইত্যাশঙ্ক্য তস্য প্রবাহরূপেণেত্যাহ—বীজাঙ্কুরাদিবদিতি। তর্হি কদাচিৎকতয়া সাধনাপেক্ষাবত্ত্বেন নাশো ভবিষ্যতি, ইত্যাশঙ্ক্যাহ অনাদিরিতি। চৈতন্যবদাত্মনি তস্য অবিদ্যাকৃতত্বাদুপপত্তিম্ আশঙ্ক্য নানারূপত্বেন ততো বিলক্ষণত্বাৎ একরূপত্বে দুঃখং তস্য কল্পিতত্বম্, ইত্যাহ—ক্রিয়েত্যেতি। অনাদেরপি সংসারস্য প্রাগভাববৎ নিবৃত্তিঃ স্যাদিতি চেৎ, তথাপি ব্রহ্মবিদ্যাবত্ত্বেন নাশো নাস্তি, ইত্যাহ—অনন্ত ইতি। প্রবৃত্তো হেতুঃ শ্রোতৃচিত্তম্ 'অনর্থ' ইতি বিশেষণম্। অনর্থক ইতি পাঠে তু কারণরূপেণ তত্ত্বম্ উন্নেয়ম্। যস্মাৎ কর্ম সংসারফলং, ন মোক্ষং ফলয়তি; তস্মাৎ সনিদান-সংসার-নিবর্ত্তকাত্মজ্ঞানার্থত্বেন সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নম্ অধিকারিণম্ অধিকৃত্য বেদান্তারম্ভঃ সম্ভবতি, ইত্যুপসংহরতি—ইত্যেতস্মাদিতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

সেই এই নাম-রূপাত্মক সাধ্য-সাধনরূপ অর্থাৎ কার্য্য-কারণ-প্রবাহরূপে অভিব্যক্ত পরিদৃশ্যমান এই জগৎই উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যাকৃত বা অনভিব্যক্ত ছিল। বীজ ও অঙ্কুরের কার্য্যকারণভাব যেমন অনাদি অনন্ত, তেমনি অবিদ্যা দ্বারা আত্মাতে আরোপিত ক্রিয়া, কারক (কর্ত্রাদি) ও কর্ম্মফলাত্মক অনর্থময় এই সংসারও অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রবাহক্রমে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে লোক এই সংসার হইতে বিরক্ত বা বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার অবিদ্যানিবৃত্তির জন্য এবং অবিদ্যাবিরোধী ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উদ্দেশে উপনিষৎ শাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে।

ভাষ্যভূমিকা।

অস্য তু অশ্বমেধ-কর্ম-সম্বন্ধিনো বিজ্ঞানস্য প্রয়োজনং—যেষাম্ অশ্বমেধে নাধিকারঃ, তেষাম্ অস্মাদেব বিজ্ঞানাৎ তৎফলপ্রাপ্তিঃ, "বিদ্যয়া বা কর্মণা বা" "তদ্ধি এতল্লোকজিদেব" ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ।

কর্ম্মবিষয়মেব বিজ্ঞানমস্তিতি চেৎ; ন; "যোঽশ্বমেধেন যজতে, য উ

ভাষ্যভূমিকা।

তেনৈবৈতদ্‌ বেদ" ইতি বিকল্পশ্রুতেঃ। বিদ্যাপ্রকরণে চ আম্নানাৎ। কর্ম্মান্তরে চ সম্পাদন-দর্শনাৎ বিজ্ঞানাৎ তৎফলপ্রাপ্তিঃ অস্তীতি অবগম্যতে। সর্ব্বেষাঞ্চ কর্ম্মণাং পরং কর্ম্ম অশ্বমেধঃ, সমষ্টি-ব্যষ্টি-প্রাপ্তি-ফলত্বাৎ।

তস্য চ ইহ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রারম্ভে আম্নানং সর্ব্বকর্ম্মণাং সংসারবিষয়ত্ব প্রদর্শনার্থম্‌। তথা চ দর্শয়িষ্যতি ফলম্‌ অশনায়াং মৃত্যুভাবম্‌।

টীকা। যথোক্তজ্ঞানার্থত্বেন উপনিষদারম্ভে 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদ্যর্থবাদঃ তত্ত্বাদ্যারম্ভা জ্ঞানোপদেশাৎ ; 'উষা বা অশ্বস্য' ইত্যাদেস্তু ন যুক্তং, সাক্ষাদ্‌ অত্র তদযুক্তেঃ, ইত্যাশঙ্ক্য অস্যাদ্যারম্ভে উপনিষদারম্ভে অভীষ্টং ফলম্‌ অভিধিৎসমানঃ প্রথমম্‌ অশ্বমেধোপাসন-ফলমাহ—অত্রৈতি। রাজকর্ত্তৃকাদ্‌ অশ্বমেধস্য ইদমধিকারিণামপি ব্রাহ্মণাদীনাং তৎফলার্থিনাম্‌ অস্যাদেব উপাসনাৎ তদাপ্তিরিতি যথা শ্রুতৌ তদুপাসনোক্তিরিত্যর্থঃ। কিমত্র নিয়ামকম্‌? ইত্যাশঙ্ক্য বিকল্পশ্রবণাৎ কেবলস্যাপি জ্ঞানস্য সাধনত্বং গচ্ছতি, ইত্যর্থতো বিকল্পশ্রুতিমুদাহরতি—বিদ্যয়েতি। 'তৎফলপ্রাপ্তি'-রিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ইতৈব শ্রুত্যন্তরমাহ—অন্যেতি। তদেতৎ প্রাণদর্শনং লোকপ্রাপ্তিসাধনং প্রসিদ্ধমিতি যাবৎ। 'আদি'-শব্দেন কেবলোপাস্ত্যা ব্রহ্মলোকাপ্তিবাদিন্যঃ শ্রুতয়ো গৃহ্যন্তে।

অশ্বমেধে বহূপাসনং, তস্যাপি অধ্যাদিবং তচ্ছেদনত্বেন ফলবত্ত্বাৎ ন স্বাতন্ত্র্যেণ তদ্‌ যত্নম্‌, অন্যেষু যত্রফলাভাবাদিতি শঙ্কতে—কর্ম্মবিষয়ত্বমিতি। জ্ঞানস্য ক্রত্বর্থত্বং দূষয়তি—নেতি। পূর্ব্বত্র অর্থতো দর্শিতাং বিকল্পশ্রুতিম্‌ অত্র হেতুতয়া স্বরূপতঃ অনুক্রামতি—যোঽশ্বমেধেনেতি। "স সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি, তরতি ব্রহ্মহত্যাম্‌" ইতি সম্বন্ধঃ। জ্ঞানকর্ম্মণোঃ তুল্যফলত্বস্য ন্যায্যত্বাদিতি শেষঃ। উপাস্তিফলশ্রুতেঃ অর্থবাদত্বমাশঙ্ক্য অশ্বমেধবৎ উপাস্তেরপি কর্ম্মত্বাৎ বিহিতত্বাৎ কর্ম্মপ্রকরণাদ্‌ বুদ্ধিতত্ত্বাচ্চ নৈবম্‌, ইত্যাহ—বিদ্যেতি। ফলশ্রুতেঃ অর্থবাদত্বাভাবে হেত্বন্তরমাহ—কর্ম্মান্তরে চেতি। অশ্বমেধাতিরিক্তে কর্ম্মণি "অয়ং বাব লোকোঽগ্নিঃ" ইত্যাদৌ চিত্যাগ্ন্যাদৌ এতল্লোকাদিসম্পাদনস্য স্বতন্ত্রফলোপাসনস্য দর্শনাৎ ন ফলশ্রুতেঃ অর্থবাদতা ইত্যর্থঃ। অশ্বমেধোপাসনং ন ক্রত্বর্থং কিন্তু পুরুষার্থং ; তত্র চ অধিকারঃ অশ্বমেধক্রত্বনধিকারিণামপীতি এতাবদেব ইষ্টং চেৎ, উপাসনে কর্ম্মপ্রকরণস্থেঽপি তদ্ভাবাৎ বিদ্যাপ্রকরণে ন অস্যাধ্যয়নমর্থবৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বেষাং চেতি। পরমে হেতুঃ—সমষ্টীতি। অশ্বমূর্ত্ত্যাবৃত্তরূপ-হিরণ্যগর্ভ-প্রাপ্তিহেতুত্বাৎ তস্য শ্রেষ্ঠতা ইত্যর্থঃ।

তস্য পুণ্যশ্রেষ্ঠত্বেঽপি প্রকৃতে কিমায়াতং, তদাহ তস্য চেতি। যথা ক্রতুপ্রধানস্য অশ্বমেধস্য উপাস্তিসহিতস্যাপি সংসারফলত্বং, তথা অর্বাচীনানাম্‌ অগ্নিহোত্রাদীনাং স সারফলত্বং কিং বাচ্যম্‌, ইত্যস্মিন্‌ কর্ম্মরাশৌ ফলহেতৌ বিরক্তাঃ সাধনচতুষ্টয়বিশিষ্টা জ্ঞানমপেক্ষমাণাঃ তদুপায়ে শ্রবণাদৌ এব সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বকে কথং প্রবর্ত্তেরন্‌ ইত্যাশয়বতী শ্রুতিরুপাসনাং বিদ্যাদৌ অভিদধাতি। তেন "উষা বা অশ্বস্য" ইত্যাদ্যুপনিষদারম্ভো যুক্তঃ, অস্য বিশিষ্টাধিকারি-সমর্পকত্বাৎ ইত্যর্থঃ। উপাসনফলস্য সংসারগোচরত্বমেব কুতঃ সিদ্ধম্‌? অত আহ—তথা

চেত্তি। অশনায়া হি মৃত্যুঃ, "স বৈ নৈব রেমে, সঃ অবিভেৎ" ইতি ভয়ারত্যাদিশ্রবণাৎ উপাত্তিযুক্তক্রতুফলস্য সুরত্ব বন্ধমধ্যাপাতিত্বাৎ বিশিষ্টোঽপি ক্রতুঃ ন মুক্তয়ে পর্য্যাপ্তোতীত্যর্থঃ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

এই অশ্বমেধ কর্ম্মসম্বন্ধী বিজ্ঞানের (অর্থাৎ এই বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথমে উপদিষ্ট অশ্বমেধ যজ্ঞের রূপক-কল্পনার) উদ্দেশ্য এই যে, অশ্বমেধযজ্ঞে যাহাদের অধিকার নাই, সেই ব্রাহ্মণ প্রভৃতিও এবংবিধ বিজ্ঞান হইতেই প্রকৃত অশ্বমেধযজ্ঞের যথাযথ ফল লাভ করিতে পারিবে, (১) এ কথা 'বিদ্যা অথবা কর্ম্ম দ্বারা [যথোক্ত ফলপ্রাপ্তি হয়'] এবং 'সেই এই প্রাণবিজ্ঞান নিশ্চয়ই লোক-প্রাপ্তির সাধন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায়]।

যদি বল, কর্ম্মই উক্ত বিজ্ঞানেরও বিষয়, (অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত অশ্বমেধযজ্ঞেরই অঙ্গরূপে ঐরূপ উপাসনার বিধান করা হইয়াছে;) না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, 'যে লোক অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথবা যে লোক যথোক্তপ্রকারে ইহা জানিতে পারে (=বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়)' এই শ্রুতিতে যজ্ঞ ও যজ্ঞ-বিজ্ঞানের বিকল্প (পৃথক্ অনুষ্ঠেয়ত্ব) কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, উপাসনা-প্রকরণে পঠিত হওয়ায়, এবং অশ্বমেধাতিরিক্ত কর্ম্মেও এইপ্রকার বিজ্ঞানের উপদেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, শুধু বিজ্ঞান হইতেও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। অশ্বমেধ কর্ম্মই সর্ব্বকর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, ইহা দ্বারা সমষ্টি ব্যষ্টি—সমস্ত ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রারম্ভে যে, তাহার উল্লেখ হইয়াছে, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—কর্ম্মমাত্রেরই সংসার-বিষয়ত্ব (অর্থাৎ সাংসারিক ফলসাধকত্ব) প্রদর্শন করা। আর ফলভোগের ইচ্ছায় কৃত কর্ম্মের ফল যে মৃত্যুপ্রাপ্তি, তাহা পরেও প্রদর্শন করিবেন।

ভাষ্যভূমিকা।

ন নিত্যানাং সংসারবিষয়-ফলত্বমিতি চেৎ; ন; সর্ব্বকর্ম্মফলোপসংহার-শ্রুতেঃ। সর্ব্বং হি পত্নীসম্বন্ধং কর্ম্ম; "জায়া মে স্যাৎ, এতাবান্ বৈ কামঃ" ইতি নিসর্গত এব সর্ব্বকর্ম্মণাং কাম্যত্বং দর্শয়িত্বা, পুত্র-কর্ম্মাপর-বিদ্যানাঞ্চ "অয়ং লোকঃ পিতৃলোকো দেবলোকঃ" ইতি ফলং দর্শয়িত্বা,

(১) তাৎপর্য্য—কর্ম্মকাণ্ডোক্ত অশ্বমেধযজ্ঞে রাজারই অধিকার; সুতরাং, ব্রাহ্মণাদি জাতি ঐ যজ্ঞের ফললাভে অধিকারী হয় না। সেই জন্যই শ্রুতি কৃপাপরবশ হইয়া রূপক-যজ্ঞের উপদেশ দিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি জাতি ঐরূপ ভাবনার ফলেই—অশ্বমেধের ফললাভে সমর্থ হন।

ভাষ্যভূমিকা।

ত্রয়াত্মকতাঞ্চ অন্তে উপসংহরিষ্যতি—"ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম্ম" ইতি। সর্ব্বকর্ম্মণাং ফলং ব্যাকৃতং সংসার এবেতি।

টীকা। উক্তে সর্ব্বকর্ম্মণাং ফলফলে নিত্যনৈমিত্তিকানাং ন তৎফলত্বং, তেষাং বিদ্যুবেষে ফলাশ্রুতেঃ মহাবনহারণন্যায়েন মুক্তিফলফলতামিতি শঙ্কতে—*ন নিত্যানা*-মিতি। 'এতাবান্ বৈ কামঃ' ইতি সর্ব্বকর্ম্মণাম্ অবিশেষেণ ফলসম্বন্ধশ্রবণাৎ পশ্চাদেষ্ঠ কাম্য-ফলস্য তদ্বিদ্যুাশেষত্বাৎ নিত্যানাং "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি বাক্যস্য নিত্যাদিকর্ম্মফলবিষয়-ত্বাৎ ন মোক্ষফলত্বাশঙ্কা, ইতি পরিহরতি—নেতি। উক্তমেব স্ফুটয়তি—অর্থ্যং হীতি। পত্নীসম্বন্ধে মানমাহ—জায়েতি। তথাপি কথং কর্ম্মণঃ সর্ব্বস্য কাম্যোপায়ত্বং, তত্রাহ—এতাবান্ বৈ কাম ইতি। কথং তর্হি তেষাং ফলভেদো লভ্যতে, তত্রাহ—পুত্রেতি। অথৈবং ফলবিভাগে কথং সমষ্টিব্যষ্টিপ্রাপ্তিফলত্বম্ অথবেদস্যোক্তম্, অত আহ—ত্রয়াত্ম-কতাং চেতি। অস্যাধ্যায়স্য অবসানে কর্ম্মফলস্য হিরণ্যগর্ভরূপতাং ব্রহ্মবিদ্যায়া প্রভৃতিঃ উপসংহরিষ্যতীত্যর্থঃ। উপসংহারফলতঃ তাৎপর্য্যমাহ- সর্ব্বকর্ম্মণামিতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

যদি বল, না—নিত্যকর্ম্মের ফল সংসারবিষয়ক নহে, (অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম দ্বারা যে ফল হয়, তাহা সাংসারিক ফলাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।) না,—তাহাও বলিতে পার না; কেন না, এই অধ্যায়েরই শেষে সমস্ত কর্ম্মফলের যেরূপ উপ-সংহার করা হইয়াছে ; তাহাতে দেখা যায়, কর্ম্মের সার্ব্বোচ্চ ফল হইতেছে—হিরণ্যগর্ভত্ব-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত; সেই হিরণ্যগর্ভও ত সংসারের বাহিরে নহেন। বিশে ষতঃ, কর্ম্মমাত্রই পত্নী-সম্বন্ধ ; কারণ, 'আমার পত্নী হউক', 'এই পর্য্যন্তই আমার কামনার বিষয়' এই স্থলে কাম্য বিষয়েই সমস্ত কর্ম্মের প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া-ছেন, এবং পুত্র, কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যারও [=ব্রহ্মবিদ্যাভিন্ন বিদ্যার] আবার ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোকরূপ ফলের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, (অর্থাৎ পুত্রের ফল ইহলোক, কর্ম্মের ফল পিতৃলোক, আর অপরা বিদ্যার ফল দেবলোক প্রাপ্তি, এইরূপে ফলবিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন)। তাহার পর উপসংহারকালে বলিয়াছেন যে, 'স্থূলসূক্ষ্মাত্মক এই জগৎ ত্রিবিধ—নাম, রূপ (আকৃতি) ও কর্ম্ম' ; এই কথা বলিয়া জগতের ত্রয়াত্মকতা অর্থাৎ ত্রিবিধ স্বরূপত্ব প্রদর্শন করিবেন (৮)। অতএব, নামরূপাভিব্যক্ত এই সংসারই যে, সমস্ত কর্ম্মের প্রাপ্তব্য ফল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

(৮) তাৎপর্য্য—এখানে অন্ন অর্থে জীবের ভোগ্যমাত্র বুঝিতে হইবে। নাম, রূপ ও ক্রিয়া লইয়াই জগতের অস্তিত্ব; জাগতিক সেই নাম, রূপ ও কর্ম্ম—তিনই জীবগণের

ভাষ্যভূমিকা।

ইদমেব ত্রয়ং প্রাগুৎপত্তেঃ তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ। তদেব পুনঃ সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মবশাদ্ ব্যাক্রিয়তে বীজাদিব বৃক্ষঃ। সোঽয়ং ব্যাকৃতাব্যাকৃতরূপঃ সংসারঃ অবিদ্যাবিষয়ঃ। ক্রিয়াকারক-ফলাত্মকতয়া আত্মরূপত্বেন অধ্যারোপিতঃ অবিদ্যয়ৈব মূর্ত্তামূর্ত্ত-ভাসনাত্মকঃ। অতো বিলক্ষণঃ অনাম-রূপ-কর্ম্মাত্মকঃ অদ্বয়ঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি ক্রিয়াকারক-ফলভেদাদি-বিপর্য্যয়েণ অবভাসতে। অতঃ অস্মাৎ ক্রিয়াকারক-ফলভেদস্বরূপাৎ 'এতাবৎ ইদম্' ইতি সাধ্য-সাধনরূপাদ্ বিরক্তস্য কামাদিদোষ-কর্ম্মবীজভূতাবিদ্যা-নিবৃত্তয়ে রজ্জ্বামিব সর্পবিজ্ঞানাপনয়ায় ব্রহ্মবিদ্যারভ্যতে।

টীকা। কর্ম্মফলং সংসারশ্চেৎ, প্রাক্ তদনুষ্ঠানাৎ তদভাবাৎ মুক্তানাং পুনর্ব্বন্ধঃ স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ইদমেবেতি। 'তর্হি' তস্যামবস্থায়ামিতি যাবৎ। তস্য পুনর্ব্যাকরণে কারণমাহ তদেবেতি। ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মনঃ সংসারস্য প্রামাণিকত্বেন সত্যত্বমাশঙ্ক্য অবিদ্যাকৃতত্বেন তন্মিথ্যাত্বমুক্তং স্মারয়তি—সোঽয়মিতি। স এব হি ভ্রান্তিবিষয়ো ন প্রামাণিকঃ, তৎ কুতোঽস্য সত্যতা ইত্যর্থঃ। কথমাত্মনি অদ্বয়ে কূটস্থে প্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রিয়েতি। সমারোপে মূলকারণমাহ—অবিদ্যয়েতি। আত্মনি অবিদ্যারোপিতং দ্বৈতম্, ইত্যত্র "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈব অমূর্ত্তং চ" ইত্যাদিবাক্যং প্রমাণয়তি—মূর্ত্তেতি। নহু আত্মন্যারোপো ন উপপদ্যতে, তস্য নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য দ্বৈতবিলক্ষণত্বাৎ, অসতি সাদৃশ্যে অধ্যাসাসিদ্ধেঃ; অত আহ—অত ইতি। সংসারাদ্বৈলক্ষণ্যমেব প্রকটয়তি—অনামেতি। 'আদি'-পদেন অন্যেঽপি বিপর্য্যয়ভেদাঃ সংগৃহ্যন্তে। আরোপে 'শৃণোমি করোমি ভুঞ্জে চ' ইত্যনুভবং প্রমাণয়তি—অবভাসত ইতি। আত্মাধ্যাসঃ সাদৃশ্যাভাবেঽপি নভসি মলিনত্বাদিবৎ যতোঽভ্যুপেয়তে, অতঃ সবিলাসাবিদ্যানিবর্ত্তক-ব্রহ্মবিদ্যার্থত্বেন উপনিষদারম্ভঃ সম্ভবতি, ইত্যুপসংহরতি—অত ইতি। এতাবদিতি অনর্থাত্মোক্তিঃ। তত্ত্বজ্ঞানাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—রজ্জ্বামিবেতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

এই তিনটিই অর্থাৎ উক্ত নাম, রূপ ও কর্ম্মই উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যাকৃত বা অনভিব্যক্ত অবস্থায় ছিল; বীজ হইতে বৃক্ষ যেরূপ বহির্গত হয়, তদ্রূপ

ভোগ্য, এই জন্য অন্নসংজ্ঞায় পরিচিত। কর্ম্মের চূড়ান্ত ফল হইতেছে—হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তি, সেই হিরণ্যগর্ভও যখন সাধারণকর্ম্মাত্মক সংসারের অতীত নহে, তখন অপরের আর কথা কি? তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, পুত্র দ্বারা ইহলোকে প্রতিষ্ঠাদি হয়, জ্ঞানরহিত কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়, আর অপরা বিদ্যা দ্বারা—যাহা ব্রহ্মবিদ্যা নহে, সেই বিদ্যা দ্বারা—দেবলোক লাভ হয়, কিন্তু কোনমতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তিলাভ হয় না।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

সেই তিনটিই আবার জীবগণের কর্ম্ম বা অদৃষ্ট বশতঃ স্থূলভাবে অভিব্যক্ত হইল। সেই এই সংসারের (জগতের) অবস্থা দুইটি—ব্যাকৃত (স্থূল) ও অব্যাকৃত (সূক্ষ্ম); এই উভয়াবস্থার সংসারই অবিদ্যার অধিকারে বর্ত্তমান; অবিদ্যাকর্ত্তৃকই আত্মাতে ক্রিয়া, কারক ও ফলরূপে অধ্যারোপিত (আরোপিত), (৯) এবং মূর্ত্ত (স্থূল—আকৃতিসম্পন্ন), অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম—স্থূলাবয়বরহিত) ও তদ্বিষয়ক সংস্কারময়; পরব্রহ্ম ঠিক ইহার বিপরীত -নাম-রূপ-কর্ম্ম-সম্বন্ধশূন্য অদ্বিতীয় এবং স্বভাবতঃই নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বরূপ; কিন্তু তথাপি (১০) অবিদ্যা-বিভ্রমে ক্রিয়া,কারক ও ফলাদি ভেদে বিভিন্নাকারে প্রতিভাসমান হইয়া থাকেন। এইজন্য 'ইহা এই পর্য্যন্তই', অর্থাৎ ক্রিয়াদি সমস্তই পরিচ্ছিন্ন ও বিনাশাদি-দোষগ্রস্ত, এইরূপ ভাবনাবশে যাহারা সাধ্য-সাধনাত্মক বা কার্য্য-কারণভাবাত্মক ক্রিয়া-কারক-ফলাদিভেদ স্বরূপ সংসার হইতে বিরক্ত হইয়াছেন, বৈরাগ্যসম্পন্ন সেই সমস্ত পুরুষেরই রজ্জুতে সর্পভ্রম নিবৃত্তির ন্যায়, কামাদি দোষ ও কর্ম্মের বীজভূত অবিদ্যানিবৃত্তির জন্য এই ব্রহ্মবিদ্যা (উপনিষৎ) আরব্ধ হইতেছে।

---

(৯) তাৎপর্য্য—'অধ্যারোপ' কথাটি বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষার্থে পরিভাষিত; 'অধ্যাস' ইহার নামান্তর। ইহার পরিচয় এই প্রকার;—'বস্তুন্যবস্ত্বারোপোঽধ্যারোপঃ' (বেদান্তসার), অর্থাৎ কোন একটি সত্য পদার্থের উপর অপর কোন অসত্য পদার্থের আরোপ বা অজ্ঞানমূলক কল্পনা। যেমন—ব্যবহারজগতে রজ্জু একটি সত্য পদার্থ; অজ্ঞানের ফলে তাহাকে সর্পরূপে মনে করা হয়। এই রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান, ইহাই অধ্যারোপ; সুতরাং, সর্প এখানে অধ্যারোপিত। এই প্রকার ব্রহ্ম নিত্য নিষ্পাপ ও মুক্তস্বভাব এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু অজ্ঞান তাহাতে ভ্রান্তিময় অনিত্য জগৎ-ভেদ অধ্যারোপিত করিতেছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অধ্যারোপ যতই হউক না কেন, সেই আরোপিতের দোষগুণে আরোপাধার সত্য বস্তুটি কখনও বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয় না, প্রকৃত পক্ষে অবিকৃত নিজ স্বভাবেই থাকে। অতএব এই বিশাল জগৎপ্রপঞ্চের আরোপেও ব্রহ্মের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

(১০) তাৎপর্য্য—নিত্য অর্থ কোন কালে বা কোন দেশে কোনও রূপে যাহার বিনাশ বা পরিবর্ত্তন না ঘটে। কিন্তু সাংখ্যবাদীরা বলেন,—বিকার বা পরিবর্ত্তন হইলেও যাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ না হয়, তাহাও নিত্য। এই নিয়মানুসারে তাঁহারা চিরবিকারশীলা প্রকৃতিকেও নিত্য বলেন; কারণ, প্রকৃতির বিকার হয় সত্য, কিন্তু একেবারে ধ্বংস বা উচ্ছেদ হয় না, সুতরাং তাঁহাদের মতে নিত্য পদার্থ দুই প্রকার,—(১) পরিণামী নিত্য, (২) কূটস্থ নিত্য। তাঁহাদের পুরুষ (আত্মা) ভিন্ন আর কিছুই কূটস্থ নিত্য নাই; আর বেদান্তমতে কূটস্থ নিত্য ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুমাত্র নিত্য পদার্থ নাই; অপর সকলের নিত্যতা আপেক্ষিক মাত্র।

ভাষ্যভূমিকা।

তত্র তাবৎ অশ্বমেধবিজ্ঞানায় "উষা বা অশ্বস্য" ইত্যাদি। তত্র অশ্ববিষয়মেব দর্শনমুচ্যতে, প্রাধান্যাদশ্বস্য। প্রাধান্যঞ্চ তন্নামাঙ্কিতত্বাৎ ক্রতোঃ প্রাজাপত্যত্বাচ্চ।

টীকা। এবম্ উপনিষদারম্ভে স্থিতে প্রাথমিকব্রাহ্মণয়োঃ অবান্তরতাৎপর্য্যমাহ—তত্র তাবদিতি। আদ্যস্য পুনঃ অবান্তরতাৎপর্য্যং দর্শয়তি—তত্রেতি। নন্বশ্বমেধস্য অঙ্গবাহুল্যে কস্মাৎ অশ্বাখ্যাঙ্গবিষয়মেব উপাসনমুচ্যতে, তত্রাহ—প্রাধান্যাদিতি। তদেব কথমিতি, তত্রাহ—প্রাধান্যঞ্চেতি। প্রজাপতিদেবতাকত্বাচ্চ অশ্বস্য প্রাধান্যমিত্যাহ—প্রাজাপত্যত্বাচ্চেতি।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

অশ্বমেধ যজ্ঞবিষয়ে প্রথমতঃ বিজ্ঞান সমুৎপাদনার্থ প্রথমে "উষা বা অশ্বস্য" ইত্যাদি বাক্য আরব্ধ হইতেছে। তন্মধ্যেও আবার সর্ব্বপ্রথমে অশ্ববিষয়ক দৃষ্টির (রূপক-বিজ্ঞানের বিষয়) কথিত হইতেছে ; কারণ, অশ্বই অশ্বমেধ-যজ্ঞের পধান অঙ্গ। ঐ যজ্ঞটি অশ্বের নামে পরিচিত, এবং প্রজাপতি উহার দেবতা ; এই উভয় কারণে অশ্বের প্রাধান্য বুঝিতে হইবে।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণক্রমেণ তু তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।]

[উপনিষদারম্ভঃ।]

প্রথমং ব্রাহ্মণম্।

ওঁম্ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ, সূর্য্যশ্চক্ষুর্ব্বাতঃ প্রাণো ব্যাত্তমগ্নির্বৈশ্বানরঃ সংবৎসর আত্মা অশ্বস্য মেধ্যস্য। দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরীক্ষমুদরং পৃথিবী পাজস্যম্। দিশঃ পার্শ্বে অবান্তরদিশঃ পর্শব ঋতবোঽঙ্গানি মাসাশ্চার্দ্ধমাসাশ্চ পর্ব্বাণ্যহোরাত্রাণি প্রতিষ্ঠা নক্ষত্রাণ্যস্থীনি নভো মাংসানি। ঊবধ্যং সিকতাঃ সিন্ধবো গুদা যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্ব্বতা ওষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ লোমানি উদ্যন্ পূর্ব্বার্দ্ধো নিম্লোচন্ জঘনার্দ্ধো যদ্বিজৃম্ভতে তদ্বিদ্যোততে যদ্বিধূনুতে তৎ স্তনয়তি যন্মেহতি তদ্‌বর্ষতি বাগেবাস্য বাক্ ॥ ১ ॥

উপনিষদের সরলার্থ।

সচ্চিদানন্দ-সন্দোহ-সন্দীপিত-কলেবরম্।
সানন্দং জগদানন্দং বন্দে শ্রীনন্দ-নন্দনম্।
প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্করভাষিতম্।
বৃহদারণ্যকে ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে ॥

সম্বন্ধার্থঃ—অনাদ্যবিদ্যাসমুত্থ-জন্মমরণপ্রবাহ-প্রসার-সংসার-সাগর-নিমগ্নান্ জীবান্ ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশেন সমুদ্দিধীর্ষুঃ শ্রুতিরাদাবুপকারায় সুখবোধায় চ প্রথমং কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়মুপাসনং বক্তুমুপক্রমতে। তত্রাপি যজ্ঞেষু অশ্বমেধস্য শ্রেষ্ঠত্বাৎ, তদঙ্গস্য চ অশ্বস্য প্রজাপতিদৈবতত্বাৎ অশ্ববিষয়কমেব বিজ্ঞানং প্রথমং প্রস্তৌতি "উষা বৈ" ইত্যাদিভিঃ।

উষাঃ (ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তঃ) ; বৈ শব্দঃ (স্মারণার্থকঃ—প্রসিদ্ধকালস্মারকঃ)। মেধ্যস্য (পবিত্রস্য যজ্ঞীয়স্য) অশ্বস্য শিরঃ (মস্তকং) উষাঃ ; (অশ্বশিরসি

উষোবুদ্ধিঃ করণীয়া, শ্রেষ্ঠত্বসাম্যাদিত্যর্থঃ)। চক্ষুঃ সূর্য্যঃ (শিরঃসান্নিধ্যাৎ); প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ) বাতঃ, (বায়ুস্বরূপত্বাৎ প্রাণস্য); ব্যাত্তং (মুখ-বিবরং) বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ, (মুখস্যাগ্নিদেবতাকত্বাৎ); আত্মা (শরীরং) সংবৎসরঃ (দ্বাদশাদিমাসাত্মকঃ কালঃ, অবয়বসমষ্টিরূপত্বাৎ); পৃষ্ঠং দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ, ঊর্দ্ধত্বসাম্যাৎ); উদরম্ অন্তরীক্ষং (আকাশম্, অবকাশরূপত্বাৎ); পাজস্যং (পাদস্যং পাদাধারস্থানং) পৃথিবী; পার্শ্বে দিশঃ, পর্শবঃ (পার্শ্বা-স্থীনি) অবান্তরদিশঃ; অঙ্গানি (অবয়বাঃ) ঋতবঃ (বসন্তাদ্যাঃ, সংবৎসরাঙ্গ-ত্বাৎ); পর্ব্বাণি (অঙ্গসন্ধয়ঃ) মাসাঃ চ অর্দ্ধমাসাঃ (পক্ষাঃ) চ; প্রতিষ্ঠাঃ (পাদাঃ) অহোরাত্রাণি; অস্থীনি নক্ষত্রাণি; মাংসানি নভঃ (আকাশস্থাঃ মেঘাঃ); ঊবধ্যং (উদরস্থমর্দ্ধজীর্ণমন্নং) সিকতাঃ (বালুকাঃ, বিশীর্ণতাসাম্যাৎ); গুদাঃ (মলধারং, যদ্বা বহুবচনসামর্থ্যাৎ স্রবণসাম্যাচ্চ নাড্যঃ) সিন্ধবঃ (নদ্যঃ); যকৃৎ চ ক্লোমানঃ (প্লীহা) চ পর্ব্বতাঃ; লোমানি ওষধয়ঃ চ বনস্পতয়ঃ চ; পূর্ব্বার্দ্ধঃ (দেহস্য পূর্ব্বভাগঃ) উদ্যন্ (উদ্গচ্ছন্ সূর্য্যঃ); জঘনার্দ্ধঃ (উত্তরার্দ্ধঃ) নিম্লোচন্ (অস্তং গচ্ছন্ সূর্য্যঃ); যৎ বিজৃম্ভতে (অশ্বঃ গাত্রাণি বিক্ষিপতি), তৎ বিদ্যোততে, (বিজৃম্ভণস্য বিদ্যোতনসাম্যাৎ); যৎ বিধূনুতে (গাত্রাণি কম্পয়তি), তৎ স্তনয়তি, (মেঘগর্জ্জনসাম্যাৎ বিধূননস্য), যৎ মেহতি (অশ্বঃ মূত্রং ত্যজতি), তৎ বর্ষতি (জলবর্ষণসাম্যাৎ মেহনস্য); অস্য (অশ্বস্য) বাক্ (শব্দঃ) এব বাক্ (নাত্র পৃথক্ কল্পনমিত্যর্থঃ)।

অত্রেদং বোধ্যং—যে খলু শাস্ত্রোক্তাশ্বমেধযজ্ঞাধিকারিণঃ, তেষামেব যজ্ঞাঙ্গে অশ্বে সংস্কারাধানস্য আবশ্যকত্বাৎ অশ্বাঙ্গেষু উষঃপ্রভৃতিদৃষ্টয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ, যে পুনরশ্বমেধে অনধিকারিণঃ ব্রাহ্মণাদয়ঃ, তেষাম্ভ উষঃপ্রভৃতিষেব অশ্বাদদৃষ্টয়ঃ করণীয়তয়া বিধীয়ন্তে; অতএব তে জ্ঞানযজ্ঞা ইত্যভিধীয়ন্তে ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ—অশ্বমেধ-যজ্ঞীয় অশ্বের মস্তকাদি অঙ্গে উষাকাল প্রভৃতি দৃষ্টির বিধান হইতেছে,—যজ্ঞীয় অশ্বের মস্তক হইতেছে উষা অর্থাৎ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত; চক্ষু হইতেছে সূর্য্য; প্রাণ হইতেছে বায়ু; বিবৃত মুখ হইতেছে বৈশ্বানরনামক অগ্নি; দেহ হইতেছে সংবৎসর; পৃষ্ঠ হইতেছে দ্যুলোক; উদর হইতেছে অন্তরিক্ষ; পাদাধিষ্ঠান হইতেছে পৃথিবী; পার্শ্বদ্বয় হইতেছে দিক্‌সমূহ; পার্শ্বাস্থিসমূহ হইতেছে অবান্তর দিক্‌সমূহ (কোণসমূহ); অবয়ব সমূহ হইতেছে ছয় ঋতু; অঙ্গসন্ধিসমূহ হইতেছে মাস ও অর্দ্ধমাস

(এক এক পক্ষ); প্রতিষ্ঠা বা পাদসমূহ হইতেছে দিনরাত্র; অস্থি সমূহ হইতেছে নক্ষত্রমণ্ডল; মাংস হইতেছে আকাশস্থ মেঘমালা; উদরস্থ অর্দ্ধজীর্ণ ভুক্তান্ন হইতেছে বালুকারাশি; নাড়ীসমূহ হইতেছে নদীসংঘ; যকৃৎ ও প্লীহা হইতেছে পর্ব্বতরাশি; লোমসমূহ হইতেছে তৃণ ও বৃক্ষরাজি; পূর্ব্বার্দ্ধ হইতেছে উদীয়মান সূর্য্য, আর পশ্চাদ্ভাগ হইতেছে অস্তগামী সূর্য্য; অশ্ব যে জৃম্ভন করে—শরীরবিক্ষেপ করে, তাহা হইতেছে মেঘের বিদ্যুৎসঞ্চার; আর অশ্ব যে শরীর কম্পন করে, তাহা হইতেছে গর্জ্জন করা, এবং অশ্ব যে মূত্রত্যাগ করে, তাহাই মেঘের বারিবর্ষণ; অশ্বের শব্দই মেঘের শব্দ ॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—'উষা' ইতি। ব্রাহ্মো মুহূর্ত্ত উষাঃ; বৈ-শব্দঃ স্মারণার্থঃ, প্রসিদ্ধং কালং স্মারয়তি। শিরঃ, প্রাধান্যাৎ; শিরশ্চ প্রধানং শরীরাবয়বানাম্। অশ্বস্য মেধ্যস্য মেধার্হস্য যজ্ঞিয়স্য উষাঃ শির ইতি সম্বন্ধঃ। কর্ম্মাঙ্গস্য পশোঃ সংস্কর্ত্তব্যত্বাৎ কালাদিদৃষ্টয়ঃ শিরআদিষু ক্ষিপ্যন্তে। প্রাজাপত্যত্বঞ্চ প্রজাপতিদৃষ্ট্যধ্যারোপণাৎ। কাল লোক-দেবতাত্বাধ্যারোপণঞ্চ প্রজাপতিত্বকরণং পশোঃ। এবংরূপো হি প্রজাপতিঃ; বিষ্ণ্বাদিকরণমিব প্রতিমাদৌ।

সূর্য্যশ্চক্ষুঃ, শিরসোঽনন্তরত্বাৎ সূর্য্যাধিদৈবতত্বাচ্চ; বাতঃ প্রাণঃ, বায়ুস্বাভাব্যাৎ; ব্যাত্তং বিবৃতং মুখম্ অগ্নির্বৈশ্বানরঃ; বৈশ্বানর ইত্যগ্নের্বিশেষণম্; বৈশ্বানরো নামাগ্নিঃ বিবৃতমুখমিত্যর্থঃ, মুখস্যাগ্নিদৈবতত্বাৎ। সংবৎসর আত্মা; সংবৎসরো দ্বাদশমাসস্ত্রয়োদশমাসো বা। আত্মা শরীরম্; কালাবয়বানাঞ্চ সংবৎসরঃ শরীরং, শরীরঞ্চাত্মা, "মধ্যং হ্যেষামঙ্গানামাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ। অশ্বস্য মেধ্যস্যেতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গার্থং পুনর্ব্বচনম্।

দ্যৌঃ পৃষ্ঠম্, ঊর্দ্ধ্ব-সামান্যাৎ। অন্তরিক্ষমুদরম্, সুষিরত্ব-সামান্যাৎ। পৃথিবী পাজস্যম্; পাদস্যমিতি বর্ণব্যত্যয়েন, পাদাসনস্থানমিত্যর্থঃ। দিশশ্চতস্রোঽপি পার্শ্বে, পার্শ্বেন দিশাং সম্বন্ধাৎ। পার্শ্বয়োর্দ্দিশাঞ্চ সংখ্যাবৈষম্যাৎ অযুক্তমিতি চেৎ; ন; সর্ব্বমুখত্বোপপত্তেঃ অশ্বস্য পার্শ্বাভ্যামেব সর্ব্বদিশাং সম্বন্ধাদ্ অদোষঃ। অবান্তরদিশঃ আন্তেয্যাদ্যাঃ পর্শবঃ পার্শ্বাস্থীনি; ঋতবঃ অঙ্গানি, সংবৎসরাবয়বত্বাৎ অঙ্গসাধর্ম্ম্যাৎ। মাসাশ্চার্দ্ধমাসাশ্চ পর্ব্বাণি সন্ধয়ঃ, সন্ধিসামান্যাৎ। অহোরাত্রাণি প্রতিষ্ঠাঃ; বহুবচনাৎ প্রাজাপত্য-দৈব-পিত্র্য-

মানুষাণি; প্রতিষ্ঠাঃ পাদাঃ, প্রতিতিষ্ঠন্তি এতৈরিতি; অহোরাত্রৈঃ হি কালাত্মা প্রতিতিষ্ঠতি, অশ্বশ্চ পাদৈঃ। নক্ষত্রাণি অস্থীনি, শুক্লত্বসামান্যাৎ। নভঃ নভস্থাঃ মেঘাঃ, অন্তরিক্ষস্য উদরত্বোক্তেঃ; মাংসানি, উদক-রুধির-সেচন-সামান্যাৎ। ঊবধ্যম্ উদরস্থম্ অর্দ্ধজীর্ণমশনং সিকতাঃ, বিপ্রকীর্ণাবয়বত্ব-সামান্যাৎ। সিন্ধবঃ স্যন্দনসামান্যাৎ নদ্যঃ গুদাঃ নাড্যঃ, বহুবচনাচ্চ। যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ হৃদয়স্যাধস্তাৎ দক্ষিণোত্তরৌ মাংসখণ্ডৌ; ক্লোমান ইতি নিত্যং বহুবচনমেকস্মিন্নেব; পর্ব্বতাঃ, কাঠিন্যাদুচ্ছ্রিতত্বাচ্চ। ওষধয়শ্চ ক্ষুদ্রাঃ স্থাবরাঃ, বনস্পতয়ো মহান্তঃ, লোমানি কেশাশ্চ যথাসম্ভবম্। উদ্যন্ উদ্গচ্ছন্ ভবতি সবিতা আ মধ্যাহ্নাদশ্বস্য পূর্ব্বার্দ্ধঃ নাভেরূর্দ্ধমিত্যর্থঃ। নিম্লোচন্ অস্তং যন্ আ মধ্যাহ্নাৎ জঘনার্দ্ধোঽপরার্দ্ধঃ, পূর্ব্বাপরত্বসাধর্ম্ম্যাৎ। যদ্ বিজৃম্ভতে গাত্রাণি বিনাময়তি বিক্ষিপতি, তৎ বিদ্যোততে, বিদ্যোতনং মুখ-ঘনবিদারণসামান্যাৎ। যৎ বিধূনুতে গাত্রাণি কম্পয়তি, তৎ স্তনয়তি, গর্জ্জনশব্দসামান্যাৎ। যৎ মেহতি মূত্রং করোত্যশ্বঃ, তদ্ বর্ষতি, বর্ষণং তৎ সেচনসামান্যাৎ। বাগেব শব্দ এবাস্য অশ্বস্য বাক্, ইতি নাত্র কল্পনেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকা। প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—উষা ইত্যাদিনা। স্বার্থত্বমেব নিপাতস্য স্ফুটয়তি—প্রসিদ্ধমিতি। শাস্ত্রীয়ে লৌকিকে চ ব্যবহারে প্রসিদ্ধো ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তঃ, তং কালমিতি যাবৎ। উষসি শিরঃশব্দপ্রয়োগে দিনাবয়বেষু তস্য প্রাধান্যং হেতুমাহ—প্রাধান্যাদিতি। তথাপি কথং তত্র তচ্ছব্দপ্রয়োগঃ, তত্রাহ—শিরশ্চেতি। আশ্বমেধিকাশ্বশিরস্যুষসো দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা, ইত্যাহ—অশ্বস্যেতি। কালাদিদৃষ্টিরশ্বাঙ্গেষু কিমিতি ক্রিয়তে, অশ্বাঙ্গদৃষ্টিরেব তেষু কিং ন স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ম্মাঙ্গস্যেতি। অঙ্গেষু অনঙ্গমিতি ক্ষেপে হেত্বন্তরমাহ—প্রাজাপত্যত্বাচ্চেতি। অশ্বস্য সংস্কৃতেতি শেষঃ। তত্র হেতুঃ—প্রজাপতীতি। নন্বু কালাদিদৃষ্টয়ঃ অশ্বাবয়বেষু আরোপ্যন্তে, ন তস্য প্রজাপতিত্বং ক্রিয়তে, তত্রাহ—কালেতি। কালাত্মকো হি প্রজাপতিঃ। তথাচ যথা প্রতিমায়াং বিষ্ণুত্বকরণং তদ্দৃষ্টেঃ, তথা কালাদিদৃষ্টিঃ অশ্বাবয়বেষু তস্য প্রজাপতিত্বকরণম্। অশ্বমেধাধিকারী হি সতি অশ্বে কর্ম্মণো বীর্য্যবত্তরত্বার্থং কালাদিদৃষ্টিঃ অশ্বাবয়বেষু কুর্য্যাৎ, তদনধিকারী তু অশ্বাভাবে স্বাত্মানম্ অশ্বং কল্পয়িত্বা স্বশিরঃপ্রভৃতিষু কালাদিদৃষ্টিকরণেন প্রজাপতিত্বং সম্পাদ্য প্রজাপতিঃ অস্মীতি জ্ঞানাৎ তদ্ভাবং প্রতিপদ্যেত ইতি ভাবঃ।

চক্ষুষি সূর্য্যদৃষ্টৌ হেতুমাহ—শিরস ইতি। উষসোঽনন্তরত্বং সূর্য্যে দৃষ্টং, চক্ষুষি চ শিরসো অনন্তরত্বং দৃশ্যতে, তস্মাৎ তত্র তদ্দৃষ্টির্যুক্তা ইত্যর্থঃ। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—সূর্য্যেতি। "আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ" ইতি শ্রুতেঃ, চক্ষুষি সূর্য্যোঽধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তেন সামীপ্যাৎ তত্র তদ্দৃষ্টিরিত্যর্থঃ। অশ্বপ্রাণে বায়ুদৃষ্টৌ চলন-

বাতেঃ অপরার্থে মধ্যাহ্নাৎ অনন্তরভাব্যাৎ আদিত্যদৃষ্টিঃ কার্য্যা, ইত্যাহ—সূর্য্যশ্চক্ষুরিত্যা-দিনা। বিবৃত ইত্যাদৌ প্রত্যয়ার্থো ন বিবক্ষিতঃ; বিবৃতং মুখং বিদারয়তি, বিদ্যোতনং পূর্ব্ববদেব; অতো বিদ্যোতনদৃষ্টিঃ ন তত্র কর্ত্তব্যা ইত্যাহ—মুখেতি। তথাপি ইতি ভণিতমূত্রে, তদ্দৃষ্টিঃ গাত্রকম্পে কর্ত্তব্যা, ইত্যত্র হেতুমাহ—গর্জ্জনমেতি। মূত্রকরণে বর্ষণদৃষ্টৌ কারণমাহ—সেচনমেতি। অথ হ্রেষিতশব্দে নাস্তি আরোপণমিতি অতো ন নাদৃশং বক্তব্যমিত্যাহ—মাত্রেতি ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'ঊষা' ইত্যাদি। ব্রাহ্মমুহূর্তের নাম 'ঊষা' (১১)। 'বৈ' শব্দটি স্মারণার্থক; লোকপ্রসিদ্ধ কালের কথা স্মরণ করিয়া দিতেছে। শরীরের যতগুলি অবয়ব আছে, তন্মধ্যে শিরঃই প্রধান; কালাবয়বের মধ্যেও ঊষাকালই প্রধান; এইরূপ প্রাধান্যসাম্যনিবন্ধন ঊষাকে শিরঃ বলা হইয়াছে। বাক্যযোজনা এইরূপ,—ঊষাই যজ্ঞীয় পবিত্র অশ্বের মস্তক। এখানে বুঝিতে হইবে যে, অশ্বমেধযজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ অশ্বের সংস্কার বা বিশোধন করা আবশ্যক হয়; এই কারণে অশ্বের মস্তকাদি অবয়বসমূহে ঊষা প্রভৃতি কালদৃষ্টির আরোপ করা হইতেছে, (কিন্তু কালপ্রকৃতিতে অশ্বাদদৃষ্টি নহে)। কালরূপী প্রজাপতিদৃষ্টির আরোপ করা হয় বলিয়াই অশ্বের প্রাজাপত্যতা সম্পন্ন হয়। প্রজাপতিও কালাদি সমষ্টিস্বরূপ; সেইজন্য প্রতিমা প্রভৃতিতে যেরূপ বিষ্ণ্বাদি সম্পাদন করা হয়, তদ্রূপ কাল, লোক ও দেবভাব সমারোপণ দ্বারা যজ্ঞীয় পশুরও প্রাজাপত্যের অর্থাৎ প্রজাপতিদৈবতভাব সম্পাদন করা হইয়া থাকে। [বুঝিতে হইবে, এইরূপ ভাবনা দ্বারাই যজ্ঞীয় পশুর একপ্রকার সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে] (১২)।

(১১) তাৎপর্য্য—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী দুইদণ্ড সময়ের নাম 'ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত'। "রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে" (আহ্নিকতত্ত্বধৃত পিতামহবচন)। এখানে 'পশ্চিমে যামে' কথায় রাত্রির শেষ দুই দণ্ডই বুঝিতে হইবে; মদনপারিজাত গ্রন্থেও এইরূপই অর্থ লিখিত আছে। সুতরাং 'অরুণোদয়কাল' আর 'ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত' একই সময়ের বিভিন্ন সংজ্ঞামাত্র বুঝিতে হইবে।

(১২) তাৎপর্য্য—এখানে সংস্কার অর্থ—শোধন বা শক্তিবিশেষ আধান করা; জাগতিক যে সমস্ত পদার্থ অহরহঃ আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার সম্পাদন করিতেছে, সেই সমস্ত পদার্থই আবার সংস্কার বা শক্তিবিশেষ লাভ করিলে অলৌকিক কার্য্য সম্পাদনেও সমর্থ হইতে পারে। প্রক্রিয়াবিশেষে যে, বস্তুবিশেষের বিশেষশক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দ্বারাও উপলব্ধি করিতে পারি। বেতস-বীজ অগ্নিতে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করিয়া বপন করিলে, তাহা হইতে কদলীবৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর পারের মৃতামুক্ত

সূর্য্য তাহার চক্ষুঃ; চক্ষুঃ স্বভাবতঃই মস্তকের সন্নিহিত এবং সূর্য্য তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; এইজন্য চক্ষুকে সূর্য্যরূপে ভাবনা করিবে। প্রাণ সাধারণতঃ বায়ুস্বভাব, এই নিমিত্ত প্রাণকে বায়ুস্বরূপ চিন্তা করিবে; কারণ, প্রাণ ও বায়ু, উভয়ই তুল্যস্বভাব। অগ্নি মুখের দেবতা, এই কারণে তাহার ব্যাত্ত অর্থাৎ বিবৃত মুখই বৈশ্বানর অগ্নি; 'বৈশ্বানর' শব্দটি অগ্নির বিশেষণ; সুতরাং অর্থ হইতেছে যে, বৈশ্বানর নামক অগ্নি তাহার মুখ। পবিত্র অশ্বের আত্মা হইতেছে সংবৎসর; সংবৎসর অর্থ—দ্বাদশ কিংবা [মলমাস হইলে] ত্রয়োদশ মাসাত্মক কাল; আত্মা অর্থ—শরীর; সংবৎসর হইতেছে মাসাদি কালাবয়বের শরীর (সমষ্টিভূত দেহ), আর শরীরও তদ্রূপ হস্তাদি অবয়বসমূহের আত্মা (সমষ্টিভূত); শ্রুতি বলিয়াছেন 'আত্মাই এই সমস্ত অঙ্গের 'মধ্য' অর্থাৎ সমষ্টিস্বরূপ। প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধসূচনার্থ এখানে 'অশ্ব' শব্দের পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে।

ইহার পৃষ্ঠ হইতেছে দ্যুলোক; কেন না, ঊর্দ্ধস্বরূপ ধর্ম্মটি উভয়েরই সমান। উদর হইতেছে অন্তরীক্ষ; কারণ, ছিদ্রত্ব বা অবকাশ ধর্ম্মটি উভয়েরই সমান; 'পাদস্য' শব্দের অক্ষর পরিবর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ 'দ' স্থানে 'জ' বসাইয়া 'পাজস্য' করা হইয়াছে; [প্রকৃত শব্দ—পাদস্য।] পাদস্য অর্থ—পাদ-ন্যাসের স্থান; সেই পাদস্য হইতেছে পৃথিবী। উভয় পার্শ্বের সহিত সর্ব্বদিকের সম্বন্ধ আছে; এইজন্য ইহার পার্শ্বদ্বয় হইতেছে চতুর্দ্দিক্। ভাল, পার্শ্ব হইতেছে মাত্র দুইটি; আর দিক্ হইতেছে চারিটি; সুতরাং সংখ্যার সাম্য না থাকায় পার্শ্বদ্বয়ে চতুর্দ্দিক্ কল্পনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ হইতেছে? না,—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, অশ্বের মুখ যখন চতুর্দ্দিকেই থাকিতে পারে, তখন তাহার পার্শ্বদ্বয়ের সহিত ক্রমে চতুর্দ্দিকেরই সম্বন্ধ ঘটিতে পারে; সুতরাং ইহাতে কোনরূপ দোষ হইতে পারে না। অবান্তর দিক্ সকল, অর্থাৎ আগ্নেয়ী প্রভৃতি কোণসমূহ পর্শু অর্থাৎ পার্শ্বাস্থিসমূহ; অঙ্গ বা অবয়বসমূহ ঋতুস্বরূপ; কেন না, হৃদয়াদি ছয়টি অঙ্গ যেমন শরীরের প্রধান অবয়ব, ছয়টি ঋতুও তেমনি

মস্তকে চিপিয়া ধরিলে, ছিনে জোঁক নিকটে আসিয়াও অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে না। অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি যাঁহারা নিত্য অগ্নিহোত্র ... [illegible]

ভিষ এসব করিয়া তদ্বিষয়ক ভাবনা দ্বারা ডিমের পরিপোষণ করিয়া থাকে, তাহাকে আর ডিমে তাপ দিতে হয় না। তেমনি যজমানও ক্রিয়া ও ভাবনা-বিশেষের সাহায্যে যজ্ঞীয় দ্রব্যে এমনই একপ্রকার শক্তি সমাবেশ করে, যাহার ফলে ঐ দ্রব্য ঐহিক ও পারলৌকিক ফলবিশেষ সমুৎপাদনে সমর্থ হয়।

সংবৎসরের প্রধান অবয়ব। মাস ও অর্দ্ধমাস (এক এক পক্ষ) তাহার পর্ব্ব—অবয়বসন্ধি; কারণ, দৈহিক পর্ব্বের ন্যায় মাস ও অর্দ্ধমাসই ঋতুসমূহের সংযোজক সন্ধিস্বরূপ। অহোরাত্র তাহার প্রতিষ্ঠা; এখানে 'অহোরাত্রাণি' পদে বহুবচন থাকায় প্রাজাপত্য, দৈব, পৈত্র ও মনুষ্যসম্বন্ধী সর্ব্বপ্রকার দিবা-রাত্র গ্রহণ করিতে হইবে (১৩); প্রতিষ্ঠা অর্থ—পদ,—যাহা দ্বারা দাঁড়ান যায়। অশ্ব যেমন চারি পায়ে দাঁড়ায়, কালাত্মাও তেমনি অহোরাত্রের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করিতেছে। অস্থিসমূহ নক্ষত্রমণ্ডল; কারণ, উভয়ই শুক্লবর্ণ; তাহার মাংসসমূহ নভঃ অর্থাৎ নভস্থ মেঘমালা; পূর্ব্বে অন্তরিক্ষকে উদর বলায় এখানে 'নভঃ' পদে আকাশস্থ মেঘমালাই বুঝিতে হইবে; জলরূপ রুধির সেচন করে বলিয়া মেঘসমূহ মাংসস্থানীয়। উবধ্য অর্থ—উদরস্থ অর্দ্ধ-জীর্ণ ভুক্তদ্রব্য, তাহা বালুকারাশিস্বরূপ; কারণ, উভয়েরই অংশগুলি পরস্পর-বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ শিথিলভাবে সংযুক্ত। গুদ অর্থাৎ নাড়ীসমূহই সিন্ধু—নদীসমূহ; নদী হইতে জলক্ষরণ হয়, নাড়ীসমূহ হইতেও রসরুধিরাদি ক্ষরিত হয়; এইরূপ সাদৃশ্য থাকায় এবং 'গুদ'-শব্দের পর বহুবচন থাকায় এখানে 'গুদ' শব্দে নাড়ীসমূহই বুঝিতে হইবে। যকৃৎ ও ক্লোমন্ অর্থাৎ হৃদয়ের নিম্নে দক্ষিণ ও বামভাগে অবস্থিত দুইটি মাংসখণ্ড হইতেছে পর্ব্বতস্বরূপ; কেন না, কাঠিন্য ও ঔন্নত্য উভয়েরই সমানধর্ম্ম। 'ক্লোমন্' (প্লীহা) একটি হইলেও নিত্য-বহুবচনান্ত বলিয়া তাহার উত্তর বহুবচন হইয়াছে (ক্লোমানঃ)। তাহার লোম ও কেশরাশি যথাসম্ভব ওষধি ও বনস্পতিসমূহ; অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্থাবরসমূহ। উদ্যন্ অর্থাৎ উদয়াবধি মধ্যাহ্নপর্য্যন্ত কালব্যাপী সূর্য্যদেব অশ্বের পূর্ব্বার্দ্ধ—নাভির ঊর্দ্ধভাগ; আর নিম্লোচন্ অর্থাৎ মধ্যাহ্নের পর অস্তগমন পর্য্যন্ত কালব্যাপী সূর্য্যদেব তাহার উত্তরার্দ্ধ—নাভির নিম্নভাগ; কেন না, উভয়েরই পূর্ব্বার্দ্ধত্ব ও পরার্দ্ধত্ব-সাম্য রহিয়াছে। অশ্ব যে বিজৃম্ভণ করে—শরীর বিক্ষেপ

---

(১৩) তাৎপর্য্য—প্রাজাপত্যাদি দিবারাত্র-বিভাগ এইরূপ;—

"মাসেন স্যাদহোরাত্রঃ পৈত্রঃ, বর্ষেণ দৈবতঃ।
দৈবে যুগসহস্রে দ্বে ব্রাহ্মঃ, কল্পৌ তু তৌ নৃণাম্॥"

অর্থাৎ মনুষ্যের একমাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্র—'পৈত্র', মনুষ্যের একবৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্র—'দৈব', আর দেবগণের দুইহাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিবারাত্র—'প্রাজাপত্য', এবং ব্রহ্মার দিবারাত্রে মনুষ্যগণের দুই 'কল্প' হয়। পুরাণশাস্ত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে; বিশেষ জানিতে হইলে, তাহাতে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

পূর্ব্বক হাই তোলে, তাহাই তাহার বিদ্যোতন, অর্থাৎ অশ্বের সেই বিজৃম্ভণই বিদ্যুতের স্থানপাতী; কারণ, বিদ্যুৎও মেঘমণ্ডল বিদারণপূর্ব্বক প্রকাশিত হয়, অশ্বের বিজৃম্ভণও মুখব্যাদানসাপেক্ষ। আর অশ্ব যে শরীর কম্পন করে, তাহাই মেঘগর্জ্জনস্থানীয়; কারণ, উভয় স্থলেই গর্জ্জন-শব্দের সাদৃশ্য রহিয়াছে। আর অশ্ব যে মূত্রত্যাগ করে, তাহাই বারিবর্ষণস্থানীয়। অশ্বের শব্দই শব্দ; এখানে আর পৃথক্ শব্দ কল্পনা নাই ॥ ১ ॥

অহর্ব্বা অশ্বং পুরস্তান্মহিমান্বজায়ত, তস্য পূর্ব্বে সমুদ্রে যোনী রাত্রিরেনং পশ্চান্মহিমান্বজায়ত, তস্যাপরে সমুদ্রে যোনিরেতৌ বা অশ্বং মহিমানাবভিতঃ সম্বভূবতুঃ।

হয়ো ভূত্বা দেবানবহদ্ বাজী গন্ধর্ব্বানর্ব্বাসুরানশ্বো মনুষ্যান্, সমুদ্র এবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রো যোনিঃ ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ—অশ্বমেধস্য অগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চ মহিমাখ্যৌ সৌবর্ণ-রাজতৌ গ্রহৌ (হবনাধারপাত্রবিশেষৌ) স্থাপ্যেতে, তাবুভয়ং দর্শনমিদানীমুচ্যতে— 'অহঃ' ইত্যাদি।

পুরস্তাৎ (অশ্বমেধস্য অগ্রে স্থাপ্যমানঃ) মহিমা (তদাখ্যঃ সুবর্ণময়ঃ গ্রহঃ) বৈ অশ্বং (লক্ষীকৃত্য) অহঃ (দিবসোপলক্ষিতঃ সূর্য্যঃ অন্বজায়ত জাতঃ); তস্য (সৌবর্ণগ্রহস্য) পূর্ব্বে সমুদ্রে (পূর্ব্বঃ সমুদ্রঃ) যোনিঃ (আসাদনস্থানম্ উৎপত্তিস্থানং বা)। পশ্চাৎ (পশ্চাদ্ভাগে স্থাপ্যমানঃ) মহিমা (তদাখ্যঃ রজতময়ঃ গ্রহঃ) এনং (অশ্বং প্রতি) রাত্রিঃ (রাত্র্যুপলক্ষিতঃ চন্দ্রঃ) অন্বজায়ত; তস্য (রাজতগ্রহস্য) অপরে সমুদ্রে (পশ্চিমঃ সমুদ্রঃ) যোনিঃ (আসাদনস্থানং); এতৌ (যথোক্তৌ) মহিমানৌ অশ্বম্ অভিতঃ (অগ্রতঃ পশ্চাৎ চ) সংবভূবতুঃ। হয়ঃ (বিশিষ্টগতি-সম্পন্নঃ) ভূত্বা (অশ্বরূপং পরিগৃহ্য) দেবান্ অবহৎ; বাজী (জাতিবিশেষঃ) ভূত্বা গন্ধর্ব্বান্ [অবহৎ]; অর্ব্বা (জাতিবিশেষঃ) ভূত্বা অসুরান্ [অবহৎ]; অশ্বঃ [ভূত্বা] মনুষ্যান্ [অবহৎ]। সমুদ্রঃ (পরমাত্মা, প্রসিদ্ধঃ সাগরো বা) এব অস্য (অশ্বস্য) বন্ধুঃ (বধ্যতে অস্মিন্ ইতি বন্ধুঃ—স্থিতিহেতুঃ), সমুদ্র এব যোনিঃ (উৎপত্তিকারণম্)। [এবং সর্ব্বতঃ তদ্রূপত্বমশ্বস্যেতি ভাবঃ]।

মূলানুবাদ—এখন যজ্ঞীয় অশ্বের অগ্রে ও পশ্চাতে যে দুইটী সুবর্ণময় ও রজতময় মহিমানামক গ্রহ অর্থাৎ হোমাধার পাত্র স্থাপন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তার উপদেশ করা হইতেছে—

অশ্বের অগ্রে যে 'মহিমা' নামক সুবর্ণময় গ্রহ স্থাপিত হয়, তাহাই অহঃ অর্থাৎ দিবসাধিপতি সূর্য্য ; পূর্ব্ব সমুদ্র তাহার উৎপত্তিস্থান ; আর পরবর্ত্তী রজতময় যে গ্রহ, তাহাই রাত্রি, অর্থাৎ রাত্রির অধিপতি চন্দ্র ; পশ্চিম সমুদ্র তাহার উৎপত্তিস্থান। এই দুইটি মহিমা অশ্বাবদানের পূর্ব্বে ও পরে সংস্থাপিত হইয়া থাকে। হয় অর্থাৎ গমনশীল, অথবা জাতিবিশেষ। হয় হইয়া দেবতাগণকে বহন করিয়াছিলেন ; বাজী (এক জাতীয় অশ্ব) হইয়া গন্ধর্ব্বগণকে বহন করিয়াছিলেন, আর অশ্ব হইয়া মনুষ্যগণকে বহন করিয়াছিলেন। সমুদ্র ইহার (অশ্বের) বন্ধু অর্থাৎ রক্ষাহেতু, এবং সমুদ্রই ইহার উৎপত্তিস্থান ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ১ । ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অহর্ব্বা ইতি, সৌবর্ণ-রাজতৌ মহিমাখ্যৌ গ্রহৌ অশ্বস্যাগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চ স্থাপ্যেতে, তদ্বিষয়মিদং দর্শনম্—

অহঃ সৌবর্ণো গ্রহঃ, দীপ্তিসামান্যাৎ বৈ। অহর্ব্বা অশ্বং পুরস্তান্মহিমান্বজায়তেতি কথম্? অশ্বস্য প্রাজাপত্যত্বাৎ; প্রজাপতির্হি আদিত্যাদিলক্ষণোঽহ্না লক্ষ্যতে; অশ্বং লক্ষয়িত্বা অজায়ত সৌবর্ণো মহিমা গ্রহঃ, রুক্মমূর্ত্তির্দ্যোততে ইত্যাদিবৎ। তস্য গ্রহস্য পূর্ব্বে পূর্ব্বঃ, সমুদ্রে সমুদ্রঃ যোনিঃ বিভক্তিব্যত্যয়েন ; যোনিরিত্যাসাদনস্থানম্। তথা রাত্রিঃ রাজতো গ্রহঃ, বর্ণসামান্যাৎ অশ্বস্য পশ্চাজ্জাতত্বাৎ। এনম্ অশ্বং পশ্চাৎ পৃষ্ঠতো মহিমা অন্বজায়ত ; তস্যাপরে সমুদ্রে যোনিঃ। মহিমা মহত্ত্বাৎ ; অশ্বস্য হি বিভূতিরেষা, যৎ সৌবর্ণো রাজতশ্চ গ্রহাবুভয়তঃ স্থাপ্যেতে ; তাবেতৌ বৈ মহিমানৌ মহিমাখ্যৌ গ্রহৌ অশ্বমভিতঃ সম্বভূবতুঃ উক্তলক্ষণাবেব সম্ভূতৌ। ইত্থমসাবশ্বো মহত্ত্বযুক্ত ইতি পুনর্ব্বচনং স্তুত্যর্থম্। তথা চ হয়ো ভূত্বেত্যাদি স্তুত্যর্থমেব। হয়ো হিনোতের্গতিকর্ম্মণঃ, বিশিষ্টগতিরিত্যর্থঃ ; জাতিবিশেষো বা ; দেবানবহৎ দেবত্বমগময়ৎ, প্রাজাপত্যত্বাৎ ; দেবানাং বা বোঢ়াভবৎ।

প্রকাশবত্ত্বাৎ—সাম্যাদিতি। যেবানা' যেনপ্রাণকত্ব' কথমত উদ্যাপবাহ—প্রজা-পতিত্বাদিতি। অথ গোস্তুমারস্য কথাবাক্যঃ তদ্রূপাবচনমস্তিত্বমিতি শঙ্কতে—ন প্রতি। উপক্রমবিরোধো নাস্তীতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। সমুৎপন্ন ভূতানি অ স্বামিতি বৃৎপত্তা পরমার্থস্বরূপস্য সমুদ্রশব্দতানাহ—পরমাৎস্তৃতি। তত্র যোনিরুৎপাদকত্বং, বন্ধুং স্থাপকত্বং, সমুদ্রং বিলাপকত্বমিতি ভেদঃ। অথ পরমাত্মনোঽবি-ত্বাদিবচনমুপাত্তাবস্থ কোপযুজ্যতে? তত্রাহ—এবমিতি। জড়াত্মবাদবোধেন সমুদ্রো যোনি-রিত্যত্র সমুদ্রশব্দস্য রূঢ়িমনুজানাতি—অপস্বিয়োনিরিতি ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অশ্বমেধযজ্ঞে অশ্বের অগ্রে ও পশ্চাতে দুইটী গ্রহ অর্থাৎ হবনীয়দ্রব্যাধার পাত্র স্থাপন করিতে হয়; তন্মধ্যে প্রথম গ্রহটী সুবর্ণময়, আর শেষের গ্রহটী রজতময়; এখন তদুভয় বিষয়ে বিজ্ঞানোপদেশ করা হইতেছে;—

পূর্ব্বের সুবর্ণময় গ্রহ ও দিবস, উভয়ই দীপ্তিমান্—উজ্জ্বল; এইজন্য অশ্বের অগ্রবর্ত্তী সুবর্ণময় মহিমানামক গ্রহটী হইতেছে অহঃ—দিনাধিপতি সূর্য্যস্বরূপ। ভাল, দিবস অশ্বের সম্মুখবর্ত্তী মহিমাখ্য গ্রহ হইল কিরূপে? [উত্তর—] যেহেতু ঐ অশ্ব প্রজাপতিস্বরূপ; এবং যেহেতু আদিত্যরূপী প্রজাপতিই এখানে 'অহঃ' শব্দে লক্ষিত হইয়াছেন; সুতরাং 'বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছে' কথার ন্যায় এখানে অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া সুবর্ণময় মহিমানামক গ্রহ সমুৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। ইহার যোনি পূর্ব্বদিকের সমুদ্র; 'পূর্ব্বে সমুদ্রে' পদদ্বয়ে প্রথমাবিভক্তির স্থানে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে; যোনি অর্থ—যে স্থান হইতে উহা গ্রহণ করিতে হয়, সেই গ্রহণস্থান। সেইরূপ রজতময় গ্রহটী [জ্যোৎস্নাপূর্ণ] রাত্রিস্বরূপ; কারণ, উভয়ের মধ্যে বর্ণগত সাম্য রহিয়াছে, এবং সুবর্ণ ও দিবস অপেক্ষা হীনত্বাংশেও উভয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই রজতময় গ্রহটী অশ্বের পশ্চাদ্বর্ত্তী মহিমারূপে প্রকটিত হইয়াছে। ইহার আহরণস্থানটী পশ্চিমসমুদ্র। মহিমা অর্থ—মহত্ত্ব; কেন না, ইহাই হইতেছে অশ্বের বিভূতি বা মহিমা যে, তাহার উভয়দিকে (অগ্রে ও পশ্চাতে) সুবর্ণময় ও রজতময় দুইটী পাত্র স্থাপিত হয়। সেই এই দুইটী গ্রহ অশ্বের অগ্রে ও পশ্চাতে মহিমা প্রকটিত করিতেছে। অশ্বের এবংবিধ মহিম-স্তুতির জন্যই "অশ্বম্ অভিতঃ" ইত্যাদি কথার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। সেই-রূপ "হয়ো ভূত্বা" ইত্যাদি বাক্যও তাহারই প্রশংসার্থ উপন্যস্ত হইয়াছে। 'হয়' শব্দটী গত্যর্থক 'হি'-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, [ইহার] অর্থ—বিলক্ষণ গতিসম্পন্ন,

অথবা 'হয়' এক প্রকার জাতিবিশেষ। 'দেবগণকে বহন করিয়াছিলেন' অর্থ—দেবগণের দেবত্বসম্পাদন করিয়াছিলেন ; কারণ, প্রজাপতিস্বরূপ অশ্বের পক্ষে এরূপ কার্য্যসাধন করা সম্ভবপরই বটে ; অথবা, 'হয়' রূপে দেবগণের বাহন হইয়াছিলেন।

ভাল কথা, বাহনত্ব ত নিন্দারই বিষয়, ইহা স্তুতি হয় কিরূপে? না,—ইহাও দোষাবহ অর্থাৎ নিন্দার কথা হয় না ; কারণ, বাহনত্ব ধর্ম্মটী অশ্বের স্বভাবসিদ্ধ ; তাহাতে যে উৎকর্ষলাভ, অথবা দেবতা প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধলাভ, ইহা ত অশ্বের প্রশংসার কথাই বটে। পরবর্ত্তী বাজী প্রভৃতিও জাতিবিশেষ ; বাজী হইয়া গন্ধর্ব্বগণকে বহন করিয়াছিলেন ; সেইরূপ অর্ব্বা (জাতিবিশেষ) হইয়া অসুরগণকে এবং অশ্ব হইয়া মনুষ্যগণকে বহন করিয়াছিলেন। 'সমুদ্র এব' এই সমুদ্র শব্দের অর্থ—পরমাত্মা ; বন্ধু অর্থ—বন্ধন,--যাহাতে জনসমূহ স্বতঃই আবদ্ধ হয় ; সমুদ্রই ইহার উৎপত্তির কারণ। এইরূপে অশ্বের স্তুতি করা হইতেছে যে, এই অশ্বের উৎপত্তি ও আশ্রয় স্থান, উভয়ই পরম পবিত্র ; অথবা 'জলের মধ্যেই অশ্বের উৎপত্তি', এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধি অনুসারে প্রসিদ্ধ সমুদ্রকেই অশ্বের যোনি বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্‌ ।

দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীদশনায়য়া, অশনায়া হি মৃত্যুস্তন্মনোঽকুরুতাত্মন্বী স্যামিতি।

সোঽর্চ্চন্নচরৎ তস্যার্চ্চত আপোঽজায়ন্তার্চ্চতে বৈ মে কমভূদিতি তদেবার্কস্যার্কত্বম্ ' কং হ বা অস্মৈ ভবতি, য এবমেতদর্কস্যার্কত্বং বেদ ॥ ৩ ॥ ১ ॥

সন্বয়ার্থঃ—[অথেদানীম্ অশ্বমেধীয়াগ্নেরুৎপত্তিরুচ্যতে—তদ্বিজ্ঞানার্থং তৎস্তুত্যর্থঞ্চ—] ইহ (সংসারে) অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) কিঞ্চন (নামরূপাত্মকং কিঞ্চিদপি) নৈব আসীৎ ; [অপি তু ইদং (জগৎ) অশনায়য়া (ভোজনেচ্ছা লক্ষণেন) মৃত্যুনা আবৃতম্ (আচ্ছাদিতম্) আসীৎ ; হি (যস্মাৎ) অশনায়া (অশিতুম্ ইচ্ছা) [এব] মৃত্যুঃ, [অশনেচ্ছানন্তরং হিংসাপ্রবৃত্তেঃ]। [সঃ মৃত্যুঃ] আত্মন্বী (আত্মবান্) স্যাম্ (ভবেয়ম্) ইতি (এবম্ অভিসন্ধ্যা) তৎ (প্রসিদ্ধং) মনঃ (অন্তঃকরণম্) অকুরুত (জগৎসিসৃক্ষয়া সঙ্কল্পাদিধর্মকম্ অন্তঃকরণং সৃষ্টবান্); সঃ (সমনস্কঃ মৃত্যুরূপঃ প্রজাপতিঃ অর্চ্চন্ (সফলকামতয়া আত্মানং পূজয়ন্) অচরৎ (তদনুরূপম্ আচচার)। অর্চ্চতঃ (আত্মানং পূজয়তঃ) তস্য (প্রজাপতেঃ) [সকাশাৎ] আপঃ (জলানি) অজায়ন্ত (উৎপন্না বভূবুঃ)। অর্চ্চতে মে (মহ্যং) বৈ কম্ (জলং) অভূৎ ইতি [যৎ অমন্যত প্রজাপতিঃ], তৎ এব (মননমেব) অর্কস্য (অশ্বমেধীয়স্যাগ্নেঃ) অর্কত্বং (অর্কত্বে হেতুঃ) ; [অর্চ্চনাৎ উৎপন্নং কং- সুখহেতুভূতং জলম্ ইতি হি অর্ক-শব্দস্য ব্যুৎপত্তিঃ]। অস্মৈ (উপাসকায়) কং (জলং সুখং বা) হ বৈ (অবধারণে) ভবতি ; যঃ (জনঃ) অর্কস্য (অশ্বমেধাগ্নেঃ) এতৎ অর্কত্বম্ এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) বেদ (জানাতি)। তস্যৈতৎ ফলমিতি বিদ্যা স্তূয়তে ॥ ৩ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ—[অতঃপর অশ্বমেধ যজ্ঞীয় অগ্নির বিজ্ঞান ও স্তুতির নিমিত্ত তাহার উৎপত্তি-প্রণালী বর্ণিত হইতেছে.—] সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সংসারে কিছুই ছিল না ; এই জগৎ অশনায়ারূপ মৃত্যু দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। অশনায়া অর্থাৎ ভোজনেচ্ছাই লোকপ্রসিদ্ধ মৃত্যু। সেই মৃত্যুরূপী প্রজাপতি 'আমি আত্মন্বী—অন্তঃকরণযুক্ত

হইব' ইচ্ছা করিয়া প্রসিদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিলেন। তিনি অন্তঃকরণ-সম্পন্ন হইয়া আপনাকে অভিনন্দিত করত অবস্থান করিলেন। আত্মপূজাকারী সেই প্রজাপতি হইতে অপ্ (জল) প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি যে, 'আত্মপূজাশীল আমার উদ্দেশে জল উৎপন্ন হইল' মনে করিয়াছিলেন, তাহাই অর্কের অর্কত্ব, অর্থাৎ অশ্বমেধীয় অগ্নির 'অর্ক' সংজ্ঞার হেতু। ['অর্চ্চ' ধাতু এবং জল ও সুখবাচক 'ক' শব্দের যোগে 'অর্ক' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখনও যে লোক অশ্বমেধীয় অগ্নির *যথোক্তপ্রকার অর্কত্ব জানেন, তাহার সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই 'ক' (জল বা* সুখ) সমুৎপন্ন হয় ॥ ৩ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অথ অগ্নেঃ অশ্বমেধোপযোগিকস্য উৎপত্তিরুচ্যতে তদ্বিষয়-দর্শনবিবক্ষয়া এবোৎপত্তিঃ স্তুত্যর্থা। নৈবেহ 'কিঞ্চনাগ্র আসীৎ'—ইহ সংসারমণ্ডলে, কিঞ্চন কিঞ্চিদপি নাম-রূপপ্রবিভক্তবিশেষম্, নৈবাসীৎ ন বভূব, অগ্রে প্রাগুৎপত্তের্মনআদেঃ।

কিং শূন্যমেব বভূব? শূন্যমেব স্যাৎ; "নৈবেহ কিঞ্চন" ইতি শ্রুতেঃ, ন কার্য্যং কারণং বা আসীৎ উৎপত্তেশ্চ, উৎপদ্যতে হি ঘটঃ; অতঃ প্রাগুৎপত্তের্ঘটস্য নাস্তিত্বম্। ননু কারণস্য ন নাস্তিত্বং, মৃৎপিণ্ডাদিদর্শনাৎ; যৎ নোপলভ্যতে, তস্যৈব নাস্তিতা, অস্তু কার্য্যস্য, ন তু কারণস্য, উপলভ্যমানত্বাৎ। ন, প্রাগুৎপত্তেঃ সর্ব্বানুপলম্ভাৎ। অনুপলব্ধিশ্চেদভাবে হেতুঃ, সর্ব্বস্য জগতঃ প্রাগুৎপত্তের্ন কারণং কার্য্যং বা উপলভ্যতে, তস্মাৎ সর্ব্বস্যৈবাভাবোঽস্তু।

ন; 'মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ' ইতি শ্রুতেঃ; যদি হি কিঞ্চিদপি নাসীৎ—যেন আব্রিয়তে, যচ্চ আব্রিয়তে, তদা নাবক্ষ্যৎ 'মৃত্যুনৈবেদমাবৃতম্' ইতি; ন হি ভবতি গগনকুসুমচ্ছন্নো বন্ধ্যাপুত্র ইতি; ব্রবীতি চ মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীদিতি। তস্মাৎ যেনাবৃতং কারণেন, যচ্চাবৃতং কার্য্যং, প্রাগুৎপত্তেঃ তদুভয়মাসীৎ, শ্রুতেঃ প্রামাণ্যাৎ, অনুমেয়ত্বাচ্চ। অনুমীয়তে চ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যকারণয়োরস্তিত্বম্। কার্য্যস্য হি সতো জায়মানস্য কারণে সত্যুৎপত্তিদর্শনাৎ, অসতি চাদর্শনাৎ, জগতোঽপি প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাস্তিত্বমনুমীয়তে, ঘটাদিকারণাস্তিত্ববৎ।

ঘটাদিকারণস্যাপি অসত্ত্বমেব, অনুপমৃদ্য মৃৎপিণ্ডাদিকং ঘটাদ্যনুৎপত্তেরিতি চেৎ; ন; মৃদাদেঃ কারণত্বাৎ। মৃৎসুবর্ণাদি হি তত্র কারণং ঘট-রুচকাদেঃ,

ন পিণ্ডাকারবিশেষঃ, তদভাবে ভাবাৎ। অসত্যপি পিণ্ডাকারবিশেষে মৃৎসুবর্ণাদি-কারণদ্রব্যমাত্রাদেব ঘটরুচকাদি-কার্য্যোৎপত্তির্দৃশ্যতে। তস্মাৎ ন পিণ্ডাকারবিশেষো ঘটরুচকাদিকারণম্। অসতি তু মৃৎসুবর্ণাদিদ্রব্যে ঘটরুচকাদির্ন জায়তে, ইতি মৃৎসুবর্ণাদিদ্রব্যমেব কারণম্, ন তু পিণ্ডাকারবিশেষঃ। সর্ব্বং হি কারণং কার্য্যমুৎপাদয়ৎ পূর্ব্বোৎপন্নস্যাত্মকার্য্যস্য তিরোধানং কুর্ব্বৎ কার্য্যান্তরমুৎপাদয়তি; একস্মিন্ কারণে যুগপদনেক-কার্য্যবিরোধাৎ। ন চ পূর্ব্বকার্য্যোপমর্দ্দে কারণস্য স্বাত্মোপমর্দ্দো ভবতি; তস্মাৎ পিণ্ডাদ্যুপমর্দ্দে কার্য্যোৎপত্তিদর্শনম্ অহেতুঃ প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাসত্ত্বে।

পিণ্ডাদিব্যতিরেকেণ মৃদাদেঃ অসত্ত্বাদ্ অযুক্তমিতি চেৎ,—পিণ্ডাদি-পূর্ব্বকার্য্যোপমর্দ্দে মৃদাদিকারণং নোপমৃদ্যতে, ঘটাদিকার্য্যান্তরেঽপ্যনুবর্ত্ততে, ইত্যেতদ্ অযুক্তম্, পিণ্ডঘটাদিব্যতিরেকেণ মৃদাদিকারণস্য অনুপলব্ধেরিতি চেৎ; ন; মৃদাদিকারণানাং ঘটাদ্যুৎপত্তৌ পিণ্ডাদিনিবৃত্তৌ অনুবৃত্তিদর্শনাৎ; সাদৃশ্যাদ্ অন্বয়দর্শনম্, ন কারণানুবৃত্তেরিতি চেৎ; ন; পিণ্ডাদিগতানাং মৃদবয়বানামেব ঘটাদৌ প্রত্যক্ষত্বে অনুমানাভাসাৎ সাদৃশ্যাদিকল্পনানুপপত্তেঃ।

ন চ প্রত্যক্ষানুমানয়োর্ব্বিরুদ্ধাব্যভিচারিতা, প্রত্যক্ষপূর্ব্বকত্বাদনুমানস্য; সর্ব্বত্রৈব অনাশ্বাসপ্রসঙ্গাৎ,—যদি চ ক্ষণিকং সর্ব্বং 'তদেবেদম্' ইতি গম্যমানং, তদ্বুদ্ধেরপি অন্য-তদ্বুদ্ধ্যপেক্ষত্বে তস্যা অপি অন্য-তদ্বুদ্ধ্যপেক্ষত্বম্,—ইত্যনবস্থায়াং তৎসদৃশমিদম্ ইত্যস্যা অপি বুদ্ধের্মৃষাত্বাৎ সর্ব্বত্র অনাশ্বাসতৈব। তদিদংবুদ্ধ্যোরপি কর্ত্রভাবে সম্বন্ধানুপপত্তিঃ। সাদৃশ্যাৎ তৎসম্বন্ধ ইতি চেৎ; ন; তদিদং বুদ্ধ্যোঃ ইতরেতরবিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। অসতি চ ইতরেতরবিষয়ত্বে সাদৃশ্যগ্রহণানুপপত্তিঃ। অসত্যেব সাদৃশ্যে তদ্বুদ্ধিরিতি চেৎ; ন; তদিদং বুদ্ধ্যোরপি সাদৃশ্যবুদ্ধিবদ্ অসদ্বিষয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। অসদ্বিষয়ত্বমেব সর্ব্ববুদ্ধীনামস্ত্বিতি চেৎ; ন; বুদ্ধি-বুদ্ধেরপি অসদ্বিষয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। তদপ্যস্ত্বিতি চেৎ; ন; সর্ব্ববুদ্ধীনাং মৃষাত্বে অসত্যবুদ্ধ্যনুপপত্তেঃ। তস্মাদসদেতৎ—সাদৃশ্যাৎ তদ্বুদ্ধিরিতি। অতঃ সিদ্ধঃ প্রাক্কার্য্যোৎপত্তেঃ কারণসদ্ভাবঃ; কার্য্যস্য চাভিব্যক্তিলিঙ্গত্বাৎ।

কার্য্যস্য চ সদ্ভাবঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সিদ্ধঃ; কথম্? অভিব্যক্তি-লিঙ্গত্বাৎ, অভিব্যক্তিলিঙ্গমস্যেতি? অভিব্যক্তিঃ সাক্ষাৎ বিজ্ঞানালম্বনত্বপ্রাপ্তিঃ। যদ্ধি লোকে প্রাবৃতং তমআদিনা ঘটাদি বস্তু, তদ্ আলোকাদিনা প্রাবরণ-তিরস্কারেণ বিজ্ঞানবিষয়ত্বং প্রাপ্নুবৎ প্রাক্সদ্ভাবং ন ব্যভিচরতি; তথেদমপি

জগৎ প্রাগুৎপত্তেরিত্যবগচ্ছামঃ। ন হি অবিদ্যমানো ঘট উদিতেঽপ্যাদিত্যে উপলভ্যতে।

নম্বু; তে অবিদ্যমানত্বাভাবাদ্ উপলভ্যেতৈব ইতি চেৎ,—ন হি;তব ঘটাদি কার্য্যং কদাচিদপি অবিদ্যমানম্, ইত্যুদিতে আদিত্যে উপলভ্যেতৈব. মৃৎপিণ্ডে অসন্নিহিতে তমআদ্যাবরণে চাসতি বিদ্যমানত্বাদিতি চেৎ ; ন ; দ্বিবিধত্বাদ্ আবরণস্য। ঘটাদিকার্য্যস্য দ্বিবিধং হি আবরণং—মৃদাদেরভিব্যক্তস্য তমঃ-কুড্যাদি, প্রাঙ্মৃদোঽভিব্যক্তের্মৃদাদ্যবয়বানাং পিণ্ডাদিকার্য্যান্তররূপেণ সংস্থানম্। তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তের্বিদ্যমানস্যৈব ঘটাদিকার্য্যস্য আবৃতত্বাৎ অনুপলব্ধিঃ। *নষ্টোৎপন্নভাবাভাবশব্দ-প্রত্যয়ভেদস্তু অভিব্যক্তিতিরোভাবয়োর্দ্বিবিধত্বাপেক্ষঃ।*

পিণ্ডকপালাদেঃ আবরণবৈলক্ষণ্যাৎ অযুক্তমিতি চেৎ,—তমঃকুড্যাদি হি ঘটাদ্যাবরণং ঘটাদিভিন্নদেশং দৃষ্টম্, ন তথা ঘটাদিভিন্নদেশে দৃষ্টে পিণ্ড-কপালে ; তস্মাৎ পিণ্ড-কপালসংস্থানয়োঃ বিদ্যমানস্যৈব ঘটস্য আবৃতত্বাদনুপলব্ধিরিত্যযুক্তম্, আবরণধর্ম্ম-বৈলক্ষণ্যাদিতি চেৎ ; ন ; ক্ষীরোদকাদেঃ ক্ষীরাদ্যাবরণেন এক-দেশত্বদর্শনাৎ। ঘটাদিকার্য্যে কপাল-চূর্ণাদ্যবয়বানামন্তর্ভাবাদ্ অনাবরণত্বমিতি চেৎ ; ন, বিভক্তানাং কার্য্যান্তরত্বাদ্ আবরণত্বোপপত্তেঃ।

আবরণাভাব এব যত্নঃ কর্ত্তব্য ইতি চেৎ—পিণ্ড-কপালাবস্থয়োর্বিদ্যমানমেব ঘটাদিকার্য্যমাবৃতত্বাৎ নোপলভ্যত ইতি চেৎ; ঘটাদিকার্য্যার্থিনা তদাবরণ-বিনাশ এব যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ, ন ঘটাদ্যুৎপত্তৌ ; ন চৈতদস্তি তস্মাদযুক্তং বিদ্যমানস্যৈব আবৃতত্বাদনুপলব্ধিরিতি চেৎ ; ন ; অনিয়মাৎ।—ন হি বিনাশমাত্রপ্রযত্নাদেব ঘটাদ্যভিব্যক্তির্নিয়তা ; তম-আদ্যাবৃতে ঘটাদৌ প্রদীপাদ্যুৎপত্তৌ প্রযত্নদর্শনাৎ। সোঽপি তমোনাশায়ৈব ইতি চেৎ,—দীপাদ্যুৎপত্তাবপি যঃ প্রযত্নঃ, সোঽপি তমস্তিরস্করণায়; তস্মিন্ নষ্টে ঘটঃ স্বয়মেবোপলভ্যতে; ন হি ঘটে কিঞ্চিদাধীয়ত-ইতি চেৎ ; ন ; প্রকাশবতো ঘটস্যোপলভ্যমানত্বাৎ। যথা প্রকাশবিশিষ্টো ঘট উপলভ্যতে প্রদীপকরণে, ন তথা প্রাক্ প্রদীপকরণাৎ। তস্মাৎ ন তমস্তিরস্কারায়ৈব প্রদীপকরণম্ ; কিং তর্হি ? প্রকাশবত্ত্বায় ; প্রকাশবত্ত্বেনৈব উপলভ্যমানত্বাৎ। কচিদাবরণবিনাশেঽপি যত্নঃ স্যাৎ, যথা কুড্যাদি-বিনাশে। তস্মাৎ ন নিয়মোঽস্তি— অভিব্যক্ত্যর্থিনা আবরণবিনাশ এব যত্নঃ কার্য্য ইতি।

নিয়মার্থবত্ত্বাচ্চ।—কারণে বর্ত্তমানং কার্য্যং কার্য্যান্তরাণামাবরণম্, ইত্য-বোচাম। তত্র যদি পূর্ব্বাভিব্যক্তস্য কার্য্যস্য পিণ্ডস্য ব্যবহিতস্য বা কপালস্য বিনাশে এব যত্নঃ ক্রিয়েত, তদা বিদলচূর্ণাদ্যপি কার্য্যং জায়েত ; তেনাপি

আবৃতো ঘটো নোপলভ্যত ইতি পুনঃ প্রযত্নান্তরাপেক্ষৈব । তস্মাদ্ ঘটাভি-ব্যক্ত্যর্থিনো নিয়ত এব কারকব্যাপারোঽর্থবান্ । তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তেরপি সদেব কার্য্যম্ ।

অতীতানাগতপ্রত্যয়ভেদাচ্চ ।—'অতীতো ঘটঃ অনাগতো ঘটঃ' ইত্যেতয়োশ্চ প্রত্যয়য়োঃ বর্ত্তমানঘটপ্রত্যয়বৎ ন নির্ব্বিষয়ত্বং যুক্তম্ । অনাগতার্থি-প্রবৃত্তেশ্চ ।—ন হি অসতি অর্থিতয়া প্রবৃত্তির্লোকে দৃষ্টা । যোগিনাং চ অতীতানাগত-জ্ঞানস্য সত্যত্বাৎ । অসংশ্চেদ্ ভবিষ্যদ্ঘটঃ, ঐশ্বরং ভবিষ্যদ্ঘটবিষয়ং প্রত্যক্ষজ্ঞানং মিথ্যা স্যাৎ । ন চ প্রত্যক্ষমুপচর্য্যতে ; ঘটসদ্ভাবে হি অনুমানম্ অবোচাম ।

বিপ্রতিষেধাচ্চ ।—যদি ঘটো ভবিষ্যতীতি—কুলালাদিষু ব্যাপ্রিয়মাণেষু ঘটার্থং প্রমাণেন নিশ্চিতম্ ; যেনশ্চ কালেন ঘটস্য সম্বন্ধঃ—ভবিষ্যতীত্যুচ্যতে, তস্মিন্নেব কালে ঘটোঽসন্নিতি বিপ্রতিষিদ্ধমভিধীয়তে ; ভবিষ্যন্ ঘটোঽ-সন্নিতি—ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ, অয়ং ঘটো ন বর্ত্ততে ইতি যদ্বৎ ।

অথ প্রাগুৎপত্তের্ঘটোঽসন্নিত্যুচ্যেত,—ঘটার্থং প্রবৃত্তেষু কুলালাদিষু তত্র যথা ব্যাপাররূপেণ বর্ত্তমানাস্তাবৎকুলালাদয়ঃ, তথা ঘটো ন বর্ত্ততে ইত্যসদ্ভব-স্যার্থশ্চেৎ, ন বিরুধ্যতে । কস্মাৎ ? যেন হি ভবিষ্যদ্রূপেণ ঘটো বর্ত্তত ; ন হি পিণ্ডস্য বর্ত্তমানতা কপালস্য বা ঘটস্য ভবতি, ন চ তয়োর্ভবিষ্যত্তা ঘটস্য । তস্মাৎ কুলালাদি-ব্যাপারবর্ত্তমানতায়াং প্রাগুৎপত্তের্ঘটোঽসন্নিতি ন বিরুধ্যতে । যদি ঘটস্য যৎ স্বং ভবিষ্যত্তাকার্য্যাত্মরূপম্, তৎ প্রতিষিধ্যেত ; তৎপ্রতিষেধে বিরোধঃ স্যাৎ ; ন তু তদ্ ভবান্ প্রতিষেধতি ; ন চ সর্ব্বেষাং ক্রিয়াবতাম্ একৈব বর্ত্তমানতা ভবিষ্যত্বং বা ।

অপি চ, চতুর্ব্বিধানামভাবানাং ঘটস্য ইতরেতরাভাবো ঘটাদন্যো দৃষ্টঃ,—যথা ঘটাভাবঃ পটাদিরেব, ন ঘটস্বরূপমেব । ন চ ঘটাভাবঃ সন্ পটোঽভাবাত্মকঃ, কিং তর্হি ? ভাবরূপ এব । এবং ঘটস্য প্রাক্-প্রধ্বংসাত্যন্তাভাবানামপি ঘটা-দন্যত্বং স্যাৎ, ঘটেন ব্যপদিশ্যমানত্বাৎ, ঘটস্যেতরেতরাভাববৎ ; তথৈব ভাবাত্মকতা অভাবানাম্ । এবঞ্চ সতি, 'ঘটস্য প্রাগভাবঃ' ইতি—ন ঘটস্বরূপ-মেব প্রাগুৎপত্তের্নাস্তি ।

অথ ঘটস্য প্রাগভাব ইতি—ঘটস্য যৎ স্বরূপং তদেবোচ্যেত ; ঘটস্যেতি ব্যপদেশানুপপত্তিঃ । অথ কল্পয়িত্বা ব্যপদিশ্যেত, 'শিলাপুত্রকস্য শরীরম্' ইতি যদ্বৎ ; তথাপি ঘটস্য প্রাগভাব ইতি কল্পিতস্যৈবাভাবস্য ঘটেন ব্যপদেশো ন ঘটস্বরূপস্যৈব । অথার্থান্তরং ঘটাদ্ ঘটস্যাভাব ইতি উক্তোত্তরমেতৎ ।

কিঞ্চাতঃ, প্রাগুৎপত্তেঃ শশবিষাণবদ্ অভাবভূতস্য ঘটস্য স্বকারণসত্তাসম্বন্ধানুপপত্তিঃ, দ্বি-নিষ্ঠত্বাৎ সম্বন্ধস্য। অযুতসিদ্ধানামদোষ ইতি চেৎ, ন; ভাবাভাবয়োঃ অযুতসিদ্ধত্বানুপপত্তেঃ। ভাবভূতয়োর্হি যুতসিদ্ধতা অযুতসিদ্ধতা বা স্যাৎ, ন তু ভাবাভাবয়োঃ অভাবয়োর্বা; তস্মাৎ সদেব কার্য্যং প্রাগুৎপত্তেরিতি সিদ্ধম্।

কিংলক্ষণেন মৃত্যুনা আবৃতম্, ইত্যত আহ —অশনায়য়া, অশিতুমিচ্ছা অশনায়া, সৈব মৃত্যুঃ, সা হি মৃত্যোর্লক্ষণম্; তয়া লক্ষিতেন মৃত্যুনা অশনায়য়া। কথমশনায়া মৃত্যুরিতি? উচ্যতে—অশনায়া হি মৃত্যুঃ। হি-শব্দেন প্রসিদ্ধং হেতুমবদ্যোতয়তি। যো হি অশিতুমিচ্ছতি, সোঽশনানন্তরমেব হন্তি জন্তূন্; তেনাসৌ অশনায়য়া লক্ষ্যতে মৃত্যুঃ, ইতি অশনায়া হি ইত্যাহ। বুদ্ধ্যাত্মনোঽশনায়া ধর্ম্মঃ, ইতি স এষ বুদ্ধ্যবস্থো হিরণ্যগর্ভো মৃত্যুরিত্যুচ্যতে; তেন মৃত্যুনেদং কার্য্যমাবৃতমাসীৎ; যথা পিণ্ডাবস্থয়া মৃদা ঘটাদয় আবৃতাঃ স্যুরিতি, তদ্বৎ।

তন্মনোঽকুরুত। তদিতি মনসো নির্দ্দেশঃ। স প্রকৃতো মৃত্যুরবক্ষ্যমাণ-কার্য্য-সিসৃক্ষয়া তৎকার্য্যালোচনক্ষমং মনঃশব্দবাচ্যং সঙ্কল্পাদিলক্ষণমন্তঃকরণম্ অকুরুত কৃতবান্। কেনাভিপ্রায়েণ মনোঽকরোৎ? ইতি উচ্যতে—আত্মন্বী আত্মবান্ স্যাং ভবেয়ম্; অহমনেনাত্মনা মনসা মনস্বী স্যামিত্যভিপ্রায়ঃ।

*স প্রজাপতিঃ অভিব্যক্তেন মনসা সমনস্কঃ সন্ অর্চন্ অর্চয়ন্ পূজয়ন্ আত্মান*মেব—কৃতার্থোঽস্মীতি, অচরৎ চরণমকরোৎ। তস্য প্রজাপতেরর্চতঃ পূজয়ত আপঃ রসাত্মিকাঃ পূজাঙ্গভূতা অজায়ন্ত উৎপন্নাঃ। অত্রাকাশপ্রভৃতীনাং ত্রয়াণামুৎপত্ত্যনন্তরমিতি বক্তব্যম্, শ্রুত্যন্তরসামর্থ্যাৎ, বিকল্পাসম্ভবাচ্চ সৃষ্টিক্রমস্য। অর্চ্চতে পূজাং কুর্ব্বতে বৈ মে মহ্যং কম্ উদকমভূৎ ইতি এবমমন্যত যস্মাৎ মৃত্যুঃ, তদেব তস্মাদেব হেতোরর্কস্যাগ্নেঃ অশ্বমেধক্রতূপযোগিকস্যার্কত্বম্—অর্কত্বে হেতুরিত্যর্থঃ। অগ্নেরর্কনামনির্বচনমেতৎ—অর্চ্চনাৎ সুখহেতুপূজাকরণাৎ অপ্‌সম্বন্ধাচ্চ অগ্নেরেতদ্ গৌণং নাম 'অর্কঃ' ইতি। য এবং যথোক্তমর্কস্যার্কত্বং বেদ জানাতি, কম্ উদকং সুখং বা নামসামান্যাৎ; হ বা ইত্যবধারণার্থৌ; ভবত্যেবেতি, অস্মৈ এবংবিদে এবংবিদর্থং ভবতি ॥ ৩ ॥ ১ ॥

টীকা। অথাবিদর্শনোক্তানন্তরম্ অগ্নিদর্শনং বক্তুং ব্রাহ্মণান্তরম্ অবতারয়তি—অথেতি। নৈবেহ-ইত্যাদৌ, তদ্দৃষ্টিরস্তীতি চেৎ সত্যং, তত্র অগ্নের্জন্ম বক্তুং ভূমিকা ক্রিয়তে ইত্যাহ—অগ্নেরিতি। বায়োরগ্নিরিত্যাদৌ প্রসিদ্ধং তজ্জন্মেতি চেৎ সত্যং, তদ্বিশেষস্যাত্র বক্ষ্যোক্তিঃ ইত্যাহ—অশ্বমেধেতি। দর্শনে বিবিৎসিতে কিং জন্মোক্ত্যেতি চেৎ তত্রাহ—তদ্বিষয়েতি। অগ্নিদর্শনস্য বিধাতুমিষ্টস্য সিদ্ধ্যর্থমুপাস্যাগ্নিস্তুতিকলা তদুৎপত্তিরিষ্টা শব্দমবাদুৎকৃষ্টমেনায়-মুপাস্যো রাজাদিবদিত্যর্থঃ। তাৎপর্য্যমুক্ত্বা বাক্যান্যাদায় অক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—নৈবেত্যাদিনা।

নাম-রূপাভ্যাং বিভক্তো বিশেষো যস্মিন্নিতি বহুব্রীহিঃ। অত্র শূন্যবাদী লব্ধাবকাশোঽ-সিদ্ধ পরোক্তত্বাবষ্টম্ভেন স্বপক্ষমাহ—কিমিত্যাদিনা। কার্যস্য প্রাগসত্ত্বে হেতুমাহ—উৎপত্তেরুপলব্ধেশ্চেতি। বিমতং প্রাগসদুৎপদ্যমানত্বাৎ, যদৈবং ন তদেবং, যথা পরেষ্টং ব্রহ্মে-ত্যর্থঃ। হেতুসিদ্ধিং শঙ্কিত্বা উত্তরমাহ—উৎপদ্যতে হীতি। ঘটগ্রহণং কার্যমাত্রস্য উপলক্ষণার্থম্। উক্তম্ অনুমানং বিশদয়তি—অত্র হীতি। তত্র তার্কিকো ব্রূতে—নন্বিতি। যদুক্তং ন কার্যং কারণং বা আসীদিতি, তত্র ভাগে বাধঃ, ভাগে চ অনুমিতিঃ ইত্যর্থঃ। কার্যস্যাপি কথং প্রাগসত্ত্বোপপত্তিঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ঘটস্যেতি। এতেন অনুমানস্য সিদ্ধসাধ্যতা উক্তা। কার্যবৎ কারণস্যাপি প্রাগসত্ত্বং কিং ন স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য উক্তহেত্বভাবাৎ নৈবমিত্যাহ—ন মৃদিতি। শূন্যবাদী আহ—ন প্রাগুৎপত্তেরিতি। বিমতং প্রাগসৎ যোগ্যত্বে সতি তদা অনুপলভ্যমানত্বাৎ, নষ্টবৎ। ন চ অসিদ্ধো হেতুঃ মৃদঃ অনভিব্যক্তত্বাৎ। তদবিরোধে সতি উপলব্ধেঃ প্রাগভাবাদিত্যর্থঃ। তদেব প্রপঞ্চয়তি—অনুপলব্ধিশ্চেদিতি।

কার্যবৎ কারণস্যাপি প্রাগসত্ত্বে প্রাপ্তে নিরাকরোতি—নেত্যাদিনা। "নৈব"-ইত্যাদি-শ্রুতিরবাক্যমাত্রপ্রামাণিকত্বে ন প্রাগসত্ত্বং কার্যকারণয়োরাহ; অন্যথা বাক্যশেষবিরোধাৎ ইত্যর্থঃ। শ্রুতিং বিবৃণোতি—যদি হীতি। ঘটোরপত্তে বা বাচো মৃদেরনুপপত্তিঃ, তত্রাহ—ন হীতি। মা তর্হি বাক্যমেব ভূৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রবীতি চেতি। "মৃত্যুনা" ইত্যাদিবাক্যার্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। শ্রুতেঃ প্রামাণ্যাদিতি। তৎপ্রামাণ্যস্য প্রমাণান্তরেণ হ্রস্বত্বাদিতি যাবৎ। পরকীয়ে অনুমানে শ্রুতিবিরোধম্ অভিধায় অনুমানবিরোধমাহ—অনুমেয়ত্বাচ্চেতি। কার্যকারণয়োঃ সত্ত্ব অনুমেয়তয়া তদসত্ত্বম্ অনুমানদূষণমাহ। উপজীব্যবিরুদ্ধতয়া সত্ত্বানুমানস্য বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ। কার্যকারণয়োঃ সত্ত্বানুমানং প্রতিজ্ঞায় প্রথমং কারণসত্ত্বম্ অনুমিনোতি—অনুমীয়তে চেত্যাদিনা। কারণস্য সত্ত্বে অনুমানমাহ—কার্যস্য হীতি। বিমতং সৎপূর্বকং, কার্যত্বাৎ, কৃতবদিত্যর্থঃ।

ন অনুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাদিতি ন্যায়েন দৃষ্টান্তস্য সাধ্যবৈকল্যং চোদয়তি—ঘটাদীতি। ন তাবদসিদ্ধো ঘটঃ স্বকারণমুপমৃদ্য এতি অসতোঽকারকত্বাৎ, সিদ্ধস্তু উপমর্দকত্বেন অসৎ-পূর্বকমিতি কুতঃ সাধ্যবিকলতা ইত্যাহ—নেতি। কিং চ অবস্থিতস্যৈব সর্বত্র কারণং, ন পিণ্ডাকারবিশেষঃ, অব্যভিচারাচ্চেতি কুতঃ সাধ্যবৈকল্যমিত্যাহ—মৃদাদেরিতি। তদেব স্ফুটয়তি—মৃৎসুবর্ণাদীতি। তত্রেতি দৃষ্টান্তোক্তিঃ। কিং চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং কারণমবধেয়ম্। ন চ পিণ্ডাভাবে ঘটো ন ভবতীতি ব্যতিরেকোঽস্তি। পিণ্ডাভাবেঽপি শকলাদিভ্যোঽপি ঘটাদ্যুৎপত্ত্যুপলম্ভাদিত্যাহ—তদভাব ইতি। তদেব স্ফুটয়তি—অসত্যপীতি। অন্বয়েঽপি ব্যতিরেকবদিত্যাং তুল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অসতীতি। মৃদাদেব ঘটাদিকরণং চেৎ, কিমিতি পিণ্ডাদৌ সত্যেব ততো ঘটাদ্যনুৎপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অক্রমিতি। যদপি অভিব্যক্ত্যাদ্যনুপপত্তিরিতি ভাবঃ। অবস্থিতায়াং পূর্বোৎপন্নকার্য-তিরোধানেন কার্যান্তরং জনয়তি চেৎ, কার্যান্তরাবস্থানে যদপি নষ্টে, তত্রোত্তরকার্যোৎপত্তি-হেতুত্বাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। কার্যান্তরেঽপি অনুবৃত্তিদর্শনাৎ কার্যান্তরাজন-কাবাচ্চেত্যর্থঃ। অবস্থিতস্যৈব কারণত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি।

স্তোত্রান্ত—অর্চ্চমাদিতি। ফলবাক্যং যথোক্তনামবত্তোঽগ্নেরুৎপত্তিরত্র বিবক্ষিতা ইত্যাহ য এবমিতি। ৩।১।

ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর অশ্বমেধকোপযোগী অগ্নির উৎপত্তি-প্রণালী কথিত হইতেছে। তদ্বিষয়ক উপাসনাবিজ্ঞানোপদেশই শ্রুতির অভিপ্রেত; সুতরাং, অগ্নির উৎপত্তি-বর্ণনা কেবল তাহার স্তুতির জন্য, অর্থাৎ গুণপ্রকাশনার্থ মাত্র বুঝিতে হইবে। "নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ", ইহার অর্থ—এই সংসারমণ্ডলে অন্তঃকরণ প্রভৃতি সৃষ্টির পূর্ব্বে—নাম ও আকৃতি-সম্পন্ন কিছুমাত্রও ছিল না।

[সৎকারণবাদের বিপক্ষে বৌদ্ধের আপত্তি ও তাহার খণ্ডন।—]

[শূন্যবাদী বলিতেছেন—] ভাল, তবে কি শূন্যই ছিল? হাঁ, শূন্যই হউক; "নৈবেহ কিঞ্চন" প্রভৃতি অনুসারে জানা যায় যে, কার্য্য বা কারণ—কিছুই ছিল না; বিশেষতঃ, উৎপত্তিও শূন্যবাদের পক্ষে অপর একটী হেতু; কেন না, ঘট ত (ঘটাদি পদার্থ ত) উৎপন্ন হইয়া থাকে; এজন্য উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার (কার্য্য-পদার্থের) অস্তিত্ব থাকে না। [তার্কিক মতে] আপত্তি হইতে পারে যে, ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে যখন পিণ্ডাকার মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, তখন মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ-বস্তুর ত আর অস্তিত্বাভাব হইতেছে না (১৪); যাহা প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের বিষয় হয় না, তাহারই অস্তিত্ব না থাকিতে পারে; অতএব কার্য্যের বরং অস্তিত্বাভাব হয় হউক, কিন্তু তাহার কারণ যখন পূর্ব্বেও উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয়, তখন তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে কেন? ইত্যাদি। কিন্তু, না—এ কথাও হইতে পারে না; কেন না, উৎপত্তির পূর্ব্বে ত কোন বস্তুরই উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না। অনুপলব্ধি বা অপ্রত্যক্ষই যদি অস্তিত্বাভাবের কারণ হয়, তাহা হইলে জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য বা কারণ—কাহারো উপলব্ধি থাকে না; সুতরাং কার্য্য কারণ—সমস্তেরই অভাব সিদ্ধ হইতে পারে। [ইহাই শূন্য-বাদী কর্ত্তৃক তার্কিকমতের খণ্ডন।]

[এতদুত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলেন—] না,—এরূপও সিদ্ধান্ত হইতে

(১৪) উৎপত্তির পূর্ব্বেও যাহারা জন্য পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে, তাহারা সৎকার্য্য-বাদী। আচার্য্য শঙ্কর সৎকারণবাদী, কিন্তু তিনি কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকার করেন বলিয়া তিনি ও কপিল—উভয়েই সৎকার্য্যবাদী; নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক অ-সৎকার্য্যবাদী। তাঁহারা উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এখানে "কিং শূন্যমেব বভূব?" এই আপত্তিটী শূন্যবাদীর; তাহার পর, শূন্যবাদীর উপরে আরোপিত "নহু কারণস্য নাস্তিত্বং" ইত্যাদি আপত্তিটী নৈয়ায়িকের বুঝিতে হইবে।

পারে না ; কারণ, "মৃত্যুনৈবেদম্ আবৃতম্ আসীৎ" ('ইহা মৃত্যু কর্তৃক আবৃত ছিল') এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। যদি কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে শ্রুতি কখনই 'যাহা দ্বারা আবৃত হয়', এবং 'যাহা আবৃত হয়', এই আবৃত ও আবরণ-হেতুর উল্লেখ করিতেন না ; কারণ অত্যন্ত অসৎ বন্ধ্যাপুত্র কখনও অলীক আকাশ-কুসুমে শোভিত হয় না। অথচ শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন যে, 'ইহা পূর্ব্বে মৃত্যুকর্ত্তৃকই সমাবৃত ছিল'। অতএব শ্রুতি-প্রামাণ্য অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, যাহা দ্বারা অর্থাৎ যে কারণ দ্বারা আবৃত, এবং যাহা, অর্থাৎ যে কার্য্য আবৃত, তদুভয়ই উৎপত্তির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। এ বিষয়ে অনুমানও অপর প্রমাণ ; কেন না, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য ও কারণ এতদুভয়েরই অস্তিত্বে অনুমান করা যাইতে পারে। যেহেতু, কারণ বিদ্যমান থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়, এবং কারণের অভাবে কার্য্যোৎপত্তি কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহা দ্বারা উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগতেরও কারণের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত যেমন—ঘটাদি কারণের অস্তিত্ব (১৫)।

যদি বল, কারণস্বরূপ মৃৎপিণ্ডাদিকে বিমর্দ্দিত না করিয়া যখন ঘটাদি কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তখন ঘটাদির কারণ মৃৎপিণ্ডাদিও অসৎ—অস্তিত্বহীন। না,—যেহেতু মৃত্তিকা প্রভৃতিই ঘটাদি কার্য্যের প্রকৃত কারণ,

---

(১৫) তাৎপর্য্য শূন্যবাদী বৌদ্ধ বলিয়াছিলেন—উৎপত্তির পূর্ব্বে যেমন কার্য্য বা জন্য বস্তুর অভাব থাকে, তেমনি তৎকারণেরও অভাব থাকে ; সুতরাং 'সর্ব্বশূন্যবাদ'ই সত্য। তদুত্তরে বৈয়াসিক বলিতেছেন,—না, সর্ব্বশূন্যতা হইতে পারে না ; কেন না, সর্ব্বত্রই কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে তৎকারণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ঘট একটি কার্য্য বা জন্য পদার্থ ; সেই ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে তৎকারণ মৃত্তিকার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, এই জগৎ-কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও তৎকারণ (ন্যায়মতে পরমাণু) নিশ্চয়ই ছিল ; সুতরাং 'সর্ব্বশূন্যবাদ' অসিদ্ধ। শূন্যবাদী পুনশ্চ বলিতেছেন যে মৃত্তিকা প্রভৃতির যে, পিণ্ডাদিরূপ বিশেষ বিশেষ আকার, তাহাই ঘটাদি কার্য্যের প্রকৃত কারণ ; যেহেতু সেই সেই পিণ্ডাদি আকারের ধ্বংস না হইলে কখনই ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, সুতরাং কারণের সদ্ভাবও প্রমাণিত হইতেছে না। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যসমূহই ঘটাদি কার্য্যের প্রকৃত কারণ, তাহাদের পিণ্ডাদি আকারবিশেষ কারণ নহে। যাহার সদ্ভাবে যে কার্য্যের সদ্ভাব, তাহাই সেই কার্য্যের উপাদান-কারণ। মৃত্তিকার সদ্ভাবেই ঘটের সদ্ভাব ; সুতরাং মৃত্তিকাই ঘটের কারণ। পক্ষান্তরে, যাহার অসদ্ভাবেও কার্য্য থাকে, তাহা তাহার কারণ নহে ; পিণ্ডাদি আকারের অভাবেও ঘটাদি কার্য্য বিদ্যমান থাকে, সুতরাং মৃত্তিকার পিণ্ডাদি অবস্থা কখনই ঘট-কার্য্যের উপাদান-কারণ হইতে পারে না।

মৃত্তিকাপিণ্ডাদি নহে; সেই হেতুই ঐ প্রকার আপত্তি করিতে পার না। দৃষ্টান্তস্থলে মৃত্তিকা ও সুবর্ণ প্রভৃতিই ঘট ও স্বর্ণহার প্রভৃতির কারণ, কিন্তু পিণ্ডাকার আকৃতিবিশেষ কারণ নহে; কেন না, পিণ্ডাদি আকারের অভাবেও ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু মৃত্তিকাদির অভাবে থাকে না; পিণ্ডাকার না থাকিলেও কেবল মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি কারণ-দ্রব্য হইতেই ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব মৃত্তিকা প্রভৃতির পিণ্ডাদি আকারবিশেষ কখনই ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের কারণ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি দ্রব্যের অসদ্ভাবে কস্মিন্ কালেও ঘট ও রুচকাদি কার্য্যের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদিই প্রকৃতপক্ষে কারণ-দ্রব্য, কিন্তু পিণ্ডাদি আকারবিশেষ কারণ নহে। যেহেতু কারণমাত্রই কার্য্যোৎপাদনের সময়ে পূর্ব্বতন স্বীয় কার্য্যের তিরোধান (অব্যক্তভাব-ধারণ) করিয়া অবশেষে অপর কোনও কার্য্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে; কারণ, একই সময়ে বহুকার্য্য সমুৎপাদন করা এক কারণের স্বভাববিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, পূর্ব্বোৎপন্ন কার্য্যের তিরোধান হইলেই যে, কারণেরও তিরোধান বা বিনাশ হইয়া যায়, তাহাও কখনই যুক্তিসিদ্ধ কথা নহে। অতএব পিণ্ডাদিরূপ কারণাবস্থার অপগমে যে কার্য্যোৎপত্তি হইতে দেখা যায় তাহা, উৎপত্তির পূর্ব্বকালে কারণের অসদ্ভাবের হেতু হইতে পারে না।

যদি বল, "পিণ্ডাদি আকারবিশেষ পরিত্যাগ করিলে যখন মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ-দ্রব্যের অস্তিত্বই থাকে না, তখন কেবলই মৃত্তিকা প্রভৃতির উপাদানকারণত্ব যুক্তিসম্মত হইতে পারে না, অর্থাৎ যদি বল, পূর্ব্বতন পিণ্ডাদি আকারের বিনাশেও তৎকারণ মৃত্তিকা প্রভৃতির বিনাশ হয় না, পরন্তু ঘটাদি কার্য্যান্তরেও তাহার অনুবৃত্তি হইয়া থাকে—একথা যুক্তিসহ হইতে পারে না; কারণ, পিণ্ড বা ঘটাদি কার্য্যাবস্থার অতিরিক্ত শুধু মৃত্তিকা ত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব মৃত্তিকা-প্রভৃতি-কারণানুবৃত্তির কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।" তাহা হইলে বলিব, "না,—তাহাও হইতে পারে না; যেহেতু, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণের পিণ্ডাদি অবস্থা নিবৃত্ত হইলেও ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তিতে তাহাদের অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।" যদি বল, "ঘটাদি কার্য্যের সহিত তৎকারণ মৃত্তিকা প্রভৃতিরও সাদৃশ্য রহিয়াছে, সেই জন্যই ঐরূপ কারণানুবৃত্তি হয় বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ কোথাও কারণানুবৃত্তি হয় না।" তাহা হইলে বলিব; "না, এ কথাও সঙ্গত নহে; কারণ, ঘটাদিকার্য্যে যখন পিণ্ডাদি

কার্য্যগত মৃত্তিকা প্রভৃতির অবয়বসমূহেরই প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি হইয়া থাকে, তখন অনুমানাভাস বা অসত্য অনুমানের সাহায্যে সাদৃশ্য কল্পনা করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। [অতএব উক্ত শূন্যবাদী বৌদ্ধমত ঠিক নহে।]

[ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত খণ্ডন—]

বিশেষতঃ, অনুমানমাত্রই যখন প্রত্যক্ষমূলক, তখন কারণের একত্ব-প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে কারণের ভেদানুমান কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে কোন বিষয়েই লোকের বিশ্বাস বা স্থিরতা থাকিতে পারে না।—যদি চ 'ইহা সেই বস্তু' এইরূপ প্রতীতিগম্য সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক হয়, অর্থাৎ যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, তাহার পরক্ষণেই আবার বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবল পূর্ব্ব বস্তুর সহিত সাদৃশ্য থাকায়, 'ইহা সেই বস্তু' ইত্যাকার অভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে মাত্র, বস্তুতঃ পরদৃষ্ট বস্তুটী পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সুতরাং ঘটাদি কার্য্যে মৃত্তিকাদি দৃষ্ট হইলেও বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বদৃষ্ট মৃত্তিকা প্রভৃতির অনুভবজাত সংস্কার বশতঃই এইরূপ মৃত্তিকাদির অনুবৃত্তি-বুদ্ধি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ কারণরূপে কল্পিত মৃত্তিকার সহিত উহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, ইত্যাদি;" তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, "ইহা সেই মৃত্তিকা', এই বুদ্ধিটী যদি প্রাথমিক মৃত্তিকা-বুদ্ধিরই ফল হয়, তাহা হইলে সেই প্রাথমিক মৃত্তিকাবুদ্ধিটীকেও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মৃত্তিকা-বুদ্ধির ফল বলিতে হইবে, আবার সে বুদ্ধিকেও তৎপূর্ব্বতন মৃত্তিকা-বুদ্ধির ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; এইরূপে বুদ্ধিধারার কোথাও বিশ্রাম না হওয়ায় 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হইতে পারে; সুতরাং 'ইহা তাহার সদৃশ' এই বুদ্ধিটীরও সত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব কোন বিষয়েই লোকের স্থিরতর বিশ্বাস বা সত্যতা-প্রতীতিও জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ, স্থিরতর একজন কর্ত্তা না থাকিলে, 'তৎ' ও 'ইদম্' বুদ্ধির সম্বন্ধও উপপন্ন হইতে পারে না (১৬)।

---

(১৬) তাৎপর্য্য—এস্থলে শূন্যবাদীর পুনশ্চ আপত্তি এই যে, মৃত্তিকা প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুকে উপাদান বলা হয়, অগ্রে সে সমুদয়ের ধ্বংস হয়, পরে ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি হয়,—অগ্রে বীজটি বিনষ্ট হয়—পচিয়া যায়, পরে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়; সুতরাং, কারণ-বস্তুর ধ্বংসই কার্য্যোৎপত্তির হেতু, কারণ-বস্তু নহে। এই জগৎও তদ্রূপ কোনরূপ সৎপদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু এই পক্ষ খণ্ডনের পর, ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ বলিলেন—জগতের সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক —প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হয়, আবার পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়। তবে যে, পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুকে

[সাধারণভাবে বৌদ্ধমত খণ্ডন।]

যদি বল, "কর্তার অভাবে 'তৎ' ও 'ইদং' বুদ্ধির সম্বন্ধ অনুপপন্ন হইলেও 'তৎ' ও 'ইদং' বুদ্ধিদ্বয়ের সাদৃশ্যবশতঃ উক্ত সম্বন্ধ উপপন্ন হইতে পারে", তাহা হইলে বলিব, "না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, 'তৎ' ও 'ইদং' বুদ্ধির পরস্পর বিষয়তা অনুপপন্ন হইবে। আর উক্ত বুদ্ধিদ্বয় পরস্পর বিষয়ীভূত না হইলে উক্ত বুদ্ধিদ্বয়ের, সাদৃশ্য-গ্রহণও অনুপপন্ন হইবে। যদি [বাহ্যার্থবাদী বৌদ্ধমতের অনুসরণ করিয়া] বল, "অসৎ-সাদৃশ্যেই তদ্‌বুদ্ধি হইয়া থাকে, (অর্থাৎ সাদৃশ্য নিজে অসৎ হইলেও 'তৎ' বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা অসৎ নহে;)" "না,—তাহাও বলা চলে না; কেন না, সাদৃশ্যবুদ্ধির বিষয় (সাদৃশ্য) যেমন অসৎ, তেমনি 'তৎ' ও 'ইদম্' বুদ্ধির বিষয়ও অসৎ হইতে পারে। আর যদি [বিজ্ঞানবাদীর মতাবলম্বনে] সমস্ত বুদ্ধিরই বিষয়গুলিকে অসৎ বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা কর, তাহাও পার না; কারণ, তাহা হইলে বুদ্ধিবিষয়ক যে বুদ্ধি, অর্থাৎ যে বুদ্ধির সাহায্যে সাদৃশ্যবিষয়ক বুদ্ধির সত্যতা উপলব্ধি করিতেছ, সেই বুদ্ধিরও অসত্যতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আর যদি [শূন্যবাদীর মতানুসারে] বল—তাহাই হউক। তাহা হইলে বলিব, না—তাহাও হইতে পারে না; কারণ, সমস্ত বুদ্ধিই মিথ্যা হইলে, অসত্যতা-বুদ্ধিও সত্য হইতে পারে না। অতএব, সাদৃশ্যবশতঃ যে, তদ্‌বুদ্ধি হইয়া থাকে বলা হইয়াছে, সে কথা সঙ্গত হয় নাই। অতএব কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণের সদ্ভাব সিদ্ধ হইল; এবং অভিব্যক্তিই যখন কার্য্যের (জন্য পদার্থের) একমাত্র লিঙ্গ বা পরিচায়ক, তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সদ্ভাবও প্রমাণিত হইল।

পরে দর্শন করিলেও, 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ—পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর সহিত পরদৃষ্ট বস্তুর সাদৃশ্য-সম্বন্ধ। যেমন, প্রথম বার যে ঔষধ সেবন করা হয়, দ্বিতীয় বার তজ্জাতীয় ঔষধ দেখিয়া 'ইহা সেই ঔষধ' বলিয়া মনে হয়, 'ইহা সেই বস্তু' ইত্যাদি উল্লেখও ঠিক তেমনি উক্ত সাদৃশ্যমূলক; সুতরাং মৃত্তিকা প্রভৃতি কোন কারণই ঘটাদি কার্য্যে অনুবৃত্ত হয় না; কাজেই সৎকার্য্যবাদও সিদ্ধ হয় না। তদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত অভেদ-প্রতীতিকে সাদৃশ্যমূলক বলিয়া কেবল অনুমানের সাহায্যে ক্ষণিকবাদ স্থাপন করিতে পারা যায় না। কারণ, অনুমান অপেক্ষাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলবান্; বিশেষতঃ, ক্ষণিকবাদে আত্মাও যখন ক্ষণিক, তখন 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর সহিত পরদৃষ্ট বস্তুর সাদৃশ্য (তুলনা) করিবে কে? কারণ, পূর্ব্বদ্রষ্টা আত্মা ত দৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; অতএব এই ক্ষণিকবাদ বিচারসহ নহে।

[সৎকার্য্যবাদ স্থাপন।]

এইরূপে উৎপত্তির পূর্ব্বে জন্য-পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল। [যদি বল—] কি প্রকারে? [তবে শুন,—] যেহেতু, কার্য্য মাত্রই অভিব্যক্তিলিঙ্গক; অর্থাৎ সেই অভিব্যক্তিই এই কার্য্যের লিঙ্গ (অস্তিত্ব-জ্ঞাপক), [সেই হেতু ইহা সিদ্ধ হইল।] অভিব্যক্তি অর্থ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধির বিষয় হওয়া, অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞানের বিষয় হওয়া; কেন না, জগতে ঘটাদি যে কোনও বস্তু, অন্ধকারাদি দ্বারা আবৃত অবস্থায় অজ্ঞাত থাকে, আবার আলোক প্রভৃতি দ্বারা সেই অন্ধকারাবরণ অপনয়ন করিলে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, কিন্তু কখনও আপনার পূর্ব্বসত্তা (অন্ধকারাবস্থায় সত্তা) ত্যাগ করে না। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ-সম্বন্ধেও আমরা সেইরূপ অবস্থাই বুঝি; কেন না, যে ঘটের বাস্তবিক সত্তা নাই, সূর্য্যোদয়ে তাহা কখনই প্রত্যক্ষ হয় না।

যদি বল, "না,—এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, তোমার (সৎকার্য্য-বাদী বৈদান্তিক আমাদের) মতে যখন কোন পদার্থেরই অবিদ্যমানতা বা অভাব নাই, তখন নিশ্চয়ই তাহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে; অর্থাৎ যদি বল যে, তোমার (সৎকার্য্যবাদী বৈদান্তিক আমাদের) মতে ঘটাদি কোন জন্য পদার্থই যখন অবিদ্যমান (অসৎ) নহে, তখন, যে সময় মৃৎপিণ্ড সান্নিহিত রহিয়াছে এবং জ্ঞান প্রতিবন্ধক অন্ধকারাদি কিছুই নাই, সেই সময় আদিত্যোদয়ে অবশ্যই ঘটাদি জন্য-পদার্থের উপলব্ধি হইতে পারে? কারণ, ঘট তখনও বিদ্যমান।" তাহা হইলে বলিব, "না, সে কথাও বলা চলে না; কেন না, আবরণের প্রভেদ আছে; অর্থাৎ ঘটাদি জন্য-পদার্থ মাত্রেরই আবরণ দুই প্রকার।—এক প্রকার অভিব্যক্ত বা ঘটাদিকার্য্যভাবাপন্ন মৃত্তিকা প্রভৃতির সম্বন্ধে অন্ধকার ও প্রাচীর প্রভৃতি; অপর প্রকার—কার্য্যাকারে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, মৃত্তিকা প্রভৃতির অবয়বসমূহের পিণ্ডাদি কার্য্যান্তররূপে অবস্থিতি। সেই কারণেই উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটাদি কার্য্য, স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিলেও পিণ্ডাদি আকারে আবৃত থাকায় উপলব্ধির বিষয় হয় না। তবে যে, 'নষ্ট', 'উৎপন্ন', 'ভাব' ও 'অভাব' প্রভৃতি শব্দ ও তদনুযায়ী প্রতীতিভেদ হইয়া থাকে, তাহার কারণ—আবির্ভাব ও তিরোভাবের দ্বৈবিধ্য। অর্থাৎ আবির্ভাবের পর, 'উৎপন্ন' ও 'ভাব' প্রভৃতি বিদ্যমানতাবোধক শব্দের ব্যবহার ও তদনুরূপ প্রতীতি হয়, আবার সেই অবস্থারই যখন তিরোভাব হয়, তখন 'নষ্ট' ও 'অভাব' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এবং তদনুযায়ী প্রতীতি হয়, এই মাত্র বিশেষ।"

যদি বল,"অপরাপর আবরণের সঙ্গে পিণ্ড ও কপালাদি আবরণের বৈলক্ষণ্য থাকায় উক্ত সিদ্ধান্তটী সঙ্গত নহে, অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ অন্ধকার ও প্রাচীরাদি আবরণ এবং আবরণীয় ঘটাদি পদার্থকে বিভিন্নস্থানবর্ত্তী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কপাল (ঘটের অংশ) ও পিণ্ডাদি আবরণকে ত কখনও ঘট ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে দেখা যায় না; অতএব পিণ্ড ও কপালাদি অবস্থায় ঘট বিদ্যমানই থাকে, কেবল আবৃত থাকায় তাহার উপলব্ধি হয় না,—একথা বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কারণ, প্রসিদ্ধ আবরণ অন্ধকারাদির সহিত ইহার ধর্ম্মগত বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে।" "না, এ কথাও বলা যায় না; কেন না, দুগ্ধমিশ্রিত জল, দুগ্ধ দ্বারা আবৃত হয়, অথচ সেই আবরক দুগ্ধ ও আবৃত জল, উভয়কেই এক—অভিন্ন স্থানবর্ত্তী দেখিতে পাওয়া যায়।" যদি বল, "কপাল ও মৃত্তিকাচূর্ণ প্রভৃতি ঘটাবয়বসমূহ যখন ঘটেরই অন্তর্ভূত,অর্থাৎ ঘট হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, তখন কপাল ও চূর্ণাদি অংশগুলিও ঘটাবরক হইতে পারে না।" "না, তাহাও নহে। কারণ, ঘটকে অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে পৃথগ্ভাবাপন্ন কপালাদি অংশগুলি যখন স্বতন্ত্র অন্য-পদার্থ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে, তখন উহাদের আবরকত্বে কোনই বাধা হইতে পারে না।"

যদি বল, "তাহা হইলে কেবল আবরণভাবেই যত্ন করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ চূর্ণ কপালাদি অবস্থায়ও ঘটের অস্তিত্ব থাকে,কেবল আবরণবশতঃ তাহার উপলব্ধি হয় না, অতএব ঘটার্থী পুরুষের কেবল আবরণভঙ্গেই অর্থাৎ কেবল চূর্ণ কপালাদি অবস্থাবিনাশেই যত্ন করা আবশ্যক হয়, ঘটোৎপাদনের জন্য আর প্রয়াস করা উচিত নহে; অথচ এরূপ কোথাও দেখা যায় না; অতএব কার্য্য-পদার্থ বিদ্যমানই থাকে, কেবল আবৃত থাকায় তাহার উপলব্ধি হয় না, এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে।" "না,—ইহাও বলিতে পার না; যেহেতু এবিষয়ে কোন নিয়ম নাই, —কেবল আবরণ বিনাশেই যে, সকল স্থলে ঘটাদিকার্য্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই। ঘটাদি পদার্থ যখন অন্ধকারাদি-সমাবৃত থাকে, তখন [ঘটাদির অভিব্যক্তির জন্য] প্রদীপাদি প্রজ্বালনে লোকের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; [কিন্তু অন্ধকারাদি নাশে কাহারও যত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।"] যদি বল, "সেই প্রযত্নেরও অন্ধকার-নিবৃত্তিই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ প্রদীপাদি সমুৎপাদনে যে যত্ন হয়, তাহাও অন্ধকার নিবারণের জন্যই হয়; সেই অন্ধকার বিনষ্ট হইলে ঘট আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু [অন্ধকার-নিবৃত্তি দ্বারা] ঘটে কোনও গুণবিশেষ সমুৎপাদিত হয় না।"

"না, এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, উপলব্ধিকালে প্রকাশবিশিষ্ট ঘটেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলে পর, ঘটকে যেরূপ প্রকাশবান্ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎপূর্ব্বে কিন্তু কখনই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব কেবল যে,অন্ধকার অপনয়নের জন্যই প্রদীপ প্রজ্বালিত করা হয়, তাহা নহে ; তবে কি ? না,—ঘটের সপ্রকাশত্ব সম্পাদনের জন্য, কেন না, তৎকালীন ঘট সপ্রকাশ রূপেই উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকে কোথাও আবার কেবল আবরণ বিনাশেই যত্ন করা হইয়া থাকে ; যেমন প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক প্রাচীরাদি বিনাশে যত্ন করা হয়। এইরূপে উভয়প্রকারই যখন ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তখন কার্য্যাভিব্যক্তির নিমিত্তও লোককে যে, কেবল আবরণভেদেই প্রযত্ন করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না।"

"অপিচ, কার্য্যাভিব্যক্তির অনুকূল চেষ্টা হইলেই কার্য্য অভিব্যক্ত হয়,চেষ্টার অভাবে হয় না,—এই যে নিয়ম বা ব্যবস্থা, তাহার সার্থকতাসম্পাদনও এ পক্ষে অপর হেতু।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে কার্য্যাবস্থাটী কারণে বিদ্যমান থাকে, তাহাই তাৎকালিক অপরাপর কার্য্যোৎপত্তির বাধা জন্মায় ; এখন যদি ঘটাভিব্যক্তির জন্য পূর্ব্বাভিব্যক্ত মৃৎপিণ্ড বা কপালের (অর্থাৎ ঘটের অংশদ্বয়ের) বিনাশেই যত্ন করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে খোলা ও মৃত্তিকা-চূর্ণাদিও কার্য্যরূপে জন্মিতে পারে ; সেই চূর্ণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারাও ঘট আবৃত থাকায় তখনও ঘটোৎপত্তি হইতে পারে না ; সুতরাং, পুনশ্চ ঘটোৎপত্তির নিমিত্ত চেষ্টার আবশ্যক হইয়া পড়ে অতএব বলিতে হইবে যে, ঘটাদি কার্য্যের অভিব্যক্তি-সম্পাদন করাই যাহার উদ্দেশ্য, তাহার পক্ষে নিশ্চয়ই *নিয়ত বা অব্যভিচারী* কারক-ব্যাপারের সার্থকতা রক্ষা হয় ; [অভিব্যক্তির অনুকূল ব্যাপারই সার্থক ব্যাপার, আবরণভঙ্গ তাহার প্রাসঙ্গিক ফল মাত্র।] অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য বা জন্য বস্তু নিশ্চয়ই সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান, তাহা কখনই অসৎ নহে।

অতীত ও অনাগত (ভবিষ্যৎ), ইত্যাদি প্রতীতিভেদও সৎকার্য্যবাদের সত্যতাসাধক অপর হেতু। বর্ত্তমান ঘটবিষয়ের ঘটাকার জ্ঞান যেমন বিষয়হীন হয় না, তেমনি 'অতীত (বিনষ্ট) ঘট, ও অনাগত (ভবিষ্যৎ) ঘট' ইত্যাকার জ্ঞান ও নির্ব্বিষয়ক হয় না, অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত ঘট নাই, অথচ ঘটজ্ঞান হইতেছে, এরূপ হইতে পারে না। ভবিষ্যৎ বিষয়াভিলাষে লোক-প্রবৃত্তিও আর একটি কারণ ; কেন না, যাহা অসৎ—অস্তিত্বহীন, তাদৃশ বিষয়

লাভের জন্য লোকপ্রবৃত্তি কোথাও দেখা যায় না। বিশেষতঃ, ত্রিকালজ্ঞ যোগীদিগের অতীত ও অনাগত বিষয়ে সমুৎপন্ন জ্ঞান ত কখনও মিথ্যা নহে; সুতরাং, যোগিজ্ঞানের সত্যতা হইতেও সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইতেছে। আরও এক কথা, ভবিষ্যৎ ঘট যদি অসত্য বা অস্তিত্বহীনই হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ঘট বিষয়ে ঈশ্বরের যে জ্ঞান, সে জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক হইলেও মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে। আর ঈশ্বরের প্রত্যক্ষকে ঔপচারিকও বলিতে পারা যায় না, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ বিষয়ে ঈশ্বরেরও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, কেবল তাঁহার জ্ঞানগৌরব জ্ঞাপনার্থই ঐরূপ বলা হইয়া থাকে মাত্র, এরূপ বলাও সঙ্গত হয় না; যেহেতু, আমরা উৎপত্তির পূর্ব্বেও ঘটাদি-সদ্ভাবে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি।

বিশেষতঃ, বিপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়াও অসৎকার্য্যবাদ উপেক্ষণীয়। কুম্ভকার প্রভৃতি কর্তৃবর্গ, ঘটোৎপাদনের জন্য চেষ্টা করিবার সময়, যদি প্রমাণ দ্বারা অবধারিত হয় যে অবশ্যই ঘট উৎপন্ন হইবে, তাহা হইলেই তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়; অতএব 'ভবিষ্যতি' (হইবে) বলিয়া, ভবিষ্যৎ-কালের সহিত যে ঘটের সম্বন্ধ উল্লেখ করা হইতেছে, ঠিক সেই ভবিষ্যৎ-কালেই যে, সেই ঘটকেই অসৎ—অবিদ্যমান বলা, ইহা ত অত্যন্ত বিরুদ্ধ কথা হয়। [তোমার মতে] 'ভাবীঘটটী অসৎ,' এ কথার মর্ম্ম হইতেছে—'ঘট হইবে না।' বস্তুতঃ, বর্তমান সময়ে এই ঘটটী বিদ্যমান নাই বলাও যেরূপ, ইহাও ঠিক তদ্রূপ (১)।

আর যদি উৎপত্তির পূর্ব্বসময়ে ঘটকে অসৎ বলিতে ইচ্ছা কর, অর্থাৎ কুম্ভকার প্রভৃতি ঘটের জন্য প্রবৃত্ত হইলে পর, সেখানে কুম্ভকার প্রভৃতি যেরূপ *সব্যাপাররূপে বর্তমান থাকে, ঠিক সেইরূপে ঘট-বস্তু বর্তমান না থাকাই যদি* তোমার 'অসৎ'শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে ত আমাদের মতের সহিত কিছু-মাত্রই বিরোধ হইতেছে না। কারণ?—যেহেতু স্বীয় 'ভবিষ্যত্তা' রূপে তখনও ঘট বর্তমানই থাকে; কারণ, পিণ্ড ও কপালের (ঘটাবয়বের) যে বর্তমানতা,

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যাহা অসৎ—বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অস্তিত্ব-বিহীন, কস্মিন্ কালেও কোন প্রকারেও তাহার উৎপত্তি হয় না ও হইতে পারে না। ভাবী ঘটও যদি অস্তিত্ববিহীনই হয়, তাহা হইলে, তাহাকেও আর 'ভবিষ্যতি' (সত্তাবান্ হইবে) বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। অতএব বর্তমানে উপস্থিত ঘটকে 'ন বর্ত্ততে' (নাই) বলাও যেমন, 'ভাবী—অসৎ ঘট উৎপন্ন হইবে' বলাও ঠিক তেমনি প্রমাণবিরুদ্ধ কথা হয়; সুতরাং অসৎকার্য্যবাদটী অযৌক্তিক—উপেক্ষার যোগ্য।

তাহা কখনই ঘটের বর্ত্তমানতা হইতে পারে না, এবং তন্তুদ্বয়ের যে ভবিষ্যতা, তাহাও ঘটের ভবিষ্যতা হইতে পারে না। সুতরাং, কুম্ভকার প্রভৃতির ব্যাপার বা চেষ্টা বর্ত্তমান সত্ত্বেও যে, 'উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট অসৎ' বলা হয়, তাহা ত কোন মতেই বিরুদ্ধ হইতেছে না। ঘটের ভবিষ্যত্তার যাহা কার্য্য বা ফল (বর্ত্তমানতা-লাভ), তাহার যদি নিষেধ করা হয়, তাহা হইলেই বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু কেহই ত তাহার ভাবী সত্তাবের প্রতিষেধ করিতেছে না; আর ক্রিয়াবান্ বা উৎপাদনাদি ব্যাপার বিশিষ্ট নিখিল বস্তুর বর্ত্তমানতা বা ভবিষ্যতা যে, একই হইবে, তাহাও নহে; [সুতরাং বিভিন্নপ্রকার অস্তিত্ব স্বীকারেও সৎকার্য্যবাদের কোনও বাধা ঘটিতে পারে না।

আরো এক কথা, [অসৎকার্য্যবাদীর অভিমত] চতুর্ব্বিধ অভাবের মধ্যে, (১) ঘটের যে ইতরেতরাভাব বা ভেদ, তাহা ঘট হইতে পৃথক্ দেখা গিয়াছে; যেমন—'ঘটাভাব বা ঘটের অন্য' বলিলে, পটাদি বস্তুই বুঝায়, কিন্তু নিশ্চয়ই তাহা ঘটস্বরূপ নহে; অধিকন্তু ঐ পট বস্তুটী ঘটাভাবস্বরূপ হয়

---

(১) তাৎপর্য্য—অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িকের মতে অভাব চতুর্ব্বিধ, এবং দ্রব্যাদি প্রভৃতির ন্যায় অভাবও পদার্থশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। প্রথমতঃ, তাঁহারা অভাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ইতরেতরাভাব, ও (২) সংসর্গাভাব। ইতরেতরাভাব, অন্যোন্যাভাব ও ভেদ, এই তিনই একার্থবোধক পর্য্যায় শব্দ। পাঁচক অভাবের লক্ষণ বড় জটিল, এইজন্য সাধারণভাবে কেবল উহাদের স্বরূপটী বুঝাইবার চেষ্টা করিব মাত্র। ইতরেতরাভাব—এক বস্তুর সহিত যে অন্য বস্তুর ভেদ—উহা কতকটা পার্থক্যেরই মত; কিন্তু তাই বলিয়া পার্থক্য ও ভেদ এক নহে। যেমন—ঘটাভাবঃ—পটঃ; অর্থাৎ ঘট হইতে পট বস্তুটী ভিন্ন। এখানে ঘট হইতে পটের ভেদ মাত্র বুঝাইতেছে। বলা আবশ্যক যে, এখানে ভাষ্যকার ধরিয়া লইয়াছেন যে, নৈয়ায়িকেরা ঘটের ভেদকে পটস্বরূপ বলিয়াই যেন স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা অভাবকে কোনও বস্তুর স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না; পরন্তু পটাদিকে ঘটাদির অভাববিশিষ্ট বলেন। সে যাহা হউক, এখানে সে কথা অনালোচ্য মনে করি। দ্বিতীয় সংসর্গাভাবটি তিন প্রকার; (১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস ও (৩) অত্যন্তাভাব। তন্মধ্যে উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন যে, বস্তুর অভাব, তাহা প্রাগভাব, যেমন—ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটের অভাব। উৎপন্ন বস্তুর বিনাশে যে, অভাব, তাহা ধ্বংসাভাব; যেমন ঘটনাশের পরবর্ত্তী অভাব। আর ত্রৈকালিক যে, অভাব, তাহা অত্যন্তাভাব; যেমন—'এখানে ঘট নাই' বলিলে ঘটের যে, অভাব বুঝা যায়, তাহাই অত্যন্তাভাব; কিন্তু যে বস্তুর কস্মিন্ কালেও অস্তিত্ব নাই, তাহার অভাবও স্বীকার করা হয় না। যেমন—'বন্ধ্যাপুত্রের অভাব, আকাশ-কুসুমের অভাব' ইত্যাদি।

বলিয়া যে, অভাবাত্মক অর্থাৎ কিছুই নহে, তাহা নহে; তবে কি? না, তাহা ভাবস্বরূপই বটে। ঘটের এই ইতরেতরাভাব যেমন ঘট হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, ধ্বংস, প্রাগভাব এবং অত্যন্তাভাবও তেমনই ঘট হইতে স্বতন্ত্র বস্তুই হইবে; কারণ, ঘটের ইতরেতরাভাবের ন্যায় এই সমস্ত অভাবও যখন ঘটাদি বস্তু দ্বারা উল্লিখিত হইয়া থাকে, তখন ইতরেতরাভাবের ন্যায় সমস্ত অভাবেরই ভাবরূপতা সিদ্ধ হইতেছে। আর এরূপ সিদ্ধান্তই যখন স্থির হইল, তখন "ঘটস্য প্রাগভাবঃ" (ঘটের প্রাগভাব) বলিলে, উৎপত্তির পূর্ব্বে যে, ঘটের স্বরূপই ছিল না, তাহা নহে; পরন্তু বর্ত্তমানে যেরূপ আছে, সেরূপ ছিল না, ইহাই বুঝিতে হইবে।

পক্ষান্তরে, ঘটের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহাকেই যদি ঘটের প্রাগভাব বল, তাহা হইলে আর 'ঘটের' বলা সঙ্গত হয় না; [কারণ, তখন ত ঘটের অস্তিত্বই নাই; সুতরাং তাহার সহিত সম্বন্ধ-নির্দ্দেশ হইতে পারে না]। আর যদি বল, 'শিলাপুত্রের শরীর' [শিলাপুত্র অর্থ—নোড়া,] ইত্যাদি স্থলে যেরূপ অভেদেও ভেদ কল্পনা করিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তদ্রূপ 'ঘটের প্রাগভাব'-স্থলেও ভেদ কল্পনা করিয়া ঐরূপ ব্যবহার করা হয়; তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, কল্পিত (সুতরাং অবস্তু) অভাবেরই 'ঘট' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইতেছে মাত্র, কিন্তু ঘটের স্বরূপ-সত্তাকেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে না। আর যদি বল, ঘটের অভাব ঘট হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ, তাহা হইলে বলিব,—এ কথারও উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে (১)।

আরও এক কথা, উৎপত্তির পূর্ব্বে জন্যপদার্থমাত্রই যখন শশ-শৃঙ্গের ন্যায় অভাবাত্মক—অসৎ, এবং সম্বন্ধমাত্রই যখন উভয়নিষ্ঠ বা উভয়াপেক্ষিত, তখন ভাবী ঘটে সত্তাসম্বন্ধই (উৎপত্তিই) উপপন্ন হয় না। কেন না, তৎকালে যখন ঘটের অস্তিত্বই নাই, তখন সত্তার সহিত সম্বন্ধ হইবে কাহার? আর যদি বল যে, অযুতসিদ্ধ পদার্থের (অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ সংযোগজন্য নহে, পরন্তু সমবায়-সম্বন্ধজন্য, সে সমস্ত পদার্থের) সম্বন্ধে ইহা দোষাবহ হয় না; তাহা হইলে বলিব; না; তাহাও হইতে পারে না; কারণ, সৎ ও অসতের অযুতসিদ্ধত্বই হইতে

---

(১) তাৎপর্য্য—অসৎকার্য্যবাদে ঘটের প্রাগভাবকে ঘট হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিলেও তাহা অসৎ—অবস্তু হইল না, পরন্তু প্রকারান্তরে কারণস্বরূপে সত্তা বলিয়াই স্বীকার করিতে হইল। সুতরাং এ মতেও ফলতঃ সৎকার্য্যবাদই সিদ্ধ হইতেছে।

পারে না (২)। যুতসিদ্ধতা বা অযুতসিদ্ধতা দুইটি ভাবপদার্থেরই হইতে পারে, কিন্তু ভাব ও অভাবের, অথবা দুইটী অভাবের হয় না। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও জন্য পদার্থ সৎ—বিদ্যমানই থাকে।

এই জগৎ কিরূপ মৃত্যুকর্তৃক আবৃত ছিল? এই আকাঙ্ক্ষায় [শ্রুতি] বলিতেছেন—"অশনায়য়া"। অশনায়া অর্থ—অশনের (ভোজনের) ইচ্ছা, তাহাই মৃত্যুর লক্ষণ বা স্বরূপ। তাদৃশ লক্ষণান্বিত মৃত্যুরূপী অশনায়াদ্বারা [আবৃত ছিল]। ভাল, অশনায়াই মৃত্যু কি প্রকারে? তদুত্তরে [শ্রুতি] বলিতেছেন—অশনায়াই প্রসিদ্ধ মৃত্যু। শ্রুতির "হি" শব্দটী অশনায়ার মৃত্যুরূপে প্রসিদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছে। কেন না, যে ব্যক্তি ভোজন করিতে ইচ্ছা করে—ক্ষুধার্ত্ত হয়, সে তাহার পরেই অপর প্রাণিগণকে বধ করিয়া থাকে; সেইজন্যই মৃত্যুর লক্ষণ—অশনায়া; এই অভিপ্রায়েই "অশনায়া হি" এই শ্রুতি প্রকাশ করিতেছেন। বুদ্ধ্যাত্মার (বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিদাত্মার) ধর্ম্ম অশনায়া; এই কারণে বুদ্ধি-সমষ্টিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যস্বরূপ হিরণ্যগর্ভকে এখানে মৃত্যু বলা হইতেছে। সেই হিরণ্যগর্ভরূপী মৃত্যু দ্বারা এই কার্য্য-জগৎ সমাবৃত ছিল; পিণ্ডাবস্থ মৃত্তিকা দ্বারা যেরূপ তৎকার্য্য ঘট সমাবৃত থাকে, ঠিক সেইরূপ।

"তৎ মনঃ অকুরুত"—'তৎ'-পদে মনের নির্দ্দেশ হইয়াছে, 'তৎ'-পদটি মনের বিশেষণ। সেই মৃত্যু (হিরণ্যগর্ভ) বক্ষ্যমাণ কার্য্য সৃষ্টির অভিলাষে সেই কার্য্যপর্য্যালোচন-সমর্থ মনের অর্থাৎ সঙ্কল্পবিকল্পাদিলক্ষণান্বিত মনঃশব্দবাচ্য অন্তঃকরণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কি অভিপ্রায়ে মনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—আমি আত্মন্বী—আত্মবান্ হইব, অর্থাৎ আমি এই আত্ম-শব্দবাচ্য মনঃ দ্বারা মনস্বী হইব, এই অভিপ্রায়ে [সৃষ্টি করিয়াছিলেন]।

---

(২) তাৎপর্য্য—'যুতসিদ্ধ' ও 'অযুতসিদ্ধ' কথার অর্থ এইরূপ—যে সমস্ত পদার্থ পরস্পর সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বেও সিদ্ধ বা বর্ত্তমান থাকে, সে সমস্ত পদার্থকে বলে 'যুতসিদ্ধ,' আর যে সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধ-বিশেষ লাভের পূর্ব্বে অসিদ্ধ থাকে—বিদ্যমান থাকে না, সে সমস্ত পদার্থকে বলে 'অযুতসিদ্ধ'। যুতসিদ্ধের সম্বন্ধ—সংযোগ, আর অযুতসিদ্ধের সম্বন্ধ—সমবায়। উদাহরণ—যেমন একটী রাশি; 'রাশি' বলিলেই কতকগুলি বস্তুর একত্র সংযোগ মাত্র বুঝায়, কিন্তু সেই বস্তুগুলি ঐ সংযোগের পূর্ব্বেও সিদ্ধ ছিল, অতএব ঐ রাশিটী যুতসিদ্ধ হইল। আর দুইটী কপালের (ঘটাংশের) সমবায়ে যে ঘট উৎপন্ন হয়, তাহা অযুতসিদ্ধ, কারণ, এইরূপ সমবায়-সম্বন্ধের পূর্ব্বে ঘটের অস্তিত্বই ছিল না; সমবায়-সম্বন্ধই অবিদ্যমান ঘটের বিদ্যমানতা সাধন করিয়া দেয়। ইহা নৈয়ায়িকদিগের অভিমত কথা, বৈদান্তিকের সম্মত নহে।

সেই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ অভিব্যক্ত মনের সাহায্যে সমনস্ক (অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট) হইয়া অর্চ্চনা করত, অর্থাৎ 'আমি কৃতার্থ হইয়াছি বলিয়া আপনাকেই পূজা করত তদুপযুক্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রজাপতি আত্ম-পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহা হইতে পূজার অঙ্গভূত রসাত্মক জল প্রাদুর্ভূত হইল। অন্য শ্রুতিতে পঞ্চভূতোৎপত্তির কথা বর্ণিত থাকায়, এবং সৃষ্টির প্রণালীতে বিকল্প বা প্রকারভেদেরও সম্ভব না থাকায়, এখানে বলিতে হইবে যে, অগ্রে আকাশ, বায়ু, তেজঃ,—এই ভূতত্রয়ের উৎপত্তি, তাহার পর জলের উৎপত্তি হইয়াছে (১)। যেহেতু মৃত্যুরূপী প্রজাপতি মনে করিয়াছিলেন যে, পূজা করিতে করিতে আমার উদ্দেশে 'ক'—জল হইয়াছে, সেই হেতুই অর্কের—অশ্বমেধযজ্ঞোপযোগী অগ্নির 'অর্কত্ব' অর্থাৎ অর্ক সংজ্ঞার হেতু। অগ্নির 'অর্ক' নামের ব্যুৎপত্তি বা যোগার্থ এইরূপ—যেহেতু অর্চ্চনা—সুখকর পূজা ও জলের সহিত সম্বন্ধ আছে, সেই হেতুই অগ্নির গুণানুযায়ী নাম হইতেছে—'অর্ক' (২)। যে লোক অগ্নির যথোক্ত প্রকার অর্কত্ব অবগত হয়, সেই অর্কত্ববিদ্ লোকের উদ্দেশে নিশ্চয়ই 'ক' সম্পন্ন হয়। এখানে 'ক' অর্থে—সুখ বা জল উভয়ই বুঝা যাইতে পারে; কারণ, 'ক' নামটি উভয়েরই তুল্য। 'হ' ও 'বৈ' পদ দুইটীর অর্থ অবধারণ—নিশ্চয় করা ॥৩॥১॥

আপো বা অর্কস্তদ্ যদপাং শর আসীৎ, তৎ সমহন্যত। সা পৃথিব্যভবৎ তস্যামশ্রাম্যৎ, তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজোরসো নিরবর্ত্ততাগ্নিঃ ॥ ৪ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ—আপঃ (পূর্ব্বোক্তানি অর্চ্চনাঙ্গভূতানি জলানি) বৈ অর্কঃ (অর্কসংজ্ঞকাগ্নিহেতুত্বাৎ অর্কঃ); তৎ (তত্র) যৎ (যঃ) অপাং শরঃ (দধিবদ্ মণ্ডভাবঃ) আসীৎ, তৎ (সঃ শরঃ) সমহন্যত (তেজঃসম্বন্ধাৎ কঠিনতাং প্রাপ), সা (তৎকঠিনতাপন্নং শরঃ) পৃথিবী অভবৎ। তস্যাম্ (পৃথিব্যাম্ উৎপাদিতায়াম্,

(১) তাৎপর্য্য—তৈত্তিরীয় উপনিষদে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" এই শ্রুতিবাক্যে আকাশাদি পঞ্চভূতেরই উৎপত্তির কথা আছে; সুতরাং এখানে প্রথমেই জলসৃষ্টির কথা থাকিলেও ইহার পূর্ব্বে আকাশ, বায়ু ও তেজের উৎপত্তির কথা ধরিয়া লইতে হইবে।

(২) তাৎপর্য্য—'অর্ক' শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ—অর্চ্চধাতুর 'অর্' আর জলবাচক 'ক' এই উভয়ের সম্মিলনে 'অর্+ক'='অর্ক' শব্দ নিষ্পন্ন হইল।

পৃথিবী স্বষ্ট্যনন্তরং) অশ্রাম্যৎ (শ্রমযুক্তঃ অভবৎ) [সঃ প্রজাপতিরিতি শেষঃ] । শ্রান্তস্য তপ্তস্য (তাপযুক্তস্য উষ্মযুক্তস্য) তস্য (প্রজাপতেঃ) তেজোরসঃ (রসঃ—সারঃ, সারভূতঃ তেজ এব) অগ্নিঃ (ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতো বিরাট্ পুরুষঃ, "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ) নিরবর্ত্তত (জাতঃ) ।

মূলানুবাদ। অর্চ্চনার অঙ্গভূত যে জল সৃষ্ট হইল, তাহাই অর্ক, [কারণ, উহাই অর্কসংজ্ঞক অগ্নির হেতু স্বরূপ] । তাহাতে যে, জলীয় শর অর্থাৎ দধির ন্যায় ঘনীভাব ছিল, তাহাই [উত্তাপ-সহযোগে] সংহতভাব বা কঠিনতা প্রাপ্ত হইল ; তাহাই পৃথিবীরূপে পরিণত হইল । পৃথিবী-সৃষ্টিতে প্রজাপতির পরিশ্রম বোধ হইল, পরিশ্রমের ফলে প্রজাপতির শরীরে সন্তাপ বা উষ্ম উপস্থিত হইয়াছিল ; সেই সন্তপ্ত শরীর হইতে তেজের সারভূত অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল। [ভাষ্যকার এই অগ্নিকে প্রথমশরীরধারী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বিরাট্ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন] ॥ ৪ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ । আপো বা অর্কঃ। কঃ পুনরসৌ অর্কঃ? ইতি ; উচ্যতে—আপো যা যা অর্চ্চনাঙ্গভূতাঃ, তা এবার্কঃ, অগ্নেরর্কস্য হেতুত্বাৎ, অপ্সু চাগ্নিঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি ; ন পুনঃ সাক্ষাদেবার্কস্তাঃ, তাসামপ্রকরণাৎ অগ্নেশ্চ প্রকরণম্। বক্ষ্যতি চ "অয়মগ্নিরর্কঃ" ইতি। তৎ তত্র যৎ অপাং শর ইব শরো দধ্ন ইব মণ্ডভূতম্ আসীৎ, তৎ সমহন্যত সঙ্ঘাতমাপদ্যত তেজসা বাহ্যান্তঃপচ্যমানম্ ; লিঙ্গব্যত্যয়েন বা, যোঽপাং শরঃ, স সমহন্যতেতি। সা পৃথিব্যভবৎ, স সঙ্ঘাতো যেয়ং পৃথিবী,সা অভবৎ। তাভ্যঃ অদ্ভ্যঃ অণ্ডমভিনির্বৃত্তমিত্যর্থঃ। তস্যাং পৃথিব্যামুৎপাদিতায়াং স মৃত্যুঃ প্রজাপতিঃ অশ্রাম্যৎ শ্রমযুক্তো বভূব। সর্ব্বো হি লোকঃ কার্য্যং কৃত্বা শ্রাম্যতি ; প্রজাপতেশ্চ তন্মহৎ কার্য্যম্, যৎ পৃথিবীসর্গঃ। কিং তস্য শ্রান্তস্য? ইতি ; উচ্যতে—তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য খিন্নস্য তেজোরসঃ, তেজ এব রসঃ, তেজোরসঃ, রসঃ—সারো, নিরবর্ত্তত প্রজাপতিশরীরাৎ নিষ্ক্রান্ত ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ নিষ্ক্রান্তঃ? অগ্নিঃ সোঽণ্ডস্যান্তর্বিরাট্ প্রজাপতিঃ প্রথমজঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতবান্ জাতঃ ; "স বৈ শরীরী প্রথমঃ" ইতি স্মরণাৎ ॥ ৪ ॥২ ॥

টীকা। অপামর্কত্বশ্রবণাদগ্নেরর্কত্বমিতি শঙ্কতে—কঃ পুনরিতি। প্রকরণবাধিতা তাসামর্কত্বমৌপচারিকম্, ইত্যুত্তরমাহ—উচ্যত ইতি। তাসু অগ্নিরপ্যস্ততং সংবদ্ধমিতি শ্রুতিমনুসরন্ উপচারে হেত্বন্তরমাহ—অপ্সু চেতি। মুখ্যার্কত্বমপাং

বায়ুরিতি—স পুনরিতি। ননু 'শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ' ইতিন্যায়াৎ প্রকরণাৎ 'আপো বা অর্কঃ' ইতি বাক্যং বলবদিত্যাশঙ্ক্য বাক্যসহকৃতং প্রকরণমেব কেবলবাক্যাদ্ বলবদিত্যাশয়বানাহ—বক্ষ্যতি চেতি। ভূতান্তরসহিতাস্বপ্সু কারণভূতাসু পৃথিব্যাত্মা পার্থিবোঽগ্নিঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যুক্তম্, ইদানীং পৃথিবীসর্গং ভাষ্যে দর্শয়তি—তদিত্যাদিনা। অপ্সু ভূতান্তরসহিতাস্বংশয়াসু সতীম্বিতি সপ্তম্যর্থঃ। শর ইব শর ইত্যুক্তমেব ব্যাচষ্টে—দধ্ন ইবেতি। সংঘাতে সহকারিকারণমাহ—তেজঃসংযোগেতি। যদিতি পদে নপুংসকত্বেন শ্রুতে, কথং তয়োঃ শর-শব্দেন কারণতোক্তমস্ববাচিনা পুংলিঙ্গেনান্বয়ঃ, তত্রাহ—লিঙ্গব্যত্যয়েনেতি। উক্তানুপপত্তিদ্যোতনার্থো বা-শব্দঃ। বাক্যান্তরমাদায় ব্যাকরোতি—যোঽংপামিতি। বাক্যতাৎপর্য্যমাহ—তাভ্য ইতি। স্থূলপ্রপঞ্চারম্ভকবিরাজঃ সূক্ষ্মপ্রপঞ্চারম্ভকসূত্রা-দুৎপত্তিঃ বক্তুং পাতনিকামাহ—তস্মাদিতি। উক্তেঽর্থে লোকপ্রসিদ্ধিমনুকূলয়তি—অর্কো হীতি। ইদানীং বিরাড়ুৎপত্তিমুপদিশতি—কিং তস্যেত্যাদিনা। অগ্নিশব্দার্থং স্ফুটয়তি—সোঽগ্ন্যোতি। তত্র প্রথমশরীরিত্বে মানমাহ—স বা ইতি ॥ ৪ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"আপঃ বৈ অর্কঃ" ইত্যাদি। এই অর্ক পদার্থটী কে? বলা হইতেছে—অপ্ (জল), যাহা অর্চনার অঙ্গরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহাই এখানে অগ্নিরূপ অর্কের হেতু বলিয়া, এবং জলের মধ্যে অগ্নির অবস্থান হয় বলিয়াও অর্ক-পদবাচ্য; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই জল অর্ক-পদবাচ্য নহে। কেন না, ইহা জলের প্রকরণ বা প্রস্তাব নহে, অধিকন্তু অগ্নিরই প্রকরণ; [সুতরাং, এখানে অপ্রাকরণিক জল অর্করূপে গৃহীত হইতে পারে না।] শ্রুতি নিজেও বলিবেন—'এই অগ্নিই অর্ক' ইতি। তাহাতে যে জলীয় শরের ন্যায় শর, অর্থাৎ দধির মণ্ডের মত ঘনীভূত ভাব ছিল, তাহাই ভিতরে ও বাহিরে তেজঃসংযোগ বশতঃ পক্কতা প্রাপ্ত হইয়া [যেরূপ উত্তাপকৃত পাকের ফলে এখনও মৃত্তিকা প্রভৃতিকে ইষ্টকাদিরূপে পরিণত করা হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ পাক লাভ করিয়া] সংঘাতরূপ প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ কঠিন হইল। [এখানে 'শর' শব্দটি পুংলিঙ্গ, তাহার বিশেষণ 'যৎ' পদটী ক্লীবলিঙ্গ থাকা অনুচিত হয়; এইজন্য বলিতেছেন—] অথবা, লিঙ্গপরিবর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ ক্লীবলিঙ্গ 'যৎ' শব্দটীকে পুংলিঙ্গ করিয়া ('যৎ'কে 'যঃ' করিয়া) অর্থ করিতে হইবে, অর্থাৎ [সেই জলে] যে অর্থাৎ জলের শর—ঘনীভাব, তাহাই সংঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল; এবং তাহাই পৃথিবী হইয়াছিল—সেই সংঘাতই—এই যে পৃথিবী দৃষ্ট হইতেছে, সেই পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছিল। অভিপ্রায় এই যে, সেই

ঘনীভূত জল হইতে 'অণ্ড' (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপন্ন হইল (১)। পৃথিবী উৎপন্ন হইলে পর, সেই মৃত্যুরূপী প্রজাপতি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত লোকই কার্য্য করিয়া শ্রমযুক্ত হয়, প্রজাপতিরও ইহা অতি মহৎ কার্য্য, যে হেতু, ইহা পৃথিবী সৃষ্টি করা; [সুতরাং, তাঁহারও পরিশ্রম হওয়া সম্ভব।] প্রজাপতির সেই পরিশ্রমের ফল কি হইল, তাহা বলিতেছেন—প্রজাপতি শ্রান্ত—তাপযুক্ত অর্থাৎ ক্লান্ত হইলে পর, তাঁহার শরীর হইতে তেজোরস অর্থাৎ তেজঃরূপ রস, রস অর্থ সার (শ্রেষ্ঠ অংশ), অর্থাৎ সারভূত তেজই নির্গত হইল। এই নিষ্ক্রান্ত সার পদার্থটী কে? না, অগ্নি; অর্থাৎ অণ্ডের অভ্যন্তরস্থ বিরাট্‌সংজ্ঞক প্রথমজ দেহেন্দ্রিয়সম্পন্ন প্রজাপতি জন্মিলেন; কারণ, স্মৃতিতে আছে,—'তিনিই প্রথম শরীরী—দেহেন্দ্রিয়াদিসম্পন্ন পুরুষ' ইত্যাদি॥ ৪। ২।

স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং স এষ *প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ, তস্য প্রাচী দিক্ শিরোঽসৌ চাসৌ চেম্মৌ।* অথাস্য প্রতীচী দিক্ পুচ্ছমসৌ চাসৌ চ সক্থ্যৌ, দক্ষিণা চোদীচী চ পার্শ্বে, দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরমিয়মুরঃ; স এষোঽপ্সু প্রতিষ্ঠিতো যত্র ক চৈতি, তদেব প্রতিতিষ্ঠত্যেবং বিদ্বান্॥ ৫॥ ৩॥

সরলার্থঃ—সঃ (প্রথমজঃ প্রজাপতিঃ) আত্মানং ত্রেধা (ত্রিপ্রকারেণ)—আদিত্যং (সূর্য্যং) তৃতীয়ং (অগ্নিবায্বপেক্ষয়া ত্রয়াণাং পূরণং)

---

(১) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে সাধারণভাবে জলীয় ঘনীভাবের সংঘাতপ্রাপ্তির কথা থাকিলেও ভাষ্যকার স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সেই 'সংঘাত' শব্দের 'অণ্ড' অর্থ গ্রহণ করিলেন। মনুসংহিতায় আছে—"অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমপাসৃজৎ। তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥" ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রজাপতি প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সৃষ্টির অনুকূল কর্ম্মবীজ সন্নিবেশিত করেন, তাহার পর সেই জলের মধ্যে একটী জ্যোতির্ম্ময় হিরণ্ময় অণ্ড সমুৎপন্ন হয়, তাহার মধ্য হইতে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। সর্ব্বপ্রথম দেহাদ্রিয়াদি অবয়বসম্পন্ন শরীর তাঁহারই হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে আর কাহার ঐরূপ স্থূল শরীর ছিল না; এই জন্য পুনশ্চ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥" অর্থাৎ তিনিই প্রথম শরীরী পুরুষ, এবং তিনিই সর্ব্বভূতের আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে জন্ম গ্রহণ করেন। এই অভিপ্রায়েই ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষ্যকার শ্রুতির 'অগ্নি' অর্থে ব্রহ্মাণ্ডগত—প্রথম শরীরী বিরাটপুরুষ গ্রহণ করিয়াছেন।

[তথা] বায়ুং তৃতীয়ং (অগ্ন্যাদিত্যাপেক্ষয়া ত্রয়াণাং পূরণং) ব্যকুরুত (স্বমেব আত্মানং অগ্নি সূর্য্য-বায়ুরূপেণ বিভক্তং কৃতবানিত্যর্থঃ) [অত্র বাষ্বাদিত্যাপেক্ষয়া অগ্নিরপি তৃতীয়ং দ্রষ্টব্যম্।] সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) এষঃ প্রাণঃ (প্রজাপতিঃ) ত্রেধা (অগ্ন্যাদিত্য-বায়ুরূপেণ) বিহিতঃ (বিভক্তঃ বভূব)। [ইদানীমেতদ্বিষয়ে দর্শনমুচ্যতে—] তস্য (প্রথমজস্য অগ্নেঃ) প্রাচী (পূর্ব্বা) দিক্ শিরঃ (মস্তকং, শ্রেষ্ঠত্বাৎ); অসৌ চ (ঐশানী দিক্, অসৌ চ (আগ্নেয়ী দিক্ চ) ঈর্মৌ (বাহু)। অথ অস্য (অগ্নেঃ) প্রতীচী (পশ্চিমা) দিক্ পুচ্ছম্; অসৌ চ (বায়ব্যা দিক্) অসৌ চ (নৈঋতী দিক্) সক্থ্যৌ (সক্থিনী—পৃষ্ঠকোণাদ্বিদ্বয়ম্); দক্ষিণা চ উদীচী চ (দিক্) পার্শ্বে; দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) পৃষ্ঠম্; অন্তরিক্ষম্ উদরম্; ইয়ং (পৃথিবী) উরঃ (বক্ষঃ)। সঃ এষঃ (প্রজাপতিরূপঃ অগ্নিঃ) অপ্সু (জলেষু) প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিতঃ)। এবং (যথোক্তম্ অগ্নেরপ্প্রতিষ্ঠত্বং) বিদ্বান্ (জানন্ জনঃ) যত্র ক্ব চ (যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ স্থানে) এতি (গচ্ছতি), তৎ (তস্মিন্ এব স্থানে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠাং—স্থিতিং লভতে ইত্যর্থঃ)। অথমেধোপযোগিনাং দ্রব্যাণাং পবিত্রতা-প্রদর্শনার্থমেবং জন্মাদিকথনম্, ন তু তত্র প্রতেত্তাৎপর্য্যমিতি মন্তব্যম্।

মূলানুবাদ। সেই প্রথমজ প্রজাপতি নিজেই আপনাকে তিন ভাগে—আদিত্য, [অগ্নি] ও বায়ুরূপে বিভক্ত করিলেন। সেই প্রাণসংজ্ঞক প্রজাপতি এইরূপে ত্রিবিধ ভাবাপন্ন হইলেন। পূর্ব্বদিক্ তাঁহার মস্তক; এবং ঈশান কোণ ও অগ্নি কোণ তাঁহার বাহুদ্বয়; পশ্চিম দিক্ তাঁহার পুচ্ছ; এবং বায়ু কোণ ও নৈর্ঋত কোণ তাঁহার উরুদ্বয়; দক্ষিণ ও উত্তর-দিক্ তাঁহার দুই পার্শ্ব; দ্যুলোক তাঁহার পৃষ্ঠ; অন্তরিক্ষ (আকাশ) তাঁহার উদর, এবং এই পৃথিবী তাঁহার বক্ষঃ। সেই এই অগ্নি, জলের মধ্যে প্রতি-ষ্ঠিত বা অবস্থিত; যে ব্যক্তি অগ্নির এই জলে অবস্থিতি জানেন, তিনি যে কোন স্থানে গমন করেন, সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন ॥৫॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। স চ জাতঃ প্রজাপতিঃ ত্রেধা ত্রিপ্রকারমাত্মানং স্বয়মেব কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং ব্যকুরুত ব্যভজদিত্যেতৎ। কথং ত্রেধেত্যাহ—আদিত্যং তৃতীয়ম্ অগ্নিবায্বপেক্ষয়া ত্রয়াণাং পূরণম্, অকুরুতেত্যনুবর্ত্ততে। তথা অগ্ন্যাদিত্যাপেক্ষয়া বায়ুং তৃতীয়ম্। তথা বায্বাদিত্যাপেক্ষয়া অগ্নিং তৃতীয়-মিতি দ্রষ্টব্যম্; সামর্থ্যস্য তুল্যত্বাৎ ত্রয়াণাং সংখ্যাপূরণত্বে। স এব প্রাণঃ সর্ব্বভূতা-

সামর্থ্যাদপি অগ্নিবায়্বাদিত্যরূপেণ বিশেষতঃ স এব মৃত্যুঃ ত্রেধা বিহিতঃ বিভক্তঃ, ন বিরাট্‌স্বরূপোপমর্দনেন।

তস্যাস্য প্রথমজস্যাগ্নেঃ অশ্বমেধোপযোগিকস্যার্কস্য বিরাডাত্মকস্যাশ্বস্যেব দর্শনমুচ্যতে ; সর্বা হি পূর্বোক্তোৎপত্তিরস্য স্তুত্যর্থেত্যবোচাম —ইত্থমসৌ শুদ্ধজন্মেতি। তস্য প্রাচী দিক্‌ শিরঃ বিশিষ্টত্বসামান্যাৎ। অসৌ চাসৌ চ ঐশান্যাগ্নেয্যৌ ঈর্মৌ বাহূ, ঈরয়তের্গতিকর্মণঃ।

অথ অস্যাগ্নেঃ, প্রতীচী দিক্‌ পুচ্ছং জঘন্যো ভাগঃ প্রাঙ্মুখস্য প্রত্যগ্দিক্‌ সম্বন্ধাৎ। অসৌ চাসৌ চ বায়ব্য-নৈর্ঋত্যৌ সক্থ্যৌ সক্থিনী, পৃষ্ঠকোণত্বসামা-ন্যাৎ। দক্ষিণা চ উদীচী চ পার্শ্বে, উভয়দিক্‌-সম্বন্ধ-সামান্যাৎ। দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষ-মুদরমিতি পূর্ববৎ। ইয়ম্‌ উরঃ, অধোভাগসামান্যাৎ। স এষঃ অগ্নিঃ *প্রজাপতিরূপো লোকাত্মকোঽগ্নিঃ অপ্সু প্রতিষ্ঠিতঃ, "এবমিমে লোকা অপ্স্বন্তঃ"* ইতি শ্রুতেঃ। যত্র ক্ব চ যস্মিন্‌ কস্মিংশ্চিৎ এতি গচ্ছতি, তদেব তত্রৈব প্রতিতিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে। কোঽসৌ? এবং যথোক্তমপ্সু প্রতিষ্ঠিতত্বম্‌ অগ্নের্বিদ্বান্‌ বিজানন্‌ ; গুণফলমেতৎ ॥৫॥৩॥

টীকা। বিরাজো ধ্যানার্থমবচ্ছেদভেদমাহ—স চেতি। কোঽসৌ ত্রেধাভাবস্ত কর্ত্তেতি বীক্ষায়ামাহ—স্বয়মেবেতি। কথমেকস্য ত্রিধাত্বমন্যথা কথমেকত্বমিত্যাহ—কথমিতি। মৃদো ঘটশরাবাদ্যনেকরূপত্ববদ্‌ বিরাজো বহুরূপত্বং সাধয়তি—আদ্যে-ত্যাদিনা। কথমগ্নিং তৃতীয়মিত্যুক্তং কল্প্যতে, তত্রাহ—সামর্থ্যাদিতি। বায়্বাদিত্যয়োরিবাগ্নেরপি সংখ্যাপূরণত্বেনৈকবিশিষ্টত্বাৎ অগ্নিং তৃতীয়মকুরুতেত্যুপ-সংহ্রিয়তে, স ত্রেধা আত্মানমিতি চোপক্রমাদিত্যর্থঃ। নমু কিময়ং ত্রেধাভাবো বিরাট্‌স্বরূপোপমর্দ্দেন ক্রিয়তে, ন হি স তস্মিন্‌ সত্যেব যুক্তো বিরোধাদিত্যাহ—স এষ ইতি। যথা তন্তুবপ্যানুপমর্দ্দনেন মূলকারণাৎ পটো জায়তে, তথা সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রাণতয়া সাধারণোঽপ্যয়ং স এব স্বতন্ত্রেণানুগতেন মৃত্যুরূপেণ ত্রেধাবিভাগস্য কর্ত্তা। ন চৈকস্য বহুরূপত্ববিরোধঃ, মায়াবিবহুগণত্বেরিত্যর্থঃ।

তস্য প্রাচীত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—তস্যেতি। উক্তানি বিশেষণানি প্রকরণাবিচ্ছেদার্থ-মনূদ্যন্তে। অগ্নিবিষয়ং দর্শনমিদানীমুচ্যতে চেৎ, নৈবেহেত্যাদি পূর্ব্বোক্তমনর্থকমিত্যাশঙ্ক্যাহ —সর্ব্বা হীতি। স্তুতিমেবাভিনয়তি—ইত্থমিতি। কর্ম্মাঙ্গস্যাগ্নেঃ সংস্কর্ত্তব্যত্বাৎ চিত্যাগ্নি-শিরসি প্রাচীদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ—তস্যেতি। আরোপে সাদৃশ্যমাহ—বিশিষ্টত্বেতি। শিরসঃ অবস্তরভাবিত্বাৎ তদ্বাহ্বোরৈশান্যাদিদৃষ্টিমাহ—অসৌ চেতি। কথমীর্ম্মশব্দো বাহুবাচীত্যাশঙ্ক্য তদ্‌ব্যুৎপত্তিমাহ—ঈরয়তেরিতি। গত্যর্থযোগাদীর্ম্মশব্দো বাহু-মভিকরোতীত্যর্থঃ।

তৎপুচ্ছাদিষু প্রতীচ্যাদিদৃষ্টিমধ্যস্যতি—অথেত্যাদিনা। চিত্যাগ্নেঃ শিরসি বাহ্বোঃ

প্রাচ্যাদিদৃষ্টিকরণাদভবদিত্যর্থঃ। সক্থি-শব্দং পৃষ্ঠনিকোণতাদ্বিস্তবিবরম্। উদরশব্দেন প্রতী-প্রতীচীত্বং গৃহ্যতে। অদি পৃথিবীদৃষ্টিবাহ—ইয়মিতি। উপাসকবিভূত্যয়ুক্ত্যয়তি—স এষ ইতি। তত উপাসনার্থত্বেনাপ্সু প্রতিষ্ঠিতঃ তদ্রূপেণিশতি—অপ্সিতি। ভূতান্তরসহিতানামপাং সর্বলোককারণত্বাদ্ অশেষলোকাধারকোহগ্নিরত্র প্রতিষ্ঠিতঃ সমস্তভাবার কত্যাত্তরং সংবাদয়তি এবমিতি। যত্রেতেষু লোকেষু সর্বং কার্যং প্রতিষ্ঠিতং, তবেতি যাবৎ। লোকশব্দেন স্থূলানাং ভূতানাং সন্নিবেশবিশেষো গৃহ্যতে। অপ্সু ভূতান্তরসহিতাস্ব কারণভূতাস্বিতি যাবৎ। ফলকথিং ব্যাচষ্টে—যত্রেতি। অথোপাসিকমন্ অপ পুনর্ভূঃং ভবতি ইত্যাদিনা বক্ষ্যতে। ত্রিবিধবাবে ফলমত্রোক্তমনমত আহ— এবপেতি। ৫। ৩।

ভাষ্যানুবাদ।—সেই প্রথমজ [বিরাট্‌রূপ] প্রজাপতি আপনাকে—স্বীয় দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিকেই ত্রেধা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কি প্রকার ত্রেধা, তাহাই বলিতেছেন—তৃতীয় আদিত্য, অর্থাৎ অগ্নি ও বায়ু অপেক্ষা 'তিনের পূরণ। এখানেও 'অকুরুত' ক্রিয়ার অনুবর্ত্তন হইতেছে। সেইরূপ, অগ্নি ও আদিত্য অপেক্ষায় তৃতীয় বায়ু; এইরূপ বায়ু ও আদিত্য অপেক্ষা তৃতীয় অগ্নির সৃষ্টিও বুঝিতে হইবে; কেন না, ত্রিত্বসংখ্যা পূরণে ইহারও তুল্য সামর্থ্য রহিয়াছে। সেই এই প্রাণ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়াও নিজ 'মৃত্যু'রূপ আত্মার কর্ত্তৃত্বে আবার বিশেষভাবে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যরূপে ত্রিধা বিহিত হইলেন, অর্থাৎ স্বীয় অখণ্ড বিরাট্ স্বরূপটী বিমর্দিত না করিয়াই তিন ভাগে বিভক্ত হইলেন।

সেই যে, এই অশ্বমেধ যজ্ঞোপযোগী বিরাট্‌রূপী অর্কনামক প্রজাপতি অগ্নি, উঁহার সম্বন্ধেও, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানাত্মক অশ্বের ন্যায়, দর্শন বা উপাসনা কথিত হইতেছে;—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত উৎপত্তির কথাই ইহার স্তুতির জন্য, অর্থাৎ কেবলই ইহার জন্মগত বিশুদ্ধি খ্যাপনের জন্য। পূর্ব্ব দিক্ তাহার মস্তক; কারণ, উভয়েরই শ্রেষ্ঠত্ব ধর্ম্ম সমান। 'এই—এই' দিক্, অর্থাৎ ঈশান ও অগ্নি কোণ ইহার দুইটী ঈর্ম্ম, অর্থাৎ বাহুদ্বয়। ঈর্ম্ম শব্দটী গত্যর্থক ঈর্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

তাহার পর, পশ্চিম দিক্ হইতেছে এই অগ্নির পুচ্ছ অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগ; কেন না, পূর্ব্বাভিমুখে স্থিত ব্যক্তির পশ্চাদ্ভাগের সহিতই পশ্চিম দিকের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। আর 'এই—এই' দিক্ অর্থাৎ বায়ু ও নৈর্ঋত কোণ ইহার সক্থিদ্বয় (পৃষ্ঠের পার্শ্ববর্ত্তী অস্থিদ্বয়); কারণ, পৃষ্ঠকোণের সহিত ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ ইহার পার্শ্বদ্বয়; কারণ, উভয় দিকের

সহিত ইহার সম্বন্ধগত সাম্য আছে। দ্যুলোক ইহার পৃষ্ঠ; অন্তরিক্ষ আকাশ ইহার উদর; এখানেও পূর্ব্বোক্ত অশ্বদৃষ্টির ন্যায় সাদৃশ্য বুঝিতে হইবে। এই অর্থাৎ পৃথিবী ইহার বক্ষঃস্থল; কারণ, ইহারও অধোভাগস্থ [illegible] রহিয়াছে।

সেই এই অগ্নি—সর্ব্বলোকাত্মক প্রজাপতিরূপ অগ্নি জলের মধ্যে অবস্থিত; কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে—'এই প্রকারে এই সমস্ত জগৎ জলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে'। যে লোক এই অগ্নির যথোক্তপ্রকার জলপ্রতিষ্ঠিতত্ব জানেন, তিনি যে কোনও স্থানে গমন করেন, তিনি সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহা হইতেছে উপাসনার গুণফল (আনুষঙ্গিক ফল মাত্র), [ইহার প্রকৃত ফল হইতেছে চিত্তশুদ্ধি]। ৫। ৩॥

সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো ম আত্মা জায়েতেতি; স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ, অশনায়া মৃত্যুস্তদ্যদ্রেত আসীৎ, স সংবৎসরোঽভবৎ। ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস, তমেতাবন্তং কালমবিভঃ। যাবান্ সংবৎসরস্তমেতাবতঃ কালস্য পরস্তাদ-সৃজত। তং জাতমভিব্যাদদাৎ, স ভাণকরোৎ, সৈব বাগ-ভবৎ ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ।—সঃ (যথোক্তক্রমেণ স্রষ্টা মৃত্যুঃ) অকাময়ত (কামনাং কৃতবান্)—মে (মম) দ্বিতীয়ঃ আত্মা (শরীরং) জায়েত (জায়েতাম্) ইতি। সঃ অশনায়া (অশনয়া লক্ষিতঃ, মৃত্যুঃ [illegible]] মনসা (অন্তঃকরণেন) বাচং (বাণীং বেদরূপাং) মিথুনং (অন্যোন্যসংযোগলক্ষণং) সমভবৎ (সম্ভবনং কৃতবান্—মনসা বেদার্থমালোচিতবান্)। তৎ (তেন মিথুনেন) যৎ রেতঃ (বীজং) আসীৎ (বেদপর্য্যালোচনয়া প্রথমশরীরিণঃ প্রজাপতেঃ সমুৎপত্তৌ জ্ঞানকর্ম্মসংস্কাররূপং যৎ কারণং দৃষ্টবান্), সঃ (তৎ রেতঃ) সংবৎসরঃ অভবৎ, ততঃ (তস্মাৎ সংবৎসরপ্রজাপতেঃ) পুরা (পূর্ব্বং) সংবৎসরঃ (দ্বাদশমাসাত্মকঃ কালঃ) ন হ (এব) আস (আসীৎ)। তং (সংবৎসরনির্ম্মাতারং প্রজাপতিং) এতাবন্তং (সংবৎসরপরিমিতং) কালং [ব্যাপ্য] অবিভঃ (অণ্ডগর্ভে ধৃতবান্) যাবান্ (যৎপরিমাণঃ) সংবৎসরঃ (লোকপ্রসিদ্ধঃ, এতাবন্তং কালমিতি সম্বন্ধঃ)। এতাবতঃ (সংবৎসরাত্মকস্য) কালস্য (কল্পস্য) পরস্তাৎ (পশ্চাৎ) তম্ (অণ্ডমধ্যস্থম্) অসৃজত, (অণ্ডং বিদারিতবান্) [মৃত্যুরিতি শেষঃ]। তং জাতং (প্রজাপতিং) অভিব্যাদদাৎ (ভোজনার্থং তস্য মুখ-

ব্যাদানং কৃতবান্); সঃ (জাতঃ) ভাণ্ (ইতি অব্যক্তং শব্দং) অকরোৎ (কৃতবান্), সা এব (তদেব) বাক্ (শব্দঃ) অভবৎ [ততঃ পূর্ব্বং শব্দো নাসীদিতি ভাবঃ]॥

বঙ্গানুবাদ। জলাদি-স্রষ্টা সেই অশনায়া-লক্ষণান্বিত মৃত্যু ইচ্ছা করিলেন—আমার দ্বিতীয় একটি আত্মা (শরীর) উৎপন্ন হউক; (অনন্তর) তিনি মনের সহিত বাক্যের সংযোজনা করিলেন, (অর্থাৎ মনে মনে বেদচিন্তা করিলেন;) তাহার মধ্যে যে বীজ নিহিত ছিল, (অর্থাৎ তাদৃশ বেদ-চিন্তার ফলে, প্রথমপুরুষ প্রজাপতি স্বকার্য্যোপযোগী প্রাক্তন যে জ্ঞান-কর্ম্মসংস্কার-বীজ দর্শন করিলেন,) তাহাই সংবৎসর হইল; তৎপূর্ব্বে সংবৎসর বলিয়া কাল বিভাগ ছিল না। জগতে যাহা সংবৎসর বলিয়া প্রসিদ্ধ। [তিনি] প্রজাপতিকে অণ্ডের অভ্যন্তরে ততকাল ধারণ করিয়াছিলেন। এই পরিমাণ কালের (সংবৎসরের) পরে তাহাকে সৃষ্টি করিলেন; অর্থাৎ এক বৎসরান্তে সেই অণ্ডটী বিদীর্ণ করিলেন; [এবং] জন্মিলে পর তাহাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মুখব্যাদান করিলেন। সেই নবজাত পুরুষ 'ভাণ্' শব্দ করিলেন তাহাই জগতে প্রথম 'শব্দ' হইল॥৬।৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। সোঽকাময়ত—যোঽসৌ মৃত্যুঃ; সঃ অপ্-আদি-ক্রমেণ আত্মনা আত্মানমণ্ডস্যান্তঃ কার্য্য-করণসঙ্ঘাতবন্তং বিরাজমগ্নিম্ অসৃজত, ত্রেধা চাত্মানমকুরুতেত্যুক্তম্ স কিং ব্যাপারঃ সন্ অসৃজতেতি, উচ্যতে— স মৃত্যুঃ অকাময়ত কামিতবান্। কিম্? দ্বিতীয়ো মে মম আত্মা শরীরম্, যেনাহং শরীরী স্যাম্, স জায়েত উৎপদ্যেত, ইতি এবমেতদ্ অকাময়ত; স এবং কাময়িত্বা, মনসা পূর্ব্বোৎপন্নেন, বাচং ত্রয়ীলক্ষণাং, মিথুনং দ্বন্দ্বভাবম্, সমভবৎ সম্ভবনং কৃতবান্, মনসা ত্রয়ীমালোচিতবান্; ত্রয়ীবিহিতং সৃষ্টিক্রমং মনসা অন্বালোচয়দিত্যর্থঃ। কোঽসৌ? অশনায়য়া লক্ষিতো মৃত্যুঃ; অশনায়া মৃত্যুরিত্যুক্তম্; তমেব পরামৃশতি অন্যত্র প্রসঙ্গো মা ভূদিতি।

তদ্ যদ্রেত আসীৎ,—তৎ তত্র মিথুনে যৎ রেত আসীৎ—প্রথম-শরীরিণঃ প্রজাপতেরুৎপত্তৌ কারণং রেতো বীজং জ্ঞান-কর্ম্মরূপং ত্রয্যালোচনায়াং যৎ দৃষ্টবানাসীৎ জন্মান্তরকৃতম্। তদ্ভাবভাবিতোঽপঃ সৃষ্ট্বা তেন রেতসা বীজেনাপ্সু অনুপ্রবিশ্য অণ্ডরূপেণ গর্ভীভূতঃ সঃ সংবৎসরোঽভবৎ,

সংবৎসর-কালনির্মাতা সংবৎসরঃ প্রজাপতিরভবৎ। ন হ পুরা পূর্বং, ততঃ তস্মাৎ সংবৎসরকালনির্মাতুঃ প্রজাপতেঃ, সংবৎসরঃ কালো নাস, ন আস ন বভূব হ। তং সংবৎসরকালনির্মাতারম্ অন্তর্গতং প্রজাপতিম্, যাবানিহ প্রসিদ্ধঃ কালঃ, এতাবন্তম্ এতাবৎ সংবৎসরপরিমাণং কালম্, অবিভঃ ভৃতবান্ মৃত্যুঃ। যাবান্ সংবৎসর ইহ প্রসিদ্ধঃ। ততঃ পরস্তাৎ কিং কৃতবান্? তম্ এতাবতঃ কালস্য সংবৎসরমাত্রস্য পরস্তাদূর্ধ্বম্ অসৃজত সৃষ্টবান্, অণ্ডম্ অভিনৎ ইত্যর্থঃ। তমেবং কুমারং জাতমগ্নিং প্রথমশরীরিণম্, অশনায়াবত্ত্বাৎ মৃত্যুঃ অভিব্যাদদাৎ মুখবিদারণং কৃতবান্ অত্তুম্; স চ কুমারো ভীতঃ স্বাভাবিক্যা অবিদ্যয়া যুক্তো ভাণিত্যেবং শব্দমকরোৎ। সৈব বাগভবৎ, বাক্ শব্দোঽভবৎ ॥১।৪॥

টীকা। উত্তরগ্রন্থম্ অবতার্য তস্য পূর্বগ্রন্থেন সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি—সোঽকাময়তেত্যাদিনা। অবান্তরব্যাপারমন্তরেণ কর্তৃত্বানুপপত্তিরিতি মত্বা পৃচ্ছতি—স একং ব্যাপার ইতি। কামনাদিরূপমবান্তরব্যাপারম্ উত্তরবাক্যাবষ্টম্ভেন দর্শয়তি—উচ্যত ইতি। কামনাকার্যং মনঃসংযোগমুপপাদয়তি—স এনমিতি। কোঽসৌ মনসা সহ বাচো সম্ভাবঃ, তত্রাহ—মনসেতি। বাক্যার্থমেব স্ফুটয়তি—ত্রয়ীবিহিতকর্মেতি। বেদোক্তসৃষ্টিক্রমালোচনং প্রজাপতের্মৈথুনং প্রথমং, সংসারস্য অনাদিত্বাদিতি বক্তুম্ অথ-শব্দঃ। 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদৌ সর্বনাম্নঃ অব্যবহিতবিরাড্বিষয়ত্বাশঙ্কাং পরিহরতি—কোঽসাবিত্যাদিনা। কথং তথা মৃত্যুরুচ্যতে, তত্রাহ—অশনায়েতি। কিমিতি তর্হি পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তমেবেতি। অত্রাপদস্য প্রকৃতে বিরাড়াত্মনীতি যাবৎ।

অবান্তরব্যাপারান্তরমাহ—তদিত্যাদিনা। প্রসিদ্ধং রেতো ব্যাবর্তয়তি—জ্ঞানেতি। ননু প্রজাপতের্জ্ঞানং কর্ম বা সম্ভবতি, তত্রানধিকারাদিত্যাশঙ্ক্য আসীদিত্যস্যার্থমাহ—জন্মান্তরেতি। বাক্যস্যাপেক্ষিতং পূরয়িত্বা বাক্যান্তরমাদায় ব্যাকরোতি—তস্মাদে-ত্যাদিনা। ননু সংবৎসরস্য প্রাগেব সিদ্ধত্বাৎ প্রজাপতের্নির্মাণেন তদাসত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং বাক্যমুপাদত্তে—ন হ পুরেতি। তদ্ ব্যাচষ্টে—পূর্বমিতি। প্রজাপতেরাদিত্যাত্মকত্বাৎ তদধীনত্বাচ্চ, সংবৎসরব্যবহারস্য, আদিত্যাৎ পূর্বং তদ্ব্যবহারো নাসীদেবেত্যর্থঃ। কিয়ন্তং কালমণ্ডরূপেণ গর্ভো বভূবেত্যপেক্ষায়ামাহ—তমিত্যাদিনা। অবান্তরব্যাপারম্ অনেকবিধমভিধায় বিরাড়ুৎপত্তিমাকাঙ্ক্ষাদ্বারোপসংহরতি—যাবানিত্যাদিনা। কেয়ং পূর্বমেব গর্ভতয়া বিদ্যমানস্য বিরাজঃ সৃষ্টিঃ তত্রাহ—অণ্ডমিতি। বিরাড়ুৎপত্তিম্ উক্ত্বা শব্দমাত্রস্য সৃষ্টিং বিবক্ষুর্ভূমিকাং করোতি—তমেবমিতি। অবোগোঽপি পুরস্তাৎ প্রবর্তকং দর্শয়তি—অশনায়াবত্ত্বাদিতি। বিরাজো ভয়কারণমাহ—স্বাভাবিক্যেতি। ইন্দ্রিয়ং দেবতাং চ ব্যাবর্তয়তি—বাক্ শব্দ ইতি ॥১॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—তিনি কামনা (ইচ্ছা) করিয়াছিলেন; তিনি অর্থাৎ

যিনি পূর্ব্বোক্ত মৃত্যু। তিনি নিজেই নিজকে জলাদিক্রমে অণ্ডাভ্যন্তরে দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট বিরাট্‌সংজ্ঞক অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছিলেন; এবং আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি যে কি প্রকার চেষ্টার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এখন তাহাই কথিত হইতেছে—সেই মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কি [ইচ্ছা করিয়াছিলেন]? আমার দ্বিতীয় একটি আত্মা—শরীর হউক; আমি যাহা দ্বারা শরীরবান্ হইতে পারি, সেরূপ একটি শরীর উৎপন্ন হউক, এইরূপ কামনা করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ কামনা করিয়া পূর্ব্বোৎপন্ন মনের সহিত বাক্যের—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদরূপ বাণীর মিথুন—দ্বন্দ্বভাব (সংযোগ) ঘটাইয়াছিলেন,—মনে মনে বেদ চিন্তা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বেদোক্ত সৃষ্টিক্রম মনে মনে আলোচনা করিয়াছিলেন (১)। ইনি কে? [উত্তর-] ইনি—অশনায়া-লক্ষিত (ভোজনেচ্ছাবিশিষ্ট) মৃত্যু; যে অশনায়া, মৃত্যু স্বরূপ ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখানে অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত বিরাটের কামনাকর্তৃত্ব আশঙ্কিত হইতে পারিত, তন্নিবৃত্তির জন্য, পুনশ্চ "অশনায়া মৃত্যুঃ" কথায় প্রথমোক্ত মৃত্যুর সম্বন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে।

তাহাতে যে রেতঃ ছিল, অর্থাৎ সেই মিথুনমধ্যে যে রেতঃ (বীজ) নিহিত ছিল; অভিপ্রায় এই যে, বেদ পর্য্যালোচনায় ফলে প্রথম-শরীরী প্রজাপতির শরীর-সমুৎপাদনের নিমিত্তীভূত, জন্মান্তরকৃত জ্ঞানকর্ম-সংস্কাররূপ যে বীজ দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি তদ্ভাবভাবিত হইয়া অর্থাৎ সেই সংস্কারে অনুপ্রাণিত হইয়া জল সৃষ্টি করিয়া, সেই রেতোরূপ বীজ দ্বারা জলাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক ডিম্বরূপে গর্ভরূপী হইয়া তিনিই সংবৎসর হইয়াছিলেন, অর্থাৎ সংবৎসরাত্মক কালের প্রবর্ত্তক প্রজাপতি হইয়াছিলেন।

---

(১) তাৎপর্য্য—হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এই সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি; কোন সময় হইতে কি প্রকারে যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মানববুদ্ধির অগোচর। মানব স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে সৃষ্টির দিকে যতই অগ্রসর হয়, ততই অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া পড়ে; দেখিতে পায়, কেবলই সৃষ্টি ও জীবের কর্ম, উভয়ই পরস্পর কার্য্যকারণভাবে সংবদ্ধ; কর্ম না হইলে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য হইতে পারে না, আবার সৃষ্টি না হইলেও জীবের কর্ম আসিতে পারে না; এইরূপ সৃষ্টি ও কর্মপ্রবাহের অনাদি সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে কোন মীমাংসায়ই উপস্থিত হওয়া যায় না। তাই জীবস্রষ্টা মৃত্যুপুরুষ প্রথমে বেদচিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, এবং সেই অলৌকিক চিন্তার কালে জীবের প্রাক্তন কর্মরাশি তাঁহার প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল, শেষে তিনি তদনুসারে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

সংবৎসরকাল-নির্ম্মাতা সেই প্রজাপতির প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে—নিশ্চয়ই সংবৎসর নামে কোন সময় প্রসিদ্ধ ছিল না। মৃত্যু সেই সংবৎসর-নির্ম্মাতা অণ্ডান্তরস্থ প্রজাপতিকে, যে পরিমাণ কাল জগতে সংবৎসর নামে প্রসিদ্ধ, সেই প্রসিদ্ধ সংবৎসর পর্য্যন্ত ধারণ বা পোষণ করিয়াছিলেন। আচ্ছা, লোকপ্রসিদ্ধ যে এই সংবৎসর কাল, তাহার পরে কি করিয়াছিলেন?—এই সংবৎসর পরিমিত কালের পরেই সংবৎসর পূর্ণ হইবা মাত্রই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ সেই ডিম্বটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেই আদিশরীরী অগ্নি, কুমার বা শিশুরূপে সমুৎপন্ন হইলে পর, ভোজনেচ্ছুক বা ক্ষুধার্ত্ত মৃত্যু তাহাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মুখ-বিদারণ (মুখ-ব্যাদান) করিলেন; তখন সেই সংজাত শিশু ভীত হইয়া স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাসম্বন্ধ বশতঃ 'ভাণ্' ইত্যাকার 'ভ' ত-সূচক শব্দ করিয়াছিলেন; তাহাই বাক্ হইল—ব্যবহারোপযোগী শব্দরূপে পরিণত হইল। ৬। ৪।

স ঐক্ষত যদি বা ইমমভিমংস্যে, কনীয়োঽন্নং করিষ্য ইতি,স তয়া বাচা তেনাত্মনেদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ—ঋচো যজূংষি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশূন্। স যদ্যদেবাসৃজত তত্তদত্তুমধ্রিয়ত, সর্ব্বং বা অত্তীতি তদদিতেরদিতিত্বং সর্ব্বস্যৈ-তস্যাত্তা ভবতি সর্ব্বমস্যান্নং ভবতি, য এবমেতদদিতেরদিতিত্বং বেদ ॥৭॥৫॥

সন্বয়ার্থঃ—সঃ (মৃত্যুঃ) ঐক্ষত (চিন্তয়ামাস); [কিং?] যদি (সম্ভাবনায়াং) বৈ [কদাচিৎ] [ক্ষুধাবশাৎ অহং] ইমং (কুমারং) অভিমংস্যে (মারয়িষ্যে, ; [অন্নাভাবাৎ কদাচিৎ অস্য মৃত্যুঃ্বাপি সম্ভবেদিত্যভি-প্রায়ঃ]; [তর্হি এতস্য ভক্ষণে কৃতে,] অন্নং (মম ভক্ষ্যং) কনীয়ঃ (অত্যল্পং) করিষ্যে, [অতঃ প্রভূতান্নসৃষ্টৌ যতিষ্যে ইতি ভাবঃ] ইতি। সঃ (এবং কৃতনিশ্চয়ঃ মৃত্যুঃ) তয়া (পূর্ব্বোক্তয়া বেদরূপয়া) বাচা, তেন (পূর্ব্বোক্তেন) আত্মনা (মনসা চ) [মনঃকল্পিতমর্থং বাচা সমুচ্চার্য্য] ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত—যৎ ইদং কিঞ্চ—ঋচঃ (ঋগ্বেদান্), যজূংষি (যজুর্ব্বেদান্), সামানি (সামবেদান্), ছন্দাংসি (গায়ত্র্যাদীনি সপ্ত), যজ্ঞান্ (যাগান্), প্রজাঃ (মনুষ্যান্), পশূন্ (গ্রাম্যান্ আরণ্যান্ চ জন্তূন্) [অসৃজত ইতি সম্বন্ধঃ]।

সঃ (মৃত্যুঃ) যৎ যৎ এব (বস্তু) অসৃজত (সৃষ্টবান্), তৎ তৎ (বস্তু) [এব] অত্তুং (ভক্ষিতুং) অধ্রিয়ত (মনঃ কৃতবান্); [অন্নবাহুল্যং দৃষ্ট্বা তদাদীং তদ্ভক্ষণে প্রবৃত্তঃ বভূব ইত্যভিপ্রায়ঃ]। যৎ [সঃ] সর্ব্বং (সৃষ্টং বস্তু) বৈ অত্তি (ভক্ষয়তি) ইতি, তৎ (তদেব) অদিতেঃ (অদিতিনাম্নো মৃত্যোঃ) অদিতিত্বম্ (অদিতিনামোদ্ভবে হেতুরিত্যর্থঃ)। [অন্যোঽপি] যঃ (জনঃ) অদিতেঃ (অদিতিনাম্নো মৃত্যোঃ) এতং (উক্তং) অদিতিত্বম্ এবং (যথোক্তেন রূপেণ) বেদ (জানাতি), সঃ (জ্ঞাতাপি) এতস্য সর্ব্বস্য (জগতঃ) অত্তা (ভোক্তা) ভবতি, সর্ব্বং [বস্তু] অস্য (জ্ঞাতুঃ) অন্নং (ভক্ষ্যং অধীনং) ভবতি, ইত্যর্থঃ।

মূলানুবাদ। সেই মৃত্যুরূপী প্রজাপতি চিন্তা করিলেন—আমি যদি ক্ষুধাবশতঃ কখনও এই শিশুকে ভক্ষণ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমার খাদ্য বস্তু অতি অল্প করিয়া ফেলিব, অর্থাৎ ইহাকে ভক্ষণ করিলেও আমার দীর্ঘকাল চলিবে না। তিনি এইরূপ চিন্তার পর, সেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য ও মনের সহযোগে এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন—এই যে-কিছু বস্তু—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃ, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত প্রজা (মনুষ্যাদি) ও সমস্ত পশু। তিনি যাহা যাহা সৃষ্টি করিলেন, তৎসমস্তই ভক্ষণ করিতে মনঃস্থ করিলেন, অর্থাৎ সৃষ্ট সমস্তই তাঁহার ভক্ষ্য হইল। যেহেতু তিনি সমস্ত বস্তু অদন করেন (ভক্ষণ করেন), সেই হেতুই তাঁহার 'অদিতি' নাম প্রসিদ্ধ। যে লোক অদিতির এই অদিতিত্ব যথোক্ত প্রকারে অবগত হন, তিনিও সমস্ত বস্তুর ভোক্তা হন—সমস্ত বস্তুই তাঁহার অন্ন বা ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়॥৭।৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। স ঐক্ষত—সঃ এবং জাতং কুমারং কুমারং দৃষ্ট্বা মৃত্যুঃ ঐক্ষত ঈক্ষিতবান্, অশনায়াবানপি—যদি কদাচিদ্বৈ ইমং কুমারম্ অভিমংস্যে, অভিপূর্ব্বো মন্যতির্হিংসার্থঃ, হিংসিষ্যে ইত্যর্থঃ। কনীয়োঽন্নং করিষ্যে—কনীয়ঃ অল্পমন্নং করিষ্যে ইতি; এবমীক্ষিত্বা তদ্ভক্ষণাদুপররাম; বহু হ্যন্নং কর্ত্তব্যং দীর্ঘকালভক্ষণায়, ন কনীয়ঃ; তদ্ভক্ষণে হি কনীয়োঽন্নং স্যাৎ, বীজভক্ষণ ইব সস্যাভাবঃ। স এবং প্রয়োজনম্ অন্নবাহুল্যমালোচ্য, তয়ৈব ত্রয্যা বাচা পূর্ব্বোক্তয়া, তেনৈব চ আত্মনা মনসা, মিথুনীভাবমালোচনম্ উপগম্যোপগম্য

ইদং সর্ব্বং স্থাবরং জঙ্গমং চাসৃজত,—যদিদং কিঞ্চ যৎকিঞ্চেদম্। কিং তৎ? ঋচো, যজূংষি, সামানি, ছন্দাংসি চ সপ্ত গায়ত্র্যাদীনি—স্তোত্রশস্ত্রাদিকর্ম্মসাধনভূতান্ ত্রিবিধান্ মন্ত্রান্ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টান্, যজ্ঞাংশ্চ তৎসাধ্যান্, প্রজাঃ তৎকর্ত্রীঃ, পশূংশ্চ গ্রাম্যারণ্যান্ কর্ম্মসাধনভূতান্।

ননু ত্রয্যা মিথুনীভূতয়াঽসৃজতেত্যুক্তম্, ঋগাদীনি ইহ কথমসৃজতেতি? নৈষ দোষঃ; মনসস্ত্বব্যক্তোঽয়ং মিথুনীভাবস্ত্রয্যা; বাহ্যস্তু ঋগাদীনাং বিদ্যমানা-নামেব কর্ম্মসু বিনিয়োগভাবেন ব্যক্তীভাবঃ সর্গ ইতি।

স প্রজাপতিরেবমন্নবৃদ্ধিং কৃত্বা, যদ্যদেব ক্রিয়াং ক্রিয়াসাধনং ফলং বা কিঞ্চিদসৃজত, তত্তদত্তুং ভক্ষয়িতুম্ অধ্রিয়ত ধৃতবান্ মনঃ। সর্ব্বং কৃৎস্নং বৈ যস্মাদত্তি ইতি, তৎ তস্মাৎ অদিতেঃ অদিতিনাম্নো মৃত্যোরদিতিত্বং প্রসিদ্ধম্। তথা চ মন্ত্রঃ—"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা" ইত্যাদিঃ। সর্ব্বস্যৈতস্য জগতোঽন্নভূতস্য অত্তা সর্ব্বাত্মৈব ভবতি; অন্যথা বিরোধাৎ; ন হি কশ্চিৎ সর্ব্বস্যৈকোঽত্তা দৃশ্যতে; তস্মাৎ সর্ব্বাত্মা ভবতী-ত্যর্থঃ। সর্ব্বস্যান্নং ভবতি; অতএব সর্ব্বাত্মনো হ্যত্তুঃ সর্ব্বমন্নং ভবতীত্যু-পপদ্যতে। য এবমেতদ্ যথোক্তমদিতের্মৃত্যোঃ প্রজাপতেঃ সর্ব্বস্যাদনাৎ অদিতিত্বং বেদ, তস্যৈতৎ ফলম্ ॥৫॥

টীকা। উক্তমিথুনসৃষ্টিমুপজীব্য পাঙ্‌ক্তিকাং করোতি—স ইত্যাদিনা। উক্তপ্রতিবচনসম্ভাবং দর্শয়তি—প্রথমামান্নানামপীতি। অস্তিপূর্ব্বো মন্ত্র ত-ন্ত্রিতি। "ক্রূরোঽস্য পশূনভিমন্যেত নাস্য রুদ্রঃ পশূনভিমন্যেত" ইত্যাদি শাস্ত্রমত্র প্রমাণয়িতব্যম্। অত্র কর্ম্মাদে বা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—নহ হীতি। তথাপি বিদ্যো জন্মনে বা কস্তিত্রাহ—তদ্রুক্ষণে হীতি। তত্তান্নাবকত্বাত্তদুৎপাদক-ত্বাচ্চেতি শেষঃ। কারণনিবৃত্তৌ কার্য্যনিবৃত্তিরিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—বীজেতি। যথোক্তেক্ষণানন্তরং মিথুনভাববতা ত্রয্যা সৃষ্টিং প্রশ্নোতি—স এবমিতি। ননু বিরাজঃ সৃষ্ট্যা স্থাবরজঙ্গমাত্মনো জগতঃ সৃষ্টত্বাৎ কিং পুনরুক্ত্যোত্থানমেন সৃষ্ট্যা পরিহরতি—কিং তদিতি। গায়ত্র্যাদীন্যাদিপদেনোষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতীপঙ্‌ক্তিত্রিষ্টুব্জগতীচ্ছন্দাং-স্যুক্তানি। কেবলানাং ছন্দসাং সর্গাসংভবাত্তদারূঢ়ানামৃগ্‌যজুঃসামাত্মনাং মন্ত্রাণাং সৃষ্টিরত্র বিবক্ষিতেত্যাহ—স্তোত্রেতি। উদ্গাত্রাদিনা গীয়মানমৃগ্‌জাতং স্তোত্রং, তদেব হোত্রাদিনা শংস্যমানং শস্ত্রম্। স্তুতমনুশংসতীতি হি শ্রুতিঃ। যৎ ন গীয়তে ন চ শস্যতে অধ্বর্য্যুপ্রভৃতিভিশ্চ প্রযুজ্যতে, তদপ্যত্র গ্রাহ্যমিত্যভিপ্রেত্য আদিপদম্। অত এব ত্রিবিধানিত্যুক্তম্। অজাদয়ো গ্রাম্যাঃ পশবঃ, গবয়াদয়স্ত্বারণ্যা ইতি ভেদঃ। কর্ম্মসাধনভূতানসৃজতেতি সম্বন্ধঃ।

স মনসা বাচং মিথুনং সমভবদিত্যুক্তত্বাৎ প্রাগেব ত্রয্যাঃ সিদ্ধত্বাৎ, ন তস্যাঃ সৃষ্টিঃ

রিতৈতি শব্দতে—মন্নিতি। বাক্যাব্যক্তবিভাগেন পরিহরতি—সেত্যাদিনা। ইতি মিথুনীভাবসর্গলোকপ্রাপ্তিরিতি শেষঃ। অক্ষসর্গস্ত অন্নসর্গশ্চেতি যাবৎ।

ইদানীমুপাত্তস্য প্রজাপতেরপরং বিশিনষ্টি—স প্রজাপতিরিত্যাদিনা। কথং মৃত্যোরভিভিমাবৎ শিশুমত্যন্তে, তত্রাহ—তথা চেতি। অদিতেঃ সর্বাত্বং বস্তা মন্ত্রেণ সর্বকারণত্ব মৃত্যোরভিভিমাবৎ সূচিতমিতি ভাবঃ। মৃত্যোরদিতিত্ব-বিজ্ঞানবতঃ অবান্তরফলমাহ—সর্বস্যেতি। সর্বাত্মনেতি হুতো বিশিষ্যতে, তত্রাহ—অন্নস্যেতি। সর্বরূপেণাবস্থানাভাবে সর্বান্নভক্ষণত্বানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। বিরোধ-মেব সাধয়তি—ন হীতি। ফলস্যোপাসনাধীনত্বাৎ প্রজাপতির্ অদিতিনামানম্ আত্মানমেব ধ্যানযোগ্যো ভূত্বা তৎফলপ্রাপ্যঃ সর্বস্যান্নসাত্তা ভাবিত্যর্থঃ। অন্নমন্নমেবাস্য যদা, ন কদাচিৎ তদত্তা ভবতীতি বচ্চমনস্তবাক্যানন্তে—অন্নমিতি। অত এবেত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—অন্নাত্মনো হীতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "স ঐক্ষত" ইত্যাদি। তিনি (মৃত্যুলক্ষণ প্রজাপতি) সেই নবজাত শিশুকে এইরূপে ভীত ও ভয়ে শব্দ করিতেছে দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন—যদিও আমি ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া এখন এই শিশুকে হিংসা করি, অর্থাৎ ভক্ষণ করিয়া ফেলি, [তাহা হইলে] আমি আমার অন্ন অতি অল্প করিয়া ফেলিব, অর্থাৎ এই একটী মাত্র শিশু ভক্ষণে আমার আর কতদিন চলিবে—এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহার ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। এখানে "অভিমংস্যে" এই অভিপূর্ব্বক 'মন্' ধাতুর অর্থ—হিংসা বুঝিতে হইবে। উদ্দেশ্য এই যে, দীর্ঘকাল ভক্ষণের জন্য আমাকে প্রচুর পরিমাণে অন্ন সঞ্চয় করিতে হইবে। অল্প অন্নে হইবে না; বীজ ভক্ষণে যেমন সস্যাভাব ঘটে, তেমনি ইহাকে ভক্ষণ করিলেও আমার অন্ন কমিয়া যাইবে। তিনি এই উদ্দেশ্যে অন্নবাহুল্যের আবশ্যকতা চিন্তা করিয়া পূর্ব্বকথিত সেই বেদরূপ বাক্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত আত্মার—মনের সহযোগে পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিলেন—এই যাহা কিছু দৃষ্ট হয়। সেই সমস্ত বস্তু কি কি? না, ঋক্‌সমূহ, যজুঃসমূহ, সামসমূহ, এবং গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দঃ অর্থাৎ গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী প্রভৃতি ছন্দোবিশিষ্ট স্তোত্র, শস্ত্রাদি কর্ম্মাঙ্গস্বরূপ তিন প্রকার মন্ত্র, মন্ত্রসাধ্য যজ্ঞসমূহ, যজ্ঞাধিকারী জনসমূহ এবং কর্ম্মোপযোগী গ্রাম্য ও অরণ্যচর পশুসমূহ [সৃষ্টি করিলেন]।

আপত্তি হইতেছে যে,—প্রথমে বলা হইয়াছে মিথুনীভূত ত্রয়ীবিদ্যার সাহায্যে সৃষ্টি করিলেন; এখানে আবার ঋগ্‌বেদাদির সৃষ্টি করিলেন কি

প্রকারে ? অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি সৃষ্টি যদি পরেই হইল, তবে তৎপূর্ব্বে সেই বেদের সাহায্যে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় কি প্রকারে ? না—ইহা দোষাবহ হয় না ; কারণ, মনের যে, ত্রয়ীর সহিত মিথুনীভাব, তাহা অব্যক্ত সৃষ্টি, অর্থাৎ মানসিক চিন্তাময় মাত্র কিন্তু হৃদয়নিহিত সেই ঋগ্বেদাদিরই যে, বিভিন্ন কর্ম্মে বিনিয়োগ বা ব্যবহার, তাহাই তাহাদের বাহ্যসৃষ্টি, কিন্তু অভিনব উৎপত্তি নহে ; [সুতরাং পূর্ব্বের কথা দোষাবহ হইতেছে না।]

সেই প্রজাপতি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, প্রচুর পরিমাণে আমার অন্ন জন্মিয়াছে ; তাহার পর হইতেই, ক্রিয়া ও ক্রিয়াসাধন প্রভৃতি যাহা যাহা—যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত ভক্ষণ করিতে (সংহার করিতে) ধারণ করিলেন অর্থাৎ মনোনিবেশ করিলেন। যেহেতু প্রজাপতি সেই সমস্তই অদন—ভক্ষণ করেন, সেই হেতুই 'অদিতি'র অর্থাৎ অদিতিনামক মৃত্যুর অদিতিত্ব প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এতদনুরূপ মন্ত্রও আছে—'অদিতিই দ্যুলোক, অদিতিই অন্তরিক্ষ (আকাশ), অদিতিই মাতা এবং প্রসিদ্ধ পিতা' ইত্যাদি। তিনি সর্ব্বাত্মভাবদ্বারাই অন্নস্বরূপ এই সমস্ত জগতের অত্তা (ভোক্তা) হন, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে ; কারণ, তাহা না হইলে সর্ব্বভোক্তৃত্ব কথা সঙ্গত হইতে পারে না ; কেন না, জগতে কোথাও একজনকে সর্ব্ব বস্তুর ভোক্তা দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব নিশ্চয়ই তাঁহার সর্ব্বাত্মভাবও সিদ্ধ হইতেছে। সমস্ত বস্তুই ইহার অন্নস্থানীয় হইয়া থাকে ; যেহেতু ভোক্তৃস্বরূপ তিনি সর্ব্বাত্মক, সেই হেতুই তাহার সম্বন্ধে সর্ব্ব বস্তুর অন্নবলাভ উপপন্ন হইতেছে। যে লোক এইরূপ এই অদিতির অর্থাৎ মৃত্যুসংজ্ঞক প্রজাপতির সর্ব্বান্নভক্ষণনিমিত্ত অদিতিত্ব যথাযথরূপে অবগত হন, তাঁহারও উল্লিখিত ফললাভ হয় ॥ ৭ ॥ ৫ ॥

সোঽকাময়ত ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেয়েতি। সোঽশ্রাম্যৎ, স তপোঽতপ্যত, তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য যশো বীর্য্যমুদক্রামৎ। প্রাণা বৈ যশো বীর্য্যং; তৎ প্রাণেষূৎক্রান্তেষু শরীরং শ্বয়িতুমধ্রিয়ত, তস্য শরীর এব মন আসীৎ ॥৮॥৬॥

সরলার্থঃ।—সঃ (প্রজাপতিঃ) অকাময়ত (কামনাং কৃতবান্)—ভূয়সা (মহতা) যজ্ঞেন ভূয়ঃ (পুনরপি, [পূর্ব্বকল্পবৎ অস্মিন্ কল্পেঽপি ইত্যর্থঃ] যজেয় (সঙ্কল্পং কুর্য্যাম্) ইতি। সঃ (প্রজাপতিঃ) অশ্রাম্যৎ (শ্রান্তঃ অভবৎ) ; সঃ (প্রজাপতিঃ) তপঃ অতপ্যত (জ্ঞানরূপং তপস্যাং কৃতবান্) ; শ্রান্তস্য

ততস্ত [চ] তস্য (প্রজাপতেঃ) যশঃ বীর্য্যং (পূর্ব্ববৎ) উদক্রামৎ (নির্গতম্ অভূৎ)। [অত্র যশোবীর্য্যয়োঃ স্বরূপমাহ —] প্রাণাঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) যশঃ বীর্য্যম্; [যশোবীর্য্যভূতেষু] প্রাণেষু উৎক্রান্তেষু (শরীরাৎ নির্গচ্ছৎসু সৎসু) তৎ শরীরং শ্বয়িতুং (উচ্ছূনতাং গন্তুম্) অধ্রিয়ত (মৃতবৎ অভবৎ); মনঃ [পুনঃ] তস্য (প্রজাপতেঃ) শরীরে এব আসীৎ (ন নির্গতমভূৎ ইত্যর্থঃ)।

মূলানুবাদ। তিনি (প্রজাপতি) কামনা করিলেন—আমি পুনরপি অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের ন্যায় এই কল্পেও মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। তিনি [যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া] পরিশ্রান্ত হইলেন। তখন তিনি তপস্যা আরম্ভ করিলেন; শ্রান্ত ও তপঃপ্রবৃত্ত প্রজাপতির যশঃপ্রকাশক বীর্য্য প্রাদুর্ভূত হইল। প্রাণসমূহই যশঃপ্রকাশক বীর্য্য (শরীর-স্থিতির হেতুভূত); সেই প্রাণসমূহ দেহ হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিলে পর, সেই শরীর স্ফীত (পূতিভাবপ্রাপ্ত) হইবার মত হইল, কিন্তু তাঁহার মনঃ তখনও শরীরের মধ্যেই বর্ত্তমান রহিল ॥৮॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। সোঽকাময়তেতি অশ্বাশ্বমেধয়োর্নির্ব্বচনার্থমিদমাহ। ভূয়সা মহতা যজ্ঞেন ভূয়ঃ পুনরপি যজেয়েতি; জন্মান্তরকরণাপেক্ষয়া ভূয়ঃশব্দঃ। স প্রজাপতির্জন্মান্তরে অশ্বমেধেনাযজত; স তদ্ভাবভাবিত এব কল্পাদৌ ব্যাবৃত্তঃ. সঃ অশ্বমেধক্রিয়া-কারক-ফলাত্মত্বেন নির্ব্বৃত্তঃ সন্ অকাময়ত—ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেয়েতি।

এবং মহৎ কার্য্যং কাময়িত্বা লোকবদশ্রাম্যৎ; স তপোঽতপ্যত। তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্যেতি পূর্ব্ববৎ; যশোবীর্য্যম্ উদক্রামদিতি—স্বয়মেব পদার্থমাহঃ প্রাণাঃ চক্ষুরাদয়ঃ, বৈ যশঃ, যশোহেতুত্বাৎ; তেষু হি সৎসু খ্যাতির্ভবতি, তথা বীর্য্যং বলমস্মিন্ শরীরে। ন হ্যুৎক্রান্তপ্রাণো যশস্বী বলবান্ বা ভবতি। তস্মাৎ প্রাণা এব যশো বীর্য্যং চাস্মিন্ শরীরে। তদেবং প্রাণলক্ষণং যশো বীর্য্যমুদক্রামৎ উৎক্রান্তবৎ। তদেবং যশোবীর্য্যভূতেষু প্রাণেষু উৎক্রান্তেষু শরীরান্নিষ্ক্রান্তেষু তৎ শরীরং প্রজাপতেঃ শ্বয়িতুম্ উচ্ছূনভাবং গন্তুম্ অধ্রিয়ত, অমেধ্যঞ্চাভবৎ। তস্য প্রজাপতেঃ শরীরান্নির্গতস্যাপি তস্মিন্নেব শরীরে মন আসীৎ; যথা কস্যচিৎ প্রিয়ে বিষয়ে দূরং গতস্যাপি মনো ভবতি, তদ্বৎ ॥৮॥৬॥

টীকা। উপাস্তিবিধৌ সকলে সতি সমাপ্তিরেব ব্রাহ্মণস্যোচিতা কিমুত্তরগ্রন্থেন ইত্যাশঙ্ক্য প্রতীকমাদায় তাৎপর্য্যমাহ—সোঽকাময়তেত্যাদিনা। তদেব

অশ্বস্যাশ্বমেধত্বনির্বচনার্থং আখ্যায়িকা নিদিশ্যতে। ভূয়োবক্তব্যাকথনমশ্বমেধেনৈব ভূমন্। ইতিশব্দো অকাময়তেত্যনেন সংবধ্যতে। কথং পুনরনেন যজ্ঞেনেতি প্রজাপতের্ভূয়ঃ-শব্দোক্তিঃ। স হি স পূর্ব্বমশ্বমেধমস্তিষ্ঠং কর্ম্মাণবিকারবান্ শ্রুতং—জন্মান্তরেতি। তদেব স্পষ্টয়তি—স প্রজাপতিরিতি। অথাতীতে জন্মনি যজমানঃ অশ্বমেধস্য কর্ত্তাহভূৎ। অধুনা হিরণ্যগর্ভো ভূয়ো যজেয়েত্যাহ। তথাচ কর্ত্তৃত্বেনাভূয়ঃ শব্দাসামর্থ্যমত আহ—স অকাময়েতি। স প্রজাপতিরশ্বমেধাসনাবিশিষ্টো জ্ঞানকর্ম্মফলভেন জাতো নিবৃত্তো ভূয়ো যজেয়েত্যাহ, কর্ত্তৃত্বোক্তেরিবৈকোন সাধকফলাবস্থয়োঃ যজমানস্বত্বয়োঃ ভেদাভাবাদিত্যর্থঃ। প্রজাপতিরীশ্বরঃ, ন তস্য দুঃখাত্মককর্ম্মানুষ্ঠানেচ্ছা। মুক্তোপাধ্য প্রকৃতিবশাৎ তদুপপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—সোঽশ্রাম্যদিতি।

কথমেতাবতা বিবক্ষিতা ভক্তিঃ সিদ্ধেত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। শ্রমকার্য্যমাহ—স তপ ইতি। চক্ষুরাদীনাং যশসো হেতুত্বাৎ—যশোহেতুত্বাদিতি। তদেব সাধয়তি—তেষু হীতি। প্রাণা এবেতি তথাশব্দার্থঃ। সৎসু হি তেষু শরীরে বলং ভবতীতি পূর্ব্ববদেব হেতুত্বমেবঃ। উক্তমর্থং ব্যতিরেকদ্বারা কোরয়তি—ন হীতি। প্রজানাং যশস্বঃ বীর্য্যমিচোৎপ্রসঙ্গত্য বাক্যার্থং নিগময়তি—তদেবমিতি। তৎ প্রাণেষু-ইত্যাদি ব্যাচষ্টে—তদেবমিত্যাদিনা। শরীরাপ্রিণ্ড প্রজাপতেরুৎক্রমণশঙ্ক্যাহ—তস্যেতি ॥ ৮ ॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ —অশ্ব ও অশ্বমেধের স্বরূপনিরূপণার্থ এই কথা বলিতেছেন যে, তিনি (প্রজাপতি) কামনা করিলেন,—পুনরপি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ; এখানে এই 'ভূয়ঃ' শব্দে প্রজাপতির জন্মান্তর সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্ম অপেক্ষা করিয়া 'ভূয়ঃ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, সেই প্রজাপতি পূর্ব্বজন্মেও (পূর্ব্বকল্পেও) অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; তিনি সেই ভাবে ভাবিত হইয়াই—পূর্ব্ব জন্মের সেই সংস্কার লইয়াই কল্পের প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, এবং তাহার কারক (কর্ত্তাপ্রভৃতি) ও ফলবিষয়ক সংস্কারসহকারে প্রাদুর্ভূত হইয়া কামনা করিয়াছিলেন যে,—আমি পুনশ্চ বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।

তিনি এই প্রকার মহৎ কার্য্যের কামনা করিয়া সাধারণ লোকের ন্যায় পরিশ্রান্ত হইলেন ; তিনি তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই শ্রান্ত ও তপস্যাযুক্ত প্রজাপতির পূর্ব্ববৎ যশঃ বীর্য্য প্রাদুর্ভূত হইল। শ্রুতি নিজেই যশঃ ও বীর্য্য কথার অর্থ বলিতেছেন, প্রাণ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ যশোলাভের হেতু বলিয়া যশঃ-পদবাচ্য ; কেন না, সেই ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান থাকিলেই লোকের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে ; সেইরূপ প্রাণই বীর্য্য ; অর্থাৎ এই শরীরে বলস্বরূপ ;

কেন না, যাহার প্রাণ বহির্গত হইয়া যায়, সে কখনও যশস্বী বা বলবান্ হইতে পারে না; অতএব প্রাণসমূহই এই শরীরে যশঃ ও বলস্বরূপ। উক্ত-প্রকার প্রাণরূপ যশো বীর্য্য এই শরীর হইতে বহির্গত হইবার মত হইল, তখন প্রজাপতির সেই শরীর স্ফীতভাব প্রাপ্ত হইবার উপক্রম করিল, অর্থাৎ অমেধ্য বা অপবিত্রের ন্যায় হইল। সেই প্রজাপতির মনটী কিন্তু শরীর হইতে বহির্গত হইয়াও সেই শরীরেই রহিল। যেমন কোন ব্যক্তির অতিপ্রিয় বিষয় দূরগত হইলেও তাহার মন সেই বিষয়েই নিবিষ্ট থাকে, ইহাও তদ্রূপ ॥ ৮ ॥ ৬ ॥

সোঽকাময়ত মেধ্যং ম ইদꣳ স্যাদাত্মন্ব্যনেন স্যামিতি। ততোঽশ্বঃ সমভবদ্ যদশ্বৎ, তন্মেধ্যমভূদিতি তদেবাশ্বমেধস্যাশ্বমেধত্বম্। এষ হ বা অশ্বমেধং বেদ য এনমেবং বেদ।

তমনবরুধ্যৈবামন্যত। তꣳ সংবৎসরস্য পরস্তাদাত্মন আলভত। পশূন্ দেবতাভ্যঃ প্রত্যৌহৎ। তস্মাৎ সর্ব্বদেবত্যং প্রোক্ষিতং প্রাজাপত্যমালভন্তে।

এষ হ বা অশ্বমেধো য এষ তপতি, তস্য সংবৎসর আত্মাঽয়মগ্নিরর্কস্তস্যেমে লোকা আত্মানঃ, তাবেতাবর্কাশ্বমেধৌ। সো পুনরেকৈব দেবতা ভবতি মৃত্যুরেবাপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তি, নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি মৃত্যুরস্যাত্মা ভবতি এতাসাং দেবতানামেকো ভবতি ॥ ৯ ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ (প্রজাপতিঃ) অকাময়ত,—মে (মম) ইদং (শরীরং) মেধ্যং (পবিত্রং যজ্ঞার্হং) স্যাৎ, অনেন (শরীরেণ) আত্মন্বী (শরীরবান্ চ) স্যাম্ (ভবেয়ম্), ইতি [কৃত্বা তত্র প্রবিবেশ]; যৎ (যস্মাৎ তদ্বিয়োগাৎ) [শরীরমিদং] অশ্বৎ (অশ্বয়ৎ - স্ফীতমভবৎ), ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) অশ্বঃ (অশ্বসংজ্ঞকঃ) সমভবৎ, [যস্মাচ্চ তৎপ্রবেশাৎ] তৎ (তদেব শরীরং পুনঃ) মেধ্যম্ অভূৎ ইতি, তৎ এব (তস্মাদেব) অশ্বমেধস্য (অশ্বমেধনাম্নো যজ্ঞস্য) অশ্বমেধত্বম্ (অশ্বমেধনামবত্তে হেতুঃ)। এষঃ (স এব জনঃ) হ বৈ (অবধারণে)

অশ্বমেধত্বং (অশ্বমেধনামধেয়ত্বং) বেদ (জানাতি), [কঃ ?—] যঃ (জনঃ) এবম্ (যথোক্তপ্রকারম্) এনং (অশ্বমেধং) বেদ (জানাতি)। [প্রজাপতিরেব সাক্ষাদশ্বমেধস্ত ক্রতোরশ্বঃ অভবদিতি অশ্বঃ স্তূয়তে ইতি ভাবঃ।]

[প্রজাপতিঃ আত্মানমেব পশুরূপেণ কল্পয়িত্বা] তম্ (পশুম্) অনবরুধ্য (অস্ত অবরোধম্ বন্ধনম্ অকৃত্বা) এব অমন্যত (অচিন্তয়ৎ)। সংবৎসরস্ত পরস্তাৎ (সংবৎসরান্তে) তম্ (পশুম্) আত্মনে (আত্মতৃপ্ত্যর্থং) আলভত (হিংসিতবান্); পশূন্ [অন্যান্] দেবতাভ্যঃ প্রত্যৌহৎ (তত্তদ্দেবতাভ্যঃ প্রেরিতবান্) [অশ্বমেধীয়োঽশ্বঃ প্রজাপতিদৈবতঃ, ইতরে তু পশবঃ অন্যান্য-দৈবতকাঃ চিন্তনীয়া ইতি ভাবঃ]। তস্মাৎ [হেতোঃ, সর্বদেবত্যং (সর্ব-দেবতং) প্রোক্ষিতং (মন্ত্রপূতং [পশুং] প্রাজাপত্যং (প্রজাপতিদেবতাকং) আলভন্তে (উৎসৃজন্তি) [যাজ্ঞিকাঃ]।

[কোঽসৌ অশ্বমেধঃ ? ইত্যাহ—] এষঃ হ বৈ অশ্বমেধঃ, যঃ এষঃ (আদিত্যঃ) তপতি (জগৎ প্রকাশয়তি)। সংবৎসরঃ লোকপ্রসিদ্ধঃ বৎসরঃ) তস্য (অশ্বমেধরূপিণঃ) আত্মা (শরীরং, তন্নির্বর্ত্যত্বাৎ)। অয়ম্ (পার্থিবঃ) অগ্নিঃ অর্কঃ (তৎসাধনভূতঃ); ইমে লোকাঃ (স্বর্গাদয়ঃ) তস্য আত্মানঃ (শরীরা-বয়বাঃ)। তৌ এতৌ (যথোক্তৌ) অর্কাশ্বমেধৌ (অর্কঃ সাধনভূতঃ, অশ্ব-মেধশ্চ সাধ্যরূপঃ); সা উ পুনঃ (বাক্যালঙ্কারে) একা এব দেবতা ভবতি; [কা সা দেবতা ? ইত্যাহ—] মৃত্যুঃ (মৃত্যুসংজ্ঞকঃ প্রজাপতিঃ) এব (অব-ধারণে)। [ইদানীং বিদ্যাফলমুচ্যতে—] [এবংবিদ্ জনঃ] পুনঃ মৃত্যুম্ অপজয়তি সকৃৎ মৃত্বা পুনর্মরণায় ন জায়তে ইত্যর্থঃ); মৃত্যুঃ এনং (বিদ্বাংসং) ন আপ্নোতি (ন প্রাপ্নোতি); মৃত্যুঃ অস্য (বিদুষঃ) আত্মা ভবতি। [কিঞ্চ, মৃত্যুঃ এব] এতাসাং দেবতানাং একঃ ভবতি [নাস্য কদাচিদপি মৃত্যু-ভয়মস্তীতিভাবঃ; বিদ্যাফলমেতৎ।]

মূলানুবাদ।—সেই প্রজাপতি তখন কামনা করিলেন—আমার এই শরীর মেধ্য (পবিত্র) হউক; আমি এই শরীর দ্বারা শরীরবান্ হইব; [এইরূপ চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন]। যেহেতু, [এই শরীর প্রাণাভাবে] অশ্ব (= স্ফীত) হইয়াছিল, [এবং প্রজাপতির প্রবেশে] আবার তাহা মেধ্য (পবিত্র) হইল, সেই হেতুই [উহা 'অশ্ব' ও 'মেধ' শব্দযোগে অশ্বমেধ নামে অভিহিত হইল; ইহাই] অশ্বমেধের

অশ্বমেধত্ব। যিনি অশ্বমেধকে যথোক্তপ্রকারে জানেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে অশ্বমেধ-রহস্য জানেন, (অপরে জানে না)।

প্রজাপতি সেই অশ্বকে আবদ্ধ না করিয়াই চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি সংবৎসরান্তে সেই অশ্বকে আপনার উদ্দেশে (প্রজাপতির উদ্দেশে) হিংসা করিয়াছিলেন, এবং অপরাপর পশুকে অপরাপর দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলেন ; এই জন্যই যাজ্ঞিকগণ সর্ব্ব-দেবতাত্মক প্রোক্ষিত (মন্ত্রপূত) পশুকে প্রাজাপত্যরূপে উৎসর্গ করিয়া থাকেন।

এখন এই অশ্বমেধের দৈবতরূপ কথিত হইতেছে—এই যিনি আদিত্যরূপে তাপ দিতেছেন, তিনিই সেই অশ্বমেধ ; সংবৎসরকাল তাহার আত্মা বা শরীরাবয়ব ; আর এই পৃথিবীগত অগ্নি হইতেছে অর্ক ; স্বর্গাদি লোকত্রয় হইতেছে তাহার আত্মা বা অবয়ব। সেই এই অর্ক ও অশ্বমেধ নামতঃ ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ তাহারা একই দেবতা—মৃত্যুস্বরূপ। অশ্বমেধ-রহস্যবিৎ ব্যক্তি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন, মৃত্যু ইহাকে প্রাপ্ত হয় না ; মৃত্যু ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া থাকে, এবং এই সমস্ত দেবতার এক—সমষ্টিভূত মৃত্যুস্বরূপ হন ; [ইহাই অশ্বমেধ-বিজ্ঞানের ফল] ॥১॥৭॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স তস্মিন্নেব শরীরে গতমনাঃ সন্ কিম্ অকরোদিতি, উচ্যতে—সোঽকাময়ত। কথম্? মেধ্যং মেধার্হং যজ্ঞিয়ং মে মম ইদং শরীরং স্যাৎ ; কিঞ্চ, আত্মবী আত্মবাংশ্চ অনেন শরীরেণ শরীরবান্ স্যামিতি—প্রবিবেশ। যস্মাৎ তচ্ছরীরং মদ্বিয়োগাৎ গতযশোবীর্য্যং সৎ অশ্বৎ অশ্বয়ৎ, ততঃ তস্মাদশ্বঃ সমভবৎ ; ততোঽশ্বনামা প্রজাপতিরেব সাক্ষাদিতি স্তূয়তে। যস্মাচ্চ পুনস্তৎপ্রবেশাৎ গতযশোবীর্য্যত্বাদমেধ্যং সৎ মেধ্যমভূৎ, তদেব তস্মাদেব অশ্বমেধস্য অশ্বমেধনাম্নঃ ক্রতোঃ অশ্বমেধত্বম্ অশ্বমেধনাম-লাভঃ। ক্রিয়াকারক-ফলাত্মকো হি ক্রতুঃ ; স চ প্রজাপতিরেবেতি স্তূয়তে।

ক্রতুনির্ব্বর্ত্তকস্যাশ্বস্য প্রজাপতিত্বমুক্তম্—"উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য" ইত্যা-দিনা। তস্যৈবাশ্বস্য মেধস্য প্রজাপতিস্বরূপস্য অগ্নেশ্চ যথোক্তস্য ক্রতুফলাত্ম-

রূপতয়া সমস্তোপাসনং বিধাতব্যমিত্যারভ্যতে। পূর্ব্বত্র ক্রিয়াপদস্য বিধায়কস্যা-শ্রুতত্বাৎ, ক্রিয়াপদাপেক্ষত্বাচ্চ প্রকরণস্য, অয়মর্থোঽবগম্যতে।

এষ হ বৈ অশ্বমেধং ক্রতুং বেদ—যঃ কশ্চিৎ,এনমশ্বম্ অগ্নিরূপমর্কং চ যথোক্তম্, এবং বক্ষ্যমাণেন সমাসেন প্রদর্শ্যমানেন বিশেষণেন বিশিষ্টং বেদ, স এষো-ঽশ্বমেধং বেদ, নান্যঃ; তস্মাদেবং বেদিতব্য ইত্যর্থঃ। কথম্? তত্র পশুবিধা-নমেব তাবদুপবর্ণয়তি,—তত্র প্রজাপতিঃ “ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেয়” ইতি কাময়িত্বা আত্মানমেব পশুং মেধ্যং কল্পয়িত্বা, তং পশুম্ অনবরুধ্যৈব উৎসৃষ্টং পশুমব-স্থাপ্যৈব মুক্তপ্রগ্রহম্, অবরুদ্ধ অচিন্তয়ৎ। তং সংবৎসরস্য পূর্ণস্য পরস্তাৎ ঊর্দ্ধম্ আত্মনে আত্মার্থম্ আলভত—প্রজাপতিদেবতাকত্বেন ইত্যেতৎ, আলভত আলম্ভং কৃতবান্, পশূন্ অন্যান্ গ্রাম্যানারণ্যাংশ্চ দেবতাভ্যঃ যথাদৈবতং প্রত্যৌ-হৎ প্রতিগমিতবান্। যস্মাচ্চৈবং প্রজাপতিরমন্যত, তস্মাদেবম্ অন্যোঽপ্যুক্তেন বিধিনা আত্মানং পশুমশ্বং মেধ্যং কল্পয়িত্বা, ‘সর্ব্বদেবত্যোঽহং প্রোক্ষ্যমাণঃ; আলভ্যমানশ্চাহং মদ্দেবত্য এব স্যাম্; অন্যে ইতরে পশবো গ্রাম্যারণ্যা যথা-দৈবতম্ অন্যাভ্যো দেবতাভ্য আলভ্যন্তে মদবয়বভূতাভ্য এব’ ইতি বিদ্যাৎ। অতএবেদানীং সর্ব্বদেবত্যং প্রোক্ষিতং প্রাজাপত্যমালভন্তে যাজ্ঞিকা এবম্।

এষ হ বা অশ্বমেধো য এষ তপতি, যস্তেন পশুসাধনকঃ ক্রতুঃ, স এষ সাক্ষাৎ ফলভূতো নির্দ্দিশ্যতে—‘এষ হ বা অশ্বমেধঃ।’ কোঽসৌ? য এষ সবিতা তপতি জগদবভাসয়তি তেজসা; তস্যাস্য ক্রতুফলাত্মনঃ সংবৎসরঃ কালবিশেষ আত্মা শরীরম্, তন্নির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ সংবৎসরস্য। তস্যৈব ক্রত্বাত্মনঃ অগ্নিসাধ্যত্বাৎ চ ফলস্য ক্রতুস্বরূপেণ এব নির্দ্দেশঃ। অয়ং পার্থিবোঽগ্নিঃ অর্কঃ সাধনভূতঃ; তস্য চার্কস্য ক্রতৌ চিত্যস্য ইমে লোকাস্ত্রয়োঽপি আত্মানঃ শরীরাবয়বাঃ। তথাচ ব্যাখ্যাতং—“তস্য প্রাচী দিক্” ইত্যাদিনা। তৌ অগ্ন্যা-দিত্যাবেতৌ যথাবিশেষিতৌ অর্কাশ্বমেধৌ ক্রতু-ফলে; অর্কো যঃ পার্থিবোঽগ্নিঃ, স সাক্ষাৎ ক্রতুরূপঃ ক্রিয়াত্মকঃ; ক্রতোরগ্নিসাধ্যত্বাৎ তদ্রূপেণৈব নির্দ্দেশঃ। ক্রতুসাধ্যত্বাচ্চ ফলস্য ক্রতুরূপেণৈব নির্দ্দেশঃ—‘আদিত্যোঽশ্বমেধঃ’ ইতি।

তৌ সাধ্য-সাধনৌ ক্রতু-ফলভূতাবগ্ন্যাদিত্যৌ—সা উ, পুনর্ভূয়ঃ, একৈব দেবতা ভবতি। কা সা? মৃত্যুরেব; পূর্ব্বমপি একৈবাসীৎ, ক্রিয়া-সাধন ফল-ভেদায় বিভক্তা; তথাচোক্তম্—“স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুত” ইতি। সা পুনরপি ক্রিয়ানির্ব্বৃত্ত্যুত্তরকালম্ একৈব দেবতা ভবতি—মৃত্যুরেব ফলরূপঃ। যঃ পুনরেবম্ এনমশ্বমেধং মৃত্যুমেকাং দেবতাং বেদ—অহমেব মৃত্যুরস্মি অশ্বমেধ

একা দেবতা মন্ত্রপাঠাগ্নি-সাধনসাধ্যা—ইতি ; সোঽপমৃত্যুতি, পুনর্মৃত্যুং পুন-র্মরণম্, সকৃৎ মৃত্বা পুনর্মরণায় ন জায়ত ইত্যর্থঃ। অপজিতোঽপি মৃত্যুরেনং পুনরাপ্নুয়াৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি। কস্মাৎ ? মৃত্যুঃ অস্যৈবংবিদঃ আত্মা ভবতি ; কিঞ্চ, মৃত্যুরেব ফলরূপঃ সন্ এতাসাং দেবতানামেকো ভবতি ; তস্যৈতৎ ফলম্ ॥ ৯ ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ১ ॥ ২ ॥

টীকা। সম্যগ্জ্ঞানাভাবাদাসক্তে সত্যপি ন পুনস্তস্মিন্ প্রবেশো যুক্তঃ, পরিত্যক্ত-পরিগ্রহাযোগাৎ, ইতি শঙ্কতে—স তস্মিন্নিতি। অজ্ঞানবশাৎ পরিত্যক্তপরিগ্রহোঽপি সম্ভবতীত্যাহ—উচ্যত ইতি। বীতরাগস্য কামনা অযুক্তেতি শঙ্কতে—কথমিতি। সামর্থ্যাতিশয়াৎ অশরীরস্যাপি প্রজাপতেস্তদুপপত্তিরিতি মন্বানো ব্রূতে—মেধ্যমিতি। কামনাফলমাহ—ইতি প্রাবিবেশেতি। তথাপি কথং প্রকৃতনিরুক্তিসিদ্ধিরিত্যাশ-ঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। বস্তুতো যথামিতি ব্যাখ্যাতঃ। দেহত্যাগেঽপি কথং প্রজাপতে-স্তথাত্বম্, ইত্যাশঙ্ক্য তত্তাদাত্ম্যাদিত্যাহ—তত ইতি অশ্বস্য প্রজাপতিত্বেন স্তুতত্বাৎ তদো-পাসনং ফলতীতি ভাবঃ। তথাপি কথমশ্বমেধনামনির্বচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাচ্চেতি। ক্রতোস্তন্নামকত্বং প্রজাপতেরিতি যাবৎ। দেহো হি প্রাণবিয়োগাদশ্বৎ, পুনস্তৎপ্রবেশাচ্চ মেধ্যোঽভূৎ, অতঃ সোঽশ্বমেধঃ, তত্তাদাত্ম্যাৎ প্রজাপতিরপি ভবেত্যর্থঃ। নন্বপ্রজাপতিত্বে-নাশ্বমেধস্য স্তুতির্নোপযোগিনী, অগ্ন্যেকদেশস্যৈব প্রস্তুতত্বাৎ ক্রতূপাসনাভাবাৎ ; অত আহ—ক্রিয়েতি।

নন্বগ্নেরশ্বস্য অশ্বমেধক্রতুসম্বন্ধস্য অগ্নেরুক্তরীত্যা স্তুতত্বাৎ তদুপাস্তেশ্চ প্রাগেবোক্ত-ত্বাদেষ হ বা অশ্বমেধম্" ইত্যাদিবাক্যং নোপযুজ্যতে, তত্রাহ—ক্রতুনির্বর্তকস্যেতি। উক্তং চ চিত্যাগ্নেঃ শিরস্ত্ব প্রাচী দিগিত্যাদিনা. প্রজাপতিত্বমিতি শেষঃ। অথোপাসনদ্বয়োপাসনং চৈকমেবেতি বক্তুমুত্তরং বাক্যমিত্যাহ তস্যৈবেতি। য এবমেতৎ অদিতেরদিতিত্বং বেদেত্যাদৌ প্রাগেব বিহিতমুপাসনং, কিং পুনরাম্নায়ত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পূর্বত্রেতি। যদ্যপি বিধিরদিতিত্বং বেদেতি শ্রুতঃ, তথাপি সত্যপোপাত্তিবিধিন প্রধানবিধিঃ ; অত্র তু প্রধান-বিধিরূপাত্তিপ্রকরণত্বাৎ সেক্ষ্যতে ; অতোঽশ্বমেধং বেদেতি প্রধানবিধিরিতি ভাবঃ। তাৎপর্যা-মুক্তা বাক্যমাদায় অক্ষরাণি ব্যাকরোতি এষ ইতি। যথোক্তমিত্যুত্তরত্র প্রজাপতিত্ব-মনূদ্যতে। তথৈবক্রমেণোত্যাদি প্রদর্শনাবিশেষণম্। বিধিরত্র স্যাৎ ন ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। অথবেদো বিশেষ্যত্বেন সংবধ্যতে।

এবং শব্দাৎ প্রসিদ্ধার্থত্বং ভাতি, ততো বিধিরিত্যাহ—কথমিতি। "এষ হ বা অশ্বমেধং বেদ" ইত্যাদৌ বিবক্ষিতস্য বিধেস্তুরিকাং করোতি—তত্রেত্যাদিনা। উপাস্তিবিধি-প্রস্তাবঃ সপ্তম্যর্থঃ। কথং নু পশুবিষয়ং দর্শনং, তদ্দর্শয়তি—তত্রেতি। এবমনন্তরবাক্যে প্রবৃত্তে সতীতি যাবৎ। অথ বিবক্ষিতবিধিমভিদধাতি—যস্মাচ্চেতি। প্রজাপতিরিত্থং

নামে অভিহিত) হইল; সেই কারণে স্বয়ং প্রজাপতিও অশ্ব নামে অভিহিত হইলেন; ইহা দ্বারা অশ্বেরও প্রশংসা করা হইল। পুনশ্চ যেহেতু যশোবীর্য্যের অভাবে অমেধ্য বা অপবিত্র হইয়াও সেই শরীরই আবার প্রজাপতির প্রবেশের ফলে মেধ্য (পবিত্র) হইয়াছিল, সেই হেতুই অশ্বমেধের, অর্থাৎ অশ্বমেধনামক ক্রতুর অশ্বমেধত্ব—অশ্বমেধ-সংজ্ঞা লাভ হইয়াছে। ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন ও ফল, সমস্তই ক্রতুর স্বরূপ; অথচ সেই ক্রতুটীও আবার প্রজাপতিস্বরূপ, এই বলিয়া যজ্ঞের প্রশংসা করা হইতেছে।

"উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য" এই স্থলে যজ্ঞনির্ব্বাহক অশ্বকে প্রজাপতিস্বরূপ বলা হইয়াছে। সেই মেধ্য অশ্বে এবং প্রজাপতিস্বরূপ যথোক্ত অগ্নিতে যজ্ঞ-ফল-রূপে উপাসনা-বিধানের নিমিত্ত এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। কেন না, অতীত শ্রুতিতে উপাসনা-বিধায়ক কোন ক্রিয়াপদ নাই, অথচ এই প্রকরণটী ক্রিয়াপদ সাপেক্ষ; কাজেই এখানে ঐরূপই বাক্যের তাৎপর্য্য প্রতীত হইতেছে।

তিনিই যথার্থ অশ্বমেধ জানেন, যিনি যথোক্তপ্রকারে এই তত্ত্ব অবগত আছেন; একথার অর্থ এই যে, যে কোন লোক এই অশ্বমেধকে এবং অগ্নিরূপী অর্ককে এইপ্রকারে অর্থাৎ পরে সংক্ষিপ্তরূপে যে বিশেষণ প্রদর্শন করা হইবে, সেই বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে অবগত হন, সেই বিদ্বান্ পুরুষই প্রকৃতপক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ-রহস্য জানেন, অপরে জানে না; অতএব যথোক্তপ্রকারে অশ্বমেধরহস্য জানা আবশ্যক। কি প্রকারে জানিতে হইবে? এই আকাঙ্ক্ষায় প্রথমতঃ অশ্ববিষয়ক উপাসনাই বলিতেছেন,—প্রজাপতি প্রথমতঃ 'আমি প্রভূত পরিমাণে যজ্ঞ করিব' এইরূপ কামনা করিয়া, আপনাকেই যজ্ঞীয় পবিত্র পশুরূপে কল্পনা করিয়া, সেই পশুকে অবরুদ্ধ না করিয়াই—উৎসর্গীকৃত সেই পশুকে না বাঁধিয়াই; অর্থাৎ প্রগ্রহশূন্য (লাগাম রহিত) রাখিয়াই চিন্তা করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ এক বৎসরের পর সেই পশুকে আপনার উদ্দেশে, অর্থাৎ প্রজাপতি-দৈবতক-রূপে আলম্ভন (বধ) করিয়াছিলেন। গ্রাম্য ও অরণ্যজাত অন্যান্য পশুকে নির্দ্দিষ্ট দেবতাগণের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যেহেতু স্বয়ং প্রজাপতি ঐরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই হেতুই অন্য লোকও এইপ্রকার যথোক্ত প্রণালীতে আপনাকে মেধ্য অশ্ব-পশুরূপে কল্পনা করিয়া 'আমি প্রোক্ষ্যমাণ (সংস্কারসম্পন্ন) সর্ব্বদৈবতক; আমি আমাকে আলম্ভন করিলে আত্ম-দৈবতকই হইব, এবং গ্রাম্য ও আরণ্য অপরাপর পশুগণকে আমারই অবয়ব-

স্বরূপ অতএব নির্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশে আলম্ভন করিব', এইরূপ চিন্তা করিবে। এইজন্যই যাজ্ঞিকগণ এখনও প্রোক্ষিত (উৎসর্গীকৃত) পশুকে প্রজাপতির উদ্দেশে নিহত করিয়া থাকেন।

এই যিনি তাপ দিতেছেন, ইনিই সেই অশ্বমেধ; অশ্ব পশু দ্বারা যে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয়, "এষ হ বা অশ্বমেধঃ" কথায় সেই যজ্ঞই সাক্ষাৎ ফল-স্বরূপে নির্দিষ্ট হইতেছে। ইনি কে? না, এই যে সূর্য্যদেব স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন। সংবৎসরাত্মক কালই যজ্ঞফলরূপী সেই সূর্য্যের আত্মা—শরীর; কেন না, সূর্য্য দ্বারাই সংবৎসর সম্পাদিত হইয়া থাকে; এই পৃথিবীগত অগ্নিই সেই যজ্ঞরূপী সবিতার অর্ক অর্থাৎ অর্কত্ব-সাধন; আর স্বর্গাদি লোকত্রয়ই যজ্ঞে আহরণীয় সেই অগ্নির আত্মা—শরীরাবয়ব, 'পূর্ব্বদিক্ তাহার শিরঃ'ইত্যাদি বাক্যেও একথাই বর্ণিত হইয়াছে। সেই অগ্নি ও আদিত্য, এই উভয়ই পূর্ব্বোক্ত বিশেষণে বিশেষিত যজ্ঞ ও তৎফলস্বরূপ অর্ক ও অশ্বমেধ। অর্কনামক যে পার্থিব অগ্নি, তাহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়াত্মক যজ্ঞস্বরূপ; যজ্ঞ সাধারণতঃ অগ্নিসাধ্য, এই কারণে এখানে যজ্ঞরূপেই তাহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এবং ফলও যজ্ঞসাধ্য; এই কারণে যজ্ঞফল আদিত্যকেও এখানে অশ্বমেধরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (১)।

সাধ্য ও সাধন স্বরূপ এবং ক্রিয়া ও তৎফলাত্মক সেই অগ্নি ও আদিত্য, উভয়ই আবার একই দেবতা হন। সেই দেবতাটী কে? মৃত্যুই সেই দেবতা: পূর্ব্বেও ইঁহারা একই ছিলেন, কেবল ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন ও তাহার ফলভেদ সম্পাদনের নিমিত্ত বিভক্ত বা পৃথক্ হইয়াছেন মাত্র; 'তিনি আপনাকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন' এই শ্রুতিও ঠিক ঐরূপই বলিয়াছেন। তিনি ক্রিয়া সম্পাদনের পর পুনরপি সেই একই দেবতা হন—ক্রিয়াফলাত্মক মৃত্যুই (প্রজাপতিস্বরূপই) হন। যে ব্যক্তি এই অশ্বমেধকে মৃত্যুরূপী একই দেবতা বলিয়া জানেন—আমিই মদাত্মক অশ্ব ও অগ্নিরূপ সাধন, সাধ্য ও অশ্বমেধস্বরূপ এক দেবতা, এইরূপ অবগত হন; তিনি পুনর্মৃত্যু অর্থাৎ পুনর্ব্বার মরণকে

(১) তাৎপর্য্য—অগ্নি দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হয় এইজন্য অগ্নিকে 'অশ্বমেধ' বলা হইয়াছে, আর আদিত্যই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া বর্ত্তমানকল্পে আদিত্যপদ লাভ করিয়াছে; এই কারণে অশ্বমেধের ফলস্বরূপ আদিত্যকেও এখানে 'অশ্বমেধ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রথমস্থলে ক্রিয়াসাধনে ক্রিয়াপদের আরোপ, আর দ্বিতীয়স্থলে ক্রিয়াফলে ক্রিয়ার আরোপ করা হইয়াছে, এবং পরিশেষে তদুভয়কেই আবার প্রাণরূপে এক অভিন্ন দেবতারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

জয় করেন; অভিপ্রায় এই যে, তিনি একবার মৃত্যুর পর আবার মৃত্যুভোগের জন্য আর জন্ম পরিগ্রহ করেন না। মৃত্যু একবার বিজিত হইলেও পুনর্ব্বার তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, মৃত্যু ইহাকে আর অধিকার করিতে পারে না। কারণ? মৃত্যুই একংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের আত্মস্বরূপ হইয়া থাকে; [সুতরাং তাহার আর মৃত্যু সম্ভাবনা থাকে না]। অপিচ, মৃত্যুই যজ্ঞফলস্বরূপে উক্ত দেবতাগণের মধ্যে অন্যতম দেবতা হইয়া থাকেন। ইহাই অশ্বমেধযজ্ঞ-বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষের প্রাপ্তব্য ফল। ১। ৭।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ। ১। ২।

তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

[উদ্গীথ-ব্রাহ্মণম্।]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। "দ্বয়া হ" ইত্যাদ্যস্য কঃ সম্বন্ধঃ? কর্মণাং জ্ঞান-সহিতানাং পরা গতিরুক্তা মৃত্য্বাত্মভাবঃ, অশ্বমেধ-গত্যুক্ত্যা। অথেদানীং মৃত্য্বাত্মভাব-সাধনভূতয়োঃ কর্ম-জ্ঞানয়োর্যত উদ্ভবঃ, তৎপ্রকাশনার্থমুদ্গীথ ব্রাহ্মণমারভ্যতে।

ননু মৃত্য্বাত্মভাবঃ পূর্বত্র জ্ঞান-কর্মণোঃ ফলমুক্তম্। উদ্গীথজ্ঞান-কর্মণোস্তু মৃত্য্বাত্মভাবাতিক্রমণং ফলং বক্ষ্যতি। অতো ভিন্নবিষয়ত্বাৎ ফলস্য ন পূর্বকর্ম-জ্ঞানোদ্ভব-প্রকাশনার্থম্, ইতি চেৎ; নায়ং দোষঃ; অগ্ন্যাদিত্যাত্মভাবত্বাদুদ্গীথ-ফলস্য পূর্বত্রাপ্যেতদেব ফলমুক্তম্—"এতাসাং দেবতানামেকো ভবতি" ইতি। ননু 'মৃত্যুমতিক্রান্তঃ' ইত্যাদি বিরুদ্ধম্; ন, স্বাভাবিকপাপ্মাসঙ্গবিষয়ত্বাদতি-ক্রমণস্য।

কোঽসৌ স্বাভাবিকঃ পাপ্মাসঙ্গো মৃত্যুঃ? কুতো বা তস্যোদ্ভবঃ? কেন বা তস্যাতিক্রমণম্, কথং বা?—ইত্যেতস্যার্থস্য প্রকাশনায় আখ্যায়িকা-রভ্যতে। কথম্?—

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমবতার্য তস্য পূর্বেণ সম্বন্ধাপ্রতীতের্ন সঙ্গতিরিত্যাক্ষিপতি—দ্বয়া হেত্যাদ্যস্যেতি। বিবক্ষিতং সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি—কর্মণামিতি। সা কাষ্ঠা সা পরা গতিরিতি শ্রুতেরুক্তা পরা গতির্মুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—মৃত্য্বাত্মভাব ইতি। অশ্বমেধো-পাসনস্য সাশ্বমেধস্য কেবলস্য বা ফলমুক্তং নোপাস্যান্তরাণাং কর্মান্তরাণাং চেত্যাশঙ্ক্যাশ্বমেধ-ফলোক্ত্যোপাস্যান্তরাণাং কেবলানাং সমুচ্চিতানাং চ ফলমুপলক্ষিতমিত্যাহ—অশ্বমেধেতি। বৃত্তমনূদ্যোত্তরব্রাহ্মণস্য তাৎপর্যমাহ—অথেতি। জ্ঞানযুক্তানাং কর্মণাং সংসারফলত্বপ্রদ-র্শনার্থমিতি যাবৎ। জ্ঞানকর্মণোরুদ্ভাবকস্য প্রাণস্য স্বরূপং নিরূপয়িতুং ব্রাহ্মণমিত্যু-ক্তাপ্য উত্থাপকত্বং সম্বন্ধমুক্তমাক্ষিপতি—নন্বিতি। মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপ্যত ইতি মৃত্যো-রতিক্রমস্য বক্ষ্যমাণজ্ঞানকর্মফলত্বাৎ পূর্বত্র চ তদ্ভাবস্য তৎফলত্বোক্তত্বাৎ উত্তরত্রাপি ফলস্য ভেদাৎ পূর্বোত্তরয়োর্জ্ঞানকর্মণোঃ বিষয়ভিদতো ভেদাৎ ন পূর্বোক্তয়োস্তয়োঃ উদ্ভবকারণ-প্রকাশনার্থং ব্রাহ্মণমিত্যর্থঃ। পূর্বোত্তরজ্ঞানকর্মফলভেদাভাবাৎ একবিষয়ত্বাৎ তদুদ্ভাবকপ্রকাশনার্থং ব্রাহ্মণং যুক্তমিতি পরিহরতি—নায়মিতি। বাক্যশেষবিরোধং শঙ্কিত্বা দূষয়তি—নন্বিত্যাদিনা। স্বাভাবিকঃ শাস্ত্রানাধেয়ো যোঽয়ং পাপ্মা বিষয়াসঙ্গরূপঃ, স মৃত্যুঃ, তস্যাতিক্রমণং বাক্যশেষে কথ্যতে, ন হি হিরণ্যগর্ভভাবান্মৃত্যোঃ অতঃ পূর্বোক্তজ্ঞানকর্মভ্যাং তুল্যবিষয়ত্বমেব উত্তরজ্ঞানকর্মণোরিত্যর্থঃ।

জ্ঞানকর্মণোরুদ্ভাবকত্বং বক্তুং ব্রাহ্মণমারভ্যতাম্ আখ্যায়িকা তু কিমর্থা, ইত্যাশঙ্ক্য তদ্ভাবাৎ-

পর্য্যবাহ—কোঽস্যাভিসম্বন্ধ ইতি। কথং যথোক্তো ব্রাহ্মণাখ্যায়িকয়োরর্থঃ শক্যো জ্ঞাতুং বিদ্যাকাঙ্ক্ষাং নিক্ষিপ্যাকস্মাৎ ব্যাচষ্টেতি—কথমিত্যাদিনা।

ভাষ্যানুবাদ। বক্ষ্যমাণ "দ্বয়া হ" ইত্যাদি শ্রুতির সহিত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির সম্বন্ধ কি?—অর্থাৎ কোন্ প্রসঙ্গে "দ্বয়া হ" ইত্যাদি বাক্যের আরম্ভ হইল, [তাহা কথিত হইতেছে—] (২)। অশ্বমেধের ফল কথনের দ্বারা জ্ঞানসহ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের চরম ফল যে মৃত্যু-স্বরূপতা-প্রাপ্তি তাহা কথিত হইয়াছে। অতঃপর এখন যাহা হইতে মৃত্যুস্বরূপতা-প্রাপ্তির সাধনভূত কর্ম্ম ও জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য এই "উদ্গীথ ব্রাহ্মণ" ('দ্বয়া হ' ইত্যাদি প্রকরণ) আরব্ধ হইতেছে—

ভাল, ইতঃপূর্ব্বে জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল বলা হইয়াছে—মৃত্যুস্বরূপতাপ্রাপ্তি, আর উদ্গীথ-প্রকরণে জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল বলা হইবে—মৃত্যুভাব অতিক্রম করা; অতএব ফলের বিষয় বিভিন্নপ্রকার হওয়ায় পূর্ব্বপ্রকরণীয় জ্ঞান-কর্ম্মের উৎপত্তি-প্রকাশনার্থ এই প্রকরণের আরম্ভ কি করিয়া হইতে পারে? —ইহা যদি বল, [তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে,] না—ইহা দোষ নহে; কেন না, উদ্গীথের যাহা ফল—অগ্নি ও আদিত্যস্বরূপতা লাভ, পূর্ব্বেও "এতাসাং দেবতানাম্ একো ভবতি" (এই সমস্ত দেবতার মধ্যে এক জন হয়) —এই বাক্যে সেই ফলই উক্ত হইয়াছে; [সুতরাং উভয় প্রকরণে ফলভেদ ঘটিতেছে না]। ভাল, উদ্গীথপ্রকরণের 'মৃত্যু অতিক্রম করা' ফলোল্লেখ ত বিরুদ্ধ হইতেছে? না, তাহাও নহে; কারণ, এই 'মৃত্যু অতিক্রম' অর্থ— স্বভাবসিদ্ধ পাপাসক্তিনিবৃত্তি মাত্র, (কিন্তু যথার্থই মৃত্যু অতিক্রম নহে)।

এই স্বাভাবিক পাপাসক্তিরূপ মৃত্যুটা কি? কোথা হইতেই বা তাহার উদ্ভব হয়? এবং কি উপায় ও কি প্রকারেই বা তাহার অতিক্রম করা যাইতে পারে? কেনই বা এই সমস্ত বিষয় প্রকাশনার্থ আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে। [সেই আখ্যায়িকাটি] কি প্রকার? [তাহা বলা হইতেছে—

---

(২) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, "নাসম্বদ্ধং বাক্যং প্রযুঞ্জীত," অর্থাৎ অসম্বদ্ধ বা সম্বন্ধহীন বাক্য প্রয়োগ করিবে না; কাজেই এক প্রকরণের পর অন্য প্রকরণ আরম্ভ করিতে হইলেই পূর্ব্বপ্রকরণের সঙ্গে তাহার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা নির্দ্দেশ করিতে হয়। তাই ভাষ্যকার এখানে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের সহিত তৃতীয় ব্রাহ্মণের একটা সম্বন্ধ বা উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন। নচেৎ সম্বন্ধশূন্য বাক্য পণ্ডিতগণের নিকট বাতুলোক্তির ন্যায় উপেক্ষণীয় হইতে পারে।

দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ, ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাঃ, ত এষু লোকেষস্পর্দ্ধন্ত, তে হ দেবা ঊচু-র্হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়ামেতি ॥ ১০ ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থঃ।—প্রাজাপত্যাঃ (পূর্ব্বোক্তস্য প্রজাপতেঃ অপত্যানি) হ (প্রসিদ্ধৌ) দ্বয়াঃ (দ্বিপ্রকারাঃ)—দেবাঃ চ অসুরাঃ চ; [অত্র দেবাসুর-শব্দাভ্যাং প্রজাপতেঃ বাক্প্রভৃতয়ঃ প্রাণা উচ্যন্তে]। ততঃ (তয়োর্মধ্যে) কানীয়সাঃ (কনীয়াংস এব কানীয়সাঃ কনিষ্ঠা ইত্যর্থঃ) এব দেবাঃ (দ্যোতমানাঃ সাত্ত্বিকবৃত্তয়ঃ), জ্যায়সাঃ (জ্যায়াংস এব জ্যায়সাঃ জ্যেষ্ঠা বহুতরা ইত্যর্থঃ) চ অসুরাঃ (অসুষু প্রাণেষু রমমাণাঃ রাজসতামসবৃত্তয় এব) [বভূবুঃ]। তে (দেবাঃ অসুরাশ্চ) এষু লোকেষু (ভোগ্যবিষয়েষু, তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ) অস্পর্দ্ধন্ত (স্পর্দ্ধাং—জিগীষাং কৃতবন্তঃ)। তে দেবাঃ হ (ঐতিহ্যে) ঊচুঃ (উক্তবন্তঃ)—হন্ত (হর্ষে) যজ্ঞে (জ্যোতিষ্টোমাখ্যে) উদ্গীথেন (উদ্গীথকর্ম্মণা) অসুরান্ অত্যয়াম (অতিক্রমাম, তান্ অতিক্রম্য স্বং দেবভাবং গচ্ছেমহি) ইতি ॥ ১০ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—প্রজাপতির সন্তান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) দেবতা ও (২) অসুর। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানগণই হইল দেবতা, আর জ্যেষ্ঠ সন্তানগণ হইল অসুর; তাঁহারা এই ভোগরাজ্যে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। সেই দেবতাগণ পরস্পরকে বলিয়াছিলেন,—ভাল, আমরা জ্যোতিষ্টোম নামক যজ্ঞে উদ্গীথানুষ্ঠান দ্বারা অসুরগণকে পরাজিত করিব, অর্থাৎ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া নিজেদের স্বাভাবিক দেবভাব লাভ করিব ॥ ১০ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। দ্বয়া দ্বিপ্রকারাঃ; 'হ' ইতি পূর্ব্ববৃত্তাবদ্যোতকো নিপাতঃ; বর্ত্তমানপ্রজাপতেঃ পূর্ব্বজন্মনি যদ্ বৃত্তম্, তদব দ্যোতয়তি হ-শব্দেন। প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতেরপূর্ব্বজন্মাবস্থস্য অপত্যানি—প্রাজাপত্যাঃ। কে তে? দেবাশ্চাসুরাশ্চ,—তস্যৈব প্রজাপতেঃ প্রাণা বাগাদয়ঃ। কথং পুনস্তেষাং দেবাসুরত্বম্? উচ্যতে—শাস্ত্রজনিতজ্ঞান কর্ম্মভাবিতা দ্যোতনাদ্ দেবা ভবন্তি; ত এব স্বাভাবিক-প্রত্যক্ষানুমানজনিত-দৃষ্টপ্রয়োজন-কর্ম্মজ্ঞানভাবিতা অসুরাঃ, স্বেম্বেব অসুষু রমণাৎ; সুরেভ্যো বা দেবেভ্যোঽন্যত্বাৎ। যস্মাচ্চ দৃষ্টপ্রয়োজন-জ্ঞান-কর্ম্মভাবিতা অসুরাঃ, ততস্তস্মাৎ কানীয়সাঃ, কনীয়াংস এব কানীয়সাঃ

স্বার্থেহপি বৃত্তিঃ ; কনীয়াংসোহল্পা এব দেবাঃ ; জ্যায়সা অসুরা জ্যায়াংসোহ-সুরাঃ ; স্বাভাবিকী হি কর্ম-জ্ঞান-প্রবৃত্তির্মহত্তরা প্রাণিনাং শাস্ত্রজনিতায়াঃ কর্ম-জ্ঞানপ্রবৃত্তেঃ, দৃষ্টপ্রয়োজনত্বাৎ ; অতএব কনীয়স্ত্বং দেবানাম্, শাস্ত্রজনিত-প্রবৃত্তেরল্পত্বাৎ ; অত্যন্তযত্নসাধ্যা হি সা। ১।

তে দেবাশ্চাসুরাশ্চ প্রজাপতিশরীরস্থা এষু লোকেষু নিমিত্তভূতেষু স্বাভাবিকেতর কর্মজ্ঞানসাধ্যেষু অস্পর্দ্ধন্ত স্পর্দ্ধাং কৃতবন্তঃ। দেবানামসুরা-ণাঞ্চ বৃত্ত্যুদ্ভবাভিভবৌ স্পর্দ্ধা ; কদাচিচ্ছাস্ত্রজনিত-কর্মজ্ঞানভাবনারূপা বৃত্তিঃ প্রাণানামুদ্ভবতি। যদা চোদ্ভবতি, তদা দৃষ্টপ্রয়োজনা প্রত্যক্ষানুমানজনিত-কর্মজ্ঞানভাবনারূপা তেষামেব প্রাণানাং বৃত্তিরাসুর্য্যভিভূয়তে ; স দেবানাং জয়ঃ, অসুরাণাং পরাজয়ঃ। কদাচিৎ তদ্বিপর্য্যয়েণ দেবানাং বৃত্তিরভিভূয়তে, আসুর্য্যা উদ্ভবঃ ; সোহসুরাণাং জয়ঃ, দেবানাং পরাজয়ঃ। এবং দেবানাং জয়ে ধর্মভূয়স্ত্বাদুৎকর্ষ আ প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তেঃ ; অসুরজয়েহধর্মভূয়স্ত্বাদপকর্ষ আ স্থাবরত্বপ্রাপ্তেঃ। উভয়সাম্যে মনুষ্যত্বপ্রাপ্তিঃ। ২।

তে এবং কনীয়স্ত্বাদভিভূয়মানা অসুরৈর্দেবা বাহুল্যাদসুরাণাং কিং কৃতবন্তঃ ? ইত্যুচ্যতে—তে দেবা অসুরৈরভিভূয়মানা হ কিল উচুরুক্তবন্তঃ ; কথম্ ? হন্ত ইদানীমস্মিন্ যজ্ঞে জ্যোতিষ্টোমে উদ্গীথেন উদ্গীথকর্মপদার্থ-কর্ত্তৃস্বরূপাশ্রয়ণেন অত্যয়াম অতিগচ্ছাম ; অসুরানভিভূয় স্বং দেবভাবং শাস্ত্রপ্রকাশিতং প্রতিপদ্যামহে—ইত্যুক্তবন্তোহন্যোন্যম্। উদ্গীথকর্ম-পদার্থ-কর্ত্তৃস্বরূপাশ্রয়ণঞ্চ জ্ঞান-কর্মভ্যাম্ ; কর্ম বক্ষ্যমাণং মন্ত্রজপলক্ষণম্—বিধিৎ-স্যমানং "তদেতানি জপেৎ" ইতি ; জ্ঞানন্তু ইদমেব নিরূপ্যমাণম্। ৩।

নন্বিদমভ্যারোহ-জপবিধিশেষঃ অর্থবাদঃ ? ন জ্ঞাননিরূপণপরম্। ন ; "য এবং বেদ" ইতি বচনাৎ। উদ্গীথপ্রস্তাবে পুরাকল্পশ্রবণাদুদ্গীথবিধিপরমিতি চেৎ ; ন, অপ্রকরণাৎ ; উদ্গীথস্য চান্যত্র বিহিতত্বাৎ ; বিদ্যাপ্রকরণত্বাচ্চাস্য ; অভ্যারোহজপস্য চানিত্যত্বাৎ এবংবিৎপ্রয়োজ্যত্বাৎ, বিজ্ঞানস্য চ নিত্যবচ্ছ্রবণাৎ ; "তদ্ধৈতল্লোকজিদেব" ইতি চ শ্রুতেঃ ; প্রাণস্য বাগাদীনাঞ্চ শুদ্ধ্যশুদ্ধিবচনাৎ ; ন হ্যুপাসনে—প্রাণস্য শুদ্ধিবচনম্, বাগাদীনাং চ সহোপন্যস্তানামশুদ্ধি-বচনম্, বাগাদিনিন্দয়া মুখ্যপ্রাণস্তুতিশ্চাভ্যর্হিতোপপদ্যতে,—"মৃত্যুমতি-ক্রান্তো দীপ্যতে" ইত্যাদিফলবচনঞ্চ। প্রাণস্বরূপাপত্তেহি ফলং তদ্-যদ্বাগাদ্যগ্ন্যাদিভাবঃ। ৪।

ভবতু নাম প্রাণস্যোপাসনম্, ন তু বিশুদ্ধ্যাদিগুণবত্তেতি। ননু স্যাৎ, শ্রুত-

বাৎ ; ন স্যাৎ, উপাস্যত্বে তত্ত্বার্থোপপত্তেঃ। ন ; অবিপরীতার্থপ্রতিপত্তেঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত্যুপপত্তের্লোকবৎ। যো হ্যবিপরীতমর্থং প্রতিপদ্যতে লোকে, স ইষ্টং প্রাপ্নোতি, অনিষ্টাদ্ বা নিবর্ত্ততে, ন বিপরীতার্থপ্রতিপত্ত্যা ; তথেহাপি শ্রৌতশব্দজনিতার্থপ্রতিপত্তৌ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিরুপপন্না, ন বিপর্য্যয়ে। ন চোপাসনার্থশ্রুতশব্দোত্থবিজ্ঞানবিষয়স্যাযথার্থত্বে প্রমাণমস্তি। ন চ তদ্বিজ্ঞানস্যাপবাদঃ শ্রূয়তে। ততঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিদর্শনাৎ যথার্থত্বং প্রতিপদ্যামহে ; বিপর্য্যয়ে *চানর্থপ্রাপ্তিদর্শনাৎ* ;—যো হি বিপর্য্যয়েণার্থং প্রতিপদ্যতে লোকে—পুরুষং স্থাণুরিতি, অমিত্রং মিত্রমিতি বা, সোঽনর্থং প্রাপ্নুবন্ দৃশ্যতে। আত্মেশ্বরদেবতাদীনামপ্যযথার্থানামেব চেদ্ গ্রহণং শ্রুতিতঃ, অনর্থপ্রাপ্ত্যর্থং শাস্ত্রমিতি ধ্রুবং প্রাপ্নুয়াৎ, লোকবদেব ; ন চৈতদিষ্টম্। তস্মাদ্ যথাভূতানেব আত্মেশ্বরদেবতাদীন্ গ্রাহয়ত্যুপাসনার্থং শাস্ত্রম্। ৫।

নামাদৌ ব্রহ্মদৃষ্টিদর্শনাদযুক্তমিতি চেৎ ; স্ফুটং নামাদেরব্রহ্মত্বম্ ; তত্র ব্রহ্মদৃষ্টিং স্থাণ্বাদাবিব পুরুষদৃষ্টিং বিপরীতাং গ্রাহয়চ্ছাস্ত্রং দৃশ্যতে ; তস্মাদ্ যথার্থমেব শাস্ত্রতঃ প্রতিপত্তেঃ শ্রেয়ঃ—ইত্যযুক্তমিতি চেৎ ; ন ; প্রতিমাবদ্ভেদপ্রতিপত্তেঃ। নামাদাবব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্টিং বিপরীতাং গ্রাহয়তি শাস্ত্রম্—স্থাণ্বাদাবিব পুরুষদৃষ্টিম্—ইতি, নৈতৎ সম্যগবোচঃ। কস্মাৎ ? ভেদেন হি ব্রহ্মণো নামাদিবস্তু-প্রতিপন্নস্য নামাদৌ বিধীয়তে ব্রহ্মদৃষ্টিঃ—প্রতিমাদাবিব বিষ্ণুদৃষ্টিঃ। আলম্বনত্বেন হি নামাদে প্রতিপত্তিঃ, প্রতিমাদিবদেব, ন তু নামাদেব ব্রহ্মেতি। যথা স্থাণাবনির্জ্ঞাতে, ন স্থাণুরিতি—পুরুষ এবায়মিতি প্রতিপদ্যতে বিপরীতম্, ন তু তথা নামাদৌ ব্রহ্মদৃষ্টির্বিপরীতা। ৬।

ব্রহ্মদৃষ্টিরেব কেবলা, নাস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ ;—এতেন প্রতিমা-ব্রাহ্মণাদিষু বিষ্ণ্বাদি-দেবপিত্রাদিদৃষ্টীনাং তুল্যতা। ন ; ঋগাদিষু পৃথিব্যাদিদৃষ্টিদর্শনাৎ ; বিদ্যমান-পৃথিব্যাদিবস্তুদৃষ্টীনামেব ঋগাদিবিষয়ে ক্ষেপদর্শনাৎ। তস্মাৎ তৎসামান্যাৎ নামাদিষু ব্রহ্মাদিদৃষ্টীনাং বিদ্যমানব্রহ্মাদিবিষয়ত্বসিদ্ধিঃ। এতেন প্রতিমা ব্রাহ্মণাদিষু বিষ্ণ্বাদিদেব-পিত্রাদিদৃষ্টীনাঞ্চ সত্যবস্তুবিষয়ত্বসিদ্ধিঃ। মুখ্যাপেক্ষত্বাচ্চ গৌণত্বস্য ; পঞ্চাগ্ন্যাদিষু চ অগ্নিত্বাদের্গৌণত্বাৎ মুখ্যাগ্ন্যাদিসদ্ভাববৎ নামাদিষু ব্রহ্মত্বস্য গৌণত্বাৎ মুখ্যব্রহ্মসদ্ভাবোপপত্তিঃ। ৭।

ক্রিয়ার্থৈশ্চাবিশেষাদ্ বিদ্যার্থানাম্। যথা চ দর্শপৌর্ণমাসাদিক্রিয়া ইদম্ফলা বিশিষ্টেতিকর্ত্তব্যতাকা এবংক্রমপ্রযুক্তাঙ্গা চ ইত্যেতদলৌকিকং বস্তু প্রত্যক্ষাদ্যবিষয়ং তথাভূতঞ্চ বেদবাক্যৈরেব জ্ঞাপ্যতে ; তথা পরমাত্মেশ্বর-

যে ত্বাহুরেত অনুপাদিবর্ণক্রমশাস্ত্রাতীতং চ—ইত্যেবমাদিবিশিষ্টমিতি বেদ-
বাক্যৈরেব জ্ঞাপ্যতে,—ইত্যলৌকিকত্বাৎ তথাভূতমেব ভবিতুমর্হতীতি। ন চ
ক্রিয়ার্থৈর্ব্বাক্যৈরন্যেষাং বাক্যানাং ব্যুৎপাদকত্বে বিশেষোঽস্তি। ন চানিশ্চিতা
বিপর্য্যস্তা বা পরমাত্মাদিবস্তুবিষয়া বুদ্ধিরুৎপদ্যতে। ৮।

অনুষ্ঠেয়াভাবাদযুক্তমিতি চেৎ; ক্রিয়ার্থৈর্ব্বাক্যৈস্ত্র্যংশা ভাবনা অনুষ্ঠেয়া জ্ঞাপ্যতেঽলৌকিকাপি; ন তথা পরমাত্মেশ্বরাদিবিজ্ঞানেঽনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদস্তি; অতঃ ক্রিয়ার্থৈঃ সাধর্ম্ম্যমিত্যযুক্তমিতি চেৎ; ন; জ্ঞানস্য তথাভূতার্থবিষয়ত্বাৎ। ন হি অনুষ্ঠেয়স্য ত্র্যংশস্য ভাবনাখ্যস্য অনুষ্ঠেয়ত্বাৎ তথাত্বম্; কিং তর্হি? প্রমাণ-সমধিগতত্বাৎ। ন চ তদ্বিষয়ায়া বুদ্ধেরনুষ্ঠেয়বিষয়ত্বাৎ তথার্থত্বম্; কিং তর্হি? বেদবাক্যজনিতত্বাদেব। বেদবাক্যাধিগতস্য বস্তুনস্তথাত্বে সতি,অনুষ্ঠেয়বিশিষ্টং চেৎ, অনুষ্ঠীয়তে; নো চেদ্ অনুষ্ঠেয়বিশিষ্টম্, নানুষ্ঠীয়তে। অননুষ্ঠেয়ত্বে বাক্যপ্রমাণত্বানুপপত্তিরিতি চেৎ,—ন হ্যনুষ্ঠেয়েঽসতি পদানাং সংহতিরুপ-পদ্যতে; অনুষ্ঠেয়ত্বে তু সতি তাদর্থ্যেন পদানি সংহন্যন্তে; তত্রানুষ্ঠেয়নিষ্ঠং বাক্যং প্রমাণং ভবতি—ইদমনেনৈবং কর্ত্তব্যমিতি, ন তু ইদমনেনৈবম্, ইত্যেবম্প্রকারাণাং পদশতানামপি বাক্যত্বমস্তি—"কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্" ইত্যেবমাদীনামন্যতমেঽসতি; অতঃ পরমাত্মেশ্বরা-দীনাম্ অবাক্যপ্রমাণত্বম্। ৯।

পদার্থবৎ চ প্রমাণান্তরবিষয়ত্বম্, অতোঽসদেতদিতি চেৎ; ন; 'অস্তি মেরুর্বর্ণচতুষ্টয়োপেতঃ' ইত্যেবমাদ্যননুষ্ঠেয়েঽপি বাক্যদর্শনাৎ। ন চ 'মেরু-র্বর্ণচতুষ্টয়োপেতঃ' ইত্যেবমাদিবাক্যশ্রবণে মের্ব্বাদৌ অনুষ্ঠেয়ত্ববুদ্ধিরুৎপদ্যতে। তথা অস্তি-পদসহিতানাং পরমাত্মেশ্বরাদিপ্রতিপাদক-বাক্যপদানাং বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেন সংহতিঃ কেন বার্য্যতে। মের্ব্বাদিজ্ঞানবৎ পরমাত্ম-জ্ঞানে প্রয়োজনাভাবাদযুক্তমিতি চেৎ; ন; "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইতি ফলশ্রবণাৎ, সংসার-বীজাবিদ্যাদিদোষনিবৃত্তিদর্শনাচ্চ। অনন্যশেষত্বাচ্চ তজ্জ্ঞানস্য, জুহ্বামিব ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বানুপপত্তিঃ। ১০।

প্রতিষিদ্ধানিষ্টফলসম্বন্ধশ্চ বেদাদেব বিজ্ঞায়তে; ন চানুষ্ঠেয়ঃ সঃ। ন চ প্রতিষিদ্ধবিষয়ে প্রবৃত্তিক্রিয়স্য অকরণাদন্যদনুষ্ঠেয়মস্তি। অকর্ত্তব্যতা-জ্ঞাননিষ্ঠত্বমেব হি পরমার্থতঃ প্রতিষেধবিধীনাং স্যাৎ। ক্ষুধার্ত্তস্য প্রতিষেধজ্ঞানসংস্কৃতস্য অভক্ষ্যেঽভোজ্যে বা প্রত্যুপস্থিতে কলঞ্জাভিশস্তান্নাদৌ 'ইদং ভক্ষ্যম্, অদো ভোজ্যম্' ইতি বা জ্ঞানমুৎপন্নম্, তদ্বিষয়া প্রতিষেধজ্ঞানস্মৃত্যা বাধ্যতে; মৃগতৃষ্ণিকা-

কামাদিবৎ পেয়জ্ঞানং তদ্বিষয়-যাথাত্ম্য-বিজ্ঞানেন। তস্মিন্ বাধিতে স্বাভাবিক-বিপরীতজ্ঞানে অনর্থকরী তদ্ভক্ষণভোজনপ্রবৃত্তির্ন ভবতি। বিপরীতজ্ঞান-নিমিত্তায়াঃ প্রবৃত্তের্নিবৃত্তিরেব, ন পুনর্বচনঃ কার্য্যত্বভাবে। তস্মাৎ প্রতিষেধ-বিধীনাং বস্তু-যাথাত্ম্যজ্ঞাননিষ্ঠতৈব, ন পুরুষ-ব্যাপারনিষ্ঠতা-গন্ধোহপ্যস্তি। তথেহাপি পরমাত্মাদি-যাথাত্ম্যজ্ঞানবিধীনাং তাবন্মাত্রপর্য্যবসানতৈব স্যাৎ। তথা তদ্বিজ্ঞানসংস্কৃতস্য তদ্বিপরীতার্থজ্ঞাননিমিত্তানাং প্রবৃত্তীনাম্, অনর্থার্থত্বেন জ্ঞায়মানত্বাৎ, পরমাত্মাদি-যাথাত্ম্য-জ্ঞানবত্ত্যা স্বাভাবিকে তদ্বিপরীতবিজ্ঞানে বাধিতে, অভাবঃ স্যাৎ। ১১।

ননু কলঞ্জাদিভক্ষণাদেঃ অনর্থার্থত্ব-বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানবত্ত্যা স্বাভাবিকে তদ্ভক্ষ্যত্বাদি-বিপরীতজ্ঞানে নিবর্তিতে, তদ্ভক্ষণাদ্যনর্থপ্রবৃত্ত্যভাববৎ অপ্রতি-ষেধবিষয়ত্বাৎ শাস্ত্রবিহিতপ্রবৃত্ত্যভাবো ন যুক্ত ইতি চেৎ; ন; বিপরীতজ্ঞান-নিমিত্তত্বানর্থার্থত্বাভ্যাং তুল্যত্বাৎ। কলঞ্জভক্ষণাদিপ্রবৃত্তেঃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্ব-মনর্থার্থত্বঞ্চ যথা, তথা শাস্ত্রবিহিতপ্রবৃত্তীনামপি। তস্মাৎ পরমাত্ম-যাথাত্ম্য-বিজ্ঞানবতঃ শাস্ত্রবিহিতপ্রবৃত্তীনামপি, মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বেন অনর্থার্থত্বেন চ তুল্যত্বাৎ পরমাত্মজ্ঞানেন বিপরীতজ্ঞানে নিবর্তিতে যুক্ত এবাভাবঃ। ১২।

ননু তত্র যুক্তঃ, নিত্যানান্তু কেবলশাস্ত্রনিমিত্তত্বাৎ অনর্থার্থত্বাভাবাচ্চ অভাবো ন যুক্তঃ? ইতি চেৎ; ন; অবিদ্যারাগদ্বেষাদিদোষবতো বিহিতত্বাৎ। যথা স্বর্গকামাদিদোষবতো দর্শপৌর্ণমাসাদীনি কাম্যানি কর্ম্মাণি বিহিতানি, তথা সর্ব্বানর্থ-বীজাবিদ্যাদিদোষবতঃ তজ্জনিতেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-পরিহার-রাগদ্বেষাদি-দোষবতশ্চ তৎপ্রেরিতাবিশেষ-প্রবৃত্তেঃ ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-পরিহারার্থিনো নিত্যানি কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে, ন কেবলং শাস্ত্রনিমিত্তান্যেব। ন চ অগ্নিহোত্র-দর্শ-পৌর্ণমাস-চাতুর্ম্মাস্য-পশুবন্ধ-সোমানাং কর্ম্মণাং স্বতঃ কাম্যনিত্যত্ববিবেকোহস্তি। কর্তৃগতেন হি স্বর্গাদিকাম-দোষেণ কাম্যত্বং; তথা অবিদ্যাদিদোষবতঃ স্বভাব-প্রাপ্তেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিপরিহারার্থিনঃ তদর্থান্যেব নিত্যানি—ইতি যুক্তম্; তং প্রতি বিহিতত্বাৎ। ন পরমাত্ম-যাথাত্ম্য বিজ্ঞানবতঃ শমোপায়ব্যতিরেকেণ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম বিহিতমুপলভ্যতে। কর্ম্মনিমিত্ত-দেবতাদি-সর্ব্বসাধন-বিজ্ঞানোপমর্দ্দেন হি আত্মজ্ঞানং বিধীয়তে। ন চ উপমর্দ্দিতক্রিয়াকারকাদিবিজ্ঞানস্য কর্ম্মপ্রবৃত্তি-রুপপদ্যতে, বিশিষ্টক্রিয়াসাধনাদিজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ ক্রিয়াপ্রবৃত্তেঃ। ন হি দেশকালাদ্যনবচ্ছিন্নাস্থূলাদ্যদ্বয়াদিব্রহ্ম-প্রত্যয়ধারিণঃ কর্ম্মাবসরোহস্তি। ভোজনাদি-প্রবৃত্ত্যবসরবৎ স্যাদিতি চেৎ; ন; অবিদ্যাদিকেবলদোষনিমিত্তত্বাৎ ভোজনাদি-

মনসো যথেষ্টচেষ্টা বিজ্ঞানশ্যায়াং স্তুতঃ স্যাৎ। সংস্কারস্যাপ্যভাবাৎ। বাসিতাস্তুকেন।
অগ্নিহোত্রাদেস্তথাভাবাৎ ন বাসিতাস্তু স্থিতিঃ স্যাৎ—সেতি। কিঞ্চ অবিদুষাং বিবিদিষূণামেব
বিষয়ঃ, তেষাং বিবিদিষোৎপাদকত্বাৎ; ন চ তেষাং বেদোক্ত আনোপলব্ধিরিষ্টা। তস্যাপ্রবৃত্তি-
রূপত্ব সঙ্কল্পক্রিয়াত্বাভাবাৎ। নাপি স ক্রিয়াবাক্যিণম্ অধিবিজ্ঞাং প্রতিষিধ্যতি। অশু-
বিদুষাং পুনঃ তদ্যেকত্বানিরোধিত্বাৎ—নিয়মসেতোরিতি।

কর্মসু রাগাদিমতোঽধিকারাদিত্যুক্ত্যা আরাধিকারায় অবিদ্যো দেবতাবাদের কর্মাভাবাৎ
তস্য তেজোঽবাপ্তহুল্যত্বাৎ তত্ত্বাদেঃ সর্বাপ্যাপাদ্যোপাসকত্বাৎ তেঽতোঽনিবর্তকত্বেন প্রাবৃত্তং
প্রতিপাদিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। তস্য বিধিতৎপরকঃ বাক্যম্, তস্য বিবেক-
বাক্যত্বং তত্ত্বজ্ঞস্তেতোঃ তাদ্রোবিধিবিদ্যাজ্ঞানবতঃ স্বাংশেনব্যাপারবর্তকত্বেন কৃতিম্-
বত্তিত্বস্য যুক্তং প্রামাণ্যম্। বিধ্যজ্ঞানবতঃ স্বে হেতুতবে কদাচিৎপ্রাবেন সকর্মনিবৃত্তে-
রিত্যর্থঃ। তৎপরেণোপাত্তঃ হেতুমেব স্পষ্টয়তি—কর্মপ্রবৃত্তীতি। যথা প্রতিষেধ্যো
কর্মাদৌ প্রতিষেধশাস্ত্রস্য প্রবৃত্ত্যভাবস্তথা তত্ত্বজ্ঞানিবাক্যানর্থক্যাৎ কর্মস্বপি প্রবৃত্ত্য-
ভাবস্তুল্যত্বাৎ প্রামাণ্যমপি তুল্যমিত্যর্থঃ। প্রতিষেধশাস্ত্রবাক্যে তত্ত্বজ্ঞানিশাস্ত্রবাক্যোঽন্যবাবে
চৈবং নিবৃত্তিনিষ্ঠঃ স্যাত্ত্ব স্বপ্রতিপাদ্যবস্তুজ্ঞাপকত্বাৎ—তস্মাদিতি। প্রতিষেধো হি
প্রসক্তক্রিয়া নিবর্তকস্তত্ত্বজ্ঞানকর্তোপাসকোপায়কে বস্তুনি পর্যবস্যতি। তথা তত্ত্বজ্ঞানিবাক্য-
স্যাপি বস্তুপ্রতিপাদকত্বমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। বেদান্তানাং সিদ্ধে প্রামাণ্যবৎ অর্থবাদাদীনামস্তরাগা-
মপি সংবাদবিসংবাদয়োরভাবে স্বার্থে মানত্বসম্ভবো নিত্য বিজ্ঞানাদিবাদবতী প্রাপ্নোতীতি
চকারার্থঃ। ১০। ১।

ভাষ্যানুবাদ। 'দ্বয়' অর্থ দুই প্রকার। 'হ' শব্দ পূর্ববৃত্তান্তসূচক
'নিপাত' পদ; বর্তমান কল্পীয় প্রজাপতির পূর্বজন্মে যাহা ঘটিয়াছিল, 'হ' শব্দে
তাহাই প্রকাশ করিয়া দিতেছে। প্রাজাপত্য অর্থ—প্রজাপতির সন্তানগণ; অর্থাৎ
প্রজাপতির জন্মোত্তরকালীন সমুৎপন্ন সন্তান। তাহারা কে? দেবতা ও
অসুরগণ, অর্থাৎ সেই প্রজাপতিরই বাক্ প্রভৃতি প্রাণসমূহ। তাহাদের দেবত্ব ও
অসুরত্ব হইল কি প্রকারে? তাহা বলা হইতেছে—শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্মানু-
ষ্ঠান-লব্ধ সংস্কারসম্পন্ন হওয়ায় প্রকাশবাহুল্য নিবন্ধন দেবতা-পদবাচ্য হয়, তাহা-
রাই আবার লোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে ঐহিক প্রয়োজনমাত্র
সাধক জ্ঞান ও কর্মানুষ্ঠান-জনিত সংস্কারাবাসিত হইয়া কেবল নিজ নিজ প্রাণ-
পরিতৃপ্তিতে রত থাকে বলিয়া, অথবা সুর—দেবতা হইতে ভিন্ন বলিয়া অসুর-
পদবাচ্য হয় (৩)। যেহেতু অসুরগণ স্বভাবতঃই ঐহিকপ্রয়োজনসাধক কর্ম ও

(৩) তাৎপর্য্য—এখানে বুঝিতে হইবে যে, সাত্ত্বিক ও রাজসিক বৃত্তিবিশিষ্ট বাক্
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই এবে 'দেবতা' ও 'অসুর' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণের সাত্ত্বিক

জানে অনুরক্ত, সেই হেতুই দেবগণ কানীয়স; কানীয়স অর্থ—কনীয়ান্ (কনিষ্ঠ) অর্থাৎ অল্প সংখ্যক, 'কনীয়স্' শব্দের উত্তর স্বার্থে অণ্ প্রত্যয়ে বৃদ্ধি করিয়া 'কানীয়স' পদ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। আর অসুরগণ জ্যায়স অর্থাৎ অধিক; বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রবৃত্তি অপেক্ষা, স্বাভাবিক অনুরাগমূলক ঐহিক কর্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানেই সমধিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; এই জন্য অসুরের সংখ্যা অধিক। শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান স্বভাবতই বহু আয়াস-সাধ্য; সুতরাং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিও অতি অল্প; কাজেই দেবতাগণের সংখ্যায় অল্পতা ঘটিয়াছে। ১।

প্রজাপতির শরীরোদ্ভূত সেই দেবতা ও অসুরগণ এই লোকের নিমিত্ত স্পর্দ্ধা করিয়াছিল, অর্থাৎ অসুরগণ স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগমূলক কর্ম্ম ও জ্ঞান-সাধ্য বিষয় ভোগের জন্য, আর দেবগণ শাস্ত্রোপদেশলব্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞান-সাধ্য বিষয় পাইবার নিমিত্ত পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। এখানে স্পর্দ্ধা অর্থ—দেবতা ও অসুরগণের সাময়িক বৃত্তিবিশেষের উদ্ভব ও অভিভব, অর্থাৎ কখনও প্রাণের মধ্যে শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম ও জ্ঞানচিন্তাত্মক বৃত্তি (ব্যাপার) প্রকাশ পাইয়া থাকে। যখন ঐ প্রকার বৃত্তি প্রাদুর্ভূত হয়, তখন সেই প্রাণসমূহেরই প্রত্যক্ষ ও অনুমানলব্ধ ঐহিক প্রয়োজনসাধক জ্ঞান ও কর্ম্ম ভাবনাত্মক আসুরী বৃত্তি পরাভূত হইয়া থাকে; তাহাই হইতেছে দেবগণের জয়, আর অসুরগণের পরাজয়। কখনও বা বিপরীতক্রমে দৈবী বৃত্তি অভিভূত হয়, আর আসুরী বৃত্তির প্রাদুর্ভাব হয়; তাহাই অসুরগণের জয়, আর দেবগণের পরাজয়। এই প্রকারে যখন দেবগণের জয় হয়; তখন ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার ফলে প্রজাপতিত্ব লাভ পর্য্যন্ত উৎকর্ষপ্রাপ্তি হয়, আবার অসুরগণের অধর্ম্মের বাহুল্য ঘটে, তাহার ফলে স্থাবরত্বপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অধোগতি হইয়া থাকে; আর যখন উভয়ের সমতা ঘটে, তখন মনুষ্যত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২।

ও রাজসিক বৃত্তিসমূহের মধ্যে বিরোধ চিরকালই আছে: চিরকালই একে অপরকে অভিভূত করিয়া নিজের প্রাধান্য লাভ করিতে চেষ্টা করে। এই সাত্ত্বিক বৃত্তিসমূহ (দেবতাগণ) চাহে—শাস্ত্রের উপদেশানুসারে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে, আর রাজসবৃত্তিসমূহ (অসুরগণ) চাহে—লোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে পরিজ্ঞাত ঐহিক সুখসম্ভোগ ও তৎসাধনের অনুষ্ঠান করিতে। প্রজাপতির ন্যায় প্রত্যেক জীবের—বিশেষতঃ মনুষ্যের হৃদয়ে এই দেবাসুর-সংগ্রাম অহরহ চলিতেছে। মনে হয়, শ্রুতির এই দেবাসুর-সংগ্রামের ছায়া অবলম্বনেই পুরাণ শাস্ত্রে দেবাসুর-সংগ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে।

আখ্যিকা বিষয়ক অসুরগণ কর্তৃক অভিভূত দেবগণ এইরূপে পরাজিত হইয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইয়াছে—দেবগণ অসুরগণকর্তৃক পরাজিত হইয়া পরস্পরকে বলিয়াছিলেন,—কি প্রকার? তাল, এখন আমরা এই জ্যোতিষ্টোম নামক যজ্ঞে উদ্গীথ দ্বারা, অর্থাৎ উদ্গীথ ক্রিয়ার কর্তৃক গ্রহণ করিয়া অসুরগণকে পরাজিত করিব, অসুরগণকে পরাভূত করিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বীয় দেবভাব লাভ করিব, এই কথা পরস্পরকে বলিয়াছিলেন। এখানে উদ্গীথ ক্রিয়ার কর্তৃক গ্রহণও জ্ঞান ও কর্মের সাহায্যে নিষ্পন্ন, বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে কর্ম হইতেছে বক্ষ্যমাণ যজ্ঞরূপাত্মক, যাহা "তদেতানি জপেৎ" এইরূপে বিহিত হইবে; আর এখানেই যাহার নিরূপণ করা হইতেছে তাহাই হইতেছে সেই জ্ঞান পদার্থ। ৩

ভাল কথা, "যথা হ" ইত্যাদি বাক্যটা ত জ্ঞানবিষয়ক, অর্থাৎ উপাসনার বিধায়ক নহে, পরন্তু ইহা হইতেছে দেবস্বলাভের উপায়ভূত জপবিধিরই অঙ্গ—অর্থবাদ মাত্র উৎকর্ষবোধক প্রশংসামাত্র), [সুতরাং এখানে জ্ঞান-নিরূপণের কথা বলিতেছেন কি প্রকারে?] না,—এ আপত্তি সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, "যঃ এবং বেদ" বলিয়া এখানে উপাসনারই বিধান করা হইয়াছে। [আচ্ছা, ইহা যদি জপবিধির প্রশংসাপর অর্থবাদ না হয়, না হউক, [কিন্তু] উদ্গীথ-প্রকরণে "উদগায়ৎ" এইরূপ অতীত ঘটনার উল্লেখ থাকায় ইহা উদ্গীথ ক্রিয়ার বিধায়ক হউক? না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, প্রথমতঃ, ইহা উদ্গীথ-ক্রিয়ার প্রকরণ নহে; দ্বিতীয়তঃ, অন্যত্রই (কর্মকাণ্ডেই) উদ্গীথের বিধান রহিয়াছে; [একই ক্রিয়ার দুইবার বিধি হইতে পারে না।] তৃতীয়তঃ, এটী বিদ্যারই (উপাসনারই) প্রকরণ। অভিপ্রায় এই যে, এখানে যে, উদ্গাথের প্রতীতি হইতেছে, তাহা উদ্গীথ-বিজ্ঞানেরই বিধায়ক, ক্রিয়া কিংবা জপের বিধায়ক নহে। চতুর্থতঃ, এখানে অভ্যারোহ-জপের নিত্য বিধি বা অবশ্য-কর্তব্যতা নাই, পরন্তু উদ্গীথ-বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই প্রযোজ্য; [বিজ্ঞানের পূর্ব্বে ত তাহার বিধান করা সম্ভব হয় না]; পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানেরই নিত্যতাবোধক অহরূপ বিপ্রকৃতি রহিয়াছে; পঞ্চমতঃ, বিজ্ঞানের সম্বন্ধেই 'তদ্বৈতল্লোক-জিদেব' ইত্যাদি ফলশ্রুতিও রহিয়াছে; ষষ্ঠতঃ, প্রাণ ও বাগাদির সম্বন্ধে শুদ্ধি ও অশুদ্ধির উল্লেখ রহিয়াছে; [যাহার বিধান হয়, তাহারই প্রশংসা করা আবশ্যক হয়, কিন্তু প্রাণ] যদি উপাস্যই না হইত, তাহা হইলে প্রাণের বিশুদ্ধি (নিষ্পাপতা), কথন, এবং তাহারই একসঙ্গে নিন্দিত বাগাদির অশুদ্ধি কথন;

আর বাক্‌প্রভৃতির নিন্দা দ্বারা মুখ্যপ্রাণের প্রশংসা জ্ঞাপন শ্রুতির অভিপ্রেত হইলেও উপপন্ন হইতে পারে না, এবং 'মৃত্যু অতিক্রম করিয়া দীপ্তি লাভ করে' ইত্যাদি ফল-কথনও সঙ্গত হইতে পারে না। কেন না, বাক্ প্রভৃতির যে, অগ্ন্যাদিভাবপ্রাপ্তি, তাহা ত প্রাণ-স্বরূপত্ব প্রাপ্তিরই ফল; তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে, [অথচ বিজ্ঞানের বিধি না থাকিলে প্রাণস্বরূপতা প্রাপ্তিও হইতে পারে না।] ৪

আচ্ছা, প্রাণের উপাসনা বিহিত হয় হউক; কিন্তু প্রাণের বিশুদ্ধি প্রভৃতি গুণসম্বন্ধ ত কখনও হইতে পারে না। কেন, শ্রুতিতে যখন উল্লেখ রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই হইতে পারে; না—হইতে পারে না; কারণ, প্রাণের উপাস্যতা নিশ্চিত হইলেই, তাহার প্রশংসার্থও ঐরূপ গুণের উল্লেখ আবশ্যক হইতে পারে। না,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, লোক-ব্যবহারের ন্যায় [শ্রুতিতেও] যথার্থ বস্তুবিজ্ঞান হইতেই প্রকৃত শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তি উপপন্ন হইয়া থাকে, দেখিতে পাওয়া যায়; জগতে যে ব্যক্তি যথার্থ বস্তু গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তিই আপনার অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হয়, কিংবা অনিষ্টপ্রাপ্তি হইতে নিবৃত্ত হয়, [কিন্তু ভ্রান্ত বিষয় গ্রহণের ফলে কখনই ঐরূপ হয় না।] ঠিক সেইরূপ, এস্থলেও শ্রুতিবাক্যেরও যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করিলেই তাহা হইতে প্রকৃত শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি সঙ্গত হয়, কিন্তু তাহার বিপরীত হইলে হয় না। আর উপাসনাবিধায়ক শ্রুতিবাক্য হইতে যে, জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ীভূত পদার্থের অসত্যতা বিষয়ে যে, কোন প্রকার প্রমাণ আছে, তাহাও নহে। বিশেষতঃ, তাদৃশ জ্ঞানের কোথাও নিন্দা বা অসত্যতাও শুনা যাইতেছে না; বরং, তাহা হইতে যখন শ্রেয়ঃসিদ্ধি দেখা যায়, তখন তাহার সত্যতাই আমরা বুঝিয়া থাকি; কারণ, বিপর্য্যয় জ্ঞান বা ভ্রান্তিবুদ্ধিতে অনর্থ—দুঃখপ্রাপ্তিই দেখা যায়,—জগতে যে ব্যক্তি বিপরীত বা অসত্য বিষয় গ্রহণ করে—যেমন মনুষ্যকে স্থাণুরূপে, কিংবা শত্রুকে মিত্ররূপে মনে করে, সে ব্যক্তির অনর্থ-প্রাপ্তিই দেখা যায়। বিশেষতঃ, শ্রুতি হইতে পরিজ্ঞাত আত্মা, ঈশ্বর ও দেবতা প্রভৃতি যদি অসত্যই হইবে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই বিপরীতার্থ-গ্রাহক শাস্ত্র ও লোকব্যবহারের ন্যায় কেবল অনর্থপ্রাপ্তিরই সাধন হইয়া দাঁড়ায়; অথচ কেহই ত তাহা ইচ্ছা করে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্র যে, উপাসনার্থ আত্মা, ঈশ্বর ও দেবতাপ্রভৃতির প্রতিপাদন করিতেছে, সে সমুদয়ই সত্য (কোনটিই মিথ্যা বা আরোপিত নহে)। ৫

[কর্ম্মমীমাংসকের আপত্তি—(১)] যদি বল, অব্রহ্ম নাম প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং, তোমার কথা যুক্তিযুক্ত নহে, অর্থাৎ যদি বল, নাম প্রভৃতির যে, অব্রহ্মত্ব, ইহা ত স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, অথচ স্থাণু প্রভৃতিতে মনুষ্যবুদ্ধির ন্যায় সেই অব্রহ্ম নামাদিতেও শাস্ত্রকে তদ্বিপরীত (অসত্য) ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব শাস্ত্র হইতে যথার্থ বিষয়ের জ্ঞানেই যে, শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হইয়া থাকে—বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না। না—অসঙ্গত হয় না; কারণ, প্রতিমা প্রভৃতিতে যেমন ভেদপ্রতীতি হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও ভেদোপলব্ধি রহিয়াছে। আর শাস্ত্র যে, অব্রহ্ম নাম প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশ দিতেছেন, তাহাকে যে, স্থাণু প্রভৃতিতে পুরুষবুদ্ধির ন্যায় অসত্য বলিয়াছ; তাহাও ভাল বল নাই। কারণ? যাহারা নাম প্রভৃতিকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া অবগত আছেন, তাহাদের সম্বন্ধেই নাম প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করা হইতেছে—অর্থাৎ প্রতিমা প্রভৃতিতে যেরূপ ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করা হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপই বটে। আর নাম প্রভৃতিতে যে ব্রহ্মদৃষ্টি, তাহাও ঠিক প্রতিমা প্রভৃতি আলম্বনে ব্রহ্মদৃষ্টির ন্যায় আলম্বন রূপেই (চিন্তার বিষয়রূপেই) হইয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু নাম প্রভৃতিই ব্রহ্মস্বরূপ নহে। স্থাণুকে (শাখাদিবিহীন বৃক্ষকে) স্থাণু বলিয়া বুঝিতে না পারিলে, তাহাতে যেরূপ তদ্বিপরীত ভ্রমাত্মক মনুষ্যাকারে নিশ্চয়বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, নাম প্রভৃতিতে ব্রহ্মবুদ্ধি কিন্তু তদ্রূপ বিপরীত জ্ঞান বা ভ্রান্তিবুদ্ধি নহে, (তাহা আলম্বনবিষয়ক যথার্থ বুদ্ধিই বটে) (২)। ৬

(১) তাৎপর্য্য—মীমাংসকের অভিপ্রায় এই যে, যাগাদি ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেখানে ক্রিয়াবিধি নাই—কেবলই বস্তুবিশেষের স্বরূপ-কথন মাত্র আছে, সেখানে বেদবাক্যের প্রামাণ্য নাই। সুতরাং কেবলই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যও অপ্রমাণ, কাজেই এই প্রকার বেদবাক্য দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না; অতএব ব্রহ্ম কেবল কল্পিত পদার্থ মাত্র অসৎ। নাম নামাদিতে সেই কল্পিত পদার্থেরই আরোপপূর্ব্বক চিন্তার উপদেশ করা হইয়াছে। ভাষ্যকার এই আপত্তির খণ্ডনার্থ উদাহরণরূপে কর্ম্মকাণ্ডের গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) তাৎপর্য্য—জ্ঞানমাত্রেরই একটি বিষয় থাকে, কস্মিন্‌কালেও নির্ব্বিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না; অথচ নির্গুণ ব্রহ্ম কখনই সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না, এই জন্য ব্রহ্মচিন্তায় প্রথমতঃ কোন একটী স্থূল বিষয় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়, নাম

যদি বল, কথিত স্থলে কেবল ব্রহ্মদৃষ্টিরই বিধান করা হইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ, ব্রহ্ম বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। এবং তাহা দ্বারা প্রতিমা ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির উপর যে বিষ্ণুর, দেবত্ব ও পিতৃত্ব দৃষ্টি, তাহারও তুল্যতা প্রদর্শিত হইল। না, এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, ঋক্ (মন্ত্র) প্রভৃতিতে পৃথিব্যাদি দৃষ্টির বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ঋক্প্রভৃতি বিষয় বিদ্যমান। পৃথিবী প্রভৃতি সত্য বস্তুতেই দৃষ্টি আরোপ বিধান দেখিতে পাওয়া যায় (কিন্তু অসৎ পদার্থের নহে)। অতএব তাহার সহিত সাম্য থাকায় নাম প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টির বিষয়ীভূত ব্রহ্মপ্রভৃতিও বিষয়েরও বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়েছে। এই যুক্তি অনুসারে, প্রতিমা ও ব্রাহ্মণপ্রভৃতিতে বিষ্ণু, দেবতা ও পিতৃআদি দৃষ্টির বিষয়ীভূত বস্তুগুলির সত্যতা সিদ্ধ হইতেছে (৩)। বিশেষতঃ, গৌণ বা আরোপজ্ঞান মাত্রই মুখ্যাপেক্ষিত অর্থাৎ সত্য-বস্তু সাপেক্ষ; যেমন 'পঞ্চাগ্নি' প্রভৃতি স্থলে [আরোপিত] অগ্নির গৌণত্ব নিবন্ধন মুখ্য অগ্নির সদ্ভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে, (৪) তদ্রূপ এখানেও নামপ্রভৃতিতে ব্রহ্মভাবের গৌণত্ব নিবন্ধন মুখ্য বা সত্য ব্রহ্মের সদ্ভাব সিদ্ধ হইতেছে। ৭

প্রভৃতি বিষয়গুলিই ব্রহ্মচিন্তার সেই বিষয় বা আলম্বন। অধ্যাত্মশাস্ত্রে প্রধানতঃ ঐরূপ জ্ঞানের বিষয়কেই আলম্বন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে।

(৩) তাৎপর্য্য—কর্ম্মমীমাংসক আপত্তি করিয়াছিলেন যে, নাম প্রভৃতি অব্রহ্ম পদার্থে যে, ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান আছে, বুঝিতে হইবে, সেখানে ব্রহ্ম বলিয়া কোনও পদার্থ নাই; কেবল ঐ অসত্য ব্রহ্মরূপে নামাদিরই চিন্তা করিবার বিধান করা হইয়াছে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, এ কথা ঠিক হইতেছে না; কারণ, যদি ব্রহ্ম বলিয়া কোনও সত্য বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে অব্রহ্ম নামাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি করা কখনও কাহারো পক্ষে সম্ভবপর হইত না; সর্প বলিয়া একটা সত্য বস্তু না থাকিলে, কখনই রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি হইতে পারিত না। বিশেষতঃ উপনিষদের মধ্যেও অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঋক্ প্রভৃতি বেদভাগকে পৃথিবী প্রভৃতিরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ রহিয়াছে; সেখানে ত পৃথিব্যাদি বস্তুগুলি অসত্য নহে, পরন্তু সত্যই বটে; তদনুসারে প্রতিমা প্রভৃতিতেও যে, বিষ্ণ্বাদি বুদ্ধির উপদেশ, বুঝিতে হইবে, সেই বিষ্ণু প্রভৃতিও সত্য পদার্থ, কোন কল্পনামাত্র নহে।

(৪) তাৎপর্য্য—উপনিষদের মধ্যে 'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা' নামক একটী প্রকরণ আছে। সেখানে দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী, এই পাঁচটি পদার্থকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ আছে। বুঝিতে হইবে, সেখানে যেমন, জগতে 'অগ্নি' বলিয়া একটা পদার্থ লোকপ্রসিদ্ধ আছে বলিয়াই অপর দ্যুলোক প্রভৃতিতে অগ্নিচিন্তার উপদেশ হইয়াছে, অগ্নি বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে কখনই ঐরূপ চিন্তার অবসর হইত না, তেমনি

অপিচ, যাগাদি ক্রিয়ার ন্যায় বিজ্ঞাবিষয়েও উপাদানগত কোনও পার্থক্য না থাকায় ব্রহ্মসত্তাব সিদ্ধ হইতেছে। যেমন বিশিষ্ট ফলের জন্য বিশিষ্ট কর্তব্যপ্রণালী ও বিশেষ ক্রম-সহকারে বিহিত দর্শ-পৌর্ণমাসাদি যাগক্রিয়ার অঙ্গীভূত ফলাদি সমস্তই অলৌকিক অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর, অথচ একমাত্র বেদবাক্যই সে সমুদয়ের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে, তেমনি স্থূলত্বাদি-ধর্মবিহীন ও অশনায়াদিধর্মরহিত পরমাত্মা, ঈশ্বর ও দেবতা প্রভৃতি পদার্থও প্রত্যক্ষাদির অগোচর; [সুতরাং কর্ম-মীমাংসকের অভিমত কর্মফলাদির সহিত] এ সমস্তেরও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; এইজন্যই ঐ সমস্ত বিষয় কেবল বেদবাক্য হইতেই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে; অতএব অলৌকিকত্ব বশতঃ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি অন্য কোনও প্রামাণিক উপায় না থাকায় ঐ সমস্ত পদার্থকে সেইরূপই অর্থাৎ বেদ যাহা যে প্রকার জ্ঞাপন করিয়াছে, তাহা ঠিক সেইরূপই—সত্য হইবার যোগ্য। আর জ্ঞানোৎপাদনের পক্ষে ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত জ্ঞানপ্রকাশক বাক্যের যে, কিছুমাত্রও বৈষম্য আছে, তাহাও নহে, অর্থাৎ উভয় বাক্য হইতেই যথাযথ অর্থপ্রতীতি সমানভাবেই হইয়া থাকে; কিন্তু পরমাত্মা বিষয়ে কখনও ভ্রান্ত বা সংশয়িত জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না; [অতএব ক্রিয়াবোধক বাক্যের ন্যায় ব্রহ্মবোধক বাক্যও প্রমাণ এবং তাহার অর্থও নিশ্চয়ই সত্য। ৮।

[মীমাংসকের পুনঃ শঙ্কা—] যদি বল, ব্রহ্মবোধক বাক্যে অনুষ্ঠানযোগ্য কোন প্রকার কর্ম না থাকায় উক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে,—অর্থাৎ যদি বল, ক্রিয়াবোধক বাক্যসমূহ যেরূপ অলৌকিক হইলেও অংশত্রয়সম্পন্ন ভাবনার (স্বর্গাদি ফলোৎপাদক ব্যাপার বিশেষের) অনুষ্ঠেয়তা জ্ঞাপন করিয়া থাকে,(৫)পরমাত্মা ও ঈশ্বরাদি বিষয়ক জ্ঞানে ত সেরূপ কোনও অনুষ্ঠানের বিষয়

এখানেও ব্রহ্ম বলিয়া কোনও সত্য পদার্থ না থাকিলে, নাম প্রভৃতি পদার্থে কখনই ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান ও প্রয়োগ সম্ভবপর হইত না। এইজাতীয় বহুতর উদাহরণ দর্শনে প্রমাণিত হইতেছে যে, আরোপমাত্রই তদ্রূপীভূত সত্যবস্তুসাপেক্ষ; এবং আরোপ হইতেই সত্যবস্তুর অস্তিত্ব অনুমেয় হয়।

(৫) তাৎপর্য্য—'ভাবনা' অর্থ—"ভবিতুর্ভবনানুকূলো ব্যাপারঃ" অর্থাৎ ভাবী স্বর্গাদি বা তজ্জনক অদৃষ্টোৎপত্তির অনুকূল কর্তার যে ব্যাপার অর্থাৎ প্রযত্ন, তাহার নাম 'ভাবনা'। ভাবনা দুইপ্রকার;—(১) শাব্দী ও আর্থী। তন্মধ্যে "স্বর্গকামো যজেত" (স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তি যাগ করিবে), এইটি শাব্দী ভাবনার উদাহরণ। এই ভাবনার অপেক্ষিত অংশ তিনটী—'কিং

নাই ;) অতএব ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত যে, জ্ঞানবোধক বাক্যের সাম্য বলা হইয়াছে, সে কথা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। না, এ কথাও বলিতে পার না ; কেন না, জ্ঞানের বিষয় হইতেছে 'তথাভূত' বা সিদ্ধ বস্তু ; [সুতরাং, তাহার প্রামাণ্যও স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ] ; কারণ, অংশত্রয়সমন্বিত অনুষ্ঠের ভাবনায় যে, অনুষ্ঠেয়ত্ব-নিবন্ধনই সত্যতা বা প্রামাণ্য হয়, তাহা নহে ; পরন্তু প্রমাণলব্ধ বলিয়াই হয়। আর সেই ভাবনাবিষয়ক বুদ্ধিও যে,বিষয়ের অনুষ্ঠেয়তা-নিবন্ধনই সত্যতালাভ করিয়া থাকে, তাহাও নহে ; তবে কি ? না, বেদবাক্য-জনিত বলিয়াই [সত্যতালাভ করিয়া থাকে]। বেদবাক্যাবগত বিষয়ের সত্যতা অবধারিত হইলে পর, সেই বিষয়টী যদি অনুষ্ঠানযোগ্য হয়, তাহা হইলেই লোকে তাহার অনুষ্ঠান করে ; আর যদি অনুষ্ঠানযোগ্য না হয়, তাহা হইলে তাহার অনুষ্ঠান করে না,[এই মাত্র বিশেষ]। আপত্তি হইতে পারে যে,অনুষ্ঠের না হইলে, বেদবাক্যের ত প্রামাণ্য হইতে পারে নাই ; কেন না, প্রতিপাদ্য বিষয়টী অনুষ্ঠানযোগ্য না হইলে, তচ্ছন্দোক্ত পদসমূহের অকারণ সংহতি (সম্মিলন—বাক্যভাব ধারণ) সঙ্গত হইতে পারে না, পরন্তু অনুষ্ঠানযোগ্য হইলেই তন্নিমিত্ত পদসমূহের সম্মিলন সম্ভবপর হইতে পারে। তন্মধ্যে 'এই কার্য্য এই ব্যক্তির এইরূপে কর্ত্তব্য', এই প্রকার অনুষ্ঠানোপদেশক বাক্যই প্রমাণ হইয়া থাকে ; কিন্তু 'কুর্য্যাৎ, ক্রিয়েত, কর্ত্তব্যং, ভবেৎ, স্যাৎ' এই পাঁচটীর একটীও না থাকিলে, কেবল বস্তুমাত্রবোধক 'এই বস্তু এই প্রকার' এবংবিধ শত শত পদও কখনই বাক্যত্ব লাভ করিতে পারে না (৬) ; অতএব পরমাত্মা ও ঈশ্বরবোধক পদসমূহেরও প্রমাণভূত বাক্যত্ব হইতে পারে না। ৯।

কেন, ও কথম্। 'যজেত' বলিলেই জানিতে ইচ্ছা হয়—কিসের জন্য যাগ করিবে ? কিসের দ্বারা যাগ করিবে ? এবং কিপ্রকারে যাগ করিবে ? এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কর্ম্মকাণ্ডে যাগের ফল, সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতা (যে প্রণালীতে যাগ সম্পাদন করিতে হয়, সেই প্রণালী) যথাযথরূপে নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে সেরূপ কোনও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না।

(৬) তাৎপর্য্য—"কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্। এতৎ স্যাৎ সর্ব্ব-বেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্ ॥" অর্থাৎ 'করিবে' ও 'হইবে' ইত্যাদি যে পাঁচটী ক্রিয়াপদ লিখিত হইল, সমস্ত বেদে এই পাঁচটী ক্রিয়াপদই বিধির অব্যভিচারী লক্ষণ। সুতরাং 'অমুক বস্তু এইরূপ' ['এই বস্তু এইরূপ' ইত্যাদি বস্তু-স্বরূপমাত্রবোধক পদজাল কখনই সম্মিলিত হইয়া বাক্যত্ব লাভ করিয়া প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না ; সুতরাং ব্রহ্মবোধক পদগুলিও ঠিক এই প্রকারেই অপ্রমাণ হইয়া পড়িতেছে।

যদি বল, ব্রহ্ম যদি নিশ্চয়ই সত্য পদার্থ হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি অন্ত প্রমাণেরও বিষয় হইতেন ; তাহা যখন হন না, তখন নিশ্চয়ই তিনি অসৎ ; না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, 'চারি প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট সুৰেরুপার্শ্বে একটী পর্ব্বত আছে' ইত্যাদি অনুষ্ঠানবিহীন বিষয়েও বাক্যের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 'সুমেরু পর্ব্বতটী চতুর্বিধ বর্ণবিশিষ্ট' এই জাতীয় বাক্যশ্রবণের পর, মেরুপ্রভৃতির সম্বন্ধে কাহারো কোন প্রকার অনুষ্ঠেয়ত্ব-বুদ্ধি উপস্থিত হয় না। এই প্রকার, 'অস্তি'পদ-সমন্বিত (সত্তাবোধক পদযুক্ত) পরমাত্মা ও ঈশ্বর-প্রতিপাদক বাক্যান্তর্গত পদসমূহেরও বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে সম্মিলিত হইতে কে বাধা দিবে? যদি বল, মেরু প্রভৃতির জ্ঞানে যেরূপ সপ্রয়োজনতা আছে, পরমাত্মজ্ঞানে ত সেরূপ কোনও প্রয়োজন নাই?—সুতরাং, ঐরূপ বাক্য-সঙ্কলনটা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। না,—সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরম বস্তু লাভ করেন' '[ব্রহ্মবিদের] হৃদয়গ্রন্থি—অহঙ্কারাদি ছিন্ন হয়' এইরূপ ফলশ্রুতি, এবং সংসারের বীজভূত অবিদ্যাদি দোষের নিবৃত্তিও দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ, ব্রহ্মজ্ঞান যখন অন্য কাহারও অঙ্গ নহে,—স্বপ্রধান, তখন যজ্ঞীয় জুহূর সম্বন্ধে ফলশ্রুতির ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানের ফলশ্রুতিকেও অর্থবাদ কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না (৭)। ১০।

আরও, নিষিদ্ধ কর্ম্মে যে, অনিষ্ট ফললাভ হয়, ইহাও ত কেবল বেদ হইতেই জানিতে পারা যায় ; কিন্তু সেই অনিষ্ট ফল ত অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া নহে ; আর নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে সেই ক্রিয়ানুষ্ঠান হইতে কেবল বিরত করা ভিন্ন আর যে কোন প্রকার অনুষ্ঠেয় আছে, তাহাও নহে। নিষিদ্ধ ব্রহ্ম-হত্যাদি কার্য্যের অকর্ত্তব্যতা জ্ঞাপন করাই নিষেধবিধিসমূহের

(৭) তাৎপর্য্য—জুহূ একপ্রকার যজ্ঞীয় হবিঃ প্রধানের পাত্র, তাহা পত্র দ্বারাও নির্ম্মিত হইতে পারে, অন্ত বস্তু দ্বারাও হইতে পারে। সেইজন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন "যস্ত পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি, ন স পাপশ্লোকং শৃণোতি" অর্থাৎ যাহার জুহূ পলাশ পলাশাদি পত্রদ্বারা নির্ম্মিত হয়, সে ব্যক্তি কখনও দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করে না, এখানে জুহূ হইতেছে প্রধানভূত যজ্ঞের অঙ্গ ; প্রধানের উপকার সাধনই তাহার মুখ্য ফল ; সুতরাং অন্যত্র ফলশ্রুতিটিকে প্রশংসাপর অর্থবাদ বলিতে হয়। অর্থবাদ তিন প্রকার ;—(১) গুণবাদ (২) অনুবাদ ও 'ভূতার্থবাদ। প্রত্যক্ষাদির বিরুদ্ধ কথা 'গুণবাদ', যেমন, 'আদিত্যো যূপঃ'। প্রমাণান্তর-সিদ্ধ বিষয়ের উক্তি 'অনুবাদ', যেমন 'অগ্নিঃ হিমস্য ভেষজম্'। এই উভয়প্রকার-ভিন্ন অর্থবাদের নাম 'ভূতার্থবাদ', যেমন, "ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ" কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে যে, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলশ্রুতি রহিয়াছে, তাহা ত কাহারও অঙ্গ নহে ; সুতরাং তাহা অর্থবাদ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

মুখ্য উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি নিষেধবিধিতে অভিজ্ঞ, ক্ষুধার সময়েও তাহার নিকট কলঞ্জ বা পতিতান্ন প্রভৃতি অভক্ষ্য বস্তু উপস্থিত হইলে পর, 'ইহা খাও, ইহা ভক্ষ্য' এবংবিধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সেই নিষেধ জ্ঞানের স্মৃতিবলে তাহা বাধিত হইয়া যায়, যেমন—মৃগতৃষ্ণায় (ভ্রমকল্পিত জলে) যেজ্ঞান উপস্থিত হইলেও তদ্বিষয়ক প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা তাহা বাধিত হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। উপস্থিত সেই স্বাভাবিক ভ্রমজ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হইলে পর, তদ্বিষয়ে আর অনর্থকর ভোজনপ্রবৃত্তিও হয় না, (আপনা হইতেই তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়)। এ সমস্ত স্থলে কেবল বিপরীত জ্ঞানমূলক প্রবৃত্তিরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু তন্নিবৃত্তির জন্য আর কোন প্রকার যত্ন বা চেষ্টা করিতে হয় না। অতএব বস্তুর যাথাত্ম্য জ্ঞাপন করা অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্মের অনিষ্টকারিতা জ্ঞাপন করাই নিষেধবিধিসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহাতে লোককে কোন প্রকার অনুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিবার সামর্থ্যও নাই। ঠিক নিষেধবিধিসমূহের ন্যায় এখানেও পরমাত্মা প্রভৃতির যাথার্থ্য-বিজ্ঞাপক বাক্যসমূহেরও পরমাত্ম-যাথাত্ম্য জ্ঞাপন করাই একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইরূপ, এই সমস্ত বাক্যার্থ পর্য্যালোচনার ফলে যাহার জ্ঞান সংস্কারসম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ ভাবে ভাবিত হইয়াছে, তদ্বিপরীত জ্ঞানপ্রণোদিত প্রবৃত্তিসমূহের অনিষ্ট-কারিতা বিজ্ঞাত থাকায়, এবং পরমাত্মার যাথার্থ্য জ্ঞান স্মরণ পথে উদিত হওয়ায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বাধিত হইয়া যায়, তখন আপনা হইতেই পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিসমূহের অভাব ঘটিয়া থাকে। ১১।

ভাল কথা, কলঞ্জপ্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণের অনিষ্টকারিতা স্মরণ হওয়ায় স্বভাবাসিদ্ধ ভক্ষণীয়তা-ভ্রান্তি তিরোহিত হইয়া যায়; সুতরাং অনিষ্ট-কর কলঞ্জাদি ভক্ষণে যেরূপ অপ্রবৃত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে দৃঢ় সংস্কার জন্মিলেও লোকের যে, শাস্ত্রবিহিত যাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্তির অভাব হইবে, ইহা ত যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কারণ, বৈধ যাগাদি ক্রিয়াগুলি ত নিষেধবিধির বিষয় নহে। না, এ আপত্তিও সঙ্গত হয় না; কারণ, বিপরীত জ্ঞানমূলক যে, ইষ্টানিষ্টভাব, তাহা বৈধকর্ম্মের পক্ষেও সমান। অভিপ্রায় এই যে, কলঞ্জাদি ভক্ষণে প্রবৃত্তি যেরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানপ্রণোদিত বলিয়া অনর্থ বা অনিষ্টকর, শাস্ত্রবিহিত প্রবৃত্তিসমূহেরও সেইরূপ অজ্ঞানমূলকত্ব ও অনর্থকরত্ব সমান। অতএব পরমাত্মবিষয়ে যাহার যথার্থ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পক্ষে, শাস্ত্রবিহিত যাগাদি কার্য্যগুলিও ভ্রান্তিজ্ঞানমূলকত্ব ও ইষ্টানিষ্ট-

সাধ্যসাধনে তুল্য হওয়ায়, পরমাত্ম-জ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান উন্মূলিত হইবার পর বৈধকর্ম্মে প্রবৃত্তি না হওয়াও যুক্তিসিদ্ধই বটে। ১২।

আচ্ছা, কাম্য যাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি না হওয়া যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে সত্য, কিন্তু নিত্য কর্ম্মসমূহ যখন কেবলই শাস্ত্রবিহিত এবং ইষ্টানিষ্টসাধকও নহে, তখন তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তির অভাব হওয়া ত যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। না, তাহা নহে; কারণ, যাহারা অজ্ঞান ও অজ্ঞানমূলক রাগদ্বেষাদি দোষসম্পন্ন, তাহাদের সম্বন্ধেই নিত্যকর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, (কিন্তু রাগদ্বেষাদি দোষরহিতের সম্বন্ধে নহে)। [বুঝিতে হইবে,] যেমন স্বর্গকামনাদিরূপ দোষসম্পন্ন পুরুষের জন্য 'দর্শপৌর্ণমাসা'দি কাম্য কর্ম্মসমূহ বিহিত হইয়াছে, তেমনি যে লোক সর্ব্ববিধ অনর্থের বীজভূত অবিদ্যাদি-দোষে কলুষিত এবং অবিদ্যাপ্রসূত ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের মূলীভূত রাগদ্বেষাদি দোষসম্পন্নও বটে, তাহার প্রবৃত্তিতেও পূর্ব্ববৎ অবিদ্যাদোষ সন্নিবিষ্ট থাকায়, বুঝিতে হইবে যে, তাদৃশ দোষসম্পন্ন লোকের জন্যই নিত্যকর্ম্মসমূহ বিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল শাস্ত্রের আদেশই উহার একমাত্র প্রযোজক নহে। অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, পশুবন্ধ ও সোমযাগের কাম্যত্ব বা নিত্যত্ব অংশে স্বরূপতঃ যে, কোনপ্রকার বিশেষ আছে, তাহা নহে। কারণ, অনুষ্ঠানকর্ত্তার যদি স্বর্গাদিফলে কামনা থাকে, তাহা হইলেই সেই দোষবশে কাম্যত্ব হইয়া থাকে, আর কর্ত্তা যদি অবিদ্যাদি দোষসম্পন্ন এবং দোষ নিবন্ধন স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগাদি দোষে ইষ্টলাভে ও অনিষ্টপরিহারে অভিলাষী হন, তাহা হইলে নিত্যকর্ম্মও তাহার কাম্যফল সাধক হয়; কারণ, তাহার জন্যই উহা বিহিত হইয়াছে; কিন্তু যে ব্যক্তির পরমাত্মবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উদিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে নিবৃত্তির উপায় নির্দ্দেশ ভিন্ন কোথাও কোনরূপ কর্ম্মের বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন না, কর্ম্মের নিমিত্তীভূত যে, দেবতাদি সর্ব্ববিধ সাধন, সে সমুদয়ের অসত্যতা প্রতিপাদন পূর্ব্বকই আত্মজ্ঞান বিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং যাহার ক্রিয়া ও কারকাদি বিশেষ জ্ঞান বিমর্দ্দিত (যথারূপে নিশ্চিত) হইয়াছে, তাহার পক্ষে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি কখনও উৎপন্ন হয় না; কারণ, ক্রিয়া ও তৎসাধনাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকিলেই লোকের ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, (নচেৎ কখনই হয় না)। কারণ, যে ব্যক্তি দেশ ও কালাদি পরিচ্ছেদ রহিত ও স্থূলত্বাদিবর্জ্জিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠানের অবসরই বা কোথায়? যদি বল, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির ভোজনে যেমন প্রবৃত্তি হইয়া থাকে,

তেমনি কর্ম্মানুষ্ঠানেও প্রবৃত্তি হইতে পারে ; না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, লোকের যে, ভোজনাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, অবিদ্যাই তাহার একমাত্র নিমিত্ত ; সুতরাং ভোজনাদি কার্য্যানুষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নাই, অর্থাৎ যখনই অবিদ্যাদোষের উদ্ভব হয়, তখনই ভোজনানুষ্ঠানের আবশ্যক হয়, আবার যে সময় সেই দোষের তিরোধান হয়, সে সময়ে ভোজনেরও আবশ্যক হয় না ; কিন্তু নিয়ত বা অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে—কখনও করা হয়, কখনও বা করা হয় না, এইরূপ অনিয়ত ব্যবহার কখনই হইতে পারে না। ভোজনাদি ক্রিয়াগুলি কেবলই দোষজন্য বলিয়া এবং সেই দোষের উদ্ভব ও অভিভবের কোনরূপ নিয়ম না থাকায় স্বর্গাদিকামনার ন্যায় ভোজনাদি প্রবৃত্তিও অনিয়ত বা কাদাচিৎক, (কিন্তু নিত্যকর্ম্মের সেরূপ অনিয়ত প্রবৃত্তি হইতে পারে না) (৮) । ১৩।

বিশেষতঃ, শাস্ত্রোক্ত দেশকালাদি নিমিত্তসাপেক্ষ বলিয়াও নিত্যকর্ম্মের অনিয়তত্ব বা কাদাচিৎকতা হইতে পারে না ; কারণ 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞ যেমন শাস্ত্রনির্দ্দেশানুসারে সায়ং ও প্রাতঃকাল সাপেক্ষ, অর্থাৎ সায়ং ও প্রাতঃকালেই উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, যে কোন সময়ে নহে, ঠিক তেমনি অবিদ্যা-দোষমূলক নিত্যকর্ম্মসমূহও কালবিশেষসাপেক্ষ। ভাল কথা, জ্ঞানীদিগের ভোজনাদি প্রবৃত্তিবিষয়ে যেরূপ নিয়ম আছে, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াও ঠিক সেই-রূপ জ্ঞানীদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য হউক ; না, তাহা হইতে পারে না ; নিয়ম ত আর কোন ক্রিয়া নহে, এবং ক্রিয়ার প্রয়োজকও নহে ; সুতরাং তাদৃশ নিয়ম-কল্পনাও জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। অতএব পরমাত্মবিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের বিধিও যখন তদ্বিপরীত স্থূলত্ব ও দ্বৈতভাবের নিবৃত্তি সাধন করে ; তখন জ্ঞানবিধিরও সর্ব্বকর্ম্ম-প্রতিষেধ-বিধায়কতা উপপন্ন হইতেছে ; কারণ, কর্ম্মপ্রবৃত্তির অভাব বা নিবৃত্তিসাধনরূপ প্রয়োজনটী নিষেধবিধিও জ্ঞানবিধি—

(৮) তাৎপর্য্য—নিত্যকর্ম্মের লক্ষণ এইরূপ—"অকরণে প্রত্যবায়ঃ, তৎ নিত্যম্" অর্থাৎ যে কার্য্য না করিলে পাপ হয়, তাহার নাম 'নিত্যকর্ম্ম'। সুতরাং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই ; কর্ত্তার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, নিত্যকর্ম্ম করিতেই হইবে। ভোজনাদি কার্য্যগুলি কেবলই দেহাদিতে আত্মাভিমানরূপ অবিদ্যাজনিত, সুতরাং সেই অবিদ্যারূপ দোষটি যখন যাহার যেরূপ প্রবল হয়, তখনই তাহার সেই প্রবৃত্তিরও প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে, আবার সেই দোষ শিথিল হইয়া গেলে পর সঙ্গে সঙ্গে ভোজনেচ্ছাও রহিত হইয়া যায় ; অতএব নিত্যকর্ম্মের সহিত পার্থক্য নাই।

উভয়ে পক্ষেই তুল্য। অতএব নিষেধবিধির ন্যায় জ্ঞানশাস্ত্রেরও কেবল বস্তুরূপ মাত্র প্রতিপাদন ও তদ্বিষয়েই তাৎপর্য্যবত্তা সিদ্ধ হইল। ১০। ১।

তে হ বাচমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি, তথেতি, তেভ্যো বাগুদগায়ৎ। যো বাচি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ, যৎ কল্যাণং বদতি তদাত্মনে তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং বদতি স এব স পাপ্মা ॥ ১১ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তে (পূর্ব্বোক্তাঃ) [দেবাঃ প্রাণাদয়ঃ] হ (ঐতিহ্যে) বাচম্ (বাগিন্দ্রিয়ম্) উচুঃ (উক্তবন্তঃ)—[হে বাক্,] ত্বং নঃ (অস্মভ্যম্) উদ্গায় (উদ্গীথগানং কুরু) ইতি। বাক্ (বাগিন্দ্রিয় দেবতা) তথা (তথাস্তু) ইতি [প্রতিশ্রুত্য] তেভ্যঃ (প্রাণরূপদেবতাভ্যঃ) উদগায়ৎ (উদ্গীথগানং কৃতবতী); বাচি যঃ ভোগঃ (বাঙ্ নিমিত্তঃ য উপকারঃ), তং (ভোগং) দেবেভ্যঃ (সর্ব্বেন্দ্রিয়েভ্যঃ) আগায়ৎ; যৎ [পুনঃ] কল্যাণং (শোভনং) বদতি (বর্ণান্ উচ্চারয়তি বাক্), তৎ (কল্যাণবদনং) আত্মনে (স্বস্মৈ) [আগায়ৎ]। তে (অসুরাঃ—রাজসবৃত্তয়ঃ) [বাচঃ তথাবিধং স্বপক্ষপাতং উপলভ্য] বিদুঃ (বিজ্ঞাতবন্তঃ), [যৎ—] অনেন উদ্গাত্রা বাগাত্মনা উদ্গীথকর্ত্রা) বৈ নঃ (অস্মান্) [স্বাভাবিকং জ্ঞানং কর্ম্ম চ অতিভূয়] অত্যেষ্যন্তি (অতিক্রমিষ্যন্তি পরাভবিষ্যন্তি) ইতি (এবং নিশ্চিত্য) তং (বাক্স্বরূপম্ উদ্গাতারম্) অভিদ্রুত্য (সর্ব্বতোভাবেন আক্রম্য) পাপ্মনা (স্বকীয়েন ভোগাসক্তিদোষেণ) অবিধ্যন্ (সংযোজয়াম্বভূবুঃ), যঃ সঃ (প্রজাপতেঃ পূর্ব্বজন্মনি জাতঃ ভোগাসঙ্গঃ), সঃ [এব] পাপ্মা (পাপং)। [কোহসৌ? ইত্যাহ—] যৎ এব ইদং (অনুভবগোচরং যথা স্যাৎ তথা) অপ্রতিরূপং (অনুচিতং প্রতিবিরুদ্ধমপি) বদতি (সর্ব্বো জনঃ), সঃ [অননুরূপবচনম্ এব] সঃ (আসঙ্গফলভূতঃ) পাপ্মা (পাপফলমিত্যর্থঃ)।

মূলানুবাদ। সেই দেবতাগণ বাগিন্দ্রিয়কে বলিয়াছিলেন—তুমি আমাদের জন্য 'উদ্গীথ' গান কর; বাগিন্দ্রিয় 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাদের জন্য উদ্গীথ গান করিলেন; কিন্তু বাক্যলব্ধ যে সাধারণ ভোগ, তাহাই দেবতাগণের উদ্দেশ্যে গান করিলেন, আর যাহা কল্যাণময় অতি রমণীয় বাক্যোচ্চারণ, তাহা আপনার নিমিত্ত গান করিলেন; এইরূপ

আসক্তিরূপ বা পক্ষপাতরূপ ত্রুটি পাইয়া অসুরগণ বুঝিতে পারিলেন যে, দেবতাগণ এই উদ্গাতা দ্বারা (উদ্গীথগানকারী বাগ্দেবতা দ্বারা) আমাদিগকে অতিক্রম করিবে, অর্থাৎ পরাজিত করিবে। এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা বাগ্-দেবতাকে আক্রমণ করিয়া পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। সেই যে, প্রজাপতির পূর্ব্বজন্মজাত আসক্তি বা পক্ষপাত, তাহাই তাহা ; *[তাহার পরিচয় দিতেছেন—]* এই যে, লোকে অনুচিত অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কথা বলিয়া থাকে, তাহাই সেই পাপ, অর্থাৎ পাপের ফল ॥ ১১ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে দেবা হ এবং বিনিশ্চিত্য বাচং বাগভিমানিনীং দেবতাম্ উচুঃ উক্তবন্তঃ ;—ত্বং নঃ অস্মভ্যম্ উদ্গায় ঔদ্গাত্রং কর্ম্ম কুরু,—বাগ্দেবতানির্ব্বর্ত্ত্যমৌদ্গাত্রং কর্ম্ম দৃষ্টবন্তঃ তামেব চ দেবতাং জপমন্ত্রাভিধেয়াম্—“অসতো মা সদ্গময়” ইতি। ১।

অত্র চোপাসনায়াঃ কর্ম্মণশ্চ কর্ত্তৃত্বেন বাগাদয় এব বিবক্ষ্যন্তে। কস্মাৎ ? যস্মাৎ পরমার্থতস্তৎকর্ত্তৃকঃ তদ্বিষয় এব চ সর্ব্বো জ্ঞান-কর্ম্মসংব্যবহারঃ। বক্ষ্যতি হি “ধ্যায়তীব লেলায়তীব” ইত্যাত্মকর্ত্তৃকত্বাভাবং বিস্তরতঃ ষষ্ঠে। ইহাপি চ অধ্যায়ান্তে উপসংহরিষ্যতি অব্যাকৃতাদি-ক্রিয়াকারক-ফলজাতম্—“ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম্ম” ইত্যবিদ্যাবিষয়ম্। অব্যাকৃতাৎ তু যৎ পরং পরমাত্মাখ্যং বিদ্যাবিষয়ম্ অনামরূপকর্ম্মাত্মকং “নেতি নেতি” ইতি ইতরপ্রত্যাখ্যানেন উপসংহরিষ্যতি পৃথক্। যস্তু বাগাদি-সমাহারোপাধি-পরিকল্পিতঃ সংসার্য্যাত্মা, তস্য বাগাদি-সমাহার-পক্ষপাতিত্বমেব দর্শয়িষ্যতি—“এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি” ইতি। তস্মাদ্ যুক্তা বাগাদীনামেব জ্ঞান-কর্ম্মকর্ত্তৃত্বফল-প্রাপ্তিবিবক্ষা। ২।

তথেতি তথাস্ত্বিতি দেবৈরুক্তা বাক্ তেভ্যঃ অর্থিভ্যঃ অর্থায় উদগায়ৎ উদ্গানং কৃতবতী। কঃ পুনরসৌ দেবেভ্যঃ অর্থায় উদ্গানকর্ম্মণা বাচা নির্ব্বর্ত্তিতঃ কার্য্য-বিশেষঃ ইতি ? উচ্যতে,—যো বাচি নিমিত্তভূতায়াং বাগাদিসমুদায়স্য য উপ-কারো নিষ্পদ্যতে বদনাদিব্যাপারেণ, স এব। সর্ব্বেষাং হ্যসৌ বাগ্বদনাভি-নির্বৃত্তো ভোগঃ ফলম্। তং ভোগং সা ত্রিষু পবমানেষু কৃত্বা, অবশিষ্টেষু নবসু স্তোত্রেষু বাচনিকমার্ত্বিজ্যং ফলম্—যৎ কল্যাণং শোভনং বদতি বর্ণানভি-নির্ব্বর্ত্তয়তি, তদ্ আত্মনে মহ্যমেব। তদ্ধি অসাধারণং বাগ্দেবতায়াঃ কর্ম্ম, যৎ সম্যগ্বর্ণানামুচ্চারণম্ ; অতস্তদেব বিশেষ্যতে—‘যৎ কল্যাণং বদতি’ ইতি। যৎ তু বদনকার্য্যং, সর্ব্বসঙ্ঘাতোপকারাত্মকং তদ্ যাজমানমেব। ৩।

তত্র কল্যাণবদনাত্মসম্বন্ধাসঙ্গাবসরং দেবতায়া বহুং প্রতিপন্না তে বিদুর-সুরাঃ। কথম্? অনেন উদ্গাত্রা, নঃ অস্মান্, স্বাভাবিকং জ্ঞানং কর্ম চাতি-ক্রম্য অতীত্য, শাস্ত্রজনিত-কর্ম-জ্ঞানরূপেণ জ্যোতিষা উদ্গাত্রাত্মনা অত্যেষ্যন্তি অতিগমিষ্যন্তি—ইত্যেবং বিজ্ঞায়, তম্ উদ্গাতারম্ অভিদ্রুত্য অভিগম্য, স্বেন আসঙ্গলক্ষণেন পাপ্মনা অবিধ্যন্ তাড়িতবন্তঃ সংযোজিতবন্ত ইত্যর্থঃ।

স যঃ স পাপ্মা—প্রজাপতেঃ পূর্বজন্মাবস্থস্য বাচি স্থিতঃ, স এব প্রত্যক্ষী-ক্রিয়তে—কোঽসৌ? যদেবেদম্ অপ্রতিরূপম্ অননুরূপং শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধং বদতি, যেন প্রযুক্তঃ অসভ্য-বীভৎসানৃতাদি অনিচ্ছন্নপি বদতি; অনেনৈব কার্যেণ অপ্রতিরূপবদনেন অনুগম্যমানঃ প্রজাপতেঃ কার্যভূতাসু প্রজাসু বাচি বর্ত্ততে; স এব অপ্রতিরূপবদনেনানুমিতঃ; স প্রজাপতের্ব্বাপি সতঃ পাপ্মা; কারণানু-বিধায়ি হি কার্যমিতি॥ ১১॥২॥

টীকা। জ্ঞানবিষয়পরীক্ষ্যমাণমিত্যেতং প্রসঙ্গাগতং বিচারং পরিসমাপ্য 'তে হ বাচম্' ইত্যাদি ব্যাচষ্টে—তে দেবা ইতি। অচেতনায়া বাচো নিয়োজনং সংস্কৃতি—বাগভিমানিনীমিতি। নিয়োক্তৄণাং দেবানামভিপ্রায়মাহ—বাগ্‌দেবতেতি। যদ্যুদ্গানং কর্ম জপমন্ত্রপ্রকাশ্যা দেবতা নির্ব্বর্ত্তয়িষ্যতি, ন তু বাগ্দেবতেতি, তত্রাহ—ত্বামেবেতি "অসতো মা সদ্গময়" ইতি জপমন্ত্রাভিধেয়াং বৃহৎ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।

বাগাদ্যাশ্রয়ং কর্তৃত্বাদি সর্ব্বত্র অর্থবাদস্য প্রাসঙ্গিকং তাৎপর্যমাহ—অত্র চেতি। আত্মাশ্রয়ে কর্তৃত্বাদৌ অবভাসমানে তস্য বাগাদ্যাশ্রয়ত্বমযুক্তমিত্যাহ—কস্মাদিতি। পরস্য জীবস্য বা কর্তৃত্বাদি বিবক্ষিতমিতি বিকল্প্য আদ্যং দূষয়তি—যস্মাদিতি। বিচারণায়াং বাগাদি-সঙ্ঘাতস্য ক্রিয়াশক্তিমত্ত্বাৎ কর্তৃত্বাদিঃ, তদাশ্রয়ো ব্যবহারঃ প্রতীতঃ, তস্মাৎ পরস্যাত্মনঃ স্বতন্ত্র-চ্ছক্তিশূন্যস্য ন তদাশ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, অবিদ্যাশ্রয়ঃ সর্ব্বো ব্যবহারো ন তদ্বীনে পরস্মিন্ন-বতরতীত্যাহ—তদ্বিষয় ইতি। "কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইতি ন্যায়েন কর্তৃত্বমাত্মনঃ অঙ্গীকর্তব্যম্ ইত্যাশঙ্ক্য "যথা চ তক্ষোভয়থা" ইতি ন্যায়াদৌপাধিকং তস্মিন্ কর্তৃত্বমিত্যভিপ্রেত্যাহ—বক্ষ্যতি হীতি। বহ্বক্ষরবিদ্যাবিষয়ঃ সর্ব্বো ব্যবহার ইতি, তত্র বাক্যশেষমনুকূলয়তি—ইহাপীতি। ইতশ্চ পরস্মিন্নাত্মনি কর্তৃত্বাদিব্যবহারো নাস্তীত্যাহ—অন্যায্যত্বাদিতি। অনাত্মরূপকর্তৃত্বাদিকমিত্যস্মাৎ উপদিষ্টাৎ তৎপদলক্ষ্যাৎ, পৃথক্ অবিদ্যাবিষয়াৎ ক্রিয়াকারক-ফলজাতাদিতি শেষঃ। যা তু সংসার্যাত্মা কর্তৃত্বাদ্যাশ্রয়ঃ, জীবস্য তাদিতি দ্বিতীয়মাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। জীবশব্দবাচ্যস্য বিশিষ্টস্য কল্পিতত্বাৎ ন তাত্ত্বিকং কর্তৃত্বাদিকং, কিং তু তস্য স্বরূপে সমারোপিতমিতি ভাবঃ। আত্মনি তাত্ত্বিককর্তৃত্বাদ্যভাবে কল্পিতমর্থবাদতাৎপর্যমুপসংহরতি—তস্মাদিতি।

তাৎপর্যমর্থবাদস্যোক্ত্বা নিযুক্তয়া বাগ্দেবতয়া যৎ কৃতং, তদুপক্ষিপতি তভ্যস্তথেত্যাদিনা। উদ্গাতৃত্বং জপমন্ত্রপ্রকাশ্যং চ আত্মনোঽঙ্গীকৃত্য বাগুদ্গানে প্রবৃত্তা চেৎ তয়া কল্পিতগুণকার্যো

এখানে বুঝিতে হইবে, বাগাদি দেবতাগণকেই উপাসনা ও কর্মানুষ্ঠানের কর্তারূপে প্রতিপাদন করা শ্রুতির অভিপ্রেত। কি জন্য? যেহেতু, যে কোন-প্রকার জ্ঞান ও কর্ম প্রসিদ্ধ আছে, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই সেই সমস্তের কর্তা ও বিষয় (আশ্রয়), অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েতেই ঐ সমস্ত ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইজন্যই পরে ষষ্ঠাধ্যায়ে 'আত্মা যেন ধ্যান করে, যেন স্পন্দন করে' ইত্যাদি বাক্যে আত্মার অকর্তৃত্ব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবেন। আর এখানেও অধ্যায়ের শেষভাগে উপসংহার-স্থলে "ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম" ইত্যাদি বাক্যে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রিয়া, কারক ও ফল প্রভৃতি সমস্তই অবিদ্যার বিষয় বা অজ্ঞান-মূলক বলিয়া নির্দেশ করিবেন। আর যিনি অব্যাকৃত, প্রকৃতির অতীত এবং নাম, রূপ ও কর্মের সহিত অসম্বদ্ধ, তিনিই বিদ্যার—জ্ঞানের বিষয়, এবং 'নেতি নেতি' বলিয়া অপর সর্বপদার্থবিলক্ষণরূপে তাহারই পৃথক্ উপসংহার করিবেন। আর যিনি বাক্ প্রভৃতি উপাধিসমষ্টিবিশিষ্ট সংসারী আত্মা—জীব, তাহাকেও আবার "এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেব অনুবিনশ্যতি" ইত্যাদি বাক্যে বাক্প্রভৃতি দেহসংঘাতের অনুগামী বলিয়া প্রদর্শন করিবেন। অতএব বাক্প্রভৃতির সম্বন্ধেই জ্ঞান ও কর্মানুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্তি প্রতিপাদন করা সম্ভবপর ও সঙ্গত হয়। ২।

'তথা' ইতি, অর্থ—তথাস্ত (সেইরূপই হউক); বাগ্দেবতা অপরাপর দেবতাকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রার্থী সেই দেবতাগণের নিমিত্ত উদ্গান করিয়াছিলেন (অর্থাৎ উদ্গাথ গান করিয়াছিলেন)। বাগ্দেবতা উদ্গানকর্ম দ্বারা দেবতাগণের জন্য কিপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন? বলা হইতেছে;—বাকে—বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে, অর্থাৎ শব্দোচ্চারণাদি ক্রিয়া দ্বারা বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমুদয়ের যে, উপকার সম্পাদিত হয়, তাহাই তাহার সেই কার্য্য। বাক্যোচ্চারণজনিত যে, এইরূপ ফল, তাহা সকলেরই সাধারণ ভোগ্য। সেই বাগ্দেবতা তিনটীমাত্র 'পবমান' স্তোত্রে উক্তপ্রকার ভোগ বা উপকার সম্পাদন করিয়া, অবশিষ্ট নয়টী স্তোত্রে—যাহার পাঠজাত ফল যজমানগত হয় (পাঠকই লাভ করেন), সেই নয়টী স্তোত্রে বাগ্দেবতা যে, কল্যাণ অর্থাৎ সুন্দর বর্ণোচ্চারণ করিয়া থাকেন, সেই সুন্দর বর্ণোচ্চারণ আপনারই উদ্দেশ্যে সম্পন্ন [করিয়াছিলেন] (১)। যথাযথরূপে যে, বর্ণোচ্চারণ করা,

(১) তাৎপর্য্য—জ্যোতিষ্টোম যাগে দ্বাদশটী স্তোত্রগানের ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্যে

তাহাই বাগ্‌দেবতার অসাধারণ কার্য্য; এই জন্যই 'যৎ কল্যাণং বদতি' কথায় তাহার বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু দেবসম্বাতের উপকারসাধক যে, বাক্যোচ্চারণ মাত্র কার্য্য, যজমান তাহার ফলভাগী হয়; [আর যথাযথরূপে বাক্যোচ্চারণের ফলভাগী হয় নিজে—বাক্।]। ৩।

*সেই অসুরগণ বাগ্‌দেবতার এইরূপ কল্যাণময় বাক্যোচ্চারণাত্মক স্বার্থ-*পরতারূপ ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া বুঝিয়াছিলেন। কি প্রকার বুঝিয়াছিলেন?—না, দেবগণ এই উদ্গাতা দ্বারা আমাদের স্বাভাবিক বা উচ্ছৃঙ্খল জ্ঞান ও কর্ম্মমার্গ পরাজিত করিয়া, শাস্ত্রোপদেশলব্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ উদ্গাত্রাত্মক জ্যোতিঃ-প্রভাবে (দিব্য জ্ঞানের সাহায্যে) আমাদিগকে অতিক্রম করিবে; ইহা অবগত হইয়া সেই উদ্গাতাকে আক্রমণ করিয়া, তাহাকে স্বীয় ভোগা সক্তিরূপ পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ঐ পাপে সংযোজিত করিয়াছিলেন। ৪।

সেই যে, সেই পাপ, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে প্রজাপতির বাগিন্দ্রিয়ে যে পাপ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাই এখানে প্রত্যক্ষবৎ প্রদর্শিত হইতেছে। সেই পাপটী কি? না, তাহা এই যে, লোকে অপ্রতিরূপ—অনুচিত, অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে; যাহার জন্য লোকে অনিচ্ছাপূর্ব্বকও অসভ্য, ঘৃণিত ও মিথ্যা কথা প্রভৃতিও বলিয়া থাকে। সেই অনুচিত বাক্য-ব্যবহারজনিত পাপ অদ্যাপি প্রজাপতির সৃষ্ট প্রাণিগণের বাগিন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐরূপ নিষিদ্ধ ভাষণ হইতেই অনুমিত হয় যে, প্রজাপতির বাগিন্দ্রিয়েও এই পাপ সন্নিবিষ্ট ছিল; কেন না, কার্য্যমাত্রই কারণানুরূপ হইয়া থাকে॥ ১১॥ ২॥

'পবমান' নামক স্তোত্রত্রয়ের গানে যে ফল হয়, যজমান তাহার ফলে অধিকারী হয়; আর অবশিষ্ট যে, নয়টী স্তোত্র গান করিতে হয়, ঋত্বিক্ তাহার ফলভাগী হয়। স্তোত্রপাঠ বাগিন্দ্রিয়েরই নিজস্ব কার্য্য; অথচ বাগ্‌দেবতা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রতিনিধিরূপে সেই স্তোত্র পাঠকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া যজমানদিগের ফলজনক স্তোত্রগুলি সাধারণভাবে পাঠ করিলেন, আর স্বয়ং ঋত্বিক্‌রূপে যে সমস্ত স্তোত্রের ফল পাইবেন, সেই সমস্ত স্তোত্রগুলি অতি উত্তমরূপে যথাযথ স্বরব্যঞ্জনাদি বিভাগ অনুসারে গান করিলেন। এই স্বার্থপরতারূপ অপরাধে অসুরগণ তাহাকে আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইলেন; এবং স্বীয় পাপ দ্বারা বাগিন্দ্রিয়কে কলুষিত করিলেন। বর্ত্তমান প্রজাপতির পূর্ব্বজন্মে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে বর্ত্তমান জন্মেও তাঁহার প্রজামণ্ডলীর বাক্যে সেই দোষ—স্বার্থপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে।

অথ হ প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি, তথেতি—তেভ্যঃ প্রাণ উদগায়ৎ। যঃ প্রাণে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ যৎ কল্যাণং জিঘ্রতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং জিঘ্রতি স এব স পাপ্মা ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ—অথ (বাচঃ অভিভবানন্তরম্) হ (ঐতিহ্যে) প্রাণম্ (ঘ্রাণং) ঊচুঃ—ত্বং নঃ (অস্মভ্যম্) উদ্গায় (উদ্গানং কুরু) ইতি; [এবমুক্তঃ] প্রাণঃ তথা (তথাস্তু ইতি [কৃত্বা] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) উদগায়ৎ (উদ্গীথগানং কৃতবান্)। প্রাণে যঃ ভোগঃ (সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং সাধারণঃ উপকারঃ), তং (ভোগং) দেবেভ্যঃ আগায়ৎ (গীতবান্), যৎ [পুনঃ] কল্যাণং (শোভনং) জিঘ্রতি, তৎ আত্মনে (আত্মার্থং স্বার্থমেব) [আগায়ৎ]। তে (অসুরাঃ) বিদুঃ (বিদিতবন্তঃ),—অনেন (ঘ্রাণরূপেণ) উদ্গাত্রা (উদ্গানকারিণা) বৈ (অবধারণে) নঃ (অস্মান্) অত্যেষ্যন্তি (অতিক্রমিষ্যন্তি), ইতি [এবং নিশ্চিত্য] তম্ (ঘ্রাণম্) অভিদ্রুত্য (আক্রম্য) পাপ্মনা (আসঙ্গলক্ষণেন পাপেন) অবিধ্যন্ (সংযোজিতবন্তঃ)। যঃ সঃ, সঃ পাপ্মা; [কোঽসৌ?] যৎ এব ইদং অপ্রতিরূপং (নিন্দিতং) জিঘ্রতি [ঘ্রাণঃ], সঃ এব পাপ্মা ইত্যর্থঃ ॥১২॥৩॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বলিলেন,—তুমি আমাদের জন্য উদ্গান কর (উদ্গাথ কর্ম্ম কর)। 'তথাস্তু' বলিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাঁহাদের জন্য উদ্গান করিলেন। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যাহা সাধারণ ব্যাপার, তাহাই অপর সকলের জন্য গান করিলেন; কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয় যে, উত্তম আঘ্রাণ করে, তাহা নিজের জন্য গান করিলেন। [এই ত্রুটিতে] অসুরগণ বুঝিতে পারিল যে, দেবতারা এই উদ্গাতা দ্বারা আমাদিগকে পরাভূত করিবে; ইহা জানিয়া তাহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিল। সেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় যে, অপ্রিয় গন্ধ আঘ্রাণ করে, ইহাই হইল সেই পাপ্মা (পাপ ফল) ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

অথ হ চক্ষুরূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি, তথেতি—তেভ্যশ্চক্ষুরুদগায়ৎ। যশ্চক্ষুষি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ যৎ কল্যাণং পশ্যতি তদাত্মনে।

তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং পশ্যতি স এব স পাপ্মা ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ—অথ (প্রাণানন্তরম্) হ (ঐতিহ্যে) চক্ষুঃ ঊচুঃ—ত্বং নঃ (অস্মভ্যম্) উদ্‌গায় ইতি। 'তথা' ইতি [উক্ত্বা] চক্ষুঃ তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) উদগায়ৎ। চক্ষুষি যঃ ভোগঃ (সাধারণঃ উপকারঃ), তং দেবেভ্যঃ আগায়ৎ; যৎ [পুনঃ] কল্যাণং পশ্যতি, তৎ আত্মনে [অগায়ৎ]। তে (অসুরাঃ) বিদুঃ—অনেন (চক্ষুরূপেণ) উদ্‌গাত্রা নঃ (অস্মান্) বৈ অত্যেষ্যন্তি, ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ) তম্ (চক্ষুরূপম্ উদ্‌গাতারম্) অভিদ্রুত্য পাপ্মনা অবিধ্যন্ (সংযোজিতবন্তঃ)। সঃ যঃ, সঃ পাপ্মা; [কোঽসৌ?] যৎ এব ইদম্ অপ্রতিরূপং (নিষিদ্ধং) পশ্যতি; সঃ এব সঃ (অসুরাক্ষিপ্তঃ) পাপ্মা ॥১৩॥৪॥

মূলানুবাদ।—তাহার পর দেবগণ চক্ষুকে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদ্‌গীথ গান কর; চক্ষুঃ 'তথাস্তু' বলিয়া দেবগণের উদ্দেশে গান করিলেন; কিন্তু চক্ষুর যাহা সাধারণ ভোগ, তাহাই দেবগণের উদ্দেশে গান করিলেন, আর যাহা কল্যাণময় দর্শন, তাহা আপনার জন্য গান করিলেন। অসুরগণ বুঝিতে পারিল যে, দেবতারা এই উদ্‌গাতা দ্বারা আমাদিগকে পরাজিত করিবে; এইজন্য তাহারা যাইয়া তাঁহাকে (চক্ষুদেবতাকে) পাপবিদ্ধ করিল। চক্ষু যে, নিকৃষ্ট রূপ দর্শন করে, তাহাই সেই পাপ ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

অথ হ শ্রোত্রমূচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়েতি, তথেতি—তেভ্যঃ শ্রোত্রমুদগায়ৎ। যঃ শ্রোত্রে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ যৎ কল্যাণং শৃণোতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং শৃণোতি, স এব স পাপ্মা ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ—অথ (অনন্তরং) হ (ঐতিহ্যে) শ্রোত্রম্ ঊচুঃ—ত্বং নঃ (অস্মভ্যম্) উদ্‌গায় ইতি; শ্রোত্রং 'তথা' ইতি [কথা] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) উদগায়ৎ; কিন্তু যঃ শ্রোত্রে ভোগঃ, তং দেবেভ্যঃ আগায়ৎ; যৎ [পুনঃ]

কল্যাণং শৃণোতি, তৎ (কল্যাণশ্রবণং) আত্মনে [আগায়ৎ]। তে (অসুরাঃ) বিদুঃ—[দেবাঃ] অনেন (শ্রোত্ররূপেণ) উদ্গাত্রা বৈ নঃ (অস্মান্) অত্যেষ্যন্তি ইতি, তম্ (উদ্গাতারম্) অভিদ্রুত্য পাপ্মনা অবিধ্যন্। সঃ যঃ, সঃ পাপ্মা ; [কঃ ?] ইদং (শ্রোত্রং) যৎ এব অপ্রতিরূপং শৃণোতি, সঃ (অপ্রতিরূপ-শ্রবণম্) এব পাপ্মা ॥১৪॥৫।

মূলানুবাদ। অতঃপর দেবগণ শ্রবণেন্দ্রিয়কে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদ্গান কর। শ্রবণেন্দ্রিয় 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদের জন্য গান করিলেন ; কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের যাহা সাধারণ ভোগ, তাহাই দেবগণের উদ্দেশে গান করিলেন, আর যাহা কল্যাণময় শ্রবণ, তাহা নিজের জন্য গান করিলেন। অসুরগণ বুঝিতে পারিল যে, দেবতারা এই শ্রোত্ররূপ উদ্গাতার সাহায্যে আমাদিগকে অতিক্রম করিবে। ইহা বুঝিয়া তাহারা সত্বর যাইয়া সেই শ্রবণেন্দ্রিয়কে পাপে বিদ্ধ করিল। শ্রবণেন্দ্রিয় যে, অপ্রিয় বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকে, ইহাই সেই পাপ বা পাপের ফল ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

অথ হ মন উচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি, তথেতি—তেভ্যো মন উদগায়ৎ যো মনসি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং সঙ্কল্পয়তি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং সঙ্কল্পয়তি স এব স পাপ্মা। এবমু খল্বেতা দেবতাঃ পাপ্মভিরুপাস্থজন্নেবমেনাঃ পাপ্মনাঽবিধ্যন্ ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

অন্বয়লভ্যার্থঃ—অথ (অনন্তরং) হ (ঐতিহ্যে) মনঃ (অন্তঃকরণম্) উচুঃ—ত্বং নঃ (অস্মভ্যম্) উদ্গায় ইতি ; মনঃ তথা ইতি [কৃত্বা] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) উদগায়ৎ ; মনসি যঃ ভোগঃ (সাধারণঃ ব্যাপারঃ), তং দেবেভ্যঃ আগায়ৎ ; যৎ [পুনঃ] কল্যাণং সঙ্কল্পয়তি (চিন্তয়তি), তৎ (কল্যাণচিন্তনং) আত্মনে [আগায়ৎ]। তে (অসুরাঃ) বিদুঃ (বিজ্ঞাতবন্তঃ) যৎ [দেবাঃ] অনেন উদ্গাত্রা বৈ নঃ (অস্মান্) অত্যেষ্যন্তি ইতি, [এবং নিশ্চিত্য] অভিদ্রুত্য তং (মনোরূপম্ উদ্গাতারম্) পাপ্মনা অবিধ্যন্ ; সঃ যঃ, সঃ পাপ্মা ; [কঃ ?]

ইদং (মনঃ) যৎ এব অপ্রতিরূপং সঙ্কল্পয়তি, সঃ এব সঃ পাপ্মা। এবং (বাগাদিবৎ) উ (এব) এতাঃ (অনুক্তা অপি ত্বগাদ্যাঃ) দেবতাঃ খলু পাপ্মভিঃ উপাসৃজন্ (পাপ্ম-সম্বন্ধং প্রাপ্তবন্তঃ), এবং (বাগাদিবদেব) এনাঃ (ত্বগাদ্যাঃ দেবতাঃ) পাপ্মনা অবিধ্যন্ [অসুরাঃ ইতি শেষঃ] ॥১৫॥৬॥

মূলানুবাদ।—তাহার পর দেবগণ মনকে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদ্গান কর। মন 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদের জন্য গান করিলেন; কিন্তু মনের যাহা সাধারণ কার্য্য—চিন্তামাত্র, তাহাই দেবগণের নিমিত্ত, আর যাহা কল্যাণময় শুভ সঙ্কল্প, তাহা আপনার নিমিত্ত গান করিলেন। এই অপরাধে অসুরগণ বুঝিতে পারিল যে, দেবতারা এই মনোরূপ উদ্গাতা দ্বারা আমাদিগকে পরাভূত করিবে; তাই তাহারা দ্রুত উপস্থিত হইয়া মনকে পাপে বিদ্ধ করিল। মন যে, অশুভ সঙ্কল্প (চিন্তা) করিয়া থাকে, তাহাই সেই পাপ; মন সেই পাপে সংযুক্ত হইয়াছিল। উক্ত বাক্ প্রভৃতির ন্যায় ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-দেবতারাও এইরূপে পাপাসক্ত হইয়াছিলেন, এবং অসুরগণ তাঁহাদিগকে পাপবিদ্ধ করিয়াছিল ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথৈব প্রাণাদিদেবতা উদ্গীথনির্বর্ত্তকত্বাৎ জপমন্ত্রপ্রকাশ্যা উপাস্যাশ্চেতি ক্রমেণ পরীক্ষিতবন্তঃ। দেবানাঞ্চৈতৎ নিশ্চিতমাসীৎ—বাগাদিদেবতাঃ ক্রমেণ পরীক্ষ্যমাণাঃ কল্যাণবিষয়বিশেষাত্মসম্বন্ধাসঙ্গহেতোঃ আসুরপাপ্মসংসর্গাদ্ উদ্গীথনির্বর্ত্তনাসমর্থাঃ; অতঃ অনভিধেয়াঃ, "অসতো মা সদ্গময়" ইত্যনুপাস্যাশ্চ; অশুদ্ধত্বাৎ ইতরাব্যাপকত্বাচ্চেতি।

এবমু খলু, অনুক্তা অপি এতাঃ ত্বগাদিদেবতাঃ, কল্যাণাকল্যাণকার্য্যদর্শনাৎ, এবং বাগাদিবদেব, এনাঃ পাপ্মনা অবিধ্যন্ পাপ্মনা বিদ্ধবন্ত ইতি যদুক্তম্, তৎ পাপ্মভিরুপাসৃজন্ পাপ্মভিঃ সংসর্গং কৃতবন্ত ইত্যেতৎ ॥১২-১৫॥৩-৬॥

টীকা। বাগ্দেবতায়া জপমন্ত্রপ্রকাশ্যত্বমুপাস্যত্বঞ্চ নেতি নির্দ্ধার্য্য, অবশিষ্টপর্য্যায়চতুষ্টয়স্য তাৎপর্য্যমাহ—তথৈবেতি। পরীক্ষাফলনির্ণয়মাহ—দেবানামিতি। অনুপাস্যত্বে হেত্বন্তরমাহ—ইতরেতি। ইতরঃ কার্য্যকারণসঙ্ঘাতঃ, তস্মিন্নব্যাপকত্বং পরিচ্ছিন্নত্বম্, অতস্তাসামনুপাস্যত্বং জপমন্ত্রাপ্রকাশ্যত্বঞ্চেত্যর্থঃ। উক্তৈরিন্দ্রিয়ৈঃ অনুক্তেন্দ্রিয়াণ্যুপলক্ষণীয়ানীতি বিবক্ষিতোপসংহরতি—এবমিতি। বাগাদিবৎ ত্বগাদিষু কল্যাণাভাবাৎ ন পাপ্মবেধোক্তত্বাদ্যাশঙ্ক্যাহ—কল্যাণেতি। পাপ্মভিরুপাসৃজন্ পাপ্মনা অবিধ্যন্নিত্যনয়োরিতি

পৌনরুক্ত্যম্ ইত্যাশঙ্ক্য ব্যাখ্যানব্যাখ্যেয়ভাবাৎ নৈবমিত্যাহ—ইতি মন্ত্রোক্ত-মিতি। ১২—১৫। ৩—৬।

ভাষ্যানুবাদ। বাক্‌প্রভৃতির ন্যায় ঘ্রাণাদি দেবতাও উদ্গীথের সম্পাদক; সুতরাং তাঁহারাও উপাস্য এবং ["অসতো মা সদ্গময়" এই] জপমন্ত্রেও প্রকাশনযোগ্য; এই জন্য দেবতাগণ ক্রমে তাঁহাদিগকেও পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে, দেবতাগণের এইরূপই নিশ্চয় বা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, যেহেতু ক্রমিক পরীক্ষার ফলে যখন দেখা গেল যে, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-দেবতাগণ বিশেষ বিশেষ কল্যাণকর বিষয়ে স্বার্থপরতারূপ আসক্তি-দোষে আসুর পাপে সংসৃষ্ট, সেই হেতুই তাহারা উদ্গীথ ক্রিয়া সম্পাদনে অক্ষম; কাজেই "অসতো মা সদ্গময়" এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে, এবং উপাস্যও নহে; বিশেষতঃ, তাহারা পাপসংসর্গবশতঃ অশুদ্ধও বটে এবং অপরাপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও নহে।

অনুক্ত এই ত্বক্ প্রভৃতি দেবতাও পূর্বোক্ত বাক্ প্রভৃতি দেবতারই ঠিক অনুরূপ; কারণ, তাহাদের মধ্যেও শুভাশুভ কার্য্য দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে যে পাপের কথা বলা হইয়াছে, এই দেবতাগণও সেই পাপে সংসৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং [অসুরগণ কর্ত্তৃক] পাপবিদ্ধ হইয়াছিলেন। ১২—১৫। ৩—৬।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। বাগাদিদেবতা উপাসীনা অপি মৃত্যুতিগম-নায়াশরণাঃ সন্তো দেবাঃ ক্রমেণ—

টীকা। সম্প্রতি মুখ্যপ্রাণস্য মন্ত্রপ্রকাশ্যত্বমুপাস্যত্বং চ বক্তুমুত্তরবাক্যমুপাদায় ব্যাক-রোতি—বাগাদীতি। ক্রমেণ উপাসীনা ইতি সম্বন্ধঃ।

ভাষ্যানুবাদ। দেবগণ ক্রমে বাক্ প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিয়াও মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া, [মুখ্যপ্রাণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন]—

অথ হেমমাস্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি, তথেতি—তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাহত্যেষ্যন্তীতি তদভি-দ্রুত্য পাপ্মনাহবিব্যৎসন্ স যথাহশ্মানমৃত্বা লোষ্টো বিধ্বংসেতৈবং হৈব বিধ্বংসমানা বিষ্বঞ্চো বিনেশুস্ততো দেবা অভবন্ পরাহসুরাঃ, ভবত্যাত্মনা পরাহস্য দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি য এবং বেদ ॥১৬॥৭॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (ততঃ পরং) [দেবাঃ] হ ইমং আসন্যং (আস্যস্থং —মুখবর্ত্তিনং) প্রাণং (মুখ্যং প্রাণং) ঊচুঃ (উক্তবন্তঃ)—ত্বং নঃ (অস্মভ্যম্) উদ্গায় ইতি ; এষঃ (মুখ্যঃ) প্রাণঃ, তথা ইতি [কৃত্বা] তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) উদগায়ৎ ; তে (অসুরাঃ) বিদুঃ (জ্ঞাতবন্তঃ) ; [যৎ] অনেন (মুখ্যপ্রাণেন) উদ্গাত্রা বৈ নঃ (অস্মান্) অত্যেষ্যন্তি ইতি। [এবং জ্ঞাত্বা, তে অসুরাঃ] অভিদ্রুত্য, তং (মুখ্যং প্রাণম্) পাপ্মনা অবিধ্যং সন্ (বেদ্ধুম্ ইষ্টবন্তঃ) সঃ (অস্মিন্ বিষয়ে দৃষ্টান্তঃ)—যথা (যদ্বৎ) লোষ্টঃ (মৃৎপিণ্ডঃ) অশ্মানং (পাষাণং) ঋত্বা (গত্বা-প্রাপ্য) বিধ্বংসেত (বিধ্বস্তঃ ভবেৎ), এবং হ এব [অসুরাঃ] বিধ্বংসমানাঃ বিষ্বঞ্চঃ (ইতস্ততঃ বিপ্রস্তাঃ সন্তঃ) বিনেশুঃ (বিনষ্টা বভূবুঃ)। ততঃ (অনন্তরং) দেবাঃ অভবন্ (স্বপদপ্রতিষ্ঠা বভূবুঃ) ; অসুরাঃ [চ] পরা (পরাজিতাঃ অভবন্)। যঃ (জনঃ) এবং (যথোক্তদেবাসুরসংবাদং) বেদ, [সঃ] আত্মনা (স্বয়ং) ভবতি (প্রজাপতিস্বরূপো ভবতীত্যর্থঃ) অস্য দ্বিষন্ (দ্বেষকারী) ভ্রাতৃব্যঃ (শত্রুঃ) পরাভবতি (উপাসকঃ নিঃশত্রুঃ ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর দেবতাগণ মুখবর্ত্তী মুখ্য প্রাণকে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদ্গান কর। মুখ্য প্রাণ 'তথাস্তু' বলিয়া দেবতাগণের উদ্দেশ্যে উদ্গান করিলেন। এবারও অসুরগণ জানিতে পারিল যে, দেবতারা এই প্রাণরূপ উদ্গাতার সাহায্যে আমাদিগকে অতিক্রম করিবে। এইরূপ মনে করিয়া তাহারা অবিলম্বে যাইয়া তাঁহাকে স্বীয় পাপে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করিল ; কিন্তু লোষ্ট (ঢিল) যেমন পাষাণখণ্ডে পতিত হইয়া আপনিই চূর্ণ হইয়া যায়, ঠিক তেমনি সেই অসুরগণও মুখ্য প্রাণকে আক্রমণ করিতে যাইয়া নিজেরাই বিধ্বস্ত ও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইল ; তাহা হইতেই দেবতারা দেব-ভাব প্রাপ্ত হইলেন, আর অসুরগণ পরাভূত হইলেন। অপর কোন লোকও যদি এই তত্ত্ব অবগত হন, তাহা হইলে, তিনিও নিজে প্রজাপতি-স্বরূপ হন, এবং তাঁহার শত্রুও বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথ অনন্তরম্, হ ইমম্—ইত্যাদিমন্ত্রপ্রদর্শনম্ ; আসন্যম্ আস্যে ভবমাসন্যং মুখান্তর্বিলস্থং প্রাণমূচুঃ—ত্বং ন উদ্গায়েতি। তথেতি এবং শরণমুপগতেভ্যঃ স এষ প্রাণো মুখ্য উদগায়দিত্যাদি পূর্ববৎ। পাপ্মনা-

অবিধ্যং সন্ বেদনং কর্ত্তুমিষ্টবন্তঃ, তে চ দোষাসংসর্গিণং শুদ্ধং মুখ্যং প্রাণং যেন আসঙ্গদোষেণ বাগাদিষু লব্ধপ্রসরাঃ তদভ্যাসাহৃতত্বাৎ, সংসৃষ্টপাপ্মানঃ বিশেষতঃ বিনষ্টা বিধ্বস্তাঃ। কথমিব? ইতি দৃষ্টান্ত উচ্যতে—স যথা, স দৃষ্টান্তো যথা—লোকে অশ্মানং পাষাণম্ ঋত্বা গত্বা প্রাপ্য লোষ্টঃ পাংশুপিণ্ডঃ পাষাণচূর্ণনায় অশ্মনি নিক্ষিপ্তঃ স্বয়ং বিধ্বংসেত বিধ্বংসেত বিচূর্ণীভবেৎ; এবং হৈব—যথায়ং দৃষ্টান্তঃ; এবমেব বিধ্বংসমানা বিশেষেণ ধ্বংসমানাঃ, বিষ্বঞ্চঃ নানাগতয়ঃ, বিনেশুঃ বিনষ্টাঃ, যতঃ; ততঃ তস্মাদসুরবিনাশাৎ দেবত্বপ্রতিবন্ধভূতেভ্যঃ স্বাভাবিকাসঙ্গ-জনিতপাপ্মভ্যো বিয়োগাৎ, অসংসর্গধর্ম্মি-মুখ্যপ্রাণাশ্রয়বলাৎ, দেবা বাগাদয়ঃ প্রকৃতাঃ, অভবন্; কিমভবন্? স্বং দেবতারূপমগ্ন্যাদ্যাত্মকং বক্ষ্যমাণম্। পূর্ব্বমপি অগ্ন্যাদ্যাত্মান এব সন্তঃ স্বাভাবিকেন পাপ্মনা তিরস্কৃতবিজ্ঞানাঃ পিণ্ডমাত্রাভিমানা আসন্। তে তৎপাপ্মবিয়োগাৎ উজ্ঝিত্বা পিণ্ডমাত্রাভিমানং, শাস্ত্রসমর্পিত-বাগাদ্যগ্ন্যাদ্যাত্মাভিমানা বভূবুরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তে প্রতিপক্ষভূতা অসুরাঃ পরা—অভবন্নিত্যনুবর্ত্ততে; পরাভূতা বিনষ্টা ইত্যর্থঃ।

যথা পুরাকল্পেন বর্ণিতঃ পূর্ব্বযজমানোঽতিক্রান্তকালিকঃ এতামেবাধ্যাত্মিকাখ্যায়িকারূপাং শ্রুতিং দৃষ্ট্বা, তেনৈব ক্রমেণ বাগাদিদেবতাঃ পরীক্ষ্য, তাংশ্চাপোহ্য আসঙ্গ-পাপ্মাস্পদ-দোষবত্ত্বেন, অদোষাস্পদং মুখ্যং প্রাণম্ আত্মত্বেনোপগম্য, বাগাদ্যাধ্যাত্মিক-পিণ্ডমাত্র-পরিচ্ছিন্নাত্মাভিমানং হিত্বা, বৈরাজ-পিণ্ডাভিমানং বাগাদ্যগ্ন্যাদ্যাত্মবিষয়ং বর্ত্তমানপ্রজাপতিত্বং শাস্ত্রপ্রকাশিতং প্রতিপন্নঃ; তথৈবায়ং যজমানঃ তেনৈব বিধিনা ভবতি প্রজাপতিস্বরূপেণ আত্মনা; পরা চাস্য প্রজাপতিত্ব-প্রতিপক্ষভূতঃ পাপ্মা দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি;—যতোঽদ্বেষ্টাপি ভবতি কশ্চিৎ ভ্রাতৃব্যো ভরতাদিতুল্যঃ; যস্তু ইন্দ্রিয়বিষয়াসঙ্গজনিতঃ পাপ্মা ভ্রাতৃব্যো দ্বেষ্টা চ, পারমার্থিকাত্মস্বরূপ-তিরস্করণহেতুত্বাৎ; স চ পরাভবতি বিশীর্য্যতে লোষ্টবৎ, প্রাণপরিষদাৎ।

কস্যৈতৎ ফলম্ ইত্যাহ—য এবং বেদ, যথোক্তং প্রাণমাত্মত্বেন প্রতিপদ্যতে, পূর্ব্বযজমানবদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

টীকা। বাগাদিষু নৈরাত্ম্যানন্তর্যাৎ অথশব্দার্থঃ। বিবক্ষিতার্থ-জ্ঞাপকোঽসাধারণো দেহ-তদবয়ব-ব্যাপারোঽভিনয়ঃ। দোষাসংসর্গিণং দোষেণ সংস্পৃষ্টং কর্ত্তুমিচ্ছা কুতো জাতা? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স্নেহেতি। তদভ্যাসাহৃতত্বাৎ তস্য পাপ্মসংসর্গকারণস্য অভ্যাসবশাদিতি যাবৎ। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—কথমিত্যাদিনা। অসুরনাশেন আসঙ্গজনিতপাপ্ম-

বিনাশে হেতুমাহ—অসংসর্গেতি। যথাশ্মানং লোষ্ঠমিত্যাদিনেতি শেষঃ। বাগা-
দীনাং স্থিতানাং নষ্টানাং চ দৃষ্টান্তোহশ্মাদিরূপত্বম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পূর্ব্বমপীতি। ন তর্হি
তেষাং পরিচ্ছেদাভিমানঃ শান্তিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বাভাবিকেনেতি। পরিচ্ছেদাভিমানাৎ
অধ্যাত্মাভিমানস্ত বলবং গচ্ছতি—শাস্ত্রেতি। ন কেবলমস্তোকানামেব আসুরাণাম্
অসংসর্গধর্ম্মিপ্রাণাশ্রয়াৎ বিনাশঃ, কিন্তু তৎ তুল্যজাতীয়ানামপি, ইত্যভিপ্রেত্যাহ—কিঞ্চেতি

বাগাদীনাম্ অগ্ন্যাদিভাবাপত্তিবচনেন তৎসংহতস্য যজমানস্য দেবতাপ্রাপ্তিঃ আসুরপাপ্ম-
ধ্বংসশ্চ ফলমিত্যুক্তং. তত্র পূর্ব্বকালীনযজমানস্য অতিশয়শালিত্বাং যথোক্তফলত্বেহপি, ন
ইদানীন্তনস্যৈবমিত্যাশঙ্ক্য ভবতীত্যাদিশ্রুতিমবতারয়তি—যথেতি। পূর্ব্বকল্পনাপ্রকারেণ
পূর্ব্বকল্পো যজমানঃ শাস্ত্রপ্রকাশিতং বর্ত্তমানপ্রজাপতিত্বং প্রতিপন্নো যথেতি সম্বন্ধঃ।
পূর্ব্বযজমান ইত্যস্য ব্যাখ্যা অতিক্রান্তকালিক ইতি। পুরাকল্পমেব দর্শয়তি—এতামিতি।
ক্রেনেতি ক্রত্বাক্যেনেত্যেতৎ। তেনৈব বিধিনা জ্ঞানপ্রকাশিতেন ক্রমেণ মুখ্যং প্রাণম্
আত্মত্বেনোপগম্যেতি শেষঃ। সপত্না ভ্রাতৃব্যাঃ. তত্র 'ভবতি'তি কুতো বিশেষণম্? সর্ব্বসিদ্ধ-
ত্বাদেবস্য, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্ত ইতি। তত্র এবং বিনিবেশে হেতুমাহ—পারমার্থিকেতি।
অপরিচ্ছিন্নদেবতাত্মত্বং পারমার্থিকমাত্মস্বরূপং বিবক্ষিতং, তৎ তিরস্করণকারণত্বাৎ উক্ত-
পাপ্মনো বিশেষণমর্থবদিতি শেষঃ।

'যথাশ্মেহঙ্গাকপাল' ইতিবৎ ন এবং বেদেতি প্রসিদ্ধার্থোপন্যাসেহপি 'বিধিপরং বাক্যম্,
অতশ্চৈবং বিদ্বানিতি বিবক্ষিতমিত্যভিপ্রেত্যাহ—যথোক্তমিতি ॥ ১১ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'অথ' অর্থ—অতঃপর; 'হ' শব্দ ঐতিহ্য-দ্যোতক; সাক্ষাৎ-নির্দ্দেশ-সূচনার্থ 'ইমম্' ('ইহাকে') শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 'আসন্য' অর্থ—আস্যে বিদ্যমান=আসন্য, অর্থাৎ মুখবিবরে বর্ত্তমান প্রাণকে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদ্গান কর। সেই এই মুখ্য প্রাণ তাদৃশ শরণাগত দেবতাগণের নিমিত্ত 'তথাস্তু' বলিয়া উদ্গান করিলেন, ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ। সেই অসুরগণ [প্রাণকে] পাপবিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন,—অর্থাৎ অসুরগণ বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে কৃতকার্য্য হইয়া সেই অভ্যাসদোষে দোষসংস্পর্শবিহীন মুখ্যপ্রাণকে স্বীয় আসক্তিদোষে লিপ্ত করিবার ইচ্ছায় [তাঁহার সহিত] সংসৃষ্ট হইবামাত্র বিনষ্ট—বিশেষরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল; কাহার ন্যায়? এই প্রশ্নোত্তরে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন; সেই দৃষ্টান্তটী এই প্রকার,—জগতে পাষাণকে চূর্ণ করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত লোষ্ট অর্থাৎ ধূলিপিণ্ড যেমন সেই অশ্মে—পাষাণে লাগিয়া নিজেই বিধ্বস্ত—চূর্ণীকৃত হইয়া যায়, ঠিক সেই প্রকার; অর্থাৎ কথিত দৃষ্টান্তটী যে প্রকার, ইহাও ঠিক সেই প্রকারই, বিধ্বংসমান—বিশেষরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং বিষঙ্ অর্থাৎ নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই হেতু—অসুর

পক্ষের বিনাশহেতু, অর্থাৎ দেবভাবপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ স্বভাবসিদ্ধ বিষয়াসক্তিদোষজনিত পাপের নিবৃত্তি হওয়ায় ও পরসংসর্গরহিত মুখ্য প্রাণের আশ্রয়গ্রহণ করায় বাক্ প্রভৃতি দেবগণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন? না, পরে যাহার কথা বলা হইবে, সেই অগ্ন্যাদি দেবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বেও তাঁহারা অগ্ন্যাদিস্বরূপই ছিলেন, তথাপি স্বাভাবিক বিষয়াসক্তিদোষে তাঁহাদের সেই বিশেষ জ্ঞান (দিব্য জ্ঞান) আবৃত থাকায় কেবল দেহপিণ্ডেই আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন; শেষে সেই মলস্বরূপ পাপ অপনীত হইলে পর, দেহমাত্রগত আত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রোপদেশানুসারে স্বীয় অগ্ন্যাদি দেবতাভিমান ধারণ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, তাঁহাদের প্রতিপক্ষ অসুরগণও পরাভূত—বিনষ্ট হইয়াছিল।

এখানে শ্রৌত আখ্যায়িকায় যেমন পুরাকল্প—ঐতিহাসিকরূপে পূর্ব্বকালীন যজমান (প্রজাপতি) বর্ণিত হইলেন, অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পীয় যজমান যেমন যথোক্তক্রমে বাগাদি দেবতাকে পরীক্ষা করিয়া—বিষয়াসক্তিরূপ পাপসঙ্গদোষ বশতঃ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্দ্দোষ মুখ্য প্রাণকে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং দৈহিক বাক্প্রভৃতিতে কেবল দেহমাত্রস্বরূপ পরিচ্ছিন্নাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বিরাট্পুরুষরূপে ভাবনা করত শাস্ত্রোপদিষ্ট এই বর্ত্তমান প্রজাপতিপদ লাভ করিয়াছিলেন; তেমনি বর্ত্তমানকালীন যজমানও পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিক্রমে কার্য্য করিয়া প্রজাপতিস্বরূপ হইতে পারেন; এবং তাহার প্রজাপতিত্বলাভের প্রতিবন্ধক অনিষ্টকারী শত্রু—পাপও পরাভূত হইয়া যায় (১০)। দশরথপুত্র ভরতের ন্যায় বিদ্বেষবিহীন হইয়াও ভ্রাতৃব্য (জন্ম-শত্রু) হইতে পারে;

(১০) তাৎপর্য্য—'ভ্রাতৃব্য' অর্থ—শত্রু; শত্রু দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) সহজ ও (২) কৃত্রিম। জন্মাধীন যাহাদের সঙ্গে ধন-সম্বন্ধ, তাহারা প্রীতিভাজন হইলেও 'সহজ-শত্রু'মধ্যে পরিগণিত। যেমন জ্যেঠতাত ভাই, খুড়তাত ভাই প্রভৃতি। আগন্তুক কারণবশতঃ যাহাদের সহিত শত্রুতা হয়, তাহারা 'কৃত্রিম-শত্রু'-মধ্যে পরিগণিত। ইহার উদাহরণ অনাবশ্যক। শত্রুর ন্যায় মিত্রও সহজ ও কৃত্রিমভেদে দুই প্রকার;—মাতুলভাই প্রভৃতি যাহাদের সঙ্গে জন্মাধীন বন্ধুতা, তাহারা অনিষ্ট করিলেও 'সহজমিত্র' শ্রেণীর অন্তর্গত। আর যাহারা কোন প্রকার উপকার করিয়া বন্ধু হয়, তাহারা 'কৃত্রিম মিত্র'। এই জন্য শ্রুতি কেবল 'ভ্রাতৃব্য' শব্দ দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, 'দ্বিষন্' শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন।

[এইজন্ত শ্রুতিতে 'মাভূৎ'র বিশেষণরূপে 'বিষম্' শব্দ দিতে হইয়াছে,] কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয়াসক্তিজনিত যে পাপ, তাহা শত্রুও বটে, এবং দ্বেষকারীও বটে; কারণ, উহাই প্রকৃত আত্মস্বরূপের আবরণ সম্পাদন করিয়া থাকে। সেই শত্রুও প্রাণের স্পর্শমাত্রে সাধারণ লোকের স্থায় পরাভূত—বিশীর্ণ হইয়া যায়। যে ফলের কথা বলা হইল, ইহা কাহার ফল? তদুত্তরে বলিতেছেন—যে ব্যক্তি পূর্ব্বকল্পীয় যজমানের স্থায় ইহ কল্পে প্রাণকে আত্ম-স্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার এইরূপ ফল হয়॥ ১৬॥ ৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। ফলমুপসংহৃত্য অধুনা আখ্যায়িকারূপমেব আশ্রিত্যাহ—কস্মাচ্চ হেতোঃ বাগাদীন্ মুক্ত্বা মুখ্য এব প্রাণ আত্মত্বেন আশ্রয়িতব্য, ইতি; তদুপপত্তি-নিরূপণায়। যস্মাদয়ং বাগাদীনাং পিণ্ডাদীনাঞ্চ সাধারণ আত্মা—ইত্যেতম্ অর্থম্ আখ্যায়িকয়া দর্শয়ত্যাহ শ্রুতিঃ—

টীকা। ফলবৎপ্রধানোপাস্তেরুক্তত্বাৎ তে হোচুরিত্যাদ্যুত্তরবাক্যং তদুপোপাত্তিপরম্, ইত্যাহ—ফলমিতি। ফলবতঃ প্রধানবিধিমুক্ত্বা সম্প্রত্যাখ্যায়িকামেবাশ্রিত্য গুণবিশিষ্টঃ প্রাণোপাসনমাহ অনন্তরশ্রুতিরিত্যর্থঃ। পক্ষোত্তরত্বেন চ উত্তরগ্রন্থমবতারয়তি—কস্মাচ্চেতি। 'যতস্ত্বস্য উক্তত্বাৎ কেবলং জিজ্ঞাসায়ামিতি দ্যোতয়িতুং চ-শব্দঃ। করণানাং কার্য্যস্য তদবয়বানাং চ প্রাণো যস্মাদাত্মা ব্যাপকঃ, তস্মাৎ স এবাশ্রয়িতব্যঃ, ইত্যুপপত্তিনিরূপণার্থং তস্য ব্যাপকত্বমিত্যেতদর্থম্ আখ্যায়িকয়া দর্শয়তী শ্রুতির্বক্ষ্যমাণাহেতি যোজনা। তচ্ছব্দবাচ্যে।

ভাষ্যানুবাদ। বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া মুখ্য প্রাণকেই আত্মারূপে আশ্রয় করিতে হইবে কেন, তাহার কারণ নিরূপণের জন্ত, শ্রুতি বিদ্যাফলের উপসংহার করিয়া, পুনশ্চ আখ্যায়িকা অবলম্বনেই বলিতেছেন;—যেহেতু এক মাত্র মুখ্য প্রাণই বাক্ ও দেহপিণ্ড প্রভৃতির পক্ষে সাধারণ (ব্যক্তিগত পক্ষপাতদোষবিহীন) [এই হেতুই তাহাকে আত্মারূপে গ্রহণ করিতে হইবে]। শ্রুতি আখ্যায়িকাচ্ছলে এই বিষয়টী প্রদর্শন করিতেছেন —

তে হোচুঃ ক নু সোঽভূদ্ যো ন ইত্থমসক্তেত্যয়মাস্যেঽন্ত-রিতি সোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽঙ্গানাং হি রসঃ॥ ১৭॥ ৮॥

অন্বয়ার্থঃ। তে (প্রজাপতিপ্রাণাঃ) হ (ঐতিহ্যে) উচুঃ (উক্তবন্তঃ)—যঃ নঃ (অস্মান্) ইত্থম্ (যথোক্তপ্রকারেণ) অসক্ত (সম্যগ্ জিতবান্—দেবতাবং গমিতবান্), সঃ ক (কুত্র) নু (বিতর্কে) অভূৎ (আসীৎ)?

চতি। [উত্তরম্—] অয়ম্ (অমহুণকারী প্রাণঃ) আস্যে অন্তঃ (মুখমধ্যে—মুখগহ্বরে) [অভূৎ]. ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ) সঃ (প্রাণঃ) অয়াস্যঃ; অয়ং আস্যে—ইতি 'অয়াস্যঃ', অথবা অনায়াসলভ্যত্বাৎ অয়াস্যঃ); [তথা] আঙ্গিরসঃ; [কুতঃ আঙ্গিরসঃ? ইত্যাহ—] হি (যতঃ) অঙ্গানাং (দেহাবয়বানাং) রসঃ (সারঃ—আত্মভূতঃ এবং, তস্মাৎ আঙ্গিরস ইতি ভাবঃ)॥ ১৭॥ ৮॥

মূলানুবাদ। সেই প্রজাপতির ইন্দ্রিয়সমূহ পরস্পর বলিয়াছিল—যিনি আমাদিগকে এইরূপে জয় করিলেন, অর্থাৎ আমাদিগকে দেবভাব লাভ করাইলেন, তিনি কোথায় ছিলেন? [অনুসন্ধানের পর বুঝিলেন যে,] সেই মুখ্য প্রাণ আস্যমধ্যে (মুখবিবরে) ছিলেন। এই জন্যই তিনি 'অয়াস্য', এবং সমস্ত অঙ্গের রস বা সারভূত বলিয়া 'আঙ্গিরস'-পদবাচ্য॥ ১৭॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে প্রজাপতিপ্রাণাঃ মুখ্যেন প্রাণেন পরিপ্রাপিতদেবস্বরূপাঃ হ উচুঃ উক্তবন্তঃ ফলাবস্থাঃ। কিমিত্যাহ—ক নু ইতি বিতর্কে; ক নু কস্মিন্ নু সোঽভূৎ; কঃ? যঃ নোঽস্মান্ ইত্থমেবম্, অসক্ত সঞ্জিতবান্ দেবভাবমাত্মত্বেনোপগমিতবান্। স্মরন্তি হি লোকে কেনচিদুপকৃতা উপকারিণম্; লোকবদেব স্মরন্তো বিচারয়মাণাঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে আত্মন্যেবোপলব্ধবন্তঃ; কথম্? অয়মাস্যে অন্তরিতি—আস্যে মুখে য আকাশঃ তস্মিন্ অন্তঃ অয়ং প্রত্যক্ষো বর্ত্তত ইতি। সর্ব্বো হি লোকো বিচার্য্য অধ্যবস্যতি; তথা দেবাঃ।

যস্মাদয়মন্তরাকাশে বাগাদ্যাত্মত্বেন বিশেষমনাশ্রিত্য বর্ত্তমান উপলব্ধো দেবৈঃ, তস্মাৎ—স প্রাণঃ অয়াস্যঃ বিশেষানাশ্রয়াচ্চ অসক্ত সঞ্জিতবান্ বাগাদীন্। অতএবাঙ্গিরসঃ আত্মা কার্য্যকরণানাম্। কথমাঙ্গিরসঃ? প্রসিদ্ধং হ্যেতদঙ্গানাং কার্য্যকরণলক্ষণানাং রসঃ সার আত্মেত্যর্থঃ। কথং পুনরঙ্গরসত্বম্? তদপায়ে শোষপ্রাপ্তেরিতি বক্ষ্যামঃ। যস্মাচ্চ অয়মঙ্গরসত্বাৎ বিশেষানাশ্রিতত্বাচ্চ কার্য্যকরণানাং সাধারণ আত্মা বিশুদ্ধশ্চ, তস্মাৎ বাগাদীনপাস্য প্রাণ এব আত্মত্বেন আশ্রয়িতব্য ইতি বাক্যার্থঃ। আত্মা হি আত্মত্বেনোপগন্তব্যঃ, অবিপরীতবোধাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তেঃ বিপর্য্যয়ে চানিষ্টপ্রাপ্তিদর্শনাৎ॥ ১৭॥ ৮॥

টীকা। প্রাণস্যাত্মত্বাদি ব্যক্তীকর্ত্তুং আখ্যায়িকাক্রান্তিং বিভজতে—তে প্রজাপতীতি। বাগাদয়স্তেৎ প্রাণমাশ্রিত্য ফলাবস্থাতাঁহি কিমিতি প্রাণং স্মরন্তি প্রাগুক্তত্বাৎ,

ইত্যপেক্ষ্যাহ—স্মরন্তি হ ইতি। বিচারফলমুপলব্ধিং কথয়তি—লোকবদিতি তামেবোপলব্ধিমাকাঙ্ক্ষাদ্বারেণ বিবৃণোতি—কথমিতি। দৃষ্টান্তং স্পষ্টয়তি—অন্তর্ হ ইতি। তথা দেবা বিচার্য প্রাণম্ আস্যান্তরাকাশস্থং নির্ধারিতবন্ত ইত্যাহ—তথেতি।

কিমর্থং কথং সিদ্ধবদিত্যপেক্ষ্যাহ—যস্মাদিতি। উপলব্ধিনিবেশার্থে পুংকং সমুচ্চয়োক্তি —বিশেষেতি। সর্বানেব বাগাদীন্ অবিশেষেণাপ্যায়িতবানেষ প্রাণঃ সংস্কৃতবান্। ন চাবস্থান্তরং সাধারণঃ কাবৎ নির্বর্তয়তি। অতো বুদ্ধিস্থোঽপি অয়মাস্যান্তরাকাশে বর্তমানঃ নিত্য ইত্যর্থঃ। অয়াস্যবদাঙ্গিরসবং গুণান্তরং দর্শয়তি অত এবেতি। সর্বসাধারণত্বাদেবেতি যাবৎ। তথাপি কুতোঽস্যাঙ্গিরসত্বং সাধারণেঽপি সত্যপি তত্ত্বগুণলক্ষণিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কথমিত্যাদিনা। অস্য চরণযোঃ সারপ্রসিদ্ধের্ন প্রাণস্য তথাত্বমিতি শঙ্কিত্বা সমাধত্তে—কথং পুনরিত্যাদিনা। কস্মাচ্চ চেতোবিয়োগাদি-চোদ্য-পরিহারমুপসংহরতি—যস্মাচ্চেতি। বাক্যার্থং প্রপঞ্চয়তি—আত্মা হীতি।।৮।।

ভাষ্যানুবাদ। মুখ্যপ্রাণ যাহাদের দেবত্ব প্রকটিত করিয়াছে, প্রজাপতির সেই প্রাণসমূহ সফলতালাভ করিয়া বলিয়াছিল—কি [বলিয়াছিল]? 'হু' শব্দটী বিতর্কার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি কোথায় ছিলেন? তিনি কে? না, যিনি আমাদিগকে এই প্রকার আত্মস্বরূপে দেবতাব প্রাপ্ত করাইয়াছেন, [তিনি কোথায় ছিলেন?] জগতে কাহারও নিকট উপকার লাভ করিয়া কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই উপকারীকে স্মরণ করিয়া থাকে; কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় [প্রজাপতির ইন্দ্রিয়গণও] স্মরণ করত অর্থাৎ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিরূপ আপনার মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন; কি প্রকার? "অয়ম্ আস্যে অন্তঃ ইতি"—আস্যে অর্থাৎ মুখের মধ্যে যে, আকাশ (ফাঁক—মুখবিবর) আছে, তাহার মধ্যে এই (প্রাণ) প্রত্যক্ষই রহিয়াছেন, অর্থাৎ মুখের মধ্যেই ইঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। জগতে সমস্ত লোকই বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকে, দেবগণও ঠিক সেইরূপই করিয়াছিলেন।

দেবগণ যেহেতু ইঁহাকে মুখ-বিবররূপ আকাশ মধ্যে দেখিতে পাইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, এই মুখ্যপ্রাণ বাগাদিরূপ কোন বিশেষ প্রকার অবস্থা অবলম্বন না করিয়া—সাধারণভাবে বর্তমান রহিয়াছে, সেই হেতুই উক্ত প্রাণ 'অয়াস্য'-পদবাচ্য; এবং যেহেতু স্বগত কোনরূপ বিশেষত্ব অবলম্বন না করিয়াই বাক্ প্রভৃতিকে দেবতাবাপন্ন করিয়াছেন; এই হেতুই 'আঙ্গিরস'-পদবাচ্য। ভাল, মুখ্য প্রাণ 'আঙ্গিরস' হইল কি প্রকারে? যেহেতু মুখ্য প্রাণই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিভূত অঙ্গসমূহের রস—সারভূত আত্মা; ইহা ত

লোকপ্রসিদ্ধই আছে। আত্মা প্রাণই বা আঙ্গিরস হয় কি প্রকারে? [উত্তর—] যেহেতু প্রাণের অভাবে সমস্ত অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়, এ কথা পরে আমরা বলিব। যেহেতু এই মুখ্য প্রাণই অসঙ্গসৎ ও নির্ব্বিশেষত্বহেতু দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির আত্মস্বরূপ এবং বিশুদ্ধ অর্থাৎ ভোগাসঙ্গ-দোষরহিত, এই কারণেই বাক্ প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া মুখ্যপ্রাণকেই আশ্রয় করা উচিত, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। যেহেতু বিপর্য্যয়রহিত যথার্থ জ্ঞানেই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, আর বিপরীত জ্ঞানে অনিষ্টপ্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই হেতু আত্মাকে—আত্মস্বরূপ প্রাণকে আত্মরূপেই উপলব্ধি করা উচিত; [সেই কারণেই প্রাণকে আত্মরূপে আশ্রয় করিতে বলা হইয়াছে]॥১৭॥৮॥

সা বা এষা দেবতা দূর্নাম, দূরং হ্যস্যা মৃত্যুর্দূরং হ বা অস্মান্ মৃত্যুর্ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সা (পূর্ব্বোক্তা) এষা (প্রাণাখ্যা) দেবতা বৈ দূর্ নাম (দূর্নাম্না প্রসিদ্ধা); হি (যস্মাৎ) মৃত্যুঃ (আসঙ্গলক্ষণঃ পাপ্মা, মরণং বা) অস্যাঃ (প্রাণদেবতায়াঃ) দূরং (দূরে) [বর্ত্ততে]; [তস্মাৎ] যঃ (অন্যোঽপি যঃ কশ্চিৎ) এবং (প্রাণস্য দূর্নামত্বং) বেদ (বিজানাতি), [মৃত্যুঃ] তস্মাৎ (বিদুষঃ) [অপি] দূরং (দূরে) ভবতি, হ বৈ (অবধারণে)।

মূলানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত এই প্রাণ-দেবতা 'দূর্' নামে প্রসিদ্ধ কেন না, যেহেতু মৃত্যু অর্থাৎ ভোগাসক্তিরূপ পাপ ইহা হইতে দূরে থাকে। যে লোক এই প্রাণদেবতার 'দূর্' নাম জানে, মৃত্যু তাহার নিকট হইতেও দূরে থাকে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। উক্তং—প্রাণস্য বিশুদ্ধিরসিদ্ধেতি; ননু পরিহৃতমেতদ্বাগাদীনাং কল্যাণবদনাদ্যাসঙ্গবৎ প্রাণস্যাসঙ্গাস্পদত্বাভাবেন। বাঢ়ম্; কিন্তু আঙ্গিরসত্বেন বাগাদীনামাত্মত্বোক্ত্যা বাগাদিদ্বারেণ সংস্পৃষ্ট-তৎসংসৃষ্টৈরিবাশুদ্ধতা শঙ্ক্যতে, ইত্যাহ—শুদ্ধ এব প্রাণঃ; কুতঃ? সা বা এষা দেবতা দূর্নাম—যং প্রাণং প্রাপ্য অশ্মানমিব লোষ্টবৎ বিধ্বস্তা অসুরাঃ; তং পরামৃশতি—সেতি। সৈবৈষা, যেয়ং বর্ত্তমান-যজমানশরীরস্থা দেবৈর্নির্দ্ধারিতা "অয়মাস্যেঽন্তঃ" ইতি; দেবতা চ সা স্যাৎ, উপাসনক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মভাবেন গুণভূতত্বাৎ।

যস্মাৎ সা দূর্নাম দূরিত্যেবং খ্যাতা; নামশব্দঃ খ্যাপনপর্য্যায়ঃ; তস্মাৎ প্রসিদ্ধাঽস্যা বিশুদ্ধিঃ, দূর্নামত্বাৎ। কুতঃ পুনর্দূর্নামত্বম্? ইত্যাহ—দূরং দূরে, হি

যস্মাৎ, অস্যাঃ প্রাণদেবতায়াঃ, মৃত্যুরাসঙ্গলক্ষণঃ পাপ্মা ; অসংসর্গধর্ম্মিত্বাৎ প্রাণস্য সমীপস্থস্যাপি দূরতা মৃত্যোঃ ; তস্মাদ্ দূরিত্যেবং খ্যাতিঃ ; এবং প্রাণস্য বিশুদ্ধির্জ্ঞাপিতা (ক)। বিদুষঃ ফলমুচ্যতে—দূরং হ বা অস্মাৎ মৃত্যুর্ভবতি—অস্মাদেবংবিদঃ, য এবং বেদ, তস্মাৎ ; এবমিতি প্রকৃতং বিশুদ্ধগুণোপেতং প্রাণমুপাস্ত ইত্যর্থঃ। উপাসনং নাম উপাস্যার্থবাদে যথা দেবতাদিস্বরূপং শ্রুত্যা জ্ঞাপ্যতে, তথা মনসোপগম্য আসনং চিন্তনং লৌকিকপ্রত্যয়াব্যবধানেন, যাবৎ তদ্দেবতাদিস্বরূপাত্মাভিমানাভিব্যক্তিরিতি, লৌকিকাত্মাভিমানবৎ ; "দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি" "কিংদেবতোঽস্যাং প্রাচ্যাং দিশ্যসি" ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

টীকা। প্রাণস্য শুদ্ধত্বাৎ ব্যাপকত্বাচ্চ উপাস্যত্বমুক্তং, তত্র শুদ্ধত্বং বাগাদিষ্বসিদ্ধম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্যাস্তামিতি। শব্দাবাচ্যিনা সম্বধ্যতে—মৃত্যুরাসঙ্গ ইতি। পদেন স্পৃষ্টি-ক্রোতি, যেন স্পৃষ্টোঽপগতঃ, তস্যাশুদ্ধত্বাৎ, অশুদ্ধবাগাদিসম্বন্ধাৎ অশুদ্ধত্বাশঙ্কা প্রাণস্যেতিবতীত্যর্থঃ। তাৎপর্য্যং দর্শয়ন্ উত্তরবাক্যমুত্থাপয়ন্ অবতারয়তি—অসংসর্গেতি। নহ্যত্র প্রাণো নোচ্যতে শ্রীলিঙ্গেন অর্থান্তরোক্তিপ্রতীতেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—এষ প্রাণমিতি। তত্রাপূর্ব্বত্ব পরোক্ষবাদপরোক্ষবাচী চ কথমেতচ্ছব্দো যুজ্যতে, তত্রাহ—সৈবেতি। কথং প্রাণে দেবতাশব্দঃ, ন হি তত্র তচ্ছব্দং প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দেবতা চেতি। যাগে হি দেবতা কারকত্বেন গুণভূতা প্রসিদ্ধা, তথা প্রাণোঽপি সর্ব্বাত্মত্বে সতি বিহিতক্রিয়াঙ্গত্বাৎ দেবতেত্যর্থঃ।

প্রাণোপাস্তেরিবিধং ফলং—পাপ্মনির্দ্দেবতাভাবশ্চ, তত্র পাপ্মহানমেবেব প্রধানফলত্বাত্র শ্রবণাৎ দূরত্বগুণবিশিষ্টপ্রাণোপাস্তিরিহ বিবক্ষিতেতি বাক্যার্থমাহ—যস্মাদিতি। ন হ্যেবং প্রাণদেবতায়া দূরত্বমিত্যং নিরূঢ়ং, তত্র তচ্ছব্দপ্রসিদ্ধেরদর্শনাৎ, নাপি যৌগিকং প্রাণস্য প্রত্যগ্ মৃত্যোর্দ্দূরত্বাভাবাৎ, ইত্যাক্ষিপতি—কুতঃ পুনরিতি। পরিহরতি—আহেতি। কথং পাপ্মসন্নিধৌ বর্ত্তমানস্য ততো দূরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অসংশ্লেষেণেতি। উপাস্তে সদা ভাবয়তীতি যাবৎ। ব্রহ্মজ্ঞানাদিব প্রাণতত্ত্বজ্ঞানাৎ ফলসিদ্ধিসম্ভবে কিং সদা তদ্ভাবনয়া? ইত্যাশঙ্ক্য ভাবনাপর্য্যায়োপাসনশব্দার্থমাহ—উপাসনং নামেতি। দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্য-রূপবিশেষণত্রয়ং বিবক্ষিত্বাহ—লৌকিকেতি। তস্য মর্য্যাদাং দর্শয়তি—যাবদিতি। মনুষ্যোঽহমিতিবৎ দেবোঽহমিতি যস্য জীবত এব অভিমানাভিব্যক্তিঃ, তস্যৈব দেহপাতাদূর্দ্ধং তদ্ভাবঃ ফলতীত্যত্র প্রমাণমাহ—দেবো ভূত্বেতি। কা দেবতা রূপং ভবেতি—কিংদেবতোঽসীতি, তদ্ভাবো ভাবীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ। মনে হইতে পারে,—প্রাণের যে, বিশুদ্ধি বলা হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ, অর্থাৎ কোন প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়

(ক) খ্যাতিরেব প্রাণস্য বিশুদ্ধি জ্ঞাপিকা' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

না; কেন না, বাক্ প্রভৃতির যেরূপ কল্যাণ-কথনাদিবিষয়ে আসক্তি আছে, প্রাণের সেরূপ কোনও আসক্তি নাই; সুতরাং এ কথার মীমাংসা ত পূর্ব্বেই করা হইয়াছে; [তবে আবার শঙ্কা হয় কেন?] হাঁ, একথা সত্য বটে, কিন্তু আশ্রিয়সম্বন্ধনিবন্ধন প্রাণকে বাক্প্রভৃতির আত্মস্বরূপ বলায়, 'শবস্পৃষ্ট-তৎস্পৃষ্ট' ন্যায়ানুসারে (১১) বাগাদির সহিত সম্বন্ধ থাকায়, প্রাণেও বাগাদিগত দোষ সংক্রামিত হইতে পারে; এইজন্য বলিতেছেন যে, না—প্রাণ বিশুদ্ধই বটে; কারণ? যেহেতু এই দেবতা (প্রাণ) 'দূর্' নামে প্রসিদ্ধ। পাষাণে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের ন্যায় অসুরগণ যে প্রাণকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এখানে 'সা' পদে সেই প্রাণকে বুঝাইতেছে; ইহা সেই দেবতাই বটে,—বর্ত্তমান যজমানের শরীরগত যে দেবতা, দেবগণকর্ত্তৃক 'অয়ম্ আস্যে অন্তঃ" বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। উপাসনা-ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে (উপাস্য-রূপে) প্রাণ যখন উপাসনারই অঙ্গস্বরূপ, তখন দেবতাস্বরূপও বটে।

যেহেতু সেই দেবতা (প্রাণ) 'দূর্' নামে প্রসিদ্ধ; এখানে নাম-শব্দটী প্রসিদ্ধি-দ্যোতক; সেই হেতুই ইহার বিশুদ্ধতাও প্রসিদ্ধ; 'দূর্' এই নামই বিশুদ্ধির কারণ। কেন যে, তাহার 'দূর্' নাম হইল, তাহা বলিতেছেন —যেহেতু মৃত্যু অর্থাৎ বিষয়াসঙ্গরূপ পাপ এই প্রাণদেবতা হইতে দূরে অবস্থিত; আসক্তিরূপ দোষ না থাকায় মৃত্যু তাঁহার সন্নিহিত হইলেও বস্তুতঃ দূরে আছে; এইজন্যই তাঁহার 'দূর্' নাম প্রসিদ্ধি ঘটিয়াছে। এইরূপে প্রাণের বিশুদ্ধি বিজ্ঞাপিত হইল এখন বিদ্যার ফল কথিত হইতেছে—ইহা হইতে অর্থাৎ এবংবিধ-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে মৃত্যু অতি দূরে থাকে, যিনি এইতত্ত্ব জানেন, তাঁহার নিকট হইতেও [মৃত্যু দূরে থাকে]। 'এবং' শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, যে লোক বিশুদ্ধি-গুণসম্পন্ন প্রাণের উপাসনা করেন,—উপাসনা শব্দের অর্থ এই যে, শ্রুতিতে উপাসনা বিধির অর্থবাদবাক্যে (প্রশংসাবাক্যে) দেবতাপ্রভৃতির যেরূপ স্বরূপ বর্ণিত আছে, মনে মনে ঠিক সেই রূপটির নিকট উপস্থিত হইয়া আসন—(উপ+আসন=উপাসন) চিন্তা করা। বলা আবশ্যক যে, উক্ত চিন্তার মধ্যে জাগতিক অন্য কোনও চিন্তা উপস্থিত হইবে না; যতক্ষণ লোকসিদ্ধ অভিমানের ন্যায় সেই উপাস্য

(১১) তাৎপর্য্য—'শবস্পৃষ্ট—তৎস্পৃষ্ট' ন্যায় এইরূপ;—শব (মৃতদেহ) স্বভাবতঃই অস্পৃশ্য, শবস্পৃষ্ট ব্যক্তিও অস্পৃশ্য, আবার তাহার স্পৃষ্ট বস্তুও অস্পৃশ্য হইয়া থাকে। এখানেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে।

দেবতাদি স্বরূপে তাহার আত্মাভিমান অভিব্যক্ত না হয়, [ততকাল ঐরূপ ধ্যান করিতে হইবে]; কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন—'দেবতা হইয়া দেবতার উপাসনা করিবে', 'তুমি এই পূর্ব্বদিকে কোন্ দেবতারূপে বর্ত্তমান আছ ?' ইত্যাদি। ১৮। ২।

শাঙ্করভাষ্যম্ । "সা বা এষা দেবতা···দূরং হ বা অস্মান্মৃত্যু-র্ভবতি" ইত্যুক্তম্। কথং পুনরেবংবিদো দূরং মৃত্যুর্ভবতীতি ? উচ্যতে— এবংবিধবিরোধাৎ ; ইন্দ্রিয়-বিষয়সংসর্গাসঙ্গজো হি পাপ্মা প্রাণাত্মাভিমানিনো হি বিরুধ্যতে, বাগাদিবিশেষাত্মাভিমানহেতুত্বং স্বাভাবিকাজ্ঞানহেতুত্বাচ্চ। শাস্ত্রজনিতো হি প্রাণাত্মাভিমানঃ ; তস্মাদেবংবিদঃ পাপ্মা দূরং ভবতীতি যুক্তম্, বিরোধাৎ। তদেতৎ প্রদর্শয়তি—

টীকা। কতিকাত্তরবক্তাবা দূরং কীর্ত্তয়তি 'সা বা' ইত্যাদি। নিত্যাদ্ভূতানাৎ পাপ-হানির্ব্বাৎ, পাপকারকতেঃ। ন চৈবমুপাসনং বিদ্যাং নৈমিত্তিকং বা দেবতাত্বকারিণো বিদ্যানাৎ তৎকথং পাপম্ এবংবিদো দূরে ভবতীত্যাক্ষিপতি—কথং পুনরিতি। বিরোধি-ত্বরিপাতে পূর্ব্বাংশেনাংশত্বকং স্বাম: সমাধত্তে—উচ্যত ইতি। উক্তমেব ব্যনক্তি-ইন্দ্রিয়েতি। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু সংসর্গে যোঽভিনিবেশস্তেন জনিতঃ পাপ্মা পরি-চ্ছেদাভিমানঃ অপরিচ্ছিন্নে প্রাণাত্মনি আত্মাভিমানবতো বিরুধ্যতে, পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদয়ো-বিরোধস্য প্রসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ। বিরোধং সাধয়তি—বাগাদীতি। পাপ্মনো বাগাদিবিশেষ-ত্বাত্মনি বিশিষ্টে অভিমানহেতুত্বাৎ আধিদৈবিকাপরিচ্ছিন্নাভিমানে ধ্বংসো যুজ্যতে। দৃশ্যতে হি চণ্ডালতাতাবজনিনো জলস্য গঙ্গাত্ববিশেষতাবাপন্নো অপেয়ত্বনিবৃত্তিঃ।

"অশুচ্যপি পয়ঃ প্রাপ্য গঙ্গাং যাতি পবিত্রতাম্"

ইতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ। যদ্বৈসর্গিকাজ্ঞানজং তদাগন্তুকপ্রমাণজ্ঞানেন নিবর্ত্ততে, যথা রজ্জুসর্পাদিজ্ঞানং নৈসর্গিকাজ্ঞানজন্ত পাপ্মা, তেন প্রামাণিকপ্রাণবিজ্ঞানেন তদ্ধ্বংস-রিত্যাহ—স্বাভাবিকেতি। নহভিমানয়োর্বিরোধাবিশেষাৎ বাধ্যবাধকত্বব্যবস্থাযোগাৎ দ্বয়োরপি মিথো বাধঃ স্যাৎ, তত্রাহ—শাস্ত্রজনিতো হীতি। উক্তমেব পাপধ্বংসরূপং বিদ্যাফলং প্রপঞ্চয়িতুমুত্তরবাক্যমিত্যাহ—তদেতদিতি।

ভাষ্যানুবাদ (আভাস)। "সা বা এষা দেবতা,··দূরং হ বা অস্মাৎ মৃত্যুর্ভবতি" একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু দূরগত হয় কি প্রকারে ? বলা হইতেছে,— যেহেতু এবংবিধ জ্ঞানলাভের সঙ্গে মৃত্যুর বিরোধ রহিয়াছে। কেন না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় জাত আসক্তি হইতে যে, পাপ উৎপন্ন হয়, তাহা ত প্রাণাত্মা-ভিমানীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ; কারণ, বাক্ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ে

আত্মাভিমান এবং স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞান বা বিপরীত বুদ্ধিই ঐরূপ পাপোৎপত্তির কারণ; আর প্রাণে যে আত্মাভিমান হয়, তাহার কারণ হইল—শাস্ত্রীয় উপদেশ; কাজেই স্বাভাবিকের সহিত শাস্ত্রজ অভিমানের বিরোধ থাকায় প্রাণাভিমানীর নিকট হইতে দূরে অবস্থান করা পাপের পক্ষে যুক্তিযুক্তই হইতেছে; কেন না, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ রহিয়াছে; [বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের এক স্থানে অবস্থিতি কখনই হইতে পারে না।] অতঃপর এ বিষয়টিই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্য যত্রাসাং দিশামন্তস্তদ্ গময়াঞ্চকার, তদাসাং পাপ্মনো বিন্যদধাৎ, তস্মান্ন জনমিয়ান্নান্তমিয়ান্নেৎ পাপ্মানং মৃত্যুমন্ববায়ানীতি ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ। সা বৈ এষা (প্রাণাখ্যা) দেবতা, এতাসাং (বাগাদীনাং) পাপ্মানং (পাপলক্ষণং) মৃত্যুম্ অপহত্য (বিচ্ছিদ্য), যত্র (যস্মিন্ প্রদেশে) আসাং (পূর্ব্বাদীনাং) দিশাম্ অন্তঃ (অবসানং, যতঃ পরং দিগ্ ব্যবহারো নাস্তি প্রাকৃতজ্ঞানসম্পন্ন—জৈনাধ্যুষিতং স্থানং বা), তৎ (তত্র) গময়াঞ্চকার (মৃত্যুং গমিতবান্)। তৎ (তত্র) আসাং (দেবতানাং) পাপ্মনঃ (পাপানি) বিন্যদধাৎ (বিবিধাকারেণ স্থাপিতবতী); তস্মাৎ (হেতোঃ) জনং (অন্ত্যজনঃ) ন ইয়াৎ (তেন সহ ন সংসর্গং কুর্য্যাৎ), তথা অন্তং (দিগন্তশব্দবাচ্যং অন্ত্যজনবাসস্থানমপি) ন ইয়াৎ (ন গচ্ছেৎ); ['নেৎ' ইতি ভয়সূচকম্ অব্যয়ম্;] তৎসংসর্গে কৃতে হি [অহং] পাপ্মানং মৃত্যুম্ অন্ববায়ানি (অনুগচ্ছেয়ম্, পাপী ভবেয়ম্) [এবং ভীত্যা ন অন্ত্যঃ জনম্, তৎস্থানং বা ইয়াদিত্যর্থঃ] ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ। সেই প্রাণদেবতা উক্ত বাক্-প্রভৃতির পাপরূপ মৃত্যুকে তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া—যেখানে এই পূর্ব্বাদি দিকের অন্ত বা শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানশূন্য লোকের অবস্থান, সেই স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন; সেখানেই বাগাদির পাপ-সমূহকে নানাবিধ আকারে স্থাপন করিয়াছিলেন; সেইজন্য ঐ প্রদেশস্থ লোকের সহিত সংসর্গ করিবে না, এবং সেই প্রান্তভূমিতেও যাইবে না। 'নেৎ' কথাটী ভীতিসূচক; [ঐরূপ করিলেই] আমি পাপরূপ মৃত্যুর কবলগত হইব, (এই ভয়ে আর অন্ত্যজনের ও ঐ স্থানের সংস্রব করিবে না) ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

যদ্যপ্যন্তো দিশামনন্তত্বান্ন সম্ভবতি, তথাপি শ্রৌতবিজ্ঞানবজ্জনাবধিনিমিত্তকল্পনয়া দেশান্ত-মিত্যাহ—তস্মাদিতি। নিষেধস্য তাৎপর্য্যমাহ—জনশূন্যমিতি। প্রাণোপাধি-কবলে নিষেধজ্ঞানে তদুপাদেয়ত্বেনৈবাহ নিষেধোহন্তৈক্যো ন সর্ব্বৈর্বিজ্ঞাপয়িতুং—নেদিতি-ত্যাদিনা। ইথং তত্ত্বাজং নিষেধং ন চেদং কুর্য্যাৎ ততঃ পাপ্মানমন্বয়েত্যস্য নিষে-ধাতিক্রমাদিতি সর্ব্বদা ভবং বাচ্যে, ন প্রাণোপাসকস্যৈব। অতঃ সর্ব্বোহপি পাপাদ্ভীতো লোকঃ সঙ্কোচাং হি প্রকরণাৎ বক্তব্যতার্থঃ। ১১॥ ১০।

ভাষ্যানুবাদ। 'সা বৈ এষা দেবতা' এ কথার অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। [সেই প্রাণ দেবতা] এই বাগাদি দেবতাগণের পাপরূপ মৃত্যুকে,—স্বাভাবিক অজ্ঞানবশতঃ যে, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধাধীন আসক্তি, সাধারণতঃ সেই আসক্তিজনিত পাপের ফলেই সমস্ত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে; এইজন্য সেই পাপই মৃত্যুর হেতু বলিয়া মৃত্যু নামে অভিহিত হইয়াছে; সেই পাপরূপী মৃত্যুকে প্রাণা-ত্মাভিমানরূপ দেবতাগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া (পৃথক্ করিয়া), প্রাণে যে আত্মাভিমান স্থাপন, তাহাকেই এখানে 'অপহত্য' বলা হইয়াছে। ভাল কথা, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়াই ত পাপরূপ মৃত্যু দূরগামী হইয়া থাকে, তবে আর মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিশেষ ফল কি হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহের যেখানে অন্ত—অবসান (শেষ) হইয়াছে, সেখানে মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ভাল, দিক্‌সমূহের ত কোথাও অন্ত নাই, তবে দিগন্তে প্রেরণ করিলেন কিরূপে? হাঁ, বলা হইতেছে—বেদোপদিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বজ্জনের বাসভূমির সীমা লইয়াই দিগ্‌বিভাগ কল্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা শ্রৌতজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সাধারণ লোক, তাঁহারাই দিকের ব্যবহার করিয়া থাকেন; সুতরাং যাহারা শ্রৌতজ্ঞানবিহীন, তাহাদের ঐরূপ দিগ্‌ব্যবহার না থাকায়, তাদৃশ জনের আবাস-প্রদেশই এখানে দিগন্তশব্দ বাচ্য, যেমন দেশান্ত বলিলে 'অরণ্য' বুঝায়, ইহাও তদ্রূপ; কাজেই এখানে কোনও দোষ হইতেছে না।

'পাপ্মনঃ' পদে দ্বিতীয়ার বহুবচন হইয়াছে; উহা কর্ম্মপদ। সেই প্রাণ-দেবতা উক্ত দেবতাগণের সেই পাপরাশিকে সেখানে প্রেরণ করিয়া নানা-প্রকার হীনাবস্থায় স্থাপন করিয়াছিলেন। পাপমাত্রই বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজাত, এবং প্রাণিগণে আশ্রিত; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা প্রাণাত্মবুদ্ধি-বিহীন অজ্ঞ লোক, তাহাদের উপরই [ঐ পাপরাশি স্থাপন করিয়াছিলেন]।

[illegible] সেই পাপযুক্ত অন্ত্যজ লোকের নিকট গমন করিবে না, অর্থাৎ সম্ভাষণ ও দর্শনাদি দ্বারা তাহাদের সঙ্গে সংসর্গ করিবে না; কারণ, সে নিজে পাপী; সুতরাং তাহার সহিত সংসর্গ করিলেই পাপের সহিত সংসর্গ করা হইবে, এইজন্য তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিবে না এবং অন্ত—দিগন্তশব্দ-বাচ্য তাদৃশ লোকের বাসভূমিতেও যাইবে না। অভিপ্রায় এই যে, সে দেশ যদি জনশূন্যও হয়, তাহা হইলেও সে দেশে যাইবে না, আর সে দেশের লোক যদি অন্যত্রও থাকে, তাহা হইলেও তাহার সংসর্গ করিবে না। 'নেৎ' শব্দটি নিপাত, [যাহা কোন লক্ষণানুসারে নিষ্পন্ন না হয়, সেরূপ শব্দকে 'নিপাত' বলে], ইহার অর্থ—বিশেষ ভয়; যদি এই প্রকার লোকের সংসর্গ করি, তাহা হইলে পাপরূপী মৃত্যুর অনুগত হইব; এইরূপে ভীত হইয়া অন্ত-জনের সংসর্গ করিবে না। ১৯ ॥ ১০ ॥

সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যু-মপহত্যাথৈনা মৃত্যুমত্যবহৎ ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সা (পূর্বোক্তা এষা দেবতা (প্রাণঃ) এতাসাং বাগাদীনাং) দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুম্ অপহত্য, অথ (অনন্তরং) এনাঃ (বাগাদ্যাঃ দেবতাঃ) মৃত্যুম্ (পাপ্মানম্) অতীত্য (অতিক্রম্য) অবহৎ (স্বং স্বং দেবতাবং প্রাপিতবতীত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। সেই এই প্রাণদেবতা এই বাগাদি দেবতার পাপরূপ মৃত্যু অপনীত করিয়া, অনন্তর, মৃত্যুরহিতরূপে তাহাদিগকে বহন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে নিজ নিজ দেবভাবে উপনীত করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সা বা এষা দেবতা—তদেতৎ প্রাণাত্মজ্ঞান-কর্মফলং বাগাদীনামগ্ন্যাদ্যাত্মত্বমুচ্যতে। অথৈনা মৃত্যুমত্যবহৎ- যস্মাৎ আধ্যাত্মিকপরিচ্ছেদকরঃ পাপ্মা মৃত্যুঃ প্রাণাত্মবিজ্ঞানেনাপহতঃ, তস্মাৎ স প্রাণোঽপহন্তা পাপ্মনো মৃত্যোঃ; তস্মাৎ স এব প্রাণঃ, এনা বাগাদিদেবতাঃ প্রকৃতং পাপ্মানং মৃত্যুমতীত্য অবহৎ প্রাপয়ৎ স্বং স্বমপরিচ্ছিন্নমগ্ন্যাদিদেবতাত্ম-রূপম্ ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

টীকা। দ্বিবিধমুপাস্তিফলং পাপহানির্দেবতাভাবশ্চ। তত্র পাপহানিমুপদিশতা প্রাসঙ্গিকঃ সাধারণো নিষেধো দর্শিতঃ। সম্প্রতি দেবতাভাবং বক্তুমুত্তরবাক্যমিতি প্রতীকো-

পাপ্মনাপূর্বকত্বাৎ—সা বা এবেতি। [illegible] অত্যবহৎ—[illegible]
পাপ্মোপহত্য [illegible] অর্থাৎ তাসাং [illegible]—তস্মাৎ স এবেতি ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'সা বা এষা দেবতা' ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্তবিধ প্রাণাত্মবিজ্ঞান ও তদনুষ্ঠানের ফল—বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অধ্যাত্মপরতা কথিত হইতেছে। 'অথ এনা মৃত্যুম্ অত্যবহৎ' কথার অর্থ এই যে,—যেহেতু দৈহিক-সম্বন্ধবিচ্ছেদকারী মৃত্যুরূপ পাপ প্রাণাত্ম-বিজ্ঞান দ্বারা নিবারিত হইয়াছে, সেই হেতুই প্রাণদেবতা মৃত্যুরূপ পাপের অপহন্তা; এবং সেই হেতুই উক্ত প্রাণদেবতা বাক্‌প্রভৃতি দেবতাকে মৃত্যুরূপ পাপ হইতে বিনির্মুক্ত করিয়া বহন করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে নিজ নিজ অপরিচ্ছিন্ন অধ্যাদিদেবতাস্বভাব লাভ করাইয়াছেন ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহৎ, সা যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত, সোঽগ্নিরভবৎ; সোঽয়মগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপ্যতে ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (প্রাণঃ) প্রথমাম্ (উদ্গীথকর্মণি অপরকরণাপেক্ষয়া প্রধানাং, বাগ্‌নির্বর্ত্ত্যত্বাৎ উদ্গীথকর্মণঃ) অত্যবহৎ (পাপ্মলক্ষণং মৃত্যুমতীত্য দেবত্বমগময়ৎ); সা (বাক্) যদা (যস্মিন্ কালে) মৃত্যুম্ অত্যমুচ্যত (মৃত্যুপাশাৎ বিমোচিতা অভবৎ), [তদা] সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অগ্নিঃ অভবৎ। সঃ (প্রকৃতঃ) অয়ম্ অগ্নিঃ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ সন্ পরেণ (মৃত্যোরধিকারাৎ পরতঃ) দীপ্যতে (দীপ্তিমান্ ভবতি); [মৃত্যুসমতিক্রমণাৎ প্রাক্ বাচঃ নৈবং দীপ্তিরাসীদিতি ভাবঃ] ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

মুলানুবাদ। সেই প্রাণ [উদ্গীথক্রিয়ার] প্রধান সাধন বাগ্‌দেবতাকেই প্রথমে মৃত্যুবিহীন করিয়া দেবত্ব-প্রাপ্ত করিয়াছিলেন; সেই বাগ্‌দেবতা যে সময় মৃত্যুপাশ অতিক্রম করিল, অর্থাৎ পাপসম্বন্ধ-বিরহিত হইল, সেই সময়েই সে অগ্নিস্বরূপ হইল; সেই অগ্নিরূপেই মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। [বুঝিতে হইবে যে, তৎপূর্ব্বে তাহার ঐরূপ দীপ্তি ছিল না।] ॥ ২১ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহৎ। স—প্রাণঃ বাচমেব প্রথমাং প্রধানামিত্যেতৎ—উদ্গীথকর্মণি ইতরকরণাপেক্ষয়া সাধক-

[illegible] প্রাণেন তত্রা,—তাং প্রথমাম্ অত্যবহৎ বহনং কৃতবান্। তস্যাঃ পুন-র্মৃত্যুমতীত্যোঢ়ায়াঃ কিং রূপম্? ইতি, উচ্যতে—সা বাক্ যদা যস্মিন্ কালে পাপ্মানং মৃত্যুমত্যমুচ্যত—অতীত্যামুচ্যত—মোচিতা স্বয়মেব, তদা সঃ অগ্নি-রভবৎ,—সা বাক্ পূর্ব্বমপ্যগ্নিরেব সতী মৃত্যুবিয়োগেঽপ্যগ্নিরেবাভবৎ। এতাবাংস্তু বিশেষঃ মৃত্যুবিয়োগে—সোঽয়মতিক্রান্তোঽগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুং—পরস্তাৎ মৃত্যোঃ দীপ্যতে; প্রাঙ্মোক্ষাৎ মৃত্যুপ্রতিবদ্ধঃ অধ্যাত্মবাগাত্মনা দেহাদীষ্বিব দীপ্তি-মানাসীৎ; ইদানীং তু মৃত্যুং পরেণ দীপ্যতে মৃত্যুবিয়োগাৎ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

টীকা। সাধারণ্যোক্তমর্থং বিশেষেণ প্রপঞ্চয়তি—স বৈ বাচমিত্যাদিনা। কস্মাৎ বাচঃ প্রাথম্যং, তত্রাহ—উদ্গীথেতি। বাচো মৃত্যুমতিক্রান্তায়া রূপং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—তস্যা ইতি। অবস্থাদ্বয়বিয়োগং সূচয়তে—সা বাগিতি। পূর্ব্বমপি বাচঃ অগ্নিত্বোপাদানাৎ তদগ্নিবিশেষত্বাশঙ্কাহ—এতাবানিতি। উক্তং বিশেষং বিশদয়তি—প্রাগিতি ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "স বৈ বাচমেব প্রথমাম্ অত্যবহৎ" ইত্যাদি। সেই প্রাণ, প্রথমা—প্রধানা বাগ্‌দেবতাকে বহন করিয়াছিলেন। উদ্গীথ-পাঠকার্য্যে অন্যান্য-ইন্দ্রিয়াপেক্ষা সাধকতমত্ব (প্রধান-সাধকতা) তাহারই আছে; এইজন্য এখানে বাক্যের প্রাধান্য [বুঝিতে হইবে]। মৃত্যু অতিক্রম করিয়া যে, বাগ্‌দেবতাকে বহন করা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কিরূপ? হাঁ, বলা হইতেছে—সেই বাক্ যখন পাপাত্মক মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইল,—নিজেই বিমোচিত হইল, তখন সে প্রসিদ্ধ অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই বাক পূর্ব্বেও অগ্নিস্বরূপই ছিল, আবার মৃত্যুবিয়োগের পরেও সেই অগ্নিত্বই প্রাপ্ত হইল। এইমাত্র বিশেষ যে, মৃত্যুবিয়োগের পর [মৃত্যু] অতিক্রান্ত সেই অগ্নিই মৃত্যুর পরে, অর্থাৎ মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল; কিন্তু মৃত্যুপাশচ্ছেদনের পূর্ব্বে মৃত্যুর অধিকারস্থ-দেহমধ্যে বাক্‌স্বরূপে অবস্থিত থাকায় বর্ত্তমানের ন্যায় দীপ্তিমান্ ছিল না; কিন্তু এখন সেই মৃত্যু-বিরহিত হওয়ায় মৃত্যুর বাহিরে, অর্থাৎ নিষ্পাপ অবস্থায় দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

অথ প্রাণমত্যবহৎ, স যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত, স বায়ুরভবৎ; সোঽয়ং বায়ুঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তঃ পবতে ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (অনন্তরং) [সঃ প্রাণঃ] প্রাণম্ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ম্) অত্যবহৎ; সঃ (তৎ ঘ্রাণঃ) যদা মৃত্যুম্ অত্যমুচ্যত, [তদা] সঃ (ঘ্রাণঃ)

বায়ুঃ অভবৎ (আধ্যাত্মিকপরিচ্ছেদং হিত্বা, অধিদৈবতাত্মনা অভবৎ); সঃ অয়ং (প্রকৃতঃ) বায়ুঃ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ সন্ পরেণ (মৃত্যোঃ পরস্তাৎ) পবতে (পবিত্রতয়া প্রবহতি)। [ব্যাখ্যা বাগপ্রভৃতিবৎ দ্রষ্টব্যা।]॥২২॥১৩॥

মূলানুবাদ। অতঃপর প্রাণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়-দেবতাকে পাপ-বিনির্মুক্ত করিয়া বহন করিয়াছিলেন; ঘ্রাণেন্দ্রিয়-দেবতা যে সময় মৃত্যু-পাশ হইতে বিনির্মুক্ত হইল, তখন সে বায়ুস্বরূপ হইল: সেই এই বায়ু অতীত হইয়া—মৃত্যুর অধিকারের বাহিরে থাকিয়া পবিত্রভাবে প্রবহমাণ হইতে লাগিল ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা প্রাণঃ ঘ্রাণং—বায়ুরভবৎ; স তু পবতে মৃত্যুং পরেণাতিক্রান্তঃ। সর্বমন্যদ্ তুল্যার্থম্ ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

টীকা। ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই প্রকার, প্রাণ ঘ্রাণকে [বহন করিয়াছিলেন]; তাহাই বায়ু হইয়া হইয়াছিল; সেই বায়ুই মৃত্যু অতিক্রম করত প্রবাহিত হইতেছে। আর সমস্তই পূর্ব্বের মত ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

অথ চক্ষুরত্যবহৎ, তদ্‌যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত, স আদিত্যোঽভবৎ সোঽসাবাদিত্যঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তস্তপতি ॥ ২৩ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (অতঃপরং) [সঃ প্রাণঃ] চক্ষুঃ অত্যবহৎ; তৎ (চক্ষুঃ) যদা মৃত্যুম্ অত্যমুচ্যত, [তদা] (সঃ প্রসিদ্ধঃ) আদিত্যঃ অভবৎ; সঃ অসৌ আদিত্যঃ মৃত্যুম্ অতিক্রান্তঃ সন্ পরেণ তপতি (জগৎ সন্তপতি) [অন্যৎ সর্ব্বং বাগপ্রভৃতিবৎ]॥ ২৩ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর প্রাণ চক্ষুকে পাপবিনির্মুক্তভাবে বহন করিয়াছিলেন; চক্ষুঃ যখন মৃত্যু অতিক্রম করিয়াছিল, তখনই সে আদিত্যস্বরূপ হইয়াছিল; সেই এই আদিত্য মৃত্যু অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর বাহিরে থাকিয়া তাপ দিতেছেন ॥ ২৩ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা চক্ষুরাদিত্যোঽভবৎ, স তু তপতি ॥২৩॥১৪॥

টীকা। ॥ ২৩ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই প্রকার চক্ষুঃ আদিত্য হইল; তিনিই এখন তাপ দিতেছেন। [ইহার ব্যাখ্যাও বাগ্‌প্রভৃতির অনুরূপ]॥ ২৩ ॥ ১৪ ॥

অথ শ্রোত্রমত্যবহৎ, তদ্‌যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত, তা দিশোঽভবন্‌; তা ইমা দিশঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তাঃ ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ [সঃ প্রাণঃ] শ্রোত্রম্‌ অত্যবহৎ; তৎ (শ্রোত্রং) যদা মৃত্যুম্‌ অত্যমুচ্যত, [তদা] [তৎ] তাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) দিশঃ (দিগ্‌দেবতাঃ) অভবন্‌ : তাঃ ইমাঃ দিশঃ মৃত্যুং অতিক্রান্তাঃ পরেণ [স্থিতাঃ]। [অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ] ॥২৪॥১৫॥

মূলানুবাদ। অনন্তর প্রাণ শ্রোত্রদেবতাকে মৃত্যু অতিক্রম পূর্ব্বক বহন করিয়াছিলেন; সেই শ্রোত্র যখন মৃত্যুপাশবিমুক্ত হইল, তখনই প্রসিদ্ধ দিগ্‌দেবতাস্বরূপ হইল; সেই এই দিগ্‌দেবতাসমূহ মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। তথা শ্রোত্রং দিশোঽভবন্‌; দিশঃ প্রাচ্যাদি-বিভাগেনাবস্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

টীকা। ॥ ২৪ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ শ্রোত্রও দিক্‌সমূহ হইল; দিশঃ—অর্থাৎ পূর্ব্বাদি বিভাগক্রমে অবস্থিত দিক্‌সমূহ ॥২৪॥১৫॥

অথ মনোঽত্যবহৎ, তদ্‌যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স চন্দ্রমা অভবৎ; সোঽসৌ চন্দ্রঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো ভাত্যেবং হ বা এনমেষা দেবতা মৃত্যুমতিবহতি, য এবং বেদ ॥ ২৫ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ [সঃ প্রাণঃ] মনঃ (অন্তঃকরণম্‌) অত্যবহৎ; তৎ যদা মৃত্যুম্‌ অত্যমুচ্যত, তৎ (মনঃ) [তদা] চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) অভবৎ। সঃ অসৌ চন্দ্রঃ মৃত্যুম্‌ অতিক্রান্তঃ সন্‌ পরেণ ভাতি (প্রকাশতে)। এষা (প্রাণরূপা) দেবতা এবং (যথোক্তদেবতা ইব) এনং (বিদ্বাংসং) মৃত্যুম্‌ অতি (অতীত্য) বহতি (দেবত্বং গময়তি)। [কম্‌?] যঃ এবং (যথোক্তং দৈবততত্ত্বং) বেদ (বিজানাতি); [বিদ্যায়াঃ ফলমেতদিতি ভাবঃ] ॥ ২৫ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—অনন্তর মনকে পাপবিমুক্ত করিয়া দেবত্ব লাভ করাইলেন; মনঃ যে সময় মৃত্যু অতিক্রম করিল, সেই সময়ই সে চন্দ্র হইল; সেই এই চন্দ্র মৃত্যু অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অধিকারের বাহিরে

দীপ্তি পাইতেছেন। অপরও যে ব্যক্তি এই প্রকার তত্ত্ব অবগত হন, এই প্রাণদেবতা তাঁহাকেও মৃত্যুর অতীত করিয়া দেবত্ব লাভ করান ॥ ২৫ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মনশ্চন্দ্রমাঃ—ভাতি। যথা পূর্ব্ব-যজমানং বাগাদ্যগ্ন্যাদিভাবেন মৃত্যুমত্যনয়ৎ, এবমেনং বর্ত্তমানযজমানমপি, হ বৈ এনং প্রাণদেবতা মৃত্যুম্ অতিবহতি বাগাদ্যগ্ন্যাদিভাবেন। এবং যো বাগাদিপঞ্চক-বিশিষ্টং প্রাণং বেদ "তং যথা যথোপাসতে, তদেব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৫ ॥ ১৬ ॥

টীকা। বাগাদীনামগ্ন্যাদিদেবতাভাবপ্রাপ্তৌ উপাসকস্য কিমায়াতং? ন হি তদেব তস্য ফলবিত্ত্বাগত্বাৎ—যথেতি। দেবতাভাবপ্রতিবন্ধকাৎ পাপ্মনঃ সর্ব্বাত্মপ্রাণোপাসক-বর্জ্জনা বাগাদীনামুপাসকোপাধিভূতানাম্ অগ্ন্যাদিদেবতাত্মৈব সোঽপি যথা প্রাণমাত্মত্বেন যাবন্ ভাবনাবলাদৈব্যাদং পদং পূর্ব্বযজমানবদাপ্নোতীতি ভাবঃ। ফলেনং ফলবিত্ত্বাকাঙ্ক্ষায়া-মুপাসকং বিশিনষ্টি—যো বাগাদীতি। উক্তোপাসনস্য প্রাগুক্তং ফলমনুগুণবিত্ত্বম্ আমনাহ—তং যথেতি। ২৫। ১৬।

ভাষ্যানুবাদ। মনঃ চন্দ্রত্ব লাভ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বকল্পে যাগকর্ত্তা, বাক্ প্রভৃতিকে যেরূপ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবতাভাব প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান কল্পেও, যে ব্যক্তি ঐরূপ যজ্ঞ করেন—বাক্ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট প্রাণদেবতাকে জানেন, প্রাণদেবতা তাঁহাকেও মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বাক্ প্রভৃতির অগ্ন্যাদিভাব সম্পাদন করতঃ বহন করেন; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—"তাঁহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়" ইতি ॥ ২৫ ॥ ১৬ ॥

অথাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়দ্, যদ্ধি কিঞ্চান্নমদ্যতেঽনেনৈব তদদ্যত-ইহ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ২৬ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ। অথ (অনন্তরং) [প্রাণঃ] আত্মনে (আত্মার্থং) অন্নাদ্যং আগায়ৎ (সম্যক্ গীতবান্); [যতঃ প্রাণিভিঃ] যৎকিঞ্চ (যৎকিঞ্চিৎ) অন্নম্ (ভক্ষ্যম্) অদ্যতে (ভক্ষ্যতে), অনেন (অন-সংজ্ঞকেন প্রাণেন) এব (নিশ্চয়ে) তৎ (অন্নং) অদ্যতে; [কিঞ্চ], [সঃ প্রাণঃ] ইহ (অন্নসম্বন্ধে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিতঃ ভবতি)। প্রাণস্য যদন্নভক্ষণং, প্রাণস্থ-প্রতিষ্ঠার্থমেব তৎ, ন তু ভোগার্থম্, ইতি ন তস্য বাগাদীনামিব কল্যাণাসঙ্গপাপ্মসম্ভব ইতি ভাবঃ। ২৬। ১৭।

মূলানুবাদ। অতঃপর প্রাণ আপনার অবস্থিতির জন্য যথাযথ-রূপে অন্নাভগান করিয়াছিলেন; কেন না, প্রাণিগণ যাহা কিছু ভক্ষণ করে, তাহাও '*অনে*'*র* (*প্রাণের*) *সাহায্যেই* ভক্ষণ করে; অধিকন্তু অন্নপুষ্ট এই দেহমধ্যেও প্রাণ অবস্থিতি করে। প্রাণ কেবল আত্মরক্ষার্থই গান করিয়াছিলেন, কোন প্রকার ভোগাসক্তিবশে করেন নাই; সুতরাং বাগা-দির ন্যায় আসক্তি-দোষোদ্ভূত পাপেও লিপ্ত হন নাই ॥ ২৬ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথাত্মনে। যথা বাগাদিভিস্ত্রিভিরাত্মার্থমাগানং কৃতম্, তথা মুখ্যোঽপি প্রাণঃ সর্ব্বপ্রাণসাধারণং প্রাজাপত্যফলমাগানং কৃত্বা ত্রিষু পবমানেষু, অথ অনন্তরং শিষ্টেষু নবসু স্তোত্রেষু আত্মনে আত্মার্থম্, অন্নাদ্যম্—অন্নঞ্চ তদাদ্যঞ্চ অন্নাদ্যম্, আগায়ৎ। কর্ত্তুঃ কামসংযোগো বাচনিক ইত্যুক্তম্।

কথং পুনস্তদন্নাদ্যং প্রাণেনাত্মার্থমাগীতমিতি গম্যতে? ইতি, অত্র হেতু-মাহ—যৎ কিঞ্চেতি—সামান্যান্নমাত্র-পরামর্শার্থঃ; হীতি হেতৌ; যস্মাল্লোকে প্রাণিভির্যৎ কিঞ্চিদন্নম্ অদ্যতে ভক্ষ্যতে, তদনেনৈব প্রাণেনৈব; অন ইতি প্রাণস্যাখ্যা প্রসিদ্ধা। অনঃশব্দঃ সান্তঃ শকটবাচী; যস্তু স্বরান্তঃ স প্রাণপর্য্যায়ঃ; প্রাণেনৈব তদদ্যত ইত্যর্থঃ।

কিঞ্চ, ন কেবলং প্রাণেনাদ্যত এবান্নাদ্যম্; তস্মিন্ শরীরাকারপরি-ণতেঽন্নাদ্যে ইহ প্রতিতিষ্ঠতি প্রাণঃ তস্মাৎ প্রাণেনাত্মনঃ প্রতিষ্ঠার্থমাগীত-মন্নাদ্যম্। যদ্যপি প্রাণেনান্নাদনং, তদপি প্রাণস্য প্রতিষ্ঠার্থমেব, ইতি ন বাগাদিষ্বিব কল্যাণাসঙ্গজপাপ্মসম্ভবঃ প্রাণেঽস্তি ॥ ২৬ ॥ ১৭ ॥

টীকা। উপাত্তস্য প্রাণস্য কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্য বিধারকত্বং নাম গুণান্তরং বক্তুং সূত্রবাক্যং, তদাদায় ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। কথমুদ্গাতৃবিক্রীতস্য ফল-সম্বন্ধস্তত্রাহ—কর্ত্তুরিতি।

অন্নাগানস্যাত্মার্থত্বমিত্যত্র প্রশ্নপূর্ব্বকং বাক্যশেষমনুকূলয়তি—কথমিত্যাদিনা। তত্রৈব হেতুমাহ—যস্মাদিতি। প্রাণেনৈব তদদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। যস্মাদিত্যস্য তস্মাদিত্যাদিনাব্যোগান্বয়ঃ। অনিত্যেতস্যোরনশব্দস্যৈব প্রাণপর্য্যায়ত্বে কথং শকটে তদ্বৎপ্রয়োগস্তত্রাহ—অনঃশব্দ ইতি।

ইতশ্চ প্রাণস্য স্বার্থমন্নাগানং যুক্তমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। প্রাণেন বাগাদিবৎ স্বার্থমন্নমাগীতং চেৎ, তর্হি তস্যাপি পাপ্মবেধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। ইহাস্মিন্ দেহাকারপরিণতে প্রাণস্তিষ্ঠতি, তদনুসারিণশ্চ বাগাদয়ঃ স্থিতিভাজঃ, অতঃ স্থিত্যর্থং প্রাণস্যান্নমিতি ন পাপ্মবেধস্তস্মিন্নস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "অথ আত্মনে" ইত্যাদি। বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যেরূপ আপনার জন্য গান করিয়াছিল, মুখ্য প্রাণও সেইরূপ তিনটি পবমান স্তোত্রে সর্ব্বেন্দ্রিয়সাধারণ প্রাজাপত্য ফলসিদ্ধির উপযুক্ত গান করিয়া, অনন্তর অবশিষ্ট নয়টি স্তোত্রে আপনার জন্য অন্নাদ্য গান করিয়াছিলেন; 'অন্নাদ্য' অর্থ—যাহা অন্ন, অথচ ভক্ষণযোগ্য। কামসংযোগ অর্থাৎ যজ্ঞে আশংসিত ফলপ্রাপ্তি যে, কর্ত্তারই হইয়া থাকে, ইহা বাচনিক বা শাস্ত্রপ্রাপ্ত; [সুতরাং প্রাণের ঐ প্রকার ফলপ্রাপ্তি আনিত হয় নাই] (১)।

ভাল, প্রাণ যে, সেই অন্নাদ্য ফলজনক গান আপনার জন্য করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় কি প্রকারে? তদ্বিষয়ে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—'যৎ কিঞ্চ' ইতি। 'যৎ কিঞ্চ' কথায় এখানে সাধারণতঃ অন্নমাত্রই বুঝাইতেছে। 'হি' শব্দটি হেত্বর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেহেতু জগতে প্রাণিগণ যাহা কিছু অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাও এই 'অনে'র সাহায্যেই করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রাণিগণ 'অন'নামক এই প্রাণের সাহায্যেই অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। প্রাণের 'অন' নামটি লোকপ্রসিদ্ধ। ['অন' শব্দের ন্যায় 'অনস্' শব্দও 'অন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, বিশেষ এই যে,] স্‌কারান্ত 'অনস্' শব্দের অর্থ—শকট (গাড়ী), আর অকারান্ত 'অন' শব্দের অর্থ—প্রসিদ্ধ প্রাণ; সুতরাং ইহা 'প্রাণ' শব্দেরই সমানার্থক পর্য্যায় শব্দ।

অপি চ, কেবল জীবগণই যে, অন্ন-ভক্ষণে প্রাণের সাহায্য পাইয়া থাকে, তাহা নহে, পরন্তু সেই মুখ্য প্রাণ নিজেও শরীরাকারে পরিণত সেই ভুক্তান্নেই অবস্থান করিয়া থাকে; অতএব প্রাণ যে, আপনার অবস্থিতির জন্যই

(১) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে আছে, "যৎ কিঞ্চ যজ্ঞে আশাসতে, যজমানায়ৈব তদাশাসতে" ইত্যাদি। অর্থাৎ যজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণ যাহা কিছু ফল কামনা করিয়া থাকেন, যজমানের উদ্দেশেই তাহা করিয়া থাকেন। কিন্তু যজমানের আশংসিত হইলেও "ফলং চ কর্ত্তৃগামি স্যাৎ" এই নিয়মানুসারে সাক্ষাৎকর্ত্তা ঋত্বিক্‌গণেরই সেই আশংসিত ফললাভ হইয়া থাকে; পরে যজমান দক্ষিণারূপ মূল্য দ্বারা ঋত্বিক্‌গণের নিকট হইতে সেই ফল ক্রয় করিয়া লন; তাহার পর যজমান সেই ক্রীত ফলের অধিকারী বা ভোক্তা হন। এই অভিপ্রায়েই উক্ত শ্রুতিতে "যজমানায়ৈব তদাশাসতে" বলা হইয়াছে। এখন এখানে শঙ্কা হইল যে, উদ্গাতা প্রাণ যে অন্নাদ্য ফলার্থ গান করিয়াছিলেন, তাহা ত বিক্রীত হইয়া যজমানেরই হইবে, তবে আর 'প্রাণ আত্মার্থে গান করিয়াছিলেন' কথাটি সঙ্গত হয় কি প্রকারে? সেই শঙ্কা নিরাসার্থ ভাষ্যকার "কথং পুনঃ" ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছেন।

অন্নাত পাপ করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে আর প্রাণ-কর্তৃক যে, অন্ন ভক্ষণ, তাহাও কেবল তাহার অবস্থিতি লাভের নিমিত্তই, (কোন প্রকার ভোগার্থ নহে); সুতরাং কল্যাণাসক্তিনিবন্ধন বাক্ প্রভৃতির যেরূপ পাপ হইয়াছিল, প্রাণের সম্বন্ধে সেরূপ পাপোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই ॥ ২৬ ॥ ১৭ ॥

তে দেবা অব্রুবন্নেতাবদ্বা ইদꣳ সর্ব্বং যদন্নং তদাত্মন আগাসীরনু নোঽস্মিন্নন্ন আভজস্বেতি; তে বৈ মাভিসংবিশতেতি; তথেতি তꣳ সমন্তং পরিণ্যবিশন্ত।

তস্মাদ্ যদনেনান্নমত্তি তেনৈতাস্তৃপ্যন্ত্যেবꣳ হ বা এনꣳ স্বা অভিসংবিশন্তি, ভর্ত্তা স্বানাꣳ শ্রেষ্ঠঃ পুর এতা ভবত্যন্নাদোঽধিপতির্য এবং বেদ; য উ হৈবম্বিদꣳ স্বেষু প্রতি প্রতির্বুভূষতি, ন হৈবালং ভার্য্যেভ্যো ভবত্যথ য এবৈতমনু ভবতি যো বৈ তমনু ভার্য্যান্ বুভূর্ষতি, স হৈবালং ভার্য্যেভ্যো ভবতি ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তে (বাগাদয়ঃ) দেবাঃ অব্রুবন্ (উক্তবন্তঃ) [মুখ্যং প্রাণং]—ইদং সর্ব্বং এতাবৎ বৈ এব), (এতাবদেব, নাতোঽধিক-মস্তীত্যর্থঃ); [কিং তৎ? ইত্যাহ—লোকে প্রাণ-স্থিত্যর্থং] যৎ অন্নং অদ্যতে (ভক্ষ্যতে), তৎ অন্নং আত্মনে (আত্মার্থং) আগাসীঃ (পূর্ব্বং গীতবান্ অসি), অনু (পশ্চাৎ) নঃ (অস্মাকং গীতবান্ অসি, অথবা তৎ সর্ব্বং আত্মনে গীতবান্ অসি), [বয়ঞ্চ অন্নং বিনা স্থাতুং ন শক্নুমঃ, তস্মাৎ] অনু (পশ্চাৎ) অস্মিন্ (তব আত্মার্থে অন্নে) নঃ (অস্মান্) আভজস্ব (আভাজয়স্ব—অন্নভাগিনঃ কুরু) ইতি। [এবং প্রার্থিতঃ প্রাণ আহ—] তে (প্রকৃতাঃ যূয়ং) বৈ মা (মাং প্রাণং) অভিসংবিশত (মাং সর্ব্বতঃ প্রবিশত) ইতি; [এবমুক্তাঃ বাগাদয়ঃ] তথা (তথাস্তু) ইতি [উক্ত্বা] তং (প্রাণং) পরিসমন্তং (পরিতঃ সমন্তাৎ) ন্যবিশন্ত (নিশ্চয়ে প্রবিষ্টা বভূবুঃ)। তস্মাৎ (সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং প্রাণে অন্তর্নিবেশাৎ হেতোঃ), অনেন (প্রাণেন) যৎ অন্নং অত্তি (ভক্ষয়তি) [লোকঃ], তেন (অন্ন-ভক্ষণেন) এতাঃ (বাগাদ্যাঃ দেবতাঃ) তৃপ্যন্তি (তৃপ্তিং লভন্তে)। যঃ (অন্যোঽপি যঃ কশ্চিৎ) এবং (বাগাদীনামাশ্রয়ভূতং প্রাণং) বেদ (বিজানাতি), এনং (বিদ্বাংসম্)

[অপি] স্বানাং (জ্ঞাতীনাং) এবং (বাগাদিবৎ) অভিসংবিশতি (আশ্রয়ন্তে), স্বানাং (জ্ঞাতীনাং) ভর্ত্তা (ভরণকর্ত্তা—পোষকঃ) ভবতি ; তথা শ্রেষ্ঠঃ সন্ পুরঃ (অগ্রে) এতা (গন্তা—অগ্রবর্ত্তী) ভবতি ; তথা অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা—দীপ্তাগ্নিঃ) অধিপতিঃ (পালয়িতা চ) ভবতি।

কিঞ্চ, যেষু (জ্ঞাতিষু মধ্যে) যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এবংবিদং প্রতি প্রতিঃ (প্রতিকূলঃ) বুভূষতি (ভবিতুমিচ্ছতি—প্রতিস্পর্দ্ধী ভবতি), (সঃ প্রতিস্পর্দ্ধী) ন হ এব (নৈব) ভার্য্যেভ্যঃ (স্ব ভরণীয়েভ্যঃ চ) অলং (পোষণায় সমর্থঃ) ভবতি। অথ (পক্ষান্তরে) যঃ এব এতং (প্রাণবিদং প্রতি) অনু (অনুগতঃ) ভবতি, যঃ এব চ তম্ অনু ভার্য্যান্ (তদনুগতান্ ভরণীয়ান্) বুভূর্ষতি (ভর্ত্তুং পোষয়িতুম্ ইচ্ছতি), সঃ এব হ (নিশ্চয়ে) ভার্য্যেভ্যঃ (স্ব ভরণীয়েভ্যঃ) অলং (পোষণে পর্য্যাপ্তঃ) ভবতি ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ। সেই বাক্প্রভৃতি দেবতাগণ [প্রাণকে] বলিল, এ সমস্তই সত্য,—যাহা অন্ন, তাহা তুমি আপনার জন্য গান করিয়াছ ; [আমরাও ত অন্ন ব্যতীত অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না ; অতএব] ইহার পর আমাদিগকেও ঐ অন্নের অধিকারী কর। [প্রাণ বলিল—] তোমরা সর্ব্বতোভাবে আমার মধ্যে প্রবেশ কর, অর্থাৎ আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। তাহারা 'তথাস্তু' বলিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রাণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ; সেই হেতু লোকে প্রাণ দ্বারা যে অন্ন ভক্ষণ করে, তাহাতেই এই বাগাদি ইন্দ্রিয়গণও তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বাগাদির আশ্রয়ভূত এই প্রাণতত্ত্ব অবগত হন, জ্ঞাতিগণও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে ; তিনিও জ্ঞাতিগণের ভরণ-পোষণ করেন, শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রণী হন, অন্নভোক্তা (দীপ্তাগ্নি) এবং অধিপতি বা পরিপালক হন। অধিকন্তু জ্ঞাতিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ইহার প্রতি প্রতিকূল হইতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিজের ভরণীয়গণকে পোষণ করিতে সমর্থ হয় না ; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইহার অনুগত থাকে, এবং ভরণীয় স্বজনগণের ভরণ-পোষণ করিতে ইচ্ছা করে, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি ভরণীয় স্বজনগণকে ভরণ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৭ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে দেবাঃ। অবধারণমযুক্তম্—'প্রাণেনৈব

অদ্যতে' ইতি, বাগাদীনামপি অন্ননিমিত্তোপকারদর্শনাৎ; নৈব দোষঃ; প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ তদুপকারস্য। কথং প্রাণাশ্রয়ত্বোহন্নকৃতো বাগাদীনামুপকার ইতি, এতমর্থং প্রদর্শয়ন্নাহ— ১।

তে বাগাদয়ো দেবাঃ স্ববিষয়দ্যোতনাৎ দেবাঃ, অব্রুবন্ উক্তবন্তঃ মুখ্যং প্রাণম্ 'ইদম্ এতাবৎ' নাতোঽধিকমস্তি; বা ইতি স্মরণার্থঃ; ইদং তৎ সর্বমেতাবদেব; কিম্? যদন্নং প্রাণস্থিতিকরমদ্যতে লোকে, তৎ সর্বমাত্মনে আত্মার্থম্ *আগাসীঃ আগীতবানসি, আগানেনাত্মসাৎ কৃতমিত্যর্থঃ*; বয়ঞ্চ অন্নমন্তরেণ স্থাতুং নোৎসহামহে; অতঃ অনু পশ্চাৎ নোঽস্মান্ অস্মিন্ অন্নে আত্মার্থে তবান্নে আভজস্ব আভাজয়স্ব; ণিচোঽশ্রবণং ছান্দসম্; অস্মাংশ্চান্নভাগিনঃ কুরু'। ২।

ইতর আহ—'তে যূয়ং যদ্যর্থিনঃ বৈ, বা মাম্ অভিসংবিশত সমন্ততো মাম্ আভিমুখ্যেন নিবিশত' ইতি, এবমুক্তবতি প্রাণে তথেতি এবমিতি তং প্রাণং পরিসমন্তঃ পরিসমন্তাৎ ন্যবিশন্ত নিশ্চয়েনাবিশন্ত, তং প্রাণং পরিবেষ্ট্য নিবিষ্টবন্ত ইত্যর্থঃ। তথা নিবিষ্টানাং প্রাণানুজ্ঞয়া তেষাং প্রাণেনৈব অদ্যমানং প্রাণস্থিতিকরং সৎ অন্নং তৃপ্তিকরং ভবতি; ন স্বাতন্ত্র্যেণান্নসম্বন্ধো বাগাদীনাম্। তস্মাদ্ যুক্তমেবাবধারণম্—"অনেনৈব তদদ্যতে" ইতি। তদেব চাহ—তস্মাৎ, —যস্মাৎ প্রাণাশ্রয়তয়ৈব প্রাণানুজ্ঞয়াভিনিবিষ্টা বাগাদিদেবতাঃ, তস্মাদ্ যদন্নম্ অনেন প্রাণেনাত্তি লোকঃ, তেনান্নেন এতা বাগাদ্যাঃ তৃপ্যন্তি। ৩।

বাগাদ্যাশ্রয়ং প্রাণং যো বেদ—বাগাদয়শ্চ পঞ্চ প্রাণাশ্রয়া ইতি, তমপি এবম্, এবং হ বৈ, স্বা জ্ঞাতয়ঃ অভিসংবিশন্তি বাগাদয় ইব প্রাণম্; জ্ঞাতীনাম্ আশ্রয়ণীয়ো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। অভিসন্নিবিষ্টানাং চ স্বানাং, প্রাণবদেব বাগাদীনাম্, স্বান্নেন ভর্তা ভবতি; তথা শ্রেষ্ঠঃ; পুরোঽগ্রত এতা গন্তা ভবতি, বাগাদীনামিব প্রাণঃ; তথা অন্নাদোঽনাময়াবীত্যর্থঃ। অধিপতিরধিষ্ঠায় চ পালয়িতা স্বতন্ত্রঃ পতিঃ, প্রাণবদেব বাগাদীনাম্। য এবং প্রাণং বেদ, তস্য এতৎ যথোক্তং ফলং ভবতি। ৪।

কিঞ্চ, য উ হ এবংবিদং প্রাণবিদং প্রতি স্বেষু জ্ঞাতীনাং মধ্যে প্রতিঃ প্রতিকূলঃ বুভূষতি প্রতিস্পর্দ্ধী ভবিতুমিচ্ছতি, সোঽসুরা ইব প্রাণপ্রতিস্পর্দ্ধিনো ন হৈবালং ন পর্য্যাপ্তঃ, ভার্য্যেভ্যো ভরণীয়েভ্যো ভবিতুমিত্যর্থঃ। অথ পুনর্য এব জ্ঞাতীনাং মধ্যে এতম্ এবংবিদং বাগাদয় ইব প্রাণম্ অনুগতো ভবতি যো বা এতম্ এবংবিদম্ অপেক্ষ্যানুবর্ত্তয়ন্নেব আত্মীয়ান্ ভার্য্যান্ বুভূর্ষতি ভর্তুমিচ্ছতি,

[illegible] [সুতরাং ঐরূপ অবধারণে দোষ হইতেছে না]। প্রাণ দ্বারা বাগাদি অন্যান্য উপকারক ইন্দ্রিয়ের যে প্রকারে পালিত হয়, তৎপ্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—১।

সেই বাক্ প্রভৃতি দেবগণ,—তাঁহারা নিজ নিজ বিষয়ের বিষয় প্রকাশ বা প্রদ্যোতিত করেন বলিয়া দেব-শব্দ বাচ্য; 'বৈ' শব্দটী স্মরণার্থক; সেই দেবগণ মুখ্য প্রাণকে বলিয়াছিলেন—'ইহা এই পর্য্যন্তই, এতদপেক্ষা আর অধিক নাই', অর্থাৎ এই যে, সেই বিষয়, তাহা এই পর্য্যন্তই বটে, ইহা কি? না, জগতে প্রাণিগণ প্রাণরক্ষার জন্য, যে অন্ন ভক্ষণ করে, তুমি সেই সমস্ত অন্ন অর্থাৎ অন্নপ্রদ উদ্গান আপনার জন্য গান করিয়াছ,—উপযুক্ত গানের দ্বারা [সেই অন্নকে] আত্মসাৎ করিয়াছ; কিন্তু আমরাও ত অন্নের অভাবে থাকিতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব অতঃপর তোমার নিজের জন্য পরিকল্পিত অন্নে আমাদিগকেও অংশভাগী কর; [শ্রুতির 'আভজস্ব' স্থলে 'আভাজয়স্ব' বুঝিতে হইবে], কেবল ছন্দের অনুরোধে 'ণিচ্' প্রত্যয়ের ব্যবহার করা হয় নাই। ২

অপরে (প্রাণ) বলিলেন, সেই তোমরা যদি অন্নার্থী হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাতে প্রবেশ কর, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হও। প্রাণ এ কথা বলিলে পর 'তাহাই হউক—এইরূপই করি,' এই বলিয়া তাঁহারা স্থিরনিশ্চয়ে সেই প্রাণের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে নিবিষ্ট হইলেন, অর্থাৎ সেই প্রাণকে বেষ্টন করিয়া তাহাতে সন্নিবিষ্ট রহিলেন। তাঁহারা সেইরূপ সন্নিবিষ্ট হইলে পর, প্রাণ-ভক্ষিত যে অন্নে প্রাণের স্থিতি সাধন হয়, সেই অন্নই প্রাণের আশ্রয়ে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়গণেরও তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অন্নসম্বন্ধ নাই। অতএব "অনেনৈব তদশ্নন্তে" এইরূপ অবধারণ করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। যেহেতু বাগাদি দেবতাগণ প্রাণের অনুমতিক্রমে প্রাণের মধ্যে সম্যক্রূপে সন্নিবিষ্ট ও প্রাণাশ্রিত; সেই হেতুই সাধারণ লোকে 'অন্ন' দ্বারা অর্থাৎ প্রাণের সাহায্যে যে অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই প্রাণভক্ষিত অন্ন দ্বারা এই বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে; বাক্ প্রভৃতিকে আর স্বতন্ত্রভাবে অন্নভক্ষণ দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে হয় না (১)। ৩।

(১) তাৎপর্য্য—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, এই দুইটী প্রাণের ধর্ম্ম; এই জন্যই গুরুতর পরিশ্রমে যখন প্রাণের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণাও বৃদ্ধি পায়। গৌড়াচার্য্যের কারিকায় আছে —"অয়ন্ত আনয়ন্তৈব বুভুক্ষেব ন সংশয়ঃ। বুভুক্ষা চ পিপাসা চ প্রাণধর্ম্মৌ ইতি স্মৃতঃ।" ইতি।

যে ব্যক্তি, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ভূত প্রাণকে জানে, অর্থাৎ বাক্‌প্রভৃতি পাঁচটী ইন্দ্রিয়ই প্রাণের আশ্রিত, এইরূপ জ্ঞানলাভ করে, তাহাকেও এইরূপই— বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যেরূপ প্রাণে সন্নিবিষ্ট হয়, ঠিক সেইরূপই স্বগণ—জ্ঞাতিবর্গ আশ্রয় করে। অভিপ্রায় এই যে, সে ব্যক্তি জ্ঞাতিবর্গের আশ্রয়ণীয় হয়; এবং প্রাণ যেমন স্বীয় অন্ন দ্বারা বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পোষণ করে, তেমনি সেই বিদ্বান্ পুরুষও স্বীয় অন্নদ্বারা আশ্রিত জ্ঞাতিবর্গের ভরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ বাগাদির মধ্যে প্রাণ যেমন, তেমনি [জ্ঞাতিগণের মধ্যে] শ্রেষ্ঠ ও অগ্রণী হন; এবং অন্নাদ অর্থাৎ ব্যাধিরহিত দীপ্তাগ্নি হন; এবং অধিপতি হন— প্রাণ যেরূপ স্বাধীনভাবে বাগাদির পালক বা স্থিতিহেতু, সে ব্যক্তিও তদ্রূপ স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া পালক—প্রভু হন। যে ব্যক্তি যথোক্ত প্রকার প্রাণতত্ত্ব জানে, তাহার এইরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। ৪।

অপিচ,—স্বগণের অর্থাৎ জ্ঞাতিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি এবংবিধ জ্ঞানীর প্রতি প্রতিকূল হইতে ইচ্ছা করে—প্রতিপক্ষরূপে স্পর্দ্ধা করিতে অভিলাষী হয়, নিশ্চয় সে ব্যক্তিও প্রাণস্পর্দ্ধী অসুরগণের ন্যায় নিজের পোষ্যবর্গ পোষণ করিতে অসমর্থ হয়। পক্ষান্তরে, প্রাণের প্রতি বাক্‌প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞাতিগণের মধ্যেও যে ব্যক্তি উক্ত জ্ঞানীর অনুগত থাকে, এবং বাক্ প্রভৃতি যেরূপ প্রাণের আনুগত্য গ্রহণপূর্ব্বক আত্মপোষণে অভিলাষী হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা উক্ত জ্ঞানীর ইচ্ছানুবর্ত্তী থাকিয়া আত্মীয়গণকে পোষণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তিই ভরণীয় স্বগণের ভরণ পোষণ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু অপর যে লোক স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, ইহার আনুগত্য স্বীকার করে না, সে লোক কখনই পোষণে সমর্থ হয় না। এ সমস্তই প্রাণগুণ-বিজ্ঞানের ফল কথিত হইল। ২৭ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কার্য্যকরণানামাত্মত্বপ্রতিপাদনায় প্রাণস্যাঙ্গিরসত্বমুপন্যস্তম্—"সোঽয়াস্য আঙ্গিরস" ইতি; তস্মাদ্ধেতোঃ অয়ং আঙ্গিরসঃ ইত্যাঙ্গিরসত্বে হেতুর্নোক্তঃ, তদ্ধেতুসিদ্ধ্যর্থমারভ্যতে। তদ্ধেতুসিদ্ধ্যায়ত্তং হি কার্য্যকরণাত্মত্বং প্রাণস্য, অনন্তরঞ্চ বাগাদীনাং প্রাণাধীনতোক্তা; সা চ কথমুপপাদনীয়া, ইত্যাহ।

টীকা। উত্তরগ্রন্থস্য ব্যবহিতেন সম্বন্ধং বক্তুং ব্যবহিতমনুবদতি—কার্য্যকরণানামিতি। অনন্তরগ্রন্থসঙ্গতিমাহ—অনন্তরঞ্চেতি। কিমিত্যাদিপ্রশ্নদ্বয়স্য হেতুঃ

সামর্থ্যাত্তত্র বাক্—তজ্জোষিতি। সপ্তভাব্যবহিতং সম্বন্ধং দর্শয়তি—অনন্তরমংশেতি। প্রকারান্তরং বৃহৎত্বাদমিতি দৃষ্টান্তং চণকঃ।

ভাষ্যানুবাদ। ইতঃপূর্ব্বে "সোহয়াস্য আঙ্গিরসঃ" শ্রুতিতে প্রাণকে দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতের আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে তাহার আঙ্গিরসত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কি কারণে যে, তাহার আঙ্গিরসত্ব হইল, তাহার কোন কারণ বলা হয় নাই; অথচ ঐরূপ হেতুর নির্দ্দেশ ব্যতীত প্রাণের দেহেন্দ্রিয়াদি স্বরূপতাই সিদ্ধ হইতে পারে না; এই জন্য সেই হেতুর প্রতিপাদনার্থ পরবর্ত্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে। অব্যবহিত পূর্ব্বেই বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে প্রাণের অধীন বলা হইয়াছে; সেই প্রাণাধীনতা যে, কি প্রকারে সমর্থন করা যাইতে পারে, তাহা বলিতেছেন—

সোহয়াস্য আঙ্গিরসোহঙ্গানাং হি রসঃ; প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ, প্রাণো হি বা অঙ্গানাং রসস্তস্মাদ্ যস্মাৎ কস্মাচ্চাঙ্গাৎ প্রাণ উৎক্রামতি, তদেব তচ্ছুষ্যত্যেষ হি বা অঙ্গানাং রসঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ প্রাণস্য প্রাগুক্তাঙ্গিরসত্বে হেতুমুপন্যস্যতি—"সোহয়াস্যঃ" ইত্যাদি। "সঃ অয়াস্য আঙ্গিরসঃ, অঙ্গানাং হি রসঃ, প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ" ইত্যেবমবয়বৈর্শ্রুতিবাক্যং যথাব্যাখ্যাতমেব স্মরণার্থমিহ পুনরুপন্যস্তম্।
প্রাণঃ (প্রাগুক্তঃ) বৈ (অবধারণে) হি (প্রসিদ্ধৌ) অঙ্গানাং (দেহেন্দ্রিয়াদীনাং) রসঃ (সারঃ, আত্মত্বেন প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ); তস্মাৎ (হেতোঃ) যস্মাৎ কস্মাৎ চ (যতঃ কুতশ্চিদপি) অঙ্গাৎ (শরীরাবয়বাৎ) প্রাণঃ উৎক্রামতি (অপসরতি), তদেব (তত্রৈব) তৎ (প্রাণবিযুক্তম্ অঙ্গং) শুষ্যতি (শুষ্কং ভবতি); [কুতঃ এবম্?] হি (যস্মাৎ) এষঃ (মুখ্যঃ প্রাণঃ) বৈ অঙ্গানাং রসঃ (সার ইত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ। ইতঃপূর্ব্বে কেন যে, প্রাণকে 'আঙ্গিরস' বলা হইয়াছে, তাহার হেতু নির্দ্দেশার্থ প্রথমে অষ্টমশ্রুতির বাক্যাংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ঐ অংশের ব্যাখ্যা সেখানেই দ্রষ্টব্য। মুখ্য প্রাণই অঙ্গসমূহের—দেহেন্দ্রিয়াদির রস বা সারস্বরূপ আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই কারণেই যে কোনও দেহাবয়ব হইতে প্রাণ সরিয়া যায়, সেখানেই

সেই অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়; কেন না, মুখ্য প্রাণ হইতেছে অঙ্গসমূহের রস অর্থাৎ সারস্বরূপ আত্মা; [অতএব তাহার অভাবে অঙ্গের শুষ্কতা এবং প্রাণের 'আঙ্গিরস' নাম প্রসিদ্ধি সঙ্গতই বটে] ॥ ২৮ ॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। "সোঽয়াস্য আঙ্গিরসঃ" ইত্যাদি যথোপন্যস্তমেবোপাদীয়তে উত্তরার্থম্। "প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ" ইত্যেবমন্তং বাক্যং যথাব্যাখ্যাতার্থমেব পুনঃ স্মারয়তি। কথম্?—প্রাণো বা অঙ্গানাং রস ইতি। প্রাণো হি; হি-শব্দঃ প্রসিদ্ধৌ, অঙ্গানাং রসঃ; প্রসিদ্ধমেতৎ প্রাণস্যাঙ্গরসত্বম্, ন বাগাদীনাম্; তস্মাদ্ যুক্তং 'প্রাণো বা' ইতি স্মরণম্। কথং পুনঃ প্রসিদ্ধত্বম্? ইত্যত আহ—তস্মাচ্ছব্দ উপসংহারার্থ উপন্যাসেন সমর্থ্যতে। যস্মাদ্ যতোঽবয়বাৎ, কস্মাৎ অনুক্তবিশেষাৎ,—যস্মাৎ কস্মাদ্ যতঃ কুতশ্চিচ্চ অঙ্গাৎ শরীরাবয়বাদবিশেষিতাৎ, প্রাণ উৎক্রামতি অপসর্পতি, তদেব তত্রৈব, তদঙ্গং শুষ্যতি নীরসং ভবতি শোষমুপৈতি। তস্মাদেষ হি বা অঙ্গানাং রস ইত্যুপসংহারঃ। অতঃ কার্য্যকরণানামাত্মা প্রাণ ইত্যেতৎ সিদ্ধম্। আত্মাপায়ে হি শোষো মরণং স্যাৎ; তস্মাৎ তেন জীবন্তি প্রাণিনঃ সর্ব্বে। তস্মাদপাস্য বাগাদীন্ প্রাণ এবোপাস্য ইতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

টীকা। তর্হি বং উপপাদনীয়ঃ, অনূদ্যতাং, কিমিত্যুক্তস্য পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—উত্তরার্থমিতি। প্রতিজ্ঞানুবাদো বক্ষ্যমাণহেতোরুপযোগীত্যর্থঃ। যথোপন্যস্তমেবেত্যাদি প্রপঞ্চয়তি—প্রাণো বা ইতি। উক্তার্থনির্ণয়হেতুং পৃচ্ছতি কথমিতি। তত্র প্রসিদ্ধিং হেতুং কুর্ব্বন্ পরিহরতি—প্রাণো হীতি। প্রসিদ্ধিমেব প্রকটয়তি—প্রাঙ্গক-মিতি। স্মরণং প্রসিদ্ধস্য আঙ্গিরসত্বস্যেতি শেষঃ। প্রসিদ্ধিমসিদ্ধেতি শঙ্কতে—কথমিতি। তামন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সাধয়তি—অত আহেতি। পদার্থমুক্তা বাক্যার্থমাহ—যস্মাৎ কস্মাদিতি। উক্তেন ব্যতিরেকেণানুক্তমন্বয়ং সমুচ্চিনোতি চশব্দঃ। তস্মাৎ-শব্দস্য উপসংহারত্বেন সম্বন্ধং স্ফুটয়তি—তস্মাদিতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামঙ্গরসত্বে প্রাণস্য সিদ্ধে ফলিতমাহ—অত ইতি। উক্তন্যায়াৎ অঙ্গরসত্বে সিদ্ধেঽপি কথমাত্মত্বং সিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য আহ—আত্মেতি। অস্তু প্রাণঃ সংঘাতস্যাত্মা, তথাপি কিং স্যাৎ তদাহ—তস্মাদিতি। ভবতু প্রাণাধীনং সর্ব্বস্য জীবনং, তথাপি কথং তস্যৈব উপাস্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদপাস্যেতি ॥ ২৮ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ইহার পরে প্রয়োজন আছে, বুঝিয়া এখানে পূর্ব্বের (অষ্টম শ্রুতির) নির্দ্দেশানুসারেই "সোঽয়াস্য আঙ্গিরসঃ" ইত্যাদি অংশ গ্রহণ করা হইতেছে। "প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ" এই পর্য্যন্ত বাক্যটী

এখানে ইহার পূর্ব্বপ্রদর্শিত ব্যাখ্যাই স্মরণ করিয়া দিতেছে। তাহা কি প্রকার? না, 'প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ' (প্রাণই অঙ্গ সমূহের সারভূত) ইতি। মুখ্য প্রাণই অঙ্গসমূহের (ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) রস। 'প্রাণো হি' এই হি-শব্দটী প্রসিদ্ধি বোধক; সুতরাং অর্থ হইতেছে যে, এই প্রাণের অঙ্গ-রসত্ব প্রসিদ্ধ, কিন্তু বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের নহে; অতএব প্রাণের 'অঙ্গরসত্ব' স্মরণ করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ঐরূপ প্রসিদ্ধিই বা হইল কেন, তাহা বলিতেছেন,—এস্থানের 'তস্মাৎ' শব্দটী প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহারার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ। 'যস্মাৎ' অর্থ যাহা হইতে—যে অবয়ব হইতে; কস্মাৎ অর্থ—সেই অবয়বের সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশেষ-নির্দ্দেশ না থাকা, অর্থাৎ 'অমুক অঙ্গ' ইত্যাদিরূপ কোনও বিশেষ না থাকা; যে কোনও অঙ্গ হইতে সাধারণতঃ শরীরাবয়ব হইতে প্রাণ উৎক্রমণ করে—সরিয়া যায়, সেখানেই সেই অঙ্গটি শুষ্ক—নীরস হইয়া পড়ে। অতএব ইহাই (মুখ্য প্রাণই) অঙ্গসমূহের রস, এই অংশটুকু উক্ত বাক্যের উপসংহারস্বরূপ। এই কারণেই মুখ্যপ্রাণ দেহেন্দ্রিয়াদির আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ; কেন না, আত্মার অপগমে শোষের—মরণের সম্ভাবনা হয়; সেই হেতুই বুঝিতে হইবে যে,] প্রাণিগণ সেই প্রাণের সাহায্যেই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বাক্যের স্থূলার্থ এই যে, অতএব বাক্ প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রাণেরই উপাসনা করা উচিত॥ ২৮। ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এষ উ। ন কেবলং কার্য্য-করণয়োরেবাত্মা প্রাণো রূপ-কর্ম্মভূতয়োঃ; কিং তর্হি? ঋগ্‌যজুঃসাম্নাং নামভূতানামাত্মেতি সর্ব্বাত্মকতয়া প্রাণং স্তুবন্ মহীকরোতি উপাস্যত্বায়—

টীকা। বৃহস্পত্যাদিদর্শকং প্রাণোপাসনং বক্তুং বাক্যান্তরমবতারয়তি—এষ উ ইতি। তত্র বিধান্তরেণ তাৎপর্য্যমাহ—ন কেবলমিতি। কার্য্যং স্থূলশরীরং প্রত্যক্ততো রূপ্যমাণং রূপাত্মকং, করণং চ জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমৎকর্ম্মভূতং, তয়োরাত্মা প্রাণ ইত্যুক্তা নামরাশেরপি তথেতি বক্তুং ঋতিবাক্চতুষ্টয়মিত্যর্থঃ। কিমিতি প্রাণস্য আত্মত্বেন সর্ব্বাত্মত্বোক্ত্যা ভক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপাস্যত্বায়েতি।

ভাষ্যানুবাদ। [নাম-রূপাত্মক জগতে] প্রাণ যে, কেবল রূপ-পরিণতিভূত দেহ ও ইন্দ্রিয়গণেরই আত্মা, তাহা নহে, পরন্তু নামভূত (শব্দাত্মক) ঋক্, যজুঃ ও সামবেদেরও [আত্মা], এই বলিয়া "এষ উ"

ইত্যাদি শ্রুতি প্রাণের উপাস্যতা জ্ঞাপনের জন্য সর্ব্বাত্মকভাবে প্রাণের স্তুতি করত উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছেন,—

এষ উ এব বৃহস্পতির্ব্বাগ্‌বৈ বৃহতী তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু বৃহস্পতিঃ ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এষঃ (যথোক্তঃ প্রাণঃ) উ এব 'বৃহস্পতিঃ'। [প্রাণস্য কথং বৃহস্পতিত্বম্? ইত্যাহ] বাক্, বৈ (প্রসিদ্ধৌ) বৃহতী (ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা বৃহতী নাম ছন্দঃ); এষঃ (প্রাণঃ) তস্যাঃ (ছন্দোরূপায়া বাচঃ প্রাণনির্ব্বর্ত্ত্য-ত্বাৎ) পতিঃ (পালকঃ নির্ব্বর্ত্তকঃ); তস্মাৎ (হেতোঃ) উ (প্রসিদ্ধৌ) বৃহস্পতিঃ (বৃহৎ+পতিঃ='বৃহস্পতিঃ' ইতি নাম নির্ব্বচনম্) ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ। এই প্রাণই আবার বৃহস্পতি নামে প্রসিদ্ধ, কেন না, বাক্ হইতেছে 'বৃহতী' অর্থাৎ ষট্‌ত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক 'বৃহতী' ছন্দঃ, প্রাণ তাহার উচ্চারণ সম্পাদন করে বলিয়া পতি অর্থাৎ পালক বা নির্ব্বাহক; এইজন্য প্রাণ বৃহস্পতিনামে প্রসিদ্ধ ॥ ২৯ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এষ উ এব প্রকৃত আঙ্গিরসো বৃহস্পতিঃ। কথং বৃহস্পতিঃ? ইতি, উচ্যতে—বাগ্‌ বৈ বৃহতী, বৃহতীছন্দঃ ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা। অনুষ্টুপ্‌ চ বাক্; কথম্? "বাগ্বা অনুষ্টুপ্‌" ইতি শ্রুতেঃ; সা চ বাক্ অনুষ্টুপ্‌ বৃহত্যাং ছন্দস্যন্তর্ভবতি; অতো যুক্তং "বাগ্বৈ বৃহতী" ইতি প্রসিদ্ধবদ্ বক্তুম্। বৃহত্যাঞ্চ সর্ব্বা ঋচোঽন্তর্ভবন্তি, প্রাণসংস্তুতত্বাৎ; "প্রাণো বৃহতী, প্রাণ ঋচ ইত্যেব বিদ্যাৎ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ; বাগাত্মত্বাচ্চ ঋচাং প্রাণেঽন্তর্ভাবঃ। তৎ কথং? ইত্যাহ—তস্যা বাচো বৃহত্যা ঋচঃ, এষঃ প্রাণঃ পতিঃ, তস্যা নির্ব্বর্ত্তকত্বাৎ; কৌষ্ঠ্যাগ্নিপ্রেরিতমারুতনির্ব্বর্ত্ত্যা হি ঋক্; পালনাদ্ বা বাচঃ পতিঃ, প্রাণেন হি পাল্যতে বাক্, অপ্রাণস্য শব্দোচ্চারণসামর্থ্যাভাবাৎ; তস্মাদ্ উ বৃহস্পতিঃ ঋচাং প্রাণ আত্মেত্যর্থঃ। ২৯ ॥ ২০ ॥

টীকা। উ-শব্দোঽপার্থে বৃহস্পতিশব্দাদুপরি সম্বধ্যতে। 'বৃহস্পতির্দেবানাং পুরোহিত আসীৎ'—ইতি শ্রুতের্দেবপুরোহিতো বৃহস্পতিরুচ্যতে, তৎ কথং প্রাণস্য বৃহস্পতিত্বমিতি শঙ্কতে—কথমিতি। দেবপুরোহিতঃ বাগর্থবিদ্বৃহস্পতিরন্যোঽয়মত্রোচ্যত ইতি। প্রসিদ্ধবচনং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বৃহতীতিছন্দ ইতি। সপ্ত হি গায়ত্র্যাদীনি প্রধানানি ছন্দাংসি, তেষাং মধ্যমং ছন্দো বৃহতীত্যুচ্যতে। সা চ বৃহতী ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা প্রসিদ্ধেত্যর্থঃ। ভবতু যথোক্তা বৃহতী, তথাপি

অনুষ্টুপ্ বাগ্ বৈ বৃহতী ইত্যাহ, তস্মাৎ—অনুষ্টুপ্ চেতি। বাক্ছন্দস্কা তাবদনুষ্টুপ্ ইতি। সা চাষ্টাক্ষরৈশ্চতুর্ভিঃ পাদৈঃ ষট্‌ত্রিংশদক্ষরায়াং বৃহত্যামন্তর্ভবত্যক্ষরসংখ্যায়া মহাসংখ্যায়ামন্তর্ভাবাদিত্যাহ—বা চেতি। বাগনুষ্টোরনুষ্টুপ্-বৃহত্যোরেকবৈশ্যমুপনীয় ফলিতমাহ—অত ইতি। তথাপি বাগাত্মিকা বৃহতী তথাপি তৎপতিত্বেন প্রাণস্য কথমৃক্‌পতিত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বৃহত্যামেবেতি। সর্বাসামৃচাং প্রাণরূপেণ বৃহত্যাং ব্যাপ্তত্বাৎ তত্র সর্বাসামৃচামন্তর্ভাবঃ সম্ভবতি, তস্মাৎ প্রাণস্য বৃহস্পতিত্বে সিদ্ধমৃক্‌পতিত্বমিত্যর্থঃ। প্রাণরূপেণ তত' বৃহত্যাস্তত্র প্রমাণমাহ—প্রাণো বৃহতীতি। তথাপি প্রাণস্য বিবক্ষিতবৃহস্পতিত্বং কথং সিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রাণ ইতি। তত্র তদ্যাথাযথ্যমাহ—বাগাত্মেতি। তাসাং তথাত্বেঽপি কথং প্রাণেঽন্তর্ভাবঃ, ন হি ঘটো বৃহতা পটেঽন্তর্ভবতীতি শঙ্কতে—তৎ কথমিতি। প্রাণস্য বাঙ্‌নিষ্পাদকত্বাদ্যুক্তাকৃতাং কারণে প্রাণে ঋচোঽন্তর্ভাব ইত্যাহ—আহেত্যাদিনা। প্রাণস্য তন্নির্বর্তকত্বেঽপি ন তস্মিন্ তাসামন্তর্ভাবঃ, ন হি ঘটস্য কুলালেঽন্তর্ভাব ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কৌষ্ঠ্যেতি। কোষ্ঠনিষ্ঠেনাগ্নিনা প্রেরিতস্তদ্গতো বায়ুরূর্ধ্বং গচ্ছন্ কণ্ঠাদিস্থানাভিঘাতবশাৎ বর্ণতয়া ব্যজ্যতে, তদাত্মিকা চ বাক্ নিয়তা দেবতাধিকরণং ঋক্ চ বাগাত্মিকোক্তা, তদ্যুক্তং তস্যাঃ প্রাণেঽন্তর্ভূতত্বমিত্যর্থঃ। বগাত্মনং প্রাণস্য প্রকারান্তরেণ পালয়তি—পালনাদ্বেতি। সত্যপ্রয়ত্নে সতি প্রাণবং তাবদাধ্যাপ্রতিষ্ঠাভিপ্রেতোপসংহরতি—তস্মাদিতি। ২১। ২০।

ভাষ্যানুবাদ। প্রস্তাবিত এই 'আঙ্গিরস' প্রাণই আবার বৃহস্পতি; প্রাণ যে, বৃহস্পতি কেন, তাহা বলা হইতেছে—বাক্‌ই বৃহতী, অর্থাৎ ষট্‌ত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক 'বৃহতী' ছন্দঃ; 'বাক্‌ই অনুষ্টুপ্' এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অনুষ্টুপ্ ছন্দও বাক্‌স্বরূপ; বাক্‌স্বরূপ অনুষ্টুপ্ ছন্দও আবার বৃহতী ছন্দেরই অন্তর্ভুক্ত; অতএব 'বাক্ বৈ বৃহতী' এইরূপ প্রসিদ্ধবৎ কথন সঙ্গতই হইয়াছে; 'প্রাণকেই বৃহতী এবং প্রাণকেই ঋক্ বলিয়া জানিবে' এই অপর শ্রুতিতে 'বৃহতীকে' প্রাণরূপে স্তুত করায় [বুঝা যাইতেছে যে,] সমস্ত ঋক্ মন্ত্রই বৃহতীর অন্তর্ভূত আবার ঋক্ মাত্রই বাগাত্মক; এই কারণেও প্রাণের মধ্যে সমস্ত ঋকের অন্তর্ভাব হইয়া থাকে। উক্ত প্রাণ সেই বাগাত্মক বৃহতীর পতি; কারণ কোষ্ঠাশ্রিত অগ্নির দ্বারা প্রেরিত বা চালিত হইয়া প্রাণই ঋকের (বাক্যের) অভিব্যক্তি ঘটায়; সুতরাং প্রাণই বাকের নির্ব্বাহক বা অভিব্যঞ্জক; এই কারণে অথবা বাক্যের প্রতিপালক বলিয়া প্রাণই বাক্যের পতি। প্রাণহীনের শব্দোচ্চারণ সামর্থ্য থাকে না; এই জন্য বুঝিতে হইবে যে, প্রাণ দ্বারাই বাক্ রক্ষিত হইয়া থাকে। সেই হেতুই প্রাণ বৃহস্পতি অর্থাৎ ঋক্‌সমূহের সত্তাপ্রদ পালক—আত্মা। ২১। ২০।

এষ উ এব ব্রহ্মণস্পতির্বাগ্বৈ ব্রহ্ম, তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ার্থঃ—যজুষোঽপি প্রাণসারত্বমাহ—'এষ উ' ইত্যাদিনা। এষঃ (যথোক্তঃ প্রাণঃ) উ এব (নিশ্চয়ে) ব্রহ্মণস্পতিঃ। [কুতঃ? ইত্যাহ—] বাক্ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) ব্রহ্ম, এষঃ (প্রাণঃ) তস্যাঃ (ব্রহ্মরূপায়াঃ বাচঃ) পতিঃ (বাচঃ নির্বর্ত্তকত্বাৎ পালকঃ); তস্মাৎ (হেতোঃ) উ [এষঃ প্রাণঃ] ব্রহ্মণস্পতিঃ (ব্রহ্মণস্পতিত্বেন প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ। এইরূপ যজুর্মন্ত্রেরও প্রাণই সারভূত, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—যথোক্ত লক্ষণান্বিত প্রাণই 'ব্রহ্মণস্পতি'; কারণ বাক্ই ব্রহ্মরূপে প্রসিদ্ধ; ইনি তাহার পতি অর্থাৎ নির্ব্বাহক ও রক্ষক; অতএব ব্রহ্মণস্পতি নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা যজুষাম্। কথম্ এষ উ এব ব্রহ্মণস্পতিঃ? বাগ্বৈ ব্রহ্ম—ব্রহ্ম যজুঃ, তচ্চ বাগ্বিশেষ এব। তস্যা বাচো যজুষো ব্রহ্মণঃ, এষ পতিঃ; তস্মাদু ব্রহ্মণস্পতিঃ পূর্ব্ববৎ।

কথং পুনরেতদবগম্যতে—বৃহতী-ব্রহ্মণোঃ ঋগ্‌যজুষ্ট্বম্, ন পুনরন্যার্থত্বম্? ইতি, উচ্যতে—বাচোঽন্তে সাম-সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশাৎ "বাগ্বৈ সাম" ইতি। তথা চ 'বাগ্বৈ বৃহতী' 'বাগ্বৈ ব্রহ্ম' ইতি চ বাক্-সমানাধিকরণয়োর্ঋগ্‌যজুষ্ট্বং যুক্তম্। পরিশেষাচ্চ—সাম্নাভিহিতে ঋগ্‌যজুষী এব পরিশিষ্টে। বাগ্বিশেষত্বাচ্চ—বাগ্বিশেষৌ হি ঋগ্‌যজুষী; তস্মাৎ তয়োর্ব্বাচা সমানাধিকরণতা যুক্তা। অবিশেষপ্রসঙ্গাচ্চ—'সাম' 'উদ্গীথঃ' ইতি চ স্পষ্টং বিশেষাভিধানম্; তথা বৃহতী-ব্রহ্মণশব্দয়োরপি বিশেষাভিধানত্বং যুক্তম্; অন্যথা অনির্দ্ধারিতবিশেষয়োঃ আনর্থক্যাপত্তেশ্চ, বিশেষাভিধানস্য বাঙ্মাত্রত্বে চোভয়ত্র পৌনরুক্ত্যাৎ; ঋগ্‌যজুঃসামোদ্গীথশব্দানাঞ্চ শ্রুতিষ্বেবং ক্রমদর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥ ২১ ॥

টীকা। যজুষামিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। নিয়তপাঠাক্ষরাণামৃচাং প্রাণত্বে হৃতবদ্-বিপরীতানাং যজুষাং তন্নাস্তি শঙ্কিত্বা পরিহরতি—কথমিতি। তথাপি কথং প্রাণো যজুষামাত্মেত্যাশঙ্ক্যাহ—বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি। নির্ব্বর্ত্তকত্বং পালয়িতৃত্বং চাত্রাপি-তুল্যমিত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি। কাচিদাশিত্য শঙ্কতে—কথমিতি পুনরিতি। বাক্য-শেষবিরোধান্নাত্র রূঢ়িঃ সম্ভবতীতি পরিহরতি—উচ্যত ইতি। বাগ্বৈ সামেত্যন্তে বাচঃ সামসামানাধিকরণ্যেন নির্দ্দেশাদেবাধিকারোঽয়ম্ ইতি যোজনা। তথাপি কথমৃক্‌ত্বং যজুষ্ট্বং বা বৃহতীব্রহ্মণোরিতি, তত্রাহ—তথা চেতি। পরিশেষমেব দর্শয়তি—

আন্বীতি। ইতশ্চ বাক্‌সমানাধিকৃতয়োর্ব্বৃহতীব্রহ্মণোঃ ঋগ্‌যজুষ্ট্বমিত্যাহ—বাক্যি-শেষবাক্যেচ্চেতি। তদেব দর্শয়তি—আদিশেষেণোক্তি। এতদেব ব্যতিরেকমুখেন বিবৃণোতি—সামেতি। দ্বিতীয়ান্তকার্যোহয়মর্থঃ, কিঞ্চ, বাগ্বৈ বৃহতী, বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি বাক্যাভ্যাং বৃহতীব্রহ্মণোর্বাগাত্মকত্বং সিদ্ধং, ন চ তয়োর্বাগাত্মত্বং, বাক্যদ্বয়েহপি বাগ্বৈ বাগিতি পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ,তস্মাৎ বৃহতীব্রহ্মণোরেবাত্মগ্‌যজুষ্ট্বমিত্যাহ—বাক্যাত্মকত্বে চেতি। তদেব স্থানমাশ্রিত্য দর্শয়তি—আপিত্তি॥ ৩০॥ ২১॥

ভাষ্যানুবাদ। যজুর সম্বন্ধেও সেইরূপ। কি প্রকারে? এই প্রাণই ব্রহ্মণস্পতি; বাক্ ব্রহ্মরূপে প্রসিদ্ধ; ব্রহ্মই যজুঃ; সেই যজুঃ ত শব্দবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে; এই প্রাণ সেই বাকের অর্থাৎ যজুঃ স্বরূপ ব্রহ্মেরপতি; সেই কারণে 'ব্রহ্মণস্পতি' (ব্রহ্মণঃ+পতিঃ=ব্রহ্মণস্পতিঃ)। ইহার অর্থ পূর্ব্ববৎ।

ভাল, ইহা কিরূপে জানা যাইতেছে যে, 'বৃহতী' অর্থ—ঋক্, আর ব্রহ্ম অর্থ—যজুঃ, অন্য অর্থই বা হয় না কেন? হাঁ, বলা যাইতেছে বাক্যশেষে বাক্যের সহিত সামের অভেদবোধক 'বাক্‌ই সামস্বরূপ' এইরূপ সামানাধিকরণ্য বা অভেদ নির্দ্দেশ হইতেই [ঐরূপ অর্থ জানা যাইতেছে]; বাকের যেরূপ সামস্বরূপতা সিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ 'বাক্‌ই বৃহতী' ও 'বাক্‌ই যজুঃ' এই বাক্-সমানাধিকরণ বৃহতী ও ব্রহ্মের যথাক্রমে ঋক্ ও যজুঃস্বরূপত্ব হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ 'পরিশেষ'ও (১) ইহার অপর হেতু,—কেন না, স্পষ্ট কথায় সামে উল্লেখ হইয়াছে, একমাত্র ঋক্ ও যজুই অবশিষ্ট রহিয়াছে; অতএব এখন [বৃহতী ও ব্রহ্মশব্দে যথাক্রমে অবশিষ্ট সেই ঋক্ ও যজুর গ্রহণ করা আবশ্যক হইতেছে। বাগ্বিশেষত্বও এ পক্ষে অপর হেতু—ঋক্ ও যজুঃ উভয়ই শব্দবিশেষ; সুতরাং বাক্যের সহিত ঐ উভয়ের সামানাধিকরণ্য বা অভেদ নির্দ্দেশ যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে, অবিশেষ-প্রসঙ্গও আর একটি হেতু—'সাম' ও 'উদ্‌গীথ' এই উভয়ই যেমন বাক্যের বিস্পষ্ট বিশেষাভিধান, অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে শব্দবিশেষাত্মক সামবেদার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে,

---

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ এক প্রসঙ্গে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়েরই উল্লেখ হইয়া থাকে। স্থলবিশেষে স্পষ্ট কথায় সামকে বাক্‌স্বরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু ঋক্ ও যজুর উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ উহাদের স্থানে 'বৃহতী' ও 'ব্রহ্ম' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে; এমত অবস্থায় 'বৃহতী' ও 'ব্রহ্ম'শব্দে ঋক্ ও যজুঃ গ্রহণ করিলে কিছুমাত্র অন্যায় হয় না, বরং বাক্যের অসম্পূর্ণতা দোষই দূর করা হয়। অতএব পরিশেষ ন্যায়ানুসারে এখানে ঋক্ ও যজুর গ্রহণ করাই সমীচীন।

তেমনি 'বৃহতী' এবং 'ব্রহ্ম'শব্দেরও বিশেষার্থে (ঋক্ ও যজুঃ অর্থে) প্রয়োগ হওয়া উচিত, [কেবলই বাক্যরূপ অর্থে প্রয়োগ হওয়া উচিত হয় না]; নচেৎ ঐ উভয় শব্দের যদি অর্থবিশেষ অবধারিত না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ শব্দপ্রয়োগ নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর বিশেষার্থক শব্দের উল্লেখ সত্ত্বেও যদি শুধু বাক্যই উহাদের অর্থ হয়, তাহা হইলে ত পুনরুক্তি দোষেরও সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ শ্রুতিতে ঋক্ যজুঃ সাম ও উদ্গীথ শব্দের নির্দ্দেশেও ঐরূপ ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। [অতএব বাক্যশেষে স্পষ্টাক্ষরে সামশব্দের উল্লেখ থাকায়, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী 'বৃহতী' ও 'ব্রহ্ম' শব্দের ঋক্ ও যজুঃ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে]। ৩০। ২১।

এষ উ এব সাম, বাগ্বৈ সামৈষ সা চামশ্চেতি তৎ সাম্নঃ সামত্বম্।

যদ্বেব সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভি-স্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্ব্বেণ, তস্মাদ্বেব সামাঽশ্নুতে সাম্নঃ সাযুজ্যং সালোক্যং (ক), য এবমেতৎ সাম বেদ ॥৩১॥২২॥

সরলার্থঃ। তথা সামাপি, ইত্যাহ—"এষ উ" ইত্যাদি। এষঃ (যথোক্তঃ প্রাণঃ) এব সাম (সামবেদঃ); বাক্ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) সা (স্ত্রীলিঙ্গ-বস্তুমাত্রবোধকঃ সা-শব্দঃ), তথা এষঃ (প্রাণঃ) অমঃ (সর্ব্বপুংলিঙ্গ-বস্তু-বোধকঃ অম শব্দঃ); [যস্মাৎ] সা চ অমশ্চ ইতি—[বাক্প্রাণাত্মকত্বম্], তৎ (তস্মাৎ) সাম্নঃ (গীতিরূপস্য) সামত্বং [প্রসিদ্ধমিতি শেষঃ]। [যদ্বা, তথাচ] সা চ অমশ্চ—ইতি, তৎ (তদেব বাক্প্রাণস্বরূপত্বং) সাম্নঃ সামত্বং (সামনাম-নির্ব্বচনে হেতুরিত্যর্থঃ)।

যৎ (যস্মাৎ) উ এব (নিশ্চয়ে) (এষঃ প্রাণঃ) প্লুষিণা (পুত্তিকয়া) সমঃ (তুল্যঃ), মশকেন সমঃ, নাগেন (হস্তিশরীরেণ) সমঃ, [কিং বহুনা] এভিঃ (প্রসিদ্ধৈঃ) ত্রিভিঃ লোকৈঃ (ত্রৈলোক্যাত্মকেন প্রজাপতি-শরীরেণ চ) সমঃ, অনেন (অনুভূয়মানেন জগদ্রূপেণ চ) সমঃ; তস্মাৎ (সর্ব্বসাম্যাৎ হেতোঃ) এষ উ সাম (প্রাণঃ সাম-শব্দ বাচ্যঃ), [মহদল্পায়তনবেষ্টু সঙ্কোচ-ব্যাপকতয়া অবস্থানাৎ প্রাণস্য সর্ব্বসমানত্বং, সর্ব্বসাম্যাচ্চ সামনামাভিধেয়ত্বং প্রাণস্যেতি ভাবঃ]। যঃ (উপাসকঃ) এতৎ সাম এবং (যথোক্ত প্রকারং) বেদ (বিজানাতি), [সোঽপি] সাম্নঃ (প্রাণাভিধেয়স্য) সাযুজ্যং

(সমানদেহেন্দ্রিয়াদিভাবং) সালোক্যং (সমানলোকতাং চ) জয়তে (ফলোক্তীত্যর্থঃ) ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ। উক্ত প্রাণ হইতেছে সাম; কারণ, বাক্ই 'সা', অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ সমস্ত শব্দের স্থানবর্ত্তী, আর এই প্রাণ হইতেছে 'অম', অর্থাৎ পুংস্ত্ববোধক সমস্ত শব্দের স্থানপাতী। যেহেতু 'সা' হইতেছে—বাক্, আর 'অম' হইতেছে—প্রাণ, সেই হেতুই ['সা' ও *'অম' শব্দের যোগে] গীতিরূপ পদসমুদায়াত্মক সামের সামত্ব প্রসিদ্ধ* হইয়াছে।

বিশেষতঃ, যেহেতু এই প্রাণ পুত্তিকাশরীরের সমান, মশকশরীরের সমান, হস্তিশরীরের সমান, অধিক কি, এই ত্রিলোকাত্মক প্রজাপতি-শরীরের সমান, এবং দৃশ্যমান জগতেরই সমান, সেই হেতুই ইহা সাম-পদবাচ্য। যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার সামের সামত্ব অবগত হন, তিনিও সামের প্রাণের সমান স্বভাব লাভ করেন, এবং সমান লোকে অবস্থিতি করেন ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এষ উ এব সাম। কথমিত্যাহ—বাগ্বৈ সা, যৎ কিঞ্চিৎ স্ত্রীশব্দাভিধেয়ং সা বাক্; সর্ব্বস্ত্রীশব্দাভিধেয়বস্তুবিষয়ো হি সর্ব্বনাম-সা-শব্দঃ। তথা অমঃ এব প্রাণঃ, সর্ব্বপুংশব্দাভিধেয়বস্তুবিষয়োঽমঃ-শব্দঃ; "কেন মে পৌংস্নানি নামান্যাপ্নোষীতি, প্রাণেনেতি ব্রূয়াৎ; কেন মে স্ত্রীনামানীতি, বাচ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। বাক্‌প্রাণাভিধানভূতৌ সামশব্দঃ। তথা প্রাণ-নির্ব্বর্ত্ত্য-স্বরাদিসমুদায়মাত্রং গীতিঃ সামশব্দেনাভিধীয়তে; অতো ন প্রাণ-ব্যতিরেকেণ সাম-নামাস্তি কিঞ্চিৎ, স্বরবর্ণাদেশ্চ প্রাণনির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ প্রাণ-তন্ত্রত্বাচ্চ। এষ উ এব প্রাণঃ সাম। যস্মাৎ সাম সামেতি বাক্‌প্রাণাত্মকম্—সা চ অমশ্চেতি, তৎ তস্মাৎ সাম্নো গীতিরূপস্য স্বরাদিসমুদায়স্য সামত্বম্ তৎ প্রগীতং ভুবি।

যত উ এব সমস্তুল্যঃ সর্ব্বেণ বক্ষ্যমাণেন প্রকারেণ, তস্মাদ্বা সামেত্যনেন সম্বন্ধঃ। বা-শব্দঃ সামশব্দলাভনিমিত্ত-প্রকারান্তরনির্দ্দেশসামর্থ্যলভ্যঃ। কেন পুনঃ প্রকারেণ প্রাণস্য তুল্যত্বমিতি, উচ্যতে—সমঃ প্লুষিণা পুত্তিকাশরীরেণ, সমঃ মশকেন মশকশরীরেণ, সমঃ নাগেন হস্তিশরীরেণ, সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ ত্রৈলোক্যশরীরেণ প্রাজাপত্যেন, সমোঽনেন জগদ্রূপেণ হৈরণ্যগর্ভেণ। পুত্তি-

উপপত্তিতোঽর্থঃ। কতমৈকৈবতাব্য ব্যাখ্যায়তে—প্রত্যক্ষিতি। কথমিত্যত্র যেনুনাং —ত্বাবদেতি। যেনৈবং ব্যাখ্যায়তে—অ্যা প্রাণেনেতি। ইদং চ কথং যথাপ্রদীপ-ত্যাদেরোতাতঃ সর্বত্রব্যবেয়ম্। ৩১ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—ইহাই যে, সামরূপে প্রসিদ্ধ কেন, তাহা বলিতে-ছেন,—বাক্ হইতেছে 'সা', স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দের প্রতিপাদ্য যাহা কিছু, তৎসমস্তই 'সা'—বাক্; কারণ, সমস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে যে অর্থ বুঝায়, সে সমস্তই সর্বনাম 'সা' শব্দের (স্ত্রীলিঙ্গ তৎ-শব্দেরও) বিষয় বা প্রতিপাদ্য হয়। সেইরূপ, এই প্রাণ হইতেছে 'অম'-সমস্ত পুংলিঙ্গ শব্দে যাহা বুঝায়, সে সমুদয়ই 'অম'-শব্দের বিষয়; কেন না, অপর শ্রুতিতে আছে—'তুমি কিরূপে আমার পুংবোধক নামসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাক? তদুত্তরে বলিবে—'প্রাণরূপে'; আর কিরূপে আমার স্ত্রীবোধক নাম সমূহ [লাভ করিয়া থাক]? তদুত্তরে বলিবে—'বাচা' অর্থাৎ বাক্যরূপে। এই সাম' শব্দটিও বাক্ ও প্রাণের বাচক। সেইরূপ প্রাণের সাহায্যে যাহা কিছু নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সাম-শব্দটিও কেবল সেই স্বরস্বরাদি সমষ্টিরূপ গীতি মাত্রেরই বোধক। অতএব, সাম-পদার্থটি প্রাণ ও বাক্যের অতিরিক্ত অপর কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নহে; কেন না স্বর ও অক্ষর প্রভৃতি সমস্তই প্রাণ দ্বারা সম্পাদনীয় এবং প্রাণেরই অধীন; অতএব, এই প্রাণ সামস্বরূপ। যেহেতু 'সা' ও 'অম' এই পদদ্বয়ের সংযোগে 'সাম' (সা + অম = সাম) পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই হেতুই জগতে স্বরাদি সমষ্টিভূত গীতিরূপ সামের সামত্ব (সাম নাম) প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

অথবা যেহেতু এই প্রাণ বক্ষ্যমাণ বিশেষ বিশেষ সমস্ত বস্তুর সমান, সেই হেতুই সাম, এইরূপ ব্যাখ্যাযোজনা করিতে হইবে। [শ্রুতিতে বা-শব্দ না থাকিলেও] প্রাণ যে, কেন সাম শব্দ বাচ্য হইল, তাহার বিভিন্নপ্রকার কারণ প্রদর্শন হইতেই বা-শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন্ কোন্ বিশিষ্ট প্রাণের সহিত তুল্যতা, তাহা বলিতেছেন—[উক্ত প্রাণ] প্লুষির অর্থাৎ পুত্তিকা শরীরের সমান, [পুত্তিকা অর্থ—উই], মশকের—মশকশরীরের সমান, নাগের—হস্তি-শরীরের সমান, এই ত্রিলোকের অর্থাৎ ত্রৈলোক্যশরীরাত্মক প্রজাপতির সমান, এবং হিরণ্য-গর্ভসম্বন্ধী এই জগদ্রূপের সমান। 'গোত্ব' ধর্ম যেরূপ নিখিল গোশরীরে সমাপ্ত অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ প্রাণও প্রত্যেক পত্তিকা প্রভৃতির শরীরে পরিব্যাপ্ত থাকে; এইজন্য প্রাণের সর্বসমত্ব;

অমূর্ত্ত, মূর্ত্তিহীন এবং সর্ব্বব্যাপী ; [অতএব আকাশাদির ন্যায় অমূর্ত্ত ও সর্ব্ব-
ব্যাপী প্রাণের পক্ষে দেহবিশেষের সমপরিমাণ হওয়া সম্ভব হইতে পারে না]।
আর, একই প্রদীপ-প্রভা যেরূপ ঘটের মধ্যে থাকিলে সঙ্কোচিত হয়, আবার
প্রাসাদের মধ্যে থাকিলে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ সংকোচ-বিকাশশালিরূপেও প্রাণের
সর্ব্বশরীরে সাম্যলাভ সম্ভবপর হয় না ; কারণ, 'ইহারা সকলেই সমান
এবং সকলেই অনন্ত' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বগত আকাশাদির
পক্ষে বিভিন্ন শরীরে শরীরপরিমাণ বৃত্তিলাভ করা বিরুদ্ধ হয় না (১)।
এবংবিধ সাম্যনিবন্ধন সামসংজ্ঞা প্রাপ্ত এবং শ্রুতিতেও যাহার মহিমা
প্রকাশিত আছে, যে ব্যক্তি সামসাধক সেই প্রাণতত্ত্ব বিশেষরূপে জানে,
তাহার কিরূপ ফল হয়, বলিতেছেন—যে ব্যক্তি যথোক্ত প্রকার সামাখ্য প্রাণ-
তত্ত্ব জানে,—প্রাণাত্মভাব প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের উপাসনা
করে, সেই ব্যক্তি সামাখ্য প্রাণের সাযুজ্য—সহযোগিতা অর্থাৎ তৎসমান
দেহেন্দ্রিয়াভিমান কিংবা সালোক্য অর্থাৎ তত্তুল্য লোকে বাস—ভাবনা বিশেষ
দ্বারা ভোগ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ যথাক্রমে প্রাণের সাযুজ্য ও সালোক্য
লাভের সুখ অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

এষ উ বা উদ্গীথঃ, প্রাণো বা উৎ, প্রাণেন হীদং সর্ব্বমুত্তব্ধম্, বাগেব গীথোচ্চ গীথা চেতি স উদ্গীথঃ ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

(১) তাৎপর্য্য—সর্ব্বসাম্যনিবন্ধন প্রাণকে 'সাম' বলা হইয়াছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, প্রাণের এই সাম্যটা কি প্রকার?—আলোক যেমন যখন যেরূপ পাত্রের মধ্যে থাকে, তখন তদনুরূপই বিস্তার লাভ করে, প্রাণও কি ঠিক সেইরূপই হস্তিদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সেই দেহের সমান—বৃহৎ হয়, আবার পিপীলিকাদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সঙ্কোচিত হয়? অথবা সাম্য কি এই প্রকার অথবা অন্য কোনও প্রকার? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—না—এরূপ সাম্য হইতে পারে না, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন "সর্ব্বে সমাঃ সর্ব্বে অনন্তাঃ," অর্থাৎ সমস্ত প্রাণই সমান, কাহারো মধ্যে ছোট-বড় ভাব নাই, এবং সকলেই অনন্ত, কোন প্রাণই কোথাও সীমাবদ্ধ নহে। ছোট-বড় দেহভেদে প্রাণের তারতম্য স্বীকার করিলে শ্রুতি-কথিত সর্ব্বসাম্য রক্ষা পায় না ; বিশেষতঃ প্রত্যেক পরিমাণে পরিচ্ছিন্ন হইলে প্রাণের অনন্তত্বও সিদ্ধ হয় না ; কাজেই বলিতে হইবে যে, গোত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি যেরূপ সমস্ত গরুতে ও সমস্ত মনুষ্যেতে সমান—ধনী দরিদ্র, শিশু বৃদ্ধ কোথাও তারতম্যযুক্ত নহে, সর্ব্বত্রই একরূপ প্রাণও তেমনি ছোটবড় সর্ব্বদেহেই সমান, কোথাও তাহার বৈষম্য নাই। এখানে এই প্রকার সাম্যই শ্রুতির অভিপ্রেত।

অন্বয়ার্থঃ। এষঃ (প্রাণঃ) উ বৈ (এব) উদ্গীথঃ (সামাংশঃ ভক্তিবিশেষঃ), [প্রাণস্যোদ্গীথত্বং সম্পাদয়িতুমাহ—] প্রাণঃ বৈ উৎ, [কথম্?] হি (যস্মাৎ) ইদং সর্ব্বং [জগৎ] প্রাণেন উত্তব্ধং (বিধৃতম্); [তথা] বাক্ এব গীথা (গীতিরূপা, শব্দাত্মকত্বাৎ গীতেঃ); উৎ চ, গীথা চ ইতি—(মিলিত্বা) সঃ উদ্গীথ. [উচ্যতে] ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ। উক্ত প্রাণই উদ্গীথ; [এখানে উদ্গীথ অর্থ সামাবয়ব ভক্তিবিশেষ, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে গান নহে]। প্রাণই হইতেছে—উৎ; কেন না, প্রাণ দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ উত্তব্ধ অর্থাৎ বিধৃত রহিয়াছে; আর বাক্ হইতেছে—গীথা—গীতিস্বরূপ; অতএব 'উৎ' ও 'গীথা' পদ দ্বয়ের যোগে 'উদ্গীথ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং উক্ত প্রাণও 'উদ্গীথ' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে ॥ ৩২ । ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এষ উ বা উদ্গীথঃ। উদ্গীথো নাম সামাবয়বো ভক্তিবিশেষঃ, নোদ্গানম্; সামাধিকারাৎ। কথমুদ্গীথঃ প্রাণঃ? প্রাণো বা উৎ, প্রাণেন হি যস্মাদিদং সর্ব্বং জগৎ উত্তব্ধম্ ঊর্দ্ধং স্তব্ধং উত্তম্ভিতং বিধৃতমিত্যর্থঃ; উত্তব্ধার্থাবদ্যোতকোঽয়ম্ উচ্ছব্দঃ প্রাণগুণাভিধায়কঃ। তস্মাৎ উৎ প্রাণঃ, বাগেব গীথা; শব্দবিশেষত্বাৎ উদ্গীথভক্তেঃ; গায়তেঃ শব্দার্থত্বাৎ সা বাগেব; ন হি উদ্গীথভক্তেঃ শব্দব্যতিরেকেণ কিঞ্চিদ্রূপম্ উৎপ্রেক্ষ্যতে; তস্মাদ্ যুক্তমবধারণম্—বাগেব গীথেতি। উৎ চ প্রাণঃ, গীথা চ প্রাণতন্ত্রা বাক্, ইত্যুভয়মেকেন শব্দেনাভিধীয়তে—স উদ্গীথঃ ॥ ৩২ ॥ ২৩

টীকা। প্রত্যাবাদিশব্দবৎ উদ্গীথশব্দস্যাপি ভক্তিবিশেষে রূঢ়ত্বাৎ উদ্গীথেনাত্যয়ামেত্যত্র চ উদ্গানে কর্ম্মণি প্রযুক্তত্বাৎ কথমুদ্গীথঃ প্রাণঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—উদ্গীথো নামেতি। নঞ্‌পদকোতকঃ শব্দঃ। সামশব্দিতস্য প্রাণস্য প্রকৃতত্বাদিতি হেতুমাহ—সামাধিকারাদিতি। ন তাবৎ উদ্গীথশব্দস্য প্রাণে রূঢ়িঃ, তত্র তস্মিন্ বৃদ্ধপ্রয়োগাদর্শনাৎ, নাপি যোগোঽবয়বশক্ত্যনুক্তেরিতি শঙ্কতে—কথমিতি। যোগবৃত্তিমুপেত্য পরিহরতি—প্রাণ ইতি। উচ্ছব্দো নানার্থত্ব বাচকো নিপাতত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—উত্তব্ধমিতি। তথাপি কথং প্রাণো বা উদিত্যুক্তং, তত্রাহ—প্রাণেনেতি। 'বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রম্' ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ। উদ্গীথভক্তেঃ শব্দবিশেষত্বেঽপি গীথা বাগিতি কথমুচ্যতে, তত্রাহ—গায়তেরিতি। শব্দাত্মকং গায়তি—ন হীতি। তথাপি কথং প্রাণস্যোদ্গীথত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্য বাক্প্রাণয়োস্তত্র তথাত্বং কথয়তি—উচ্চেতি ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "এষ উ বা উদ্গীথঃ" ইত্যাদি। 'উদ্গীথ' অর্থ সামের অবয়ব ভক্তিবিশেষ (অংশবিশেষ); কিন্তু উদগান—উচ্চৈঃস্বরে গান করা নহে। উদ্গীথই প্রাণ কি প্রকারে? [তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রাণ হইতেছে উৎ; যেহেতু এই সমস্ত জগৎ প্রাণ দ্বারা উত্তব—ঊর্দ্ধে বিধৃত রহিয়াছে; [নচেৎ সমস্ত জগৎ পড়িয়া যাইত]; এই 'উৎ' শব্দটি উত্তবনার্থ-দ্যোতক এবং প্রাণের উল্লিখিত গুণ-সম্ভাব-প্রকাশক; সেই হেতুই উদ্গীথ হইতেছে —প্রাণস্বরূপ; আর বাক্ হইতেছে—গীথা; কারণ, সামভক্তি 'উদ্গীথ' ও শব্দবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। [গীথার প্রকৃতিভূত] 'গৈ' ধাতুর অর্থ যখন শব্দ, তখন নিশ্চয়ই উহা বাক্‌স্বরূপ; কেন না, উদ্গীথনামক ভক্তিটীর শব্দাত্মকতা ছাড়া অন্য কোন প্রকার স্বরূপ ত সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না; অতএব বাক্‌কে 'গীথা' বলিয়া অবধারণ করা যুক্তিযুক্তই হইতেছে। উৎ—হইতেছে প্রাণ, আর 'গীথা' হইতেছে—প্রাণাধীন বাক্; এইজন্য সেই উভয়ই এক 'উদ্গীথ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে—'সঃ উদ্গীথঃ' ইতি॥ ৩২। ২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। উক্তার্থদার্ঢ্যায় আখ্যায়িকা আরভ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ। উক্ত বিষয়টীর দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পুনশ্চ আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে—

তদ্ধাপি ব্রহ্মদত্তশ্চৈকিতানেয়ো রাজানং ভক্ষয়ন্নুবাচায়ং ত্যস্য রাজা মূর্দ্ধানং বিপাতয়তাদ্ যদিতোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽন্যে-নোদগায়দিতি। বাচা চ হ্যেব স প্রাণেন চোদগায়দিতি॥৩৩॥২৪॥

অন্বয়ার্থঃ। তৎ (তত্র উক্তে অর্থে) হ (ঐতিহ্যে) অপি (আখ্যায়িকাপি) শ্রূয়তে ইতি শেষঃ।—

চৈকিতানেয়ঃ (চিকিতানস্য অপত্যং—চৈকিতানঃ, তস্য অপত্যং যুবা—চৈকিতানেয়ঃ) ব্রহ্মদত্তঃ (তন্নামকঃ ঋষিঃ) রাজানং (যজ্ঞে সোমং) ভক্ষয়ন্ উবাচ; [কিম্?] অয়ং (ময়া ভক্ষ্যমাণঃ চমসস্থঃ) রাজা (সোমঃ) ত্যস্য (তস্য—মম) মূর্দ্ধানং (শিরঃ) বিপাতয়তাৎ (বিস্পষ্টং পাতয়তু), যৎ (যদি) অয়াস্য আঙ্গিরসঃ (উদ্গাতা, স হি পূর্ব্বোক্তং যজ্ঞে প্রাণবাচকেন অয়াস্যাঙ্গিরস-শব্দেন অভিধীয়তে), ইতঃ (অস্মাৎ বাক্‌সহিতাৎ প্রাণাৎ) অন্যেন (দেবতান্তরেণ) উদগায়ৎ (উদ্গানং কৃতবান্ স্যাৎ) ইতি। [অতঃ অনু-

ধীয়তে, যৎ] সঃ (উদ্গাতা) বাচা (প্রাণাধীনেন বাক্যেন) চ প্রাণেন চ (উচ্চারণেন) হি এব (নিশ্চয়ে) উদগায়ৎ (উদ্গানং কৃতবান্ ইতি), [এতৎ তু সত্যমেবেদং মন্তব্যমিতি ভাবঃ]। ৩৩। ২৪।

অনুবাদ। কথিত বিষয়ে এইরূপ একটী আখ্যায়িকাও শোনা যায় ;—চিকিতাননামক ঋষির পৌত্র ব্রহ্মদত্তনামক ঋষি যজ্ঞে সোমভক্ষণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—এই রাজা (সোম) নিশ্চয়ই তাহার অর্থাৎ ভক্ষণকারী আমার শিরঃপাত করুক, যদি অয়াস্য আঙ্গিরস অর্থাৎ উদ্গাতা যদি পূর্ব্বোক্ত বাক্সম্বলিত প্রাণ ভিন্ন অপর কোনও দেবতাবিশেষে উদ্গান করিয়া থাকেন। এখন শ্রুতি বলিতেছেন—[ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে,] সেই উদ্গাতা নিশ্চয়ই বাক্ ও *প্রাণদেবতা যোগেই উদ্গান করিয়াছিলেন*। ৩৩। ২৪।

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্মিন্। তং হ তত্র এতস্মিন্নর্থে হ আপি আখ্যায়িকাপি শ্রূয়তে হ স্ম। ব্রহ্মদত্তঃ নামতঃ ; চিকিতানস্যাপত্যং চৈকিতানঃ, তদপত্যং যুবা—চৈকিতানেয়ঃ রাজানং যজ্ঞে সোমং ভক্ষয়ন্ উবাচ ;—কিম্? অয়ং চমসস্থো মযা ভক্ষ্যমাণো রাজা ত্যস্য তস্য মমানৃতবাদিনো মূর্দ্ধানং শিরঃ বিপাতয়তাৎ বিস্পষ্টং পাতয়তু ; ত্য ইতি পরোক্ষনির্দেশঃ, আশিষি লোট্—বিপাতয়তাদিতি ; যদ্যহম্ অনৃতবাদী স্যামিত্যর্থঃ।

কথং পুনরনৃতবাদিত্বপ্রাপ্তিরিতি? উচ্যতে—যদ্ যদি ইতোঽস্মাৎ প্রকৃতাৎ প্রাণাৎ বাক্সংযুক্তাৎ, অয়াস্যঃ—মুখ্যপ্রাণাভিধায়কেন অয়াস্যাঙ্গিরস-শব্দেন অভিধীয়তে—বিশ্বসৃজাং পূর্ব্বেষাং সত্রে উদ্গাতা,—সঃ অন্যেন দেবতান্তরেণ বাক্প্রাণব্যতিরিক্তেন উদগায়ৎ উদ্গানং কৃতবান্ ; ততোঽহম্ অনৃতবাদী স্যাম্। তস্য মম দেবতা বিপরীতপ্রতিপত্তুঃ মূর্দ্ধানং বিপাতয়তু, ইত্যেবং শপথং চকার—ইতি বিজ্ঞানে প্রত্যয়দার্ঢ্য-কর্ত্তব্যতাং দর্শয়তি। তমিমম্ আখ্যায়িকানির্দ্ধারিতমর্থং স্বেন বচসোপসংহরতি শ্রুতিঃ—বাচা চ প্রাণপ্রধানয়া, প্রাণেন চ স্বাত্মভূতেন সোঽয়াস্য আঙ্গিরস উদ্গাতা উদগায়ৎ—ইত্যয়মর্থো নির্দ্ধারিতঃ শপথেন। ৩৩ ॥ ২৪।

টীকা। তস্মিন্নিত্যাদিবাক্যস্য প্রকৃতাস্বপরোগবাগবতাঃ—উক্তার্থে ইতি। উদ্গীথ-দেবতা প্রাণঃ, ন বাগাদিরিত্যর্থঃ। 'জীবতি তু বংশ্যে যুবা' (পা০ সূ০ ৪।১।১৬৩) ইতি স্মরণাৎ পিতামহে বংশ্যে জীবতি পৌত্রপ্রভৃতের্যদপত্যং, তৎ যুবসংজ্ঞকমিতি দ্রষ্টব্যম্।

ক্রিয়াপদমিদমিতিপ্রকারং গময়তি—তোরিতি। তুশব্দস্য আশিষি বিষয়ে তাতঙাদেশঃ 'তুহ্যোস্তাতঙ্ঙাশিষ্যন্যতরস্যাম্' (পা॰ সূ॰ ৭।১।৩৫) ইতি স্মরণাৎ ইত্যর্থঃ। মূর্ধপাত-প্রাপকং দর্শয়তি—যদীতি।

অনৃতবাদিত্বপ্রাপকাভাবাৎ অনাশঙ্কিতমিতি শঙ্কতে—কথমিতি। পূর্বমিতি। উদ্গাতৃ মুখ্যপ্রাণবাচ্যতদেবতা প্রাণাপতাপিবকা কিং তদিদং দেবতা? কিং বা সর্বস্বাভিমানিত্বাৎ তদেবতৈব তত্র দেবতা? ইতি বিপ্রতিপত্তেরনৃতবাদিত্বে শঙ্কিতে প্রকাশতঃ শপথেন নির্ণয়ং দর্শয়েত্যাহ—উদ্গাতুরিতি। প্রাণবাক্সংযুক্তাৎ অন্যেনাস্যো বৃত্ত্যপায়মিতি সম্ভবঃ। ননু অয়াস্যাঙ্গিরসশব্দবাচ্যো মুখ্যপ্রাণো দেবতাত্বাৎ ন উদ্গাতা ভবিতুমুৎসহতে, তত্রাহ—মুখ্যেতি। উদ্গাতৃবাচা 'স্বেত্যাত্মপ্রাণসংযুতি—ইতি' বিজ্ঞান ইতি। উদ্গীত্যা শপথক্রিয়া প্রাপ্ত এতোপনীয়মেবতঃ, ইত্যস্মিন্ বিজ্ঞানে প্রত্যয়ো বিধাতব্য ব্যাচাষ্ট, তত্র কর্তব্যতামাখ্যায়িকয়া দর্শয়তি শ্রুতিরিতি যাবৎ। আখ্যায়িকার্থ-মেব ব্যাচষ্টেऽবিবোধেঃ পৌরুষ্যাবিদ্যাপত্যাং—তদ্যমধীতি। শপথস্য ব্যতক্রোপ অপ্রামাণ্যেऽপি শ্রুতিমূলতয়া প্রামাণ্যং বিধাতীতি ভাবঃ। ৩৩ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'তদ্ধাপি' ইত্যাদি সেই এই অব্যবহিত পূর্বোক্ত বিষয়ে একটী আখ্যায়িকাও শোনা যায়,—ব্রহ্মদত্তনামক চৈকিতানেয়, অর্থাৎ চিকিতানের পুত্র—চৈকিতান, তাহার যুবা পুত্র—চৈকিতানেয় রাজাকে অর্থাৎ যজ্ঞীয় সোমরস ভক্ষণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন। কি [বলিয়াছিলেন] ?—এই যে চমসস্থ রাজা (সোম)—যাহা আমি ভক্ষণ করিতেছি ; তাহা, তাহার অর্থাৎ মিথ্যাবাদী আমার মূর্দ্ধা—মস্তক নিপাতিত করুক ; অর্থাৎ স্পষ্টরূপে শিরঃপাত করুক ; যদি আমি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি। এখানে 'বিপাতয়তাৎ' পদটীতে আশংসা অর্থে লোট্ ('তু' প্রত্যয়) হইয়াছে ; শেষে সেই 'তু' স্থানে 'তাতঙ্' (তাৎ) আদেশ হইয়াছে। (বি+পাতয়+তু—তাৎ=বিপাতয়তাৎ)।

ভাল, এখানে মিথ্যাবাদিতার সম্ভাবনা ছিল কিসে ? হাঁ, বলা হইতেছে,—অয়াস্য—পূর্ব্বতন ঋষিগণের যজ্ঞে উদ্গাতাই মুখ্যপ্রাণবাচক 'অয়াস্য আঙ্গিরস' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই অয়াস্য উদ্গাতা যদি বাক্ ও প্রাণাতিরিক্ত অপর কোনও দেবতারূপে উদ্গান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি অনৃতবাদী হইয়াছি ; ['যদি আমি অনৃতবাদী হইয়া থাকি, তাহা হইলে] যজ্ঞদেবতা সেই বিপরীতবুদ্ধিসম্পন্ন আমার মস্তক নিপাতিত করুন', এইরূপ শপথ করিয়াছিলেন। শ্রুতি ইহা দ্বারা বিজ্ঞান বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতেছেন। আখ্যায়িকা দ্বারা এই বিষয়টী

অবধারিত করিয়া শ্রুতি এখন নিজের কথায় তাহার উপসংহার করিতেছেন— সেই অয়াস্য আঙ্গিরস—উদ্গাতা যে, প্রাণতন্ত্র বাক্য ও নিজেরই আত্মভূত প্রাণের সাহায্যে উদ্গান করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তই উদ্গাতার উক্ত শপথ দ্বারা অবধারিত হইল বুঝিতে হইবে। ৩৩ ॥ ২৪ ॥

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ স্বং বেদ, ভবতি হাস্য স্বম্, তস্য বৈ স্বর এব স্বম্, তস্মাদার্ত্বিজ্যং করিষ্যন্ বাচি স্বরমিচ্ছেত, তয়া বাচা স্বরসম্পন্নয়ার্ত্বিজ্যং কুর্য্যাৎ, তস্মাদ্ যজ্ঞে স্বরবন্তং দিদৃক্ষন্ত এব, অথো যস্য স্বং ভবতি; ভবতি হাস্য স্বম্, য এবমেতৎ সাম্নঃ স্বং বেদ ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়লভ্যার্থঃ। যঃ (জনঃ) তস্য (প্রকৃতস্য) এতস্য (প্রত্যক্ষবৎ প্রতিপন্নস্য) সাম্নঃ (সাম-শব্দবাচ্যস্য প্রাণস্য) স্বং (ধনং রহস্যং) বেদ (বিজানাতি); অস্য (বিদুষঃ) হ (অবধারণে) স্বং (ধনং) ভবতি। তস্য (সামনাম্নঃ প্রাণস্য) বৈ স্বরঃ (উদাত্তাদিরূপঃ) এব স্বং (ধনং) [ভবতি]; তস্মাৎ (হেতোঃ) আর্ত্বিজ্যং (ঋত্বিক্‌কর্ম—উদ্গানং) করিষ্যন্ উদ্গাতা বাচি (বাক্যবিষয়ে) স্বরম্ ইচ্ছেত (ইচ্ছেৎ, সাম্নঃ ধনবত্তাং সম্পাদয়িতুম্ উদ্গাতা আত্মনঃ স্বরসৌন্দর্য্যং সাধয়েদিতি ভাবঃ)। তয়া স্বরসম্পন্নয়া (সুস্বর-যুক্তয়া) বাচা আর্ত্বিজ্যং (উদ্গানং) কুর্য্যাৎ [উদ্গাতা]; [যস্মাৎ যজ্ঞে স্বরস্য ঈদৃশী উপযোগিতা অস্তি], তস্মাৎ এব যজ্ঞে স্বরবন্তং দিদৃক্ষন্তে (দ্রষ্টুম্ ইচ্ছন্তি) [জনাঃ]; অথো (অপি) যস্য (জনস্য) স্বং (ধনং) ভবতি, [তমপি যথা দিদৃক্ষন্তে, তদ্বদিত্যর্থঃ]। [ইদানীং বিজ্ঞানফলমুপসংহ্রিয়তে—] অস্য (বিজ্ঞাতুঃ) হ স্বং (ধনমপি) ভবতি; যঃ সাম্নঃ এতৎ স্বম্ এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) বেদ (বেত্তি), [তস্যৈতৎ ফলমিতি ভাবঃ]। ৩৪ । ২৫ ।

মূলানুবাদ। যিনি পূর্ব্বোক্ত এই প্রাণবাচক সামের স্ব অর্থাৎ ধনস্বরূপ রহস্য জানেন, নিশ্চয়ই তাঁহারও ধনলাভ হইয়া থাকে। স্বরই হইতেছে সেই সামের স্ব—ধন; যিনি আর্ত্বিজ্য—ঋত্বিক্-কার্য্য—উদ্গান করিবেন, তিনি অবশ্যই বাক্যে সুস্বর সম্পাদনে যত্নপর হইবেন—সুস্বরসম্পন্ন সেই বাক্য দ্বারা আর্ত্বিজ্য কর্ম্ম করিবেন; এই জন্যই সুধীগণ যজ্ঞে সুস্বরসম্পন্ন উদ্গাতাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন;

—লোকে যাহার ধন আছে, [তাহাকে যেরূপ দেখিতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ)। যে লোক সামের যথোক্তপ্রকার এই স্বরবিজ্ঞান জানেন, তাঁহার ঐ প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্য হৈতস্য। তস্যেতি প্রকৃতং প্রাণমভিসম্বধ্নাতি। হ এতস্যেতি মুখ্যং ব্যপদিশত্যভিনয়েন। সাম্নঃ সামশব্দবাচ্যস্য প্রাণস্য, যঃ স্বং ধনং বেদ; তস্য হ কিং স্যাৎ? ভবতি হাস্য স্বম্। ফলেন প্রলোভ্যাভিমুখীকৃত্য শুশ্রূষবে আহ—তস্য বৈ সাম্নঃ স্বর এব স্বম্। স্বর ইতি কণ্ঠগতং মাধুর্য্যম্; তদেবাস্য স্বং বিভূষণম্ তেন হি ভূষিতমৃদ্ধিমল্লক্ষ্যতে উদ্গানম্। যস্মাদেবম্, তস্মাদার্ত্বিজ্যং ঋত্বিক্-কর্ম উদ্গানং করিষ্যন্ বাচি বিষয়ে, বাচি বাগাশ্রিতং স্বরমিচ্ছেত ইচ্ছেৎ; সাম্নো ধনবত্তাং স্বরেণ চিকীর্ষুরুদ্গাতা। ইদন্তু প্রাসঙ্গিকং বিধীয়তে; সাম্নঃ সৌস্বর্য্যেণ স্বরবত্ত্বপ্রত্যয়ে কর্ত্তব্যে, ইচ্ছামাত্রেণ সৌস্বর্য্যং ন ভবতীতি দন্তধাবনতৈলপানাদি সামর্থ্যাৎ কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। তয়ৈবং সংস্কৃতয়া বাচা স্বরসম্পন্নয়া আর্ত্বিজ্যং কুর্য্যাৎ। তস্মাৎ যস্মাৎ সাম্নঃ স্বভূতঃ স্বরঃ, তেন স্বেন ভূষিতং সাম; অতো যজ্ঞে স্বরবন্তম্ উদ্গাতারং দিদৃক্ষন্ত এব দ্রষ্টুমিচ্ছন্ত্যেব—ধনিনমিব লৌকিকাঃ। প্রসিদ্ধং হি লোকে, অথো অপি যস্য স্বং ধনং ভবতি, তং ধনিনং দিদৃক্ষন্তে ইতি। সিদ্ধস্য গুণবিজ্ঞানফলসম্বন্ধস্যোপসংহারঃ ক্রিয়তে,—ভবতি হাস্য স্বম্, য এবমেতৎ সাম্নঃ স্বং বেদেতি ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

টীকা। উদ্গীথদেবতা প্রাণ এবেতি নিশ্চায্য স্বসুবর্ণপ্রতিষ্ঠাগুণবিধানার্থম্ উত্তরকণ্ডিকাত্রয়মবতারয়তি—তস্যেত্যাদিনা। কিমিত্যসৌ ফলমভিলপ্যতে, তত্রাহ—ফলেনেতি। সৌস্বর্য্যং সাম্নো ভূষণমিত্যত্রাদ্ভুতমৃদ্ধিমদিতি—তেন হীতি। কথং তর্হি কণ্ঠগতং মাধুর্য্যং সম্পাদনীয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। প্রাণোহহং স্বরেণ গীতিভাবমাপন্নস্য সৌস্বর্য্যং ধনমিতি প্রকৃতে প্রাণবিজ্ঞানে গুণবিধির্বিবক্ষিতশ্চেৎ কিমিত্যাপাততস্তৎ কর্ত্তব্যমুপদিশ্যতে? ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টফলতয়া, ইত্যাহ—ইদন্ত্বিতি। অথেচ্ছায়াং কর্ত্তব্যত্বেন বিহিতায়াং তাবন্মাত্রে সিদ্ধেঽপি কথং সৌস্বর্য্যং সিধ্যেৎ, নহি স্বর্গকামনামাত্রেণ স্বর্গঃ সিধ্যতি, অত আহ—সাম্ন ইতি। তত্র মুখ্যত্বেন শব্দবিতত প্রাণোপাসকাবকত্ত স্বরবত্ত্বপ্রত্যয়ে কার্য্যে সতি বিহিতেচ্ছামাত্রেণ সাম্নঃ সৌস্বর্য্যং ন ভবতি, ইত্যস্মাৎ সামর্থ্যাৎ দন্তধাবনাদি কর্ত্তব্যমিত্যেতৎ অত্র বিধিৎসিতমিতি যোজনা। সৌস্বর্য্যস্য সামভূষণত্বে গমকমাহ—তস্মাদিতি। দৃষ্টান্তমনন্তরবাক্যাবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি—প্রসিদ্ধং হীতি। ভবতি হাস্য স্বমিতি প্রাগেবোক্তত্বাৎ অনধিকা পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সিদ্ধস্যেতি ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "তস্য হৈতস্য" ইত্যাদি। প্রকৃত প্রাণের সহিত 'তস্য' পদের সম্বন্ধ; 'এতস্য' পদে মুখ্য প্রাণকে প্রত্যক্ষবৎ নির্দেশ করা হইয়াছে। 'সাম্নঃ' অর্থ—সাম-শব্দ-বাচ্য প্রাণের। যে ব্যক্তি [পূর্বোক্ত এই সামশব্দবাচ্য প্রাণের] স্ব অর্থাৎ ধন জানেন; তাহার কি হয়? [উত্তর—] নিশ্চয়ই তাহার স্ব (ধন) হয়। এইরূপ ফল কথন দ্বারা লোককে *প্রলোভিত* ও অভিমুখীভূত করিয়া (অনুকূল করিয়া) তাহার উদ্দেশে বলিতেছেন—স্বরই হইতেছে পূর্বোক্ত সামের স্ব (ধন); এখানে 'স্বর' অর্থ কণ্ঠগত মাধুর্য, (যাহার ফলে লোককে 'সুকণ্ঠ' বলা হয়); তাহাই [সমস্ত] সামের ভূষণ; সেই স্বরে ভূষিত হইলেই উদ্গাতাকে ঐশ্বর্যবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। যেহেতু স্বরই সামের সম্পৎ; সেই হেতু আর্ত্বিজ্য—ঋত্বিকের কার্য—উদ্গান করিবার পূর্বে, উদ্গাতা যদি স্বরসম্পদের দ্বারা সামকে ধনী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, বাক্য বিষয়ে অর্থাৎ বাক্যগত সুস্বর সম্পাদনে যত্ন করিবেন। এই যে, সুস্বরের বিধান, ইহা প্রাসঙ্গিকমাত্র; কেন না, উত্তম স্বর দ্বারা যদি সামকে স্বরসম্পন্ন করিতে হয়, তাহা কেবল ইচ্ছামাত্রে হয় না; পরন্তু তাহার জন্য দন্তধাবন ও তৈলপানাদি কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। [উদ্গাতা] এইরূপ সুসংস্কৃত স্বরসম্পন্ন বাক্য দ্বারা আর্ত্বিজ্য (উদ্গান) করিবেন। সেই হেতু,—যেহেতু স্বরই হইতেছে সামের স্ব—ধনস্বরূপ, এবং তাহা দ্বারাই সাম শোভিত হয়; সেই হেতুই যজ্ঞে ধনীর ন্যায় স্বরসম্পন্ন (সুকণ্ঠ) উদ্গাতাকেই সাধারণ লোকে দেখিতে ইচ্ছা করে। জগতে ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যাহার ধন থাকে, সেই ধনী ব্যক্তিকে সকলে দেখিতে ইচ্ছা করে। প্রথমেই যে গুণবিজ্ঞানের ফল নিরূপিত হইয়াছে, এখানে সেই ফলপ্রাপ্তিরই উপসংহার করা হইতেছে মাত্র- 'ভবতি হ অস্য স্বং'—তাঁহারও ধনলাভ হয়, যিনি সামের উক্তপ্রকার 'স্ব' (স্বরসম্পদ্) জানেন। ৩৪। ২৫।

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ সুবর্ণং বেদ, ভবতি হাস্য সু-বর্ণম্, তস্য বৈ স্বর এব সু-বর্ণম্, ভবতি হাস্য সু-বর্ণম্, য এবমেতৎ সাম্নঃ সু-বর্ণং বেদ। ৩৫। ২৬।

অন্বয়ার্থঃ। অথান্যোঽপি সাম্নো গুণো বিধীয়তে—তস্যেত্যাদিনা। যঃ (জনঃ) তস্য (পূর্বোক্তস্য) এতস্য (প্রাণাত্মকস্য) সাম্নঃ হ সু-বর্ণং

(বর্ণসৌষ্ঠবং) বেদ, অস্য (বিদুষঃ) হ (অপি) সুবর্ণং (বর্ণোৎকর্ষঃ) ভবতি। তস্য (সাম্নঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) স্বরএব সুবর্ণম্। [গুণবিজ্ঞান-ফলমুপসংহরতে—] যঃ সাম্নঃ এতৎ সুবর্ণম্ এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) বেদ, অস্য (বিদুষঃ) হ সুবর্ণং ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ। এখানে সামের আরও একটী গুণের বিধান করা হইতেছে—যে লোক সেই এই সামের সুবর্ণ (বর্ণগত উৎকর্ষ—স্বরবিশেষ) জানেন, তাঁহারও বর্ণোৎকর্ষ লাভ হয়; স্বরই তাহার সু-বর্ণ। পুনশ্চ বিজ্ঞানফল বলিতেছেন—যে লোক সামের এই যথোক্তপ্রকার সুবর্ণ অবগত হন, তাঁহারও বর্ণোৎকর্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথাস্যে গুণঃ সুবর্ণবত্তালক্ষণো বিধীয়তে। অসাবপি সৌস্বর্য্যমেব। এতাবান্ বিশেষঃ—পূর্ব্বং কণ্ঠগতমাধুর্য্যম্; ইদন্তু লাক্ষণিকং সুবর্ণশব্দবাচ্যম্। তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ সুবর্ণং বেদ, ভবতি হাস্য সুবর্ণম্; সুবর্ণশব্দসামান্যাৎ স্বরসুবর্ণয়োঃ লৌকিকমেব সুবর্ণং গুণবিজ্ঞান-ফলং ভবতীত্যর্থঃ। তস্য বৈ স্বর এব সুবর্ণম্; ভবতি হাস্য সুবর্ণম্, য এবমেতৎ সাম্নঃ সুবর্ণং বেদেতি পূর্ব্ববৎ সর্ব্বম্ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

টীকা। সাম্নো গুণান্তরমবতারয়তি—অথেতি। তর্হি পুনরুক্তিঃ স্যাৎ, তত্রাহ—এতাবানিতি। লাক্ষণিকঃ—কণ্ঠোঽয়ং বর্ণো দন্ত্যোঽয়মিতি লক্ষণজ্ঞানপূর্ব্বকঃ স্ফুট বর্ণোচ্চারণঃ স চৈব সাবণ্যমিতি প্রাণভূতস্য স্বরমিতি যাবৎ। লাক্ষণিকসৌস্বর্য্যগুণবৎ-প্রাণ-বিজ্ঞানবতো যথোক্তফলপ্রাপ্তৌ হেতুমাহ—সুবর্ণশব্দেতি। বাক্যার্থমাহ—লৌকিক-মেবেতি। ফলেন প্রলোভ্য অভিমুখীকৃত্য, কিং তৎ সুবর্ণমিতি ভুক্তবতে ব্রূতে—তস্যেতি। গুণবিজ্ঞানফলমুপসংহরতি—ভবতীতি। সামভক্তবাচ্যস্য প্রাণস্য স্বরণভূতস্যেতি যাবৎ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর সামের সুবর্ণশালিত্ব আর একটী গুণ বিহিত হইতেছে। এই সুবর্ণও স্বরগত উৎকর্ষ ভিন্ন আর কিছুই নহে; এইমাত্র বিশেষ যে, পূর্ব্বোক্ত গুণটী কণ্ঠগত মাধুর্য্য, আর এই গুণটী হইতেছে লাক্ষণিক 'ইহা দন্ত্য' 'ইহা কণ্ঠ্য' ইত্যাদি লক্ষণানুসারী উত্তম শব্দোচ্চারণ মাত্র; ইহাই এখানে 'সুবর্ণ' শব্দের অর্থ। যে ব্যক্তি সেই এই সামের সুবর্ণ জানেন, তাঁহারও সুবর্ণ (বর্ণোচ্চারণে পটুতা অথবা কাঞ্চনপ্রাপ্তি) হইয়া থাকে। কারণ, সুবর্ণ শব্দটী যেমন স্বরবোধক, তেমনি কাঞ্চনেরও বাচক; অতএব লোকপ্রসিদ্ধ সুবর্ণলাভই যথোক্ত গুণবিজ্ঞানের ফল। স্বরই তাহার (সামের)

সুবর্ণ। যিনি সামের যথোক্ত সুবর্ণত্ব জানেন, তাঁহারও সুবর্ণলাভ হইয়া থাকে। ইহার অবশিষ্টাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ। ৩৫ ॥ ২৬ ॥

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ, প্রতি হ তিষ্ঠতি; তস্য বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা বাচি হি খল্বেষ এতৎ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো গীয়তেঽন্ন ইত্যু হৈক আহুঃ ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

সরলার্থঃ। যঃ (জনঃ) তস্য (পূর্ব্বোক্তস্য) এতস্য সাম্নঃ (প্রাণস্য) প্রতিষ্ঠাং (আশ্রয়স্থানং) বেদ, [সঃ বিদ্বান্] হ (কিল) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠাং লভতে); [কাসৌ প্রতিষ্ঠা? ইত্যাহ—] বাক্ এব তস্য (সামাভিধেয়স্য) প্রতিষ্ঠা (প্রতিতিষ্ঠতি অস্যাম্ ইতি প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়ঃ)। [কুতঃ?] হি (যস্মাৎ) এষঃ প্রাণঃ বাচি খলু (নিশ্চয়ে) প্রতিষ্ঠিতঃ (সন্) এতৎ (গানং) গীয়তে; একে হ (অন্যে পুনঃ) অন্নে [প্রতিষ্ঠিতো গীয়তে] ইতি উ (বিতর্কে) আহুঃ (কথয়ন্তি)। ৩৬ ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদ। যে ব্যক্তি এই সাম-নামক প্রাণের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়স্থান) জানেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠাবান্ হন; বাক্ই হইতেছে ইহার প্রতিষ্ঠা; কারণ, এই সামাখ্য প্রাণ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই গীতির আকারে গীত হইয়া থাকে; অপর কেহ কেহ বলে— অন্নে [প্রতিষ্ঠিত হইয়া গীত হইয়া থাকে] ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা প্রতিষ্ঠাগুণং বিবিৎসয়াহ—তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ; প্রতিতিষ্ঠত্যস্যামিতি প্রতিষ্ঠা—বাক্; তাং প্রতিষ্ঠাং সাম্নো গুণং যো বেদ, স প্রতিতিষ্ঠতি হ। "তং যথা যথোপাসতে" ইতি শ্রুতেঃ তদ্গুণফলং যুক্তম্।

পূর্ব্ববৎ কলেন প্রতিলোভিতায় 'কা প্রতিষ্ঠা' ইতি শুশ্রূষবে আহ—তস্য বৈ সাম্নো বাগেব। বাগিতি জিহ্বামূলাদীনাং স্থানানামাখ্যা; সৈব প্রতিষ্ঠা। তদাহ—বাচি হি জিহ্বামূলাদিষু হি যস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতঃ সন্ এষ প্রাণ এতদ্ গানং গীয়তে—গীতিভাবমাপদ্যতে, তস্মাৎ সাম্নঃ প্রতিষ্ঠা বাক্। অন্নে প্রতিষ্ঠিতো গীয়ত ইত্যু হ একে অন্যে আহুঃ; ইহ প্রতিতিষ্ঠতীতি যুক্তম্। অনিন্দিতত্বাদ্ একোপগমস্য বিকল্পেন প্রতিষ্ঠাগুণবিজ্ঞানং কুর্য্যাৎ—বাগ্ বা প্রতিষ্ঠা, অন্নং বেতি। ৩৬ ॥ ২৭ ॥

টীকা। উপাস্যস্য প্রতিষ্ঠাগুণবত্ত্বেঽপি ফলমুপাসকস্য তদ্গুণবত্ত্বং তস্মাৎ—তস্য হেত্যাদি। আদিপদাৎ উরঃ-শিরঃ-কণ্ঠ-দন্তৌষ্ঠ-নাসিকা তালুনি গৃহ্যন্তে। কিমিত্যষ্টৌ স্থানানি বাক্-ইত্যুচ্যতে, তত্রাহ—বাচি হীতি। পক্ষান্তরমাহ—অন্ন ইতি। অন্নপক্ষেণ তৎপরিণামো দেহো গৃহ্যতে। একীয়পক্ষে যুক্তিমাহ—ইহেতি। কথং তর্হি প্রতিষ্ঠা-গুণস্য প্রাণস্য বিকল্পং কর্ত্তব্যত্বমাহ—অনিন্দিতত্বাদিতি। ৩৬। ২৭।

ভাষ্যানুবাদ। সেইরূপ সামাখ্য প্রাণের প্রতিষ্ঠানামক অপর একটী গুণ বিধানের জন্য বলিতেছেন—যে লোক সেই এই সামের প্রতিষ্ঠা জানেন ইত্যাদি। প্রাণ যাহার উপরে প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে, তাহার নাম—প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা অর্থ—বাক্; অর্থাৎ যে লোক সামের সেই প্রতিষ্ঠা গুণ জানেন, তিনি নিজেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 'তাঁহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, [উপাসক সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়'], এইরূপ অপর শ্রুতি অনুসারে উপাসকের ঐরূপ গুণলাভ যুক্তিসঙ্গতই বটে।

পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও গুণশ্রবণে প্রলোভিত (উৎসুক) এবং 'প্রতিষ্ঠা' তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—বাক্ই উক্ত সামের প্রতিষ্ঠা; বাক্ শব্দটী বর্ণোচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূলাদির নাম; তাহাই প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ। যেহেতু উক্ত প্রাণ জিহ্বামূল প্রভৃতি শব্দোচ্চারণ-স্থানে আশ্রিত থাকিয়াই গানরূপে গীত হয়, অর্থাৎ গীতিভাব প্রাপ্ত হয়, সেই হেতুই [বুঝিতে হইবে যে,] বাক্ই সামের প্রতিষ্ঠা-স্থান। অপর কেহ কেহ বলেন যে, অন্নে (অন্নময় দেহে) প্রতিষ্ঠিত হইয়াই গীতিভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এই কারণে অন্নে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। [যাহা হউক,] এই অপর পক্ষও যখন অনিন্দনীয়, অর্থাৎ কোনপ্রকার প্রমাণবিরুদ্ধ নয়, তখন বিকল্প-রূপে প্রতিষ্ঠাগুণের উপাসনা করিবে,—হয় অন্নকেই প্রতিষ্ঠা গুণযুক্তরূপে চিন্তা করিবে, না হয় বাক্কেই প্রতিষ্ঠা-গুণবিশিষ্টরূপে চিন্তা করিবে। ৩৬। ২৭।

অথাতঃ পবমানানামেবাভ্যারোহঃ, স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি, স যত্র প্রস্তুয়াৎ তদেতানি জপেৎ।

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,

মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি।

স যদাহাসতো মা সদ্গময়েতি, মৃত্যুর্ব্বা অসৎ, সদমৃতং মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্ব্বিত্যেবৈতদাহ; তমসো মা

জ্যোতির্গময়েতি, মৃত্যুর্বৈ তমো জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্ব্বিত্যেবৈতদাহ; মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়েতি, *নাত্র তিরোহিতমিবাস্তি।* অথ যানীতরাণি স্তোত্রাণি, তেষ্বা-ত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়েৎ, তস্মাদু তেষু বরং বৃণীত যং কামং কাময়েত তং স এষ এবংবিদুদ্গাতাত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে তমাগায়তি, তদ্ধৈতল্লোকজিদেব ন হৈবালোক্যতায়া আশাস্তি, য এবমেতৎ সাম বেদ ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। সাম্প্রতং প্রাণবিজ্ঞানবতো জপকর্ম্ম বিধীয়তে—'অথাতঃ' ইত্যাদিভিঃ। অথ (অনন্তরং), অতঃ (যস্মাৎ—যস্মাৎ বিদুষা প্রযোক্তব্যানাং জপকর্ম্ম দেবভাবপ্রাপ্তিফলম্, তস্মাৎ হেতোঃ) পবমানানাম্ (পবমান-সংজ্ঞকানাং স্তোত্রাণাং বহূনাম্) অভ্যারোহঃ (জপকর্ম্ম; অভি—আভিমুখ্যেন আরোহতি দেবভাবম্ অনেন জপকর্ম্মণা, ইতি অভ্যারোহঃ; জপকর্ম্মণঃ সংজ্ঞেয়া) [বিধীয়তে]। সঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রস্তোতা (প্রস্তাবাখ্য স্তোত্রপাঠকঃ) বৈ খলু (নিশ্চয়ে) সাম প্রস্তৌতি (প্রস্তাবং পঠতি); সঃ যত্র (যস্মিন্ কালে) প্রস্তুয়াৎ (স্বকর্ত্তব্যং সমাচরেৎ), তৎ (তদা) এতানি (বক্ষ্যমাণানি ত্রীণি যজূংষি) জপেৎ—(১) অসতঃ মা (মাং) সৎ (ব্রহ্ম) গময়; (২) তমসঃ (অজ্ঞানাৎ) মা (মাং) জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম) গময়; (৩) মৃত্যোঃ [সকাশাৎ] মা (মাং) অমৃতং (মুক্তিং) গময় ইতি। [মন্ত্রাণামর্থম্ অতি-দুর্ব্বোধতয়া শ্রুতিঃ স্বয়মেব ব্যক্তীকরোতি—] সঃ (মন্ত্রঃ) যৎ আহ—অসতঃ মা সৎ গময়—ইতি; [তস্যায়মর্থঃ—]।

মৃত্যুঃ (মরণহেতুভূতে স্বাভাবিকে জ্ঞান-কর্ম্মণী), বৈ (এব) অসৎ, (অসৎফলক-ত্বাৎ); তথা অমৃতং (মরণনিবারকে শাস্ত্রীয়ে জ্ঞান-কর্ম্মণী চ) সৎ, (সদ্ভাবহেতু-ত্বাৎ); [তচ্চ] মা (মাং) মৃত্যোঃ (স্বাভাবিকজ্ঞান-কর্ম্মলক্ষণাৎ) অমৃতং (শাস্ত্রীয়-জ্ঞানকর্ম্মণী) গময় (প্রাপয়),—মা (মাং) অমৃতং কুরু ইত্যেব এতৎ (ব্রাহ্মণং) আহ (কথিতবৎ)। তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়—ইতি, [অস্যায়মর্থঃ—] মৃত্যুঃ বৈ (এব) তমঃ (অজ্ঞানং, অজ্ঞানং হি মরণহেতুত্বাৎ মৃত্যুঃ উচ্যতে), জ্যোতিঃ (জ্ঞানং চ) অমৃতং, (অমরণহেতুত্বাৎ জ্যোতিষো-ঽমৃতত্বম্); [তচ্চ] মৃত্যোঃ (অজ্ঞানলক্ষণাৎ) মা (মাং) অমৃতং (প্রকাশ-

লক্ষণং জ্ঞান') গময় (প্রাপয়),—মাম্ অমৃতং কুরু ইত্যেব এতৎ (ব্রাহ্মণং) আহ। মৃত্যোঃ (উক্ত লক্ষণাৎ) মা (মাং) অমৃতং (অমরণতাবং) গময় (প্রাপয়)—ইত্যত্র তিরোহিতমিব (অস্পষ্টার্থম্—ব্যাখ্যাযোগ্যং) [কিঞ্চিদপি] নাস্তি, [অতো নৈতৎ ব্যাখ্যায়তে]।

অথ (যজমানোদ্গানানন্তরম্) যানি ইতরাণি (অবশিষ্টানি) স্তোত্রাণি [সন্তি], তেষু অন্নাদ্যং (ভোজ্যং) আত্মনে (আত্মন উপকারার্থম্) আগায়েৎ (প্রাণবিদ্ উদ্গাতা প্রাণবদেব উদ্গানং কুর্য্যাৎ) ; [যস্মাৎ হেতোঃ] সঃ এষঃ এবংবিদ্ উদ্গাতা আত্মনে বা (আত্মার্থং বা) যজমানায় বা যং কামং কাময়তে (যৎ ফলং সাধয়িতুম্ ইচ্ছতি), তং কামম্ আগায়তি (সম্যক্ গায়তি), তস্মাৎ (হেতোঃ) তেষু (যজমানসম্বন্ধিষু স্তোত্রেষু) [প্রযুজ্যমানেষু] উ [যজমানঃ] যং কামং (ফলং) কাময়তে (অভিলষতি), তং বরং বৃণীত (প্রার্থয়েৎ)। যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতৎ সাম (প্রাণং) এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) বেদ (বিজানাতি), [তস্যৈতৎ ফলমুচ্যতে—] তৎ (যথোক্তং) এতৎ (প্রাণাত্ম-দর্শনং) হ লোকজিৎ (প্রাণাত্মলোকসাধনং) এব (নিশ্চয়ে), নৈব হ অলোক্যতায়াঃ (লোকপ্রাপ্ত্যভাবস্য) আশা (আশঙ্কা) অস্তি ; (সর্ব্বথাপি লোকপ্রাপ্তিসাধনমেবৈতৎ প্রাণাত্মবিজ্ঞানমিত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ। সম্প্রতি "অথাতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণবিজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির জপক্রিয়া বিহিত হইতেছে—

অতঃপর পবমানসংজ্ঞক তিনটী মন্ত্রের অভ্যারোহ (দেবত্বপ্রাপক জপকর্ম্ম) কথিত হইতেছে। সেই প্রস্তোতা (প্রস্তাবনামক অংশ-বিশেষের পাঠক) সাম প্রস্তুত করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রস্তাব নামক সামাংশ পাঠ করিয়া থাকেন ; তিনি যখন প্রস্তাব পাঠ করিবেন, তখন এই [তিনটী মন্ত্র] জপ করিবেন,—'অসতঃ মা সৎ গময়', 'তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়', 'মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়' ইতি। [শ্রুতি নিজেই এই মন্ত্রার্থ বলিয়া দিতেছেন—] 'অসতো মা সৎ গময়' এই মন্ত্রটী যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—অসৎ অর্থ—মৃত্যু ; আর 'সৎ' অর্থ—অমৃত ; [সুতরাং, ইহার অর্থ হইতেছে যে,] আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও, অর্থাৎ আমাকে অমৃত

(অমর) কর। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' এই মন্ত্রেও এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—'তমঃ' অর্থ—অজ্ঞানাত্মক মৃত্যু, আর 'জ্যোতিঃ' অর্থ—প্রকাশাত্মক জ্ঞান; [সুতরাং অর্থ হইতেছে যে,] আমাকে অজ্ঞানাত্মক মৃত্যু হইতে জ্যোতিরূপ অমৃতে লইয়া যাও, অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর। আর, 'মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়' এই মন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার কোন অংশই তিরোহিত—অস্পষ্ট নাই, [সুতরাং, ইহার অর্থ প্রকাশ করা শ্রুতির আবশ্যক হয় নাই; ইহার অর্থ হইতেছে—মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।]

অতঃপর আর যে (ছয়টী) স্তোত্র অবশিষ্ট রহিল, তন্মধ্যে অন্নাদ্য (অন্নভোগ যাহার ফল, সেই) স্তোত্র [প্রাণের ন্যায় প্রস্তোতাও] আপনার জন্য গান করিবেন। যেহেতু, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন উদ্গাতা আপনার জন্য কিংবা যজমানের জন্য যে ফল কামনা করেন, তাহাই গান করেন, অর্থাৎ গানের দ্বারা সেই সেই ফল সম্পাদন করেন, সেই হেতুই অবশিষ্ট স্তোত্র পাঠের সময় যজমান যে কোনও ফল কামনা করেন, তদ্বিষয়েই বর প্রার্থনা করিবেন। যে ব্যক্তি এই সামসংজ্ঞক প্রাণকে যথোক্ত প্রকারে অবগত হন, তিনি নিশ্চয়ই এই প্রাণাত্ম-লোক (প্রাণাত্মভাব) জয় করেন, কখনই তাহার অলোক্যতার অর্থাৎ প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তির অভাবাশঙ্কা থাকে না; [তিনি নিজেই যখন প্রাণ-স্বরূপ হইয়া যান, তখন তাহার ত আর অপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হইতেই পারে না] ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

[ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥১॥৩॥]

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং প্রাণবিজ্ঞানবতো জপকর্ম্ম বিধিৎসতে। যদ্বিজ্ঞানবতো জপকর্ম্মণ্যধিকারঃ, তদ্বিজ্ঞানমুক্তম্। অথানন্তরম্, যস্মাচ্চৈবং বিদুষা প্রযুজ্যমানং দেবতাবাদ্যভ্যারোহফলং জপকর্ম্ম, অতঃ তস্মাৎ তু তদ্বিধীয়তে ইহ। তস্য চ উদ্গীথসম্বন্ধাৎ সর্ব্বত্র প্রাপ্তৌ পবমানানামিতি বচনাৎ, পবমানেষু ত্রিষ্বপি কর্ত্তব্যতায়াং প্রাপ্তায়াং পুনঃ কালসঙ্কোচং করোতি—স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি। স প্রস্তোতা, যত্র যস্মিন্ কালে সাম প্রস্তুয়াৎ প্রারভেত, তস্মিন্ কালে এতানি জপেৎ। অস্য চ জপকর্ম্মণ

আখ্যা 'অভ্যারোহঃ' ইতি। আভিমুখ্যেন আরোহতি অনেন জপকর্মণা এব কিং দেবভাবমাত্মানম্—ইত্যভ্যারোহঃ। এতানীতি বহুবচনাৎ ত্রীণি যজূংষি। দ্বিতীয়ানির্দেশাদ্ ব্রাহ্মণোৎপন্নত্বাচ্চ যথাপঠিত এব স্বরঃ প্রয়োক্তব্যঃ, ন মান্ত্রঃ। যাজমানং জপকর্ম। ১

এতানি তানি যজূংষি—"অসতো মা সদ্গময়," "তমসো মা জ্যোতির্গময়," "মৃত্যোর্মামৃতং গময়" ইতি। মন্ত্রাণামর্থতিরোহিতো ভবতীতি স্বয়মেব ব্যাচষ্টে ব্রাহ্মণং মন্ত্রার্থম্—স মন্ত্রো যদাহ যদুক্তবান্; কোঽসাবর্থঃ? ইত্যুচ্যতে—"অসতো মা সদ্গময়" ইতি। মৃত্যুর্বা অসৎ—স্বাভাবিককর্ম-বিজ্ঞানে মৃত্যুরিত্যুচ্যতে; অসৎ অত্যন্তাধোভাবহেতুত্বাৎ; সৎ অমৃতম্—সৎ শাস্ত্রীয়কর্ম-বিজ্ঞানে, অমরণহেতুত্বাদমৃতম্। তস্মাৎ অসতঃ অসৎকর্মণোঽজ্ঞানাচ্চ মা মাং সৎ শাস্ত্রীয়কর্ম-বিজ্ঞানে গময় দেবভাবসাধনাত্মভাবম্ আপাদয়েত্যর্থঃ। তত্র বাক্যার্থমাহ—অমৃতং মা কুরু, ইত্যেবৈতদাহেতি। ২

তথা, "তমসো মা জ্যোতির্গময়" ইতি। মৃত্যুর্বৈ তমঃ, সর্বং হি অজ্ঞানম্ আবরণাত্মকত্বাৎ তমঃ, তদেব চ মরণহেতুত্বাৎ মৃত্যুঃ। জ্যোতিঃ অমৃতং পূর্বোক্তবিপরীতং দৈবং স্বরূপম্। প্রকাশাত্মকত্বাজ্জ্ঞানং জ্যোতিঃ, তদেবামৃতম্ অবিনাশাত্মকত্বাৎ; তস্মাৎ তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি। পূর্ববৎ মৃত্যোর্মামৃতং গময়েত্যাদি; অমৃতং মা কুর্বিত্যেবৈতদাহ—দৈবং প্রাজাপত্যং ফলভাবমাপাদয়েত্যর্থঃ। ৩

পূর্বো মন্ত্রোঽসাধনস্বভাবাৎ সাধনভাবমাপাদয়েতি; দ্বিতীয়স্তু সাধনভাবাদপি অজ্ঞানরূপাৎ সাধ্যভাবমাপাদয়েতি। মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি পূর্বয়োরেব মন্ত্রয়োঃ সমুচ্চিতোঽর্থঃ তৃতীয়েন মন্ত্রেণোচ্যতে, ইতি প্রসিদ্ধার্থতৈব। নাত্র তৃতীয়ে মন্ত্রে তিরোহিতম্ অন্তর্হিতমিব অর্থরূপং পূর্বয়োরিব মন্ত্রয়োরস্তি, যথাশ্রুত এবার্থঃ। ৪

যাজমানমুক্তানং কৃত্বা পবমানেষু ত্রিষু, অথ অনন্তরং যানীতরাণি শিষ্টানি স্তোত্রাণি, তেষ্বাত্মনে অন্নাদ্যমাগায়েৎ—প্রাণবিদুদ্গাতা প্রাণভূতঃ প্রাণবদেব। যস্মাৎ স এষ উদ্গাতা এবং প্রাণং যথোক্তং বেত্তি, অতঃ প্রাণবদেব তং কামং সাধয়িতুং সমর্থঃ; তস্মাদ্যজমানস্তেষু স্তোত্রেষু প্রযুজ্যমানেষু বরং বৃণীত; যং কামং কাময়েত, তং কামং বরং বৃণীত প্রার্থয়েত। যস্মাৎ স এষ এবংবিদুদ্গাতেতি তস্মাচ্ছব্দাৎ প্রাণেব সম্বধ্যতে। আত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে ইচ্ছত্যুদ্গাতা, তমাগায়তি আগানেন সাধয়তি। ৫

এবং তাবজ্জ্ঞান-কর্ম্মভ্যাং প্রাণাত্মাপত্তিরিত্যুক্তম্; তত্র নাত্যাশঙ্কাশঙ্কবঃ; অতঃ কর্ম্মাপায়ে প্রাণাপত্তির্ভবতি বা ন বা ইত্যাশঙ্ক্যতে; তদাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থমাহ—তদ্ধৈতল্লোকজিদেবেতি। তৎ হ তদেতৎ প্রাণদর্শনং কর্ম্ম-বিযুক্তং কেবলমপি লোকজিদেবেতি লোকপ্রাপণমেব। ন হ এব অলোক্যতায়ৈ অলোকার্হত্বায় আশা আশংসনং প্রার্থনং, নৈবাস্তি হ। ন হি প্রাণাত্মনি উৎপন্নাত্মাভিমানস্য তৎপ্রাপ্ত্যাশংসনং সম্ভবতি। ন হি প্রাযত্নঃ কদা প্রাপং প্রাপ্নুয়াং স্বভাবতায়াম্ ইত্যাশাস্তে। অসম্প্রাপ্তবিষয়ে হি অনাত্মত্বাশংসনম্, ন তৎ স্বাত্মনি সম্ভবতি; তস্মাৎ ন আশা অস্তি—কদাচিৎ প্রাণাত্মভাবং ন প্রতিপদ্যেয়ম্ ইতি। ৬

কস্তৈতৎ? য এবমেতৎ সাম প্রাণং যথোক্তং নির্দ্ধারিত-মহিমানং বেদ—'অহমস্মি প্রাণ ইন্দ্রিয়বিষয়াসঙ্গৈরাসুরৈঃ পাপ্মভিঃ অধর্ষণীয়ো বিশুদ্ধঃ; বাগাদি পঞ্চকং চ মদাশ্রয়ত্বাদ্ অগ্ন্যাদ্যাত্মরূপং স্বাভাবিকবিজ্ঞানেনাপেতং প্রবিষয়াসঙ্গ-জনিতাসুরপাপ্মদোষবিযুক্তম্; সর্ব্বভূতেষু চ মদাশ্রয়ান্নাদ্যোপযোগবন্ধনম্; আত্মা চাহং সর্ব্বভূতানাম্ আঙ্গিরসত্বাৎ; ঋগ্‌যজুঃসামোদ্গীথভূতায়াশ্চ বাচ আত্মা, তদ্ব্যাপ্তেস্তৎসৃষ্টিকত্বাচ্চ; মম সাম্নো গীতিভাবমাপদ্যমানস্য বাহ্যং ধনং ভূষণং সৌস্বর্য্যম্; ততোঽপ্যন্তরতরং সৌবর্ণ্যং লাক্ষণিকং সৌস্বর্য্যম্; গীতি-ভাবমাপদ্যমানস্য মম কণ্ঠাদিস্থানানি প্রতিষ্ঠা; এবংগুণোঽহং পুত্তিকাদি-শরীরেষু কাৎস্ন্যেন পরিসমাপ্তঃ, অমূর্ত্তত্বাৎ সর্ব্বগতত্বাচ্চ' ইতি—আ বেদাভি-মানাভিব্যক্তেঃ বেদ উপাস্তে ইত্যর্থঃ॥ ৩১ । ২৮ ।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ব্রাহ্মণ-ভাষ্যম্। ১ । ৩ ॥

টীকা। অথাতঃ পবমানানাম্ ইত্যাদিবাক্যমবতারয়তি—এবমিতি। তত্রাপেক্ষং ব্যাচষ্টে—যদ্বিজ্ঞানবত ইতি। অতঃশব্দার্থমাহ—যস্মাচ্চেতি। ইহেতি প্রাণবিমুক্তিঃ। কদা তর্হি অপকর্ম কর্ত্তব্যং, তত্রাহ—তদ্বেতি। উদ্গীথেনাত্মতাম্, যং ন উদ্গায়েতি চ প্রকরণাদুদ্গীথেন সম্বন্ধাৎ অপস্য সর্ব্বাভ্যারোহণকালে প্রাপ্তৌ পবমানা-নামেবেতি বচনাৎ কালনিয়মসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। স বৈ খল্বিত্যাদিবাক্যতাৎপর্য্যমাহ—প্রস্তোতেতি। ননু কর্ত্তব্যমেবাভ্যারোহঃ শ্রূয়তে, অপকর্ম বিধিৎসিতমিতি চোদ্যতে, কিং কেন সম্বন্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্য চোক্ত। অভ্যারোহশব্দস্য ন তত্র রূঢ়িঃ, বৃদ্ধপ্রয়োগা-ভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—আভিমুখ্যেনেতি। যজুর্মন্ত্রাকারাণাম্ অনিরুক্তপাঠাক্রমাৎ "অসতো মা সদ্গময়" ইত্যাদৌ একো বা দ্বৌ বা মন্ত্রৌ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—এতানীতি। যজুষী বাহুল্যা সপ্তমী বাক্যেন বদেৎ বৈ ভাবিকপ্রয়োজেন ভাবাভিব্যাপত্তা আহ—দ্বিতীয়েতি। অত্র অসতো বিপক্তিতত্র তৃতীয়ানির্দ্দেশো দৃশ্যতে। 'টৈক দ্বা' ক্রিয়তে,

অপরয়া বাগাদৌ যাচয়তি—অন্নেতি। দ্বাদশে জপতি প্রাণঃ যজমানদেবতে—আত্মন্যা সেতি। দ্বাদশে জপতি প্রাণঃ আত্মনেহন্নাদ্যং যাচয়তি—আগিতি। যতি যজনে জীবাত্মানাং প্রাণতোকঃ বাহুবাহুবঃ চ পৌরুষং পৌর্ণমাসিতি ভগবন্নস্থকৃতি—মস্মেতি। অতৈব দৈবতিকীং প্রতিষ্ঠামপ্রাপ্যাগ্নতি—পীঠ্টীতি। যদ্বেবঞ্চাপি লোকং গমাগ্নতি—একংগুপেহহমিতি। ইত্যেবং ভুবাবাতিবাক্তিপর্বাতঃ যো ধ্যায়তি, তস্যেদং ফলমিত্যুপসংহরতি—ইত্যাদি।৩।২৮।

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্‌।১।৩॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতি এখন যথোক্ত প্রকার প্রাণ-বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য জপকর্ম বিধানের ইচ্ছা করিতেছেন। যদ্বিষয়ক বিজ্ঞানশালী ব্যক্তির জপক্রিয়ায় অধিকার, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। যেহেতু বিদ্বৎ-পুরুষাচরিত এই জপক্রিয়ার ফল হইতেছে—দেবত্ব যে অভ্যারোহ অর্থাৎ দেবভাব প্রাপ্তি; সেই হেতু অতঃপর, এখানে তাহাই বিহিত হইতেছে। উদ্গীথ-প্রকরণে বিহিত উদ্গীথের সর্বত্রই জপের সম্ভাবনা ছিল; এইজন্য বিশেষ করিয়া 'পবমানানাম্‌' বলা হইয়াছে; তাহার পর, 'পবমান' শব্দে ('পবমানানাম্‌' বহুবচন থাকায় তিনটি 'পবমান' স্তোত্রেরই জপক্রিয়ায় প্রসক্তি ছিল; এই জন্য "স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি" বলিয়া পুনশ্চ তাহার কাল-সঙ্কোচ করিতেছেন,—সেই প্রস্তোতা (প্রস্তাবনামক সামাংশ পাঠকর্তা—ঋত্বিগ্‌বিশেষ) ঠি০ সেই সময়েই এই তিনটি মন্ত্র জপ করিবেন। এই জপ-ক্রিয়ার বিশেষ নাম—'অভ্যারোহ'; [ইহার যৌগিকার্থ এইরূপ—] প্রাণবিৎ এই জপক্রিয়া দ্বারা দেবভাবে আরোহণ করেন বলিয়া ইহার নাম 'অভ্যারোহ'। 'এতানি' এই বহুবচন থাকায় যজুর মন্ত্র তিনটি বুঝিতে হইবে; 'এতানি' পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় এবং ব্রাহ্মণভাগের মধ্যে পঠিত হওয়ায় যথাশ্রুত স্বরানুসারেই ইহার প্রয়োগ করিতে হইবে, কিন্তু মন্ত্র-ভাগোক্ত স্বরানুসারে প্রয়োগ করিতে হইবে না (০)। এই জপক্রিয়াটি যজমানের কর্তব্য (ঋত্বিকের নহে)। ১

(০) তাৎপর্য্য বেদের সাধারণতঃ দুইটি ভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্‌", অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ, উভয়ের সম্মিলিত নাম 'বেদ'। মন্ত্রভাগের গূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ করে বলিয়া 'ব্রাহ্মণ' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মন্ত্রভাগে প্রধানতঃ ক্রিয়াবিধি ও তদুপযোগী কথাবার্ত্তা আছে, আর ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ জ্ঞান ও ইতিহাসাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। আলোচ্য বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌টি যজুর্বেদে

সেই মন্ত্র তিনটি এই—"অসতো মা সদ্ গময়," "তমসো মা জ্যোতির্গময়," "মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়" ইতি। মন্ত্রগুলির অর্থ তিরোহিত (অস্পষ্ট) আছে; এই জন্য, এই মন্ত্রত্রয়ে যে অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ (এই শ্রুতি) নিজেই সেই সমুদয় অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন। সেই অর্থ কি-প্রকার, তাহা বলিতেছেন,—'অসতো মা সদ্ গময়' ইতি, মৃত্যুই অসৎ; এখানে 'মৃত্যু' শব্দে স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম অভিহিত হইয়াছে, অত্যন্ত অধঃপতনের কারণ বলিয়া উহাই অসৎ; আর সৎ হইতেছে অমৃত; শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম মৃত্যুভয় নিবারণের হেতু বলিয়া, তাহারা সৎ-শব্দবাচ্য। অতএব [ইহার অর্থ হইতেছে যে,] অসৎ হইতে—অসৎ কর্ম ও জ্ঞান হইতে আমাকে সতে—শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম ও জ্ঞানে লইয়া যাও, অর্থাৎ দেবভাব লাভের উপায়ভূত আত্মভাব লাভ করাও। বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বলিতেছেন—আমাকে অমৃত কর; এই অর্থই প্রথম মন্ত্রটী বলিয়াছেন। ২

সেইরূপ, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' এই মন্ত্রেরও অর্থ বলিতেছেন—'তমঃ' অর্থ—মৃত্যু; কেন না, অজ্ঞানমাত্রই বোধশক্তির আবরক, আবরক বলিয়াই তমঃ-শব্দবাচ্য; তাহাই আবার মৃত্যুর হেতুভূত বলিয়া মৃত্যু-স্বরূপ; আর 'জ্যোতিঃ' অর্থ—অমৃত, অর্থাৎ তমের বিপরীত দৈব রূপ; জ্ঞান স্বভাবতঃই প্রকাশাত্মক, এই কারণে জ্যোতিঃ-শব্দবাচ্য; তাহাই আবার

কাণ্বশাখীয় শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত; ইহা ছাড়া মাধ্যন্দিনী শাখাতেও অনুরূপ উপনিষদ্ আছে। উভয়ের মধ্যে বিষয়গত অনেক সাম্য থাকিলেও পাঠগত কিঞ্চিৎ বৈষম্য আছে। যজুর্বেদে ছন্দোহনুযায়ী পাদবিভাগ কিংবা অক্ষর-সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই; সুতরাং সন্দেহ হইতে পারে যে, এখানে মন্ত্র কয়টি? সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'ত্রীণি যজূংষি' যজুর্মন্ত্র এখানে তিনটি; কমও নহে, বেশীও নহে। পুনশ্চ আশঙ্কা হইল যে, এই তিনটিই যখন মন্ত্র, তখন বৈধানিক-গ্রন্থে মন্ত্রসম্বন্ধে যে সমস্ত স্বরপ্রক্রিয়া কথিত আছে, যেমন—"উচ্চৈঃ ঋচা ক্রিয়তে, উচ্চৈঃ সাম্না, উপাংশু যজুষা" অর্থাৎ ঋক্ ও সামমন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবে, আর উপাংশু স্বরে যজুর্মন্ত্র পাঠ করিবে। উপাংশু অর্থ—মৃদু স্বর, যাহা কেবল পাঠকের মাত্র কর্ণগোচর হয়, ইত্যাদি; এখানে সে সমস্ত স্বর গ্রহণ করিতে হইবে কি না, এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য ভাষ্যকার বলিলেন—এখানে মন্ত্রোক্ত স্বর গ্রহণ করিতে হইবে না, যথাক্রম হ্রস্ব দীর্ঘ অনুসারে পাঠ করিতে হইবে মাত্র। বিশেষতঃ "উচ্চৈঃ ঋচা" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায়, যেখানে স্বরভেদ শ্রুতির অভিপ্রেত থাকে, সেখানে তৃতীয়া বিভক্তির নির্দেশ থাকে, কিন্তু এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় বুঝা যায় যে, এখানে স্বরভেদ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে।

অভিমানাত্মক বলিয়া অমৃত, সেই তমঃ হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও। 'মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়' ইত্যাদির অর্থও পূর্ববৎ, অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর,—দিব্য প্রাজাপত্য (প্রজাপতিস্বরূপ) ফল আমাকে লাভ করাও, ইহাই ঐ মন্ত্রে বলা হইয়াছে। ৩

ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত মন্ত্রটির অর্থ হইতেছে এই যে, সাধন-হীন অবস্থা হইতে আমাকে সাধনাবস্থা প্রাপ্ত করাও, আর দ্বিতীয় মন্ত্রটির অর্থ হইতেছে এই যে, অজ্ঞানাত্মক সাধনাবস্থা হইতেও আমাকে ফলীভূত সাধ্যাবস্থা লাভ করাও। প্রথমোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের যাহা অর্থ, 'মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়' এই তৃতীয় মন্ত্রে আবার তাহাই সমুচ্চিত বা সম্মিলিতভাবে অভিহিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার অর্থ প্রসিদ্ধই (স্পষ্টই) আছে। পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের ন্যায় এই তৃতীয় মন্ত্রে প্রতিপাদ্যার্থ কিছুমাত্র তিরোহিত অর্থাৎ লুক্কায়িত নাই, যথাশ্রুত অর্থই ইহার অর্থ; [কাজেই শ্রুতি ইহার ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই]। ৪

অতঃপর, প্রাণবিৎ [অতএব] প্রাণাত্মভাবাপন্ন উদ্গাতা ঠিক প্রাণের ন্যায় পবমানত্রয়ে যজমানসম্বন্ধী উদ্গান সম্পাদন করিবার পর অবশিষ্ট যে সমস্ত স্তোত্র আছে, তাহাতে আপনার জন্য অন্নাদ্য গান করিবেন। যেহেতু সেই এই উদ্গাতা যথোক্ত প্রকারে প্রাণতত্ত্ব জানেন, সেই হেতু প্রাণের ন্যায়ই অভীষ্ট কাম (ফল) সাধন করিতে সমর্থ হন; অতএব যে সময় সেই সমস্ত স্তোত্রপাঠ আরম্ভ হয়, সেই সময় যজমান বর প্রার্থনা করিবে।—সে যে ফল কামনা করে, সেই ফল বিষয়েই বর প্রার্থনা করিবে। 'তস্মাৎ' শব্দ থাকায় তাহার অগ্রে 'যস্মাৎ এবংবিদ্ উদ্গাতা' এইরূপ পদ যোজনা করিতে হইবে। যেহেতু এবংবিদ্ উদ্গাতা নিজের জন্যই হউক, আর যজমানের জন্যই হউক, যে ফল কামনা করেন—ইচ্ছা করেন, তাহাই আগান করেন—যথাবিধি গান দ্বারা সম্পাদন করেন, ['সেই হেতু' যজমান বর প্রার্থনা করিবে]। ৫

এইরূপে ত জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তির কথা বলা হইল; এ বিষয়ে কোন প্রকার আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই; অতএব এখন আশঙ্কার বিষয় হইতেছে যে, অদৃষ্টের কর্মের অপায়ে অর্থাৎ অভাব হইলেও প্রাণাত্মভাব প্রাপ্তি হয় কি না? সেই আশঙ্কা অপনয়নার্থ বলিতেছেন—"তদ্ ধ এতল্লোক-জিদেব" ইতি,সেই এই প্রাণাত্মদর্শন বা প্রাণবিজ্ঞান যজ্ঞাদি-কর্মবিযুক্ত হইলেও

নিশ্চয় লোকজিৎ—অবশ্যই অভীষ্ট লোকপ্রাপ্তির সাধক হয়; নিশ্চয়ই অলোক্যতার জন্য—অভীষ্টলোকপ্রাপ্তির অযোগ্যতার পক্ষে কখনও ত আশা-প্রার্থনা নাই। গ্রামস্থ লোক কখনই অরণ্যস্থ লোকের ন্যায় প্রার্থনা করিতে পারে না যে, আমি কবে গ্রাম প্রাপ্ত হইব; কেন না, অসন্নিহিত বা অপ্রাপ্ত অনাত্মবস্তু বিষয়েই আশংসা (প্রাপ্তির ইচ্ছা) হইয়া থাকে, কিন্তু নিত্য প্রাপ্ত স্বীয় আত্মাতে ত আর সেরূপ আশংসা হইতে পারে না। অতএব 'আমি কখনও প্রাণাত্মভাব না পাইতে পারি' এরূপ সম্ভাবনা তাহার হইতে পারে না। ৬

উক্ত ফলপ্রাপ্তি কাহার হয়? না, যে ব্যক্তি যথোক্ত মহিমান্বিত এই সাধনাত্মক প্রাণকে জানে,—আমি হইতেছি—ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্তিরূপ আসুর পাপ দ্বারা অধর্ষণীয়-বিশুদ্ধ; এবং বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ও আমার আশ্রয়ে থাকিয়াই অধ্যাত্মভাবাপন্ন এবং স্বাভাবিক বা অপরিশুদ্ধ-জ্ঞানজাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে আসক্তিজনিত আসুরপাপ-বিমুক্ত হয়, অধিকন্তু সর্ব্বভূতে যথাশ্রিত অন্নাদের ভোগ্য বস্তুর উপভোগেও সমর্থ হয়; আঙ্গিরসত্ব-নিবন্ধন আমিই সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ,—ঋক্, যজুঃ, সাম ও উদ্গীথাত্মক বাক্যেরও আমিই আত্মা; কারণ, ঐ সমস্তই আমার অধীন এবং আমার দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়; গীতিভাবপ্রাপ্ত সামস্বরূপ আমার বাহ্য ধন-অলঙ্কার হইতেছে স্বরসৌষ্ঠব, তদপেক্ষাও অন্তরতর অর্থাৎ সন্নিকৃষ্ট ভূষণ হইতেছে সৌবর্ণ্য—বর্ণ-সৌষ্ঠব, তাহাও স্বরসৌন্দর্য্যই বটে; গীতিভাবপ্রাপ্ত আমার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্থান হইতেছে—কণ্ঠ-তালু প্রভৃতি স্থান; ঈদৃশগুণসম্পন্ন আমি অমূর্ত্ত—নির্দ্দিষ্ট আকৃতিবিহীন, এবং সর্ব্বব্যাপী বলিয়া, পুত্তিকাশরীরেও সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত আছি; যতকাল আপনাতে প্রাণাত্মভাব অভিব্যক্ত না হয়, ততকাল যে জানে—উপাসনা করে; [তাহার এইরূপ ফল লাভ হয়]॥ ৩৭॥ ২৮॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষানুবাদ॥ ১॥ ৩॥

চতুর্থং ব্রাহ্মণম্।

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ; সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ; সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ, ততোঽহংনামাভবৎ, তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতোঽহময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বাথান্যন্নাম প্রব্রূতে—যদস্য ভবতি, স যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষৎ, তস্মাৎ পুরুষঃ, ওষতি হ বৈ স তং যোঽস্মাৎ পূর্ব্বো বুভূষতি, য এবং বেদ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থঃ—অগ্রে (শরীরান্তরোৎপত্তেঃ প্রাক্) ইদং (অনুভূয়মানং শরীরজাতং) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকার-হস্তপাদাদিসম্পন্নঃ বিরাট্স্বরূপঃ) আত্মা (প্রজাপতিঃ—প্রথমশরীরী) এব (ইতরব্যবচ্ছেদে) আসীৎ, (নান্যৎ শরীরান্তরমিত্যর্থঃ)। সঃ (প্রথমজঃ প্রজাপতিঃ) অনুবীক্ষ্য (মনসি আলোচ্য, আত্মনঃ স্বরূপং বিচিন্ত্য) (আত্মনঃ) (স্বস্মাৎ) অন্যৎ (পৃথগ্ভূতং বস্ত্বন্তরং) ন অপশ্যৎ (ন দৃষ্টবান্, আত্মানমেব কেবলং দৃষ্টবান্)। সঃ (প্রজাপতিঃ) অগ্রে (প্রথমং) 'অহম্ অস্মি' (সর্ব্বাত্মা অহমেব) ইতি ব্যাহরৎ (উক্তবান্); ততঃ (অহংশব্দোচ্চারণাদেব) 'অহং'নামা (অহম্ ইতি নাম যস্য, সঃ তথাভূতঃ) অভবৎ; তস্মাৎ (হেতোঃ) এতর্হি অপি (ইদানীমপি) আমন্ত্রিতঃ (কস্ত্বম্? ইতি পৃষ্টঃ সন্) অগ্রে 'অহম্ অয়ম্' ইতি এব উক্ত্বা (কথয়িত্বা), অথ (অনন্তরং) অন্যৎ নাম ব্রূতে (কথয়তি),—যৎ (নাম) অস্য (আমন্ত্রিতস্য) ভবতি (কৃতসঙ্কেতম্ অস্তি—যজ্ঞদত্ত-দেবদত্ত-প্রভৃতি)। যৎ (যস্মাৎ) সঃ (প্রজাপতিঃ) পূর্ব্বঃ (প্রথমোৎপন্নঃ সন্) সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ ঔষৎ (প্রাক্তন-জ্ঞানকর্ম্মসংস্কারবলেন দগ্ধবান্), তস্মাৎ পুরুষঃ (পূর্ব্বম্ ঔষৎ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা 'পুরুষ'পদবাচ্যঃ অভবৎ)। [ইদানীং বিদ্যাফলমুচ্যতে—] যঃ এবং (যথোক্তপ্রকারম্) বেদ (বিজানাতি), সঃ [অপি],—যঃ (জনঃ) অস্মাৎ (বিদুষঃ) পূর্ব্বঃ (প্রথমঃ অগ্রগণ্যঃ) বুভূষতি (ভবিতুমিচ্ছতি), তং (জনং) হ বৈ (নিশ্চয়ে) ওষতি (দহতি), [এতজ্জ্ঞানসম-কাঙ্ক্ষী স্বয়মেব বিনশ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। এই শরীরসমূহ অগ্রে (যখন অন্য কোনও শরীর প্রাদুর্ভূত হয় নাই, তখন) পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট (হস্তপদাদিযুক্ত)

আত্মা—বিরাট প্রজাপতিই একমাত্র ছিলেন; তিনি বিশেষ আলোচনা করিবার পর—তাঁহার অতিরিক্ত আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। তিনিই অগ্রে 'অহম্ অস্মি' অর্থাৎ আমি হইতেছি সকলের আত্মা, এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন; সেই হেতুই তিনি 'অহম্' নামে পরিচিত হইলেন। সেই কারণেই, এখনও 'তুমি কে?' জিজ্ঞাসা করিলে, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রথমে 'এই আমি' বলে; পরে, তাহার যাহা নাম, সেই নাম প্রকাশ করিয়া থাকে। যেহেতু তিনি এই সমস্তের পূর্ব্বে সমস্ত পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই হেতুই 'পুরুষ'-পদবাচ্য হইয়াছেন। অপরও যে লোক এইপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন, তিনিও, যে ব্যক্তি তদপেক্ষা বড় হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে দগ্ধ করেন, [ইহাই বিদ্যার ফল] ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ। জ্ঞান-কর্মভ্যাং সমুচ্চিতাভ্যাং প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তির্ব্যাখ্যাতা; কেবলপ্রাণদর্শনেন চ—"তদ্বৈতল্লোকজিদেব"ইত্যাদিনা। প্রজাপতেঃ ফলভূতস্য সৃষ্টিস্থিতিসংহারেষু জগতঃ স্বাতন্ত্র্যাদি-বিভূত্যুপবর্ণনেন জ্ঞান-কর্মণোর্বৈদিকয়োঃ ফলোৎকর্ষো বর্ণয়িতব্যঃ—ইত্যেবমর্থমারভ্যতে। তেন চ কর্মকাণ্ডবিহিত-জ্ঞানকর্মস্তুতিঃ কৃতা ভবেৎ সামর্থ্যাৎ; বিবক্ষিতং ত্বেতৎ—সর্বমপ্যেতজ্জ্ঞান-কর্মফলং সংসার এব, ভয়ারত্যাদিযুক্তত্ব-শ্রবণাৎ কার্যকরণলক্ষণত্বাচ্চ স্থূলব্যক্তানিত্যবিষয়ত্বাচ্চেতি। ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কেবলায়া বক্ষ্যমাণায়া মোক্ষহেতুত্ববিধ্যুত্তরার্থকেতি। ন হি সংসারবিষয়াৎ সাধ্য-সাধনাদিভেদলক্ষণাৎ অবিরক্তস্য আত্মৈকত্বজ্ঞানবিষয়েঽধিকারঃ, অতৃষি-তস্যেব পানে। তস্মাজ্জ্ঞান-কর্মফলোৎকর্ষোপবর্ণনম্ উত্তরার্থম্। তথাচ বক্ষ্যতি—"তদেতৎ পদনীয়মস্য" "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ" ইত্যাদি। ১

আত্মৈব, আত্মেতি প্রজাপতিঃ প্রথমোঽণ্ডজঃ শরীর্যভিধীয়তে। বৈদিক-জ্ঞান-কর্মফলভূতঃ স এব,—কিম্? ইদং শরীরভেদজাতং তেন প্রজাপতি-শরীরেণ অবিভক্তম্ আত্মৈবাসীৎ, অগ্রে প্রাক্শরীরান্তরোৎপত্তেঃ। স চ পুরুষবিধঃ পুরুষপ্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণো বিরাট্; স এব প্রথমঃ সম্ভূতঃ অনুবীক্ষ্য অন্বালোচনং কৃত্বা—'কোঽহং কিংলক্ষণো বাস্মি' ইতি, নান্যদ্বস্তন্তরম্, আত্মনঃ প্রাণপিণ্ডাত্মকাৎ কার্যকরণরূপাৎ নাপশ্যৎ ন দদর্শ। কেবলন্তু আত্মানমেব সর্বাত্মানমপশ্যৎ, তথা পূর্বজন্মশ্রৌতবিজ্ঞানসংস্কৃতঃ 'সোঽহং প্রজা-পতিঃ, সর্বাত্মাহমস্মি' ইতি অগ্রে ব্যাহরৎ ব্যাহৃতবান্। ততঃ তস্মাৎ, যতঃ পূর্ব-

অহঙ্কারাভিধানমেব 'অহম্' ইত্যভ্যধাৎ অগ্রে, তস্মাৎ অহংনামা অভবৎ, তদুপনিষৎ—অহমিতি শ্রুতিপ্রদর্শিতমেব নাম বক্ষ্যতি ; তস্মাৎ,—যস্মাৎ কারণে প্রজাপতৌ এবং বৃত্তম্, তস্মাৎ তৎকার্য্যভূতেষু প্রাণিষু এতর্হি এতস্মিন্নপি কালে আমন্ত্রিতঃ—'কস্ত্বম্' ইত্যুক্তঃ সন্ 'অহময়ম্' ইত্যেবাগ্র উক্ত্বা কারণাত্মা ভিধানেন আত্মানমভিধায়াগ্রে, পুনর্বিশেষনাম-জিজ্ঞাসবে, অথ অনন্তরং বিশেষপিণ্ডাভিধানং 'দেবদত্তো যজ্ঞদত্তো' বেতি প্রব্রূতে কথয়তি—যন্নামাস্য বিশেষপিণ্ডস্য মাতাপিতৃকৃতং ভবতি, তৎ কথয়তি ॥ ২

স চ প্রজাপতিরতিক্রান্তজন্মনি সম্যক্কর্ম্ম-জ্ঞানভাবনানুষ্ঠানৈঃ সাধকাবস্থায়াম্, যৎ যস্মাৎ কর্ম্মজ্ঞানভাবনানুষ্ঠানৈঃ প্রজাপতিত্বং প্রতিপিৎসূনাং পূর্ব্বঃ প্রথমঃ সন্, অস্মাৎ প্রজাপতিত্ব-প্রতিপিৎসুসমুদায়াৎ সর্ব্বস্মাৎ, আদৌ ঔষৎ অদহৎ ; কিম্ ? আসঙ্গাজ্ঞানলক্ষণান্ সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তি-বন্ধকারণভূতান্ ॥ ৩

যস্মাদেবম্, তস্মাৎ পুরুষঃ—পূর্ব্বমৌষদিতি পুরুষঃ। যথায়ং প্রজাপতিরোষিত্বা প্রতিবন্ধকান্ পাপ্মনঃ সর্ব্বান্, স পুরুষঃ প্রজাপতিরভবৎ ; এবমন্যোঽপি জ্ঞান-কর্ম্মভাবনানুষ্ঠানবহ্নিনা, কেবলং জ্ঞানবলাদ্বা ওষতি ভস্মীকরোতি হ বৈ সঃ তম্ ; কম্ ? যোঽস্মাদ্বিদুষঃ পূর্ব্বঃ প্রথমঃ প্রজাপতিঃ বুভূষতি ভবিতুমিচ্ছতি, তমিত্যর্থঃ। তং দর্শয়তি—য এবং বেদেতি ; সামর্থ্যাজ্জ্ঞানভাবনাপ্রকর্ষবান্।

ননু অনর্থায় প্রাজাপত্যপ্রতিপিৎসা, এবংবিদা চেৎ দহ্যতে ? নৈষ দোষঃ ; জ্ঞানভাবনোৎকর্ষাভাবাৎ প্রথমং প্রজাপতিত্বপ্রতিপত্ত্যভাবমাত্রত্বাৎ দাহস্য। উৎকৃষ্টসাধনঃ প্রথমং প্রজাপতিত্বং প্রাপ্নুবন্—ন্যূনসাধনো ন প্রাপ্নোতীতি স তং দহতীত্যুচ্যতে ; ন পুনঃ প্রত্যক্ষমুৎকৃষ্টসাধনেন ইতরো দহ্যতে। যথা লোকে আজিসৃতাং যঃ প্রথমমাজিমুপসর্পতি, তেনেতরে দগ্ধা ইব অপহৃতসামর্থ্যা ভবন্তি, তদ্বৎ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমবতার্য্য পূর্ব্বেণ সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—আত্মৈবেত্যা-দিনা। কেবলপ্রাণদর্শনেন চ প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তির্ব্যাখ্যাতেতি সম্বন্ধঃ। ইদানীম্ আত্মেত্যাদেস্তত্ত্বম্ ইত্যতঃ প্রাক্তনগ্রন্থস্য আপাততস্তাৎপর্য্যমাহ—প্রজাপতেরিতি। আদিপদেন সর্ব্বাত্মতাদি গৃহ্যতে। ফলোৎকর্ষোপবর্ণনং কুত্রোপযুজ্যতে, তত্রাহ—স্তেন চেতি। কর্ম্মকাণ্ডপদেন পূর্ব্বগ্রন্থোঽপি সংগৃহীতঃ। ফলাভিধানো হেতুত্বা-পেক্ষঃ, অন্যথা আকস্মিকত্বাপাতাৎ। অতো জ্ঞানকর্ম্মফলভূতসৃষ্টিবিভূতিকথনাৎ জ্ঞানকর্ম্মণো-রুৎকর্ষং দর্শয়তীত্যাহ—সামর্থ্যাদিতি। আপাতিকং তাৎপর্য্যমুক্ত্বা পরমতাৎপর্য্যমাহ—বিবক্ষিতত্বং স্থিতি। কিঞ্চ, বিষয়সংসারাভিভূতং, কার্য্যকারণাশ্রয়াৎ, অপ্রাদিকার্য্য-

পূর্ব্বং প্রজাপতিত্বপ্রতিবন্ধকপ্রধ্বংসিত্বে নিদর্শয়তি—যস্মাদিতি। পুরুষত্বোপাসকস্য ফলমাহ—যথেতি। অথ প্রজাপতিরিতি ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা সাধকোক্তিঃ, পুরুষঃ প্রজাপতিরিতি কস্মাদ্বহুঃ স কথ্যতে। কোঽসাবোষতীত্যপেক্ষায়ামাহ—তং দর্শয়তীতি। পুরুষত্বং প্রজাপতিরহমস্মীতি যো বিদ্যাৎ, সোঽপ্যাদ্যোষতীত্যর্থঃ। বিদ্যাসাধ্যো কথমেষা দাহঃ, ইত্যাশঙ্ক্য—সামর্থ্যাদিতি। হেতুসাধ্যো দাহকত্বানুপপত্তেঃ তৎপ্রকর্ষবানিত্যয়ম্ ঘটতীত্যর্থঃ। প্রসিদ্ধঃ দাহসাধ্যয় চোদয়তি—নাস্মীতি। তথা চ তৎ-প্রেপ্সাযোগ্যাৎ তদ্রূপত্বাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। বিবক্ষিতঃ দাহং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ—নৈষ দোষ ইতি। তদেব স্পষ্টয়তি—উৎকৃষ্টেতি। প্রাগ্ এব ভবতীতি শেষঃ। ঔপচারিকং দাহং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—যথেতি। আভিরিষ্যাদ্যা, তাং দর্শয়তি দাহতোত্তাভিস্যতঃ, তেষামিতি যাবৎ। ৩৮। ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "আত্মৈব ইদমগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি। সমুচ্চিত অর্থাৎ সহানুষ্ঠিত জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা যে, প্রজাপতিত্ব লাভ হয়, এ কথা ইতঃপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; আর শুদ্ধ প্রাণ-দর্শনেও যে, ঐপদ লাভ হয়, তাহাও "তদ্বৈ-তল্লোকজিৎ এব" ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর জ্ঞান ও কর্ম্মের ফলস্বরূপ প্রজাপতির যে, জগৎ-সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকার্য্যে স্বাতন্ত্র্যাদি বিভূতি বা মহিমা, তদুপদর্শন দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের উৎকর্ষ বর্ণনা করা আবশ্যক, সেই উদ্দেশ্যেই এই চতুর্থ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। ইহা দ্বারা কর্ম্ম-কাণ্ডোক্ত জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মেরও স্তুতি সাধিত হইল; কিন্তু ইহার অভিপ্রেত প্রয়োজন হইতেছে এই যে, কর্ম্মকাণ্ডে যত কিছু জ্ঞান-কর্ম্ম বিহিত আছে, সংসারই সে সমুদয়ের মুখ্য ফল; কারণ, ঐ সমস্ত ফলে ভয় ও উদ্বেগাদির উল্লেখ আছে, অধিকন্তু তৎসমস্তই কার্য্য-করণভাবাপন্ন (দেহেন্দ্রিয়াত্মক) এবং স্থূল, ব্যক্ত ও অনিত্যতাদোষগ্রস্ত; কেবল বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিদ্যাই মোক্ষলাভের একমাত্র হেতু; সুতরাং পরবর্ত্তী ব্রহ্মবিদ্যার জন্যও এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ আরম্ভ করা আবশ্যক হইয়াছে (১)। তৃষ্ণা না থাকিলে যেমন জলপানে প্রবৃত্তি হয় না,

(১) তাৎপর্য্য—এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ কেন আরব্ধ হইতেছে, এবং পূর্ব্ব ব্রাহ্মণের সহিত ইহার সম্বন্ধই বা কি প্রকার, ভাষ্যকার তাহা বলিয়া দিতেছেন। এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্য দুইটি—প্রথম প্রয়োজন প্রাজাপত্য-পদলাভরূপ উৎকৃষ্ট ফল-প্রদর্শন দ্বারা পূর্ব্বকাণ্ডোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মের প্রশংসা করা; কারণ, সাধনের উৎকর্ষ না থাকিলে কখনই ফলোৎকর্ষ হইতে পারে না; কাজেই ফলোৎকর্ষ বর্ণনা দ্বারাই তৎসাধনীভূত জ্ঞান-সহকৃত কর্ম্মেরও স্তুতি সম্পন্ন হইল। দ্বিতীয় প্রয়োজন—বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি করা; কেননা, দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল হইতেছে—প্রাজাপত্য অধিকার

তেমনি নানারকম সাধ্য-সাধনভাবপূর্ণ (কার্য্য-কারণাত্মক) এই সংসারে যাহার বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য হয় না, তাহার কখনই আত্মজ্ঞানে অধিকার ও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না; [পরবর্ত্তী ব্রহ্মবিদ্যার মোক্ষরূপ ফল দর্শন করিলে সহজেই পূর্ব্বোক্ত ফলে লোকের বৈরাগ্য জন্মিতে পারে]; অতএব জ্ঞানমিশ্রিত কর্ম্মফলের যে, উৎকর্ষ বর্ণন, তাহা পরবর্ত্তী ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার্থও বটে। 'মুমুক্ষু ব্যক্তির ইহাই একমাত্র প্রাপ্য', 'সেই এই আত্মবস্তুটি পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়' ইত্যাদি শ্রুতিতেও এই অভিপ্রায়ই প্রকটিত করা হইবে। ১

শ্রুতির 'আত্মৈব' এই আত্মা অর্থ—প্রজাপতি, যিনি অণ্ড হইতে জাত প্রথমশরীরী বলিয়া অভিহিত হন। বেদোক্ত জ্ঞান কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ একমাত্র তিনিই,—কি? না, সেই প্রজাপতির শরীরের সহিত অবিভক্ত অর্থাৎ তদাত্মক এই বিভিন্নজাতীয় শরীরসমূহ অপরাপর শরীরোৎপত্তির পূর্ব্বে তৎস্বরূপই (প্রজাপতিস্বরূপই) ছিল। সেই আত্মা (প্রজাপতি) আবার পুরুষবিধ—পুরুষাকৃতি অর্থাৎ হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন বিরাট্স্বরূপ। সর্ব্বাগ্রে সমুৎপন্ন সেই প্রজাপতিই অনুবীক্ষণ করিয়া 'আমি কে, এবং আমার লক্ষণ—বিশেষত্বই বা কি', ইহা আলোচনা করিয়া—প্রাণসমষ্টিভূত এবং দেহেন্দ্রিয়াত্মক আপনা হইতে পৃথগ্‌ভূত অপর কোনও বস্তু দর্শন করিলেন না (দেখিতে পাইলেন না), পরন্তু সর্ব্বাত্মস্বরূপ কেবল আপনাকেই দর্শন করিলেন। সেইরূপ, পূর্ব্বজন্মোৎপন্ন শ্রৌতবিজ্ঞান সংস্কারসম্পন্ন তিনি প্রথমে 'আমি হইতেছি—সেই প্রজাপতি, আমি হইতেছি—সকলের আত্মা' এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন; প্রজাপতি যেহেতু পূর্ব্বজন্মজাত সংস্কারানুসারে প্রথমেই আপনাকে 'অহম্' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই হেতুই তিনি 'অহং' নামে পরিচিত হইলেন। 'অহং' নামই যে, তাঁহার শ্রুতিপ্রদর্শিত উপনিষদ্—গুহ্য নাম, তাহা পরে বলা হইবে। সেই হেতু,—যেহেতু সর্ব্বকারণ প্রজাপতিতে এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল, সেই হেতু, এখনও—বর্ত্তমান সময়েও প্রজাপতির কার্য্যভূত (প্রজাপতি-সৃষ্ট)

লাভ; তাহাও যখন স্থূলতা ও অনিত্যতাদিদোষগ্রস্ত সংসারেরই অন্তর্ভূত, অথচ বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিদ্যার ফল হইতেছে সংসারের অতীত নিত্য নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ মোক্ষ; তখন সহজতঃই লোকের পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকর্ম্মে বৈরাগ্য জন্মিতে পারে, এবং ব্রহ্মবিদ্যায়ও প্রবৃত্তি হইতে পারে, এইজন্যই ভাষ্যকার বলিতেছেন—'উত্তরার্থং চ'। উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত উদ্দেশ্যটীই শ্রুতির অভিপ্রেত।

প্রাণিগণের মধ্যে কেহ আমন্ত্রিত হইলে 'তুমি কে' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, প্রথমেই 'এই আমি' ('অয়ম্ অহম্') বলিয়া অর্থাৎ আপনাকে কারণভূত প্রজাপতিরূপে পরিচিত করিয়া, তাহার পর বিশেষ নামজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে আপনার দেহপিণ্ডের পরিচায়ক 'দেবদত্ত' বা 'যজ্ঞদত্ত' প্রভৃতি নাম বলিয়া থাকে,—যে নাম তাহার পিতামাতা দেহপিণ্ডের পরিচয়ার্থ রক্ষা করিয়াছেন, সেই নাম বলিয়া থাকেন। ২

যেহেতু সেই প্রজাপতি, যাহারা কর্ম ও জ্ঞানভাবনা দ্বারা প্রজাপতিত্বলাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের প্রথমে সমুৎপন্ন হইয়া, পূর্ব্বজন্মের সাধকাবস্থায় যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম ও জ্ঞানভাবনা প্রভাবে, প্রজাপতি-পদাভিলাষী অপর সকলের অগ্রেই দগ্ধ করিয়াছিলেন, কি দগ্ধ করিয়াছিলেন? না, প্রজাপতিত্বলাভের প্রতিকূলভূত আসক্তি ও অজ্ঞানাত্মক পাপসমূহ [দগ্ধ করিয়াছিলেন]।

যেহেতু এই প্রকার অবস্থা, সেইহেতুই তিনি পুরুষ—অর্থাৎ 'পূর্ব্বম্ ঔষৎ' এই কারণে ('পূর্ব্ব' শব্দের পূ—পু, আর 'উষ্' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন) পুরুষ-পদবাচ্য হইলেন। এই প্রজাপতি যেরূপ প্রতিবন্ধক পাপরাশি দগ্ধ করিয়া পুরুষ—প্রজাপতি হইয়াছেন, এইরূপ অন্যেও জ্ঞানসংস্কৃত কর্মানুষ্ঠানরূপ অগ্নি দ্বারা, অথবা কেবলই জ্ঞান দ্বারা তাহাকে ভস্মীভূত করেন; কাহাকে? না, যে ব্যক্তি এবংবিধ জ্ঞানীর অগ্রে প্রজাপতি হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে [ভস্ম করেন]। ভস্মীকরণের কর্ত্তার নির্দেশ করিতেছেন—যিনি এইরূপ জ্ঞানলাভ করেন, অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলনজাত উৎকর্ষসম্পন্ন [তিনি]। ৩

এখন শঙ্কা হইতেছে যে, প্রজাপতি-পদেচ্ছু ব্যক্তিকে যদি জ্ঞানী পুরুষ দগ্ধই করিয়া ফেলে, তাহা হইলে প্রজাপতিত্ব লাভের অভিলাষ ত কেবল অনর্থেরই কারণ হইল? না,—ইহা দোষাবহ নহে; এই দাহ অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল যাহাদের জ্ঞান ভাবনা সমুৎকর্ষ লাভ করে নাই, তাহাদের প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তি না হওয়াই ঐ দাহ শব্দের অর্থ। উত্তম-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রথমে প্রজাপতি পদ অধিকার করিয়া থাকে; কাজেই ন্যূনসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি সেই পদ লাভ করিতে পারে না, এইজন্যই উত্তমসাধন ব্যক্তি হীনসাধন ব্যক্তিকে যেন দগ্ধ করে বলা হইয়া থাকে; কিন্তু সত্য সত্যই যে, উৎকৃষ্ট-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি হীনসাধন ব্যক্তিকে দগ্ধই করিয়া ফেলে, তাহা নহে। যেমন নির্দ্দিষ্ট সীমান্তে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে, যে ব্যক্তি প্রথমে সীমান্তস্থানে উপস্থিত হইতে পারে,

তাহা দ্বারা যেমন অপর সতৃবর্গ হতসামর্থ্য দণ্ডপ্রায় হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি (১)॥৩৮॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদিদং তুষ্টুবিতং কর্মকাণ্ডবিহিত-জ্ঞানকর্ম-ফলং প্রাজাপত্যলক্ষণম্, নৈব তৎ সংসারবিষয়মত্যক্রামৎ, ইতীমমর্থং প্রদর্শয়িষ্যন্নাহ—

টীকা—জ্ঞানকর্মফলং সৌত্রং পদমুৎকৃষ্টতয়ামুক্তিঃ, তদন্তমুক্তাভাবাৎ তদ্ধেতু-সম্যগ্‌ধীসিদ্ধয়ে প্রবৃত্তিরনর্থিকা, ইত্যাশঙ্ক্য সোঽবিভেদিত্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—যদিদমিতি। তুষ্টুবিতং স্তোতুমভিপ্রেতমিতি যাবৎ—

ভাষ্যানুবাদ। এখানে কর্মকাণ্ডোক্ত জ্ঞানও কর্মের ফলস্বরূপ, যে প্রাজাপত্য পদের প্রশংসা করা শ্রুতির অভিপ্রেত, সেই প্রাজাপত্য পদও সংসারের অধিকার অতিক্রম করিতে পারে নাই, অর্থাৎ তাহাও সংসারেরই অন্তর্গত, ইহা প্রদর্শনের জন্য বলিতেছেন—

সোঽবিভেৎ, তস্মাদেকাকী বিভেতি, স হায়মীক্ষাঞ্চক্রে—যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি, তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায়, কস্মাদ্ধ্যভেষ্যৎ দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি॥ ৩৯॥ ২॥

সরলার্থঃ। প্রাজাপত্যফলস্যাপি সংসারান্তর্গতত্বং প্রদর্শয়িতুমাহ—"সোঽবিভেৎ" ইত্যাদি।

সঃ (কর্মজ্ঞানফলভূতঃ প্রজাপতিঃ) অবিভেৎ (অস্মদাদিবৎ ভীতঃ অভবৎ); তস্মাৎ (একাকিনঃ প্রজাপতেঃ ভয়োদর্শনাদেব হেতোঃ) [ইদানীমপি] একাকী অসহায়ঃ জনঃ বিভেতি। সঃ অয়ং (ভীতঃ প্রজাপতিঃ) হ (ঐতিহ্যে) ঈক্ষাং চক্রে (আলোচিতবান্—) যৎ (যস্মাৎ) মদন্যৎ

---

(১) তাৎপর্য্য—'আজি' অর্থ—নির্দ্দিষ্ট সীমা। 'আজিসৃত্বাঃ' অর্থ—যাহারা সেই সীমান্ত স্থানকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে। এখনও এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে, অমুকস্থান হইতে বাহির হইয়া যে লোক সর্ব্বপ্রথমে অমুক স্থানে যাইতে পারিবে, সে ব্যক্তি পুরস্কার লাভ করিবে। যে ব্যক্তি প্রথমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিই নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়, অধিকন্তু তাহা দ্বারা অপর সকলে পরাভূত হয়, হীনশক্তি বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং অপমানেও দণ্ডপ্রায় হয়। এখানেও, যে ব্যক্তির সাধন-সম্পদ্ উৎকৃষ্ট, তিনি প্রাজাপত্যপদ লাভ করেন, হীনসাধন ব্যক্তিরা তদ্দর্শনে শোকানলে দগ্ধপ্রায় হন।

(মদ্ব্যতিরিক্তম্ বস্ত্বন্তরং) নাস্তি (ন বিদ্যতে), [তস্মাৎ হেতোঃ] নু (বিতর্কে) কস্মাৎ (কারণাৎ) বিভেমি (ভীতো ভবামি ইতি) ততঃ (তস্মাৎ আলোচনাৎ) এব তস্য ভয়ং বীয়ায (বিগতবভূৎ)। [অবিদ্যামূলকং হি ভয়ং জ্ঞানোদয়ে ন সম্ভবতীত্যাহ—] কস্মাৎ (হেতোঃ) অভেষ্যৎ [ন কথমপীতিভাবঃ]; হি (যতঃ) দ্বিতীয়াৎ (মদ্ব্যতিরিক্তবস্ত্বন্তরাৎ) বৈ (এব) ভয়ং ভবতি (উৎপদ্যতে), [সর্ব্বাত্মভাবাপন্নস্য তস্য তু ভয়ং ন সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। প্রাজাপত্য পদটিও যে সংসারেরই অন্তর্গত, তৎ-প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—সেই প্রথমোৎপন্ন প্রজাপতি ভীত হইয়াছিলেন; সেইজন্যই লোক একাকী থাকিলে ভয় পায়। তিনি (প্রজাপতি) আলোচনা করিলেন—যখন আমা হইতে আর পৃথক্ বস্তু কিছু নাই, তখন কেনইবা আমি ভীত হইতেছি। তাহার পরই তাঁহার ভয় বিদূরিত হইল। প্রকৃতপক্ষে, কেনই বা তিনি ভীত হইবেন?—কারণ, দ্বিতীয় হইতেই ত ভয় হইয়া থাকে; [তাহার ত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই], সুতরাং ভয়েরও সম্ভাবনা নাই] ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সোঽবিভেৎ। সঃ প্রজাপতিঃ, যোঽয়ং প্রথমঃ শরীরী পুরুষবিধো ব্যাখ্যাতঃ, সোঽবিভেৎ ভীতবান্ অস্মদাদিবদেবেত্যাহ। যস্মাদয়ং পুরুষবিধঃ শরীর-করণবান্ আত্মনাশবিষয়বিপরীত-দর্শনবত্ত্বাৎ অবিভেৎ তস্মাৎ তৎসামান্যাৎ অদ্যত্বেঽপি একাকী বিভেতি। কিঞ্চ, অস্যাদিবদেব ভয়হেতু-বিপরীতদর্শনাপনোদকারণং যথাভূতাত্মদর্শনম্; সোঽয়ং প্রজাপতিঃ ঈক্ষাম্ ঈক্ষণং চক্রে কৃতবান্ হ। কথম্? ইত্যাহ—যৎ যস্মাৎ মত্তোঽন্যৎ আত্মব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরং প্রতিদ্বন্দ্বীভূতং নাস্তি, তস্মিন্নাত্ম-বিনাশহেত্বভাবে, কস্মাৎ নু বিভেমীতি, তত এব—যথাভূতাত্মদর্শনাৎ অস্য প্রজাপতের্ভয়ং বীয়ায় বিস্পষ্টম্ অপগতবৎ। তস্য প্রজাপতের্যদ্ভয়ং, তৎ কেবলাবিদ্যানিমিত্তমেব;—পরমার্থদর্শনে অনুপপন্নম্; ইত্যাহ—কস্মাৎ হি অভেষ্যৎ?—কিমিত্যসৌ ভীতবান্? পরমার্থনিরূপণায়াং ভয়মনুপপন্নমেব ইত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাৎ দ্বিতীয়াৎ বস্ত্বন্তরাদ্বৈ ভয়ং ভবতি, দ্বিতীয়ঞ্চ বস্ত্বন্তরমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতমেব। ন হি অদৃশ্যমানং দ্বিতীয়ং ভয়জন্মনো হেতুঃ, "তত্র কো মোহঃ, কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। যচ্চৈকত্ব-

বস্তু অর্থাৎ আমার অতিরিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীভূত অন্য কোনও বস্তু নাই; আমার বিনাশকর তাদৃশ বস্তুর অভাবে আমি কেন ভয় পাইতেছি? সেই কারণেই—যথাযথভাবে আত্মস্বরূপ উপলব্ধির ফলেই প্রজাপতির সেই ভয় সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়াছিল। প্রজাপতির যে, সেই ভয়, তাহা কেবলই অজ্ঞানমূলক; সুতরাং আত্মদর্শন উপস্থিত হইলে তাহা কখনই থাকিতে পারে না; তাই বলিলেন—'কস্মাৎ হি অভেষ্যৎ'?—কি কারণে তিনি ভীত হইবেন? অভিপ্রায় এই যে, পরমার্থতত্ত্বের নিরূপণ হইলে, কখনই ত ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না; যেহেতু দ্বিতীয় বস্তু হইতেই ভয় হইয়া থাকে, অথচ দ্বিতীয় বস্তুমাত্রই অবিদ্যা-সমুত্থিত; সুতরাং অপর কোন প্রকার দ্বিতীয় পদার্থ জ্ঞানগোচর না হইয়া কখনই ভয়োৎপাদক হয় না; কেন না, শ্রৌত মন্ত্রে আছে যে 'যে লোক নিরন্তর একত্ব দর্শন করে, তাহার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?' ইতি। অতএব তিনি যে, একত্ব-দর্শনের বলে ভয় নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। কারণ কি? যেহেতু দ্বিতীয় হইতেই—অপর বস্তু হইতেই ভয় হইয়া থাকে; একত্বদর্শনের বলে সেই দ্বৈতদর্শন অপনীত হইয়াছিল; কাজেই তাহার আর ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না। ১

কেহ কেহ এস্থলে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন—প্রজাপতির একত্ব-দর্শন জন্মিল কোথা হইতে? কে-ই বা তাঁহাকে সেই উপদেশ দিয়াছিল? যদি বিনা উপদেশেই হইয়া থাকে, তবে, আমাদেরও তাহা হইতে পারে; আর যদি বল, জন্মান্তরার্জিত সংস্কারই ঐ একত্বদর্শনের মূল কারণ, তাহা হইলেও একত্বদর্শনের কোন প্রয়োজন থাকিতেছে না; প্রজাপতির প্রাক্তন জন্মের একত্বদর্শন বিদ্যমান থাকিয়াও যেরূপ [সেই জন্মে] বন্ধ-কারণ অবিদ্যার অপনয়নে সমর্থ হয় নাই, তদ্রূপ সকলের পক্ষেই একত্বদর্শন অনর্থক হইয়া পড়িতে পারে। প্রজাপতির যে, পূর্ব্বজন্মে বন্ধন-হেতু অবিদ্যা অপনীত হয় নাই, তাহা তাঁহার এ জন্মে ভয় দর্শনেই অনুমান করা যাইতে পারে। যদি বল সর্ব্বশেষে, যে একত্বদর্শন হয়, তাহাই অবিদ্যা-নিবারক হয়; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, পূর্ব্বজন্মের ন্যায় এ জন্মেও তুল্যাবস্থার সম্ভাবনা রহিয়াছে; অতএব এই একত্বদর্শন অনর্থকই হইতেছে। ২

না,—অনর্থক হইতেছে না; কারণ, লোকপ্রসিদ্ধির ন্যায়, এখানেও হেতুটির উৎকর্ষ থাকা আবশ্যক হয়। যেমন পুণ্যকর্মসমুদ্ভূত বিভব দেহে-

ক্রিয়াদিবিশিষ্ট জন্মলাভ হইলেই প্রাক্তন জ্ঞানসংস্কারবশতঃ বিমল স্মৃতি-শক্তির আবির্ভাব দৃষ্ট হয়, তেমনি প্রজাপতিরও ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির প্রতিকূলভূত পাপের বিনাশ হইলেই বিত্ত উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ হয়, এবং সেই জন্মে, স্বগত বিশুদ্ধিবলে বিনা উপদেশেও একত্বদর্শন লাভ করা অযৌক্তিক হইতে পারে না। স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন যে, 'প্রজাপতির অপ্রতিহত জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম, এই চারিটিই সহসিদ্ধ বা স্বাভাবিক' ইতি। ভাল, প্রজাপতির জ্ঞানচক্ষুটা যদি স্বভাবসিদ্ধই হয়, তাহা হইলে ত কখনই তাঁহার ভয় হইতে পারে না,—স্বপ্রকাশ আদিত্যের সঙ্গে ত কখনও অন্ধকারের উদয় হয় না; না,—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, উক্ত বাক্যোপদিষ্ট 'সহসিদ্ধভাব' কথার অর্থ—অন্যের উপদেশ ব্যতিরেকে লব্ধ; অভিপ্রায় এই যে, প্রজাপতির যে, অপ্রতিহত জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য, তাহা কাহারও উপদেশ হইতে লব্ধ হয় নাই, পরন্তু স্বীয় শক্তিবলেই লব্ধ হইয়াছে; এইজন্যই উহা 'সহসিদ্ধ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ৩

ভাল, যদি মনে কর যে, 'বিনা উপদেশেই প্রজাপতির জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তাহা হইলে ত শ্রদ্ধা, তৎপরতা বা একনিষ্ঠা ও প্রণিপাত প্রভৃতি জ্ঞানলাভের প্রসিদ্ধ হেতুগুলির অহেতুত্ব হইয়া পড়িল? প্রজাপতির ন্যায় জন্মান্তরসঞ্চিত ধর্ম্ম হইতেই যদি জ্ঞান লাভ হয়, তাহা হইলে ত 'শ্রদ্ধাবান্, তৎপর (ব্রহ্মার্থে নিষ্ঠাবান্) ও সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে', 'তাহা তুমি গুরুর নিকট প্রণিপাত দ্বারা অবগত হও' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত জ্ঞানহেতু-গুলির অহেতুত্ব হইতে পারে, অর্থাৎ কারণতানির্দ্দিষ্ট ব্যাহত হইয়া যায়? না, —অহেতুত্ব হয় না; কারণ, নিমিত্তসমূহের সমুচ্চয় (একত্র বহু নিমিত্তের উপস্থিতি), বিকল্প (পৃথগ্ভাবে এক একটি নিমিত্তের উপস্থিতি) এবং অধিকারীর গুণবত্ত ও অগুণবত্তভেদে এ আপত্তির সমাধান হইতে পারে। জগতে যে সমস্ত কার্য্য-পদার্থ নিমিত্তবিশেষ হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহাদের সেই নিমিত্তভেদে অনেকপ্রকার কল্পনা করা হইয়া থাকে। সেইরূপ নিমিত্ত-সমূহের আবার সমুচ্চয় এবং বিকল্পও হইতে দেখা যায়। সেই বিকল্পিত বা সমুচ্চিত নিমিত্তসমূহের মধ্যেও আবার গুণগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষানুসারে বহু প্রভেদ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত এই যে, সাধারণতঃ চক্ষুঃ ও আলোকপ্রভৃতি বহুবিধ নিমিত্তের সাহায্যে শ্বেত-পীতাদিরূপ বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং

চাক্ষুষ জ্ঞানটী নৈমিত্তিক; কিন্তু সেই একই রূপজ্ঞান-কার্য্য সম্পাদনে, দেখিতে পাওয়া যায়, মার্জ্জার পেচক প্রভৃতির সম্বন্ধে অন্ধকারের মধ্যেও আলোকনিরপেক্ষ শুধু চক্ষুঃসংযোগই নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে; যোগিগণের পক্ষে মনই রূপজ্ঞানের একমাত্র নিমিত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু আমাদের পক্ষে আবার সেই রূপ-জ্ঞানেই চক্ষুঃসংযোগ ও আলোক—আলোকের মধ্যেও আবার সূর্য্যজ্যোতি বিবিধ আলোকের সহিত সমুচ্চিত বা একত্রিত হইয়া নিমিত্তের প্রভেদ জন্মাইয়া থাকে; অধিকন্তু সেই বিশেষ বিশেষ আলোকেরও গুণগত উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে [কার্য্যোৎপাদনে] বহুপ্রকার প্রভেদ সংঘটিত হইয়া থাকে। এই প্রকার আত্মৈকত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও কোথাও জন্মান্তরকৃত কর্ম্মই নিমিত্ত হইয়া থাকে, যেমন প্রজাপতির হইয়াছিল; কোথাও বা কেবল তপস্যাই নিমিত্ত হইয়া থাকে; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে অবগত হও'; কোথাও আবার 'উপযুক্ত আচার্য্যবান্ পুরুষই তাঁহাকে জানে,' 'শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন,' 'গুরুর নিকট প্রণিপাত, প্রণতি দ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও,' 'আচার্য্য হইতে লব্ধ বিদ্যাই বীর্য্যবতী হয়,' 'আত্মাকে শ্রবণ করিবে, দর্শন করিবে, এবং প্রত্যক্ষ করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি হইতে জানা যায় যে, পাত্রবিশেষে শ্রদ্ধা প্রভৃতিও জ্ঞানলাভের একান্ত বা অব্যভিচারী নিমিত্ত কারণ; কেন না, শ্রদ্ধা প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অধর্ম্মাদি দোষগুলি বিদূরিত হইয়া যায়; বেদান্তশাস্ত্রের যে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, সে সমুদয়েরও মুখ্য বিষয় হইতেছে—সাক্ষাৎ বিজ্ঞেয় ব্রহ্মবস্তু। বিশেষতঃ জ্ঞানপ্রতিবন্ধক পাপাদি দোষগুলি বুদ্ধি ও মন হইতে বিদূরিত হইলে পর, স্বভাবতঃ সত্যগ্রাহী বুদ্ধির পক্ষে একত্বদর্শন সম্পাদন করা ত স্বভাবসিদ্ধই বটে; অতএব, শ্রদ্ধা প্রভৃতি জ্ঞানহেতুগুলির কস্মিন্ কালেও জ্ঞানহেতুত্বের ব্যাঘাত হইতে পারে না (১)॥ ৩৯॥ ২॥

(১) তাৎপর্য্য—ভাষ্যোক্ত "নিমিত্তবিকল্প-সমুচ্চয়-গুণবদ্গুণবত্ত্বভেদোপপত্তেঃ" কথার অভিপ্রায় এই যে, —কার্য্য মাত্রেরই কতকগুলি নিমিত্ত থাকে; কিন্তু স্থলভেদে সেই নিমিত্ত-গুলির অনেকপ্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায়; কোন স্থানে সমস্ত নিমিত্তগুলিরই আবশ্যক হয়, কোন স্থলে বা কয়েকটির মাত্র অপেক্ষা হয়; আবার একের সম্বন্ধে যে যে নিমিত্ত আবশ্যক হয়, অপরের সম্বন্ধে সে সমুদায়ের অপেক্ষা হয় না। তাহার উপর আবার বিভিন্ন নিমিত্তগুলির এবং কার্য্যক্ষেত্রের গুণগত উৎকর্ষাপকর্ষও কার্য্যের বৈচিত্র্য ঘটাইয়া

স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস—যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ; স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং, তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব, তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [প্রজাপতেঃ সংসারান্তর্গতত্বমেব সমর্থয়িতুং পুনরাহ—] "স বৈ" ইত্যাদি। সঃ (প্রথমোৎপন্নঃ প্রজাপতিঃ) বৈ [যস্মাৎ একাকী সন্] ন এব (নিশ্চয়ে) রেমে (রতিং ন অনুভূতবান্), তস্মাৎ (হেতোঃ) [ইদানীমপি জনঃ] একাকী (দ্বিতীয়রহিতঃ সন্) ন রমতে (রতিম্ ন অনুভবতি)। সঃ (এবম্ অরতিযুক্তঃ প্রজাপতিঃ) দ্বিতীয়ং (আত্মনঃ সহায়ভূতং অন্যৎ কিঞ্চিৎ) ঐচ্ছৎ (অভিলষিতবান্)। সঃ হ [সংসকল্পাৎ] এতাবান্ (এতৎপরিমাণঃ) আস (বভূব),—যথা সম্পরিষ্বক্তৌ (পরস্পরালিঙ্গিতৌ) স্ত্রী-পুমাংসৌ (স্ত্রী চ পুমান্ চ, তৌ—স্ত্রীপুমাংসৌ, তথা আত্মানমেব স্ত্রীপরিষ্বক্তমিব মেনে ইত্যর্থঃ)। সঃ (এবংভাবাপন্নঃ প্রজাপতিঃ) ইমম্ আত্মানম্ (স্বদেহম্) এব দ্বেধা (দ্বিপ্রকারেণ—স্ত্রীপুংরূপেণ অপাতয়ৎ (বিভক্তম্ অকরোৎ), ততঃ (দ্বেধাকরণাৎ) পতিঃ চ পত্নী চ অভবতাং (পতি-পত্নৌ জাতে); তস্মাৎ—(যস্মাৎ প্রজাপতেঃ শরীরার্দ্ধ এব পত্নী অভূৎ, তস্মাৎ হেতোঃ) ইদং (শরীরং) স্বঃ (আত্মনঃ) অর্দ্ধবৃগলং (অর্দ্ধং চ তৎ বৃগলং বিদলং দলার্দ্ধমিতি যাবৎ) ইব,—ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ (তন্নামা ঋষিঃ) আহ স্ম। তস্মাৎ (হেতোঃ) আকাশঃ (আকাশবৎ শূন্যপ্রায়ঃ অয়ং পুংদেহঃ) স্ত্রিয়া (অর্দ্ধাঙ্গভূতয়া) পূর্য্যতে (পূর্ণঃ ভবতি) এব (নিশ্চয়ে)। তাং (শরীরার্দ্ধভূতাং শত-

থাকে; যেখানে উৎকৃষ্টগুণ-সম্পন্ন একটিমাত্র ঋত্বিক্ দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, সেখানেই অপেক্ষাকৃত হীনগুণসম্পন্ন একাধিক ঋত্বিকের প্রয়োজন হইয়া পড়ে; ইত্যাদি বহু কারণে বুঝা যায় যে, কার্য্যবিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঋত্বিক্‌গুলির যে, সর্ব্বত্রই সমানভাবে প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, পরন্তু যেখানে যতটুকু দরকার, সেখানে ততটুকুমাত্রই গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু তা' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ঋত্বিক্‌গুলির নিয়মিতত্ব নষ্ট হইতে পারে না। আলোচ্য স্থলেও প্রজাপতির পক্ষে ব্রহ্মা প্রতিপাত্রাদি ঋত্বিকের আবশ্যক না থাকিলেও, অন্যের পক্ষে যখন আবশ্যকতা রহিয়াছে, তখন ব্রহ্মা প্রভৃতির অনিয়মিতত্ব শঙ্কা হইতেই পারে না।

রূপাখ্যাং স্ত্রিয়ং) সমভবৎ (মিথুনীভাবেন উপগতঃ) [মনুসংজ্ঞকঃ প্রজাপতিঃ]; ততঃ (তস্মাৎ উপগমনাৎ) মনুষ্যাঃ (মানবাঃ) অজায়ন্ত (উৎপন্নাঃ) ॥ ৪০ ॥৩॥

মূলানুবাদ। সেই প্রজাপতি একাকী তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না ; সেইজন্য এখনও লোকে একাকী থাকিয়া সন্তুষ্ট হয় না : তিনি আপনার দ্বিতীয় (স্ত্রী) কামনা করিলেন ; তাহার পর তিনি এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন—পরস্পর আলিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষ যেরূপ হয়। তিনি এই স্বীয় দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ; তাহার ফলে পতি ও পত্নী এই দুইটি রূপ হইয়াছিল। এইজন্যই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি [পত্নী-রহিত] এই নিজ দেহকে অর্দ্ধবৃগলের ন্যায়—অর্দ্ধাংশশূন্য শস্যবীজের মত বলিয়াছিলেন ; সেই কারণে আকাশ, অর্থাৎ শূন্যপ্রায় এই দেহ নিশ্চয়ই স্ত্রী দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। সেই প্রজাপতি—যিনি মনু নামে পরিচিত, তিনি সেই শরীরার্দ্ধভূতা স্ত্রীতে—যাঁহার নাম শতরূপা, সেই পত্নীতে মিথুনীভাবে উপগত হইয়াছিলেন ; তাহা হইতে মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইল ॥ ৪০ । ৩।

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতশ্চ সংসারবিষয় এব প্রজাপতিত্বম্, যতঃ সঃ প্রজাপতির্বৈ নৈব রেমে রতিং নান্বভবৎ—অরত্যাবিষ্টোঽভূদিত্যর্থঃ, অস্মদাদিবদেব যতঃ ; ইদানীমপি তস্মাদেকাকিত্বাদিধর্মবত্ত্বাৎ একাকী ন রমতে রতিং নানুভবতি। রতির্নামেষ্টার্থসংযোগজা ক্রীড়া তৎপ্রসঙ্গিন ইষ্টবিয়োগাৎ মনস্যাকুলীভাবোঽরতিরিত্যুচ্যতে। সঃ তস্যা অরতেরপনোদায় দ্বিতীয়ম্ অরত্যপঘাতসমর্থং স্ত্রীবস্তু ঐচ্ছৎ গৃদ্ধিমকরোৎ তস্য চৈবং স্ত্রীবিষয়ং গৃধ্যতঃ স্ত্রিয়া পরিষক্তস্যেবাত্মনো ভাবো বভূব

সঃ তেন সত্যেপ্সুত্বাৎ এতাবান্ এতৎপরিমাণ আস বভূব হ। কিম্পরিমাণঃ ? ইত্যাহ—যথা লোকে স্ত্রী পুমাংসৌ অরত্যপনোদায় সম্পরিষক্তৌ যৎপরিমাণৌ স্যাতাম্, তথা তৎপরিমাণো বভূবেত্যর্থঃ। স তথা তৎপরিমাণমেবেমমাত্মানং দ্বেধা দ্বিপ্রকারমপাতয়ৎ পাতিতবান্ 'ইমমেব' ইত্যবধারণং মূলকারণাদ্বিরাজো বিশেষণার্থম্। ন ক্ষীরস্য সর্ব্বোপমর্দ্দেন দধিভাবাপত্তিবৎ বিরাট্ সার্ব্বোপমর্দ্দেন এতাবানাস ; কিং তর্হি ? আত্মনা ব্যবস্থিতস্যৈব বিরাজঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ আত্মব্যতিরিক্তং স্ত্রী-পুংসপরিষক্তপরিমাণং শরীরান্তরং বভূব। স এব

পুরুষঃ, অপরস্তু স্ত্রীতি, অতএব বেদবচনম্—অর্ধবৃগলমিতি। তস্মাৎ আকাশোঽয়ম্ আকাশঃ পুরুষার্ধঃ স্ত্র্যর্ধশূন্যো বৃগলার্ধসম্পুটো বর্ততে, তস্মাৎ বিবাহেন স্ত্র্যর্ধেন পুন-রুদ্বহনে তাবৎ পূর্যতে, যথা বিদলার্ধোঽসম্পূর্ণঃ সম্পুটীকরণেন পুনঃ সম্পূর্ণঃ ক্রিয়তে, তদ্বদিতি যোজনা। পূর্ববদপি স্বাভাবিকযোগ্যতাবশেন সংসর্গোৎসুক্যং, তদাদিত্বাৎ সংসারস্যেতি সূচয়িতুং পুনরিত্যুক্তম্। পুত্রার্থমেতদর্থং চ মিথঃ সমবায়ং মনুষ্যাদিসৃষ্টিসিদ্ধ্যর্থম্—তামি-ত্যাদিনা ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এই কারণেও প্রজাপতির সংসারাবর্তিত; যেহেতু সেই প্রজাপতি নিশ্চয়ই রতি—প্রীতি অনুভব করিতে পারিলেন না; ঠিক আমাদেরই মত অরতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন; সেই হেতুই এখনও একাকি অবস্থায় কোন ব্যক্তিই রতি অনুভব করে না। রতি অর্থ—অভীষ্ট-বস্তুর প্রাপ্তিজনক ক্রীড়া বা আমোদ। যে লোক অভীষ্ট বস্তু পাইতে প্রয়াসী, তাহার পক্ষে অভিলষিত বস্তুর বিচ্ছেদ হইলে মনে যে, আকুলতা—অরতি হওয়া, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। তিনি (প্রজাপতি) সেই অরতি অপনোদনের জন্য অর তন্নিবারণক্ষম অপর কিছু অর্থাৎ স্ত্রীপদার্থ ইচ্ছা করিয়াছিলেন,—তিনি স্ত্রী-বস্তু পাইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ স্ত্রীলাভের ইচ্ছা করিলে পর, স্ত্রীসংযুক্তের ন্যায় তাঁহার মানসিক ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, অর্থাৎ আপনাকে যেন স্ত্রীসংযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি সত্যসঙ্কল্প; এইজন্য সেই ইচ্ছার ফলে এতাবান্—এবংবিধ হইয়াছিলেন। কি প্রকার হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—জগতে স্ত্রী ও পুরুষ যেরূপ বিরামন্নভাব অপনোদনের জন্য পরস্পরে মিলিত হইয়া যে পরিমাণ হয়, ঠিক সেইরূপ—সেই পরিমাণই হইয়াছিলেন। তিনি ঐরূপ ভাবনানুসারে আপনার এই দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। "ইমমেব দেহং" (এই দেহকেই) এইরূপ বিশেষ করিয়া নির্দেশের অভিপ্রায় এই যে, মূলক রণ হইতে বিরাট্‌দেহের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করা, অর্থাৎ দুগ্ধ যেরূপ আপনার স্বরূপটি সম্পূর্ণরূপে বিমর্দিত বা বিকৃত করিয়া পশ্চাৎ দধিভাবে পরিণত হয়, কিন্তু বিরাট্‌পুরুষ সেরূপ আপনার স্বরূপটি সম্পূর্ণরূপে বিমর্দিত করিয়া উক্তপরিমাণবিশিষ্ট হন নাই; পরন্তু তাঁহার স্বরূপ পূর্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল; আপনার অমোঘ সঙ্কল্পবশে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র, সমানজিত স্ত্রীপুরুষাকার একটি মূর্তিতে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই বিরাট্‌রূপের কোনও পরিবর্তন হয় নাই। "সহ এতাবান্" এই সামানাধিকরণ্য হইতে

অর্থাৎ 'সঃ' পদের সহিত 'এতাবান্' পদের অবগত অভেদ নির্দ্দেশ হইতেও এইরূপ অর্থই অবধারিত হইতেছে (১)।

সেইরূপে দুইভাগে পাতন করাতেই—দেহ বিভাগ করাতেই পতি ও পত্নী হইয়াছিল; ইহাই হইল ব্যবহারসিদ্ধ 'দম্পতি' (পতি ও পত্নী) শব্দের নির্ব্বচন বা ব্যুৎপত্তিপ্রণালী। যেহেতু এই যে স্ত্রীমূর্ত্তি, ইহা আত্মারই অর্দ্ধাংশ, কেবল পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতমাত্র; সেই হেতু আপনার (স্ত্রীবিযুক্ত) শরীরটি 'অর্দ্ধবৃগল' অর্থাৎ অর্দ্ধ অথচ বৃগল অর্দ্ধবৃগল,—দার-পরিগ্রহের পূর্ব্বে যেন অর্দ্ধাংশে খণ্ডিতই থাকে। দার পরিগ্রহের পূর্ব্বে কাহার অর্দ্ধবৃগল (অর্দ্ধাংশ), তাহা বলিতেছেন,—নিজের, অর্থাৎ আপনারই 'অর্দ্ধবৃগল' ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি একথা বলিয়াছিলেন; যাজ্ঞবল্ক্য শব্দের অর্থ এইরূপ—বল্ক অর্থ—বক্তা; যজ্ঞের বল্ক—যজ্ঞবল্ক; তাহার পুত্র—যাজ্ঞবল্ক্য [তদ্ধিত অণ্ প্রত্যয়,] 'দৈবরাতি' ইঁহার নামান্তর; অথবা, যজ্ঞবল্ক অর্থ ব্রহ্মা, তাঁহার পুত্র—যাজ্ঞবল্ক্য। যেহেতু অর্দ্ধাংশরূপ এই পুরুষদেহ আকাশ অর্থাৎ স্ত্রীরূপ অর্দ্ধাংশশূন্য, সেই হেতুই সংযোজনের পর বিদলিত অর্দ্ধাংশ যেমন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি বিবাহের পরে পুরুষের ঐ দেহেরও অপরার্দ্ধ—স্ত্রীদেহ দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। সেই প্রজাপতি,—যাঁহার অপর নাম মনু, তিনি আপনার পত্নীরূপে পরিকল্পিত সেই শতরূপানাম্নী দুহিতাতে সঙ্গত স্ত্রী-পুরুষভাবে উপগত হইয়াছিলেন। সেই উপগমনের ফলে মনুষ্যগণ জন্মলাভ করিয়াছে—উৎপন্ন হইয়াছে॥৩॥

সো হেয়মীক্ষাঞ্চক্রে কথং নু মাত্মন এব জনয়িত্বা সম্ভবতি, হন্ত তিরোঽসানীতি, সা গৌরভবদৃষভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ ততো গাবোঽজায়ন্ত, বড়বেতরাভবদশ্বরূষ ইতরো গর্দ্দভীতরা গর্দ্দভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ তত একশফমজায়তাঽজেতরাভবদ্বস্ত ইতরোঽবিরিতরা

(১) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে 'সঃ এতাবান্ আস' 'তিনি এই পরিমাণ হইয়াছিলেন' বলা হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি (সঃ), স্ত্রী-পুংভাব প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন, ঠিক সেইরূপ থাকিয়াই 'এতাবান্' (এই পরিমাণ) হইয়াছিলেন; পক্ষান্তরে, মৃত্তিকা যেরূপ ঘটাকারে পরিণত হয়, দুগ্ধ যেরূপ দধি আকারে বিকৃত হয়, তিনিও যদি ঠিক তদ্রূপেই আপনার পূর্ব্বতন স্বরূপটি বিনষ্ট করিয়া, স্ত্রী পুং-পরিমাণরূপে প্রকটিত হইতেন, তাহা হইলে 'তিনি এই পরিমাণ হইয়াছিলেন' না বলিয়া 'তাঁহার এইরূপ পরিমাণ হইয়াছিল' বলাই সঙ্গত হইত, কিন্তু সামানাধিকরণ্য বা অভেদনির্দ্দেশ কখনই সঙ্গত হইত না।

মেষ ইতরস্তাংসমেবাভবৎ ততোহজাবয়োহজায়ন্তৈবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমা পিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্ব্বমসৃজত ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সা (পূর্ব্বোক্তা) ইয়ং (শতরূপা), উ হ (বিতর্কে) ঈক্ষাংচক্রে (মনসি আলোচনাং কৃতবতী),—নু (বিতর্কে) মা (মাং) আত্মনঃ এব জনয়িত্বা (উৎপাদ্য) কথং সম্ভবতি (উপগচ্ছতি)? হন্ত (খেদে) তিরোহসানি (অন্তর্হিতা ভবেয়ম্) ইতি, [এবং নিশ্চিত্য] সা গৌঃ (গোরূপা) অভবৎ; [তস্যাঃ তং চেষ্টিতং বিদিত্বা] ইতরঃ (মনুঃ অপি) ঋষভঃ (বৃষভঃ সন্) তাং (গোরূপাং শতরূপামেব) সমভবৎ (উপগতবান্); ততঃ (তস্মাৎ উপগমনাৎ) গাবঃ অজায়ন্ত (উৎপন্নাঃ); অনন্তরং ইতরা (শতরূপা বড়বা অশ্বী) অভবৎ, ইতরঃ (মনুশ্চ) অশ্ববৃষঃ (অশ্বপ্রধানঃ); ইতরা শতরূপা গর্দ্দভী, ইতরঃ মনুঃ গর্দ্দভঃ [সন্] তাম্ (শতরূপাম্) এব সমভবৎ উপগতঃ); ততঃ একশফং (অবিভক্তখুরম্—অশ্বাশ্বতর-গর্দ্দভত্রয়ম্) অজায়ত; ইতরা অজা অভবৎ, ইতরঃ বস্তঃ (অজঃ) [অভবৎ] ইতরা অবিঃ (মেষী), ইতরশ্চ মেষঃ অভবৎ; [এবংরূপঃ মনুঃ] তাম্ এব সমভবৎ, ততঃ (তস্মাৎ সংগমাৎ) অজাবয়ঃ (অজাশ্চ অবয়ঃ মেষাশ্চ) অজায়ন্ত; আ পিপীলিকাভ্যঃ (পিপীলিকাম্ আরভ্য) যৎ কিঞ্চ মিথুনং (স্ত্রী-পুংভাবাত্মকং দ্বন্দ্বং), তৎ সর্ব্বম্ এবমেব পূর্ব্ববদেব অসৃজত (উৎপাদয়ামাস) [মনুর্নাম প্রজাপতিঃ] ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। সেই শতরূপা চিন্তা করিলেন,—ভাল, মনু আমাকে আপনা হইতেই উৎপন্ন করিয়া আমাতেই আবার উপগত হইলেন কি প্রকারে? যাহা হউক, আমি তিরোহিত হই—রূপান্তরে আবৃত হই; এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি গো হইলেন, তদ্দর্শনে মনুও বৃষভরূপী হইয়া তাহাতে উপগত হইলেন; সেই সংসর্গের ফলে গো-জাতির উৎপত্তি হইল; শতরূপা আবার অশ্বরূপা হইলেন, মনু তখন বলবান্ অশ্বরূপ ধারণ করিলেন; শতরূপা গর্দ্দভী হইলেন, মনুও গর্দ্দভ হইলেন; এইরূপে তিনি সেই শতরূপাতে রমণ করিলেন; তাহাতে একশফ (যাহাদের পায়ে একটিমাত্র খুর থাকে, সেই অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভজাতি) উৎপন্ন হইল। পুনশ্চ শতরূপা অজা হইলেন, মনুও অজ (ছাগ)

হইলেন; শতরূপা আবার মেষরূপ ধারণ করিলেন, মনুও মেষশরীর গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে উপগত হইলেন; তাহার ফলে ছাগ ও মেষজাতি জন্ম লাভ করিল। এইরূপেই পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যে কিছু স্ত্রীপুংভাবাপন্ন প্রাণী আছে, সে সমুদয় প্রাণী সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সা শতরূপা উ হ ইয়ং সেয়ং দুহিতৃগমনে স্মার্তং প্রতিষেধমনুস্মরন্তী ঈক্ষাঞ্চক্রে,—'কথং নু ইদমকৃত্যম্, যৎ মা মাম্ আত্মন এব জনয়িত্বা উৎপাদ্য সম্ভবতি উপগচ্ছতি। যদ্যপ্যয়ং নির্ঘৃণঃ, অহং হন্তেদানীং তিরোঽসানি—জাত্যন্তরেণ তিরস্কৃতা ভবানি' ইত্যেবমীক্ষিত্বা অসৌ গৌরভবৎ। উৎপাদ্য-প্রাণিকর্ম্মভিশ্চোদ্যমানায়াঃ পুনঃ পুনঃ সৈব মতিঃ শতরূপায়াঃ মনোশ্চাভবৎ। ততশ্চ ঋষভ ইতরঃ. তাং সমেবাভবদিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ততো গাবোঽজায়ন্ত। তথা বড়বা ইতরাভবৎ, অশ্ববৃষ ইতরঃ। তথা গর্দ্দভী ইতরা, গর্দ্দভ ইতরঃ। তত্র বড়বাশ্ববৃষাদীনাং সঙ্গমাৎ ততঃ একশফং একখুরম্-অশ্বাশ্বতরগর্দ্দভাখ্যং ত্রয়মজায়ত। তথা অজেতরাভবৎ, বস্তশ্ছাগ ইতরঃ। তথা অবিরিতরা, মেষ ইতরঃ। তাং সমেবাভবৎ। তাং তামিতি বীপ্সা; তামজাং তামবিঞ্চেতি সমভবদেবেত্যর্থঃ। ততোঽজাশ্চাবয়শ্চাজায়ন্ত। এবমেব যদিদং কিঞ্চ যৎ কিঞ্চেদং মিথুনং স্ত্রীপুংসলক্ষণং দ্বন্দ্বম্, আ পিপীলিকাভ্যঃ পিপীলিকাভিঃ সহ অনেনৈব ন্যায়েন তৎ সর্ব্বমসৃজত জগৎ সৃষ্টবান্ ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

টীকা। স্মার্ত্তং প্রতিষেধমিতি "ন সগোত্রাং সমানপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত" ইত্যাদিক-মিতি যাবৎ। অকৃত্যং কৃত্যং যৎ দুহিতৃগমনং, মাতৃতস্তাপকমাৎ পুত্ৰযাৎ পিতৃতস্তামন্যা-মিতি স্মৃতেরিতি যাবৎ—কথমিতি। তয়োর্জ্জাত্যন্তরগমনং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্য-পীতি। শতরূপায়াঃ গোত্বাবস্থাপন্নায়ামুক্তাদিভাবো মনোর্ভবতু তাবতা মনোক্তদোষ-পরিহারঃ, তয়োর্ম্মিথুনাদিভাবে তু ন কারণমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—উৎপাদ্যেতি। তত্ততা গোত্বাবাপন্নতরমিতি যাবৎ। গবাং জন্মার্থং মিথঃসম্ভবনং ততঃশব্দার্থঃ। তত্র তেষামুৎ-পত্তৌ সত্যামিতি যাবৎ। বাক্যদ্বয়ে বীপ্সা বিবক্ষিতেত্যাহ—তামিতি। তামেবাভি-নয়তি—তামজামিতি। তাং বড়বাং তাং গর্দ্দভীং চেত্যপি দ্রষ্টব্যম্। ততো মিথঃ-সম্ভবনাদেকখুরাদিমিতি যাবৎ। বিশেষাণামানন্ত্যাৎ প্রত্যেকমুপদেশাসম্ভব' ইত্যাহ সংক্ষিপ্যোপ-সংহরতি—এবমেবেতি। ভবিষ্যতে—ইদং মিথুনমিতি। শতকর্ম্মপ্রযোগো ভাষঃ ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পূর্ব্বোক্ত এই শতরূপা মনুর দুহিতৃগমনে স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত দোষ স্মরণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন—তাল, এরূপ অকার্য্য

কিরূপে সঙ্গত হয় ? যে, আমাকে আপনা হইতেই উৎপাদন করিয়া কন্যা-স্থানীয় সেই আমাকেই সম্ভোগ করিতেছেন। যদিও ইনি (মনু) তথাপি নির্লজ্জ হউন, তথাপি আমি তিরোহিত হই—ভিন্নজাতীয় শরীর গ্রহণ করিয়া আপনাকে আবৃত করি। শতরূপা এইরূপ বিবেচনা করিয়া গোরূপা হইলেন। বিভিন্ন প্রাণীর কর্ম্মানুসারে উৎপাদিত শতরূপার ও তদুৎপাদক মনুর মনে বারংবার সেঃ একই ভাবের উদয় হইতে লাগিল। শতরূপা গোরূপ ধারণ করিলে পর, মনুও ঋষভ (বৃষ) হইয়া তাঁহাতে (শতরূপাতে) উপগত হইলেন, ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ। সেই সম্ভোগের ফলে গোজাতি জন্মলাভ করিল। শতরূপা বড়বা (ঘোটকী) হইলেন, আর মনু একটি অশ্ব হইলেন; সেইরূপ শতরূপা হইলেন গর্দ্দভী, আর মনু হইলেন গর্দ্দভ। তন্মধ্যে বড়বা ও অশ্বরূপ মনুর সঙ্গমের ফলে একশফ, অর্থাৎ একখুরবিশিষ্ট অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ, এই তিনটি জাতির জন্ম হইল। এইরূপ আবার শতরূপা হইলেন অজা, আর মনু হইলেন ছাগ; সেইরূপ শতরূপা হইলেন স্ত্রী-মেষ, আর মনু হইলেন মেষ; মনু তাহাতেও উপগত হইলেন;—এখানে 'তাম্' পদের বীপ্সা (দ্বিরুক্তি) বুঝিতে হইবে; [সুতরাং অর্থ হইতেছে—] সেই সেই অজাতে, এবং সেই সেই মেষরূপাতে প্রত্যেকেতেই উপগত হইয়াছিলেন। সেই সঙ্গমের ফলে ছাগ ও মেষজাতির জন্ম হইল। জগতে পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যত কিছু মিথুন—স্ত্রী-পুরুষভাবাপন্ন প্রাণী আছে, তৎসমস্তই উক্ত প্রণালী অনুসারে উৎপাদন করিলেন (১)। ৪১। ৪।

সোহবেদহং বাব সৃষ্টিরস্ম্যহং হীদং সর্ব্বমসৃক্ষীতি, ততঃ সৃষ্টিরভবৎ, সৃষ্ট্যাং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

(১) তাৎপর্য্য—আদিপুরুষ প্রজাপতি আপনার মানস সঙ্কল্প-প্রভাবে আপনার দেহ হইতেই একটি স্ত্রী ও পুরুষমূর্ত্তিতে বিভক্ত হইলেন; সেই স্ত্রী ও পুরুষমূর্ত্তি দুইটি তাঁহা হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ না হইলেও, তাহা দ্বারাই পৃথগ্‌ভাবে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন, ক্রমে মনুষ্য, গো প্রভৃতি প্রাণিনিবহ সৃষ্টি করিলেন এবং উত্তরোত্তর সেই সৃষ্টির বিকাশেই এই বিশাল প্রাণিজগৎ পরিপূর্ণ হইল। পুরুষটির নাম হইল মনু, আর স্ত্রীটির নাম হইল শতরূপা।

যাঁহারা বলেন, এই প্রাণিজগতের সৃষ্টি এক সময়ে হয় নাই, প্রকৃতির পরিণাম-বৈচিত্র্যে অথবা ঈশ্বরের পূর্ব্বোৎকর্ষলাভ অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমে এই অবস্থা বিবৃতি লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের যুক্তি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (প্রজাপতিঃ) [ইদং জগৎ সৃষ্ট্বা] অবেৎ (অজানত); যৎ, অহং (প্রজাপতিঃ) বাব (এব) সৃষ্টিঃ (সৃজ্যতে ইতি সৃষ্টিঃ—সৃষ্টং বস্তু) অস্মি (ভবামি); হি (যস্মাৎ) ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং অসৃক্ষি (সৃষ্টবান্ অস্মি) ইতি; ততঃ (যস্মাৎ প্রজাপতিরেব সৃষ্টিশব্দেন আত্মানং নির্দ্দিদেশ, তস্মাৎ) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টিনামা) অভবৎ [প্রজাপতিঃ]; যঃ এবং (সৃষ্টিতত্ত্বং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ] অস্য (প্রজাপতেঃ) এতস্যাং সৃষ্ট্যাং ভবতি (প্রভবতি—স্রষ্টা ভবতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ। সেই প্রজাপতি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন—যেহেতু আমিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সেই হেতু আমিই সৃষ্টি, অর্থাৎ আমার সৃষ্ট সমস্ত পদার্থই মৎস্বরূপ; তাঁহার সেই চিন্তার ফলেই সৃষ্টি নাম হইল। যে লোক প্রজাপতির এবংবিধ সৃষ্টিতত্ত্ব অবগত হন, তিনিও প্রজাপতির সৃষ্ট জগতে প্রভুত্ব লাভ করেন ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স প্রজাপতিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ সৃষ্ট্বা অবেৎ। কথম্? অহং বাব অহমেব সৃষ্টিঃ—সৃজ্যত ইতি সৃষ্টং জগদুচ্যতে সৃষ্টিরিতি,—যন্ময়া সৃষ্টং জগৎ মদভেদত্বাৎ অহমেবাস্মি, ন মত্তো ব্যতিরিচ্যতে; কুত এতৎ? অহং হি যস্মাৎ ইদং সর্ব্বং জগদসৃক্ষি সৃষ্টবানস্মি, তস্মাদিত্যর্থঃ। যস্মাৎ সৃষ্টিশব্দেন আত্মানমেবাভ্যধাৎ প্রজাপতিঃ, ততস্তস্মাৎ সৃষ্টিরভবৎ সৃষ্টিনামাভবৎ। সৃষ্ট্যাং জগতি হ অস্য প্রজাপতেঃ এতস্যাম্ এতস্মিন্ জগতি স প্রজাপতিবৎ স্রষ্টা ভবতি, স্বাত্মনোঽনন্যভূতস্য জগতঃ। কঃ? য এবং প্রজাপতিবৎ যথোক্তং স্বাত্মনোঽনন্যভূতং জগৎ 'সাধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবং জগদহমস্মি' ইতি বেদ ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

টীকা। যদ্যপি সর্ব্বাদিশব্দৈরেবোক্তা, তথাপি সর্ব্বা স্রষ্টৃত্বৈবেতি নিশ্চয়ং কৃত্বাহ—স প্রজাপতিরিতি। অবগতিং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কথমিত্যাদিনা। কথং সৃষ্টিরাত্মত্বাবধার্য্যতে, কর্তৃক্রিয়য়োঃ একত্বাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৃজ্যত ইতীতি। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—যন্ময়েতি। জগদ্রূপাপন্ন তত্ত্বতঃ অহমেব ভবামীতি সম্বন্ধঃ। তত্র হেতুমাহ—মদভেদত্বাদিতি। একবাক্যার্থমাহ—নেতি। মদভেদাদিত্যুক্তমাক্ষিপ্য সমাধত্তে—কুত ইত্যাদিনা। ন হি স্রষ্টুঃ স্রষ্টব্যাদ্ভেদঃ, তত্তৈব তেন তেন মায়াবিবৎ অবস্থানাদিত্যর্থঃ। ততঃ সৃষ্টিরিত্যাদি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিত্যাদিনা। কিমর্থং স্রষ্টুরেব বিভূতিরূপাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৃষ্ট্যামিতি। জগতি ভবতীতি সম্বন্ধঃ। বাক্যার্থমাহ—প্রজাপতিবদিতি ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই প্রজাপতি এই বিধ জগৎ সৃষ্টি করিয়া মনে করিয়াছিলেন; কি প্রকার? আমিই সৃষ্টি, অর্থাৎ আমি যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমা হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ বস্তু নয়; সুতরাং আমিই হইতেছি—সৃষ্টিস্বরূপ; সৃষ্টির কোন বস্তুই আমা হইতে অতিরিক্ত নহে। এখানে সৃষ্টি অর্থ—যাহা সৃষ্ট হয়; সুতরাং সৃষ্টিশব্দে প্রজাপতি-সৃষ্ট সমস্ত জগৎ বুঝাইতেছে। কি কারণে প্রজাপতির সৃষ্টিরূপত্ব সম্ভব হয়? যেহেতু আমিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সেই হেতুই ইহা আমা হইতে অতিরিক্ত নহে। প্রজাপতি যেহেতু আপনাকেই সৃষ্টিশব্দে অভিহিত করিয়াছিলেন, সেই হেতু প্রজাপতিসৃষ্ট এই জগতে সৃষ্টি নাম প্রচলিত হইয়াছে। সে ব্যক্তিও প্রজাপতির ন্যায় আপনার অনতিরিক্ত জগৎনির্মাণে সমর্থ হয়; কোন্ ব্যক্তি? না, যে ব্যক্তি এই প্রকারে—প্রজাপতির ন্যায় আপনার অনতিরিক্তস্বরূপ এই জগৎকে—'আমিই হইতেছি—অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূতাত্মক এই জগৎস্বরূপ', এইরূপে অবগত হন; তিনি—॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

অথেত্যভ্যমন্থৎ স মুখাচ্চ যোনের্হস্তাভ্যাঞ্চাগ্নিমসৃজত, তস্মাদেতদুভয়মলোমকমন্তরতো অলোমকা হি যোনিরন্তরতঃ। তদ্যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ।

অথ যৎকিঞ্চেদমার্দ্রং তদ্রেতসোঽসৃজত, তদু সোমঃ, এতাবদ্বা ইদং সর্ব্বমন্নঞ্চৈবান্নাদশ্চ—সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদঃ, সৈষা ব্রহ্মণোঽতিসৃষ্টিঃ। যচ্ছ্রেয়সো দেবানসৃজতাথ যন্মর্ত্ত্যঃ সন্নমৃতানসৃজত তস্মাদতিসৃষ্টিরতিসৃষ্ট্যাং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (স্ত্রীপুরুষসৃষ্টেরনন্তরং) সঃ (প্রজাপতিঃ) অভ্যমন্থৎ (মন্থনমকরোৎ); [তদেব প্রপঞ্চয়ন্ আহ—] ইতি (এবংপ্রকারেণ) মুখাৎ যোনেঃ হস্তাভ্যাং চ [যোনিভ্যাং] (হস্তাভ্যাং মথ্যমানাৎ আত্মনো মুখরূপাৎ যোনেরিত্যর্থঃ) অগ্নিম্ অসৃজত (সৃষ্টবান্); তস্মাৎ (মন্থনাধিযোনিত্বাৎ হেতোঃ) এতৎ উভয়ং (হস্তৌ মুখং চ) অন্তরতঃ (অভ্যন্তরা-

অন্তরেণ) অলোমকং (লোমবর্জিতং); হি (যস্মাৎ) যোনিঃ (স্ত্রী-চিহ্নমপি) অন্তরতঃ (অভ্যন্তরে) অলোমকা (লোমরহিতা এব)। তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) [যাজ্ঞিকাঃ] দেবম্ (আধিকম্) একৈকং (স্বরূপতো ভিন্নং) [মন্যমানাঃ] যৎ আহুঃ (ব্রুবন্তি)—'অমুং (অগ্নিং) যজ, অমুং (ইন্দ্রং) যজ' ইতি, [তৎ ন সমীচীনমিত্যভিপ্রায়ঃ।] হি (যস্মাৎ) সা বিসৃষ্টিঃ (সর্ব্বা সৃষ্টিঃ) এতস্য (প্রজাপতেঃ) এব; এষঃ (প্রজাপতিঃ) এব সর্ব্বে দেবাঃ (সর্ব্বাত্মকাঃ, অতো দৈবতভেদবুদ্ধিঃ ভ্রমরূপা ইত্যর্থঃ)।

[ভোক্তা অভিহিতঃ, ইদানীং ভোগ্যমুদ্রাহ—] অথ (অগ্নিসৃষ্ট্যনন্তরং) ইদং (অনুভূয়মানম্) যৎ কিঞ্চ (যৎকিঞ্চিৎ) আর্দ্রং (দ্রবাত্মকং বস্তু, সোম ইতি যাবৎ), তৎ (সর্ব্বং) রেতসঃ (প্রজাপতেঃ স্বকীয়াৎ বীজাৎ) অসৃজত; তৎ (প্রজাপতিনা সৃষ্টং দ্রবাত্মকং বস্তু) উ (নিশ্চয়ে) সোমঃ (অন্নভূতঃ সোমঃ)। ইদং সর্ব্বং (জগৎ) এতাবৎ বৈ (এতৎপরিমাণম্—অন্নং চ এব, অন্নাদঃ চ এব (ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মকমেব); [তত্র] সোমঃ এব অন্নং (ভক্ষ্যং), অগ্নিঃ এব চ অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা))। সা এষা (বক্ষ্যমাণা) ব্রহ্মণঃ (প্রজাপতেঃ) অতিসৃষ্টিঃ (আত্মনোঽপি অধিকা), যৎ শ্রেয়সঃ (প্রশস্ততরান্) দেবান্ অসৃজত (সৃষ্টবান্); [কুত এতৎ? ইত্যাহ—] যৎ [প্রজাপতিঃ স্বয়ং] মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মা সন্) অমৃতান্ (মরণশূন্যান্—অমরান্) অসৃজত; তস্মাৎ (হেতোঃ) [দেবসৃষ্টিঃ] অতিসৃষ্টিঃ [উচ্যতে]। যঃ এবং (যথোক্তপ্রকারং অতিসৃষ্টিত্বং) বেদ, সঃ অস্য (প্রজাপতেঃ) অতিসৃষ্ট্যাং ভবতি (প্রভবতীত্যর্থঃ)।৪।৬॥

মূলানুবাদ। অতঃপর প্রজাপতি মন্থনক্রিয়া করিয়াছিলেন; [সেই মন্থন দ্বারা] হস্ত ও মুখরূপ উৎপত্তিস্থান হইতে ভোক্তৃস্বরূপ অগ্নি সৃষ্টি করিলেন; এই কারণেই এই উভয় স্থান (মুখ ও হস্ত) অভ্যন্তরভাগে লোমবিহীন; উৎপত্তি-স্থান স্ত্রীচিহ্নও অভ্যন্তরে লোমহীনই। অতএব যাজ্ঞিকেরা যে, বলিয়া থাকেন, 'অমুকের যাগ কর, অমুকের যাগ কর', তাহাতে তাহারা ঐ সমস্ত দেবতাকে বিভিন্ন বলিয়াই মনে করেন; [কিন্তু তাহা তাহাদের ভ্রম;] কারণ, ঐ সমস্ত দেবতা এই প্রজাপতিরই সৃষ্টি, এবং ইনিই সে সমস্ত দেবতাস্বরূপ।

অতঃ পর, যাহা কিছু আর্দ্র অর্থাৎ দ্রবময় বস্তু, তাহা তিনি রেতঃ

হইতেছে সোম; এই সমস্ত সৃষ্টিই এতদ্দ্বয়াত্মক—অন্ন ও অন্নাদ (ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মক); তন্মধ্যে সোমই অন্ন, আর অগ্নিই অন্নাদ অর্থাৎ অন্নভোক্তা। তিনি যে, নিজের অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই ব্রহ্মের (প্রজাপতির) অতিসৃষ্টি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সৃষ্টি; যেহেতু, তিনি নিজে মরণশীল (মর্ত্য) হইয়াও অমৃত অর্থাৎ মরণ-বিহীন দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই হেতুই ইহা অতিসৃষ্টি। যে লোক প্রজাপতির এই সৃষ্টিতত্ত্ব যথোক্তপ্রকারে জানেন, তিনি নিজেও প্রজাপতির অতিসৃষ্টিতে প্রভুত্ব লাভ করেন। ৪৩। ৬।

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং স প্রজাপতির্জগদিদং মিথুনাত্মকং সৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণাদিবর্ণনিয়ন্ত্রীর্দেবতাঃ সিসৃক্ষুরাদৌ—অথ-ইতি শব্দোঽভিনয়প্রদর্শনার্থম্—অনেন প্রকারেণ মুখে হস্তৌ প্রক্ষিপ্য অভ্যমন্থৎ আভিমুখ্যেন মন্থনমকরোৎ। স মুখং হস্তাভ্যাং মথিত্বা, মুখাচ্চ যোনের্হস্তাভ্যাঞ্চ যোনিভ্যাম্ অগ্নিং ব্রাহ্মণজাত্যনুগ্রহকর্তারম্ অসৃজত সৃষ্টবান্। যস্মাৎ দাহকস্যাগ্নের্যোনিঃ এতদুভয়ং—হস্তৌ মুখঞ্চ, তস্মাদুভয়মপ্যেতদলোমকং লোমবিবর্জিতম্; কিং সর্বমেব? ন; অন্তরতঃ অভ্যন্তরতঃ। অস্তি হি যোন্যা সামান্যমুভয়স্য। কিম্? অলোমকা হি যোনিরন্তরতঃ স্ত্রীণাম্। তথা ব্রাহ্মণোঽপি মুখাদেব জজ্ঞে প্রজাপতেঃ; তস্মাদেকযোনিত্বাৎ জ্যেষ্ঠেনেবানুজোঽনুগৃহ্যতে অগ্নিনা ব্রাহ্মণঃ। তস্মাদ্-ব্রাহ্মণোঽগ্নিদেবত্যো মুখবীর্যশ্চেতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্। ১

তথা বলাশ্রয়াভ্যাং বাহুভ্যাং বলভিদাদিকং ক্ষত্রিয়জাতি-নিয়ন্তারং ক্ষত্রিয়ঞ্চ। তস্মাদৈন্দ্রং ক্ষত্রং বাহুবীর্যঞ্চেতি শ্রুতৌ স্মৃতৌ চাবগতম্। তথা ঊরুত ঈহা চেষ্টা, তদাশ্রয়াদ্ বস্বাদিলক্ষণং বিশো নিয়ন্তারং বিশঞ্চ। তস্মাৎ কৃষ্যাদিপরো বস্বাদিদেবত্যশ্চ বৈশ্যঃ। তথা পূষণং পৃথিবীদৈবতং শূদ্রঞ্চ পদ্ভ্যাং পরিচরণক্ষমম্ অসৃজতেতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ। তত্র ক্ষত্রাদিদেবতাসর্গমিহানুক্তং বক্ষ্যমাণমপি উক্তবদুপসংহরতি সৃষ্টিসাকল্যানুকীর্তৈ্য। যথেয়ং শ্রুতির্ব্যবস্থিতা, তথা প্রজাপতিরেব সর্বে দেবা ইতি নিশ্চিতোঽর্থঃ, স্রষ্টু-রনন্যত্বাৎ সৃষ্টানাম্, প্রজাপতিনৈব সৃষ্টত্বাৎ দেবানাম্। ২

অথৈবং প্রকরণার্থে ব্যবস্থিতে তৎস্তুত্যভিপ্রায়েণ অবিদ্বন্মতান্তরনিন্দো-

পরাঃ। অভিনিবা অতত্ত্বতয়ে (ক)। তৎ তত্র কর্মপ্রকরণে কেবলযাজ্ঞিকা যাগকালে বদন্তি যত আহুঃ—'অমুং যজ, অমুং যজ' ইত্যাদি—নামশস্ত্রস্তোত্রকর্মাদি-ভিন্নত্বাৎ ভিন্নমেব অগ্ন্যাদিদেবম্ একৈকং মন্যমানা আহুরিত্যভিপ্রায়ঃ। তৎ ন তথা বিদ্যাৎ; যস্মাদেতস্যৈব প্রজাপতেঃ সা বিসৃষ্টির্দেবভেদঃ সর্বঃ; এষ উ হি এব প্রজাপতিরেব প্রাণঃ সর্বে দেবাঃ। ৩

অত্র বিপ্রতিপদ্যন্তে—পর এব হিরণ্যগর্ভ ইত্যেকে; সংসারীত্যপরে। পর এব তু মন্ত্রবর্ণাৎ—"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ" ইতি শ্রুতেঃ; "এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্বে দেবাঃ" ইতি চ শ্রুতেঃ; স্মৃতেশ্চ—

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্" ইতি।

"যোঽসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।

সর্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ॥" ইতি চ।

সংসার্যেব বা স্যাৎ,—"সর্বান্ পাপ্মন ঔষৎ" ইতি শ্রুতেঃ; ন হ্যসংসারিণঃ পাপ্মদাহপ্রসঙ্গোঽস্তি; ভয়ারতি-সংযোগশ্রবণাচ্চ; "অথ যন্মর্ত্যঃ সন্নমৃতান-সৃজত" ইতি চ, "হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানম্" ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ; স্মৃতেশ্চ কর্মবিপাকপ্রক্রিয়ায়াম্—

"ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্মো মহানব্যক্তমেব চ।

উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ॥" ইতি। ৪

অথৈবং বিরুদ্ধার্থানুপপত্তেঃ প্রামাণ্যব্যাঘাত ইতি চেৎ; ন; কল্পনান্তরোপপত্তেরবিরোধাৎ উপাধিবিশেষসম্বন্ধাৎ বিশেষকল্পনান্তরমুপপদ্যতে;

"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।

কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥"

ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। উপাধিবশাৎ সংসারিত্বম্, ন পরমার্থতঃ; স্বতোঽসংসার্যেব। এবমেকত্বং নানাত্বঞ্চ হিরণ্যগর্ভস্য। তথা সর্বজীবানাম্, "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুতেঃ। হিরণ্যগর্ভস্তূপাধিশুদ্ধ্যতিশয়াপেক্ষয়া প্রায়শঃ পর এবেতি শ্রুতিস্মৃতিবাদাঃ প্রবৃত্তাঃ; সংসারিত্বন্তু কচিদেব দর্শয়ন্তি। জীবানাং তু উপাধ্যশুদ্ধিবাহুল্যাৎ সংসারিত্বমেব প্রায়শোঽভিলপ্যতে। ব্যাবৃত্তকৃৎস্নোপাধিভেদাপেক্ষয়া তু সর্বঃ পরত্বেনাভিধীয়তে শ্রুতিস্মৃতিবাদৈঃ। ৫

তার্কিকৈস্তু পরিত্যক্তাগমবলৈঃ 'অস্তি নাস্তি, কর্তা অকর্তা' ইত্যাদি বিরুদ্ধং বহু তর্কয়দ্ভিরাকুলীকৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ; তেনার্থনিশ্চয়ো দুর্লভঃ। যে তু কেবল-

---

(ক)—তিষ্ঠোপভোগাদেনাভিধিনাহভিনিবার্থৈব, কিন্তু অতত্ত্বতয়েইতি কচিৎ পাঠঃ।

[illegible]

[illegible]

ভাষ্যানুবাদ ।—প্রজাপতি এইরূপে স্ত্রী-পুরুষাত্মক এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নিয়ন্ত্রী (শাসনকর্ত্রী) দেবতা সমূহ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে—শ্রুতির 'অথ' ও 'ইতি' শব্দ দুইটি অভিনয় বা অনুকরণ প্রকাশক—এই প্রকারে মুখে হস্তদ্বয় অর্পণ করিয়া অভিমন্থন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ অভিমুখভাবে মন্থন করিয়াছিলেন। তিনি দুই হাতে মুখমণ্ডল মন্থন করিয়া, সেই মুখ ও হস্তদ্বয়রূপ যোনি (উৎপত্তিস্থান) হইতে ব্রাহ্মণজাতির অনুগ্রাহক অগ্নিদেবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেহেতু মুখ ও হস্তদ্বয়, উভয়ই দাহকারী অগ্নির উৎপত্তিস্থান, সেই হেতুই এই উভয় স্থান অলোমক অর্থাৎ লোমবর্জ্জিত; তবে কি সমস্ত অংশই [লোমশূন্য]? না,—তাহা নহে, অন্তরে অর্থাৎ কেবল অভ্যন্তরভাগে [লোমশূন্য]; প্রসিদ্ধ জননেন্দ্রিয়ের সহিত এই উভয়স্থানের সাদৃশ্যও আছে; সেই সাদৃশ্যটি কি? না, রমণীগণের জননেন্দ্রিয়ও অভ্যন্তরভাগে লোমশূন্য হইয়া থাকে; (ইহাই উভয়ের মধ্যে সাম্য বা সমানধর্ম্ম) ব্রাহ্মণজাতিও প্রজাপতির মুখ হইতেই জন্ম ধারণ করিয়াছে; এই কারণে উভয়েই এক কারণোৎপন্ন বলিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেমন কনিষ্ঠের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে, তেমনি অগ্নিও ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই কারণেই শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে যে, ব্রাহ্মণগণ অগ্নিদৈবতক ও মুখবীর্য্য, অর্থাৎ অগ্নিই ব্রাহ্মণের

অনুগ্রাহক দেবতা এবং তাহাদের বীর্য্য বা শক্তিও মুখমধ্যে থাকে (১)।১

এইরূপ মনের আবির্ভাব মাত্রেই হইতে ক্ষত্রিয়জাতি এবং তাহাদের নিয়ন্তা (পরিচালক) ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতার [সৃষ্টি করিয়াছিলেন]; এই জন্যই শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে ক্ষত্রিয়জাতি ও বাহুবল উভয়েই ইন্দ্রদৈবত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ উরু হইতে চেষ্টা ও চেষ্টাশ্রয় বৈশ্যজাতি ও তাহার নিয়ন্তা বসু প্রভৃতি দেবতার [সৃষ্টি করিয়াছিলেন]; এই কারণেই বৈশ্যজাতি কৃষি-কর্ম্মে তৎপর ও বসু প্রভৃতি দেবতা দ্বারা পরিচালিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ পৃথিবীদৈবত্য পূষা ও পরিচর্য্যাক্ষম শূদ্রজাতিকে পদ হইতে সৃষ্টি করিলেন; কারণ, শ্রুতি-স্মৃতিতে ঐরূপই প্রসিদ্ধি আছে। যদিও এখানে ক্ষত্রিয়াদি দেবতা-সৃষ্টির কথা উক্ত হয় নাই, পরে বলা হইবে; তথাপি এখানে সৃষ্টির প্রসঙ্গ পরিপূরণার্থ সে সমস্ত কথাও অভ্যুপেত্যই বা উল্লেখিত হইল। উক্ত শ্রুতি যেরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহাতে এইরূপ অর্থই নিশ্চিত হইতেছে যে, প্রজাপতিই সর্ব্বদেবাত্মক; কারণ, সৃষ্ট পদার্থমাত্রই স্রষ্টা হইতে অভিন্ন; দেবগণও ত প্রজাপতিকর্তৃকই সৃষ্ট; সুতরাং তাহারাও প্রজাপতি হইতে ভিন্ন নহে (২)।২

এইরূপই যখন প্রকরণার্থ অবধারিত হইল, তখন বুঝিতে হইবে যে, ইহার

(১) তাৎপর্য্য—ব্রাহ্মণের শক্তি যে, মুখমধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ের প্রসিদ্ধিসূচক একটী উদাহরণ এই:—মহামুনি বাল্মীকির তপোবন-মন্দিরে যখন লক্ষ্মণতনয় চন্দ্রকেতুর সহিত রামচন্দ্রের পুত্র লবের বাগ্-বিতর্ক হয়, সে সময় চন্দ্রকেতু রামচন্দ্রের বিজয়-কীর্ত্তিরূপে মহাবীর পরশুরামের পরাভব ঘোষণা করিলে পর, তদুত্তরে লব বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াছিলেন—

"সিদ্ধং হ্যেতদ্ বাচি বীর্য্যং দ্বিজানাং বাহ্বোর্বীর্য্যং যত্তু তৎ ক্ষত্রিয়াণাম্।
শস্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্মণো জামদগ্ন্যঃ, তস্মিন্ দান্তে কা স্তুতিস্তস্য রাজ্ঞঃ॥"

(২) তাৎপর্য্য—ঘট-স্রষ্টা কুম্ভকার ও তৎসৃষ্ট ঘট কখনই এক অভিন্ন পদার্থ নহে; সুতরাং এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, স্রষ্টা প্রজাপতি ও তৎসৃষ্ট দেবতা এক হইবে কিরূপে? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এখানে 'স্রষ্টা' শব্দে কেবল নিমিত্ত কারণমাত্র বুঝিতে হইবে না, পরন্তু যিনি নিজে নিমিত্তও বটে এবং উপাদানও বটে, এরূপ কারণকেই 'স্রষ্টা' বলিয়া বুঝিতে হইবে; যেমন লূতা (মাকড়সা) স্বসৃষ্ট সূতার নিমিত্ত ও উপাদান—উভয় কারণাত্মক, প্রজাপতিও তেমনি ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে নিমিত্ত ও উপাদান, উভয় কারণাত্মক; এই জন্য তৎসৃষ্ট দেবতাগণ তাহা হইতে পৃথক্ সত্য হইতে পারে না; এই নিয়ম অব্যভিচারী, সুতরাং নির্দ্দোষ।

উপকরণ্যাপদেশ কেবলই অজ্ঞাত অবিদ্বৎ-সম্বন্ধ মতগুলির উপন্যাস বা উল্লেখ করা হইতেছে; কারণ, একের নিন্দা ত অপরের প্রশংসাদ্যোতকই হইয়া থাকে। [এখন সেই অবিদ্বানের মতগুলি উপন্যস্ত হইতেছে—] লোকপ্রসিদ্ধ কর্ম-প্রকরণে যাজ্ঞিকগণ, যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যে, এই কথা বলিয়া থাকেন—'এই অগ্নির অর্চনা কর, এই ইন্দ্রের অর্চনা কর' ইত্যাদি; একথার অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞীয় দেবতাগণের নাম, স্তোত্র ও কর্মাদির পার্থক্য দেখিয়া তাহারা অদ্যাপি দেবতাকেও স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই মনে করিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকেন; কিন্তু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি কখনই দেবতাকে ঐরূপে বুঝিবেন না; কেননা, বিভিন্নাকার ঐ সমস্ত দেবতা এই প্রজাপতিরই বিসৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্টি; এবং এই প্রজাপতিই প্রাণরূপী সর্ব্ব-দেবাত্মক। ৩

এবিষয়ে অনেকে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন—একশ্রেণীর লোকেরা বলেন,—হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মা বা পরব্রহ্মই বটে; অপর সম্প্রদায় বলেন,—তাহা নহে, হিরণ্যগর্ভও সংসারী। কর্ম্মফলভোক্তা জীব-শ্রেণীর অন্তর্গত)। কিন্তু মন্ত্রশ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তিনি পরব্রহ্মস্বরূপই বটে; কারণ, মন্ত্রে আছে—'এই প্রজাপতিকে ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন,' এবং অন্য শ্রুতিতে আছে—'ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই ইন্দ্র; ইনিই প্রজাপতি এবং ইনিই সর্ব্বদেবতাত্মক' ইতি। স্মৃতিতেও আছে—'এই আদি পুরুষকে (প্রজাপতিকে) কেহ কেহ অগ্নি বলেন, অন্যে আবার মনু বলিয়া নির্দেশ করেন', এবং 'এই যিনি অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধির অগম্য, সূক্ষ্ম, অব্যক্তরূপী চিরন্তন ও সর্ব্ব-ভূতময়, তিনিই প্রথমে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন' ইতি। অথবা, তিনি সংসারী—জীবশ্রেণীভুক্তও হইতে পারেন; কেন না, শ্রুতি বলিতেছেন, 'তিনি সর্ব্ববিধ পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু সংসারী না হইলে ত তাহার পক্ষে কখনই পাপ দাহ করা সম্ভবপর হইতে পারে না; বিশেষতঃ ভয় ও অরতি-সম্বন্ধও তাঁহার সংসারিত্বের অপর কারণ, এবং 'অতঃপর তিনি নিজে মর্ত্ত্য হইয়াও যে অমর সৃষ্টি করিয়াছিলেন', 'জায়মান হিরণ্যগর্ভকে দর্শন কর' ইত্যাদি মন্ত্রেও তাঁহার সংসারিত্ব শ্রুতি রহিয়াছে। কর্ম্মফল-জ্ঞাপক শ্রুতি হইতেও ইহা জানা যাইতেছে—'ব্রহ্মা (বিরাট্), বিশ্বস্রট্গণ (মনু প্রভৃতি), ধর্ম্ম (যম), মহান্ (মহত্তত্ত্ব—অর্থাৎ তদুপাধিক সূত্রাত্মা) ও অব্যক্ত (প্রকৃতি), এ সমস্তকে সাত্ত্বিক কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফল বলিয়া জ্ঞানিগণ ব্যাখ্যা করেন' ইতি। ৪

ভালকথা, একই বিষয়ে এবংবিধ বিরুদ্ধার্থ-সংঘটিত বচন সত্যপর হয় না, তখন কোন বাক্যেরই প্রামাণ্য হইতে পারে না; ফলে প্রজাপতির সংসারিত্ব বা অসংসারিত্ব কিছুই সিদ্ধ হইতেছে না; না, এ কথাও হইতে পারে না; কারণ, অন্যপ্রকার কল্পনা দ্বারা উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে, অর্থাৎ উপাধিবিশেষের সম্বন্ধনিবন্ধন এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে, [যাহাতে সংসারিত্ব ও অসংসারিত্ব কল্পনার ব্যাঘাত না ঘটে]। 'যিনি একত্র অবস্থিত হইয়া দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র গমন করেন, মদামদ অর্থাৎ মদযুক্ত ও মদবিযুক্ত সেই দেবকে (পরমেশ্বরকে) আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে?' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সংসারিত্ব ধর্মটা ঔপাধিক, পারমার্থিক নহে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তিনি অসংসারীই বটে। এইপ্রকার উপাধিসম্বন্ধনিবন্ধন হিরণ্যগর্ভের একত্ব ও নানাত্ব, দুইই সম্ভব হয়; 'তুমি তৎস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অন্যান্য জীবের সম্বন্ধেও ঐরূপই ব্যবস্থা। হিরণ্যগর্ভের উপাধি অত্যন্ত বিশুদ্ধ; এই জন্য শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ তাঁহাকে অধিকাংশস্থলে পরমেশ্বররূপেই নির্দেশ করিয়া থাকেন, অতি অল্প স্থানেই তাঁহার সংসারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, জীবগণের উপাধি স্বভাবতই অশুদ্ধিবহুল; এই জন্য অধিকাংশস্থলে তাঁহাদের সংসারিত্বই নির্দেশ করিয়াছেন; সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়া আবার সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র জীবের পরমেশ্বরভাবও নির্দেশ করিয়াছেন। ৫

কিন্তু যাঁহারা তার্কিক—আগম-প্রমাণের বলবত্তায় উপেক্ষা করেন, তাঁহারা 'আত্মা আছে, নাই, কর্তা ও অকর্তা' ইত্যাদি বহুবিধ বিরুদ্ধ তর্ক করিয়া শাস্ত্রার্থ আকুল (বিকৃত বা অনিশ্চিতরূপ) করিয়া থাকেন; তাহার ফলে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, যাহারা একমাত্র শাস্ত্রানুসারী গর্বহীন, তাঁহাদের নিকট দেবতাদি অপরোক্ষবিষয়-প্রতিপাদক শাস্ত্রার্থ (শাস্ত্রসিদ্ধান্ত) প্রত্যক্ষবৎ সুনিশ্চিত হইয়া থাকে। ৬

এখানে আদিদেব একই প্রজাপতির—অত্তা (ভোক্তা) ও অদনীয়রূপ রূপ-ভেদ বর্ণনা করাই শ্রুতির অভিপ্রেত; তন্মধ্যে—প্রথমে ভোক্তা আদির কথা উক্ত হইয়াছে, এখন অদনীয় সোমের কথা বলা হইতেছে। জগতে যাহা কিছু আর্দ্র—দ্রবময় বস্তু, তাহা রেত হইতে—আত্মীয় বীজ হইতে সৃষ্টি করিলেন; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—'রেত হইতে জল (অপীয় রস) [প্রাদুর্ভূত

হইয়াছে]'; সোমও দ্রবাত্মক; অতএব প্রজাপতি স্বীয় রেতঃ হইতে যে আর্দ্র বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা সোমই বটে। জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত এতাবৎই—এই পর্য্যন্তই, ইহার অধিক আর কিছু নাই। ইহা কি?—না, অন্ন হইতেছে—সোম, দ্রবাত্মকত্বনিবন্ধন তৃপ্তিদায়ক; উক্ত ও ভুক্ত বলিয়া অগ্নি হইতেছে—অন্নাদ অর্থাৎ ভোক্তা। এবিষয়ে এইরূপই অবধারণ হইতেছে যে, সোমই অন্ন, অর্থাৎ যাহা ভক্ষণ করা যায়, তাহাই অন্ন; এবং যিনি ভক্ষণকর্ত্তা, তিনিই অগ্নি; [যদিও এখানে অবধারণসূচক কোন শব্দ নাই সত্য, তথাপি] অর্থ-সঙ্গতির অনুরোধে অবধারণ বুঝিতে হইবে। সময় বিশেষে অগ্নিও হূয়মান (আহুতিরূপে অর্পিত) হইলে সোমস্থানীয় অর্থাৎ অন্নমধ্যে পরিগণিত হয়, এবং সোমও আবার সময়বিশেষে ইজ্যমান (যজনীয়) হইয়া অগ্নিস্থানীয় অর্থাৎ ভোক্তা হইয়া থাকে; কারণ, তখন তাঁহার ভোক্তৃত্বই থাকে, (ভোগ্যত্ব থাকে না)। অগ্নীষোমাত্মক এই জগৎকে যে লোক আত্মস্বরূপে দর্শন করে, সে লোক কোন প্রকার দোষে—পুণ্য বা পাপ দ্বারা লিপ্ত হয় না, অধিকন্তু প্রজাপতিরূপ লাভেও সমর্থ হয়। ইহা হইতেছে প্রজাপতির অতিসৃষ্টি—প্রজাপতি অপেক্ষাও ইহার গুরুত্ব অধিক। ৭

সেই সৃষ্টিটি কি? এতদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তিনি শ্রেয়ান্—আপনার অপেক্ষাও উৎকর্ষসম্পন্ন এই দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতুই দেবসৃষ্টি তাঁহার অতিসৃষ্টি। ভাল, সৃষ্টি আবার আপনা হইতেও অতিশয় হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তিনি নিজে মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল হইয়াও অমৃত—মরণরহিত দেবগণকে জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ বহ্নি দ্বারা আপনার সর্ব্ববিধ পাপরাশি দগ্ধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতুই ইহা অতিসৃষ্টি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কর্ম্মের ফল স্বরূপ (১)। অতএব যে লোক প্রজাপতির আত্মস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহা হইতে অনতিরিক্ত এই অতিসৃষ্টি জানেন

(১) তাৎপর্য্য—ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জন্মকালে স্বয়ং প্রজাপতিও পাপরহিত ছিলেন না, এবং মৃত্যুর অধিকার হইতেও বিমুক্ত হয়েন না; কিন্তু তিনি জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানের সাহায্যে স্বীয় সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া নিষ্পাপ অবস্থায় দেবগণকে সৃষ্টি করায় দেবগণ আজন্ম পাপবিমুক্ত; কাজেই প্রজাপতি অপেক্ষাও তাহার কার্য্যের উৎকর্ষ অধিক হইতেছে; এই জন্য দেবসৃষ্টিকে অতিসৃষ্টি বলা হইয়াছে।

সমস্তই কর্ত্তা প্রভৃতি বহু কারক-সাপেক্ষ; এবং যে সমুদয়ের শেষ ফল হইতেছে—হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তি; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সে সমস্ত উপায় সাধ্য-শ্রেণীরই অন্তর্গত, এবং "এতাবৎ এব" এই পর্য্যন্তই বটে—যাহা এই নাম-রূপাভিব্যক্ত বিশ্বসংসারমণ্ডল। অঙ্কুরাদি কার্য্য-দর্শনে যেমন বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী বীজাবস্থা অনুমিত হয়, তেমনি শাখা ও পল্লবভাবে অভিব্যক্ত এই জগতেরও অভিব্যক্তির পূর্ব্বে যে বীজাবস্থা ছিল, এখন শ্রুতি তাহাই নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। উদ্দেশ্য কর্ম্মরূপ বীজ হইতে অবিদ্যা-ক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত এই (জন্ম মরণ প্রবাহরূপ) সংসারবৃক্ষকে সমূলে উন্মূলিত করা; কারণ, সংসারের উন্মূলনে জীবের সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ সমাপ্ত হইয়া যায়। এ কথা কঠোপনিষদেও উক্ত আছে—'ঊর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ (এই সংসার-বৃক্ষ)'; ভগবদ্গীতাতেও আছে—'ঊর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ' (এই সংসার-বৃক্ষ ছেদন করিয়া), পুরাণ শাস্ত্রেও আছে—'এই চিরন্তন ব্রহ্মবৃক্ষ' (১) ইত্যাদি।

তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ-নামায়মিদংরূপ ইতি, তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌনামায়মিদংরূপ ইতি, স এষ ইহ প্রবিষ্ট আ নখাগ্রেভ্যঃ। যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে, তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নো হি সঃ, প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি, বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব। স যোঽত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হ্যেষোঽত একৈকেন ভবতি, আত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্ব্ব একং ভবন্তি। তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য, যদয়মাত্মানেন

(১) তাৎপর্য্য—'ঊর্দ্ধমূলঃ অবাক্‌শাখঃ' ইত্যাদি বাক্যে রূপকচ্ছলে সংসারের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। সংসার যখন বৃক্ষ হইল, তখন ইহার মূল, শাখা ও পত্রাদি থাকাও আবশ্যক। এই সংসারবৃক্ষের মূলটি ঊর্দ্ধে (উপরে) আছে, অর্থাৎ সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান পরমেশ্বর ইহার মূল, আর অধোবর্ত্তী দেবাসুর মনুষ্যাদি তাহার শাখা-প্রশাখা; ইহা কল্যও থাকিবে কি না, স্থির নাই; এই কারণে 'অশ্বত্থ'; কিন্তু, তথাপি ইহা সনাতন—অনাদি কাল হইতে প্রবহমান একপ্রকার নিত্যেরই মত।

হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ। যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং কীর্ত্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তৎ (অপ্রত্যক্ষং বীজাবস্থং) ইদং (প্রত্যক্ষং নামরূপাভিব্যক্তং জগৎ) তর্হি (তদা—উৎপত্তেঃ প্রাক্) অব্যাকৃতং (নাম-রূপাভ্যাম্ অনভিব্যক্তম্) আসীৎ হ। তৎ (বীজরূপেণ স্থিতং জগৎ) নাম-রূপাভ্যাং—অয়ং (পদার্থঃ) অসৌনামা (অসৌ নাম অস্য—অসৌনামা, ছান্দসোঽয়ং প্রয়োগঃ), ইদংরূপঃ (ইদং শ্বেতপীতাদি রূপম্ অস্য—ইদংরূপঃ) ইতি (এবং) ব্যাক্রিয়ত (অয়মেবংপ্রকারঃ—ব্যবহারযোগ্যং বভূব)। [অতএব] এতর্হি (ইদানীং) অপি 'অসৌনামা, ইদংরূপশ্চ অয়ম্' ইতি নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়তে (ব্যাকৃতং ভবতীত্যর্থঃ) ইতি। যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে (ক্ষুরকোষে), অথবা যথা বিশ্বম্ভরঃ (অগ্নিঃ) বিশ্বম্ভরকুলায়ে (কাষ্ঠাদৌ) অবহিতঃ (অন্তর্নিবিষ্টঃ) স্যাৎ (ভবেৎ), তথা সঃ (জগৎকারণতয়া প্রসিদ্ধঃ) এষঃ (পরমেশ্বরঃ) ইহ (নাম-রূপাত্মনা ব্যাকৃতে জগতি) আ নখাগ্রেভ্যঃ (নখাগ্রপর্য্যন্তং) প্রবিষ্টঃ (প্রবেশং কৃতবান্)। [তথাপি অজ্ঞাঃ] তং (সর্ব্বানুস্যূতমপি পরমেশ্বরং) ন পশ্যন্তি (পরমেশ্বরত্বেন ন জানন্তীত্যর্থঃ); হি (যস্মাৎ) সঃ (আ নখাগ্রপ্রবিষ্টঃ আত্মা) অকৃৎস্নঃ (উপাধিপরিচ্ছিন্নতয়া উপলভ্যমানত্বাৎ অপূর্ণঃ); [তথাহি—] সঃ (প্রবিষ্ট আত্মা) প্রাণন্ (প্রাণনাদি-ব্যাপারং কুর্ব্বন্) এব প্রাণঃ নাম (প্রসিদ্ধো) ভবতি; বদন্ (বচন-ব্যাপারং কুর্ব্বন্) বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রং, মন্বানঃ (সঙ্কল্প-বিকল্পলক্ষণং ব্যাপারং কুর্ব্বন্) মনঃ ভবতি; তানি এতানি (যথোক্তানি প্রাণাদীনি) অস্য (আত্মনঃ) কর্ম্ম-নামানি এব [দেহ-প্রবিষ্ট আত্মা এব তত্তৎকর্ম্মানুসারতঃ প্রাণাদি-নামভিঃ পৃথগিব প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ]।

অতঃ (অস্মাৎ হেতোঃ) যঃ সঃ (যঃ কশ্চিৎ) একৈকং (প্রাণ ইতি বা, বাগিতি বা—ইত্যেবং) উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) ন বেদ (নৈব আত্মানং বেত্তি); হি (যতঃ) এষঃ (আত্মা) একৈকেন (প্রাণাদ্যেকৈকবিশেষণেন বিশিষ্টঃ সন্) অকৃৎস্নঃ (অসমস্তঃ) ভবতি; অতঃ 'আত্মা' ইত্যেব (বিশেষণভেদান্ পরিত্যজ্য কেবলম্ আত্মস্বরূপেণৈব) উপাসীত; হি (যস্মাৎ) অত্র (আত্মনি) এতে (প্রোক্তাঃ প্রাণাদয়ঃ) সর্ব্বে একং ভবন্তি (এক-রূপতাম্—অভিন্নতাং প্রতিপদ্যন্তে)। তৎ এতৎ অস্য সর্ব্বস্য (জীবনিবহস্য)

পদনীয়ং (প্রাপ্যং); [কিং তৎ ?] যৎ (যঃ) অয়ং আত্মা ইতি। হি (যস্মাৎ) অনেন (আত্মনা জ্ঞাতেন) এতৎ সর্ব্বং (জগৎ) বেদ (জানাতি ইত্যর্থঃ); যথা হ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) পদেন (চরণেন পদচিহ্নেন বা) অনুবিন্দেৎ (নষ্টং পশ্বাদিকং লভেত); তথা, যঃ এবং (যথোক্তং তত্ত্বং) বেদ, [সঃ] কীর্ত্তিং (লোকপ্রতিষ্ঠাং) শ্লোকং (যশশ্চ) বিন্দতে (লভতে) ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ। সেই এই দৃশ্যমান জগৎ তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যাকৃত—নাম ও রূপাকারে অনভিব্যক্ত ছিল, অর্থাৎ বীজভাবে বর্ত্তমান ছিল। সেই জগৎ নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল,—'দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত' প্রভৃতি নাম ও শ্বেতপীতাদি রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল; *এই জন্যই বর্ত্তমান সময়েও বিশেষ বিশেষ নাম ও বিশেষ বিশেষ রূপ* লইয়াই এই জগৎ (জাগতিক বস্তু) অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ক্ষুর যেমন ক্ষুরাধারে নিহিত থাকে, অথবা বিশ্বম্ভর (অগ্নি) যেরূপ তদাশ্রয় কাষ্ঠাদির মধ্যে নিহিত থাকে, তদ্রূপ সেই জগৎকারণ পরমেশ্বরও এই অভিব্যক্ত জগতে নখাগ্র হইতে সর্ব্বাবয়বে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। [কিন্তু তিনি এই-রূপে প্রবিষ্ট থাকিলেও অজ্ঞজনেরা] তাঁহাকে দেখিতে পায় না; [কেন না, তাহারা যাহাকে দর্শন করে,] সেই আত্মা হইতেছে—অকৃৎস্ন অর্থাৎ প্রকৃত পূর্ণ আত্মার ঔপাধিক অংশবিশেষ মাত্র [যেমন] প্রাণনাদি ব্যাপার নিষ্পাদন করেন বলিয়া প্রাণ নামে প্রসিদ্ধ হন, সেইরূপ, বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার করতঃ শ্রোত্র, এবং মনন বা চিন্তা করতঃ মনঃশব্দ-বাচ্য হন; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ সমস্তই তাহার কর্ম্মানুযায়ী নাম মাত্র। অতএব যে লোক তাহাকে উক্ত প্রকার এক একটিমাত্র গুণ-যোগে উপা-সনা করেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহাকে জানেন না; কারণ, এক একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট আত্মা ত কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; অতএব 'আত্মা' বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করিবে; ইঁহাতেই(এই আত্মাতেই) উক্ত ঔপাধিক গুণসমূহ একীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই যে, পরিপূর্ণ আত্মা, ইঁহাই সর্ব্বজীবের একমাত্র পদনীয় বা গন্তব্য স্থল; কারণ, এত-দ্বিজ্ঞানেই সর্ব্ব বস্তু লাভ করা যায়। লোক যেমন পদের সাহায্যে

গন্তব্য স্থান লাভ করে, তেমনি যিনি যথাবর্ণিত প্রকারে আত্ম-তত্ত্ব অবগত হন, তিনিও কীর্ত্তি ও প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদ্বেদম্। তদিতি বীজাবস্থং জগৎ প্রাগুৎপত্তেঃ, তর্হি তস্মিন্ কালে, পরোক্ষত্বাৎ সর্ব্বনাম্নাঽপ্রত্যক্ষাভিধানেনাভিধীয়তে—ভূতকালসম্বন্ধিত্বাদব্যাকৃত-ভাবিনো জগতঃ; সুখগ্রহণার্থ বৈচিত্র্যপ্রয়োগো হ-শব্দঃ; 'এবং হ তদা আসীৎ'—ইত্যুচ্যমানে সুখং তাং পরোক্ষামপি জগতো বীজাবস্থাং প্রতিপদ্যতে,—যুধিষ্ঠিরো হ কিল রাজাসীদিত্যুক্তে যদ্বৎ; ইদম্-ইতি ব্যাকৃতনামরূপাত্মক সাধ্য সাধনলক্ষণং যথাবর্ণিতমভিধীয়তে; তদ্-ইদংশব্দয়োঃ পরোক্ষ-প্রত্যক্ষাবস্থ জগদ্বাচকয়োঃ সামানাধিকরণ্যাদেকত্বমেব পরোক্ষ-প্রত্যক্ষাবস্থস্য জগতোঽবগম্যতে—তদেবেদং, ইদমেব চ তদ্ অব্যাকৃতমাসীদিতি। অথৈবং সতি, নাসত উৎপত্তির্ন সতো বিনাশঃ কার্য্যস্যেত্যবধৃতং ভবতি। ১

তদেবম্ভূতং জগদব্যাকৃতং সৎ নামরূপাভ্যামেব—নাম্না রূপেণৈব চ ব্যাক্রিয়ত। ব্যাক্রিয়তেতি কর্ম্মকর্তৃপ্রয়োগাৎ তৎ স্বয়মেবাত্মৈব ব্যাক্রিয়ত—বি+আ+অক্রিয়ত—বিস্পষ্টং নামরূপবিশেষাবধারণমর্য্যাদং ব্যক্তীভাবমাপদ্যত—সামর্থ্যাদাক্ষিপ্তনিয়ন্তৃ-কর্তৃ-সাধন-ক্রিয়া-নিমিত্তম্। অসৌনামেতি সর্ব্বনাম্না-বিশেষাভিধানেন নামমাত্রং ব্যপদিশতি; দেবদত্তো যজ্ঞদত্ত ইতি বা নামাস্যেতি অসৌনামা অয়ম্; তথা ইদমিতি শুক্লকৃষ্ণাদীনামবিশেষঃ; ইদং শুক্লমিদং কৃষ্ণং বা রূপমস্যেতি ইদংরূপঃ। তদিদমব্যাকৃতং বস্তু, এতর্হি এতস্মিন্নপি কালে নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে—অসৌনামায়ম্ ইদংরূপ ইতি। ২

যদর্থঃ সর্ব্বশাস্ত্রারম্ভঃ, যস্মিন্নবিদ্যয়া স্বাভাবিক্যা কর্তৃক্রিয়াফলাধ্যারোপণা কৃতা, যঃ কারণং সর্ব্বস্য জগতঃ, যদাত্মকে নামরূপে সলিলাদিব স্বচ্ছান্মলমিব ফেনম্ অব্যাকৃতে ব্যাক্রিয়েতে, যশ্চ তাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিলক্ষণঃ স্বতো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ, স এষ অব্যাকৃতে আত্মভূতে নাম-রূপে ব্যাকুর্ব্বন্, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু দেহেষ্বিহ কর্ম্মফলাশ্রয়েষু অশনায়াদিমৎসু প্রবিষ্টঃ। ৩

ননু, অব্যাকৃতং স্বয়মেব ব্যাক্রিয়তেত্যুক্তম্; কথমিদানীমুচ্যতে—পর এব তু আত্মা অব্যাকৃতং ব্যাকুর্ব্বন্নিহ প্রবিষ্ট ইতি? নৈষ দোষঃ; পরস্যাত্মনোঽব্যাকৃতজগদাত্মত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ। আক্ষিপ্তনিয়ন্তৃ-কর্তৃক্রিয়ানিমিত্তং হি জগদব্যাকৃতং ব্যাক্রিয়ত ইত্যবোচাম; ইদং-শব্দসামানাধিকরণ্যাচ্চ অব্যাকৃত-শব্দস্য। যথেদং জগৎ নিয়ন্ত্রাদ্যনেককারকনিমিত্তাদিবিশেষবদ্ ব্যাকৃতম্,

তদাত্মপরিত্যাগাত্তদবিশেষবদেব তদব্যাকৃতম্; ব্যাকৃতাব্যাকৃততামাত্রস্তু বিশেষঃ। দৃষ্টশ্চ লোকে বিবক্ষাতঃ শব্দপ্রয়োগঃ—'গ্রাম আগতঃ, গ্রামঃ শূন্যঃ' ইতি, কদাচিদ্ গ্রামশব্দেন নিবাসমাত্রবিবক্ষায়াং 'গ্রামঃ শূন্যঃ' ইতি শব্দপ্রয়োগো ভবতি; কদাচিৎ নিবাসিজনবিবক্ষায়াং 'গ্রাম আগতঃ' ইতি; কদাচিদুভয়বিবক্ষায়ামপি গ্রাম-শব্দপ্রয়োগো ভবতি—'গ্রামঞ্চ ন প্রবিশেৎ' ইতি যথা, তদ্বদিহাপি জগদিদং ব্যাকৃতম্ অব্যাকৃতং চেত্যভেদবিবক্ষায়ামাত্মানাত্মনো-র্ভবতি ব্যপদেশঃ। তথেদং জগদুৎপত্তিবিনাশাত্মকমিতি কেবলজগদ্ব্যপদেশঃ। তথা *"মহানজ আত্মা" "অস্থূলোহনণুঃ" "স এষ নেতি নেতি"* ইত্যাদি কেবলাত্মব্যপদেশঃ। ৪

ননু পরেণ ব্যাকর্ত্রা ব্যাকৃতং সর্ব্বতো ব্যাপ্তং সর্ব্বদা জগৎ; স কথমিহ প্রবিষ্টঃ পরিকল্প্যতে? অপ্রবিষ্টো হি দেশঃ পরিচ্ছিন্নেন প্রবেষ্টুং শক্যতে, যথা পুরুষেণ গ্রামাদিঃ; নাকাশেন কিঞ্চিৎ, নিত্যপ্রবিষ্টত্বাৎ। পাষাণ-সর্পাদিবৎ ধর্ম্মান্তরেণেতি চেৎ,—অথাপি স্যাৎ—ন পর আত্মা স্বেনৈব রূপেণ প্রবিবেশ; কিং তর্হি? তৎস্থ এব ধর্ম্মান্তরেণোপজায়তে; তেন প্রবিষ্ট ইত্যুপচর্য্যতে; যথা পাষাণে সহজোহন্তস্থঃ সর্পঃ, নারিকেলে বা তোয়ম্। ন, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি শ্রুতেঃ; যঃ স্রষ্টা, স ভাবান্তরমনাপন্ন এব কার্য্যং সৃষ্ট্বা পশ্চাৎ প্রাবিশদিতি হি শ্রূয়তে। যথা 'ভুক্ত্বা গচ্ছতি' ইতি ভুজি-গমি-ক্রিয়য়োঃ পূর্ব্বাপরকালয়োরিতরেতরবিচ্ছেদঃ, অবিশিষ্টশ্চ কর্ত্তা, তদ্বদিহাপি স্যাৎ; ন তু তৎস্থস্যৈব ভাবান্তরোপজনন এতৎ সম্ভবতি। ন চ স্বস্থানেন বিযুজ্য স্থানান্তরসংযোগলক্ষণঃ প্রবেশো নিরবয়বস্যাপরিচ্ছিন্নস্য দৃষ্টঃ। ৫

সাবয়ব এব, প্রবেশশ্রবণাদিতি চেৎ; ন; "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ; সর্ব্বব্যপদেশ্য-ধর্ম্মবিশেষ-প্রতিষেধশ্রুতিভ্যশ্চ। প্রতিবিম্বপ্রবেশবদিতি চেৎ; ন; বস্ত্বন্তরেণ বিপ্রকর্ষানুপপত্তেঃ। দ্রব্যে গুণ-প্রবেশবদিতি চেৎ; ন, অনাশ্রিতত্বাৎ; নিত্যপরতন্ত্রস্যৈবাশ্রিতস্য গুণস্য দ্রব্যে প্রবেশ উপচর্য্যতে; ন তু ব্রহ্মণঃ স্বাতন্ত্র্যশ্রবণাৎ তথা প্রবেশ উপপদ্যতে। ফলে বীজবদিতি চেৎ; ন; সাবয়বত্ব-বৃদ্ধি-ক্ষয়োৎপত্তি-বিনাশাদিধর্ম্মবত্ত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চৈবং ধর্ম্মবত্ত্বং ব্রহ্মণঃ, "অজোহজরঃ" ইত্যাদিশ্রুতিন্যায়বিরোধাৎ। অন্য এব সংসারী পরিচ্ছিন্ন ইহ প্রবিষ্ট ইতি চেৎ; ন; "সেয়ং দেবতৈক্ষত" ইত্যারভ্য "নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" ইতি তস্যা এব প্রবেশ-ব্যাকরণ-কর্তৃত্বশ্রুতেঃ। তথা "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "স এতমেব সীমানং

বিদ্যার্দ্যোতনা যাবা প্রাপদ্যত" "সর্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে", "ত্বং কুমার উত বা কুমারী ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি" "পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ" "রূপং রূপম্" ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ চ পরাত্মনঃ প্রবেশঃ। প্রবিষ্টানামিতরেতরভেদাৎ পরাত্মনেকত্বমিতি চেৎ; ন; "একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ" "একঃ সন্ বহুধা বিচার" "ত্বমেকোঽসি বহূননুপ্রবিষ্টঃ" "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ৬

প্রবেশ উপপদ্যতে নোপপদ্যত ইতি—তিষ্ঠতু তাবৎ; প্রবিষ্টানাং সংসারিত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ পরস্য সংসারিত্বমিতি চেৎ; ন; অশনায়াদ্যত্যয়শ্রুতেঃ। সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদিদর্শনাদিতি চেৎ; ন; "ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ। প্রত্যক্ষাদিবিরোধাদযুক্তমিতি চেৎ; ন; উপাধ্যাশ্রয়জনিত-বিশেষবিষয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষাদেঃ। "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ" "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" "অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো ন আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানম্; কিং তর্হি? বুদ্ধ্যাদ্যুপাধ্যাত্মপ্রতিচ্ছায়াবিষয়মেব—'সুখিতোঽহং, দুঃখিতোঽহম্' ইত্যেবমাদিপ্রত্যক্ষবিজ্ঞানম্; 'অয়মহম্' ইতি বিষয়েণ বিষয়িণঃ সামানাধিকরণ্যোপচারাৎ, "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইত্যন্যাত্মপ্রতিষেধাচ্চ। দেহাবয়ববিশেষত্বাচ্চ সুখদুঃখয়োর্বিষয়ধর্মত্বম্। ৭

"আত্মনস্তু কামায়" ইত্যাত্মার্থত্বশ্রুতেরযুক্তমিতি চেৎ; ন; "যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ" ইত্যবিদ্যাবিষয়াত্মার্থত্বাভ্যুপগমাৎ, "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইত্যাদিনা বিদ্যাবিষয়ে তৎপ্রতিষেধাচ্চ নাত্মধর্মত্বম্। ৮

তার্কিকসময়বিরোধাদযুক্তমিতি চেৎ; ন; যুক্ত্যাপ্যাত্মনো দুঃখিত্বানুপপত্তেঃ। ন হি দুঃখেন প্রত্যক্ষবিষয়েণাত্মনো বিশেষ্যত্বম্, প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বাৎ। আকাশস্য শব্দগুণবত্ত্বদাত্মনো দুঃখিত্বমিতি চেৎ; ন; একপ্রত্যয়বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। ন হি সুখগ্রাহকেণ প্রত্যক্ষবিষয়েণ প্রত্যয়েন নিত্যানুমেয়স্যাত্মনো বিষয়ীকরণমুপপদ্যতে; তস্য চ বিষয়ীকরণে আত্মন একত্বাদ্বিষয়্যভাবপ্রসঙ্গঃ। একস্যৈব বিষয়বিষয়িত্বং দীপবদিতি চেৎ; ন; যুগপদসম্ভবাৎ, আত্মন্যংশানুপপত্তেশ্চ। ৯

এতেন বিজ্ঞানস্য গ্রাহ্য-গ্রাহকত্বং প্রত্যুক্তম্; প্রত্যক্ষানুমানবিষয়যোশ্চ দুঃখাত্মনোর্গুণগুণিত্বেনানুমানম্। দুঃখস্য নিত্যমেব প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাদ্রূপাদিসামানাধিকরণ্যাচ্চ; মনঃসংযোগজত্বেঽপ্যাত্মনি দুঃখস্য সাবয়বত্ব-বিক্রিয়া-

বত্বানিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন হ্যবিকৃত্য সংযোগি দ্রব্যং গুণঃ কশ্চিদুপযন্ অপযন্ বা দৃষ্টঃ কচিৎ। ন চ নিরবয়বং বিক্রিয়মাণং দৃষ্টং কচিৎ, অনিত্যগুণাশ্রয়ং বা নিত্যম্। ন চাকাশ আগমবাদিভির্নিত্যত্বেনাভ্যুপগম্যতে। ন চান্যো দৃষ্টান্তোঽস্তি। বিক্রিয়মাণমপি তৎ-প্রত্যভিজ্ঞানান্নিত্যমেবেতি চেৎ; ন; দ্রব্যস্যাবয়বান্যথাত্বব্যতিরেকেণ বিক্রিয়ানুপপত্তেঃ। সাবয়বত্বেঽপি নিত্যত্বমিতি চেৎ; ন, সাবয়বস্যাবয়বসংযোগপূর্বকত্বে সতি বিভাগোপপত্তেঃ। বজ্রাদিষ্বদর্শনান্নেতি চেৎ; ন; অনুমেয়ত্বাৎ সংযোগপূর্বকত্বস্য। তস্মান্নাত্মনো দুঃখাদ্যনিত্যগুণাশ্রয়ত্বোপপত্তিঃ। ১০

পরস্যাদুঃখিত্বেঽন্যস্য চ দুঃখিনোঽভাবে দুঃখাপনয়নায় শাস্ত্রারম্ভানর্থক্যমিতি চেৎ; ন; অবিদ্যাধ্যারোপিতদুঃখিত্বভ্রমাপোহার্থত্বাৎ—আত্মনি প্রকৃত-সংখ্যাপূরণভ্রমাপোহবৎ; কল্পিতদুঃখাত্মাভ্যুপগমাচ্চ। ১১।

জলসূর্যাদি-প্রতিবিম্ববদাত্মপ্রবেশশ্চ প্রতিবিম্ববদ্ ব্যাকৃতে কার্যে উপলভ্যত্বম্। প্রাগুৎপত্তেরনুপলব্ধ আত্মা পশ্চাৎ কার্যে চ সৃষ্টে ব্যাকৃতে বুদ্ধেরন্তরুপলভ্যমানঃ সূর্যাদিপ্রতিবিম্ববজ্জলাদৌ কার্যং সৃষ্ট্বা প্রবিষ্ট ইব লক্ষ্যমাণো নির্দিশ্যতে—"স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ" "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "স এতমেব সীমানং বিদার্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত" "সেয়ং দেবতৈক্ষত—হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইত্যেবমাদিভিঃ। ন তু সর্বগতস্য নিরবয়বস্য দিগ্দেশকালান্তরাপক্রমণপ্রাপ্তিলক্ষণঃ প্রবেশঃ কদাচিদপ্যুপপদ্যতে। ন চ পরাদাত্মনোঽন্যোঽস্তি দ্রষ্টা, "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" "নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ" ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যবোচাম। উপলব্ধ্যর্থত্বাচ্চ সৃষ্টিপ্রবেশস্থিত্যপ্যয়বাক্যানাম্; উপলব্ধেঃ পুরুষার্থত্বশ্রবণাৎ—"আত্মানমেবাবেৎ" "তস্মাত্তৎ সর্বমভবৎ" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" "আচার্যবান্ পুরুষো বেদ", "তস্য তাবদেব চিরম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।"
"তদাদ্যং সর্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥"

ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। ভেদদর্শনাপবাদাচ্চ সৃষ্ট্যাদিবাক্যানামাত্মৈকত্বদর্শনার্থ-পরত্বোপপত্তিঃ। তস্মাৎ কার্যস্থোপলভ্যত্বমেব প্রবেশ ইত্যুপচর্যতে। ১২

আ নখাগ্রেভ্যঃ—নখাগ্রমর্যাদমাত্মনশ্চৈতন্যমুপলভ্যতে। তত্র কথমিব প্রবিষ্টঃ, ইত্যাহ—যথা লোকে, ক্ষুরধানে—ক্ষুরো ধীয়তেঽস্মিন্নিতি ক্ষুরধানং,

তস্মিন্ নাপিতোপকরণাধানে ক্ষুরোঽবহিতো যথোপলভ্যতে—অবহিতঃ প্রবেশিতঃ স্যাৎ; যথা বা বিশ্বম্ভরঃ অগ্নিঃ—বিশ্বস্য ভরণাদ্বিশ্বম্ভরঃ, কুলায়ে নীড়েঽগ্নিঃ কাষ্ঠাদৌ, অবহিতঃ স্যাৎ—ইত্যনুবর্ত্ততে; তত্র হি স মথ্যমান উপলভ্যতে। যথা চ ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে একদেশেঽবস্থিতঃ, যথা চাগ্নিঃ কাষ্ঠাদৌ সর্ব্বতো ব্যাপ্যাবস্থিতঃ, এবং সামান্যতো বিশেষতশ্চ দেহং সংব্যাপ্যাবস্থিত আত্মা। তত্র হি স প্রাণনাদিক্রিয়াবান্ দর্শনাদিক্রিয়াবাংশ্চোপলভ্যতে। তস্মাৎ তত্রৈবং প্রবিষ্টং তমাত্মানং প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্টং ন পশ্যন্তি নোপলভন্তে। ১৩

নন্বপ্রাপ্তপ্রতিষেধোঽয়ম্—'তং ন পশ্যন্তি' ইতি, দর্শনস্যাপ্রকৃতত্বাৎ; নৈষ দোষঃ; সৃষ্ট্যাদিবাক্যানামাত্মৈকত্বপ্রতিপত্ত্যর্থপরত্বাৎ প্রকৃতমেব তস্য দর্শনম্। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। তত্র প্রাণাদিক্রিয়াবিশিষ্টস্য দর্শনে হেতুমাহ—অকৃৎস্নঃ অসমস্তঃ, হি যস্মাৎ সঃ প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্টঃ। কুতঃ পুনরকৃৎস্নত্বম্? ইতি, উচ্যতে—প্রাণন্নেব প্রাণনক্রিয়ামেব কুর্ব্বন্ প্রাণো নাম প্রাণসমাখ্যঃ প্রাণাভিধানো ভবতি। প্রাণনক্রিয়াকর্ত্তৃত্বাদ্ধি প্রাণঃ প্রাণিতীত্যুচ্যতে, নান্যাং ক্রিয়াং কুর্ব্বন্—যথা লাবকঃ,পাচক ইতি তস্মাৎ ক্রিয়ান্তরবিশিষ্টস্যানুপসংহারাদকৃৎস্নো হি সঃ। ১৪

তথা বদনক্রিয়াং কুর্ব্বন্—বদতীতি বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, চষ্ট ইতি চক্ষুঃ দ্রষ্টা, শৃণ্বন্—শৃণোতীতি শ্রোত্রম্, 'প্রাণন্নেব প্রাণো বদন্ বাক্' ইত্যাভ্যাং ক্রিয়াশক্ত্যুদ্ভবঃ প্রদর্শিতো ভবতি। 'পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রম্' ইত্যাভ্যাং বিজ্ঞানশক্ত্যুদ্ভবঃ প্রদর্শ্যতে, নামরূপবিষয়ত্বাদ্বিজ্ঞানশক্তেঃ। শ্রোত্র-চক্ষুষী বিজ্ঞানস্য সাধনে, বিজ্ঞানং তু নাম-রূপসাধনম্; নহি নাম-রূপব্যতিরিক্তং বিজ্ঞেয়মস্তি; তয়োশ্চোপলম্ভে করণং চক্ষুঃশ্রোত্রে। ক্রিয়া চ নাম-রূপসাধ্যা প্রাণসমবায়িনী; তস্যাঃ প্রাণাশ্রয়ায়া অভিব্যক্তৌ বাক্ করণম্; তথা পাণিপাদ-পায়ূপস্থাখ্যানি; সর্ব্বেষামুপলক্ষণার্থা বাক্। এতদেব হি সর্ব্বং ব্যাকৃতং—"ত্রয়ং বা নাম রূপং কর্ম্ম" ইতি হি বক্ষ্যতি। মন্বানো মনঃ—মনুত ইতি; জ্ঞানশক্তিবিকাসানাং সাধারণং করণং মনঃ—মনুতেঽনেনেতি; পুরুষস্তু কর্ত্তা সন্ মন্বানো মন ইত্যুচ্যতে। ১৫

তান্যেতানি প্রাণাদীনি অস্যাত্মনঃ কর্ম্মনামানি—কর্ম্মজানি নামানি কর্ম্ম-নামান্যেব, ন তু বস্তুমাত্রবিষয়াণি; অতো ন কৃৎস্নাত্মবস্ত্ববদ্যোতকানি—এবং হি অসাবাত্মা প্রাণনাদিক্রিয়য়া তত্তৎক্রিয়াজনিত-প্রাণাদিনাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়-মাণোঽবদ্যোত্যমানোঽপি। স যোঽতোঽস্মাৎ প্রাণনাদিক্রিয়াসমুদায়াৎ

একৈকং—প্রাণং চক্ষুরিতি বা বিশিষ্টম্ অনুপসংহৃতেতরবিশিষ্টক্রিয়াত্মকম্, মনসা 'আত্মাত্মেতি' উপাস্তে চিন্তয়তি, ন স বেদ—ন স জানাতি ব্রহ্ম। কস্মাৎ? অকৃৎস্নোহসাবসৌ হি যস্মাদেব আত্মা, অস্মাৎ প্রাণনাদিসমুদায়াৎ, অতঃ প্রবিভক্তঃ, একৈকেন বিশেষণেন বিশিষ্টঃ, ইতর-ধর্ম্মান্তরানুপসংহারাৎ ভবতি। যাবদয়মেবং বেদ—'পশ্যামি' 'শৃণোমি' 'স্পৃশামি' ইতি বা স্বভাবপ্রবৃত্তিবিশিষ্টং বেদ, তাবদঞ্জসা কৃৎস্নমাত্মানং ন বেদ। ১৬

কথং পুনঃ পশ্যন্ বেদ? ইত্যাহ—আত্মেত্যেব, আত্মা—ইতি প্রাণাদীনি বিশেষণানি যান্যুক্তানি, তানি যস্য, সঃ—আপ্নুবন্ তানি আত্মেত্যুচ্যতে। স তথা কৃৎস্নবিশেষোপসংহারী সন্ কৃৎস্নো ভবতি। বস্তুমাত্ররূপেণ হি প্রাণাদ্যুপাধিবিশেষক্রিয়াজনিতানি বিশেষণানি ব্যাপ্নোতি। তথা চ বক্ষ্যতি 'ধ্যায়তীব লেলায়তীব' ইতি। তস্মাদাত্মেত্যেবোপাসীত। এবং কৃৎস্নো হ্যসৌ স্বেন বস্তুরূপেণ গৃহ্যমাণো ভবতি। কস্মাৎ কৃৎস্নঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অত্রাস্মিন্ আত্মনি হি যস্মাৎ নিরুপাধিকে জলসূর্য্যপ্রতিবিম্বভেদা ইবোপাধিকৃতাঃ, প্রাণাদ্যুপাধিকৃতা বিশেষাঃ প্রাণাদিকর্ম্মজ-নামাভিধেয়া যথোক্তা হেতে একমভিন্নতাং ভবন্তি প্রতিপদ্যন্তে। ১৭

"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি নাপূর্ব্ববিধিঃ, পক্ষে প্রাপ্তত্বাৎ। "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম"। "কতম আত্মেতি,—যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ" ইত্যেবমাদ্যাত্মপ্রতিপাদনপরাভিঃ শ্রুতিভিরাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানমুৎপাদিতম্; তত্রাত্মস্বরূপবিজ্ঞানেনৈব তদ্বিষয়ানাত্মাভিমানবুদ্ধিঃ কারকাদিক্রিয়াফলাধ্যারোপণাত্মিকা অবিদ্যা নিবর্ত্তিতা; তস্যাং নিবর্ত্তিতায়াং কামাদিদোষানুপপত্তেরনাত্মচিন্তানুপপত্তিঃ; পারিশেষ্যাদাত্মচিন্তৈব। তস্মাৎ তদুপাসনমস্মিন্ পক্ষে ন বিধাতব্যম্, প্রাপ্তত্বাৎ। ১৮

কিন্তু তাবৎ—পাক্ষিকাত্মোপাসনপ্রাপ্তির্নিত্যা বেতি; অপূর্ব্ববিধিঃ স্যাৎ, জ্ঞানোপাসনয়োরেকত্বে সত্যপ্রাপ্তত্বাৎ; "ন স বেদ" ইতি বিজ্ঞানং প্রকৃত্য "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যভিধানাৎ বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থতাহবগম্যতে। "অনেন হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ" "আত্মানমেবাবেৎ" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যশ্চ বিজ্ঞানমুপাসনম্। তচ্চাপ্রাপ্তত্বাদ্বিধাতব্যম্। ন চ স্বরূপান্বাখ্যানে পুরুষপ্রবৃত্তিরুপপদ্যতে; তস্মাদপূর্ব্ববিধিরেবায়ম্। কর্ম্মবিধিসামান্যাচ্চ—যথা "যজেত, জুহুয়াৎ" ইত্যাদয়ঃ কর্ম্মবিধয়ঃ, ন তৈরস্য "আত্মেত্যেবোপাসীত" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাত্মোপাসনবিধের্বিশেষোহবগম্যতে। ১৯

মানসক্রিয়াত্বাচ্চ বিজ্ঞানস্য,—যথা "যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ, তাং মনসা ধ্যায়েদ্ বষট্করিষ্যন্" ইত্যাদ্যা মানসী ক্রিয়া বিধীয়তে, তথা "আত্মেত্যেবোপাসীত" "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদ্যা ক্রিয়ৈব বিধীয়তে জ্ঞানাত্মিকা। তথা চোক্তম্—বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থত্বমিতি। ভাবনাংশত্রয়োপপত্তেশ্চ,—যথা হি 'যজেত' ইত্যস্যাং ভাবনায়াং, কিম্? কেন? কথম্? ইতি ভাব্যাদ্যাকাঙ্ক্ষাপনয়কারণমংশত্রয়মবগম্যতে, তথা "উপাসীত" ইত্যস্যামপি ভাবনায়াং বিধীয়মানায়াম্, কিমুপাসীত? কেনোপাসীত? কথমুপাসীত? ইত্যস্যামাকাঙ্ক্ষায়াম্ 'আত্মানমুপাসীত, মনসা, ত্যাগব্রহ্মচর্যশমদমোপরম-তিতিক্ষাদীতিকর্তব্যতাসংযুক্তঃ' ইত্যাদিশাস্ত্রেণৈব সমর্প্যতে অংশত্রয়ম্। ২০

যথা চ কৃৎস্নস্য দর্শপূর্ণমাসাদিপ্রকরণস্য দর্শপূর্ণমাসাদিবিধ্যুদ্দেশত্বেনোপযোগঃ, এবমৌপনিষদাত্মোপাসনপ্রকরণস্য আত্মোপাসনবিধ্যুদ্দেশত্বেনৈবোপযোগঃ; "নেতি নেতি" "অস্থূলম্" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "অশনায়াদ্যতীতঃ" ইত্যেবমাদিবাক্যানাম্ উপাস্যাত্মস্বরূপবিশেষসমর্পণেনোপযোগঃ। ফলঞ্চ—মোক্ষোঽবিদ্যানিবৃত্তির্বা। ২১

অপরে বর্ণয়ন্তি—উপাসনেনাত্মবিষয়ং বিশিষ্টং বিজ্ঞানান্তরং ভাবয়েৎ; তেনাত্মা জ্ঞায়তে, অবিদ্যানিবর্তকঞ্চ তদেব, নাত্মবিষয়ং বেদবাক্যজনিতং বিজ্ঞানমিতি। এতস্মিন্নর্থে বচনান্যপি—"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" "দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইত্যাদীনি। ২২

ন, অর্থান্তরাভাবাৎ। ন চ "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যপূর্ববিধিঃ; কস্মাৎ? আত্মস্বরূপকথনানাত্মপ্রতিষেধবাক্যজনিত-বিজ্ঞানব্যতিরেকেণার্থান্তরস্য কর্তব্যস্য মানসস্য বাহ্যস্য বা অভাবাৎ। তত্র হি বিধেঃ সাফল্যম্, যত্র বিধিবাক্যশ্রবণমাত্রজনিত-বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ পুরুষপ্রবৃত্তির্গম্যতে—যথা, "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইত্যেবমাদৌ। ন হি দর্শপূর্ণমাসবিধিবাক্যজনিতবিজ্ঞানমেব দর্শপূর্ণমাসানুষ্ঠানম্। তচ্চাধিকারাদ্যপেক্ষানুভাবি; ন তু "নেতি নেতি" ইত্যাদ্যাত্মপ্রতিপাদক-বাক্যজনিতবিজ্ঞানব্যতিরেকেণ দর্শপূর্ণমাসাদিবৎ পুরুষব্যাপারঃ সম্ভবতি। সর্বব্যাপারোপশমহেতুত্বাৎ তদ্বাক্যজনিতবিজ্ঞানস্য। ন হি উদাসীনবিজ্ঞানং প্রবৃত্তিজনকম্; অব্রহ্মানাত্মবিজ্ঞান-

নিবর্ত্তকত্বাচ্চ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "তত্ত্বমসি" ইত্যেবমাদিবাক্যানাম্। ন চ তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে, বিরোধাৎ। ২৩

বাক্যজনিতবিজ্ঞানমাত্রাৎ ন ব্রহ্মানাত্মবিজ্ঞাননিবৃত্তিরিতি চেৎ ; ন ; "তত্ত্বমসি" "নেতি নেতি" "আত্মৈবেদম্" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ব্রহ্মৈবেদমমৃতম্", "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" ইত্যাদিবাক্যানাং তদ্বাদিত্বাৎ। দ্রষ্টব্যবিধের্বিষয়সমর্পকাণ্যেতানীতি চেৎ ; ন ; অর্থান্তরাভাবাৎ, ইত্যুক্তোত্তরত্বাৎ—আত্মবস্তুস্বরূপসমর্পকৈরেব বাক্যৈঃ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিভিঃ শ্রবণকাল এব তদ্দর্শনস্য কৃতত্বাৎ দ্রষ্টব্যবিধের্নানুষ্ঠানান্তরং কর্ত্তব্যমিত্যুক্তোত্তরমেতৎ। ২৪

আত্মস্বরূপাখ্যানমাত্রেণাত্মবিজ্ঞানে বিধিমন্তরেণ ন প্রবর্ত্ততে, ইতি চেৎ ; ন ; আত্মবাদিবাক্যশ্রবণেনাত্মবিজ্ঞানস্য জনিতত্বাৎ—কিং ভোঃ কৃতস্য করণম্। তচ্ছ্রবণেঽপি ন প্রবর্ত্তত ইতি চেৎ ; ন ; অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ,—যথা আত্মাদি বাক্যার্থশ্রবণে বিধিমন্তরেণ ন প্রবর্ত্ততে, তথা বিধিবাক্যার্থশ্রবণেঽপি বিধিমন্তরেণ ন প্রবর্ত্তিষ্যতে, ইতি বিধ্যন্তরাপেক্ষা ; তথা তদর্থশ্রবণেঽপীত্যনবস্থা প্রসজ্যেত। ২৫

বাক্যজনিতাত্মজ্ঞানস্মৃতিসন্ততেঃ শ্রবণবিজ্ঞানমাত্রাদর্থান্তরত্বমিতি চেৎ ; ন ; অর্থপ্রাপ্তত্বাৎ—যদৈবাত্মপ্রতিপাদকবাক্যশ্রবণাদাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে, তদৈব তদুৎপদ্যমানং তদ্বিষয়ং মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্ত্তয়দেবোৎপদ্যতে ; আত্মবিষয়-মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তৌ চ তৎপ্রভবাঃ স্মৃতয়ো ন ভবন্তি স্বাভাবিক্যোঽনাত্মবস্তুভেদ-বিষয়াঃ অনর্থত্বাবগতেশ্চ,—আত্মাবগতৌ হি সত্যামন্যদ্বস্ত্বনর্থত্বেনাবগম্যতে, অনিত্যদুঃখাশুদ্ধ্যাদিবহুদোষবত্ত্বাৎ, আত্মবস্তুনশ্চ তদ্বিলক্ষণত্বাৎ। তস্মাদনাত্ম-বিজ্ঞানস্মৃতীনামাত্মাবগতেরভাবপ্রাপ্তিঃ ; পারিশেষ্যাদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানস্মৃতি-সন্ততেরর্থত এব ভাবাৎ ন বিধেয়ত্বম্। শোকমোহভয়ায়াসাদিদুঃখদোষ-নিবর্ত্তকত্বাচ্চ তৎস্মৃতেঃ—বিপরীতজ্ঞানপ্রভবো হি শোকমোহাদিদোষঃ ; তথা চ "তত্র কো মোহঃ" "বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ। ২৬

নিরোধস্তর্হি অর্থান্তরমিতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধস্য বেদবাক্য-জনিতাত্মবিজ্ঞানাদর্থান্তরত্বাৎ তন্ত্রান্তরে চ কর্ত্তব্যতয়াবগতত্বাদ্বিধেয়ত্বমিতি চেৎ ; ন ; মোক্ষসাধনত্বেনানবগমাৎ। ন হি বেদান্তেষু ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞা-নাদন্যৎ পরমপুরুষার্থসাধনত্বেনাবগম্যতে—"আত্মানমেবাবেৎ, তস্মাত্তৎ সর্ব্ব-মভবৎ"। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ,

ব্রহ্মৈব ভবতি।" "আচার্যবান্ পুরুষো বেদ","তস্য তাবদেব চিরম্" "অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি, য এবং বেদ" ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। অনন্যসাধনত্বাচ্চ নিরোধস্য,—ন হ্যাত্মবিজ্ঞান-তৎস্মৃতিসন্তানব্যতিরেকেণ চিত্তবৃত্তিনিরোধস্য সাধনমস্তি। অভ্যুপগম্যেদমুক্তম্; ন তু ব্রহ্মবিজ্ঞানব্যতিরেকেণান্যন্মোক্ষ-সাধনমবগম্যতে। ২৭

আকাঙ্ক্ষাভাবাচ্চ ভাবনাভাবঃ। যদুক্তং "যজেত" ইত্যেবমাদৌ, কিং? কেন? কথম্? ইতি ভাবনাকাঙ্ক্ষায়াং ফলসাধনেতিকর্তব্যতাভিরাকাঙ্ক্ষাপ-নয়নং যথা, তদ্বদিহাপ্যাত্মবিজ্ঞানবিধাবপ্যুপপদ্যত ইতি; তদসৎ; "এক-মেবাদ্বিতীয়ম্" "তত্ত্বমসি" "নেতি নেতি" "অনন্তরমবাহ্যম্" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যার্থবিজ্ঞানসমকালমেব সর্বাকাঙ্ক্ষাবিনিবৃত্তেঃ। ন চ বাক্যার্থ-বিজ্ঞানে বিধিপ্রযুক্তঃ প্রবর্ততে। বিধ্যন্তরপ্রযুক্তৌ চানবস্থাদোষমবোচাম। ন চ "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যেষু বিধিরবগম্যতে, আত্মস্বরূপান্বা-খ্যানেনৈবাবসিতত্বাৎ। ২৮

বস্তুস্বরূপান্বাখ্যানমাত্রত্বাদপ্রামাণ্যমিতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ, যথা "সোঽরোদীৎ যদরোদীৎ, তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্" ইত্যেবমাদৌ বস্তুস্বরূপান্বাখ্যান-মাত্রত্বাদপ্রামাণ্যম্, এবমাত্মার্থবাক্যানামপীতি চেৎ; ন; বিশেষাৎ। ন বাক্যস্য বস্ত্বন্বাখ্যানং ক্রিয়ান্বাখ্যানং বা প্রামাণ্যাপ্রামাণ্যে কারণম্; কিন্তর্হি? নিশ্চিতফলবদ্বিজ্ঞানোৎপাদকত্বম্। তদ্যত্রাস্তি, তৎ প্রমাণং বাক্যম্, যত্র নাস্তি, তদপ্রমাণম্। ২৯

কিঞ্চ, ভোঃ পৃচ্ছামস্তাবৎ—আত্মস্বরূপান্বাখ্যানপরেষু বাক্যেষু ফলবন্নিশ্চিতং চ বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে, ন বা? উৎপদ্যতে চেৎ, কথমপ্রামাণ্যমিতি। কিংবা ন পশ্যসি অবিদ্যাশোকমোহভয়াদিসংসারবীজদোষনিবৃত্তিং বিজ্ঞানফলম্? ন শৃণোষি বা কিং—"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" "মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ, সোঽহং ভগবঃ শোচামি, তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু" ইত্যেবমাদ্যুপনিষদ্বাক্যশতানি, এবং বিদ্যতে কিং "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদিষু নিশ্চিতং ফলবচ্চ বিজ্ঞানম্? ন চেদ্বিদ্যতে, অস্ত্বপ্রামাণ্যম্; তদপ্রামাণ্যে ফলবন্নিশ্চিতবিজ্ঞানোৎপাদকস্য কিমিত্যপ্রামাণ্যং স্যাৎ? তদপ্রামাণ্যে চ দর্শপূর্ণমাসাদিবাক্যেষু কো বিশ্রম্ভঃ। ৩০

ননু দর্শপূর্ণমাসাদিবাক্যানাং পুরুষপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানোৎপাদকত্বাৎ প্রামাণ্যম্, আত্মবিজ্ঞানবাক্যেষু তন্নাস্তীতি; সত্যমেবম্; নৈষ দোষঃ, প্রামাণ্য-

কার্য্যোপপত্তেঃ। প্রাধান্যকারণঞ্চ যথোক্তমেব, নান্যৎ। অপকারান্তরাৎ, স্ব. সর্বপ্রবৃত্তিবীজ-নিরোধকফলবদ্বিজ্ঞানোৎপাদকত্বাচ্চ প্রতিপাদকবাক্যানাম্, শাস্ত্রপ্রাধান্যকারণম্। ৩১

যতূক্তম্—"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" ইত্যাদিবচনেভ্যঃ বাক্যার্থবিজ্ঞানব্যতিরেকেণোপাসনার্থত্বমিতি ; সত্যমেতৎ ; কিন্তু নাপূর্ববিধ্যর্থতা ; পক্ষে প্রাপ্তস্য নিয়মার্থতৈব। কথং পুনরুপাসনস্য পক্ষপ্রাপ্তিঃ ?—যাবতা পারিশেষ্যাদাত্মবিজ্ঞানস্মৃতিসন্ততির্নিত্যৈবেত্যভিহিতম্ ? বাঢ়ম্—যদ্যপ্যেবম্, শরীরারম্ভকস্য কর্মণো নিয়তফলত্বাৎ, সম্যগ্‌জ্ঞানপ্রাপ্তাবপি অবশ্যম্ভাবিনী প্রবৃত্তির্বাঙ্‌মনঃকায়ানাম্, লব্ধবৃত্তেঃ কর্মণো বলীয়স্ত্বাৎ—মুক্তেষ্বাদিপ্রবৃত্তিবৎ ; তেন পক্ষে প্রাপ্তং জ্ঞানপ্রবৃত্তিদৌর্বল্যম্। তস্মাৎ ত্যাগবৈরাগ্যাদিসাধনবলাবলম্বেনাত্মবিজ্ঞানস্মৃতিসন্ততির্নিয়ন্তব্যা ভবতি, ন ত্বপূর্বা কর্ত্তব্যা, প্রাপ্তত্বাদিত্যবোচাম। তস্মাৎ প্রাপ্তবিজ্ঞানস্মৃতিসন্তানানুবাদীনি "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" ইত্যাদিবাক্যানি, অন্যার্থাসম্ভবাৎ। ৩২

নন্বনাত্মোপাসনমিদম্, ইতি-শব্দপ্রয়োগাৎ ; যথা 'প্রিয়মিত্যেতদুপাসীত' ইত্যাদৌ ন প্রিয়াদিগুণা এবোপাস্যাঃ, কিং তর্হি ? প্রিয়াদিগুণবৎ প্রাণাদ্যেবোপাস্যম্ ; তথা ইহাপি ইতি-পরাত্মশব্দপ্রয়োগাৎ আত্মগুণবদনাত্মবস্তূপাস্যমিতি গম্যতে ; আত্মোপাস্যবাক্যবৈলক্ষণ্যাচ্চ—পরেণ চ বক্ষ্যতি—"আত্মানমেব লোকমুপাসীত" ইতি ; তত্র চ বাক্যে আত্মৈবোপাস্যত্বেনাভিপ্রেতঃ, দ্বিতীয়াশ্রবণাৎ 'আত্মানমেব' ইতি ; ইহ তু ন দ্বিতীয়া শ্রূয়তে, ইতি-পরশ্চাত্মশব্দঃ "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি। অতো নাত্মোপাস্যঃ, আত্মগুণশ্চান্যঃ, ইতি গম্যতে। ন ; বাক্যশেষে আত্মন উপাস্যত্বেনাবগমাৎ ; অস্যৈব বাক্যস্য শেষে আত্মৈবোপাস্যত্বেনাবগম্যতে—"তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্বস্য, যদয়মাত্মা" "অন্তরতরং যদয়মাত্মা" "আত্মানমেবাবেৎ" ইতি। ৩৩

প্রবিষ্টস্য দর্শনপ্রতিষেধাদনুপাস্যত্বমিতি চেৎ—যস্য আত্মনঃ প্রবেশ উক্তঃ, তস্যৈব দর্শনং বার্য্যতে, "তং ন পশ্যন্তি" ইতি প্রকৃতোপাদানাৎ। তস্মাদাত্মনোঽনুপাস্যত্বমিতি চেৎ ; ন ; অকৃৎস্নত্বদোষাৎ ; দর্শনপ্রতিষেধোঽকৃৎস্নত্বদোষাভিপ্রায়েণ, নাত্মোপাস্যত্বপ্রতিষেধায় ; প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্টত্বেন বিশেষণাৎ। আত্মনশ্চেদনুপাস্যত্বমভিপ্রেতম্, প্রাণনাদ্যেকৈকক্রিয়াবিশিষ্টস্যাত্মনোঽকৃৎস্নত্ববচনমনর্থকং স্যাৎ—"অকৃৎস্নো হ্যেষোঽত একৈকেন ভবতি" ইতি। অতোঽনেকৈকবিশিষ্টস্ত্বাত্মা কৃৎস্নত্বাদুপাস্য এবেতি সিদ্ধম্। ৩৪

যত্বাত্মশব্দস্যেতি-পরঃ প্রয়োগঃ, আত্মশব্দ-প্রত্যয়য়োরাত্মতত্ত্বস্য পরমার্থতোঽবিষয়ত্বজ্ঞাপনার্থম্; অন্যথা "আত্মানমুপাসীত"ইত্যেবমবক্ষ্যৎ। তথাচার্থাত্মনি শব্দ-প্রত্যয়াবনুজ্ঞাতৌ স্যাতাম্; তচ্চানিষ্টম্ "নেতি নেতি" "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" "অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। যত্তু "আত্মানমেব লোকমুপাসীত"ইতি, তদ্ অনাত্মোপাসনপ্রসঙ্গনিবৃত্তিপরত্বান্ন বাক্যান্তরম্। ৩৫

অনির্জ্ঞাতত্বসামান্যাদাত্মা জ্ঞাতব্যোঽনাত্মা চ। তত্র কস্মাদাত্মোপাসন এব যত্ন আস্থীয়তে—"আত্মেত্যেবোপাসীত"ইতি, নেতরবিজ্ঞানে, ইতি। অত্রোচ্যতে—তদেতদেব প্রকৃতং পদনীয়ং গমনীয়ং, নান্যৎ· অস্য সর্ব্বস্যেতি নির্দ্ধারণার্থা ষষ্ঠী; অস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্নিত্যর্থঃ। যদয়মাত্মা যদেতদাত্মতত্ত্বম্; কিং ন বিজ্ঞাতব্যমেবান্যৎ? কিং তর্হি? জ্ঞাতব্যত্বেঽপি ন পৃথগ্জ্ঞানান্তরমপেক্ষতে আত্মজ্ঞানাৎ। কস্মাৎ? অনেনাত্মনা জ্ঞাতেন, হি যস্মাদেতৎ সর্ব্বমনাত্মজাতম্ অন্যৎ যৎ তৎ সর্ব্বং সমস্তং বেদ জানাতি। নন্বন্যজ্ঞানেনান্যৎ ন জ্ঞায়তে? ইতি, অস্য পরিহারং দুন্দুভ্যাদিগ্রন্থেন বক্ষ্যামঃ। ৩৬

কথং পুনরেতৎ পদনীয়মিতি? উচ্যতে—যথা হ বৈ লোকে, পদেন—গবাদি-খুরাঙ্কিতো দেশঃ পদমিত্যুচ্যতে, তেন পদেন, নষ্টং বিবিৎসিতং পশুং পদেনান্বিষ্যমাণোঽনুবিন্দেত লভেত, এবমাত্মনি লব্ধে সর্ব্বমনুলভত ইত্যর্থঃ। নন্বাত্মনি জ্ঞাতে সর্ব্বমন্যজ্জ্ঞায়ত ইতি জ্ঞানে প্রকৃতে, কথং লাভোঽপ্রকৃত উচ্যতে? ইতি; ন; জ্ঞান-লাভয়োরেকার্থত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। আত্মনো হ্যলাভোঽজ্ঞানমেব; তস্মাজ্জ্ঞানমেবাত্মনো লাভঃ, ন অনাত্মলাভবদপ্রাপ্তপ্রাপ্তিলক্ষণ আত্মলাভঃ, লব্ধৃ-লব্ধব্যয়োর্ভেদাভাবাৎ। যত্র হি আত্মনোঽনাত্মা লব্ধব্যো ভবতি, তত্রাত্মা লব্ধা, লব্ধব্যোঽনাত্মা। স চাপ্রাপ্ত উৎপাদ্যাদিক্রিয়াব্যবহিতঃ, কারকবিশেষোপাদানেন ক্রিয়াবিশেষমুৎপাদ্য লব্ধব্যঃ। স তু অপ্রাপ্তপ্রাপ্তিলক্ষণোঽনিত্যঃ, মিথ্যাজ্ঞানজনিতকামক্রিয়াপ্রভবত্বাৎ, স্বপ্নে পুত্রাদিলাভবৎ। অয়ন্তু তদ্বিপরীত আত্মা। ৩৭

আত্মত্বাদেব নোৎপাদ্যাদিক্রিয়াব্যবহিতঃ। নিত্যলব্ধস্বরূপত্বেঽপি সতি অবিদ্যামাত্রং ব্যবধানম্; যথা গৃহ্যমাণায়া অপি শুক্তিকায়া বিপর্য্যয়েণ রজতাভাসায়া অগ্রহণং বিপরীতজ্ঞানব্যবধানমাত্রম্, তথা গ্রহণম্ জ্ঞানমাত্রমেব, বিপরীতজ্ঞানব্যবধানাপোহার্থত্বাজ্জ্ঞানস্য; এবমিহাপি আত্মনোঽলাভঃ অবিদ্যামাত্রব্যবধানম্; তস্মাদ্বিদ্যয়া তদপোহনমাত্রমেব লাভঃ,

নাভিব্যক্তনামানামবিক্রোধবৃত্ত্য] বীজভিন্নাদিবাক্যবৎকার্য্য ব্যাকরোতি—রূপেণত্যা-মিনা। ইতি-শব্দাহুপবিষ্টাৎ যবেতাদ্য যবতঃ। আবর্ত্তিতস্তাত্র বিবক্ষিতা, আবিনাবীদৃক্‌-রূপন্যায়ভিন্নবিত্তাদিতি বইত্যাদ্ ॥ ১৷৪৷৭॥

ভাষ্যানুবাদ। 'তদ্বেদম্‌' ইত্যাদি। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ বীজাবস্থায়—কারণরূপে অব্যক্তাবস্থায় বিদ্যমান ছিল; এই জন্যই—তৎকালে পরোক্ষ ছিল বলিয়াই অপ্রত্যক্ষবাচক সর্ব্বনাম 'তৎ' শব্দে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। অব্যাকৃত অবস্থায় অবস্থিত ভবিষ্যৎ জগৎ তখনও অতীত কালের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকায় [তাহার পরোক্ষতা-প্রধান যুক্তিযুক্ত হইয়াছে]। বিষয়টি যাহাতে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, সেই জন্য ঐতিহ্যবোধক (পুরাবৃত্তবোধক) 'হ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কেন না, 'যুধিষ্ঠির নামে একজন রাজা ছিলেন' এই কথা বলিলে যেমন ঐতিহাসিক রূপে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তেমন 'তৎকালে এইপ্রকার ছিল' বলিলে, জগতের বীজাবস্থাটী পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। 'ইদম্‌' শব্দেও যথোক্তপ্রকার সাধ্য-সাধনাত্মক (কার্য্য-কারণভাবাপন্ন) অভিব্যক্ত নাম-রূপাত্মক জগতের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখানে জগতের পরোক্ষাবস্থাবোধক 'তৎ' শব্দ ও প্রত্যক্ষাবস্থা-বোধক (স্থূলাবস্থাবোধক) 'ইদং' শব্দের সামানাধিকরণ্য বা অভেদ নির্দ্দেশ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষাত্মক জগৎ ফলতঃ একই বস্তু, ভিন্ন নহে;—যাহা অব্যক্তাবস্থায় ছিল, তাহাই এখন ব্যক্তাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, এবং যাহা এই ব্যক্তাবস্থায় বর্ত্তমান আছে, তাহাই পূর্ব্বে অব্যক্তাবস্থায় বর্ত্তমান ছিল, (উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য কিছুমাত্র নাই)। ইহা ছাড়া, অসতের উৎপত্তি হয় না, আর সৎ—বর্ত্তমান কার্য্য বস্তুরও বিনাশ হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্তই অবধারিত হইল। ১

এবংবিধ জগৎ অব্যক্তাবস্থায় থাকিয়া [সৃষ্টির প্রারম্ভে] নাম-রূপাকারেই—নাম ও বিশেষ বিশেষ আকৃতিতে ব্যাকৃত হইল (অভিব্যক্ত হইল)। এখানে 'ব্যাক্রিয়ত' ক্রিয়াপদটীর কর্ম্ম-কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ (*) থাকায় বুঝিতে

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ কার্য্যমাত্রেরই স্বতন্ত্র কর্ত্তা ও কর্ম্ম থাকে, কর্ত্তা উপযুক্ত সাধনের সাহায্যে ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকে; কিন্তু যেখানে কার্য্যটিকে অনায়াসসাধ্য বুঝাইবার জন্য কর্ম্মকেই কর্ত্তার স্থানবর্ত্তী করিয়া কর্ত্তৃরূপে ব্যবহার করা হয়, তাহাকে

হইবে যে, সেই জগৎ নিজেই—আপনিই ব্যক্তীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল,—অর্থাৎ নাম ও রূপ-বিশেষে প্রতীত হইবার উপযুক্ত অবস্থায় স্পষ্টরূপে ব্যক্তীভূত হইয়াছিল। বিনা হেতুতে যখন কার্য্য হইতে পারে না; তখন [উল্লেখ না থাকিলেও] কার্য্য নিয়ামক (অধ্যক্ষ) কর্ত্তা, করণব্যাপারাদি আবশ্যকীয় কারণ-সমূহের সদ্ভাব ধরিয়া লইতে হইবে। [এখন অভিব্যক্তির স্বরূপ বলিতেছেন,—] 'অসৌ-নামা' 'ইদংরূপঃ' অর্থাৎ দেবদত্ত বা যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি যাহার নাম এবং এই দৃশ্যমান শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণ যাহার রূপ, তাদৃশ নাম-রূপ-বিশিষ্ট। এখানে সাধারণভাবে 'অসৌ' এই সর্ব্বনাম শব্দ থাকায় নামমাত্রেরই গ্রহণ করিতে হইবে, আর 'ইদং-রূপঃ' স্থলেও 'ইদং' শব্দ থাকায়, জগতে যত রকম রূপ আছে, তৎসমস্তই বুঝিতে হইবে। সেই এই আলোচ্য অব্যাকৃত বস্তুটি বর্ত্তমান সময়েও (আধুনিক সৃষ্টিকালেও) নাম-রূপ দ্বারা ব্যাকৃত হইয়া থাকে—ইহা 'অমুক-নামক' ও 'অমুক আকৃতিবিশিষ্ট'। ২

যে তত্ত্বপ্রতিপাদনের জন্য সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের আরম্ভ, যতাবসিত অবিদ্যা দ্বারা যাহার উপর কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আরোপিত হইয়াছে, যিনি সমস্ত জগতের কারণ, স্বচ্ছ সলিল হইতে যেরূপ জলীয় মলস্বরূপ ফেন সমুদ্গত হয়, তেমনি স্বরূপভূত নাম ও রূপ যাঁহা হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং যিনি স্বরূপতঃ উক্ত নাম ও রূপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ—নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাব, সেই তিনিই আত্মভূত নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়া কর্ম্ম-ফলাশ্রয় এবং ক্ষুধা-পিপাসাদি-সম্পন্ন ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত দেহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩

প্রশ্ন হইতেছে যে, ভাল, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—'অব্যাকৃত জগৎ আপনা হইতেই ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে; এখন আবার এ কথা বলা হইতেছে কি প্রকারে যে, পরমাত্মাই অব্যাকৃত জগৎকে ব্যাকৃত করিয়া তন্মধ্যে

কর্ম্ম কর্তৃবাচ্য প্রয়োগ বলে; ফল কথা, যে প্রয়োগে কর্ত্তার স্পষ্ট প্রতীতি থাকে না, কর্ম্মেরই কর্ত্তৃত্ব মনে হয়, তাহাই কর্ম্মকর্ত্তৃ-প্রয়োগ। যেমন 'ছিদ্যতে বৃক্ষঃ স্বয়মেব' অর্থাৎ বৃক্ষটি আপনিই যেন কাটা হইতেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তা ও সাধনাদি না থাকিলে কোথাও কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না; জগতের অভিব্যক্তিতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই; এই জন্যই ভাষ্যকার 'সামর্থ্যাৎ নিয়ন্তৃ' ইত্যাদি কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। পরমেশ্বর জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে অনায়াসে জগৎসৃষ্টি সম্পন্ন করিয়াছিলেন; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের জন্য কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

প্রবেশ করিলেন? না—এ কথা দোষাবহ হইতেছে না; কারণ, সেখানে পরমাত্মাকেই অব্যাকৃত জগৎস্বরূপে প্রতিপাদন করা শ্রুতির অভিপ্রেত; এইজন্যই [ঐরূপ বলা হইয়াছে] আমরাও পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, অব্যাকৃত জগৎ যে স্বয়ংই ব্যাকৃত হইয়াছে, তাহাতেও জগতের নিয়ন্তা, কর্ত্তা, ক্রিয়াসাধন প্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্ত কারণেরই সদ্ভাব স্বীকার করিতে হইবে, (নচেৎ কার্য্যই জন্মিতে পারে না)। বিশেষতঃ 'ইদং' শব্দের সহিত 'অব্যাকৃত' শব্দের সামানাধিকরণ্যও (অভেদ নির্দ্দেশও) এ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছে, অর্থাৎ এই দৃশ্যমান (ব্যক্ত) জগতে যেরূপ নিয়ন্তা (পরিচালক) প্রভৃতি বহুবিধ বিশিষ্ট কারকাদির সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই অব্যাকৃত জগৎ-সম্বন্ধেও এ সমস্ত নিয়ন্ত্রাদির সদ্ভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিশেষ যে, একটি ব্যাকৃত (ব্যক্ত), আর অপরটি অব্যাকৃত (অব্যক্ত)। তাহার পর বক্তার ইচ্ছানুসারে এরূপ কর্ত্তৃহীন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—'গ্রাম আসিয়াছে' (গ্রামস্থ লোক আসিয়াছে), এবং 'গ্রাম শূন্য হইয়াছে' (গ্রামে লোকের বাস নাই), ইত্যাদি স্থলে গ্রাম-শব্দে কখনও কেবল বসতি মাত্র অর্থের বিবক্ষায় অর্থাৎ গ্রামে লোকের বাস নাই, এইরূপ অর্থ প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে 'গ্রামঃ শূন্যঃ' এইরূপ শব্দ-ব্যবহার হইয়া থাকে, কখনও বা গ্রাম-বাসী লোককে লক্ষ্য করিয়া 'গ্রামঃ আগতঃ' এইরূপ শব্দ-প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, কখনও বা গ্রামবাসী লোক ও তাহাদের বসতি, এতদুভয় অর্থকেই লক্ষ্য করিয়া 'গ্রাম' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে; যথা,—'গ্রামং চ ন প্রবিশেৎ' অর্থাৎ 'এ গ্রামে প্রবেশ করিবে না'; [এখানে গ্রামে বাস ও গ্রামবাসী জনের সংসর্গ, উভয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে]; তেমনি এখানেও ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত জগতের অভেদবিবক্ষায় আত্মস্বরূপে, আর ভেদবিবক্ষায় অনাত্মস্বরূপেও ব্যবহার হইয়া থাকে; 'সেই এই জগৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল', এইবাক্যে আবার কেবলই জগতের (জড়ভাবের) নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। সেইরূপ, 'আত্মা মহান্ ও অজ (জন্মরহিত)', 'স্থূলও নহে, অণুও নহে' 'এই আত্মা বস্তুটি ইহা নহে ইহা নহে' ইত্যাদি স্থলে শুধু আত্মারই স্বরূপোল্লেখ হইয়া থাকে। ৪

এখন আপত্তি হইতেছে যে, পরমাত্মা কর্ত্তৃক ব্যাকৃত (ব্যক্তীভাবাপন্ন) এই জগৎ যখন তাঁহা দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তখন তাঁহাকেই আবার ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে কি

প্রকারে ? কেন না, অপ্রবিষ্ট স্থানেই কোনও পরিচ্ছিন্ন পদার্থ প্রবেশ করিতে পারে ; যেমন লোকে গ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে ; কিন্তু আকাশ ত কখনও কোথাও প্রবেশ করিতে পারে না ; কারণ, তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্তই আছে। যদি বল, পাষাণমধ্যগত সর্পাদির ন্যায় অন্য কোনরূপেও তাঁহার প্রবেশ হইতে পারে অর্থাৎ যদি বল যে, পরমাত্মা স্বীয় ব্যাপকরূপে প্রবেশ করেন নাই ; তবে কি ? না, তাহার মধ্যগত থাকিয়াই অন্য কোনও প্রকারে প্রকটিত হইয়া থাকেন ; এই জন্যই তাঁহাকে 'প্রবিষ্ট' বলিয়া আরোপ করা হইয়া থাকে মাত্র ; পাষাণের ভিতরে যেমন পাষাণের সঙ্গে সঙ্গেই সর্পের আবির্ভাব হয় অথবা নারিকেলের মধ্যে যেমন সঙ্গে-সঙ্গে জল উৎপন্ন হয়, ইহাও তদ্রূপ। না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'তাহা সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন', ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, স্বয়ং তিনিই অবিকৃতভাবে অর্থাৎ অন্য কোনও রূপান্তর গ্রহণ না করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, পরে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। যেমন 'ভোজন করিয়া গমন করিতেছে' বলিলে পূর্ব্বকালবর্ত্তী ভোজনক্রিয়া ও পরবর্ত্তী গমন-ক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর পার্থক্য প্রতীত হইলেও কর্ত্তার পার্থক্য-প্রতীতি হয় না, (পরন্তু একই কর্ত্তার প্রতীতি হয় , এখানেও ঠিক তদ্রূপ ব্যবস্থা হইতে পারে ; কিন্তু প্রবিষ্ট বস্তুর অবস্থান্তরোৎপত্তি স্বীকার করিলে ইহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আর নিরবয়ব ও অপরিচ্ছিন্ন কোন পদার্থের যে, এক স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য স্থানের সহিত সংযোগাত্মক প্রবেশ, তাহাত কোথাও দেখা যায় না; [অতএব নিরবয়বের প্রবেশের কথা কোন মতেই উপপন্ন হইতে পারে না]।৫

যদি বল, শ্রুতিতে যখন প্রবেশের কথা আছে, তখন তিনি সাবয়বই বটে ; না,—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, 'পুরুষ দিব্য ও অমূর্ত্ত (নিরবয়ব),' 'নিষ্ক্রিয় ও নিরংশ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে এবং সর্ব্ববিধ বর্ণ-প্রতিষেধক শ্রুতি হইতেও [তাঁহার নিরবয়বত্ব প্রমাণিত হয়]। যদি বল, সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বের যেরূপ জলাদিতে প্রবেশ দৃষ্ট হয়,ইহারও তদ্রূপ প্রবেশ কল্পনা করা যাইতে পারে ; না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, কোন বস্তুর সহিতই তাহার বিপ্রকর্ষ বা ব্যবধান উপপন্ন হয় না, [অথচ ব্যবধান না থাকিলেও একের মধ্যে অপরের প্রবেশ সম্ভবপর হইতে পারে না]। [স্থান-

ব্যবধান না থাকিলেও] দ্রব্যের মধ্যে যেরূপ গুণের প্রবেশ হয়, ব্রহ্মেরও সেরূপ প্রবেশ হইতে পারে? না,—তাহাও হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম ত গুণের ন্যায় কোথাও আশ্রিত নহে; গুণ-পদার্থ নিত্যই পরাধীন (দ্রব্যের অধীন) ও দ্রব্যাশ্রিত; সুতরাং দ্রব্যের মধ্যে তাহার প্রবেশ-ব্যবহার উপপন্ন হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র অর্থাৎ অ-পরাধীন ব্রহ্মের সম্বন্ধে ত সেরূপ প্রবেশ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আর ফলের মধ্যে বীজ প্রবেশের ন্যায় যে, প্রবেশ বলিবে; তাহাও নহে; কারণ, তাহা হইলে, ফলের ন্যায় ব্রহ্মেরও সাবয়বত্ব, বৃদ্ধি, হ্রাস, উৎপত্তি ও বিনাশাদি ধর্মের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে; প্রকৃতপক্ষে ত ঐ সমস্ত ধর্মের সহিত ব্রহ্মের কস্মিন্‌কালেও সম্বন্ধ নাই; কারণ, তাহা হইলে 'তিনি 'জন্মরহিত ও মরণহীন' ইত্যাদি শ্রুতি ও যুক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় (১)। আর যদি বল—অন্য কোনও পরিচ্ছিন্ন সংসারী জীবই ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, (ব্রহ্ম নহে); না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, 'সেই এই দেবতা (পরমাত্মা) ঈক্ষণ করিলেন' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'নাম ও রূপ ব্যাকৃত করিব' এই পর্য্যন্ত শ্রুতিতে সেই পরমেশ্বরেরই সৃষ্টিমধ্যে প্রবেশ ও অভিব্যক্তি কার্য্যে কর্তৃত্ব উপপাদিত আছে। সেইরূপ 'তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন', 'তিনি এই সীমা বিদীর্ণ করিয়া, ইহা দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন', 'সুধস্বভাব ব্রহ্ম সমস্ত রূপ আকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া এবং পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ করিয়া, সেই সেই নামের উল্লেখ পূর্ব্বক অবস্থান করেন', 'তুমি কুমার, অথবা কুমারী, তুমি জীর্ণ (বৃদ্ধ) হইয়া দণ্ড দ্বারা গমন করিয়া থাক', 'প্রথমে দ্বিপদ সৃষ্টি করিলেন,' 'তিনি বিভিন্ন বস্তুতে [প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে

(১) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মের বৃদ্ধি-ক্ষয়াদি ধর্ম্ম স্বীকার করিলে যে, শ্রুতি-বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা "অজঃ অজরঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। যুক্তি-বিরোধ এইরূপ—ব্রহ্ম যদি ধর্ম্মী হন, আর ক্ষয়, বৃদ্ধি প্রভৃতি যদি তাঁহার ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ ধর্ম্মগুলি ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, কি অভিন্ন? ভিন্ন হইলে ত অদ্বৈতত্ব থাকে না, আর অভিন্ন হইলেও উহাদের উচ্ছেদের সঙ্গে ব্রহ্মেরই উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয়; কাজেই ঐ জাতীয় ধর্ম্মগুলিকে ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করা যায় না; অতএব ব্রহ্মসম্বন্ধে ঐরূপ ধর্ম্ম স্বীকার করা যুক্তি-বিরুদ্ধ হয়; অতএব ব্রহ্মের বৃদ্ধি ক্ষয়াদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধ, এবং তন্নিবন্ধন সাবয়বত্ব কল্পনা করা সঙ্গত হইতে পারে না।

প্রকাশ পাইলেন]' এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহারো প্রবেশ হয় নাই। আপত্তি হইতে পারে যে,প্রবিষ্টদের মধ্যে যখন পরস্পর পার্থক্য বা প্রভেদ রহিয়াছে, তখন প্রবিষ্ট পরমাত্মারও বহুত্ব হইয়া পড়ে ? তদুত্তরে বলি যে, না, তাহা হয় না; কারণ, 'একই দেবতা (পরমাত্মা) বহুরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন' 'তিনি এক হইয়াও বহু প্রকারে বিচরণ করিতেছেন', 'তুমি বহুতে প্রবেশ করিয়াও একই আছ' 'একই, দেব (পরমাত্মা) সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছেন, এবং তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা' ইত্যাদি শ্রুতিতে [তাঁহার একত্বই ব্যবস্থিত হইয়াছে]। ৭

আচ্ছা, প্রবেশ উপপন্ন হয়, কি না হয়, সে কথা থাকুক; প্রবিষ্টমাত্রই যখন সংসারী, এবং পরমাত্মাও যখন সেই সমস্ত সংসারী হইতে ভিন্ন নহে, তখন পরমাত্মারও নিশ্চয়ই সংসারিত্ব হইতে পারে ? এ কথা যদি বল, তদুত্তরে বলি যে, না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতিতে তাঁহাকে অশনায়াদি (ভোজনেচ্ছা প্রভৃতি) ধর্ম্মশূন্য বলা হইয়াছে। যদি বল যে, জীবের যখন সুখ-দুঃখাদি সমস্ত প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন তিনি অশনায়াদির অতীত হইতে পারেন না; না,—সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, শ্রুতিতে আছে—'তিনি (আত্মা) লোক-দুঃখে (সংসারদুঃখে) লিপ্ত হন না'; 'তিনি এ সমস্তের অতীত'। যদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া শ্রুতির কথা যুক্তিসঙ্গত নহে; না, সে কথাও বলা চলে না; কারণ, আত্মার অভিব্যক্তি-ক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ উপাধির বৈচিত্র্যই প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বিষয় হয়, [কিন্তু আত্মা হয় না]; কেন না, 'দৃষ্টি'র দ্রষ্টাকে (জ্ঞানের প্রকাশককে) দর্শন করিতে পার না'। 'অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?', 'তিনি অন্যের অবিজ্ঞাত, অথচ স্বয়ং বিজ্ঞাতা' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের বিষয় আত্মা নহে, তবে কি ? না, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিতে প্রতিফলিত যে আত্মপ্রতিবিম্ব, তাহাই 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' ইত্যাদি প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় বা বিজ্ঞেয়, (কিন্তু আত্মা তাহার বিষয় নহে); কারণ, 'অয়ম্ অহম্' (ইহা আমি) ইত্যাদি স্থলে বিষয়ের (অয়ং-পদবাচ্য জ্ঞেয় পদার্থের) সহিত বিষয়ীর (বিজ্ঞাতা আত্মার) সামানাধিকরণ্য বা অভেদ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষতঃ 'ইহা ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি শ্রুতিতে দ্বিতীয় আত্মার নিষেধও

রহিয়াছে (১)। বিশেষতঃ হস্তপদাদি দেহাবয়বে সুখ-দুঃখের প্রতীতি হয় বলিয়াও সুখ-দুঃখকে বিষয়ের (অনাত্মপদার্থের) ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে (২)। ৭

যদি বল, 'আত্মার তৃপ্তি সাধনের জন্যই [সমস্ত বিষয় প্রিয় হইয়া থাকে]' ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন আত্মতৃপ্তিকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে, তখন আত্মার সুখ-দুঃখ নাই, এ কথাটা যুক্তিযুক্ত হয় না; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, 'যে সময় অজ্ঞেরই মত হয় আত্মা হইতে আপনাকে যেন ভিন্ন বলিয়াই মনে করে' ইত্যাদি শ্রুতিতে অবিদ্যাসম্বলিত আত্মাকেই উল্লিখিত কামনার ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; বিশেষতঃ 'তখন (যখন ব্রহ্মাত্ম বোধ উপস্থিত হয়, তখন) কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে?' 'এ জগতে কিছুই নানা (ব্রহ্ম ভিন্ন) নাই' '[মুমুক্ষু যখন] সর্বত্র একত্ব দর্শন করেন, তখন তাঁহার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?' ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানদশায় সুখ-দুঃখাদির সদ্ভাব নিষিদ্ধই হইয়াছে; কাজেই সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে আত্মার ধর্ম বলা যায় না। ৮

যদি বল, তর্কশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া, ইহা যুক্তি-যুক্ত নহে; না, তাহাও বলা যায় না; কারণ, যুক্তি দ্বারাও আত্মার সুখ-দুঃখাদি সম্বন্ধ উপপন্ন হইতে পারে না। কেন না, প্রত্যক্ষের অপর্যা

---

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ জ্ঞাতা হয় বিষয়ী, আর জ্ঞেয় বস্তু হয় বিষয়। বেদান্তমতে জ্ঞানই আত্মা; সুতরাং আত্মাকেই বিষয়ী বলা যায়। অহম্ অহম্ স্থলে, 'অহং' পদের অর্থ—প্রত্যক্ষযোগ্য অনাত্মবস্তু; সুতরাং তাহা আরোপাবিভূত বুদ্ধি প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; আর 'অহং' পদের অর্থ আত্মা; জ্ঞান ও জ্ঞেয় এবং আত্মা ও অনাত্মা স্বভাবতঃ ভিন্ন, কিন্তু তথাপি ব্যবহারক্ষেত্রে বিষয় (অনাত্ম) 'অহং' পদার্থের সহিত বিষয়ীর (আত্মার) অভেদ আরোপ করা হইয়া থাকে। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় শুদ্ধ আত্মা নহে; পরন্তু বুদ্ধিরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত যে আত্ম-চৈতন্য, তাহাই উহার বিষয়; কাজেই 'আমি সুখী দুঃখী' ইত্যাদি অনুভব দ্বারা বিশুদ্ধ আত্মার সুখ-দুঃখাদি সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে না।

(২) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ 'আমার হাতে দুঃখ, পায়ে দুঃখ, কিংবা মস্তকে দুঃখ, অথবা সুখ' ইত্যাদিরূপে দেহাবয়ব হস্তপদাদিতেই সুখ-দুঃখের প্রতীতি হইয়া থাকে; হস্তপদাদি যে অনাত্ম বস্তু—বিষয়, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই; সুতরাং উক্ত প্রকার প্রতীতি হইতেও জানা যায় যে, সুখ-দুঃখাদি ধর্মগুলি আত্মার নহে, পরন্তু অনাত্মা দেহাদিরই বটে, আত্মাতে তাহার আরোপ হয় মাত্র।

আত্মা কখনই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত দুঃখ দ্বারা বিশেষিত (দুঃখের বিশেষ্য) হইতে পারে না; কারণ, আত্মা কখনও লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। যদি বল, আকাশ অপ্রত্যক্ষ হইলেও যেমন প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য শব্দ তাহার গুণ বা ধর্ম হয়, তেমনি অপ্রত্যক্ষ আত্মাও প্রত্যক্ষ দুঃখের সহিত সম্বদ্ধ হইবে, বাধা কি? না, তাহা বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলেও এক বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না; কেন না, প্রত্যক্ষের বিষয় (প্রত্যক্ষ-যোগ্য) যে, সুখগ্রাহক জ্ঞান, [তোমার মতে] নিত্যানুমেয় আত্মা ত কখনই তাহার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মা যখন এক বৈ দুই নয়, তখন সেই আত্মাও ঐ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে (সেই আত্মাও বিষয়শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইলে) বিষয়ীরই (বিষয়-প্রকাশক—বিষয়গ্রাহকেরই) অভাব হইয়া পড়ে। আর যদি বল, দীপ যেমন নিজেই নিজের বিষয় ও বিষয়ী (প্রকাশ্য ও প্রকাশক) হয়, তেমনি আত্মাও নিজেই নিজের বিষয় ও বিষয়ী (জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা) হইবে; না, তাহাও বলিতে পার না, কারণ, একই সময়ে কাহারো বিষয়-বিষয়িভাব হইতে পারে না; বিশেষতঃ আত্মা যখন নিরংশ (নিরবয়ব), তখন অংশভেদেও যে, ঐরূপ বিষয়-বিষয়িভাব কল্পনা, তাহাও সঙ্গত হয় না (ক)। ৯

(ক) তাৎপর্য্য—তার্কিকগণ বলিয়া থাকেন যে, আত্মাতে চতুর্দ্দশ প্রকার গুণ আছে—"বুদ্ধ্যাদিষট্কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ॥" অর্থাৎ বুদ্ধি (জ্ঞান) সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ যত্ন (চেষ্টা), একত্বাদি সংখ্যা, মহৎ পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 'ভাবনা' নামক সংস্কার, (যাহার সাহায্যে জ্ঞাত বিষয় পুনঃ স্মৃতি-পথে উদিত হয়) ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই চতুর্দ্দশটি গুণ আত্মার স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। এখন আত্মাতে যদি সুখ-দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত তার্কিকসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব আত্মার সুখ-দুঃখাদি ধর্ম্মসদ্ভাব স্বীকার করাই উচিত। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—

যুক্তি দ্বারাও যখন আত্মার সুখ দুঃখাভাব প্রমাণ করা যাইতে পারে, তখন তাঁহাতে সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। একটি যুক্তি এই যে, সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষের বিষয়, আত্মা কিন্তু সাধারণ প্রত্যক্ষের অবিষয়, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের মধ্যে কখনও ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মা জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং তাহা বিষয়ী, আর আত্মগুণ সুখ-দুঃখ হইল তাহার বিষয়; দীপ যেমন কথঞ্চিৎ নিজেই নিজকে প্রকাশিত করে বলিয়া বিষয়ও বটে, এবং বিষয়ীও বটে; আত্মার পক্ষে কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা হইতে

উপরে যে সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তাহা দ্বারা [বৌদ্ধমতে] বিজ্ঞানের যে, গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব, তাহাও খণ্ডিত হইল, এবং প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত দুঃখ আর অনুমানের বিষয়ীভূত আত্মার যে, গুণ-গুণিভাব-কল্পনা, তাহাও নিরস্ত হইল; কারণ, দুঃখ-পদার্থ নিত্যই প্রত্যক্ষের বিষয়, অধিকন্তু দৈহিক রূপাদির সহিত একাধিকরণে একই দেহে) প্রতীত হইয়া থাকে; [সুতরাং রূপাদি যেমন আত্মার গুণ নহে, তেমনি দুঃখও আত্মার গুণ হইতে পারে না]। আর আত্মাতে দুঃখ যদি মনঃসংযোগজনিতও হয়, তাহা হইলেও আত্মাতে সাবয়বত্ব, বিকারিত্ব ও অনিত্যত্বাদি দোষ আসিয়া পড়ে; কারণ, কোথাও এমন কোনও গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা উৎপন্ন বা বিনষ্ট হইবার সময় স্বসম্বন্ধ সাবয়ব দ্রব্যকে কিছুমাত্রও বিকৃত করে না; আর যাহার অবয়ব নাই, সেই নিরবয়ব পদার্থকেও কোথায়ও বিকৃত হইতে, অথবা কোন নিত্য পদার্থকেও অনিত্য গুণবিশিষ্ট হইতে দেখা যায় না। বিশেষতঃ যাহারা আগমবাদী অর্থাৎ প্রধানতঃ শাস্ত্রপ্রামাণ্যমাত্রাবলম্বী, তাহারা ত আকাশকেও নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন না; অথচ এ বিষয়ে তদ্ভিন্ন আর উপযুক্ত দৃষ্টান্তও দেখা যায় না। আর যদি বল, বিকৃত হইলেও যখন তৎ-প্রত্যয়ের নিবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ 'এটা সেই বস্তুই বটে' এইরূপ জ্ঞান বিদ্যমানই থাকে, তখন উহা বিকারী হইলেও নিত্যই বটে; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, দ্রব্যের রূপান্তর না ঘটাইয়া কখনও কোনও বিকার হইতে পারে না; অর্থাৎ এরূপ কোথাও বিকার দেখা যায় না, যাহা দ্বারা বিকৃত দ্রব্যের রূপান্তর ঘটে না, পরন্তু উহাই বিকারের স্বভাব বা স্বরূপ। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, হউক না কেন সাবয়ব, তথাপি উহা নিত্য; তাহা হইলে অবয়বসমূহের পরস্পর সংযোগই যখন সাবয়ব পদার্থের কারণ, তখন নিশ্চয়ই সেই সমস্ত অবয়বের পুনর্ব্বার বিভাগও অবশ্যম্ভাবী [অবয়ব-বিভাগই ত সাবয়ব পদার্থের ধ্বংস বা বিনাশ, কাজেই সাবয়ব পদার্থের ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী]। যদি বল, বজ্রপ্রভৃতি কোন কোন সাবয়ব বস্তুতে যখন অবয়ব-সংযোগ দৃষ্ট হয় না, তখন সংযোগপূর্ব্বকত্ব নিয়মটি ঠিক

পারে না; কারণ, দীপ সাংশ বা সাবয়ব পদার্থ, তাহার পক্ষে একাংশে প্রকাশকত্ব আর অপরাংশে প্রকাশ্যত্ব হইতে পারে, কিন্তু আত্মা যখন নিরংশ পদার্থ, তখন তাহার পক্ষে একই সময় ঐরূপ বিষয়-বিষয়িভাব হইতে পারে না। ইত্যাদি।

অব্যভিচারী (সার্ব্বত্রিক) নহে; না, সে কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, বজ্রাদিও যে অবয়বসংযোগ হইতেই উৎপন্ন, তদ্বিষয়ে অনুমান করা যাইতে পারে; অতএব আত্মাতে কখনই দুঃখাদি অনিত্যগুণের সদ্ভাব উপপন্ন হইতে পারে না (১)। ১০

এখন আপত্তি হইতে পারে যে পরমাত্মাও যদি দুঃখী (দুঃখাশ্রয়) না হইলেন, এবং তদ্ভিন্ন অপর কাহাকেও যখন দুঃখী বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না তখন সেই দুঃখশান্তির জন্য শাস্ত্রারম্ভের ত কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না; না, এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, অবিদ্যাবশতঃ আত্মাতে দুঃখিত্বভ্রম অধ্যারোপিত হইয়াছে, তন্নিবৃত্তিই শাস্ত্রারম্ভের উদ্দেশ্য; যেমন [“দশমস্ত্বমসি” স্থলে] অজ্ঞানবশতঃ আত্মাতে কল্পিত দশমত্ব সংখ্যায় অপূরণ-ভ্রমনিবৃত্তির জন্য উপদেশের

(১) তাৎপর্য্য—এ স্থানে যে সমস্ত তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই জটিল এবং পৃথক্ ভাবে আলোচনার বিষয়, কিন্তু সেরূপ অবসর কোথায়? তাই দুই একটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার আভাস প্রদান করিতেছি—প্রথম কথা হইল, আমরা আত্মাতে যে সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি, তাহা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে; পরন্তু বিষয়-সম্বদ্ধ মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইতে সমুৎপন্ন; সুতরাং, উহা অনিত্য। এ কথার উত্তরে ভাষ্যকার বলিলেন—আচ্ছা, আত্মার সুখ-দুঃখাদি যদি মনঃসংযোগজন্যই হয়, তাহা হইলেও আত্মার ঐ সমস্ত গুণকে উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিতে হইবে। দেখিতে পাওয়া যায়, গুণ কখনও সাবয়ব ভিন্ন নিরবয়ব বস্তুতে থাকে না, এবং থাকাও সম্ভব হয় না। অবশ্য, বৈশেষিকগণ শব্দ-গুণাশ্রয় আকাশকেও নিরবয়ব বলেন; কিন্তু উপনিষৎ প্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্রে যখন পঞ্চভূতকেই উৎপন্ন (জন্য) পদার্থ বলিয়াছেন, তখন শাস্ত্রপ্রামাণ্যানুসারে আকাশকেও গুণাশ্রয়নিরবয়ব দ্রব্যরূপে দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে না। অতএব আত্মাতে সুখ-দুঃখ স্বীকার করিলেই সাবয়বত্বও স্বীকার করিতে হয়; অধিকন্তু, সাবয়ব দ্রব্যে যখনই কোনও গুণ উৎপন্ন হয়, অথবা তাহা হইতে অন্তর্হিত হয়, তখনই তাহার কিছু না কিছু বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে। অতএব আত্মার সুখ-দুঃখ স্বীকার করিলে বিকারিত্বও স্বীকার করিতে হয়; বিকারিত্ব স্বীকার করিলেই তাহার অনিত্যত্বও স্বীকার করিতে হয়। বিকারশীল সাবয়ব বস্তুমাত্রই কতকগুলি অবয়বের সংযোগে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহা হইলেই 'সংযোগাস্ত বিয়োগান্তাঃ' অর্থাৎ সংযোগের শেষ ফল হইতেছে—বিয়োগ; অবয়ব-বিয়োগই সাবয়ব পদার্থের নাশ। বজ্র প্রভৃতি যে সমস্ত সাবয়ব বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে নিত্য বলিয়া অবয়বসংযোগজাত নয় এইরূপ মনে হয়; বস্তুতঃ সাবয়বত্ব নিবন্ধন সে সমস্ত বস্তুকেও সংযোগজ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে; সুতরাং ঐ সমস্ত বস্তুও ইহার বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না।

আবশ্যক হয়, * তেমনি এখানেও আত্মাতে স্বীকৃত কল্পিত দ্বৈতদর্শন-নিবৃত্তির জন্যও শাস্ত্রান্তরের প্রয়োজন আছে। ১১

জলের মধ্যে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব যেরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্যাকৃত জগতের মধ্যেও যে, আত্মার প্রতিবিম্ববৎ উপলব্ধি বা প্রতীতি, তাহাই আত্মার প্রবেশ। জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে আত্মার উপলব্ধি ছিল না, পশ্চাৎ স্থূল কার্য্য সৃষ্ট হইলে পর, বুদ্ধির অভ্যন্তরে তাহার উপলব্ধি হইল; এই কারণেই জলাদির মধ্যে সূর্য্যাদি-প্রতিবিম্বের ন্যায় কার্য্যস্বরূপ জগৎসৃষ্টির পর, তিনি তন্মধ্যে প্রবিষ্টবৎ অনুভূত হন বলিয়া শ্রুতিতে নির্দ্দেশ রহিয়াছে,—'তিনি ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন', 'তাহা (জগৎ) সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন', 'তিনি এই সীমা বিদীর্ণ করিয়া ইহা দ্বারাই প্রাপ্ত হইলেন', 'সেই দেবতা (পরমেশ্বর) আলোচনা করিলেন,—ভাল, আমি এই জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতার (তেজঃ, জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক [নাম ও রূপ বিস্তার করিব]' ইত্যাদি। [প্রবেশ শব্দের যেরূপ অর্থ বলা হইল, সেরূপ না হইলে,] সর্ব্বব্যাপী ও নিরবয়ব আত্মার দিক্, দেশ ও কালের সংযোগ-বিয়োগাত্মক প্রবেশ কখনও উপপন্ন হইতে পারে না। আর প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার অতিরিক্ত যে কেহ দ্রষ্টা আছেন, তাহাও নহে; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'ইহার অতিরিক্ত আর কেহ দ্রষ্টা নাই', 'ইহার অতিরিক্ত আর কেহ শ্রোতা নাই' ইত্যাদি; এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এবং সৃষ্ট জগতে

(*) তাৎপর্য্য—দশজন লোক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বাহিরে যাইতে পথে একটি ক্ষুদ্র নদী পাইল; নদীটি সন্তরণের সাহায্যে পার হইলে পর, তাহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, আমরা ঠিক দশ জনই পার হইতে পারিয়াছি? কিংবা কেহ নদীতে ডুবিয়া গিয়াছে? তখনই গণনা আরম্ভ হইল। সকলেই অদ্ভুত পণ্ডিত! প্রত্যেকেই গণিবার সময় আপনাকে বাদ দিয়া গণিতে আরম্ভ করিল; সুতরাং নয় জনের বেশী লোক আর কিছুতেই হইল না, তখন তাহারা স্থির করিল যে, আমাদের দশম লোকটি নিশ্চয়ই জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। সকলেই দশম ব্যক্তির শোকে কাঁদিয়া আকুল। অপর একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের দুরবস্থা দর্শনে কাতর হইয়া বলিলেন যে, তোমরা পুনর্ব্বার গণনা করিয়া দেখ, দশম মরে নাই; তখন তাহাদের একজন লোক পূর্ব্ববৎ গণনা করিতে করিতে যেই নবম পর্য্যন্ত গণনা করিল, তখনই সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেন যে, 'দশমস্ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই সেই দশম; তখন তাহাদের দশম সংখ্যার অপূরণভ্রম বিদূরিত হইল।

ব্রহ্মের প্রবেশবোধক যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য আছে, সে সমস্তের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—ব্রহ্মকে উপলব্ধি-গোচর করান; কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্মোপলব্ধিই পুরুষার্থ (পুরুষের মুখ্য প্রয়োজন) বলিয়া শ্রুত হয়,—'আত্মাকেই জানিবে', 'সেই ব্রহ্মোপলব্ধির ফলে সর্বাত্মক হইয়াছিলেন', 'ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন,' 'সেই যে কেহ পরমাত্মাকে অবগত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান', 'আচার্য্যবান্ পুরুষ (জিজ্ঞাসু ব্যক্তি) তাঁহাকে জানেন,' 'তাঁহার (ব্রহ্মদর্শীর) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব' ইত্যাদি; এবং 'তাহার পর আমাকে যথাযথরূপে অবগত হইয়া পশ্চাৎ আমাতে (ব্রহ্মে) প্রবেশ লাভ করেন,' 'তাহাই (জ্ঞানই) সর্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ, এবং যাহা হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে', ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও [জানা যায় যে, ব্রহ্মোপলব্ধিই প্রধান পুরুষার্থ বা তৎসাধন] সৃষ্ট্যাদি বাক্যের যে, অদ্বৈতজ্ঞান-সমুৎপাদনেই তাৎপর্য্য, তাহা ভেদদর্শনের নিন্দা হইতেও প্রতিপন্ন হয়। অতএব, সৃষ্ট জগতে তাঁহার উপলব্ধিই 'তাঁহার প্রবেশ' বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। ১২

'আ নখাগ্রেভ্যঃ'—নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আত্ম-চৈতন্য অনুসৃত হইয়া থাকে। আত্মা ইহা সেখানে কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইল, তাহা বলিতেছেন—জগতে ক্ষুর যেমন ক্ষুরধানে—ক্ষুর যাহাতে রাখা হয়, তাহার নাম ক্ষুরধান—নাপিতের যন্ত্রাধার; ক্ষুর যেমন সেই ক্ষুরধানের মধ্যে নিবেশিত থাকে, অথবা বিশ্বম্ভর—অগ্নি, জগৎকে পোষণ করে বলিয়া অগ্নির নাম বিশ্বম্ভর; কুলায় অর্থ—নীড় বাসস্থান); অর্থাৎ অগ্নি যেরূপ বিশ্বম্ভর-কুলায়ে—কাষ্ঠ প্রভৃতির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকে; কারণ, কাষ্ঠঘর্ষণ করিলেই তন্মধ্য হইতে অগ্নি প্রকাশ পাইয়া থাকে; ক্ষুর যেমন ক্ষুরধানের একাংশে অবস্থান করে, এবং অগ্নি যেমন সর্বতোভাবে কাষ্ঠকে ব্যাপিয়া তন্মধ্যে নিহিত থাকে, তেমনি আত্মাও এই দেহকে সামান্য-বিশেষভাবে অর্থাৎ আংশিকভাবে ও সর্বতোভাবে ব্যাপিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করে; কিন্তু সেই দেহমধ্যে যাস—প্রাণব্যাপার ও দর্শনাদি ক্রিয়া সহযোগেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে; এই জন্যই সেই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট প্রাণনাদি-ক্রিয়াবিশিষ্ট সেই আত্মাকে দর্শন করিতে পায় না। ১৩

ভাল, এখানে যখন দর্শনের কোন প্রসঙ্গই নাই, তখন 'তাহাকে দর্শন করে না' এই কথাটা ত অপ্রাপ্তপ্রতিষেধ হইল, অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তি সম্ভাবনা ছিল না, তাহারই নিষেধ করা হইল? না, ইহা দোষাবহ হয় না; কেন না,

সৃষ্টি-প্রভৃতি-প্রতিপাদক বাক্যগুলির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে—আত্মৈকত্বজ্ঞান সমুৎপাদন করা; সুতরাং আত্মদর্শন এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে; এই জন্যই মন্ত্রেতে আছে—'তিনি প্রত্যেক বস্তুতে পতিত হইয়া তত্তদ্রূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন; লোকের বুদ্ধিগম্য হইবার জন্যই ইহার সেই রূপটি অভিব্যক্ত হইয়াছে' ইত্যাদি। কেন যে, প্রাণনাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মারই দর্শন হয়, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—যে হেতু, প্রাণনাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট সেই আত্মা অকৃৎস্ন—সমস্ত নয়, [সেই হেতুই অসম্যকবুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে]; প্রাণনাদিবিশিষ্ট আত্মা যে, অসম্পূর্ণ কেন, তাহাও বলিতেছেন—আত্মা কেবল প্রাণন অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া করে বলিয়াই প্রাণ-নামে অভিহিত হইয়া থাকে [বুঝিতে হইবে যে,] শুধু প্রাণধারণ কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়াই অর্থাৎ আত্মা প্রাণন করে বলিয়াই প্রাণনামে অভিহিত হয়, কিন্তু অন্য ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বনিবন্ধন নহে; যেমন, যে ব্যক্তি ছেদন করে, তাহাকে 'লাবক' (ছেদক) বলে, আর যে লোক পাক করে, তাহাকে 'পাচক' বলে; ইহাও তদ্রূপ অতএব অপরাপর ক্রিয়ার কর্ত্তৃরূপে আত্মার অনুভূতি হয় না বলিয়াই ঐরূপ আত্মা অকৃৎস্ন বা অসম্পূর্ণ। ১০

সেইরূপ বদন-ক্রিয়া করে বলিয়া—বাক্যোচ্চারণ করে বলিয়া বাক্; দর্শন করে বলিয়া চক্ষুঃ, চক্ষুঃ অর্থ দর্শনকারী—দ্রষ্টা; 'শৃণ্বন্'—শ্রবণ করে বলিয়া শ্রোত্র। "প্রাণন্ এব প্রাণঃ," আর "বদন্ বাক্" এই দুই কথায় আত্মাতে ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি জ্ঞাপিত হইল। আর "পশ্যন্ চক্ষুঃ," ও "শৃণ্বন্ শ্রোত্রং" এই দুইটি কথায় জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব প্রদর্শন করা হইল; কেন না, নাম ও রূপ, এই দুইটীই জ্ঞানশক্তির বিষয় বা গ্রহণীয়। শ্রবণেন্দ্রিয় ও চক্ষু হইতেছে—বিজ্ঞানোৎপাদনের উপায়, আর বিজ্ঞান হইতেছে নাম ও রূপের সাধন অর্থাৎ শ্রোত্র ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রথমে অনুভবাত্মক জ্ঞান জন্মে, তাহার পর সেই বিজ্ঞানই আবার নাম ও রূপ, এই দুইটী বিষয় গ্রহণ করে। জগতে নাম ও রূপ ভিন্ন আর কিছু জ্ঞাতব্য পদার্থ নাই; সেই দুইটী বিষয় অনুভব করিতে হইলে চক্ষুঃ ও কর্ণ ভিন্ন আর কোনও সাধন বা উপায় নাই; কাজেই চক্ষুঃ ও কর্ণকে নাম-রূপবোধের সাধন বলা হইতেছে। তাহার পর, ক্রিয়ামাত্রই নাম-রূপের সাহায্যে নিষ্পাদিত হয়, এবং প্রাণই সেই ক্রিয়ার আশ্রয়; সেই প্রাণাশ্রিত ক্রিয়ার অভিব্যক্তিতেও (প্রকাশনেও) বাগিন্দ্রিয়ই কারণ; হস্ত, পদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (জননেন্দ্রিয়)

সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম; কেবল উপলক্ষণার্থ অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপে বাগিন্দ্রিয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। ইহাই যে ব্যাকৃতসমষ্টি বা সৃষ্টিসমষ্টি, তাহা 'ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম্ম' এই শ্রুতিতেও বলিবেন। এইরূপ 'মন্বানঃ'—মনন করে—তালমন্দ চিন্তা করে বলিয়া 'মনঃ' নামে অভিহিত হয়। যাহা দ্বারা মনন করা হয়, এইরূপ অর্থানুসারে সর্ব্ববিধ জ্ঞানসাধন অন্তঃকরণকেও 'মনঃ' বলা হইয়া থাকে; কিন্তু পুরুষ সেরূপ অর্থে 'মনঃ' শব্দবাচ্য নহে, পরন্তু তিনি নিজে মনন-কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া 'মনঃ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ১৫

[এই যে সমস্ত নাম উল্লিখিত হইল,] প্রাণাদি সেই সমস্ত নামই এই আত্মার কর্ম্ম-নাম, অর্থাৎ নিশ্চয়ই কর্ম্মানুযায়ী নাম, কিন্তু কোনটাই প্রকৃত শুদ্ধ আত্মবস্তুর বোধক নহে; আত্মা যথোক্তপ্রকার প্রাণনাদি ক্রিয়া ও ক্রিয়াজনিত প্রাণাদি নাম এবং তদনুরূপ রূপে অভিব্যক্ত হইলেও—সূচিত হইলেও, ঐ সমস্ত নাম দ্বারা প্রকৃত আত্মবস্তুর যথাযথ স্বরূপটি প্রকাশ পায় না। অতএব, যে লোক উক্ত প্রাণনাদি ক্রিয়াসমষ্টিরূপে গ্রহণ না করিয়া এক একটিকে—শুধু প্রাণ বা চক্ষু ইত্যাদি অংশ বিশিষ্টকে 'ইহাই আত্মা' বলিয়া মনে মনে উপাসনা করে—চিন্তা করে, কিন্তু সমস্ত ক্রিয়াবিশিষ্টের অনুসন্ধান করে না; বস্তুতঃ সে লোক ব্রহ্মকে জানে না। কারণ? যেহেতু ঐরূপ এক একটি মাত্র গুণযুক্ত আত্মা অকৃৎস্ন অর্থাৎ উক্ত প্রাণনাদি ক্রিয়াসমষ্টি হইতে পৃথগ্ভূত—এক একটিমাত্র বিশেষণে বিশেষিত আত্মা পূর্ণ আত্মা নহে; কারণ, অপর ক্রিয়াসমূদয়ের চিন্তা না থাকায় উহা আত্মার সম্পূর্ণ স্বরূপ হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, উপাসক যে পর্য্যন্ত এইরূপ—'দর্শনকর্ত্তা, শ্রবণকর্ত্তা ও স্পর্শকর্ত্তা' ইত্যাদি প্রকার স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি বা ক্রিয়াবিশিষ্টরূপে চিন্তা করেন, তিনি সে পর্য্যন্ত ঠিক যথার্থরূপে সম্পূর্ণ আত্মাকে জানিতে পারেন না। ১৬

ভাল, কিরূপে দর্শন করিলে আত্মাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'আত্মা'-রূপে [ব্যাপকরূপে দর্শন করিলেই জানিতে পারে]। ইতঃপূর্ব্বে যাহার সম্বন্ধে প্রাণাদি যে সমস্ত বিশেষণ বা কর্ম্মনাম উক্ত হইয়াছে, তিনিই সেই সমস্ত বিশেষণের ব্যাপক বলিয়া এখানে 'আত্মা' নামে অভিহিত হইতেছেন (১)। সেই আত্মা

(১) তাৎপর্য্য—'আত্মা' শব্দটি 'অত্' ধাতু হইতে 'মন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সমস্ত বিশেষণব্যাপী বলিয়া কৃৎস্ন—পূর্ণ। কেন না, তিনি স্বীয় স্বভাববলেই প্রাণাদি বিশেষ বিশেষ উপাধির ক্রিয়াকল্পিত সমস্ত বিশেষণ বা বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ; [কাজেই তিনি কৃৎস্ন বা পূর্ণ]। ইতঃপর, 'যেন ধ্যানই করেন, যেন স্পন্দন করেন', ইত্যাদি বাক্যেও এই কথাই বলা হইবে। অতএব, তাঁহাকে আত্মরূপেই উপাসনা করিবে ; ঐরূপ উপাসনা করিলেই যথার্থরূপে সম্পূর্ণ আত্মাকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আশঙ্কা হইতে পারে যে, ঐরূপ চিন্তা করিলেই আত্মার পূর্ণভাব গ্রহণ করা হয় কেন? সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত বলিতেছেন—যেহেতু, সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত শুদ্ধ বস্তুভূত এই আত্মাতে—জলে প্রতিফলিত সূর্য্যবিম্বসমূহ যেরূপ সূর্য্যে মিলিয়া এক হয়, তদ্রূপ প্রাণাদি-উপাধিকল্পিত কথক প্রাণাদি-নামধারী যে সমস্ত বিশেষ বা ভেদসমূহ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সে সমস্তই এক হইয়া যায়, অর্থাৎ আত্মার সহিত অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়। ১১

লোকে যখন আপন ইচ্ছাতেও 'আত্মরূপে' আত্মার উপাসনা করিতে পারে, তখন আত্মোপাসনাতেও পাক্ষিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকায় 'আত্মা ইত্যেব উপাসীত' এই বাক্যোক্ত উপাসনাবিধিটি 'অপূর্ব্ব বিধি' নহে, অর্থাৎ লোকের সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশক বিধি নহে। 'যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ' 'কোনটি আত্মা? না, এই যাহা বিজ্ঞানময়' আত্মপ্রতিপাদক এই সমস্ত শ্রুতিতেই আত্মবিষয়ে বিজ্ঞানোপদেশ রহিয়াছে ; সুতরাং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিজ্ঞাত হইলে, সেই বিজ্ঞান দ্বারাই ত অনাত্মাভিমান এবং কারক ও ক্রিয়াফলারোপাত্মক অবিদ্যা অপনীত হইয়া যায় ; অবিদ্যা-নিবৃত্তি হইলে আত্মাতে আর কামাদি দোষেরও উৎপত্তি সম্ভাবনা থাকে না ; সুতরাং কামাদি দোষ নিবৃত্ত হইয়া গেলে অনাত্মবিষয়ক চিন্তাও আর

'অত্' ধাতুর অর্থ—সতত গমন বা সর্ব্বব্যাপিত্ব, সুতরাং 'আত্মা' শব্দের যৌগিক অর্থ হইতেছে—যিনি সর্ব্বগত বা সর্ব্বব্যাপী, তিনিই আত্মা। এইরূপ যোগার্থকে লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 'প্রাণ', 'বাক্' ও 'শ্রোত্র' প্রভৃতি এক একটি কর্ম্ম-নামে আত্মার যে সমস্ত আংশিক ভাব প্রকটিত হয়, এক আত্মরূপে সেই সমস্ত ঔপাধিক বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি আত্মায় ক্রোড়ীকৃত হয়। এই জন্য এক একটি বিশেষ ভাব ধরিয়া উপাসনা করিলে ঠিক আত্মার সম্পূর্ণভাব গ্রহণ করা হয় না ; পরন্তু 'আত্মা' বলিয়া উপাসনা করিলেই ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ভাবগুলি গ্রহণ করা হয়, কারণ, আত্মা ত ঐ সমস্ত ভাবেরই সমষ্টিবিশিষ্ট।

জানিতে পারে না ; কাজেই অবশিষ্ট আত্মবিষয়ক চিন্তাই পাওয়া যায়। অতএব, এই মতে আত্মোপাসনার জন্য আর বিধির আবশ্যক হইতে পারে না ; কারণ, উহা প্রমাণান্তর দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; [অথচ অপ্রাপ্ত বিষয় ভিন্ন, প্রাপ্তবিষয়ে কখনই অপূর্ব্ববিধি হইতে পারে না] (২)। ১৮

[অপূর্ব্ববিধিবাদী পুনশ্চ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন]—থাকুক,—আত্মোপাসনার প্রাপ্তি পাক্ষিক বা নিত্য, এ কথা রাখিয়া দাও ; এটি কিন্তু অপূর্ব্ব-বিধিই হইতে পারে ; কারণ, জ্ঞান ও উপাসনা যখন একই বস্তু, তখন উহা নিশ্চয়ই অপ্রাপ্ত ; বিশেষতঃ "ন স বেদ" (সে লোক জানে না), এই কথা বলার পর অর্থাৎ 'বেদনে'র প্রসঙ্গে যখন "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" (আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে) বলা হইয়াছে, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, 'বেদন' ও 'উপাসনা' শব্দের অর্থ—এক। তাহার পর, 'ইহা দ্বারা (আত্মবিজ্ঞান দ্বারা) এই সমস্ত জগৎ জানা যায়,' 'আত্মাকেই জানিয়াছিলেন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও বিজ্ঞান ও উপাসনার একত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। যথোক্ত বিজ্ঞান যখন অন্য কোনও প্রমাণে প্রাপ্ত নহে, তখন তদ্বিষয়ে অবশ্যই বিধি হইতে পারে। আর [বিধি ব্যতীত] কেবলই বস্তুর স্বরূপ বর্ণনা করিলে, তদ্বিষয়ে কখনই লোকের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না ; অতএব ইহা 'অপূর্ব্ব-বিধি'ই বটে। বিশেষতঃ কর্ম্মবিধির অনুরূপ বলিয়াও [ইহাকে অপূর্ব্ববিধি বলিতে হইবে] ; যেমন 'যজেত' (যজ্ঞ করিবে), 'জুহুয়াৎ' (হোম করিবে) ইত্যাদি কর্ম্ম-বিধায়ক বাক্য হইতে আত্মোপাসন-বিধায়ক "আত্মেত্যেব উপাসীত" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বিধিগুলির ত কিছুমাত্রও প্রভেদ বুঝা যাইতেছে না ; [অতএব ইহা অপূর্ব্ববিধিই বটে]। ১৯

বিশেষতঃ বিজ্ঞান পদার্থটি মানস ক্রিয়াস্বরূপ বলিয়াও [এখানে অপূর্ব্ববিধিই স্বীকার করিতে হইবে]। যেমন, যে দেবতার উদ্দেশে হবিঃ (যজ্ঞীয় দ্রব্য)

---

(২) তাৎপর্য্য—যাহা দ্বারা লোককে কার্য্যবিশেষে প্রবর্ত্তিত বা নিবর্ত্তিত করা হয়, তাহার নাম 'বিধি' ইহাই বিধির সামান্য লক্ষণ। বিধি প্রধানতঃ চারি প্রকার—(১) অপূর্ব্ববিধি, (২) নিয়মবিধি (৩) পরিসংখ্যাবিধি ও (৪) প্রয়োগবিধি। তন্মধ্যে, অন্য কোন প্রকারে যাহা জানিতে পারা যায় না, এরূপ কোনও নূতন বিষয়ে যে বিধি তাহার নাম 'অপূর্ব্ববিধি', ইহার নামান্তর উৎপত্তিবিধি। আর যেরূপ কার্য্য লোকের জানা আছে, এবং ইচ্ছা হইলে করিতেও পারে, ইচ্ছা না করিলে নাও করিতে পারে, সেরূপ নিয়মবোধক অবশ্যকর্ত্তব্যতাজ্ঞাপক বিধির নাম নিয়ম বিধি।—পরিসংখ্যা ও প্রয়োগবিধি।

গ্রহণ করিতে হয়, বষট্কার করিবার পূর্ব্বেই ('হবিঃ ত্যাগের অগ্রেই) তাহাকে মনে মনে চিন্তা করিবে' ইত্যাদি মানসী ক্রিয়ার (শুধু চিন্তাত্মক ক্রিয়ার) বিধান হইয়া থাকে, তেমনি 'আত্মা-ইত্যেব উপাসীত' "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" স্থলেও জ্ঞানাত্মক ক্রিয়াই বিহিত হইতেছে; আর 'বেদন' ও 'উপাসনা' শব্দের যে একই অর্থ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি। বিশেষতঃ অপূর্ব্ববিধির অঙ্গস্বরূপ যে, 'ভাবনা' নামক অংশত্রয়, তাহাও এখানে উপপন্ন হইতেছে; যেমন, 'যজেত' (যজ্ঞ করিবে), এই ভাবনা স্থলে (ভাবনা অর্থ ফলোৎপত্তির অনুকূল ব্যাপারবিশেষ) যেমন সাধন ও ফলাদি-বিষয়ে আকাঙ্ক্ষার নিবারক—'কিং? কেন? ও কথম্?' অর্থাৎ কি ফল কি উপায়ে এবং কি প্রকারে উৎপাদন করিবে? এই তিনটি অংশের প্রতীতি হইয়া থাকে, ঠিক তেমনি "উপাসীত" এই বিধীয়মান 'ভাবনা'তেও, কাহার উপাসনা করিবে? কিসের দ্বারা করিবে? এবং কি প্রকারে করিবে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে; সেই আকাঙ্ক্ষা অপনোদনের নিমিত্তই, 'ব্রহ্মচর্য্য, শম দম, উপরতি ও তিতিক্ষা প্রভৃতি ইতি-কর্ত্তব্যতা সমন্বিত' ও 'ত্যাগী হইয়া মনের দ্বারা আত্মার উপাসনা করিবে' ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যে বিধির অপেক্ষিত সেই অংশত্রয় প্রদর্শিত হইতেছে। ২০

[ইহার উদাহরণ রূপে বলা যাইতে পারে যে,] দর্শ পূর্ণমাস' যাগের সমস্তটা প্রকরণই যেমন দর্শ পূর্ণমাস প্রভৃতি যাগের বিধিকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে, ঠিক তেমনি উপনিষদের আত্মোপাসনা-প্রকাশক সমস্ত প্রকরণটাই আত্মোপাসনার বিধিকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর "নেতি নেতি" (ইহা নহে, ইহা নহে), 'স্থূল নহে' 'নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়' এবং 'তিনি অশনায়াদির অতীত' এই বাক্যগুলিরও কেবল উপাস্য আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করাই প্রধান উদ্দেশ্য; ইহার ফল অবিদ্যানিবৃত্তি অথবা মুক্তিলাভ। ২১

অপর সকলে বলিয়া থাকেন যে, ['আত্মেত্যেবোপাসীত' এই বাক্যের অর্থ—] উপাসনা দ্বারা আত্মবিষয় স্বতন্ত্র এক প্রকার জ্ঞান সমুৎপাদন করিবে; সেই জ্ঞান দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়, এবং তাদৃশ জ্ঞানই আত্মবিষয়ক অজ্ঞান বা ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া থাকে; কিন্তু কেবলই বেদবাক্যজন্য আত্মবিষয়ক জ্ঞান অবিদ্যা নিবারণে কিংবা আত্মার স্বরূপ-প্রকাশনে কখনই সমর্থ হয় না। এ বিষয়ে বেদবাক্যও আছে—'বিশেষরূপে জানিয়া মেধাবী প্রজ্ঞা (প্রকৃষ্ট

জ্ঞান) লাভ করিবে', আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান বিশেষ) করিবে, অবশেষে দর্শন করিবে', 'আত্মার অনুসন্ধান করিবে, এবং সেই আত্মাকে জানিতে হইবে' ইত্যাদি। ২১

[পর পর দুইটি মত উল্লেখ করিয়া, 'সিদ্ধান্তবাদী এখন প্রথম মতটি খণ্ডন করিতেছেন (১)—] না,— স্বতন্ত্র কোনও প্রয়োজন না থাকায় প্রথমোক্ত পক্ষটি সঙ্গত হইতেছে না। 'আত্মেত্যেবোপাসীত" এটি যে অপূর্ব্ববিধি', তাহা কখনই নয়। কারণ? যেহেতু, আত্মার স্বরূপ প্রকাশক ও অনাত্ম প্রতিষেধক বাক্য হইতে যাহা অবগত হওয়া যায়, এখানে তদতিরিক্ত এমন কোনও বিষয় পাওয়া যাইতেছে না, যাহা মানস কিংবা বাহ্যরূপে অনুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে। সেখানেই বিধির সার্থকতা হয়, যেখানে বিধিবাক্য শ্রবণের পর, শাব্দজ্ঞান ছাড়া পুরুষের অনুষ্ঠানযোগ্য আরও কিছু প্রতীতিগম্য হয়; যেমন—'স্বর্গাভিলাষী পুরুষ 'দর্শ' ও 'পূর্ণমাস' নামক দুইটি যাগ করিবে', ইত্যাদি স্থলে (২)। সেখানে 'দর্শ' ও 'পূর্ণমাস' যাগের বিধায়ক বাক্য শ্রবণে, যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, শুধু সেই জ্ঞানমাত্রই দর্শ-পূর্ণমাস যাগের অনুষ্ঠান

(১) তাৎপর্য্য— "আত্মেত্যেব উপাসীত" বাক্যটি লইয়া প্রথমতঃ দুইটি পক্ষ দাঁড়াইল—এক পক্ষ বলিতেছেন—এটা অপূর্ব্ববিধি, আত্মোপাসনাই তাহার বিধেয়; সুতরাং আত্মার উপাসনায় লোককে প্রবৃত্ত করাই এই বাক্যের উদ্দেশ্য। অপর পক্ষ বলিতেছেন যে, না, "আত্মেত্যেবোপাসীত" বাক্যে আত্মোপাসনার বিধান করা হয় নাই, পরন্তু বাক্যজনিত জ্ঞানের অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের বিধান করা হইয়াছে। অপর অভিপ্রায় এই যে, সাক্ষাৎ শ্রুতি-বাক্য হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা পরোক্ষ শাব্দ জ্ঞান, তাহা দ্বারা কাহারো প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় না, এবং আত্মারও স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হয় না; পরন্তু সেই সমস্ত বাক্যজ জ্ঞান হইতে যে স্বতন্ত্র একপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই আত্ম-সাক্ষাৎকারের কারণ হয়, এবং সেই জ্ঞানলাভের জন্যই এখানে অপূর্ব্ববিধির আবশ্যক হইতেছে। এ পক্ষের অনুকূলে প্রমাণ এই যে, "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে 'বিজ্ঞায়' শব্দে শব্দজ্ঞানের কথা বলিয়া পুনশ্চ 'প্রজ্ঞাং' কথায় প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপদেশ করা হইয়াছে।

(২) তাৎপর্য্য—বিধিবাক্যের বিশেষত্ব এই যে, বিধিবাক্য শ্রবণের পর শব্দশক্তির নিয়মানুসারে প্রথমে শ্রোতার হৃদয়ে একটি শাব্দ জ্ঞান (বাক্যার্থ জ্ঞান) উৎপন্ন হয়, তাহার পর সেই বিধিবাক্যটি যে কার্য্যের উপদেশ দিতেছে সেই বিষয়ে নিজের অধিকার আছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ে বিচার উপস্থিত হয়; যদি বুঝিতে পারে যে, অধিকার আছে, তবে বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় আর অধিকার না থাকিলে, তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব বিধিবাক্য স্থলে কেবল বাক্যার্থ জ্ঞানেই শেষ হয় না, তদনুরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠানও শ্রোতার

নহে, অর্থাৎ কেবল ঐ বিধিবাক্য জানিলেই যে, দর্শপূর্ণমাস-যাগের ফললাভ হয়, তাহা নহে, পরন্তু তাহা অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ; সেই অনুষ্ঠানও আবার শ্রোতার অধিকারাদি-সাপেক্ষ; আত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক "নেতি নেতি" ইত্যাদি বাক্য শ্রবণে, যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান ভিন্ন সেখানে 'দর্শপূর্ণমাসাদি' যাগের ন্যায় আর কিছুই কর্ত্তব্য আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না; কেন না, আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্যলব্ধ জ্ঞানের ইহাই স্বভাব যে, সে পুরুষকে সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যাধিকার হইতে নিবৃত্ত করে। আর বিধি-নিষেধরহিত (উদাসীন) বাক্য হইতে কখনই লোকের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ অব্রহ্মভাবও অনাত্মবুদ্ধি বিদূরিত করাই "তৎ ত্বমসি" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি বাক্যগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য; অথচ তাদৃশ অজ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞান অপনীত হইলে পর, কখনই লোকের চেষ্টা জন্মিতে পারে না; কারণ, উহারা পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন; [কাজেই অবিদ্যানিবৃত্তির পর আর লোকের চেষ্টা আসিতে পারে না]। ২৩

যদি বল, কেবল বাক্যজনিত জ্ঞানেই অব্রহ্মভাবও অনাত্মবুদ্ধি কখনই অপনীত হইতে পারে না [তদুত্তরে বলি যে,] না, সে কথাও বলা চলে না; কারণ, 'তৎ ত্বম্ অসি' (তুমি তৎস্বরূপ), "নেতি নেতি" (ইহা নহে—ইহা নহে), "আত্মৈবেদম্" (এ সমস্তই আত্মস্বরূপ), "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়), "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ" (অগ্রে এই জগৎ অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ ছিল), "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" (এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কেহ দ্রষ্টা নাই), "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" (তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই সে কথা বলিয়া দিতেছেন। যদি বল, এ সমস্ত বাক্যই "দ্রষ্টব্যঃ" এই দৃষ্টিবিধির বিষয় সমর্পক, অর্থাৎ দর্শনের কর্ম্মপদার্থ নির্দ্দেশক; [তদুত্তরে বলি যে,] না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'দ্রষ্টব্য' বাক্যে বিধিকল্পনার স্বতন্ত্র কোনও প্রয়োজন নাই; কেন না, আত্মার স্বরূপজ্ঞাপক 'তৎ ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য হইতে যখন বাক্যশ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মবিষয়ে সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হইয়া যায়, তখন 'দ্রষ্টব্য' বিধি অনুসারেও আর কিছুই

আবশ্যক হইয়া থাকে; কিন্তু যেখানে সেরূপ কোনও কর্তব্যের উপদেশ নাই, কেবল বাক্যার্থ জ্ঞানেই বাক্যের পরিসমাপ্তি হয়, সেখানে বিধিপ্রত্যয় (লিঙ্) থাকিলেও বিধি কল্পনা করা যাইতে পারে না। দর্শ ও পূর্ণমাস প্রভৃতি যাগের বিধিবাক্য দেখিলেই এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হইতে পারে।

অদৃষ্টের অবশিষ্ট থাকে না ; এই উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে ; [সুতরাং এখানে আর অধিক কথা বলা অনাবশ্যক] ।২৪

যদি বল, বিধি ব্যতীত শুদ্ধ আত্মার স্বরূপমাত্র বর্ণনা করিলে তদ্বিষয়ে কখনই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; [অতএব বিধির আবশ্যক হইতেছে]; না, এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্য-শ্রবণেই যখন আত্মার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে, তখন বল দেখি, কৃত বিষয়ের পুনর্ব্বার করণ (অনুষ্ঠান) হইতে পারে কি প্রকারে ? যদি বল, শুধু আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্য শ্রবণ করিলেও তদ্বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; [সুতরাং লোকপ্রবৃত্তির জন্য বিধির আবশ্যক] ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয় ; আত্মবোধক বাক্য শ্রবণেও যেমন বিধির অভাবে তদ্বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তেমনি স্বতন্ত্র বিধি না থাকিলে বিধিবাক্য শ্রবণেও লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; কাজেই তাহার জন্যও আবার পৃথক্ বিধির আবশ্যক ; এইরূপ আবার সেই বিধিবাক্যার্থ শ্রবণেও [স্বতন্ত্র বিধিকল্পনার আবশ্যক হয়], এইরূপে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হইতে পারে । ২৫

যদি বল, বাক্যার্থ-ভাবনা-জনিত যে স্মৃতিধারা অর্থাৎ উপাসনাত্মক জ্ঞান, তাহা বাক্যশ্রবণজাত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ ; [সুতরাং তজ্জন্য বিধির আবশ্যক আছে] ; না, - তাহা হইলেও বিধির আবশ্যক হয় না ; কারণ, আত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক বাক্যশ্রবণে যেই মুহূর্ত্তে আত্ম-বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই উক্ত জ্ঞানটি আত্মবিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়াই সমুৎপন্ন হয় ; সুতরাং আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া গেলে পর, বিভিন্নাকার অনাত্মবস্তুবিষয়ে জীবের স্বাভাবিক যে অজ্ঞানমূলক স্মরণাত্মক জ্ঞান, তাহারও আর উৎপত্তি সম্ভব হয় না । অনর্থজ্ঞানও ঐরূপ স্মৃতি-সমুৎপত্তির প্রতিবন্ধক ; কেন না, আত্ম-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই অনাত্মবস্তুমাত্রই অনর্থ (জীবের অপ্রার্থনীয়—দুঃখকর) বলিয়া বোধ হইতে থাকে ; কারণ, অনাত্ম বস্তুমাত্রই অনিত্য, অশুচি ও দুঃখাদি বহুতর দোষের আকর ; পক্ষান্তরে, আত্মা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ; কাজেই আত্মজ্ঞান উদিত হইলে, পূর্ব্বানুভূত অনাত্মবস্তুজাল আর স্মৃতিপথে উদিত হইতে পারে না ; সুতরাং তখন তাহার পক্ষে কেবল অবশিষ্ট আত্মবিষয়ে স্মৃতিধারার উদয়ই স্বাভাবিক ; তজ্জন্য আর বিধিকল্পনার আবশ্যক হয় না । বিশেষতঃ শোক-মোহাদি দোষ-নিচয় স্বতই

ভ্রান্তিজ্ঞানপ্রসূত; আর আত্ম বিষয়ক স্মৃতিধারা হইতেছে সেই শোক, মোহ, ভয়, শ্রম ও দুঃখাদি সমস্ত দোষের নিবর্ত্তক। দেখ, শ্রুতিও সে কথা বলিতেছেন—'আত্মদর্শন হইলে পর, তাহার আর শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?' 'আত্মজ্ঞ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না,' 'হে জনক, তুমি অভয় (ব্রহ্ম) লাভ করিয়াছ', 'হৃদয়ের গ্রন্থি—কামরাগাদি দোষ নষ্ট হইয়া যায়' ইত্যাদি। ২৬

ভাল, তাহা হইলেও, নিরোধ ত ইহা হইতে অতিরিক্তই বটে,—অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তিনিরোধ যখন বেদবাক্যজনিত আত্ম বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ পদার্থ, এবং অপরাপর শাস্ত্রেও যখন উহার কর্ত্তব্যতা বিজ্ঞাপিত আছে, তখন উহার জন্য ত বিধির আবশ্যক হয়? না, এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, চিত্তবৃত্তি-নিরোধের মোক্ষ-সাধনত্ব জানা যায় না; কেন না, বেদান্তশাস্ত্রে একমাত্র ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু যে, পরমপুরুষার্থ—মোক্ষের সাধন আছে তাহা জানা যায় না; কেন না, 'আত্মাকেই অবগত হইয়াছিলেন, তাহাতেই সর্ব্বাত্ম-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন' 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন' 'সেই যে কেহ পর ব্রহ্মকে জানেন, তিনও ব্রহ্মই হন', 'উপযুক্ত আচার্য্যবান্ পুরুষই জানেন 'তাহার সেই পরিমাণই বিলম্ব,' 'যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তিনিও অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হন' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতে এ কথা জানা যাইতেছে। চিত্তবৃত্তি নিরোধের অসম্পাদনত্বও ইহার অপর হেতু,—আত্মজ্ঞান ও তদ্বিষয়ক স্মৃতিধারা (চিন্তা-প্রবাহ) ব্যতীত, চিত্তবৃত্তিনিরোধের যে, অপর কোনও উপায় আছে, তাহাও নহে; (পরন্তু উহাই চিত্তবৃত্তি-নিরোধের একমাত্র উপায়)। আর চিত্তবৃত্তি-নিরোধের যে, মোক্ষসাধনতা বলা হইয়াছে, তাহাও কেবল অভ্যুপগম বা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই মোক্ষ-সাধন আছে বলিয়া জানা যায় না। ২৭

বিশেষতঃ আকাঙ্ক্ষা না থাকাতেও এখানে 'ভাবনা' বা বিধিকল্পনা সঙ্গত হইতে পারে না। পূর্ব্বে যে, বলা হইয়াছে,—"যজেত" ইত্যাদি ক্রিয়াবিধি-স্থলে যেরূপ 'কি, কিসের দ্বারা? এবং কি প্রকারে? এই তিনটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয় বলিয়া, ফল, ফল-সাধন (যাহা দ্বারা ফল লাভ হয়) ও তাহার অনুষ্ঠানপ্রণালীর নির্দ্দেশ দ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষার অপনয়ন করা হইয়া থাকে, তেমনি এখানে এই আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানবিধিতেও ঐ সমস্ত নিয়মই উপপন্ন হইতে পারে; না,—সে কথাও সঙ্গত হয় না; কেন না, 'তিনি

নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়' 'তুমি তৎস্বরূপ' 'ইহা নয়—ইহা নয়' 'তিনি বাহ্যাভ্যন্তরবর্জ্জিত' 'এই আত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যার্থবোধের সমকালেই সর্ব্ববিষয়ে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া যায়। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, বিধি দ্বারা প্রেরিত (নিয়োজিত) হইয়াই লোকে বাক্যার্থশ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কারণ, তাহা হইলে বিধির জন্য আবার অপর বিধির আবশ্যক হইয়া পড়ে; সুতরাং এইরূপে অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়; এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি বাক্যে যে, কোন প্রকার বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহাও নয়; কারণ, ঐ সমস্ত বাক্য কেবল আত্মতত্ত্বর স্বরূপমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াই কান্ত হইয়াছে। ২৮

ভাল, ঐ সমস্ত বাক্য যদি কেবলই বস্তুর স্বরূপমাত্র-প্রকাশক হয়, তাহা হইলে ত ঐ সমস্ত বাক্যের প্রামাণ্যই হইতে পারে না, আর যদি এরূপেও প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে 'তিনি রোদন করিয়াছিলেন; তিনি, যে রোদন করিয়াছিলেন, তাহাই রুদ্রের রুদ্রত্ব অর্থাৎ রুদ্রসংজ্ঞার কারণ' ইত্যাদি স্থলে যেমন শুধু বস্তু-স্বরূপমাত্রকথন হেতু বাক্যের অপ্রামাণ্য হইয়াছে, তেমনি আত্মস্বরূপপ্রকাশক বাক্যগুলিরও অপ্রামাণ্য হইতে পারে? এ কথা যদি বল, তদুত্তরে আমরা বলি যে, না,—অপ্রামাণ্য হইতে পারে না; কারণ, উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে। অভিপ্রায় এই যে, বস্তুর স্বরূপকথন কিংবা ক্রিয়া-কথন কখনই বাক্যের প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্যের কারণ হয় না; তবে কি? না, নিশ্চিতফলক বিজ্ঞানোৎপাদকত্বই প্রামাণ্যের কারণ;]; যে বাক্য তাদৃশ জ্ঞান জন্মায়, তাহা প্রমাণ, আর যে বাক্য তাহা জন্মায় না, তাহাই অপ্রমাণ। ২৯

অপিচ, মহাশয়, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যে সমস্ত বাক্যে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত আছে, সেই সমস্ত বাক্যে নিশ্চয়াত্মক সফল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় কি না? যদি সফল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অপ্রামাণ্য হইবে কেন? আর ঐ সমস্ত বাক্যজাত বিজ্ঞান হইতে যে, সংসারের বীজভূত শোক, মোহ ও ভয় প্রভৃতি দোষনিবৃত্তিরূপ ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কি দেখিতেছ না? এবং 'তখন আত্মৈকত্বদর্শীর শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?' 'হে ভগবন্, আমি কেবল মন্ত্রতত্ত্বই জানি, কিন্তু আত্মতত্ত্ব জানি না, সেই আত্মজ্ঞানবিহীন আমি দুঃখ ভোগ করিতেছি; সেই আমাকে আপনি শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করুন' এই জাতীয় শত শত শ্রুতিবাক্যও

কি শুনিতেছ না? [এখন জিজ্ঞাসা করি—] "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদি বাক্যে এবংবিধ সকল বিজ্ঞান আছে কি? যদি না থাকে, তবে অপ্রামাণ্য হউক; ঐ জাতীয় বাক্যের অপ্রামাণ্য হইলেও, যে বাক্য সকল ও অসন্দিগ্ধ বিজ্ঞান সমুৎপাদন করিতেছে, সে বাক্যের অপ্রামাণ্য হইবে কেন? আর যদি সকল ও অসন্দিগ্ধ জ্ঞানোৎপাদক এই সমস্ত বাক্যেরও অপ্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে দর্শ-পূর্ণমাসাদি-বিধায়ক বাক্যের উপরই বা বিশ্বাস কি?। ৩০

যদি বল, দর্শ-পূর্ণমাসাদি বিধায়ক বাক্যগুলি লোকের ক্রিয়াপ্রবৃত্তিজনক জ্ঞান জন্মায়, এইজন্য প্রমাণ, কিন্তু আত্মবিজ্ঞাননিরূপক বাক্যে লোকের প্রবৃত্তিজনক কোন জ্ঞানের উপদেশ নাই, এই কারণে অপ্রমাণ; হাঁ, এ কথা সত্য বটে; কিন্তু তথাপি উক্ত দোষ এখানে হইতেছে না; কারণ, এখানে প্রামাণ্যের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে; প্রামাণ্যের কারণও, পূর্বে যাহা নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাই, তদতিরিক্ত আর কিছু নহে, [সুতরাং যখন নিশ্চিত জ্ঞান জন্মাইতেছে, এবং তাহার ফলও যখন বর্তমান রহিয়াছে, তখন অপ্রামাণ্য হইবে কেন?]। বিশেষতঃ আত্ম-প্রতিপাদক বাক্যগুলি যে, সর্ববিধ প্রবৃত্তির বীজভূত অবিদ্যা-নিবৃত্তিক্ষম জ্ঞান সমুৎপাদন করে, ইহা ত সে সমস্ত বাক্যের অলঙ্কারস্বরূপ; সুতরাং কখনই অপ্রামাণ্যের কারণ হইতে পারে না। ৩১

[এখন দ্বিতীয় বাদীর মত খণ্ডন করিতেছেন—] আরও যে বলা হইয়াছে —"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" ইত্যাদি বাক্যের পদার্থজ্ঞান ছাড়া উপাসনা প্রতিপাদনও আর একটি অর্থ; সে কথা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও [বাদীর অভিপ্রেত] অপূর্ববিধি উহার অর্থ নহে; পরন্তু পক্ষে প্রাপ্ত বলিয়া বরং নিয়মার্থই হইতে পারে, অর্থাৎ "আত্মেত্যেব উপাসীত" বাক্যে উৎপত্তিবিধি না হইয়া বরং নিয়মবিধিই কল্পিত হইতে পারে। ভাল, উপাসনার পাক্ষিক প্রাপ্তি সম্ভব হয় কিপ্রকারে? যেহেতু, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানপ্রবাহ 'পারিশেষ্য' নিয়মানুসারে নিত্য-প্রাপ্তই বটে (১) হাঁ, যদিও এইরূপই বটে, তথাপি, যে প্রাক্তন কর্মফলে বর্তমান শরীর সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ফল সুনিয়মিত, অর্থাৎ যে দেশে, যে সময়ে, যে

(১) তাৎপর্য্য—পারিশেষ্য অর্থ যতগুলি বিষয়ের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকে, তন্মধ্যে অপর সমস্তগুলির প্রাপ্তি নিষিদ্ধ হইয়া গেলে, শেষে যেটী অবশিষ্ট (অনিষিদ্ধ) থাকে, তৎসম্বন্ধেই যে, বিধিনিষেধাদি পর্য্যবসিত হওয়া। এস্থলেও অনাত্মবিষয়ক জ্ঞানের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিলেও

পরিণামে হইবার ব্যবস্থা আছে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না; অতএব, কিন্তু বাণ প্রভৃতির গতির ন্যায় ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত সেই প্রারব্ধ কর্মের বলবত্তা-নিবন্ধন সাধারণতঃ তদনুরূপই লোকের বাচিক, কায়িক ও মানসিক প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হইয়া থাকে, সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে প্রবৃত্তি না হইতেও পারে, কাজেই জ্ঞানপ্রবৃত্তির দৌর্বল্যকে পাক্ষিক পক্ষে প্রাপ্ত বলা যায়। এই কারণেই সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যাদি সাধনসম্পদ্ অবলম্বন দ্বারা আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানপ্রবাহকে কেবল নিয়মিত ও সুদৃঢ় মাত্র করিতে হইবে, কিন্তু নূতন করিয়া আর উৎপাদন করিতে হইবে না; কারণ, উহা ত প্রকারান্তরে প্রাপ্তই আছে; প্রাপ্ত বিষয়ে যে, অপূর্ববিধি হইতে পারে না, সে কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] প্রকারান্তরে লব্ধ আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানপ্রবাহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, তাদৃশ নিয়ম করাই "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" ইত্যাদি বাক্যের প্রকৃত অর্থ; কারণ, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ এখানে সম্ভবপর হয় না। ৩২

ভাল, ["আত্মেত্যেবোপাসীত", এই শ্রুতিতে যে উপাসনার কথা আছে,] ইহা ত অনাত্মবস্তুর উপাসনা; কারণ, 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে; যেমন 'প্রিয়—এই বলিয়াই উপাসনা করিবে' ইত্যাদি স্থলে প্রিয়াদি গুণই উপাস্য নহে, তবে কি? না, প্রিয়াদি-গুণবিশিষ্ট প্রাণপ্রভৃতিই সেখানে উপাস্য; তেমনি এখানেও আত্ম-শব্দের পর 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, আত্ম-গুণবিশিষ্ট অপর কোনও অনাত্মবস্তুর উপাসনা করিতে হইবে। বিশেষতঃ যে সমস্ত বাক্যে সত্য সত্যই আত্মোপাসনার কথা আছে, সে সমস্ত বাক্যের সহিত এই বাক্যের বৈলক্ষণ্যও রহিয়াছে; ইহা পরেও বলিবেন যে, 'আত্মরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে' ইতি; সেখানে আত্ম-শব্দের পর দ্বিতীয়া বিভক্তির নির্দেশ থাকায় আত্মোপাসনাতেই শ্রুতির তাৎপর্য্য; কিন্তু এই "আত্মেতি+এব+উপাসীত" শ্রুতিতে দ্বিতীয়া বিভক্তির উল্লেখ নাই, অথচ আত্মা শব্দের পরেই 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এখানে আত্মা উপাস্য নহে, পরন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র আত্মগুণই উপাস্য। না,—এ আপত্তি সঙ্গত হইতে পারে

তাহা যখন আত্মজ্ঞানের বা মুক্তিলাভের বিরোধী, তখন তাহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না,—নিষিদ্ধ; সুতরাং কেবল আত্মজ্ঞানই অবশিষ্ট থাকিতেছে, কাজেই তাহাকে নিয়তপ্রাপ্ত বলা যাইতে পারে।

না; কারণ, বাক্যের শেষাংশে আত্মারই উপাস্যত্ব প্রতীতি হইতেছে; এই বাক্যেরই শেষভাগে আত্মাই উপাসনীয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা—'এই যে, আত্মা, ইনিই সকল উপাসকের পদনীয় (প্রাপ্য)', 'এই যে, আত্মা, ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা আভ্যন্তরীণ' 'আত্মাকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন' ইতি। ৩৩

যদি বল, ভূতানুপ্রবিষ্ট আত্মার দর্শন যখন প্রতিষিদ্ধ বা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার ত আর উপাস্যত্ব হইতে পারে না; অর্থাৎ "তং ন পশ্যন্তি" (তাহাকে দর্শন করেন না) ইত্যাদি বাক্যে ['তৎ'পদে] আত্মার নির্দ্দেশ করিয়া সেই প্রবিষ্ট আত্মার দর্শনযোগ্যতা নিষেধ করা হইতেছে, অতএব কিছুতেই আত্মার উপাস্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, "তং ন পশ্যন্তি" শ্রুতিতে যে দর্শনের নিষেধ, তাহা আত্মার উপাস্যত্ব নিবারণের জন্য নহে, পরন্তু তাহার অভিপ্রায় এই যে, ঐরূপে যাহারা আত্মার উপাসনা করে, তাহারা সম্পূর্ণ আত্মার উপাসনা করে না; এইজন্যই তাদৃশ অকৃৎস্নভাবে দর্শনের প্রতিষেধ করা হইয়াছে; এবং এইজন্যই প্রাণন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা আত্মাকে বিশেষিত করা হইয়াছে; আর সত্য সত্যই যদি আত্মোপাসনা শ্রুতির অনভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে 'অতএব এক একটি বিশেষণবিশিষ্ট আত্মা অকৃৎস্ন বা অপূর্ণ' ইত্যাদিরূপে প্রাণাদি এক একটি মাত্র ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মাকে অকৃৎস্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কোনই আবশ্যক হইত না; বরং উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়িত; অতএব ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, এক একটি করিয়া এই সমস্ত বিশেষণে বিশেষিত আত্মাই কৃৎস্ন অর্থাৎ পূর্ণস্বভাব; অতএব সেই কৃৎস্ন আত্মা অবশ্যই জীবের উপাসনীয়। ৩৪

আরও যে, বলা হইয়াছে, এই আত্ম-শব্দের পর যে, একটি 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—যথার্থ আত্মতত্ত্ব কখনই আত্ম-শব্দ ও আত্ম-প্রতীতির বিষয় হয় না, তাহা জ্ঞাপন করা. তাহা না হইলে, শ্রুতি কেবল "আত্মানমুপাসীত" অর্থাৎ আত্মার উপাসনা করিবে, শুধু এই কথামাত্রই বলিতেন; তাহাতেই ফলে ফলে আত্মার শব্দ ও প্রত্যয়গম্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারিত, [ইতি-শব্দ প্রয়োগের কিছুই আবশ্যক হইত না]। অথচ "নেতি নেতি" 'বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে' 'ব্রহ্ম নিজে অবিজ্ঞাত, অথচ বিজ্ঞাতা', 'বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ঐরূপ সিদ্ধান্ত কখনই শ্রুতির

অভিপ্রেত নহে। আর যে, "আত্মানমেব উপাসীত" এই ইতি-শব্দ-রহিত আত্মোপাসনার বিধান; বুঝিতে হইবে, অনাত্মোপাসনায় লোকের আসক্তি নিবারণ করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং ইহা কখনই উপাসনা-বিধায়ক স্বতন্ত্র বাক্য নহে. [ইহা সেই পূর্ব্ববাক্যেরই অনুরূপ ভাবের প্রকাশকমাত্র]। ৩৫

আচ্ছা, আত্মাও যেরূপ অবিজ্ঞাত, অনাত্মাও ঠিক সেইরূপই অবিজ্ঞাত; সুতরাং উভয়ই তুল্য; কাজেই আত্মা ও অনাত্মা উভয়ই জ্ঞাতব্য বিষয়; এমত অবস্থায় "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" শ্রুতি অনুসারে কেবল আত্মোপাসনাতেই যত্ন করিতে হইবে, অনাত্মোপাসনাতে নহে, ইহার কারণ কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে—সেই এই প্রস্তাবিত আত্মাই পদনীয় অর্থাৎ উপাসকের লাভব্য; তদ্ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্তব্য নহে। শ্রুতির 'অস্য সর্ব্বস্য' শব্দে যে ষষ্ঠী বিভক্তি রহিয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে—নির্দ্ধারণ, অর্থাৎ সমস্ত জগতের মধ্যে। "যৎ অয়ম্ আত্মা" অর্থ—যাহা এই আত্মতত্ত্ব। ভাল, তাহা হইলে আর কিছুই কি জ্ঞাতব্য নয়? না, সে কথা নয়; তবে কি না, অপর সমস্ত বস্তু জ্ঞাতব্য হইলেও সে সমুদায়ের জন্য আর স্বতন্ত্র জ্ঞানের আবশ্যক হয় না, এই আত্মবিজ্ঞানেই সে সমস্ত বিজ্ঞাত হইয়া যায়, ইহার কারণ এই যে, আত্মাকে বিশেষভাবে জানিতে পারিলে, তাহা দ্বারাই, এই যে সমস্ত অনাত্মবস্তু আছে, সেসমস্তই বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হইয়া যায়। ভাল, এক বস্তু জানিলে তাহা দ্বারা ত অপর বস্তু কখনও জানা যায় না? হাঁ, দুন্দুভি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এ আপত্তির পরিহার করিব। ৩৬

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ইহাই জীবের একমাত্র প্রাপ্তব্য হয় কি প্রকারে? হাঁ, বলা যাইতেছে—জগতে যেমন নষ্ট (হারাণ) পশুকে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাহার পদ দ্বারা—খুরচিহ্ন দ্বারা তাহাকে লাভ করিয়া থাকে, তেমনি আত্মাকে লাভ করিলেই তদ্দ্বারা অপর সমস্ত বস্তু লাভ করা হইয়া থাকে। এখানে শ্রুতির 'পদ' শব্দে গো প্রভৃতি পশুর খুর-চিহ্নিত স্থানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভাল কথা, এখানে আত্মবিজ্ঞানে অপর সমস্ত বিষয়ের বিজ্ঞান হই তেছে আলোচ্য বিষয়, তাহার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক লাভের কথা বলা হইতেছে কেন? না, এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, এখানে জ্ঞান ও লাভ, এই উভয়েরই একার্থতা শ্রুতির অভিপ্রেত। কেন না, আত্মার অলাভ অর্থ—অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং বুঝিতে হইবে, আত্মাকে জানাই আত্মার

লাভ ; কিন্তু অনাত্ম-বস্তুর লাভ যেরূপ অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি, আত্ম-লাভ কখনই সেরূপ হইতে পারে না ; কারণ, এখানে ত আর লব্ধা (লাভকর্ত্তা) ও লব্ধব্যের (প্রাপ্য বস্তুর) কিছুমাত্র ভেদ নাই।

যেখানে আত্মভিন্ন বস্তু লব্ধব্য হয়, সেখানেই আত্মা হয় লব্ধা, আর অনাত্ম-বস্তু হয় লব্ধব্য। সেই অপ্রাপ্ত বস্তুটিও আবার উৎপত্তি প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা ব্যবহিত থাকে ; অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কারকের (ক্রিয়া-সাধনের) সাহায্যে ক্রিয়াবিশেষ উৎপাদন করিয়া তাহার পর সেই লব্ধব্য বস্তুটি লাভ করিতে হয় ; অধিকন্তু সেই অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ যে লাভ, তাহাও স্বপ্নকালীন পুত্রাদি লাভের ন্যায় মিথ্যাজ্ঞান-প্রসূত বলিয়া অনিত্য. এই আত্মা কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ৩৭

[এখন অনাত্ম-পদার্থ হইতে আত্মার বৈপরীত্য বিষয়ে যুক্তিপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আত্মা বলিয়াই, আত্মা উৎপাদ্যাদি ক্রিয়া দ্বারা ব্যবহিত নয় (১) ; কেন না, আত্মা নিত্যই লব্ধ আছে, কেবল অবিদ্যামাত্র তাহার ব্যবধান ; অর্থাৎ কেবল অবিদ্যাদোষেই নিত্যলব্ধ আত্মকেও অলব্ধ বলিয়া মনে হয় মাত্র ; যেমন শুক্তি (ঝিনুক) দেখিলেও ভ্রম বশতঃ সেই শুক্তিই রজতস্বরূপে প্রকাশ পায় বলিয়া যথার্থ শুক্তির প্রতীতি হয় না ; অবিদ্যা বা ভ্রমজ্ঞানই সেখানে শুক্তিকে আবৃত করিয়া রাখে ; সেইরূপ শুক্তির গ্রহণ অর্থও শুক্তিবিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে ; কারণ, বিপরীত জ্ঞানরূপ ব্যবধানের অপনয়নকরাই ঐরূপ জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য ; এই প্রকার এখানেও অজ্ঞান দ্বারা ব্যবধানই আত্মার অলাভ ; সুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানাপসারণই আত্মার লাভ, অন্যপ্রকার 'লাভ' কখনও উপপন্ন হয় না। এই কারণেই আমরা পরে আত্মলাভ বিষয়ে জ্ঞানাতিরিক্ত সাধনের আনর্থক্য প্রতিপাদন করিব। অতএব নিঃশঙ্কভাবে জ্ঞান ও লাভশব্দের

---

(১) সাধারণতঃ ক্রিয়ার কর্ম্ম চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা,— (১) উৎপাদ্য (২) বিকার্য্য, (৩) প্রাপ্য ও (৪) সংস্কার্য্য। তন্মধ্যে অবিদ্যমান বস্তুর উৎপাদন করিলে হয় 'উৎপাদ্য' ; যেমন ঘট। বিদ্যমান বস্তুর অন্যথা (বিকার) করিলে হয় "বিকার্য্য' ; যেমন সুবর্ণ নির্ম্মিত কুণ্ডল। অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাইলে তাহা হয় 'প্রাপ্য', যেমন গ্রামাদি। আর কোনও বিদ্যমান বস্তুর দোষাপনয়ন বা গুণাধান করিলে তাহা হয় সংস্কার্য্য, যেমন ঘর্ষণ দ্বারা দর্পণকে পরিষ্কার করা, কিন্তু নিত্য নির্ব্বিকার আত্মার পক্ষে উক্ত চতুর্ব্বিধের একটি অর্থও সম্ভবপর হয় না।

একার্থক বলিতে যাইয়া জ্ঞানের প্রকরণে লাভবাচক 'অনুবিন্দেৎ' ক্রিয়ার প্রয়োগ করিয়াছেন; কারণ, 'বিদ্' ধাতুর অর্থই লাভ ৩৮

এখন উক্ত গুণচিন্তার এইরূপ ফল কথিত হইতেছে যে, এই আত্মা যেমন নাম ও রূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'আত্মা' প্রভৃতি নাম ও রূপানুসারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এবং প্রাণাদির সমষ্টিতে যে মহিমাও প্রাপ্ত হইয়াছে; ঠিক তেমনি যে লোক যথোক্ত আত্মতত্ত্ব জানেন, তিনিও লোকপ্রতিষ্ঠা এবং অভীষ্টবস্তুর সহিত সম্বন্ধ লাভ করেন, অথবা যে লোক যথোক্ত আত্মতত্ত্ব জানেন, তিনি মুমুক্ষুগণের একান্ত আবশ্যকীয় কীর্ত্তি-শব্দবাচ্য যে, একত্ব জ্ঞান, তাহারই ফলস্বরূপ শ্লোকশব্দবাচ্য মুক্তি লাভ করেন; ইহাই উক্ত উপাসনার মুখ্য ফল (১) ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।

স যোহন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত, স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে, ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [সম্প্রতি আত্মন এব উপাস্যত্বমুপপাদয়িতুমাহ— "তদেতৎ" ইত্যাদি।] তৎ (পূর্ব্বোক্তং) এতৎ (ব্রহ্ম বস্তু) পুত্রাৎ প্রেয়ঃ (পুত্রাপেক্ষয়াপি অতিশয়েন প্রিয়ং), বিত্তাৎ (ধনরত্নাদেঃ) প্রেয়ঃ, অন্যস্মাৎ (প্রিয়ত্বেনাভিমতাৎ) সর্ব্বস্মাৎ প্রেয়ঃ; [কিং তৎ? ইত্যাহ—] যৎ অয়ং (ইদং) অন্তরতরং (পুত্রাদিভ্যোহপি সন্নিহিততরং) আত্মা (আত্মতত্ত্বম্)। সঃ যঃ (আত্মজ্ঞঃ), ঈশ্বরঃ (সমর্থঃ সন্) আত্মনঃ অন্যং (পুত্রাদিকং) প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ (কথয়েৎ)—[তব] প্রিয়ঃ (পুত্রাদিকং) রোৎস্যতি (বিয়োগং প্রাপ্স্যতি—বিনঙ্ক্ষ্যতি) ইতি হ (প্রসিদ্ধৌ); তথা এব স্যাৎ (তস্য প্রিয়বিয়োগো ভবেদেব ইত্যর্থঃ)। [অতঃ] আত্মানং এব প্রিয়ং উপাসীত

(২) প্রথমে কীর্ত্তি ও শ্লোকশব্দের যে, প্রতিষ্ঠা ও ইষ্ট-সংযোগ অর্থ করা হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানের ফল হইলেও মুমুক্ষুর পক্ষে কখনই প্রার্থনীয় নহে; মুমুক্ষুর একমাত্র প্রার্থনীয় হইতেছে—মুক্তি ও মুক্তিসাধন একত্ব-জ্ঞান; তাই ভাষ্যকার 'অথবা' বলিয়া দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় মুমুক্ষুর অভিমত প্রয়োজনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

[নাত্মৎ]; সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাস্তে, অস্য (উপাসকস্য) প্রিয়ং ন হ (নৈব) প্রমায়ুকং (মরণশীলং) ভবতি। [যদ্যপি আত্মবিদঃ মরণার্হং প্রিয়মপ্রিয়ং বা কিঞ্চিৎ নাস্তি, তথাপি অনুবাদমাত্রমিদং কৃতমিতি ভাবঃ]॥ ৪৫॥ ৮॥

মূলানুবাদ। [অন্য বস্তু ত্যাগ করিয়া আত্মারই উপাসনা করিতে হইবে কেন, তাহার কারণ-প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—] সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর অর্থাৎ সন্নিহিত যে এই আত্মতত্ত্ব, ইহা পুত্র অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয়; এমন কি, অন্য সমস্ত হইতেই অধিক প্রিয়। আত্মতত্ত্বজ্ঞ লোক ঈশ্বর অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিবিশেষ লাভ করিয়া থাকেন; তিনি, যে লোক আত্মাভিন্ন পদার্থকে অধিকতর প্রিয় বলে, তাহাকে যদি 'তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু বিনষ্ট হইবে' বলেন, তাহা হইলে ঠিক সেইরূপই হইবে; অতএব আত্মাকেই প্রিয়-বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। সেই যে লোক আত্মাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় বস্তু (আত্মা) কখনই বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না॥ ৪৫॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কুতস্তদেবাত্মতত্ত্বমেব জ্ঞেয়ম্ অনাদৃত্যান্যৎ? ইত্যাহ—তদেতৎ আত্মতত্ত্বং প্রেয়ঃ প্রিয়তরং পুত্রাৎ, পুত্রো হি লোকে প্রিয়ঃ প্রসিদ্ধঃ, তস্মাদপি প্রিয়তরম্—ইতি নিরতিশয়প্রিয়ত্বং দর্শয়তি। তথা বিত্তাৎ হিরণ্যরত্নাদেঃ; তথা অন্যস্মাৎ যদ্যল্লোকে প্রিয়ত্বেন প্রসিদ্ধম্, তস্মাৎ সর্ব্বস্মাদিত্যর্থঃ। তৎ কস্মাদাত্মতত্ত্বমেব প্রিয়তরং ন প্রাণাদি?—ইত্যুচ্যতে; উচ্যতে—অন্তরতরম্—বাহ্যাৎ পুত্র-বিত্তাদেঃ, প্রাণপিণ্ডসমুদায়ো হি অন্তরোহভ্যন্তরঃ সন্নিকৃষ্ট আত্মনঃ; তস্মাদপ্যন্তরাৎ অন্তরতরম্, যদয়মাত্মা যদেতদাত্মতত্ত্বম্। যো হি লোকে নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স সর্ব্বপ্রযত্নেন লব্ধব্যো ভবতি; তথা অয়মাত্মা সর্ব্বলৌকিকপ্রিয়েভ্যঃ প্রিয়তমঃ; তস্মাৎ তল্লাভে মহান্ যত্ন আস্থেয় ইত্যর্থঃ—কর্ত্তব্যতাপ্রাপ্তমপ্যন্যপ্রিয়লাভে যত্নমুজ্ঝিত্বা।

কস্মাৎ পুনঃ আত্মানাত্মপ্রিয়য়োরন্যতরপ্রিয়হানেন ইতরপ্রিয়োপাদানপ্রাপ্তৌ আত্মপ্রিয়োপাদানেনৈব ইতরহানং ক্রিয়তে, ন বিপর্য্যয়ঃ ইতি? উচ্যতে—স যঃ কশ্চিদন্যম্ অনাত্মবিশেষং পুত্রাদিকং প্রিয়তরমাত্মনঃ সকাশাৎ প্রব্রুবাণং ব্রূয়াৎ আত্মপ্রিয়বাদী; কিম্? প্রিয়ং তবাভিমতং পুত্রাদিলক্ষণং রোৎস্যতি আবরণং

বলেন—কি ? না, প্রিয় বস্তু অর্থাৎ তোমার অভিমত পুত্রাদিরূপ প্রিয় বস্তু রুদ্ধ হইবে—আবরণ— প্রাণ-নিরোধ প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ বিনষ্ট হইবে। ভাল, তিনি এরূপ কথা বলিবেন কেন ? [উত্তর—] যেহেতু, তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ ঐরূপ কথা বলিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ; সেই হেতুই তাহা সেইরূপই হইবে, অর্থাৎ তিনি যে প্রাণ নিরোধের কথা বলিয়াছেন, [তাহা ঠিক সেইরূপই হইবে] কেননা, তিনি হইতেছেন যথার্থবাদী (সত্যবাদী) ; সেই জন্যই তিনি ঐরূপ বলিতে সমর্থ। কেহ কেহ বলেন 'ঈশ্বর' শব্দটি ক্ষিপ্রতাবোধক ; যদি প্রসিদ্ধি থাকে, অর্থাৎ ঐরূপ অর্থ যদি অপ্রসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অর্থও হইতে পারে। অতএব অপর প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রিয় আত্মারই উপাসনা করিবে। সেই যে লোক একমাত্র প্রিয় বস্তু আত্মারই উপাসনা করে,—আত্মা একমাত্র প্রিয়, তদ্ভিন্ন কিছুই প্রিয় নাই, এইরূপ বুঝিতে পারে, অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ প্রিয়বস্তুকেও অপ্রিয় বলিয়াই অবধারণ করিয়া [আত্মার] উপাসনা (চিন্তা) করে ; নিশ্চয়ই তাদৃশ বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির প্রিয় বস্তু মরণশীল হয় না অর্থাৎ বিনষ্ট হয় না। এ কথাটা নিত্যানুবাদ মাত্র অর্থাৎ স্বতঃই যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহারই উল্লেখ মাত্র, [কিন্তু ইহা প্রকৃত বিধি-ফল নহে]। কেন না, আত্মদর্শীর সম্বন্ধে তদ্ভিন্ন প্রিয় বা অপ্রিয় আর কিছুই সম্ভবপর হয় না। অথবা আত্মরূপ প্রিয়চিন্তার প্রশংসার্থও এই কথা হইতে পারে ; অথবা [প্রমায়ুক শব্দে] তাচ্ছীল্য-প্রত্যয়ের প্রয়োগ থাকায় এরূপও বলা যাইতে পারে যে, যাহারা যথার্থ আত্মজ্ঞানবিহীন মন্দাত্মদর্শী, তাহাদের সম্বন্ধে প্রিয়গুণচিন্তার ফল-প্রকাশনার্থই ঐ প্রকার ফলোল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

তদাহুর্যদ্ ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে। কিমু তদ্ব্রহ্মাবেদ্ যস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবদিতি ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। [ব্রহ্মজিজ্ঞাসবঃ] তৎ (বক্ষ্যমাণং তত্ত্বং) আহুঃ (কথয়ন্তি) —[কিম্ ?] মনুষ্যাঃ যদ্ব্রহ্মবিদ্যয়া (যয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া) সর্ব্বং ভবিষ্যন্তঃ (বয়ং ব্রহ্মবিদ্যয়া বয়ং সর্ব্বাত্মভাবং গমিষ্যামঃ ইতি) মন্যন্তে ; (অত্র অবিশেষেণ প্রবৃত্তমপি শাস্ত্রং প্রাধান্যতঃ মনুষ্যানেবাধিকরোতি, তেষামেব ভূয়সা নিঃশ্রেয়সাভ্যুদয়সাধনেঽধিকারাৎ, ইতি মন্তব্যম্]। (অত্র পৃচ্ছামঃ—) তৎ

ব্রহ্ম কিমু (কিং বস্তু) অবেৎ (জ্ঞাতবৎ), যস্মাৎ (বিজ্ঞানাৎ) তৎ (ব্রহ্ম) সর্বং (সর্বাত্মকং) অভবৎ ? ইতি ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ বলিয়া থাকেন—মনুষ্যগণ যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্বাত্মক হইব বলিয়া মনে করে ; [জিজ্ঞাসা করি,] সেই ব্রহ্মই বা কি বিষয় জানিয়াছিলেন ? যাহার প্রভাবে তিনি সর্বাত্মভাব লাভ করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। সূত্রিতা ব্রহ্মবিদ্যা—"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি, যদর্থোপনিষৎ কৃৎস্নাপি ; তস্যৈতস্য সূত্রস্য ব্যাচিখ্যাসুঃ প্রয়োজনাভিধিৎসয়া উপোদ্ঘাতং করোতি—তদাহুরিতি ; তদিতি বক্ষ্যমাণমনন্তরবাক্যেহবদ্যোত্যং বস্তু,—আহুঃ—ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্ম বিবিদিষবঃ জন্মজরামরণপ্রবন্ধচক্রভ্রমণকৃতায়াসদুঃখোদকাপারমহোদধিপ্লবভূতং গুরুমাসাদ্য তত্তীরমুত্তিতীর্ষবো ধর্মাধর্মসাধন-তৎফললক্ষণাৎ সাধ্যসাধনরূপাৎ নির্বিণ্ণাঃ তদ্বিলক্ষণ-নিত্যনিরতিশয়শ্রেয়ঃ প্রতিপিৎসবঃ ; কিমাহুরিত্যাহ—যদ্ব্রহ্মবিদ্যয়া ; ব্রহ্ম পরমাত্মা তৎ যয়া বেদ্যতে, সা ব্রহ্মবিদ্যা, তয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া, সর্বং নিরবশেষং ভবিষ্যন্তঃ ভবিষ্যাম ইত্যেবং মনুষ্যা যৎ মন্যন্তে ; মনুষ্যগ্রহণং বিশেষতোঽধিকারজ্ঞাপনার্থম্ ; মনুষ্যা এব হি বিশেষতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সাধনেঽধিকৃতা ইত্যভিপ্রায়ঃ ; যথা কর্মবিষয়ে ফলপ্রাপ্তিং ধ্রুবাং কর্মভ্যো মন্যন্তে, তথা ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সর্বাত্মভাব-ফলপ্রাপ্তিং ধ্রুবামেব মন্যন্তে, বেদপ্রামাণ্যস্যোভয়ত্রাবিশেষাৎ।

তত্র বিপ্রতিষিদ্ধং বস্তু লক্ষ্যতে ; অতঃ পৃচ্ছামঃ—কিমু তদ্ব্রহ্ম,—যস্য বিজ্ঞানাৎ সর্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে ? তৎ কিমবেৎ, যস্মাদ্বিজ্ঞানাৎ তৎ ব্রহ্ম সর্বমভবৎ ? ব্রহ্ম চ সর্বমিতি শ্রূয়তে, তদ্যদি অবিজ্ঞায় কিঞ্চিৎ সর্বমভবৎ, তথান্যেষামপ্যস্তু, কিং ব্রহ্মবিদ্যয়া ? অথ বিজ্ঞায় সর্বমভবৎ, বিজ্ঞানসাধ্যত্বাৎ কর্মফলেন তুল্যমেবেত্যনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ সর্বভাবস্য ব্রহ্মবিদ্যাফলস্য ; অনবস্থাদোষশ্চ—তদপ্যন্যদ্বিজ্ঞায় সর্বমভবৎ, ততঃ পূর্বমপ্যন্যদ্বিজ্ঞায়েতি। ন তাবদবিজ্ঞায় সর্বমভবৎ, শাস্ত্রার্থ-বৈরূপ্যদোষাৎ। ফলানিত্যত্বদোষস্তর্হি ? নৈকোঽপি দোষঃ, অর্থবিশেষোপপত্তেঃ ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

টীকা। তদাহুরিত্যাদের্গ্রন্থস্য প্রশ্নেন সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি—সূত্রিতেতি। তস্যাঃ প্রমাণমাহ—যদর্থেতি। সূত্রব্যাখ্যানেনৈব সর্বোপনিষদর্থসিদ্ধেস্তদ্ব্যাচিখ্যাসুরিতি বুধে-

ভাষ্যানুবাদ । যে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনের জন্য সমস্ত উপনিষৎ-শাস্ত্রের আরম্ভ, "আত্মেত্যেব উপাসীত" ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মবিদ্যাই সূত্রাকারে (সংক্ষেপে) উল্লেখিত হইয়াছে মাত্র; এখন শ্রুতি সেই সংক্ষিপ্ত কথাটির ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমতঃ প্রয়োজন নির্দ্দেশদ্বারে উপোদ্‌ঘাত (সম্বন্ধ) (১) প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন—

শ্রুতির 'তৎ' পদে অব্যবহিত পরবাক্যে যাহার সূচনা করা হইবে, সেই বস্তু বুঝিতে হইবে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ—ব্রহ্ম বস্তু জানিতে ইচ্ছুক এবং জন্ম, জরা ও মরণ-প্রবাহরূপ চক্রে ভ্রমণজনিত দুঃখময় জলে পরিপূর্ণ অপার সংসার-সাগর পারের ভেলাস্বরূপ গুরু লাভ করিয়া সেই সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী, সাধ্য-সাধনাত্মক কার্য্য-কারণভাবাপন্ন সাধ্য-সাধন ও তাহার ফল হইতে বিরক্ত এবং তদ্বিপরীত—নিত্য নিরতিশয় শ্রেয়োলাভে অভিলাষী, তাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন, কি বলিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছেন—যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা,—ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা, যে বিদ্যার সাহায্যে তাঁহাকে জানা যায়, তাহার নাম ব্রহ্মবিদ্যা, সেই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সমস্ত অর্থাৎ যেরূপ হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, ঠিক সেইরূপ সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইব বলিয়া মনুষ্যগণ মনে করে, যেমন কর্ম্ম হইতে কর্ম্মফলপ্রাপ্তি ধ্রুব বলিয়া মনে করে, তেমন ব্রহ্মবিদ্যা হইতেও সর্ব্বাত্মভাব-প্রাপ্তিরূপ ফলকেও অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মনে করিয়া থাকে; কারণ, বেদ-প্রামাণ্যের সদ্ভাব উভয়ত্রই সমান, অর্থাৎ কর্ম্মফল-সম্বন্ধেও বেদই প্রমাণ, এবং ব্রহ্মবিদ্যার ফল সম্বন্ধেও বেদই প্রমাণ; সুতরাং উভয় ফলই এক প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া উভয়েতেই তুল্য বিশ্বাস হওয়া উচিত। মনুষ্যেরই বিশেষভাবে অধিকার জ্ঞাপনের জন্য, এখানে কেবল মনুষ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে; অভিপ্রায়

(১) তাৎপর্য্য—কোন একটি কথা বলিতে হইলেই তাহার সহিত পূর্ব্বকথার সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক; নচেৎ অসম্বদ্ধ বাক্য প্রলাপোক্তির ন্যায় উপেক্ষণীয় হয়। এরূপ সম্বন্ধ বহু ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে একটির নাম 'উপোদ্‌ঘাত', অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়ের সমর্থনানুকূল চিন্তা "চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থাম্ 'উপোদ্‌ঘাতং' বিদুর্ব্বুধাঃ" অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়সিদ্ধির অনুকূল চিন্তাকে পণ্ডিতগণ 'উপোদ্‌ঘাত' বলেন। ইতঃপূর্ব্বে আত্মোপাসনার যে সংক্ষেপে উপদেশ করা হইয়াছে, এখন সেই কথারই অনুকূলে—কেন অপরাপর সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আত্মার উপাসনা করিতে হইবে, তাহার কারণনির্দ্দেশার্থ এই দশম শ্রুতির অবতারণা করা হইতেছে।

এই যে, স্বর্গাদি অভ্যুদয় এবং মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায়সাধনে মনুষ্যগণেরই বিশেষভাবে অধিকার, [অন্যের সেরূপ অধিকার নাই]।

এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধভাব লক্ষিত হইতেছে ; এইজন্য আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যাহার বিজ্ঞানে মনুষ্যগণ সর্ব্বাত্মক হইব বলিয়া মনে করিয়া থাকে, সেই ব্রহ্ম নিজে কি বিষয় জানিয়াছিলেন,—যাহা জানিয়া তিনি সর্ব্বাত্মক হইয়াছেন ? শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম সর্ব্বময় ; তিনি যদি অপর কোনও বস্তু না জানিয়াই সর্ব্বাত্মক হইয়া থাকেন, তবে অপরের সম্বন্ধেও সেইরূপই হউক, ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োজন কি ? আর তিনিও যদি কিছু জানিবার পরই সর্ব্বাত্মক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফলস্বরূপ সর্ব্বাত্মভাব যখন বিজ্ঞানসাধ্য অর্থাৎ জ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন, তখন তাহাও কর্ম্মফলেরই তুল্য ; সুতরাং তাহাও অনিত্য হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অনবস্থা দোষও হয়,—কেন না, যেই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম যেরূপ অন্য কিছু জানিয়া সর্ব্বাত্মক হইয়াছেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কেহ আবার সেইরূপই অন্য কিছু জানিয়া —[সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন, এইরূপে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে]। আর তিনি যে, কিছু না জানিয়াই সর্ব্বময় হইয়াছিলেন, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য দুই প্রকার কল্পনা করিতে হয় অর্থাৎ কেবল আমাদের সর্ব্বাত্মভাবেই অন্য বিজ্ঞানের আবশ্যক হয়, কিন্তু ব্রহ্মের পক্ষে তাহা হয় না ; এই প্রকারে একই শাস্ত্রের দুইপ্রকার অর্থ কল্পনা করিতে হয়। [আর যদি তিনি কিছু জানিয়াই সর্ব্বময় হইয়া থাকেন], তাহা হইলেও বিদ্যাফল সর্ব্বাত্মভাবের অনিত্যত্ব হইতে পারে ; [উত্তরে বলিতেছেন যে,] না—এখানে ইহার একটি দোষও হয় না ; কারণ, অর্থভেদে ইহার উপপত্তি বা সমাধান হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম যদিও নিত্য এবং অপরিচ্ছিন্ন, তথাপি ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে যে, আরোপিত অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের ধ্বংসসাধনরূপ প্রয়োজন, তাহা সেখানেও অব্যাহত রহিয়াছে, কাজেই বিদ্যার নিষ্ফলত্ব দোষ সম্ভাবিত হয় না ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ, তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং, তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি।

তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইদং সর্ব্বং ভবতি, তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি, অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তেহন্যোসাবন্যোহহমস্মীতি, ন স বেদ; যথা পশুরেবং স দেবানাম্। যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যে-কস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেহপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু, তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং, যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ॥ ৪৬ ॥ ১০

অন্বয়ার্থঃ। প্রাগুক্তস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনমুচ্যতে "ব্রহ্ম বা" ইত্যাদিনা।] অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ইদং (জগৎ) ব্রহ্ম বৈ (এব) আসীৎ; তৎ (ব্রহ্ম) আত্মানং (স্বমেব স্বরূপং) অবেৎ (বিজ্ঞাতবৎ),—অহং ব্রহ্ম (বৃহৎবং—সর্ব্বব্যাপি) অস্মি (ভবামি) ইতি; তস্মাৎ (আত্মবিজ্ঞানাৎ) তৎ (ব্রহ্ম) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মকম্) অভবৎ; [কিং বহুনা,] দেবানাং মধ্যে যঃ যঃ তৎ (ব্রহ্ম) প্রত্যবুধ্যত (জাতবান্—আত্মবিজ্ঞানং লব্ধবান্), সঃ এব তৎ (ব্রহ্ম) অভবৎ; তথা ঋষীণাম্, তথা মনুষ্যাণাং [মধ্যেহপি যঃ যঃ প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবৎ, ইতি সম্বন্ধঃ]। ঋষিঃ বামদেবঃ হ (ঐতিহ্যে) তৎ এতৎ (ব্রহ্ম) পশ্যন্ (অনুভবন্) প্রতিপেদে প্রতিপন্নঃ বভূব)—অহং মনুঃ সূর্য্যঃ চ (অপি) অভবম্ ইতি। এতর্হি ইদানীং) অপি যঃ (জনঃ) এবং যথোক্তেন প্রকারেণ তৎ (প্রাগুক্তং) ইদং 'অহং ব্রহ্ম অস্মি' ইতি বেদ (বিজানাতি), সঃ (সোহপি) ইদং দৃশ্যমানং) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মকঃ) ভবতি। দেবাঃ চ (অপি) তস্য (সর্ব্বভাবাপন্নস্য) অভূত্যৈ (অকল্যাণায়) ন হ (নৈব) ঈশতে (সমর্থা ভবন্তি)। [কুতঃ?] হি (যস্মাৎ) সঃ (বিদ্বান্) এষাং (দেবানাং) আত্মা (অভিন্নরূপঃ) ভবতি।

অথ (পক্ষান্তরে) যঃ (জনঃ) অসৌ (উপাস্যঃ দেবঃ) অন্যঃ (মত্তঃ পৃথক্), অহং (উপাসকঃ) অন্যঃ (উপাস্যাৎ পৃথক্) অস্মি (ভবামি),—ইতি (এবং) অন্যাং (আত্মভিন্নাং) দেবতাম্ উপাস্তে; সঃ (উপাসকঃ) ন বেদ (ব্রহ্ম ন জানাতি); [অতএব মনুষ্যাণাং] যথা পশুঃ (ভোগ্যঃ), সঃ (অব্রহ্মবিৎ) [অপি], দেবানাং এবং (তথা ভোগ্যঃ), [অবিদ্বান্ পুরুষোহপি পশুবৎ দেবানাং ভোগ্যঃ ভবতীতি ভাবঃ]। যথা (যদ্বৎ) বহবঃ পশবঃ

(গো-অশ্বাদয়ঃ) মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুঃ (উপভোগং কুর্ব্বন্তি), এবং (তদ্বৎ) একৈকঃ পুরুষঃ (মনুষ্যঃ) দেবান্ ভুনক্তি (তেষাং ভোগং নিষ্পাদয়তি); একস্মিন্ পশৌ আদীয়মানে (অপহ্রিয়মাণে সতি) অপ্রিয়ং (দুঃখং) ভবতি, কিমু বহুষু? (বহুষু আদীয়মানেষু সৎসু অপ্রিয়ং ভবতীতি কিমু বাচ্যম্?) তস্মাৎ (হেতোঃ) এষাং (দেবানাং) তৎ ন প্রিয়ম্, [কিং?] যৎ মনুষ্যাঃ এতৎ (সর্ব্বং ব্রহ্ম) বিদ্যুঃ (জানীয়ুঃ) ইতি ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল; তিনি, 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপে আত্মাকেই জানিয়াছিলেন; সেই কারণে তিনি সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন। দেবতাগণ, ঋষিগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) বুঝিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। বামদেব ঋষি সেই এই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়েও যে লোক এই প্রকার বুঝিতে পারে যে, 'আমি হইতেছি—ব্রহ্মস্বরূপ', তিনিও এই সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হন; দেবগণও তাঁহার অনিষ্টসাধনে সমর্থ হন না। কারণ, তিনি এ সমস্তেরই আত্মা হন; পক্ষান্তরে, যে লোক ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে,—'আমি (উপাসক) অন্য, এবং ইনি (উপাস্যও) অন্য' এইরূপ ভেদ দৃষ্টিতে অপর দেবতার উপাসনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক ব্রহ্মকে জানে না। মনুষ্যগণের যেমন পশু, তিনিও দেবগণের নিকট তদ্রূপ, অর্থাৎ পশুর ন্যায় দেবগণের উপভোগ্য হন। বহু পশু যেরূপ মনুষ্যকে ভোগ করে অর্থাৎ মনুষ্যের ভোগ সাধন করে, তেমনি সেই ভেদদর্শী এক একটি লোকও দেবগণের উপভোগ্য হইয়া থাকে; একটি পশুও অপরে লইলে অথবা হস্তচ্যুত হইলে যখন অপ্রিয় বা দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন বহু পশু ঐরূপ হইলে ত কথাই নাই; এই কারণেই দেবতাদিগের তাহা প্রিয় নয় যে, মনুষ্যগণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয় ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি কিমপি বিজ্ঞানৈব তদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বমভবৎ

ইহাপি অব্রহ্মত্বসর্ব্বত্বাবিদ্যাকৃতয়োরেব নিবর্ত্তকত্বাদ্ ব্রহ্মবিদ্যা; ন তু পারমার্থিকং বস্তু কর্ত্তুং নিবর্ত্তয়িতুং বা অর্হতি ব্রহ্মবিদ্যা। তথাপ্যর্থৈব শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনা । ৫

ব্রহ্মণ্যবিদ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ; ন; ব্রহ্মণি বিদ্যাবিধানাৎ। ন হি শুক্তিকায়াং রজতাধ্যারোপণেঽসতি, শুক্তিকাত্বং জ্ঞাপ্যতে—চক্ষুর্গোচরাপন্নায়াম্ 'ইয়ং শুক্তিকা, ন রজতম্' ইতি। তথা 'সদেবেদং সর্ব্বং, ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্, আত্মৈবেদং সর্ব্বং, নেদং দ্বৈতমস্ত্যব্রহ্ম' ইতি ব্রহ্মণ্যেকত্ববিজ্ঞানং ন বিধাতব্যম্, ব্রহ্মণ্যবিদ্যাধ্যারোপণায়ামসত্যাম্। ন ব্রূমঃ—শুক্তিকায়ামিব ব্রহ্মণ্যতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপণা নাস্তীতি; কিং তর্হি? ন ব্রহ্ম স্বাত্মন্যতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপণনিমিত্তম্ অবিদ্যাকর্ত্তৃ চেতি। ভবত্বেবং—নাবিদ্যাকর্ত্তৃ ভ্রান্তং ব্রহ্ম; কিন্তু নৈবাব্রহ্মাবিদ্যাকর্ত্তা চেতনো ভ্রান্তোঽন্য ইষ্যতে—"নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা", "নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ", "তত্ত্বমসি", "আত্মানমেবাবেৎ", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। স্মৃতিভ্যশ্চ—"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু", "অহমাত্মা গুড়াকেশ", "শুনি চৈব শ্বপাকে চ", "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি", "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি" ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ। ৬

নন্বেবং শাস্ত্রোপদেশানর্থক্যমিতি; বাঢ়মেবম্, অবগতে অস্ত্বেবানর্থক্যম্। অবগমানর্থক্যমপীতি চেৎ; ন; অনবগমনিবৃত্তের্দৃষ্টত্বাৎ। তন্নিবৃত্তেরপ্যনুপপত্তিরেকত্ব ইতি চেৎ; ন, দৃষ্টবিরোধাৎ; দৃশ্যতে হি একত্ববিজ্ঞানাদেবানবগমনিবৃত্তিঃ; দৃশ্যমানমপ্যনুপপন্নমিতি ব্রুবতো দৃষ্টবিরোধঃ স্যাৎ। ন চ দৃষ্টবিরোধঃ কেনচিদপ্যভ্যুপগম্যতে. ন চ দৃষ্টেঽনুপপন্নং নাম, দৃষ্টত্বাদেব। দর্শনানুপপত্তিরিতি চেৎ; তত্রাপ্যেষৈব যুক্তিঃ। ৭

"পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি." "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে।" "মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইত্যেবমাদিশ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যঃ পরস্মাদ্বিলক্ষণোঽন্যঃ সংসারী অবগম্যতে; তদ্বিলক্ষণশ্চ পরঃ "স এষ নেতি নেতি" "অশনায়াদ্যত্যেতি" "য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ" "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ; কণাদাক্ষপাদাদিতর্কশাস্ত্রেষু চ সংসারিবিলক্ষণ ঈশ্বর উপপত্তিতঃ সাধ্যতে; সংসারদুঃখাপনয়ার্থিত্বপ্রবৃত্তিদর্শনাৎ স্ফুটমন্যত্বমীশ্বরাৎ সংসারিণোঽবগম্যতে; "অবাক্যনাদরঃ" "ন মে পার্থাস্তি" ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ; "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" "তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতৎ" "যো বা এতদক্ষরং

পার্থ্যবিবিধা" "তমেব ধীরো বিজ্ঞায়" "প্রণবো ধনুঃ, শরো হ্যাত্মা, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য-মুচ্যতে" ইত্যাদিকর্মকর্তৃনির্দেশাচ্চ; মুমুক্ষোশ্চ গতি-মার্গবিশেষদেশোপ-দেশাৎ; অসতি ভেদে কস্য কুতো গতিঃ স্যাৎ? তদভাবে চ দক্ষিণোত্তর-মার্গবিশেষানুপপত্তির্গন্তব্যদেশানুপপত্তিশ্চেতি; ভিন্নস্য তু পরস্মাদাত্মনঃ সর্ব-মেতদুপপন্নম্ । ৮

কর্ম-জ্ঞানসাধনোপদেশাচ্চ,—ভিন্নশ্চেদ্ ব্রহ্মণঃ সংসারী স্যাৎ, যুক্তঃ অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসাধনয়োঃ কর্ম-জ্ঞানয়োরুপদেশঃ, নেশ্বরস্য, আপ্তকামত্বাৎ; তস্মাদ্ যুক্তং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মভাবী পুরুষ উচ্যত ইতি চেৎ, ন, ব্রহ্মোপদেশানর্থক্য-প্রসঙ্গাৎ,—সংসারী চেৎ ব্রহ্মভাবী অব্রহ্ম সন্ বিদিতবানেব—অহং ব্রহ্মাস্মীতি সর্বমভবৎ; তত্র সংসারাত্মবিজ্ঞানস্যৈব সম্যক্ত্বাত্তস্য ফলস্য সিদ্ধত্বাৎ, পরব্রহ্মোপদেশস্য ব্যর্থানর্থক্যং প্রাপ্তম্ ॥ ৯

তদ্বিজ্ঞানস্য কিঞ্চিৎ পুরুষার্থসাধনত্বেঽবিনিয়োগাৎ সংসারিণ এব—অহং ব্রহ্মাস্মীতি ব্রহ্মত্বসম্পাদনার্থ উপদেশ ইতি চেৎ; অবিজ্ঞাতে হি ব্রহ্মস্বরূপে কিং সম্পদ্যেৎ—অহং ব্রহ্মাস্মীতি? ন জ্ঞাতস্বরূপে হি ব্রহ্মণি শক্যা সম্পৎ কর্তুম্, ন; "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম" "য আত্মা" "তৎ সত্যং স আত্মা" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি প্রকৃত্য "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ" ইতি সংস্রষ্টো ব্রহ্মাত্মশব্দয়োঃ সামানাধিকরণ্যাদেকার্থত্বমেবাবগম্যতে। অন্যস্য হি অন্যত্র সম্পৎ ক্রিয়তে, নৈকত্বে, "ইদং সর্বং যদয়মাত্মা" ইতি চ প্রকৃতস্যৈব দ্রষ্টব্যস্যাত্মন একত্বং দর্শয়তি। তস্মান্নাত্মনো ব্রহ্মসম্পদুপ-পত্তিঃ। ১০

ন চাপ্যন্যৎ প্রয়োজনং ব্রহ্মোপদেশস্য গম্যতে; "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" "অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি" ইতি চ তদাপত্তিশ্রবণাৎ। সম্পত্তিশ্চেৎ, তদাপত্তির্ন স্যাৎ। ন হ্যন্যস্যান্যভাব উপপদ্যতে। বচনাৎ সম্পত্তেরপি তদ্ভাবাপত্তিঃ স্যাদিতি চেৎ; ন; সম্পত্তেঃ প্রত্যয়মাত্র-ত্বাৎ, বিজ্ঞানস্য চ মিথ্যাজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বব্যতিরেকেণাকারকত্বমিত্যবোচাম। ন চ বচনং বস্তুনঃ সামর্থ্যজনকম্। জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রং ন কারকমিতি স্থিতিঃ। "স এব ইহ প্রবিষ্টঃ" ইত্যাদিবাক্যেষু চ পরস্যৈব প্রবেশ ইতি স্থিতম্। তস্মাদ্-ব্রহ্মেতি ন ব্রহ্মভাবি-পুরুষকল্পনা সাধ্বী। ১১

ইষ্টার্থবাধনাচ্চ—সৈন্ধবঘনবদনন্তরমবাহ্যমেকরসং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানং সর্ব-স্যামুপনিষদি প্রতিপিপাদয়িষিতোঽর্থঃ—কাণ্ডদ্বয়েঽপ্যন্তেঽবধারণাদবগম্যতে—

"ইত্যুপক্রমণম্" "এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্" ইতি ; তথা সর্ব্বশাখোপনিষৎসু চ ব্রহ্মৈকত্ববিজ্ঞানং নিশ্চিতোঽর্থঃ। তত্র যদি সংসারী ব্রহ্মণোঽন্য আত্মানমেবাবেৎ—ইতি কল্প্যেত, ইষ্টার্থস্য বাধনং স্যাৎ ; তথা চ শাস্ত্রমুপক্রমোপসংহারয়োর্বিরোধাদসমঞ্জসং কল্পিতং স্যাৎ। ব্যপদেশানুপপত্তেশ্চ—যদি চ "আত্মানমেবাবেৎ" ইতি সংসারী কল্প্যেত, 'ব্রহ্মবিদ্যা' ইতি ব্যপদেশো ন স্যাৎ 'আত্মানমেবাবেৎ" ইতি ; সংসারিণ এব বেদ্যত্বোপপত্তেঃ। ১২

আত্মেতি বেদ্যত্বমুচ্যত ইতি চেৎ ; ন ; "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি বিশেষণাৎ ; অন্যশ্চেদ্বেদ্যঃ স্যাৎ, অয়মসাবিত্যেবং বিশেষ্যেত, ন তু 'অহমস্মি' ইতি। 'অহমস্মি' ইতি বিশেষণাৎ 'আত্মানমেবাবেৎ' ইতি চাবধারণাৎ নিশ্চিতম্ আত্মৈব ব্রহ্মেত্যবগম্যতে ; তথা চ সত্যুপপন্নো ব্রহ্মবিদ্যাব্যপদেশঃ, নান্যথা ; সংসারিবিদ্যা হি অন্যথা স্যাৎ। ন চ ব্রহ্মত্বাব্রহ্মত্বে হ্যেকস্যোপপন্নে পরমার্থতঃ, তমঃপ্রকাশাবিব ভানোর্বিরুদ্ধত্বাৎ। ১৩

ন চোভয়নির্দেশে ব্রহ্মবিদ্যেতি নিশ্চিতো ব্যপদেশো যুক্তঃ, তদা ব্রহ্মবিদ্যা সংসারিবিদ্যা চ স্যাৎ ; ন চ বস্তুনোঽর্দ্ধকুক্কুটীয়ত্বং কল্পয়িতুং যুক্তম্ তত্ত্বজ্ঞানবিবক্ষায়াম্, শ্রোতুঃ সংশয়ো হি তথা স্যাৎ ; নিশ্চিতং চ জ্ঞানং পুরুষার্থসাধনমিষ্যতে —"যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি" "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্। অতো ন সংশয়িতো বাক্যার্থো বাচ্যঃ পরহিতার্থিনা। ১৪

ব্রহ্মণি সাধকত্বকল্পনা অস্মদাদিষ্বিব অপেশলা —"তদাত্মানমেবাবেৎ, তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ" ইতি—ইতি চেৎ, ন ; শাস্ত্রোপলব্ধত্বাৎ ; ন হ্যস্মৎকল্পনেয়ম্, শাস্ত্রকৃতা তু ; তস্মাচ্ছাস্ত্রস্যায়মুপালম্ভঃ ; ন চ ব্রহ্মণ ইষ্টং চিকীর্ষুণা শাস্ত্রার্থবিপরীতকল্পনয়া স্বার্থপরিত্যাগঃ কার্য্যঃ। ন চৈতাবত্যেবাক্ষমা যুক্তা ভবতঃ ; সর্ব্বং হি নানাত্বং ব্রহ্মণি কল্পিতমেব "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদিবাক্যশতেভ্যঃ, সর্ব্বো হি লোকব্যবহারো ব্রহ্মণ্যেব কল্পিতো ন পরমার্থঃ সন্, ইত্যল্পমিদমুচ্যতে—ইয়মেব কল্পনা অপেশলেতি। ১৫

তস্মাৎ—যৎ প্রবিষ্টং স্রষ্টৃ ব্রহ্ম, তদ্ ব্রহ্ম ; বৈ-শব্দোঽবধারণার্থঃ ; ইদং শরীরস্থং যৎ গৃহ্যতে, অগ্রে প্রাক্ প্রতিবোধাদপি ব্রহ্মৈবাসীৎ সর্ব্বঞ্চেদম্ ; কিন্তু অপ্রতিবোধাৎ 'অব্রহ্মাস্মি অসর্ব্বং চ' ইত্যাত্মন্যধ্যারোপাৎ 'কর্ত্তাহং ক্রিয়াবান্, ফলানাঞ্চ ভোক্তা, সুখী দুঃখী সংসারী' ইতি চাধ্যারোপয়তি ; পরমার্থতস্তু ব্রহ্মৈব তদ্বিলক্ষণং সর্ব্বঞ্চ ; তৎ কথঞ্চিদাচার্য্যেণ দয়ালুনা প্রতিবোধিতং 'নাসি

সংসারী' ইতি আত্মানমেবাবেৎ স্বাভাবিকম্. অবিদ্যাধ্যারোপিতবিশেষবর্জ্জিত-মিত্যেব-শব্দার্থঃ। ১৬

ব্রূহি কোহসাবাত্মা স্বাভাবিকঃ, যমাত্মানং বিদিতবদ্ ব্রহ্ম। ননু ন স্বয়-ত্তাত্মানম্ ; দর্শিতো হ্যসৌ—য ইহ প্রবিশ্য প্রাণিত্যপানিতি ব্যানিতি উদানিতি সমানিতীতি। ননু 'অসৌ গৌঃ, অসাবশ্বঃ' ইত্যেবমসৌ ব্যপদিশ্যতে ভবতা, নাত্মানং প্রত্যক্ষং দর্শয়সি ; এবং তর্হি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা স আত্মেতি। নন্বত্রাপি দর্শনাদিক্রিয়াকর্ত্তুঃ স্বরূপং ন প্রত্যক্ষং দর্শয়সি ; ন হি গমিরেব গন্তুঃ স্বরূপম্, ছিদির্বা ছেত্তুঃ ; এবং তর্হি দৃষ্টের্দ্রষ্টা, শ্রুতেঃ শ্রোতা, মতের্মন্তা, বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতা, স আত্মেতি ১৭

ননু অত্র কো বিশেষো দ্রষ্টরি ? যদি দৃষ্টের্দ্রষ্টা, যদি বা ঘটস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বথাপি দ্রষ্টৈব ; দ্রষ্টব্য এব তু ভবান্ বিশেষমাহ—দৃষ্টের্দ্রষ্টেতি ; দ্রষ্টা তু যদি দৃষ্টেঃ, যদি বা ঘটস্য, দ্রষ্টা দ্রষ্টৈব। ন, বিশেষোপপত্তেঃ—অস্ত্যত্র বিশেষঃ, যো দৃষ্টের্দ্রষ্টা, স দৃষ্টিশ্চেদ্ভবতি, নিত্যমেব পশ্যতি দৃষ্টিম্, ন কদাচিদপি দৃষ্টির্ন দৃশ্যতে দ্রষ্ট্রা ; তত্র দ্রষ্টুর্দৃষ্ট্যা নিত্যয়া ভবিতব্যম্ ; অনিত্যা চেৎ দ্রষ্টুর্দৃষ্টিঃ, তত্র দৃশ্যা যা দৃষ্টিঃ, সা কদাচিন্ন দৃশ্যেতাপি—যথা অনিত্যয়া দৃষ্ট্যা ঘটাদি বস্তু। ন চ তদ্বৎ দৃষ্টের্দ্রষ্টা কদাচিদপি ন পশ্যতি দৃষ্টিম্। ১৮

কিং দ্বে দৃষ্টী দ্রষ্টুঃ—নিত্যা অদৃশ্যা, অন্যা অনিত্যা দৃশ্যেতি ? বাঢ়ম্ ; প্রসিদ্ধা তাবদনিত্যা দৃষ্টিঃ, অন্ধানন্ধত্বদর্শনাৎ ; নিত্যৈব চেৎ, সর্ব্বোঽনন্ধ এব স্যাৎ ; দ্রষ্টুস্তু নিত্যা দৃষ্টিঃ—"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ ; অনুমানাচ্চ—অন্ধস্যাপি ঘটাদ্যাভাসবিষয়া স্বপ্নে দৃষ্টিরুপলভ্যতে ; সা তর্হি ইতরদৃষ্টিনাশে ন নশ্যতি ; সা দ্রষ্টুর্দৃষ্টিঃ, তয়া অবিপরিলুপ্তয়া নিত্যয়া দৃষ্ট্যা স্বরূপভূতয়া স্বয়ংজ্যোতিঃসমাখ্যয়া ইতরামনিত্যাং দৃষ্টিং স্বপ্নান্তবুদ্ধান্তয়োর্বাসনাপ্রত্যয়রূপাং নিত্যমেব পশ্যন্ দৃষ্টের্দ্রষ্টা ভবতি। এবঞ্চ সতি দৃষ্টিরেব স্বরূপমস্য অগ্ন্যৌষ্ণ্যবৎ ন কাণাদানামিব দৃষ্টিব্যতিরিক্তোঽন্যশ্চেতনো দ্রষ্টা। ১৯

তৎ ব্রহ্ম আত্মানমেব নিত্যদৃগ্রূপম্ অধ্যারোপিতানিত্যদৃষ্ট্যাদিবর্জ্জিতমেব অবেৎ বিদিতবৎ। ননু বিপ্রতিষিদ্ধং—"ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ" ইতি শ্রুতেঃ—জ্ঞাতুর্বিজ্ঞানম্। ন ; এবং বিজ্ঞানায় বিপ্রতিষেধঃ ; এবং দৃষ্টের্দ্রষ্টা ইতি বিজ্ঞায়ত এব ; অন্যজ্ঞানানপেক্ষত্বাচ্চ—নচ দ্রষ্টুর্নিত্যৈব দৃষ্টিরিত্যেবং বিজ্ঞাতে দ্রষ্টৃবিষয়াং দৃষ্টিমন্যামাকাঙ্ক্ষতে ; নিবর্ত্ততে হি দ্রষ্টৃবিষয়-

দৃষ্ট্যাকাঙ্ক্ষা, তদসম্ভবাদেব ; ন হ্যবিজ্ঞাতে বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা কস্যচিদুপজায়তে ; ন চ দৃষ্ট্যা দৃষ্টিগ্রহীতারং বিষয়ীকর্ত্তুমুৎসহতে, যতস্তামাকাঙ্ক্ষেত। ন চ স্বরূপ-বিষয়াকাঙ্ক্ষা স্বস্যৈব ; তস্মাদজ্ঞানাধ্যারোপণনিবৃত্তিরেব "আত্মানমেবাবেৎ" ইত্যুক্তম্, নাত্মনো বিষয়ীকরণম্ । ২০

তৎ কথমবেদিত্যাহ—অহং দৃষ্টের্দ্রষ্টা আত্মা ব্রহ্মাস্মি ভবামীতি। ব্রহ্মেতি—যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ সর্ব্বান্তর আত্মা অশনায়াদ্যতীতো নেতি নেত্যস্থূল-মনণ্বিত্যেবমাদিলক্ষণম্, তদেবাহমস্মি, নান্যঃ সংসারী, যথা ভবানাহ—ইতি। তস্মাদেবংবিজ্ঞানাৎ তৎ ব্রহ্ম সর্ব্বমভবৎ - অব্রহ্মাধ্যারোপণাপগমাৎ তৎ-কার্য্যস্যাসর্ব্বত্বস্য নিবৃত্ত্যা সর্ব্বমভবৎ । তস্মাদ্ যুক্তমেব মনুষ্যা মন্যন্তে—যৎ ব্রহ্ম-বিদ্যয়া সর্ব্বং ভবিষ্যাম ইতি। যৎ পৃষ্টম্—কিমু তদ্ ব্রহ্মাবেৎ, যস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবদিতি, তন্নির্ণীতং—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাত্মানমেবাবেৎ—অহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবদিতি ২১

তৎ তত্র যো যো দেবানাং মধ্যে প্রত্যবুধ্যত প্রতিবুদ্ধবান্ আত্মানং যথোক্তেন বিধিনা, স এব প্রতিবুদ্ধ আত্মা তদ্ ব্রহ্ম অভবৎ ; তথা ঋষীণাম্, তথা মনুষ্যাণাং চ মধ্যে। দেবাদীনামিত্যাদি লোকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া, ন ব্রহ্মত্ববুদ্ধ্যোচ্যতে ; "পুরঃ পুরুষ আবিশৎ" ইতি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈবানুপ্রবিষ্টমিত্যবোচাম অতঃ শরীরাদ্যুপাধিজনিত-লোকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া দেবানামিত্যাদ্যুচ্যতে ; পরমার্থতস্তু তত্র তত্র ব্রহ্মৈবাগ্র আসীৎ প্রাক্ প্রতিবোধাৎ দেবাদিশরীরেষ্বন্যথৈব বিভাব্যমানম্, তদাত্মানমেবাবেৎ, তথৈব চ সর্ব্বমভবৎ । ২২

অস্যা ব্রহ্ম-বিদ্যায়াঃ সর্ব্বভাবাপত্তিঃ ফলমিত্যেতস্যার্থস্য দ্রঢ়িম্নে মন্ত্রানুদাহরতি শ্রুতিঃ। কথম্?—তদ্ ব্রহ্ম এতদাত্মানমেব অহমস্মীতি পশ্যন্ এতস্মাদেব ব্রহ্মণো দর্শনাদ্ ঋষির্বামদেবাখ্যঃ প্রতিপেদে হ প্রতিপন্নবান্ কিল। স এতস্মিন্ ব্রহ্মাত্মদর্শনেঽবস্থিত এতান্ মন্ত্রান্ দদর্শ—অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেত্যাদীন্। তদেতদ্ ব্রহ্ম পশ্যন্নিতি ব্রহ্মবিদ্যা পরামৃশ্যতে ; অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেত্যাদিনা সর্ব্বভাবাপত্তিং ব্রহ্ম-বিদ্যাফলং পরামৃশতি ; পশ্যন্ সর্ব্বাত্মভাবং ফলং প্রতিপেদে, ইত্যস্মাৎ প্রয়োগাদ্ ব্রহ্মবিদ্যাসহায়সাধনসাধ্যং মোক্ষং দর্শয়তি—ভুঞ্জানস্তৃপ্যতীতি যদ্বৎ । ২৩

সেয়ং ব্রহ্ম-বিদ্যয়া সর্ব্বভাবাপত্তিরাসীন্মহতাং দেবানাং বীর্য্যাতিশয়াৎ, নেদানীমৈদংযুগীনানাম্, বিশেষতো মনুষ্যাণাম্, অল্পবীর্য্যত্বাৎ ; ইতি স্যাৎ কস্যচিদ্ বুদ্ধিঃ, তদ্ব্যাপনায়াহ—তদিদং প্রকৃতং ব্রহ্ম যৎ সর্ব্বভূতানুপ্রবিষ্টং

দৃষ্টিক্রিয়াদিলিঙ্গম্, এতর্হি এতস্মিন্নপি বর্ত্তমানকালে, যঃ কশ্চিদ্ব্যাবৃত্তবাহ্যৌৎসুক্য আত্মানমেব এবং বেদ অহং ব্রহ্মাস্মীতি—অপোহ্যোপাধিজনিতভ্রান্তিবিজ্ঞানাধ্যারোপিতান্ বিশেষান্ সংসারধর্ম্মানাগন্ধিতমনন্তরমবাহ্যং ব্রহ্মৈবাহমস্মি কেবলমিতি, সঃ অবিদ্যাকৃতাসর্ব্বত্বনিবৃত্তেঃ ব্রহ্মবিজ্ঞানাদিদং সর্ব্বং ভবতি। ন মহাবীর্য্যেষু বামদেবাদিষু হীনবীর্য্যেষু বা বার্ত্তমানিকেষু মনুষ্যেষু ব্রহ্মণো বিশেষঃ তদ্বিজ্ঞানস্য বাস্তি। বার্ত্তমানিকেষু পুরুষেষু তু ব্রহ্মবিদ্যাফলেঽনৈকান্তিকতা শঙ্ক্যতে, ইত্যত আহ—তস্য হ ব্রহ্মবিদ্যাভূর্যথোক্তেন বিধিনা, দেবা মহাবীর্য্যাঃ, চন অপি, অভূত্যৈ অভবনায় ব্রহ্মসর্ব্বভাবস্য নেশতে ন পর্য্যাপ্তাঃ ; কিমুতান্যে । ২৪

ব্রহ্মবিদ্যাফলপ্রাপ্তৌ বিঘ্নকরণে দেবাদয় ঈশত ইতি কা শঙ্কা ? ইতি, উচ্যতে—দেবাদীন্ প্রতি ঋণবত্ত্বাৎ মর্ত্ত্যানাম্ ; "ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ, যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়া পিতৃভ্যঃ" ইতি হি জায়মানমেব ঋণবন্তং পুরুষং দর্শয়তি শ্রুতিঃ ; পশুনিদর্শনাচ্চ—"অথো অয়ং বা .." ইত্যাদিলোকশ্রুতেশ্চ আত্মনো বৃত্তিপরিপিপালয়িষয়া অধমর্ণানিব দেবাঃ পরতন্ত্রান্ মনুষ্যান্ প্রতি অমৃতত্বপ্রাপ্তিং প্রতি বিঘ্নং কুর্য্যুরিতি ন্যায্যৈবৈষা শঙ্কা । ২৫

অপচিতিং অপচায়ীব চ প্রার্থয়ন্তে দেবাঃ ; মহত্তরাং হি বৃত্তিং কর্ম্মাধীনাং দর্শয়িষ্যতি দেবাদীনাম্—বহুপশুসমত্বঞ্চৈকৈকস্য পুরুষস্য ; "তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ম্, যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ" ইতি হি বক্ষ্যতি, "যথা হ বৈ স্বায় লোকায়ারিষ্টিমিচ্ছেদেবং হৈবংবিদে সর্ব্বাণি ভূতান্যরিষ্টিমিচ্ছন্তি" ইতি চ ; ব্রহ্মবিদে পারার্থ্যনিবৃত্তৌ স্বলোকত্বং পশুত্বকৃতাপ্রাপ্ত্যোঃপ্রিয়ারিষ্টিবচনাভ্যামবগম্যতে ; তস্মাদ্ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মবিদ্যাফলপ্রাপ্তিং প্রতি কুর্য্যুরেব বিঘ্নং দেবাঃ, প্রভাববন্তশ্চ হি তে । ২৬

নন্বেবং সতি অন্যাস্বপি কর্ম্মফলপ্রাপ্তিষু দেবানাং বিঘ্নকরণং পেয়পানসমম্ ; হন্ত তর্হি অবিস্রম্ভোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সাধনানুষ্ঠানেষু ; তথা ঈশ্বরস্যাচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ বিঘ্নকরণে প্রভুত্বম্ ; তথা কালকর্ম্মমন্ত্রৌষধিতপসাম্ ; এষাং হি ফলসম্পত্তি-বিপত্তিহেতুত্বং শাস্ত্রে লোকে চ প্রসিদ্ধম্ ; অতোঽপ্যনাশ্বাসঃ শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানে । ন ; সর্ব্বপদার্থানাং নিয়তনিমিত্তোপাদানাৎ, জগদ্বৈচিত্র্যদর্শনাচ্চ, স্বভাবপক্ষে চ তদনুপপত্তেঃ, সুখদুঃখাদিফলনিমিত্তং কর্ম্মেত্যেতস্মিন্ পক্ষে স্থিতে বেদস্মৃতি-ন্যায়-লোকপরিগৃহীতে, দেবেশ্বরকালাভাবং ন কর্ম্মফল-বিপর্য্যাসকর্ত্তারঃ, কর্ম্মণাং কাঙ্ক্ষিতকারকত্বাৎ—কর্ম্ম হি শুভাশুভং পুরুষাণাং

দৈবকালেশ্বরাদিকারকমনপেক্ষ্য নাত্মানং প্রতিলভতে, লব্ধাত্মকমপি ফলদানেঽসমর্থম্, ক্রিয়া হি কারকাদ্যনেকনিমিত্তোপাদানস্বাভাব্যাৎ; তস্মাৎ ক্রিয়ানুগুণা হি দৈবেশ্বরাদয় ইতি কর্ম্মসু তাবৎ ফলপ্রাপ্তিং প্রত্যভিপ্রেতঃ। ২৭

কর্ম্মণামপ্যেষাং যথাস্থানং কচিৎ, স্বসামর্থ্যস্যাপ্রযোজ্যত্বাৎ। কর্ম্মকাল-দৈবদ্রব্যাদিষু ভাবানাং গুণপ্রধানভাবস্বনিয়তো দুর্বিজ্ঞেয়শ্চেতি তৎকৃতো মোহো লোকস্য—কর্ম্মৈব কারকং নান্যৎ ফলপ্রাপ্তাবিতি কেচিৎ; দৈবমেবেত্যপরে; কাল ইত্যেকে; দ্রব্যাদিস্বভাব ইতি কেচিৎ; সর্ব্ব এতে সংহতা এবেত্যপরে। তত্র কর্ম্মণঃ প্রাধান্যমঙ্গীকৃত্য বেদস্মৃতিবাদাঃ "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" ইত্যাদয়ঃ। যদ্যপ্যেষাং স্ববিষয়ে কস্যচিৎ প্রাধান্যোদ্ভবঃ, ইতরেষাং তৎকালীনপ্রাধান্যশক্তিস্তম্ভঃ, তথাপি ন কর্ম্মণঃ ফলপ্রাপ্তিং প্রতি অনৈকান্তিকত্বম্, শাস্ত্রন্যায়নির্দ্ধারিতত্বাৎ কর্ম্মপ্রাধান্যস্য। ২৮

ন; অবিদ্যাপগমমাত্রত্বাদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলস্য,—যদুক্তং ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলং প্রতি দেবা বিঘ্নং কুর্য্যুরিতি, তত্র ন দেবানাং বিঘ্নকরণে সামর্থ্যম্; কস্মাৎ? বিদ্যাকালানন্তরিতত্বাদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলস্য; কথম্; যথা লোকে দ্রষ্টুশ্চক্ষুষ আলোকেন সংযোগো যৎকালঃ, তৎকাল এব রূপাভিব্যক্তিঃ, এবমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালম্, তৎকাল এব তদ্বিষয়াজ্ঞানতিরোভাবঃ স্যাৎ; অতো ব্রহ্মবিদ্যায়াং সত্যামবিদ্যাকার্য্যানুপপত্তেঃ, প্রদীপ ইব তমঃকার্য্যস্য; তৎ কেন কস্য বিঘ্নং কুর্য্যুর্দ্দেবাঃ—যত্রাত্মত্বমেব দেবানাং ব্রহ্মবিদঃ। ২৯

তদেতদাহ—আত্মা স্বরূপঃ ধ্যেয়ম্ যত্তৎ সর্ব্বশাস্ত্রৈর্বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম, হি যস্মাৎ এষাং দেবানাং স ব্রহ্মবিদ্ ভবতি—ব্রহ্মবিদ্যাসমকালমেবাবিদ্যামাত্রব্যবধানা-পগমাৎ শুক্তিকায়া ইব রজতাভাসায়াঃ শুক্তিকাত্বমিত্যবোচাম। অতো নাত্মনঃ প্রাতিকূল্যে দেবানাং প্রযত্নঃ সম্ভবতি। যস্য হি অনাত্মভূতং ফলং দেশকালনিমিত্তান্তরিতম্, তত্রানাত্মবিষয়ে সফলঃ প্রযত্নো বিঘ্নাচরণায় দেবানাম্; ন ত্বিহ বিদ্যাসমকাল আত্মভূতে দেশকালনিমিত্তানন্তরিতে, অবসরানুপপত্তেঃ। ৩০

এবং তর্হি বিদ্যাপ্রত্যয়সন্তত্যভাবাৎ বিপরীতপ্রত্যয়-তৎকার্য্যয়োশ্চ দর্শনা-দন্ত্য এবাত্মপ্রত্যয়োঽবিদ্যানিবর্ত্তকঃ, ন তু পূর্ব্ব ইতি। ন; প্রথমেনানৈ-কান্তিকত্বাৎ—যদি হি প্রথম আত্মবিষয়ঃ প্রত্যয়োঽবিদ্যাং ন নিবর্ত্তয়তি, তথান্ত্যোঽপি, তুল্যবিষয়ত্বাৎ। এবং তর্হি সন্ততোঽবিদ্যানিবর্ত্তকঃ, ন বিচ্ছিন্ন

ইতি। ন; জীবনাদৌ সতি সন্তত্যনুপপত্তেঃ—ন হি জীবনাদিবিষয়ে প্রত্যয়ে সতি বিদ্যাপ্রত্যয়সন্ততিরুপপদ্যতে, বিরোধাৎ। অথ জীবনাদিপ্রত্যয়সন্ততিরন্তরালেনৈব আ মরণান্তাৎ বিদ্যাসন্ততিরিতি চেৎ; ন; প্রত্যয়েয়ত্তাসন্তানানবধারণাৎ শাস্ত্রার্থানবধারণদোষাৎ—ইয়তাং প্রত্যয়ানাং সন্ততিরবিদ্যায়া নিবর্ত্তিকেত্যনবধারণাৎ শাস্ত্রার্থো নাবধ্রিয়েত; তচ্চানিষ্টম্। সন্ততিমাত্রত্বেঽবধারিত এবেতি চেৎ; ন; আদ্যন্তয়োরবিশেষাৎ—প্রথমা বিদ্যা-প্রত্যয়সন্ততিঃ মরণকালান্তা বেতি বিশেষাভাবাৎ, আদ্যন্তয়োঃ প্রত্যয়য়োঃ পূর্ব্বোক্তৌ দোষৌ প্রসজ্যেয়াতাম্। এবং তর্হি অনিবর্ত্তক এবেতি চেৎ, ন, "তস্মাৎ সর্ব্বমভবৎ" ইতি শ্রুতেঃ, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" "তত্র কো মোহঃ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ। ৩১

অর্থবাদ ইতি চেৎ; ন, সর্ব্বশাখোপনিষদামর্থবাদত্বপ্রসঙ্গাৎ, এতাবন্মাত্রার্থোপক্ষীণা হি সর্ব্বোপনিষদঃ। প্রত্যক্ষপ্রমিতাত্মবিষয়ত্বাদেবেতি চেৎ; ন; উক্তপরিহারত্বাৎ—অবিদ্যাশোকমোহভয়াদিদোষনিবৃত্তেঃ প্রত্যক্ষত্বাদিতি চোক্তঃ পরিহারঃ। তস্মাদাদ্যঃ অন্ত্যঃ সন্ততঃ অসন্ততশ্চ—ইত্যাদ্যচোদ্যমেতৎ; অবিদ্যাদিদোষনিবৃত্তিফলাবসানত্বাদ্বিদ্যায়াঃ—য এবাবিদ্যাদিদোষনিবৃত্তিফলকৃৎ প্রত্যয়ঃ আদ্যঃ অন্ত্যঃ সন্ততঃ অসন্ততো বা, স এব বিদ্যেত্যভ্যুপগমাৎ ন চোদ্যস্যাবতারগন্ধোঽপ্যস্তি। ৩২

যত্তুক্তং বিপরীতপ্রত্যয়-তৎকার্য্যয়োশ্চ দর্শনাদিতি; ন, তচ্ছেষস্থিতিহেতুত্বাৎ—যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তৎ বিপরীতপ্রত্যয়দোষনিমিত্তত্বাৎ তথাভূতস্যৈব বিপরীতপ্রত্যয়দোষসংযুক্তস্য ফলদানে সামর্থ্যম্, ইতি যাবচ্ছরীরপাতঃ, তাবৎ ফলোপভোগাঙ্গতয়া বিপরীতপ্রত্যয়ং রাগাদিদোষঞ্চ তাবন্মাত্রমাক্ষিপত্যেব মুক্তেষুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাত্তদ্ধেতুকস্য কর্ম্মণঃ। তেন ন তস্য নিবর্ত্তিকা বিদ্যা, অবিরোধাৎ; কিং তর্হি? স্বাশ্রয়াদেব স্বাত্মবিরোধি অবিদ্যাকার্য্যং যদুৎপিৎসু, তন্নিরুণদ্ধি অনাগতত্বাৎ; অতীতং হি ইতরৎ। ৩৩

কিঞ্চ, নচ বিপরীতপ্রত্যয়ো বিদ্যাবত উৎপদ্যতে, নির্ব্বিষয়ত্বাৎ—অনবধৃতবিষয়বিশেষস্বরূপং হি সামান্যমাত্রমাশ্রিত্য বিপরীতপ্রত্যয় উৎপদ্যমান উৎপদ্যতে, যথা—শুক্তিকায়াং রজতমিতি। স চ বিষয়বিশেষাবধারণবতোঽশেষবিপরীতপ্রত্যয়াশয়স্যোপমর্দ্দিতত্বাৎ ন পূর্ব্ববৎ সম্ভবতি, শুক্তিকাদৌ সম্যক্প্রত্যয়োৎপত্তৌ পুনরদর্শনাৎ। ৩৪

কচিৎ তু বিদ্যায়াঃ পূর্ব্বোৎপন্নবিপরীতপ্রত্যয়জনিতসংস্কারেভ্যো বিপরীত-

প্রত্যায়বতামাং স্বতো বা পরতো বা বিপরীতপ্রত্যয়প্রাপ্তিনিমিত্তাভাবাৎ দুর্ঘটমিতি; যথা—বিজ্ঞাতদিগ্বিভাগস্যাপি অকস্মাদ্দিগ্বিপর্য্যয়বিষয়ঃ। সম্যগ্জ্ঞানবতোঽপি চেৎ পূর্ব্ববদ্বিপরীতপ্রত্যয় উৎপদ্যতে, সম্যগ্জ্ঞানেঽপ্যবিশ্রম্ভাৎ শাস্ত্রার্থবিজ্ঞানাদৌ প্রবৃত্তিরসমঞ্জসা স্যাৎ, সর্ব্বঞ্চ প্রমাণমপ্রমাণং সম্পদ্যেত; প্রমাণাপ্রমাণয়োর্বিশেষানুপপত্তেঃ। এতেন সম্যগ্জ্ঞানানন্তরমেব শরীরপাতাভাবঃ কস্মাৎ?—ইত্যেতৎ পরিহৃতম্। ৩৫

জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগূর্দ্ধং তৎকাল-জন্মান্তরসঞ্চিতানাঞ্চ কর্ম্মণামপ্রবৃত্তফলানাং বিনাশঃ সিদ্ধো ভবতি ফলপ্রাপ্তিবিঘ্ননিষেধশ্রুতেরেব; "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি", "তস্য তাবদেব চিরম্", "সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে," "তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন," "এতমু হৈবৈতে ন তরতঃ", "নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ," "এতং হ বাব ন তপতি," "ন বিভেতি কুতশ্চন" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ; "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। ৩৬

যত্তু কর্ম্মভিঃ প্রতিবধ্যত ইতি, তন্ন, অবিদ্যাবিষয়ত্বাৎ,—অবিদ্যাবান্ হি কর্ম্মী, তস্য কর্তৃত্বাদ্যুপপত্তেঃ; "যত্র বা অন্যদিব স্যাত্তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ" ইতি হি বক্ষ্যতি—অন্যত্বং সতস্ত আত্মনঃ, যত্রাবিদ্যায়াং সত্যামিব স্যাৎ, তিমিরকৃতদ্বিতীয়চন্দ্রবৎ; তত্রাবিদ্যাকৃতানেককারকাপেক্ষং দর্শনাদি কর্ম্ম তৎকৃতং ফলঞ্চ দর্শয়তি—তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদিত্যাদিনা; যত্র পুনর্বিদ্যায়াং সত্যামবিদ্যাকৃতানেকত্বভ্রমপ্রহাণম্, "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইতি কর্ম্মাসম্ভবং দর্শয়তি। তস্মাদবিদ্যাবিষয় এব কর্ম্মাণি, কর্ম্মসম্ভবাৎ, নেতরত্র। এতচ্চোত্তরত্র ব্যাচিখ্যাসমানৈরেব বাক্যৈরস্মাভিঃ প্রদর্শয়িষ্যামঃ। ৩৭

তদপ্যেবৈব তাবৎ—অথ যঃ কশ্চিদব্রহ্মবিৎ অন্যাম্ আত্মনো ব্যতিরিক্তাং যাং কাঞ্চিদ্দেবতাম্ উপাস্তে স্তুতিনমস্কারযাগবল্যুপহারপ্রণিধানধ্যানাদিনা উপ আস্তে—তস্যা গুণভাবমুপগম্য আস্তে—অন্যোঽসাবনাত্মা মত্তঃ পৃথক্, অন্যোঽহমস্ম্যধিকৃতঃ, ময়াস্মৈ ঋণিবৎ প্রতিকর্ত্তব্যম্—ইত্যেবংপ্রত্যয়ঃ সন্ উপাস্তে, ন স ইত্থংপ্রত্যয়ঃ বেদ বিজানাতি তত্ত্বম্। ন স কেবলমেবম্ভূতোঽবিদ্বান্ অবিদ্যাদিদোষবানেব, কিং তর্হি, যথা পশুর্গবাদিঃ বাহনদোহনাদ্যুপকারৈরুপভুজ্যতে, এবং স ইজ্যাদ্যনেকোপকারৈরুপভোক্তব্যত্বাৎ একৈকেন দেবাদীনাম্; অতঃ পশুরিব সর্ব্বার্থেষু কর্ম্মস্বধিকৃত ইত্যর্থঃ। ৩৮

এতস্য হি অবিদুষো বর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগবতোঽধিকৃতস্য কর্ম্মণো বিদ্যাসহিতস্য কেবলস্য চ শাস্ত্রোক্তস্য কার্য্যং মনুষ্যত্বাদিকো ব্রহ্মান্ত উৎকর্ষঃ;

শাস্ত্রোক্তবিপরীতস্য চ স্বাভাবিকস্য কার্য্যং মনুষ্যত্বাদিক এব স্থাবরান্তোঽপকর্ষঃ; যথা চৈতৎ, তথা "অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যামঃ কৃৎস্নেনৈবাধ্যায়শেষেণ। বিদ্যায়াস্তু কার্য্যং সর্ব্বাত্মভাবাপত্তিরিত্যেতৎ সংক্ষেপতো দর্শিতম্। সর্ব্বা হীয়মুপনিষৎ বিদ্যাবিদ্যাবিভাগপ্রদর্শনেনৈবোপক্ষীণা। যথা চৈষোঽর্থঃ কৃৎস্নস্য শাস্ত্রস্য, তথা প্রদর্শয়িষ্যামঃ। ৩৯

যস্মাদেবম্, তস্মাদবিদ্যাবন্তং পুরুষং প্রতি দেবা ঈশতে এব বিঘ্নং কর্ত্তুম্ অনুগ্রহঞ্চ, ইত্যেতদ্দর্শয়তি—যথা হ বৈ লোকে বহবো গোঽশ্বাদয়ঃ পশবঃ মনুষ্যং স্বামিনমাত্মনঃ বা অধিষ্ঠাতারং ভুঞ্জ্যুঃ পালয়েয়ুঃ, এবং বহুপশুস্থানীয় একৈকোঽবিদ্বান্ পুরুষো দেবান্,—দেবানিতি পিত্রাদ্যুপলক্ষণার্থম্,—ভুনক্তি পালয়তীতি—ইমে ইন্দ্রাদয়ঃ অন্যে মত্তঃ মমেশিতারঃ, কৃত্বা ইত্যাশয়েনাং স্তুতিনমস্কারেজ্যাদিনারাধনং কুর্ব্বাণ্ডানয়ং নিঃশ্রেয়সঞ্চ তৎপ্রসঙ্গং ফলং প্রাপ্স্যামীত্যেবমভিসন্ধিঃ। ৪০

তত্র লোকে বহুপশুমতো যথা একস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানে ব্যাঘ্রাদিনা অপহ্রিয়মাণে মহদপ্রিয়ং ভবতি, তথা বহুপশুস্থানীয়ে একস্মিন্ পুরুষে পশুভাবাৎ ব্যুত্থিতে অপ্রিয়ং ভবতীতি 'কং ছিদ্রং দেবানাম্, বহুপশ্বপহরণ ইব কুটুম্বিনঃ'। তস্মাদেষাং দেবানাং তন্ন প্রিয়ম্; কিং তৎ? যদেতদ্ ব্রহ্মাত্মতত্ত্বং কথঞ্চন মনুষ্যা বিদ্যুঃ বিজানীয়ুঃ। তথা চ স্মরণমনুগীতাসু ভগবতো ব্যাসস্য—

"ক্রিয়াবদ্ভির্হি কৌন্তেয় দেবলোকঃ সমাবৃতঃ।
ন চৈতদিষ্টং দেবানাং মর্ত্ত্যৈরুপরিবর্ত্তনম্॥" ইতি।

অতো দেবাঃ পশূনিব ব্যাঘ্রাদিভ্যঃ, ব্রহ্মবিজ্ঞানাদ্ বিঘ্নমাচিকীর্ষন্তি—অস্মদুপভোগ্যত্বাৎ মা ব্যুত্তিষ্ঠেয়ুরিতি। যং তু মুমোচয়িষন্তি, তং শ্রদ্ধাদিভির্যোজয়ন্তি, বিপরীতমশ্রদ্ধাদিভিঃ। তস্মান্মুমুক্ষুর্দেবারাধনপরঃ শ্রদ্ধাভক্তিপরঃ প্রণেয়োঽপ্রমাদী স্যাৎ বিদ্যাপ্রাপ্তিং প্রতি বিদ্যাং প্রতীতি বা, কাকৈতৎ প্রদর্শিতং ভবতি দেবাপ্রিয়বাক্যেন॥ ৪১ ॥ ১০ ॥

টীকা। ইদানীং প্রশ্নমনূদ্য তদুত্তরত্বেন বাক্যেত্যাদি [illegible]—যদীত্যাদিনা। তত্র বৃত্তিকৃতাং মতানুসারেণ ব্রহ্মশব্দার্থমাহ—ব্রহ্মেতি। তস্য পরিচ্ছিন্নস্য জ্ঞানেন সর্ব্বভাবস্য সাধ্যত্বমযুক্তমিতি হেতুমাহ—অন্যস্তাবদস্ত্বেতি। শিষ্যাভে যথোক্তচেষ্টনুপপত্তিং দোষমাহ—ন হীতি। সা তর্হি বিজ্ঞানসাধ্যা মা ভূদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিজ্ঞানেতি। ১

হিরণ্যগর্ভস্য যোগদেশাদজ্ঞানাদ্ব্রহ্মভাবঃ 'মহদিদং চতুর্থম্' ইতি শ্রুতেঃ স্বাভাবিক-

বিঘ্নকর্তৃত্বং ভাবীত্যাহ—যশ্বেতি। যশোকো দেবঃ। এবংবিধং সর্ব্বভূতভোক্তৃ-ত্বমিতি কল্পনাবধম্। ক্রিয়াপদাধ্যাহারার্থঃ কারঃ। ব্রহ্মবিত্ত্বেঽপি মনুষ্যাণাং দেবাদি-পারতন্ত্র্যাদিবাক্যাৎ কিমিতি তে বিঘ্নাচরন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মবিদ্র ইতি। দেবাদীনাং মনুষ্যান্ প্রতি বিঘ্নকর্তৃত্বে শক্ত্যনুপপত্তিমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ন কেবলমুক্ত-হেতুবলাদেব, কিং তু সার্ব্বাত্ম্যাচ্চেত্যাহ—প্রত্যাবদ্ধতশ্চেতি। ২৬

সার্ব্বাত্ম্যেঽবিদ্যাফলপ্রাপ্তৌ দেবানাং বিঘ্নকরণং, তর্হি কর্ম্মফলপ্রাপ্তাবপি তাদৃশ্যাতিপ্রসঙ্গঃ স্যাত্—নেতি। যত্তু দেবাং সর্ব্বং বিদ্যাচরণবিঘাত আহ যদ্বেতি। অবি-দ্যেতো বিদ্যাসাধনং। সার্ব্বাত্ম্যবিঘ্নকর্তৃত্বেঽতিপ্রসঙ্গাভাবমাহ তথেতি। অতিপ্রসঙ্গ ভাবমাহ—তথা কালেতি। বিঘ্নকরণে প্রত্যয়বিধি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। উপবাদীনাং যথোক্তকালাকরণে প্রমাণমাহ—প্রমাণং হীতি। "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি।" "কর্ম্ম হৈব তদূচতুঃ" ইত্যাদিবাক্যং শাস্ত্রশব্দার্থঃ। দেবাদীনাং বিঘ্নকর্তৃত্বমধিকারাদীনামপি তৎসম্ব-ন্ধাদেবার্থানুরূপে বিদ্যাসাধনাবলপ্রাবাল্যাৎ প্রাপ্তমিতি কালিতমাহ—মত্তোঽসীতি।

কিমিদমবৈচিত্র্যক্ত ভোক্তুঃ? কিংবা বৈদিকত্ব? ইতি বিকল্পাদ্যং দূষয়তি—সেত্যাদিনা। যথাদৃষ্টং শিল্পাদিবিষয়া বুদ্ধ্যাদ্যাত্মকর্মণাং প্রাণিনাং সুখদুঃখাদিতারতম্যাদৃষ্টৈঃ স্বভাববাদে চ বিস্তৃতমিতি বিহারের বৈচিত্র্যানন্তরাবাহ্ গুণসংস্পর্শযোগাৎ কর্ম্মফলং ভগবদ্দেবাধিকারার্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—অথেতি। 'কর্ম্ম হৈব' ইত্যাদ্যা শ্রুতিঃ। 'কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ' ইত্যাদ্যা স্মৃতিঃ। জগদ্বৈচিত্র্যানুপপত্তিশ্চ ন্যায়ঃ। কথং তাবতা দেবাদীনাং কর্ম্মফলে বিঘ্নকর্তৃত্বা-ভাবস্তত্রাহ—কর্ম্মণামিতি। কথং হেতুসম্পত্তিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মণঃ ফলদানে দেবাদ্য-পেক্ষাং ব্যতিরেকমুখেনাহ—সর্ব্বস্তিতি—কর্ম্ম হীতি। ফলেঽপি তত্র তৎসাপেক্ষত্ব-মস্তীত্যাহ—সত্যেতি। নিষ্পন্নমপি কর্ম্ম পূর্ব্বোক্তং কারকবর্গপেক্ষ্য ফলদানে শক্তং ন ভবতীত্যর্থঃ। কর্ম্মণঃ ফলদানে ফলে চ কারকসাপেক্ষত্বে হেতুমাহ ক্রিয়ায়া হীতি। কারকাদীনামনেকেষাং নিমিত্তানামুপাদানেন বহুভিঃ নিষ্পদ্যতে যস্মাৎ, সা তথোক্তা. তস্যা ভাবঃ কারকান্তরেঽপি নিমিত্তোপাদানবশাত্তাবাঃ. তস্মাদুক্তরূপ পরতন্ত্রং কর্ম্মেত্যর্থঃ। দেবাদীনাং কর্ম্মাপেক্ষিতকারকত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ২৭

ইতোঽপি কর্ম্মফলে নাবিভ্রমোঽস্তীত্যাহ—কর্ম্মণামিতি। এষাং দেবাদীনাং কচিদ্-বিঘ্নকরণে কার্য্যে কর্ম্মণাং বশবর্ত্তিত্বমেষ্টব্যঃ প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষামন্তরেণ বিঘ্নকরণেঽতিপ্রসঙ্গাদ-তোঽন্যত্রাপি সর্ব্বত্র দেবানাং তদপেক্ষা বাচ্যেত্যর্থঃ। তত্র দেবাং কর্ম্মবশবর্ত্তিত্বে হেতুমাহ—অসামর্থ্যমেতেতি। বিঘ্নকরণং হি কার্য্যং দুঃখমুৎপাদয়তি। ন চ দুঃখমুক্তে পাপা-দৃতে উপপদ্যতে, দুঃখবিষয়ে পাপসামর্থ্যস্য শাস্ত্রাধিগতত্বাপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ, তস্মাৎ প্রাণিনামদৃষ্টবশা-দেব দেবাদয়ো বিঘ্নকারণমিত্যর্থঃ। দেবাদীনাং কর্ম্মপারতন্ত্র্যে কর্ম্ম স্বতন্ত্রং ন স্যাৎ, প্রধানগুণভাববৈপরীত্যাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ম্মেতি। ইতশ্চ সাধীনাং নিয়তো গুণ-প্রধানভাবোঽস্তীত্যাহ—দুর্বিজ্ঞেয়শ্চেতি। ইতি-শব্দো হেত্বর্থঃ। যতো গুণপ্রধানকৃতো মতিবিভ্রমো লোকস্যোপলভ্যতে, তস্মাদসৌ দুর্বিজ্ঞেয়ো ন নিয়তোঽস্তীতি যোজনা। মতিবিভ্রমে বাদিবিপ্রতিপত্তিং হেতুমাহ—কর্ম্মেত্যাদিনা। কথং তর্হি নিষ্কর্ষস্তত্রাহ—

যথাঃ স্যাদিত্যাহ—অপ্রমাদীতি। শ্রবণাদিকমনুতিষ্ঠন্নপি যদীশ্বরাচারণপরো ভবেৎ, অন্যথা বিপ্রলম্ভনে ফলে প্রতিবন্ধসম্ভাবিতত্বাপত্তেরিত্যাহ—বিদ্যাং প্রতীতি। তথাপি- বিধিত্বা অনেবিকৃতিঃ কাকুরুচ্যতে, যথাহ—'কাকুঃ স্ত্রিয়াং বিকারো যঃ শোকভীত্যা- দিভির্ধ্বনেঃ' ইতি তয়া কাকা বাপ্যতেঃ ব্যবচ্ছেদ(?) তদনুপলক্ষ্য বেদাদিভ্যনে কথ্যতে তাৎপর্য্যমিত্যাহ—কাক্বেতি ॥ ১১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এখানে ব্রহ্ম অর্থ—অপর ব্রহ্ম (কার্য্য ব্রহ্ম); কেন না, সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তি যখন ক্রিয়াসাধ্য, তখন তাঁহার সম্বন্ধেই ঐরূপ কল-সম্বন্ধ উপপন্ন হয়, কিন্তু পরব্রহ্মের যে সর্ব্বাত্মভাব, তাহা কোনও ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন নয় তাহা স্বাভাবিক ; অথচ "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বম্ অভবৎ" এই শ্রুতি অব্রত্য সর্ব্বভাবাপত্তিকে বিজ্ঞানের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। অতএব "এখানে ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" এই ব্রহ্ম-শব্দের অপর ব্রহ্ম অর্থ হওয়া উচিত। ১

অথবা মনুষ্যাধিকার প্রসঙ্গে এই কথা বলা হইতেছে ; এই জন্য, যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাবলে সর্ব্বভাবাপন্ন হইবার উপযুক্ত, তাদৃশ ব্রাহ্মণও এখানে ব্রহ্ম-শব্দে অভিহিত হইতে পারেন ; কেন না, এখানে "সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে" এই শ্রুতিতে মনুষ্যগণেরই উল্লেখ রহিয়াছে ; আর অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপায়ানুষ্ঠানে যে, মনুষ্যগণেরই বিশেষাধিকার আছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু পরব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্ম প্রজাপতি কাহারো তাহাতে অধিকার নাই। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মসহকৃত, দ্বৈত- সম্বন্ধসমন্বিত অপর-ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে যিনি অপর ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য সামগ্রী হইতে বিরত ও সর্ব্বভাবপ্রাপ্তি নিবন্ধন যাঁহার কাম-কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে পরব্রহ্মভাব লাভ করিবেন, ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মভাবী তাদৃশ জীবই এখানে ব্রহ্ম- শব্দে অভিহিত হইতেছে। ব্যবহারক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বৃত্তি বা অবস্থা ধরিয়াও শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখা যায়; যথা—'ওদনং পচতি' (ভাত পাক করিতেছে); প্রকৃত পক্ষে কিন্তু চাউলই পাক করে, ভাত পাক করে না ; কারণ, চাউল পাক করিলে যাহা হয়,তাহারই নাম ভাত (ওদন); সুতরাং বলিতে হইবে যে, সেখানে চাউলের ভবিষ্যৎ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও ঐরূপ ব্যবহার দেখা যায়, যথা—"পরিব্রাজকঃ সর্ব্বভূতা- ভয়দক্ষিণাম্" (পরিব্রাজক, সর্ব্বভূতে অভয়প্রদানই যাহার দক্ষিণা, সেইরূপ

ধন করিয়া), সর্বভূতে অভয় দান হইতেছে পারিব্রাজ্য-গ্রহণের, (পরিব্রাজক হইবার পূর্ববর্তী) উপায়; (এখানে কিন্তু অগ্রেই সেই ভবিষ্যৎ পারিব্রাজ্যকে নিত্যবৎ গ্রহণ করা হইয়াছে); এখানেও তদ্রূপ; এইরূপ যুক্তি অনুসারে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মভাবী ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবই এখানে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ, অপর কিছু নহে। ২

না, এরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে সর্ব্বভাবা-পত্তি ফলের অনিত্যত্ব দোষ আসিয়া পড়ে। জগতে এরূপ কোনও সত্য পদার্থ নাই, যাহা নিত্য, অথচ কারণবিশেষের সহযোগে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়; এইরূপ সর্ব্বভাবাপত্তি যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার নিত্যভাবাদ নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ হয়। আর যদি উহা অনিত্যই হয়, তাহা হইলেও উহা যে, কর্ম্মফলেরই তুল্য হইয়া পড়ে, এ দোষ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ৩

আর যদি মনে কর, ব্রহ্মবিদ্যার ফল যে, সর্ব্বভাবাপত্তি, তাহার অর্থ—অবিদ্যাকৃত অসর্ব্বভাবনিবৃত্তি মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছু নহে; তাহা হইলেও ব্রহ্ম-শব্দে ব্রহ্মভাবী পুরুষের কল্পনা করা বিফল হইয়া যায়; অর্থাৎ যদি তুমি মনে কর যে, প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বেও সমস্ত জীবই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিরকালই ব্রহ্মভাবাপন্ন; কেবল অবিদ্যাবশে যেমন শুক্তিতে রজতের আরোপ হইয়া থাকে; অথবা নভোমণ্ডলে যেমন তল-মালিনাদিভাবের আরোপ হইয়া থাকে; তেমনি এই ব্রহ্মেতেও অবিদ্যার প্রভাবে অসর্ব্বত্ব ও অব্রহ্মভাব আরোপিত হইয়াছে; ব্রহ্মবিদ্যা তাহারই নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকে; তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থস্বরূপ যে পরব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, "ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ" বাক্যে সেই ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন বলাই যুক্তিযুক্ত হয়; কেন না, যথার্থ তত্ত্ব প্রতিপাদন করাই বেদের স্বভাব। কিন্তু যে লোক ভবিষ্যতে ব্রহ্মভাব লাভ করিবে, অগ্রেই তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করা কখনই যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, ঐরূপ অর্থ—ব্রহ্ম-শব্দের যাহা মুখ্যার্থ, তাহার বিপরীত; অধিকন্তু, বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে যে, যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুতার্থের কল্পনা করা, তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ। ৪

আর যদি বল, অবিদ্যাকৃত অব্রহ্মত্ব ও অসর্ব্বভাব ভিন্নও স্বতন্ত্র অসর্ব্বত্ব ও অব্রহ্মভাব নিশ্চয়ই আছে; না; [যদি ঐরূপ থাকে, তাহা হইলে], ব্রহ্ম-

বিদ্যার তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না; কেননা, বিদ্যা যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও সত্য বস্তুর অপলাপ বা উৎপাদন করিতে পারে, ইহা কোথাও দেখা যায় না; পরন্তু সর্ব্বত্রই অবিদ্যামাত্র নিবারণ করিতে দেখা যায়। তদ্রূপ এখানেও ব্রহ্মবিদ্যা কেবল অবিদ্যাকৃত অব্রহ্মত্ব ও অসর্ব্বত্বই নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু কখনও কোনও পারমার্থিক বস্তু জন্মাইতে বা নিবারণ করিতে পারে না (১)। অতএব যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে, অশ্রুত অর্থের কল্পনা করা, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ৫

যদি বল, ব্রহ্মেতে অবিদ্যা থাকা সম্ভব হয় না; না, সে কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ? যেহেতু [শাস্ত্রে] ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিধি রহিয়াছে। শুক্তিতে যদি রজতের অধ্যারোপ না থাকে, তাহা হইলে, শুক্তি চক্ষুর গোচর হইলে পর 'ইহা শুক্তি—রজত নহে' এরূপ উপদেশের কখনও আবশ্যক হয় না; এইরূপ ব্রহ্মেতে যদি অবিদ্যার আরোপ না থাকিত, তাহা হইলে কখনই 'এ সমস্তই সৎ, এ সমস্তই ব্রহ্ম, এ সমস্তই আত্মা' 'ব্রহ্মাতিরিক্ত এই দ্বৈতের সত্তা নাই।' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মবিষয়ে একত্ববিজ্ঞানের বিধান আবশ্যক হইত না। [পক্ষান্তরে যদি বল যে,] শুক্তিকার ন্যায় ব্রহ্মেতেও অতদ্ধর্ম্মের (অব্রহ্ম-ভাবের) আরোপ যে আদৌ নাই, এ কথা আমরা বলিতেছি না; তবে কি না, ব্রহ্ম নিজেই আপনাতে অধ্যাস্ত অব্রহ্মধর্ম্ম আরোপের নিমিত্ত নহে, এবং তিনি তাহার কর্ত্তাও নহে। [হাঁ, এরূপ বলিলে,] ব্রহ্ম অবিদ্যার কর্ত্তা বা ভ্রান্তিযুক্ত হন না সত্য, কিন্তু ব্রহ্মভিন্ন আর কোনও চেতনপদার্থ যে অবিদ্যার কর্ত্তা কিংবা ভ্রান্তিযুক্ত, তাহাও ত তোমার অভিপ্রেত নহে। বিশেষতঃ 'ব্রহ্মাতি-রিক্ত অন্য কোনও বিজ্ঞাতা নাই', 'এতদতিরিক্ত অপর বিজ্ঞাতা নাই' 'তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ', 'আত্মাকেই অবগত হইয়াছিলেন,' 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ' '[যিনি মনে করেন] ইনি অন্য এবং আমি অন্য, বস্তুতঃ তিনি জানেন না' ইত্যাদি বহু শ্রুতি হইতে, এবং 'সর্ব্বভূতে সমান,' 'হে জিতনিদ্র অর্জ্জুন, আমিই আত্মা' 'কুকুরে ও চাণ্ডালে' 'যিনি সর্ব্বভূতকে' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে, আর

(১) তাৎপর্য্য।—জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণতঃ অজ্ঞানেরই বিরোধ: সেই কারণে জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানের ধ্বংস হইয়া থাকে, কিন্তু যাহা অজ্ঞান বা অজ্ঞানের কল নহে, তাহা কখনই জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয় না; কাজেই অব্রহ্মত্ব ও অসর্ব্বত্ব যদি অবিদ্যাজনিত না হইয়া সত্য পদার্থই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলেও সেই অসর্ব্বভাব ও অব্রহ্মভাব নিবৃত্ত হইতে পারে না।

'যাঁহাতে সমস্ত ভূত বর্তমান' এই মন্ত্র হইতেও যথোক্ত অভিপ্রায়ই জানা যায়।৬

আর কথা, [ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বিজ্ঞাতা না থাকাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ত] শাস্ত্রোপদেশের কোনই আবশ্যক হয় না; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধে প্রদত্ত শাস্ত্রোপদেশও নিরর্থক হয়। হাঁ, এ কথা সত্যই বটে, ব্রহ্মাবগতির পর, শাস্ত্রোপদেশ অনর্থক হয় হউক; [তাহাতে ক্ষতি কি ?] যদি বল, ব্রহ্মাবগতিও অনর্থক বা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে ? না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, অবগতি দ্বারা যে, ব্রহ্মবিষয়ক অনবগতি বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যদি বল, একত্বপক্ষে, সেই অজ্ঞাননিবৃত্তিও সম্ভব হয় না; না;—সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ কথা; একত্ব-বিজ্ঞানে যে,অজ্ঞাননিবৃত্তি হয়,ইহা ত প্রত্যক্ষতই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বিষয়কেও অসঙ্গত বা অযৌক্তিক বলিলে,তাহাও দৃষ্টবিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে; আর প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথা কেহ স্বীকারও করে না; বিশেষতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াই দৃষ্টবিষয়ে অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হইতে পারে না। যদি বল, প্রত্যক্ষ-দর্শনেরও অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হয়, সে সম্বন্ধেও ইহাই যুক্তি, অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ দর্শনে বাচনিক অসঙ্গতি কখনই বাধক হইতে পারে না। ৭

তাহার পর, 'পুণ্যকর্ম দ্বারা পুণ্যবান্‌, আর পাপ দ্বারা পাপী হয়,' 'বিদ্যা (জ্ঞান) ও কর্ম তাহার অনুগামী হয়,' 'পুরুষ (জীবাত্মা) মনন, অবধারণ ও ক্রিয়ার কর্তা' ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি হইতে পরমাত্মার বিপরীতস্বভাব-সম্পন্ন স্বতন্ত্র সংসারী আত্মার অস্তিত্ব জানা যাইতেছে, আর 'সেই এই আত্মা (পরব্রহ্ম) ইহা নহে ইহা নহে' 'অশনায়াদি (ক্ষুধা-পিপাসা প্রভৃতি) অতিক্রম করে,' 'যে আত্মা নিষ্পাপ এবং জরামরণবর্জ্জিত,' 'এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জীব-বিলক্ষণ পরমাত্মার সদ্ভাব অবগত হওয়া যায়; এবং কণাদ ও গৌতম প্রভৃতিকর্তৃক প্রণীত তর্কশাস্ত্রে যুক্তি দ্বারাও সংসারী জীবের বিপরীতস্বভাবাপন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ জীবের সাংসারিক দুঃখজ্বালা-নিবৃত্তির চেষ্টাদর্শনেও বুঝা যায় যে, সংসারী জীব নিশ্চয়ই ঈশ্বর হইতে পৃথক্ পদার্থ; 'তিনি বাগিন্দ্রিয়রহিত ও আদররহিত' 'হে পার্থ (অর্জুন,) ত্রিজগতে আমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রও উক্ত অভিপ্রায়ই সমর্থন করিতেছে। তাহার পর, 'তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকেই জানিবে' 'তাঁহাকে জানিলেই আর লিপ্ত হয় না', 'ব্রহ্মবিৎ পরমপুরুষ আত্মাকে লাভ করেন' 'এইরূপ দর্শন করিবে' 'হে গার্গি,যে ব্যক্তি

এই অক্ষর—পরব্রহ্মকে না জানিয়া' 'ধীর পুরুষ তাঁহাকেই অবগত হইয়া' 'প্রণবকে ধনুঃ, আত্মাকে শর, আর ব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্য বা বেধ্য বলা হইয়া থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে [জীব ও ব্রহ্মের] কর্ত্তা ও কর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ হইতেও [জীব ও পরমাত্মার ভেদ সমর্থিত হইতেছে]।

তাহার পর, মুমুক্ষু ব্যক্তির দেহত্যাগের পর গমনোপযোগী মার্গবিশেষের উপদেশ হইতেও [উক্ত সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়]; কারণ, জীব ও পরমাত্মার যদি ভেদ না থাকে, তাহা হইলে, কাহার কোথা হইতে গতি হইবে? আর গমনাভাবে, তদুপযোগী দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ, এই দ্বিবিধ মার্গো-পদেশও উপপন্ন হয় না, এবং গন্তব্য স্থানের উল্লেখও উপপন্ন হয় না; পক্ষান্তরে, পরমাত্মা হইতে ভিন্নের (পরিচ্ছিন্ন জীবের) পক্ষে উক্ত সমস্ত কথাই সুসঙ্গত হইতে পারে। ৮

কর্ম্ম ও জ্ঞানসাধনের উপদেশও ইহার অপর কারণ; কেননা, সংসারী জীব যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলেই তাহার সম্বন্ধে মুক্তির জন্য জ্ঞানোপদেশ ও অভ্যুদয়ের স্বর্গাদিফলের জন্য কর্ম্মোপদেশ আবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে সেরূপ উপদেশ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, তিনি আপ্তকাম, অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাপ্ত এমন কোনও কাম্যবস্তু নাই, যাহা তাঁহাকে পাইতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম-শব্দে যে, ব্রহ্মভাবী পুরুষ অভিহিত হইতেছেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত; এ কথা যদি বল, তদুত্তরে আমরা বলি যে, না, তাহাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে ব্রহ্মোপদেশের আনর্থক্য হইতে পারে, – ব্রহ্মভাবী পুরুষ যদি ব্রহ্ম না হইয়াও কেবল 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকারে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়াই সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, সংসারী-আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানেই তাহার সেই সর্ব্বাত্মভাবরূপ বিজ্ঞানফলের সিদ্ধি সম্ভাবনা থাকায়, নিশ্চয়ই পরব্রহ্মোপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে। ৯

পুনশ্চ যদি বল, কোনরূপ পুরুষার্থসিদ্ধির উপায়রূপে আত্মবিজ্ঞানের বিনিয়োগ বা প্রয়োগ না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, সংসারীর ব্রহ্মত্ব-সম্পাদনের নিমিত্তই "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই উপদেশ; কেন না, ব্রহ্মের স্বরূপ জানা না থাকিলে 'আমি ব্রহ্ম' বলিয়া কিসের সম্পাদন করিবে? (১) কারণ,

(১) তাৎপর্য্য—উপাসনা অনেক প্রকার—'সম্পদ্ উপাসনা' তাহারই অন্তর্গত। সম্পদ্ অর্থ—অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট কোন এক বস্তুকে উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করা।

ব্রহ্মলক্ষণ যথাযথরূপে বিজ্ঞাত থাকিলেই আত্মাতে তদ্ভাব সম্পাদন করা যাইতে পারে, নচেৎ নহে। না, এ কথাও হইতে পারে না; কারণ, 'এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ', 'যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম' 'যে আত্মা' 'তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা' এই প্রকরণে 'সেই এই আত্মা হইতে' ইত্যাদি সহস্র সহস্র শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও আত্ম-শব্দের সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশ হইতে ব্রহ্ম ও আত্মা-শব্দের একার্থত্ব প্রতীত হইতেছে। অন্য পদার্থকেই অন্য পদার্থরূপে-সম্পাদন (আরোপ) করা হইয়া থাকে, কিন্তু অভিন্ন পদার্থকে কখনই করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ 'এই সমস্তই সেই আত্মা' এই শ্রুতিও প্রস্তাবিত দ্রষ্টব্য আত্মারই একত্ব প্রদর্শন করিতেছে। অতএব এখানে কিছুতেই আত্মার ব্রহ্মত্ব-সম্পাদন করা (আরোপ) করা উপপন্ন হইতে পারে না। ১০

ব্রহ্মোপদেশের এতদ্ভিন্ন যে অন্য কোন প্রকার প্রয়োজন আছে, তাহাও জানা যাইতেছে না; কারণ, 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন' 'হে জনক, তুমি অভয় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছ', এবং 'নিশ্চয়ই ব্রহ্ম যত্ত অভয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মভাবাপত্তিই একমাত্র প্রয়োজন শ্রুত হইতেছে। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' চিন্তা যদি সম্পৎ হয়, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মভাবাপত্তিফল সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, এক পদার্থ কখনই অপর পদার্থ হইয়া যাইতে পারে না। যদি বল, বচনের (শ্রুতিবাক্যের) বলে সম্পদুপাসনার ফলেও তদ্ভাবাপত্তি হইবে; আমরা বলি, না, তাহা হইতে পারে না; কেন না, 'সম্পদ্'-উপাসনা ত জ্ঞান বা চিন্তা' ভিন্ন আর কিছুই নহে; আর জ্ঞান যে, একমাত্র মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমনিবৃত্তি ছাড়া আর কিছুমাত্র করিতে পারে না, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ শুধু শাস্ত্রীয় বচন ত কখনও কোনও বস্তুর শক্তিবিশেষ সমুৎপাদনে সমর্থ নহে; শাস্ত্রমাত্রই জ্ঞাপক অর্থাৎ অবিজ্ঞাত বস্তুকে জ্ঞানগোচর করিয়া দেওয়াই শাস্ত্রের প্রধান কার্য্য, কিন্তু কোন বস্তুর শক্তিবিশেষ উৎপাদন বা অপনয়ন করা তাহার কার্য্য নহে; ইহা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। 'সেই এই পরমেশ্বর ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট' ইত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মেরই প্রবেশ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। অতএব, এখানে ব্রহ্ম-শব্দে

এখানেও সংসারী জীব ব্রহ্মাপেক্ষা অপকৃষ্ট, তাই তাহার আপনাতে ব্রহ্মভাব সম্পাদন করা আবশ্যক হইতেছে; অথচ যে বস্তু জানা শুনা নাই, সেরূপ বস্তুতে তদ্ভাব সম্পাদন করা কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না, এইজন্য সংসারী জীবের পক্ষে ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক হইতেছে। শ্রুতি "অহং ব্রহ্মাস্মি' কথায় সেই অপেক্ষিত বিষয়টির নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র।

ব্রহ্মভাবী পুরুষের অর্থাৎ যে পুরুষ ব্রহ্মভাব লাভ করিবেন
সমীচীন হইতেছে না। ১১

বিশেষতঃ এরূপ অর্থ করিলে শ্রুতির অর্থেরও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে—ব্রহ্ম বস্তুটি সৈন্ধবখিল্যের ন্যায় ভিতরে বাহিরে—সর্ব্বত্রই একরস অর্থাৎ একরূপ, এইরূপ বিজ্ঞান সমুৎপাদন করাই যে, এই সমগ্র উপনিষদের অভিমত প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা এই উপনিষদেরই মধুকাণ্ড ও মুনিকাণ্ডের অন্তে অবধারণবাক্য হইতে জানা যাইতেছে -[মধুকাণ্ডের শেষে আছে—] "ইত্যনুশাসনম্" (ইহাই অনুশাসন), আর [মুনিকাণ্ডের শেষে আছে—] "এতাবদ্ অরে খলু অমৃতত্বম্" অর্থাৎ ইহাই নিশ্চিত অমৃতত্ব। এইরূপ, সর্ব্বশাখীয় উপনিষৎ-সমূহেরও ব্রহ্মৈকত্ববিজ্ঞানই একমাত্র অর্থ বা প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। এমত অবস্থায়, 'আত্মানম্ এব অবেৎ' বাক্যে যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে সংসারী আত্মা কল্পিত হয়, তাহা হইলে শ্রুতির অভীষ্ট একত্ববিজ্ঞান বাধিত হইয়া যায়; তাহার ফলে উপক্রম ও উপসংহারের বিরোধ ঘটায় শাস্ত্রেরই অসামঞ্জস্য কল্পনা করিতে হয়। ঐরূপ নির্দ্দেশের অনুপপত্তিও অপর কারণ,—"আত্মানম্ এব অবেৎ" বাক্যে যদি সংসারী আত্মারই কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে "আত্মানমেব অবেৎ" এই বাক্যটি ব্রহ্ম-বিদ্যা নামে অভিহিত হইতে পারিত না; কেন না, এই পক্ষে সংসারী আত্মারই বেদত্ব (বিজ্ঞেয়ত্ব) হইয়া পড়ে (কিন্তু পরব্রহ্মের নহে)। ১২

যদি বল, 'আত্মা' শব্দে বেত্তা—উপাসকের অতিরিক্ত অন্য বস্তুর কথা বলা হইয়াছে; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ('আমি ব্রহ্মস্বরূপ') এইরূপে বিশেষিত করা হইয়াছে। অন্য পদার্থই যদি বেদ্য হইত, তাহা হইলে 'অয়ম্ অসৌ' অর্থাৎ 'ইনি অমুকস্বরূপ' এইরূপই নির্দ্দেশ করা উচিত হইত; কিন্তু কখনই 'অহম্ অস্মি' বলা সঙ্গত হইত না। এখানে বিশেষ করিয়া 'অহম্ অস্মি' বলায় এবং "আত্মানমেব অবেৎ" এইরূপ অবধারণ থাকায় নিঃসংশয়ে বুঝা যাইতেছে যে, অন্তর্য্যাত্মা অর্থ কখনই ব্রহ্ম ভিন্ন সংসারী হইতে পারে না। আর এইরূপ অর্থ হইলেই "আত্মানমেবাবেৎ" বাক্যের "ব্রহ্মবিদ্যা" নামে অভিধান করাও সঙ্গত হইতে পারে, নচেৎ নহে; পক্ষান্তরে, এরূপ অর্থ না হইলে ইহা 'সংসারি-বিদ্যা' নামে অভিহিত হওয়াই উচিত ছিল। সূর্য্যের সম্বন্ধে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়, একই পদার্থের সম্বন্ধে ব্রহ্মত্ব ও অব্রহ্মত্ব রূপবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় উপপন্ন হইতে

পারে না; কারণ, একই সূর্য্যের আলোক ও অন্ধকারের সহিত সম্বন্ধলাভ যেরূপ বিরুদ্ধ, ইহাও তদ্রূপ বিরুদ্ধ; [সুতরাং একই বস্তুর উক্ত উভয়বিধ ভাব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না]। ১৩

আর যদি ঐ উভয়কেই ইহার নিমিত্তরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও ইহার কেবল 'ব্রহ্মবিদ্যা' নামকরণ সঙ্গত হয় না; বরং তাহা হইলে 'ব্রহ্মবিদ্যা' ও 'সংসারবিদ্যা', এই উভয় নামে ব্যবহার করাই সঙ্গত হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করাই যদি বিবক্ষিত হয়, অর্থাৎ শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে কখনই ওরূপ অর্দ্ধজরতীয়ভাব কল্পনা করা সঙ্গত হইতে পারে না (১); কারণ, তাহা হইলে উপদিষ্টবিষয়ে শ্রোতার সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। অথচ 'যাহার নিশ্চিত বুদ্ধি হয়, কোনরূপ সংশয় না থাকে' এবং 'সংশয়াত্মক লোক বিনষ্ট হয়' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই পরমপুরুষার্থ মুক্তির সাধন; অতএব পরহিতার্থী ব্যক্তির পক্ষে সংশয়াত্মক বাক্যার্থ কল্পনা করা কখনই উচিত হয় না। ১৪

আর যদি বল, "তদাত্মানমেবাবেৎ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে, আমাদের ন্যায় ব্রহ্মেতেও যে সাধকত্ব-কল্পনা, তাহা সঙ্গত নহে; না, এরূপ আপত্তিও করিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্যের প্রতিই তিরস্কার বা অনুযোগ করিতে হয়; কারণ, ইহা ত আর আমাদের কল্পনা নয়, পরন্তু শাস্ত্রই ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন; সুতরাং এই উপালম্ভ বা অনুযোগ শাস্ত্রের উপরই প্রযোজ্য, (আমাদের উপর নহে); অথচ ব্রহ্মের শ্রেয়ঃ-সাধনের ইচ্ছায় প্রকৃতার্থের বিপরীত কল্পনা দ্বারা কখনই শাস্ত্রার্থ পরিত্যাগ করা উচিত হয় না। আরও এক কথা, শুধু এই সাধকত্ব-কল্পনাতেই তোমার অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা সঙ্গত হয় না; কারণ, জাগতিক নানাত্ব বা বিভাগমাত্রই ত ব্রহ্মেতে পরিকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহা—'তাঁহাকে এক প্রকারেই দর্শন করিবে' 'এজগতে নানা—ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নাই' 'যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়,' 'নিশ্চয়ই তিনি এক ও অদ্বিতীয়' ইত্যাদি বাক্যশেষ হইতে

(১) তাৎপর্য্য—'অর্দ্ধজরতীয়' ন্যায়টি এইরূপ—একই ব্যক্তির অর্দ্ধাংশে যৌবন, আর অর্দ্ধাংশে জরা (বার্দ্ধক্য); যৌবনাংশে যুবকসুলভ ভোগ, আর জরাভারাক্রান্ত অংশে প্রাচীনজনোচিত জ্ঞানধ্যানাদি করিতে পারে; এরূপ ব্যবস্থা যেমন সম্ভবপর হয় না, তেমনি একই বিদ্যাতে 'ব্রহ্মবিদ্যা' ও 'সংসারবিদ্যা' এই উভয়ভাব কল্পনা করা হইতে পারে না।

প্রতিপন্ন হয়। বিশেষতঃ যখন সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারই একমাত্র ব্রহ্মেতে পরিকল্পিত, প্রকৃতপক্ষে কোনটিই সৎ নহে, তখন, ব্রহ্মের কেবল সাধকত্ব-কল্পনারই যে, অশোভনত্ব বলা, ইহা অতি সামান্য কথা, (উপেক্ষার যোগ্য)। ১৫

অতএব, স্রষ্টারূপে যে ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়াছেন, এখানে তিনিই ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ; শ্রুতির 'বৈ' শব্দের অর্থ—অবধারণ; 'ইদং' অর্থ—শরীরমধ্যস্থরূপে যাহা গৃহীত হয়; অগ্রে অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেও এ সমস্ত ব্রহ্মস্বরূপই ছিল; কিন্তু প্রতিবোধ বা সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে অব্রহ্মতাব ও অসর্ব্বত্ব অধ্যারোপিত হওয়ায়—'আমি কর্ত্তা, ক্রিয়াসম্পন্ন এবং স্বকৃত ক্রিয়াফলের ভোক্তা, সুখী, দুঃখী ও সংসারী' ইত্যাদি ভাবনিচয় আত্মাতে অধ্যারোপিত করিয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তৎকালেও কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদির বিপরীত ব্রহ্মস্বরূপই এবং সর্ব্বাত্মকও থাকে। দয়ালু আচার্য্য কোন প্রকারে বুঝাইয়া দিলেন যে, 'তুমি সংসারী নহ'; শিষ্য সেই প্রতিবোধের ফলে স্বাভাবিক আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রুতির 'এব'শব্দের অভিপ্রায় এই যে, [তিনি যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাতে] কোন প্রকার অবিদ্যা-সমারোপিত বিশেষ ধর্ম্মের সম্বন্ধ ছিল না। ১৬

এখন জিজ্ঞাসা করি, এই স্বাভাবিক আত্মা কে?—স্বয়ং ব্রহ্মও যাহাকে অবগত হইয়াছিলেন? কেন, আত্মার কথা কি স্মরণ করিতেছ না?—'যিনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান-ব্যাপার করিতেছেন' এইরূপে ত অগ্রেই এই আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। [আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,] লোকে যেমন 'এটি গো, এটি অশ্ব' ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তুমিও তেমনি পরোক্ষভাবেই আত্মার নির্দ্দেশ করিতেছ, কিন্তু প্রত্যক্ষ ত দেখাইতে পারিতেছ না? ভাল কথা, এরূপ নির্দ্দেশই যদি আবশ্যক মনে কর, তাহা হইলে বলিতেছি—সেই আত্মা হইতেছেন দ্রষ্টা (দর্শনের কর্ত্তা), শ্রোতা (বাক্য-শ্রবণের কর্ত্তা), মন্তা (সদসৎ চিন্তার কর্ত্তা) ও বিজ্ঞাতা (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কর্ত্তা); [সুতরাং শ্রবণাদি ক্রিয়ার সহযোগে আত্মা ত প্রত্যক্ষবৎই প্রদর্শিত হইল। ভাল কথা, এরূপেও দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা বলাতে তাঁহার স্বরূপ ত প্রত্যক্ষতঃ প্রদর্শন করান হইতেছে না; কেননা, গমনই ত আর গন্তার স্বরূপ নয়, অথবা ছেদনই ত ছেদনকর্ত্তার স্বরূপ নয়। আচ্ছা, তাহা হইলে

বলিতেছি—যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, শ্রবণের শ্রোতা, মননের কর্তা ও বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞাতা, তিনিই সেই আত্মা। ১৭

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তোমার এই শেষ উত্তরেও দ্রষ্টার সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা কি বিশেষ বলা হইল? আত্মা দৃষ্টিরই (জ্ঞানেরই) দ্রষ্টা হউক, বা ঘটেরই দ্রষ্টা হউক, সর্ব্বত্রই দ্রষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে; তুমি 'দৃষ্টির দ্রষ্টা' বলিয়া কেবল দ্রষ্টব্য বিষয় সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ বিশেষ বলিতেছ; কিন্তু দ্রষ্টা যদি দৃষ্টির কিংবা ঘটের দর্শনকর্ত্তা হয়, তাহা হইলেও তিনি দ্রষ্টাই, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। না, তাহা নহে; কারণ, এখানেও বিশেষত্বের উপপত্তি হয়—এখানেও বিশেষ আছে।—যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, তিনিও যদি দৃষ্টিস্বরূপই হন, তাহা হইলে দৃষ্টি (জ্ঞান) সর্ব্বদাই তাঁহার দর্শনগোচর হইতে পারে, কখনই দ্রষ্টার অবিজ্ঞাত থাকিতে পারে না। দ্রষ্টার দৃষ্টি (জ্ঞানস্বভাব) নিত্য হওয়া আবশ্যক, আর দ্রষ্টার দৃষ্টি বা প্রকাশশক্তি যদি অনিত্য (সাময়িক) হয়, তাহা হইলে, যে দৃষ্টিটি তাহার দৃশ্য অর্থাৎ প্রকাশনীয়, সময়বিশেষে হয় ত সেই দৃষ্টিটি দর্শনের বিষয় না হইতেও পারে; যেমন অনিত্য লোকদৃষ্টি দ্বারা দৃশ্য ঘটাদি বস্তু [সময়ে দৃষ্ট হয়, আবার সময়ে অদৃষ্ট থাকে,] দৃষ্টির দ্রষ্টা কিন্তু তদ্রূপ কখনও দৃষ্টিকে প্রকাশ না করিয়া থাকে না, অর্থাৎ বুদ্ধিতে যখনই যেরূপ বৃত্তির উদয় হউক, স্বতঃ প্রকাশশীল দ্রষ্টা (আত্মা) তৎক্ষণাৎ সেই বৃত্তবিজ্ঞানকে প্রকাশিত করিয়া থাকে; আত্মার অবিজ্ঞাত কখনও জ্ঞান থাকে না; কাজেই আত্মার দৃষ্টিকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ১৮

ভাল, তবে কি দ্রষ্টার দৃষ্টি দুইটি?—একটি নিত্য অথচ অদৃশ্য, আর অপরটি অনিত্য অথচ দৃশ্য? হাঁ, দ্রষ্টার অনিত্য দৃষ্টি ত (ঘটপটাদি-বিষয়ক জ্ঞান ত) প্রসিদ্ধই আছে; কেননা, জগতে অন্ধও অনন্ধ দুই প্রকারই লোক দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টি যদি নিত্যই হইত, তাহা হইলে কেহই আর অন্ধ থাকিত না; দ্রষ্টার দৃষ্টি কিন্তু নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদাই বিদ্যমান; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'দৃষ্টির দ্রষ্টা বিলুপ্ত হয় না'; এবং অনুমান দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইতে পারে—দেখিতে পাওয়া যায় অন্ধ ব্যক্তিও স্বপ্নসময়ে প্রাতিভাসিক ঘটাদিবিষয়ক দৃষ্টি লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ অন্ধ ব্যক্তিকেও স্বপ্নসময়ে ঘটাদি বিষয় দর্শন করিতে দেখা যায়, অতএই প্রতীত হয় যে, বাহ্য দৃষ্টি বিলুপ্ত হইলেও সেই নিত্য দৃষ্টিটি কখনও বিলুপ্ত হয় না; তাহাই দ্রষ্টার প্রকৃত দৃষ্টি। দ্রষ্টা আপনার স্বরূপভূত স্বপ্রকাশনামক সেই

অবিলুপ্ত নিত্য দৃষ্টি দ্বারা—স্বপ্ন ও জাগ্রৎ সময়ে বাসনাময় ও বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ অপর দৃষ্টিটিকে সর্ব্বদা দর্শন করেন; এইজন্যই তাঁহাকে দৃষ্টির দ্রষ্টা বলা হইয়া থাকে। এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অগ্নির উষ্ণতা যেরূপ স্বাভাবিক, তদ্রূপ এই নিত্য দৃষ্টিই আত্মার প্রকৃতস্বরূপ; কিন্তু কণাদমতে যেরূপ দৃষ্টির (জ্ঞানের) অতিরিক্ত চেতন আত্মা একটি পৃথক্ পদার্থ, বেদান্তের আত্মা সেরূপ পৃথক্ বস্তু নহে। ১৯

সেই ব্রহ্ম আপনাকেই অধ্যারোপিত অনিত্যাদিদৃষ্টিবর্জ্জিত স্বস্বরূপকেই জানিয়াছিলেন। এখন আপত্তি হইতেছে যে, 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান কথা ত শ্রুতিবিরুদ্ধ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানিবে না' ইত্যাদি। না, এবংবিধ বিজ্ঞানে কিছুমাত্র বিরোধ হয় না; কেন না, আত্মা যে দৃষ্টিরও দ্রষ্টা, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞানের প্রকাশক, ইহা ত নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে। বিশেষতঃ আত্মাকে সাধারণতঃ জ্ঞানান্তর-নিরপেক্ষও বলিতে হইবে; কেননা, দ্রষ্টার নিত্যবিজ্ঞান-সম্বন্ধ বিজ্ঞাত থাকিলে, দ্রষ্টার সম্বন্ধে আর অন্য বিজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাও হয় না, অর্থাৎ দ্রষ্টা অপর জ্ঞানের সাহায্যে আপনাকে জানিয়া থাকে—এরূপ জানিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না। দ্রষ্টার অতিরিক্ত বিজ্ঞানসম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর হয় না বলিয়াই, দ্রষ্টৃবিষয়ে অন্য দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়; কেন না, যে বিষয় বিদ্যমান নাই—নিতান্ত অসত্য, তাহা জানিবার জন্য কাহারো আগ্রহ হয় না বা হইতেও পারে না। আর দৃশ্য দৃষ্টি অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ্য বুদ্ধিবৃত্তিও কখনই দ্রষ্টাকে (আত্মাকে) প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না যে, তাহা জানিবার জন্য জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইবে। তা'ছাড়া, আপনার বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা হওয়া সম্ভবপরও হয় না। অতএব, "আত্মানম্ এব অবেৎ' কথার অর্থ—অজ্ঞানকৃত কর্তৃত্বাদি আরোপনিবৃত্তি-মাত্র, কিন্তু আত্মাকে প্রকাশিত করা নহে (১)। ২০

(১) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইয়াছিল, আত্মা যখন স্বপ্রকাশ, আর জ্ঞান বা জানা অর্থ যখন বিষয়কে প্রকাশকরা; অথচ স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করাও যখন অসম্ভব, তখন উক্ত শ্রুতির অর্থ সঙ্গত হয় কিরূপে? ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিতেছেন যে, এখানে 'অবেৎ' (জানিয়াছিলেন) কথার অর্থ—প্রকাশ করা নহে, কিন্তু অজ্ঞানের অধিকার আত্মাতে যে, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আরোপিত হইয়াছিল, কেবল তাহার নিবৃত্তি করাই এখানে "অবেৎ" কথার অর্থ;

তিনি কিপ্রকার জানিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—'আমি হইতেছি বুদ্ধির দ্রষ্টা (বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক) আত্মা—ব্রহ্মস্বরূপ।' [এই প্রকার জানিয়াছিলেন]। এখানে ব্রহ্ম অর্থ—যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ, সর্ব্বান্তর, অশনায়াদির অতীত, "নেতি নেতি" শ্রুতিপ্রতিপাদ্য এবং অস্থূল ও অনণু ইত্যাদি প্রকার সর্ব্বজগৎ-বিলক্ষণ; সেই ব্রহ্মই আমি, কিন্তু আপনি যেরূপ বলিতেছেন, আমি সেরূপ ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সংসারী নহি। অতএব, এবংবিধ জ্ঞানের প্রভাবে সেই ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন, অর্থাৎ আরোপিত অব্রহ্মভাব অপনয়ন ও আরোপকৃত অসর্ব্বভাব নিবৃত্তির ফলে সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব মনুষ্যেরা যে, ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্ব্বভাবাপন্ন হইব বলিয়া মনে করে, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। পূর্ব্বে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—'সেই ব্রহ্ম আবার কাহাকে জানিয়াছিলেন, যাহাকে জানিয়া তিনি সর্ব্বাত্মক হইয়াছেন?' "ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি বাক্যে তাহারই উত্তর নিরূপিত হইল। ২১

এই জগতে দেবগণের মধ্যে যিনি যিনি প্রতিবুদ্ধ হইয়াছিলেন অর্থাৎ যথোক্ত বিধানে আত্মস্বরূপ জানিয়াছিলেন, প্রতিবুদ্ধ সেই আত্মাই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন; সেইরূপ ঋষিগণের মধ্যে এবং সেইরূপ মনুষ্যগণের মধ্যেও হইয়াছিল। এখানে যে,দেবমনুষ্যাদি বিভাগোক্তি করা হইতেছে, তাহা কেবল লৌকিক ব্যবহারানুসারিমাত্র, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানানুসারী নহে; কেননা, "পুরঃ পুরুষ আবিশৎ" এই শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মই যে, সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব বুঝিতে হইবে, শ্রুতিতে যে, 'দেবানাম্' ইত্যাদি ভেদোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কেবল শরীরাদি-উপাধিকৃত লোকপ্রতীতির অনুবাদিমাত্র; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বিজ্ঞানলাভের পূর্ব্বেও সেই সমস্ত দেবাদি শরীরেও ব্রহ্ম বিদ্যমানই ছিলেন, কেবল অন্য প্রকার তাহার প্রতীতি হইত মাত্র; পরে তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানানুসারেই সর্ব্বাত্মভাব লাভ করিয়াছিলেন। ২২

এই ব্রহ্ম-বিদ্যা হইতে যে, সর্ব্বভাবপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হয়, এ কথার দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ শ্রুতি নিজেই মন্ত্র সমূহের উল্লেখ করিতেছেন তাহা কি প্রকার?

কেননা, "স্বয়ং প্রকাশমানত্বাৎ নাভাস উপযুজ্যতে।" অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশ পদার্থের প্রকাশ করা কখনও সম্ভবপর হয় না।

দর্শন করত, অর্থাৎ এইরূপ ব্রহ্মদর্শনের ফলে তৎক্ষণেই বুঝিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি উক্ত ব্রহ্মদর্শনে অবস্থিত হইয়া এই সমস্ত মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন—'আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম' ইত্যাদি। "তদেতৎ ব্রহ্ম পশ্যন্" কথাটি ব্রহ্মবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ প্রকাশক; আর 'আমি মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম' এই বাক্যে সর্ব্বভাবাপত্তিরূপ ব্রহ্মবিদ্যার ফল প্রকাশ করা হইতেছে। 'ভোজন করিতে করিতে তৃপ্তিলাভ করে' বলিলে যেমন ভোজনকেই তৃপ্তিফলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তেমনি 'দর্শন করত সর্ব্বাত্মভাবরূপ ফললাভ করিয়াছিলেন' এই প্রয়োগেও বুঝাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যাসহকৃত সাধনই মুক্তিরূপ ফলসিদ্ধির কারণ। ২৩

ভাল কথা, ব্রহ্মবিদ্যার ফলস্বরূপ যে, সর্ব্বভাবাপত্তি, উহা মহাবীর্য্যশালী দেবতাপ্রভৃতির সম্বন্ধেই সম্ভবপর ছিল, কিন্তু এখন বর্ত্তমান যুগের লোকদিগের—বিশেষতঃ মনুষ্যদিগের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে; কারণ, ইহারা অতিশয় অল্পশক্তিসম্পন্ন; কাহারও মনে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে; তদপনোদনের নিমিত্ত বলিতেছেন—দর্শনাদি ক্রিয়ান্বিত এই যে সর্ব্বভূতানুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মের কথা বলা হইল, এখনও—বর্ত্তমান সময়েও, যে কোন লোক বাহ্যবিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক 'আমি উক্ত ব্রহ্মস্বরূপ' বলিয়া আত্মাকে জানেন—উপাধিসম্বন্ধজনিত ভ্রান্তিজ্ঞানের ফলে যে সমুদয় বিশেষধর্ম্ম আরোপিত হইয়াছিল, সে সমস্ত অপনীত করিয়া, আমি নিশ্চয়ই সংসারধর্ম্মে অসংস্পৃষ্ট এবং বাহ্যাভ্যন্তরভাব রহিত ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপে আত্মোপলব্ধি করেন; ব্রহ্মবিজ্ঞানে অবিদ্যাকৃত অসর্ব্বত্বভ্রান্তি নিবৃত্ত হইয়া যাওয়ায় তিনিও উক্ত সর্ব্বভাবাপন্ন হন। কারণ, মহাশক্তিসম্পন্ন বামদেবপ্রভৃতিতে কিংবা বর্ত্তমানকালীন হীনবীর্য্য মনুষ্যেতে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিজ্ঞানের কিঞ্চিন্মাত্রও তারতম্য ঘটে নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা সকলের পক্ষেই চিরদিন সমান। বর্ত্তমানকালীন লোকদিগের ব্রহ্মবিদ্যা-ফললাভে অনৈকান্তিকতার (অনিশ্চয়তার) আশঙ্কা হইতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন—যে ব্যক্তি যথোক্ত বিধানে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, মহাবীর্য্য দেবগণও তাহার অকল্যাণ বা সর্ব্বভাবাপত্তিরূপ ফললাভে বাধা ঘটাইতে সমর্থ হন না, অন্যের আর কথা কি? । ২৪

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মবিদ্যার ফলপ্রাপ্তিতে দেবগণ বিঘ্নোৎপাদন করিয়া থাকেন, এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ কি? হাঁ, বলা হইতেছে—

যেহেতু, মর্ত্যগণ দেবগণের নিকট ঋণগ্রস্ত, সেই কারণে [ঐরূপ আশঙ্কা হইতে পারে]। 'ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণের যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের এবং সন্তান দ্বারা পিতৃগণের নিকট হইতে [ঋণমুক্ত হইবে]'; এই শ্রুতি জন্ম-কালেই মনুষ্যের ঋণসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছে; শ্রুত্যুক্ত পশুর দৃষ্টান্ত হইতেও ইহা অবগত হওয়া যায়—"অথো অয়ং বা" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, মনুষ্যগণ যখন দেবতাদিগের নিকট অধমর্ণ বা ঋণগ্রস্তের তুল্য, তখন দেবগণ আপনাদের বৃত্তিরক্ষার জন্য ঋণগ্রস্ত মনুষ্যগণের মুক্তি-লাভে অবশ্যই বিঘ্নাচরণ করিতে পারেন; অতএব উক্তপ্রকার আশঙ্কা ন্যায়সঙ্গতই বটে। ২৫

দেবগণ নিজ নিজ পশুগণকে স্বীয় শরীরের মত রক্ষা করিয়া থাকেন। অতঃপর স্বয়ং শ্রুতিও—এক একটি পুরুষকে দেবতাপ্রভৃতির বহুপশুস্থানীয় বলিয়া, মনুষ্যদিগকে কর্ম্মাধীন (ভোগসাধন বলিয়া) প্রদর্শন করিবেন—'মনুষ্যগণ যে, এই আত্মতত্ত্ব অবগত হয়, ইহা দেবতাদিগের প্রিয় নহে।' এবং 'মনুষ্য যেমন আত্মীয় লোকের অরিষ্টি (অকল্যাণ-নিবৃত্তি) ইচ্ছা করে, তেমনি ভূতগণও এবংবিধ জ্ঞানীর কল্যাণ কামনা করিয়া থাকে'। এই 'অরিষ্টি' ও 'অপ্রিয়' কথা হইতে জানা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে তাহার পরাধীনভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়; সুতরাং পশুত্ব বা প্রিয়ত্ব কিছুই তখন থাকে না; অতএব, ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মবিদ্যা-ফললাভে দেবগণ অবশ্যই বিঘ্নাচরণ করিতে পারেন; কারণ, তাঁহারা মহাপ্রভাব-সম্পন্ন। ২৬

ভাল, তাহা হইলে ত অন্যান্য কর্ম্মফলপ্রাপ্তিতেও বিঘ্নাচরণ করা, দেবগণের পক্ষে গোষ্পদের তুল্য অর্থাৎ জলযোগের মত অতি সহজ; অহো! তাহা হইলে ত অভ্যুদয় ও মুক্তিসাধন কর্ম্মানুষ্ঠানেও লোকের আর কিছুমাত্র আস্থা বা বিশ্বাস থাকিতে পারে না। এইরূপ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরেরও বিঘ্নাচরণে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, এবং কাল, কর্ম্ম, মন্ত্র, ঔষধি ও তপস্যারও বিঘ্নোৎপাদনে প্রভুত্ব রহিয়াছে; কারণ, ইহারা সকলেই যে, ফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধির হেতুভূত, ইহা শাস্ত্রে ও সমাজে প্রসিদ্ধ আছে; সেই কারণেও শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠানে লোকের বিশ্বাস থাকিতে পারে না। না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যেক কার্য্যের জন্য পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত-গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে, এবং জগতেও তদনুরূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বভাবকে যাঁহারা কারণ বলেন, তাঁহাদের মতে উক্ত উভয়ই

উপপন্ন হইতে পারে না। কর্মই যে, সুখদুঃখ-ফলের নিমিত্ত, ইহা বেদ, স্মৃতি, যুক্তি ও লোকব্যবহারের অনুমোদিত। এই পক্ষটি গ্রহণ করিলে বুঝা যায় যে, দেবতা, ঈশ্বর ও কাল, ইহারা কেহই কর্মফলের বৈপরীত্যকারী নহেন; কেন না, কর্মসমূহ যাহা প্রদান করিতে চাহে, উঁহারা তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকেন মাত্র; কারণ, জীবগণের শুভাশুভ কর্মসমূহ সহায়ভূত দেবতা, কাল ও ঈশ্বরাদি কারকনিচয়ের সাহায্য না লইয়া আত্মলাভে সমর্থ হয় না, আর কথঞ্চিৎ আত্মলাভ করিলেও ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না; কারণ, বহু কারকের সাহায্যে ফল প্রদান করাই ক্রিয়ার স্বভাব; সুতরাং বলিতে হইবে যে, দেবতা ও ঈশ্বর প্রভৃতি সকলেই ক্রিয়াফলের অনুকূল বা সহায়মাত্র; কাজেই কর্মফল-প্রাপ্তিতে কাহারও অনাশ্বাস বা নৈরাশ্যের সম্ভাবনা নাই। ২৭

স্থলবিশেষে দেবতাগণও কর্মপরিচালিত হইয়া দুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা কর্মের দুঃখদানশক্তিকে নিবারণ করিতে সমর্থ হন না। তাহার পর, কর্ম, কাল, দৈব (অদৃষ্ট) ও বস্তুস্বভাবের যে গুণ-প্রধান-ভাব, অর্থাৎ কোথাও কর্ম হয় প্রধান, আর কাল প্রভৃতি হয় তাহার অধীন, আবার কোথাও কালাদি হয় প্রধান, আর কর্মাদি হয় তাহার অধীন, ইত্যাদি প্রকার যে অঙ্গাঙ্গিভাব, ইহা অনিয়ত ও দুর্বিজ্ঞেয়, অর্থাৎ কোথায় কোন্‌টি প্রধান, আর কোন্‌টি অপ্রধান হইবে, ইহার স্থিরতা নাই, এবং চিন্তা দ্বারাও ইহা নিশ্চয় করা সহজ নয়; এই কারণেই এ সম্বন্ধে লোকের নানাপ্রকার ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে,—কেহ কেহ বলেন—কর্মই ফলপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ,অন্য কিছু নহে; অপরে বলেন দৈবই ফলপ্রদানের কারণ; অন্যেরা বলেন—কালই কর্মফল প্রদান করিয়া থাকে; আবার কেহ কেহ বলেন—দ্রব্য ও দেশাদির বিশেষ বিশেষ স্বভাবই ফল প্রদান করিয়া থাকে; আবার অপর এক দল লোক বলিয়া থাকেন—কর্ম ও কালপ্রভৃতি কারণনিচয় সম্মিলিত হইয়াই ফলপ্রদানের কারণ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কর্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া 'পুণ্য কর্মের ফলে পুণ্য (সুখী) হয়, আর পাপকর্মের ফলে পাপী হয়' ইত্যাদি বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র-সমূহ [কর্মকেই ফলপ্রদ বলিয়া স্থির ক'রয়াছেন]। যদিও যাবিকার সম্পাদনসময়ে ইহাদের মধ্যেও কর্ম-বিশেষের প্রাধান্য অভিব্যক্ত হয়, এবং অপর কর্মগুলির প্রাধান্যশক্তি তৎকালে নিরুদ্ধভাবে থাকে সত্য, তথাপি কর্মের উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কিছুমাত্র

সম্ভাবনা নাই ; কারণ, ফল-প্রকারে যে, কর্ম্মেরই প্রাধান্য, ইহা ন্যায় ও যুক্তি দ্বারা (১) অবধারিত হইয়াছে । ২৮

ন, দেবগণও বিদ্যাফলে বিঘ্নাচরণ করিতে পারে না ; কারণ, বিদ্যার ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তাহা ত অবিদ্যার অপসারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে (২)। অভিপ্রায় এই যে, তোমরা যে বলিয়াছ—বিদ্যার ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধেও দেবগণ বিঘ্নাচরণ করিতে পারেন ; [তদুত্তরে বলিতেছি—] না, তাহাতে বিঘ্নসমুৎপাদন করিবার সামর্থ্য দেবগণেরও নাই ; কেন ? যেহেতু, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ যে বিদ্যাফল, তাহা বিদ্যাকালের অনন্তরিত, অর্থাৎ যেই মুহূর্ত্তে বিদ্যার উদয় হয়, ব্রহ্মপ্রাপ্তি-রূপ বিদ্যাফলও ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই প্রাদুর্ভূত হয়, কিছুমাত্র কালব্যবধান নাই । কি প্রকার ? যেমন দ্রষ্টার চক্ষুর সহিত যেই মুহূর্ত্তে আলোক-সংযোগ হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি আত্মবিষয়ক বিজ্ঞান যে সময়ে সমুৎপন্ন হয়, ঠিক সেই সময়েই আত্মবিষয়ক অজ্ঞানও অপহিত হইয়া যায় ; অতএব ব্রহ্মবিদ্যা উৎপন্ন হইলে পর, অবিদ্যার কার্য্য হইবার আর অবসরই থাকে না ।—যেমন প্রদীপ প্রকাশ হইলে পর অন্ধকারের [আর কার্য্য করিবার অবসর থাকে না] অতএব যে অবস্থায় ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দেবগণের আত্মস্বরূপই হইয়া যান, সে অবস্থায় দেবগণ কিরূপে তাঁহার বিঘ্ন করিবেন ? ২৯

সেই কথাই বলিতেছেন—যেহেতু সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের সমকালেই অবিদ্যামাত্ররূপী ব্যবধানের বা অব্রহ্মভাবের অপগম হওয়ায়—রজতাকারে প্রতিভাসমান শুক্তির শুক্তিবর্ণের ন্যায় এই দেবগণের আত্মস্বরূপ হন, অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য সেই স্বরূপভূত ধ্যেয় ব্রহ্মস্বরূপ হন, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ; এই কারণেই আপনারই প্রতিকূলাচরণে দেবগণেরও চেষ্টা করা সম্ভব হয় না । পক্ষান্তরে যাহার ফল অনাত্মস্বরূপ—দেশ ও কালাদি দ্বারা

(১) তাৎপর্য্য—কর্ম্মের প্রাধান্যজ্ঞাপক ন্যায়—"পুণ্যো বৈ পুণ্যেন ভবতি, পাপঃ পাপেন" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ধর্ম্মরথা রথেষু" ইত্যাদি স্মৃতি। ন্যায় বা যুক্তি এই—পূর্ব্বোক্ত জগদ্বৈচিত্র্যের অনুপপত্তি প্রভৃতি।

(২) বিদ্যার ফলস্বরূপ মুক্তিলাভে দেবগণের বিঘ্নাচরণাশঙ্কার প্রসঙ্গে কর্ম্মফল প্রাপ্তিতেও দেবগণের প্রতিকূলতাচরণ আশঙ্কিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রথমতঃ কর্ম্মফলে দেবগণের বিঘ্নাচরণাশঙ্কা খণ্ডন করিয়া এখন বিদ্যাফলে দেবগণকর্ত্তৃক বিঘ্নাচরণাশঙ্কার সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে 'ন' ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছেন।

ব্যবহিত অর্থাৎ বিভিন্ন দেশে ও সময়ে উৎপত্তিশীল; তাদৃশ অনায়ত্ত কর্মফলে
বিঘ্নাচরণেই দেবগণ সমর্থ হন, কিন্তু বিদ্যার সমকালীন, এবং দেশকালাদি
ব্যবধানরহিত আত্মস্বরূপ বিদ্যাফলে বিঘ্নাচরণ করিতে সমর্থ হন না; কারণ,
এখানে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার আর অবসর কোথায়? [যদি ব্রহ্মবিদ্যা-
লাভের পরবর্ত্তী কোনও কালে কোনও স্থানে বিদ্যাফল উৎপন্ন হইত, তাহা
হইলেই সেই সময়ে বিঘ্ন করণ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত]। ৩০

ভাল, জ্ঞানফল যদি অব্যবহিত বা সমকালীনই হয়, তাহা হইলে বলিতে
হইবে যে, তৎকালে অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানধারা বর্ত্তমান না থাকায় এবং
জ্ঞানোদয়ের পরেও বিপরীত জ্ঞান (ভ্রান্তি) ও তৎকার্য্য দৃষ্ট হওয়ায় জল-
প্রবাহের ন্যায় যখন জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন ধারা নাই, পক্ষান্তরে বিপরীত জ্ঞান
এবং তৎকার্য্যও যখন দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে
যে, অন্তিম জ্ঞানেই অবিদ্যা-নিবৃত্তি হয়, আদ্য জ্ঞানে হয় না; না, এরূপ
ব্যবস্থাও হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে প্রথম জ্ঞানের ন্যায়
অন্তিম জ্ঞানও অনৈকান্তিক বা ব্যভিচারী হইয়া পড়ে; কেন না, আত্মবিষয়ক
প্রথমোৎপন্ন জ্ঞানে যদি অবিদ্যা-নিবৃত্তি করিতে না পারে, তাহা হইলে
অন্তিম জ্ঞানেও সেইরূপই হইতে পারে; কারণ, উভয়েরই অবিকার তুল্য।
আচ্ছা, তাহা হইলে বলিব যে, সন্তত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানই
অবিদ্যার নিবর্ত্তক, বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান নহে; না, এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ,
জীবদ্দশায় কখনই অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানপ্রবাহ হইতে পারে না; কারণ, অন্ততঃ
জীবন-ধারণের অনুকূল চিন্তা করাও আবশ্যক হয়; সুতরাং তৎকালে
প্রবাহাকারে বিদ্যা-প্রত্যয় হইতেই পারে না; যেহেতু, উহারা পরস্পরবিরুদ্ধ।
আর যদি বল, জীবনাদির চিন্তা নিবৃত্তি করিয়া মরণকাল পর্য্যন্ত এই
বিদ্যাপ্রত্যয়ই প্রবহমাণ হইয়া থাকে; না, তাহাও বলিতে পার না;
কারণ, বিদ্যাপ্রত্যয়ের সংখ্যাবিশেষ অবধারিত না থাকায়, অর্থাৎ কতবার
প্রত্যয়ানুশীলন করিতে হইবে, ইহার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা না থাকায় শাস্ত্রার্থেরই
অবধারণ হইতে পারে না অভিপ্রায় এই যে, এতগুলি প্রত্যয়দ্বারা অবিদ্যার
নিবর্ত্তক, এরূপ কোনও ব্যবস্থা না থাকায় প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই
স্থির করা যাইতে পারে না; ইহা অবশ্যই দোষাবহ; সুতরাং কখনই
স্বীকার্য্য হইতে পারে না। না, এ কথাও বলা যাইতে পারে না; কারণ, আদ্য
ও অন্তিম প্রত্যয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই, অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন বিদ্যা-

প্রত্যয়-দ্বারা অথবা মরণকাল পর্য্যন্ত প্রবহমাণ বিদ্যা-প্রত্যয়দ্বারা অবিদ্যা-নিবর্ত্তক, এরূপ বিশেষ করিয়া বলিবার কোন কারণ নাই; আদ্য ও অন্ত্য প্রত্যয় সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে দুইটী দোষ কথিত হইয়াছে, এখানেও সেই দুইটী দোষেরই সম্ভাবনা আছে। ভাল কথা, এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে বলিব, জ্ঞান অবিদ্যার নিবর্ত্তকই নয়; না,—সে কথাও বলা যায় না; কারণ, 'তিনি সেই বিজ্ঞানের প্রভাবে সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন,' 'হৃদয়ের অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়,' 'সে অবস্থায় আবার মোহই বা কি?' ইত্যাদি শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। ৩১

যদি বল, "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" ইত্যাদি শ্রুতি কেবল 'অর্থবাদ' মাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসাসূচকমাত্র, কিন্তু প্রকৃত সত্যার্থপ্রকাশক নহে; না, তাহা হইলে সর্ব্বশাখীয় উপনিষদ্ সমূহেরই অর্থবাদত্ব হইতে পারে। কারণ, সর্ব্বশাখীয় সমস্ত উপনিষদ্ই কেবল এইমাত্র অর্থ প্রতিপাদন করিয়াই বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। যদি বল, ঐ সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় আত্মা যখন প্রত্যক্ষগম্য, তখন অর্থবাদ হয় হউক; না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, এ কথার মীমাংসা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিদ্যাপ্রভাবে যে, অবিদ্যা-জনিত শোক-মোহ-ভয়াদির নিবৃত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বিদ্বদনুভবসিদ্ধ; সুতরাং এ বিষয়ে শ্রুতির অর্থবাদত্ব কল্পনা করা সঙ্গত হয় না; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব, অবিদ্যাদি-দোষনিবৃত্তিরূপ ফলোৎপাদনেই যখন বিদ্যার পরিসমাপ্তি, তখন জ্ঞান সম্বন্ধে আদ্য, অন্ত্য, সন্তত বা অসন্তত ইত্যাদি আপত্তির অবসরই নাই। কারণ, যে প্রত্যয়ে অবিদ্যাদি দোষ-নিচয় নিবারিত হয়, তাহাকেই বিদ্যা বলিয়া স্বীকার করা হয়, এখন তাহা আদ্যই হউক, বা অন্ত্যই হউক, সন্ততই হউক, অসন্ততই হউক, সে সম্বন্ধে কোনও কথা নাই; সুতরাং এ বিষয়ে আপত্তিরও অবসর নাই। ৩২

আর যে, বিপরীত বুদ্ধি ও তদনুরূপ কার্য্যদর্শনরূপ অপর হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, প্রারব্ধ কর্ম্মশেষই ঐরূপ ব্যবহারের কারণ, অর্থাৎ যে কর্ম্মানুসারে উপস্থিত দেহ আরব্ধ বা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কর্ম্মই ঐরূপ বিপরীত বুদ্ধি-দোষের সমুৎপাদক; বিপরীত বুদ্ধিসংযুক্ত তাদৃশ কর্ম্মেরই তদনুরূপ ফলপ্রদানে সামর্থ্য; এই কারণে, যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান শরীরের পতন না হয়, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগেরই অবরণে অর্থাৎ কর্ম্মফল-ভোগের জন্য যে পরিমাণ দরকার, ঠিক সেই পরিমাণ ভ্রান্তিপ্রত্যয় ও রাগ-

বেদাদি লোকেরও উদ্ভাবন করিয়া থাকে; কারণ, ভোগের হেতুভূত কর্ম্মগুলি তখনও ফল দিয়া বিরত হয় নাই; সুতরাং ধনুর্মুক্ত বাণের ন্যায় প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিরাম হইতে পারে না। এই জন্য বিরুদ্ধ নয় বলিয়াই সমুৎপন্ন ব্রহ্মবিদ্যা তাদৃশ বিপরীত প্রত্যয়ের নিবারণ করে না, [বিরুদ্ধ স্থলেই বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা বাধিত হইয়া থাকে, অবিরুদ্ধ স্থলে নহে]; তবে, ভবিষ্যৎকালে জ্ঞানবিরোধী যে সমস্ত অবিদ্যা-কার্য্য সমুৎপন্ন হইবে, বিরুদ্ধ-স্বভাব বলিয়া কেবল সেই সমস্ত অজ্ঞানকার্য্যকেই নিরুদ্ধ করিয়া থাকে; কারণ, তাহা তখনও অনাগত; আর প্রারব্ধ হইল অতীত; [সুতরাং তাহার আর নিবারণ করা সম্ভবপর হয় না] (১)। ৩৩

আরও এক কথা, যথার্থ বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির বিপরীত বুদ্ধি হওয়া সম্ভবপরও হয় না, কেন না, সে সময় ঐরূপ জ্ঞানের কোনরূপ বিষয়-বিজ্ঞানও বর্ত্তমান থাকে না; সাধারণতঃ যে বস্তু বিশিষ্টরূপে অবধারিত না হয়, সামান্যাকারে পরিদৃষ্ট তাদৃশ বস্তুবিশেষকে অবলম্বন করিয়াই বিপরীত জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; যেমন—শুক্তিতে রজতজ্ঞান হইয়া থাকে; কাজেই যে ব্যক্তি বস্তুগত বিশেষ ধর্ম্ম অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন,—বিপরীত জ্ঞানের সর্ব্বপ্রকার সংস্কার বিমর্দ্দিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকট পূর্ব্ববৎ ভ্রান্তিজ্ঞান সমুৎপন্ন হওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না; কেন না, শুক্তিজ্ঞানের পর তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার ভ্রান্তিজ্ঞান জন্মিতে দেখা যায় না; [সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তির পক্ষেও পুনর্ব্বার ভ্রান্তিসমুৎপত্তি অসম্ভব]। ৩৪

কোথাও বা, বিদ্যা-প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বতন বিপরীত-প্রতীতিজাত সংস্কার-সমূহ হইতেও বিপরীত-জ্ঞানাভাস (যাহা আপাততঃ বিপরীত জ্ঞান বলিয়া

(১) তাৎপর্য্য—এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, ব্রহ্মবিদ্যা যখন প্রারব্ধ কর্ম্ম ও তৎফলের নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না, তখন অনারব্ধ কর্ম্মেরও নিবৃত্তি করিতে পারে না; তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যেখানে জ্ঞানের প্রতিকূলভাবে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, জ্ঞান কেবল তাদৃশ ভবিষ্যৎকর্ম্ম ও কর্ম্মফলেরই বাধা ঘটাইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে কর্ম্ম ও তৎফল জ্ঞানের অবিরোধী, অথচ পূর্ব্বোৎপন্ন, সেখানে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও সে সমুদায়ের নিবৃত্তি করিতে পারে না। প্রারব্ধ কর্ম্মগুলি জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অথচ জ্ঞানের পরিপন্থীও নয়, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও সেগুলির বাধা দিতে পারে না, পক্ষান্তরে যে সমস্ত কর্ম্ম তখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, তাহাদের ফল জ্ঞানের বিরোধী, এই কারণে সেগুলিই জ্ঞান দ্বারা নিরুদ্ধ হয়।

মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেগুলি স্মরণ মাত্র. সেই সমস্ত স্মরণাত্মক জ্ঞান) উৎপন্ন হইয়া হঠাৎ বিপরীত বুদ্ধি-ভ্রম জন্মাইয়া থাকে ; যেমন, যে লোক পূর্ব্বাদি দিগ্বিভাগ জানে, তাহারই দিক্সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক বিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে, [ইহাও তেমনি]। আর যদি যথার্থ-তত্ত্বজ্ঞ লোকেরও পূর্ব্ববৎ বুদ্ধি-বিভ্রম উৎপন্ন হয় বল, তাহা হইলে ত তত্ত্বজ্ঞানের উপরই লোকের অবিশ্বাস উপস্থিত হইতে পারে ; তাহার ফলে শাস্ত্রার্থজ্ঞানে লোক-প্রবৃত্তিরই ব্যাঘাত ঘটে। বিশেষতঃ কোন্‌টি প্রমাণ, আর কোন্‌টি অপ্রমাণ, ইহা নিশ্চয় করিবার বিশেষ কোন উপায় না থাকায় সমস্ত প্রমাণই অপ্রমাণমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। এ কথা দ্বারা 'তত্ত্বজ্ঞানলাভের পরক্ষণেই শরীর-পাত হয় না কেন ?' এই আপত্তিও খণ্ডিত হইল। ৩৫

'জ্ঞানীর ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই', শ্রুতির এই কথা হইতে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, পরে ও তৎসমকালে কৃত এবং জন্মান্তরসঞ্চিত যে সমস্ত কর্ম্ম এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সে সমুদয় কর্ম্মও বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রুতি বলিতেছেন—'ইহার (জ্ঞানীর) সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়', 'প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্তই তাহার বিলম্ব', 'সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়', 'তাঁহাকে জানিলে পর আর পাপ-কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না', 'কেবল ইহাকেই পুণ্য ও পাপ আক্রমণ করিতে পারে না,' 'পুণ্য ও পাপ তাহাকে তাপ দেয় না,' 'ইহাকেই কেবল তাপ দেয় না', 'কোথা হইতেও ভীত হয় না' ইত্যাদি। আর স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন—'হে অর্জ্জুন, জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্ম ভস্মীভূত করে' ইত্যাদি। ৩৬

আর যে, জ্ঞানীরাও বন্ধে আবদ্ধ থাকেন বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ,বন্ধশ্রুতির বিষয় হইতেছে—অবিদ্বান্ পুরুষ ; কারণ,কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম তাহার সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়। বিশেষতঃ এই উপনিষদেই পরে বলা হইবে যে, 'যে অবস্থায় ব্রহ্ম-বস্তু জীব হইতে পৃথক্‌ভাবাপন্নের ন্যায় হয়, তখনই একে অপরকে দর্শন করে'। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যে অবিদ্যা বিদ্যমান থাকিলে জীব হইতে অনন্য বা অপৃথগ্‌ভূত আত্মানামক সদ্বস্তুকে পৃথক্ পদার্থের ন্যায় বোধ হয়,—যেমন তিমিররোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট এক চন্দ্রও সদ্বিতীয়বৎ প্রতিভাত হয় ; সেই অবস্থায়ই অবিদ্যাকৃত অনেক কারক সাপেক্ষ দর্শনাদি ক্রিয়া ও তজ্জনিত ফলের সদ্ভাব—"তত্র অন্যোহন্যৎ পশ্যেৎ" ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শন করিতেছে ; পক্ষান্তরে, যখন বিদ্যার উদয় হয়,

তখন অবিদ্যাকৃত অনেকবস্তুর নিবারিত হইয়া যায়, তদ্বিষয়েই 'কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' এই বাক্যে ক্রিয়ার অসম্ভাবনা প্রদর্শন করিতেছে। অতএব, কর্মাদির অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, অবিদ্যাযুক্ত পুরুষেরই বিহিত, অপরের নহে। ৩৭

'তদ্‌যথা ইহৈব তাবৎ' ইত্যাদি। যে কোনও অব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অন্ত—আর্ত্তন, যে কোনও দেবতার উপাসনা করে, অর্থাৎ স্তুতি, নমস্কার, যাগ (গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা), বলি-উপহার (নৈবেদ্য সমর্পণ), প্রণিধান (চিত্তের একাগ্রতা) ও ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা নিকটে থাকে—সেই দেবতার গুণভাব বা অধীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ আমার উপাস্য এই অনাত্মবস্তুটি আমা হইতে পৃথক্, উপাসনার অধিকারী আমি হইতেছি—ইহা হইতে পৃথক্, এবং আমাকে অধমর্ণের ন্যায় উঁহার আরাধনা করিতে হইবে, এইরূপ বিশ্বাস সহকারে উপাসনা করে, ঈদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন সেই উপাসক কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। সেই ব্যক্তি যে, কেবল এবংবিধ অবিদ্যা-দোষেই কলুষিত, তাহা নহে; তবে কি? না, গবাদি পশু যেরূপ বাহন ও দোহনাদিরূপ উপকার সাধন করিয়া [গৃহস্থের] উপভুক্ত হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ সেই উপাসকও যজ্ঞাদি কার্য্য দ্বারা এক এক দেবতার ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে; এই জন্য তাদৃশ পুরুষও পশুর ন্যায়ই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে অধিকার লাভ করিয়া থাকে। ৩৮

বর্ণাশ্রমাদি বিভাগসম্পন্ন কর্ম্মাধিকারী উক্ত অবিদ্বান্ পুরুষ শাস্ত্রোক্ত যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সে সমস্ত কর্ম্ম উপাসনাসংযুক্তই হউক, আর তদ্বিযুক্তই হউক, তাহার উৎকৃষ্ট ফল হইতেছে—মনুষ্যত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মত্বলাভ পর্য্যন্ত; আর শাস্ত্রোক্তের বিপরীত (অশাস্ত্রীয়) স্বাভাবিক কর্ম্মের অপকৃষ্ট ফল হইতেছে—মনুষ্যত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবরভাবপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত। যাহাতে এই কথা প্রমাণিত হইতে পারে, তাহা এই অধ্যায়ের শেষাংশে "অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ" ইত্যাদি বাক্যে আমরা প্রতিপাদন করিব। বিদ্যার ফল যে, সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তি, তাহাও সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে; এই সম্পূর্ণ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌টি বিদ্যা ও অবিদ্যার বিভাগ-প্রদর্শনেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যাহাতে ইহা সমগ্র শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যার্থরূপে প্রমাণিত হইতে পারে, আমরা তাহা প্রদর্শন করিব। ৩৯

যেহেতু, এইরূপই শাস্ত্রার্থ নির্ণীত হইল, সেই হেতু দেবগণ অবিদ্বান্

পুরুষের প্রতি বিরাচরণ বা অনুগ্রহপ্রদর্শন করিতে অবশ্যই সমর্থ হন; ইহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—জগতে গো,অশ্ব প্রভৃতি বহুপশু যেরূপ নিজের প্রভু বা রক্ষক মনুষ্যকে ভোগ করিয়া থাকে—পালন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বহুপশুস্থানীয় একএকটি অবিদ্বান্ পুরুষও দেবগণকে ভোগ করে অর্থাৎ পোষণ করে—এই ইন্দ্রাদি দেবগণ আমা হইতে পৃথক্, আমার প্রভু, আমি ভৃত্যের ন্যায় স্তুতি, নমস্কার ও যাগাদি কার্য্য দ্বারা ইঁহাদের আরাধনা করিয়া ইঁহাদেরই অনুগ্রহপ্রদত্ত অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) ও নিঃশ্রেয়স (মুক্তি) ফল লাভ করিব, এইরূপ মনে করিয়া থাকে। এখানে "দেবানাং" এই দেবতা-শব্দটি পিতৃগণ প্রভৃতিরও বোধক; [সুতরাং মনুষ্যগণ যেমন দেবতার ভোগ্য, তেমনি পিত্রাদিরও ভোগ্য]। ৪০

জগতে যাহার বহু পশু আছে, তাহার একটি পশু গৃহীত হইলেও অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদিকর্ত্তৃক অপহৃত হইবার মত হইলেও যেমন অত্যন্ত অপ্রিয় (দুঃখ) উপস্থিত হয় তেমনি বহুপশুস্থানীয় একটি পুরুষ পশুভাব হইতে অর্থাৎ অবিদ্যাবস্থা হইতে উত্থান করিবার উদ্যোগ করিতে থাকিলে, বহু পশু অপহরণে গৃহস্থের যেমন দুঃখ হয়, তেমনি দেবগণেরও যে, মহা অপ্রিয় হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? সেই হেতু ইহাদের তাহা প্রিয় নয়; তাহা কি? না, মনুষ্যগণ যে, কোন প্রকারেও এই ব্রহ্মাত্ম-তত্ত্ব জানিতে পারে; [ইহা দেবগণের প্রিয় নহে]। অনুগীতাগ্রন্থে ভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপই স্মরণ (১) করিয়াছেন,—'হে কৌন্তেয় (অর্জ্জুন), ক্রিয়াধিকৃত পুরুষ দ্বারা দেবলোক পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; মরণশীল মানবগণ যে, দেবগণেরও উপরে থাকে, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে'; অতএব, পশুগণকে যেরূপ ব্যাঘ্রাদির নিকট হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ মনুষ্যগণ আমাদের

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানে 'স্মরণ' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যাহা দেখিলে বেদার্থ স্মরণ হয়, অথবা বেদার্থ স্মরণপূর্ব্বক যাহা রচিত হইয়াছে, তাহার নাম 'স্মৃতি শাস্ত্র। ঋষিগণ কঠিন বেদার্থকে সরল করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন; সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশ দেখিলেই তদনুরূপ বেদবাক্যের স্মরণ হইয়া থাকে; এইজন্য 'স্মরণ' বলিলেও স্মৃতিশাস্ত্রকে বুঝায়। আলোচ্যস্থলে ব্যাসের স্মরণ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাস যখন স্বরচিত স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে "ক্রিয়াবদ্ভিঃ" ইত্যাদি বাক্য নিবদ্ধ করিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই এই শ্রুতি হইতে ঐ ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; সুতরাং তাঁহার কথাতেও এই শ্রুতির ঐরূপ অর্থই পরিস্ফুট হইতেছে বুঝিতে হইবে।

উপভোগ্যভাব হইতে বঞ্চিত না হউক, এই মনে করিয়া দেবগণ তাহাদের ব্রহ্মবিজ্ঞানেও বিঘ্নাচরণ করিয়া থাকেন; আবার যাহাকে বিমুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে শ্রদ্ধাদিসাধনের সহিত সংযোজিত করেন, অপরকে অশ্রদ্ধাদির সহিত সংযোজিত করেন। এই 'দেবাপ্রিয়' প্রভৃতিবাক্যে কাকু দ্বারা (ভঙ্গিক্রমে (২) ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি দেবতার আরাধনায় তৎপর, শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন, বিনীত ও প্রমাদহীন (সাবধান) হইবেন, (কখনও তদ্বিপরীত হইবেন না)॥ ৪৭॥ ১০॥

আভাস-ভাষ্যম্। সূত্রিতঃ শাস্ত্রার্থঃ—"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি; তস্য চ ব্যাচিখ্যাসিতস্য সার্থবাদেন "তদাহুর্যদ্ব্রহ্মবিদ্যয়া" ইত্যাদিনা সম্বন্ধ-প্রয়োজনে অভিহিতে; অবিদ্যায়াশ্চ সংসারাধিকারকারণত্বমুক্তম্—"অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে" ইত্যাদিনা। তত্রাবিদ্বান্ কর্ম্মী পশুবদ্দেবাদিকর্ম্মকর্তব্যতয়া পরতন্ত্র ইত্যুক্তম্। কিং পুনর্দ্দেবাদিকর্ম্মকর্তব্যত্বে নিমিত্তম্? বর্ণা আশ্রমাশ্চ; তত্র কে বর্ণাঃ? ইত্যত ইদমারভ্যতে—যন্নিমিত্তসম্বন্ধেষু কর্ম্মসু অয়ং পরতন্ত্র এবাবিকৃতঃ সংসরতি। এতস্যৈবার্থস্য প্রদর্শনায় অগ্নিসর্গানন্তরমিন্দ্রাদিসর্গো নোক্তঃ; অগ্নেস্তু সর্গঃ প্রজাপতেঃ সৃষ্টিপরিপূরণায় প্রদর্শিতঃ। অয়ঞ্চেন্দ্রাদিসর্গস্তত্রৈব দ্রষ্টব্যঃ, তচ্ছেষত্বাৎ; ইহ তু স এবাভিধীয়তে অবিদুষঃ কর্ম্মাধিকারহেতুপ্রদর্শনায়।

ভাষ্যানুবাদ। উপনিষৎ-শাস্ত্রের যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহা "আত্মেত্যেবোপাসীত" শ্রুতিতে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে; তাহারই ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে অর্থবাদযুক্ত "তদাহুঃ যদ্ব্রহ্মবিদ্যয়া" ইত্যাদি বাক্যে সম্বন্ধ এবং প্রয়োজনও অভিহিত হইয়াছে। তাহার পর অবিদ্যাই যে, সংসারপ্রাপ্তির কারণ, তাহাও "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে; সেখানে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষ পশুপ্রায়— দেবাদির কার্য্যসম্পাদনে বাধ্য বলিয়া পশুর ন্যায় পরাধীন। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, দেবাদির কর্ম্ম যে অবশ্যই করিতে হইবে, তাহার কারণ কি? বর্ণ ও আশ্রম; তন্মধ্যে এই অবিদ্বান্ পুরুষ সেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণরূপ নিমিত্তের সহিত সংসৃষ্ট

---

(২) তাৎপর্য্য—'কাকু' অর্থ—স্বরবিকৃতি; 'কাকুঃ স্ত্রিয়াং বিকারো যঃ শোকভীত্যাদিভির্ধ্বনেঃ।' (অমরঃ)। অর্থাৎ শোকভয়াদি কারণে যে, ধ্বনির (কণ্ঠস্বরের) বিকৃতি, তাহার নাম কাকু। শ্রুতি যদিও স্পষ্ট কথায় মুমুক্ষুর পক্ষে শ্রদ্ধাভক্তিসাধনার কথা বলেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহার বাক্যভঙ্গীতে ঐরূপ অভিপ্রায়ই বুঝা যাইতেছে।

পুরুষের প্রতি বিঘ্নাচরণ বা অনুগ্রহপ্রদর্শন করিতে অবশ্যই সমর্থ হন; ইহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—জগতে গো, অশ্ব প্রভৃতি বহুপশু যেরূপ নিজের প্রভু বা রক্ষক মনুষ্যকে ভোগ করিয়া থাকে—পালন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বহুপশুস্থানীয় একএকটি অবিদ্বান্ পুরুষও দেবগণকে ভোগ করে অর্থাৎ পোষণ করে—এই ইন্দ্রাদি দেবগণ আমা হইতে পৃথক্, আমার প্রভু, আমি ভৃত্যের ন্যায় স্তুতি, নমস্কার ও যাগাদি কার্য্য দ্বারা ইঁহাদের আরাধনা করিয়া ইঁহাদেরই অনুগ্রহপ্রদত্ত অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) ও নিঃশ্রেয়স (মুক্তি) ফল লাভ করিব, এইরূপ মনে করিয়া থাকে। এখানে "দেবানাং" এই দেবতা-শব্দটি পিতৃগণ প্রভৃতিরও বোধক; [সুতরাং মনুষ্যগণ যেমন দেবতার ভোগ্য, তেমনি পিত্রাদিরও ভোগ্য]। ১০

জগতে যাহার বহু পশু আছে, তাহার একটি পশু গৃহীত হইলেও অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদিকর্তৃক অপহৃত হইবার মত হইলেও যেমন অত্যন্ত অপ্রিয় (দুঃখ) উপস্থিত হয় তেমনি বহুপশুস্থানীয় একটি পুরুষ পশুভাব হইতে অর্থাৎ অবিদ্যাবস্থা হইতে উত্থান করিবার উদ্যোগ করিতে থাকিলে, বহু পশু অপহরণে গৃহস্থের যেমন দুঃখ হয়, তেমনি দেবগণেরও যে, মহা অপ্রিয় হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? সেই হেতু ইঁহাদের তাহা প্রিয় নয়; তাহা কি? না, মনুষ্যগণ যে, কোন প্রকারেও এই ব্রহ্মাত্ম-তত্ত্ব জানিতে পারে; [ইহা দেবগণের প্রিয় নহে]। অনুগীতাগ্রন্থে ভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপই স্মরণ (১) করিয়াছেন,—'হে কৌন্তেয় (অর্জ্জুন), ক্রিয়াধিকৃত পুরুষ দ্বারা দেবলোক পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; মরণশীল মানবগণ যে, দেবগণেরও উপরে থাকে, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে'; অতএব, পশুগণকে যেরূপ ব্যাঘ্রাদির নিকট হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ মনুষ্যগণ আমাদের

(১) তাৎপর্য্য—এখানে 'স্মরণ' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যাহা দেখিলে বেদার্থ স্মরণ হয়, অথবা বেদার্থ স্মরণপূর্ব্বক যাহা রচিত হইয়াছে, তাহার নাম 'স্মৃতি'-শাস্ত্র। ঋষিগণ জটিল বেদার্থকে সরল করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন; সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রের উপাদান দেখিলেই তদনুরূপ বেদবাক্যের স্মরণ হইয়া থাকে; এইজন্য 'স্মরণ' বলিলেও স্মৃতিশাস্ত্রকে বুঝায়। আলোচ্যস্থলে ব্যাসের স্মরণ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাস যখন স্বরচিত স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে "ক্রিয়াবদ্ভিঃ" ইত্যাদি বাক্য বিন্যস্ত করিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই এই শ্রুতি হইতে ঐ ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; সুতরাং তাঁহার কথাতেও এই শ্রুতির ঐরূপ অর্থই পরিস্ফুট হইতেছে বুঝিতে হইবে।

উপভোগ্যভাব হইতে চ্যুত না হউক, এই মনে করিয়া দেবগণ তাহাদের ব্রহ্মবিজ্ঞানেও বিঘ্নাচরণ করিয়া থাকেন; আবার যাহাকে বিমুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে শ্রদ্ধাদিসাধনের সহিত সংযোজিত করেন, অপরকে অশ্রদ্ধাদির সহিত সংযোজিত করেন। এই 'দেবাপ্রিয়' প্রভৃতিবাক্যে কাকু দ্বারা (ভঙ্গিক্রমে (২) ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি দেবতার আরাধনায় তৎপর, শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন, বিনীত ও প্রমাদহীন (সাবধান) হইবেন, (কখনও তদ্বিপরীত হইবেন না) ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

আভাস-ভাষ্যম্। সংক্ষেপতঃ শাস্ত্রার্থঃ—"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি; তস্য চ ব্যাচিখ্যাসিতস্য সার্থবাদেন "তদাহুর্যদ্ব্রহ্মবিদ্যয়া" ইত্যাদিনা সম্বন্ধ-প্রয়োজনে অভিহিতে; অবিদ্যায়াশ্চ সংসারাধিকারকারণত্ব-মুক্তম্—"অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে" ইত্যাদিনা। তত্রাবিদ্বান্ বলী পশুবদ্দেবাদিকর্মকর্তব্যতয়া পরতন্ত্র ইত্যুক্তম্। কিং পুনর্দেবাদিকর্মকর্তব্যত্বে নিমিত্তম্? বর্ণা আশ্রমাশ্চ; তত্র কে বর্ণাঃ? ইত্যত ইদমারভ্যতে—যন্নিমিত্তসম্বন্ধেষু কর্মসু অয়ং পরতন্ত্র এবাবিদ্বান্ সংসরতি। এতস্যৈবার্থস্য প্রদর্শনায় অগ্নিসর্গানন্তরমিন্দ্রাদিসর্গো নোক্তঃ; অগ্নেস্তু সর্গঃ প্রজাপতেঃ সৃষ্টিপরিপূরণায় প্রদর্শিতঃ। অয়ঞ্চেন্দ্রাদিসর্গস্তত্রৈব দ্রষ্টব্যঃ, তচ্ছেষত্বাৎ; ইহ তু স এবাভিধীয়তে অবিদুষঃ কর্মাধিকারহেতুপ্রদর্শনায়।

ভাষ্যানুবাদ। উপনিষৎ-শাস্ত্রের যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহা "আত্মেত্যেবোপাসীত" শ্রুতিতে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে; তাহারই ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে অর্থবাদযুক্ত "তদাহুঃ যদ্ব্রহ্মবিদ্যয়া" ইত্যাদি বাক্যে সম্বন্ধ এবং প্রয়োজনও অভিহিত হইয়াছে। তাহার পর অবিদ্যাই যে, সংসারপ্রাপ্তির কারণ, তাহাও "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে; সেখানে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষ পশুপ্রভৃতি— দেবাদির কার্য্যসম্পাদনে বাধ্য বলিয়া পশুর ন্যায় পরাধীন। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, দেবাদির কর্ম যে অবশ্যই করিতে হইবে, তাহার কারণ কি? বর্ণ ও আশ্রম; তন্মধ্যে এই অবিদ্বান্ পুরুষ সেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণরূপ নিমিত্তের সহিত সংসৃষ্ট

---

(২) তাৎপর্য্য—'কাকু' অর্থ—স্বরবিকৃতি; 'কাকুঃ স্ত্রিয়াং বিকারো যঃ শোকভীত্যাদিভির্ধ্বনেঃ।" (অমরঃ)। অর্থাৎ শোকভয়াদি কারণে যে, ধ্বনির (কণ্ঠস্বরের) বিকৃতি, তাহার নাম কাকু। শ্রুতি যদিও স্পষ্ট কথায় মুমুক্ষুর পক্ষে শ্রদ্ধাভক্তিসাধনার কথা বলেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহার বাক্যভঙ্গীতে ঐরূপ অভিপ্রায়ই বুঝা যাইতেছে।

কর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পরাধীনভাবে সংসারী হইয়া থাকে ; সেই বর্ণ কি কি, তাহা নিরূপণের নিমিত্ত এই পরবর্ত্তী বাক্য আরব্ধ হইতেছে। আর এই বিষয়টি পৃথগ্ভাবে প্রদর্শন করিবেন বলিয়াই পূর্ব্বে অগ্নিসৃষ্টির পর ইন্দ্রাদি দেবসৃষ্টির কথা বর্ণনা করেন নাই ; সেখানে কেবল প্রজাপতির সৃষ্টিক্রম পরিপূরণের জন্যই অগ্নিসৃষ্টির কথা বলিয়াছেন মাত্র ; আর অন্যত্র ইন্দ্রাদিসৃষ্টিও সেখানেই (প্রজাপতির সৃষ্টিমধ্যেই সন্নিবিষ্ট) বুঝিতে হইবে ; কারণ, ইহা হইতেছে—তাহারই শেষ বা অবশিষ্ট অংশ ; এখানে কেবল অবিদ্বানের কর্ম্মাধিকারের নিমিত্ত-প্রদর্শনার্থ পৃথগ্ভাবে অভিহিত হইতেছে মাত্র।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব, তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রম্—যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি। তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি, তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে, ক্ষত্র এব তদ্যশো দধাতি, সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্ ব্রহ্ম।

তস্মাদ্ যদ্যপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি ব্রহ্মৈবান্তত উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিম্, য উ এনং হিনস্তি স্বাং স যোনিমৃচ্ছতি, স পাপীয়ান্ ভবতি, যথা শ্রেয়াংসং হিংসিত্বা ॥ ৪৮ ॥ ১১ ।

অন্বয়ার্থঃ। অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ইদং (ক্ষত্রাদি-ভেদজাতম্) একং ব্রহ্ম এব বৈ (প্রসিদ্ধৌ) আসীৎ। তৎ (ব্রহ্ম) একং (অসহায়ং সৎ, ন ব্যভবৎ [আত্মনঃ কর্ত্তব্যং সম্পাদয়িতুং] (অসমর্থমভবৎ) ; তৎ (তস্মাৎ) শ্রেয়োরূপং (প্রকৃষ্টং শ্রেয়স্করং) ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়জাতিং) অত্যসৃজত (সৃষ্টবৎ) : [কিং তৎ ক্ষত্রম্? ইত্যাহ—] যানি এতানি (অনন্তরোক্তানি) দেবত্রা (দেবেষু প্রসিদ্ধানি) ক্ষত্রাণি—ইন্দ্রঃ (দেবরাজঃ), বরুণঃ (জলাধিপতিঃ), সোমঃ (ব্রাহ্মণানাং রাজা), রুদ্রঃ (পশূনাং রাজা), পর্জ্জন্যঃ (বিদ্যুদাদীনাম্ রাজা), যমঃ (পিতৃণাং রাজা), মৃত্যুঃ (রোগাদীনাং রাজা), ঈশানঃ (জ্যোতিষাং রাজা) ইতি (এতানি)। তস্মাৎ (প্রথমমেব ক্ষত্রসর্জ্জনাৎ হেতোঃ) ক্ষত্রাৎ (ক্ষত্রজাতেঃ) পরং (উৎকৃষ্টং) নাস্তি ; তস্মাৎ (ক্ষত্রজাতেঃ পরমোৎকর্ষাদেব) ব্রাহ্মণঃ [বর্ণশ্রেষ্ঠোঽপি সন্] রাজসূয়ে (তন্নামকে যজ্ঞে) অধস্তাৎ (ক্ষত্রিয়াসনাৎ নিম্নদেশে বর্ত্তমানঃ সন্) ক্ষত্রিয়ম্ উপাস্তে (ভক্ত্যা আরাধয়তি) ;

ক্ষত্রঃ এব তৎ (স্বকীয়ং) যশঃ (ব্রহ্মেতি খ্যাতিরূপম্) দধাতি, [রাজসূয়ে অভিষিক্তেন রাজ্ঞা ব্রহ্মন্নিতি আমন্ত্রিত ঋত্বিক্ পুনস্তং প্রতিবদতি—রাজন্ ত্বং ব্রহ্মাসীতি ; তদেব যশঃ আধানমিতি ভাবঃ]। সা এষা (প্রকৃতা) ক্ষত্রস্য যোনিঃ (কারণং)—যৎ ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণঃ) ; তস্মাৎ (ক্ষত্রিয়স্য ব্রাহ্মণযোনিত্বাদেব হেতোঃ) রাজা (ক্ষত্রিয়ঃ) যদ্যপি (সম্ভাবনায়াম্) পরমতাং (রাজসূয়ে পরমোৎকর্ষং) গচ্ছতি ; [তথাপি] অন্ততঃ (অন্তে—রাজসূয়কর্মসমাপ্তেঃ পরম্), স্বাং (স্বকীয়াং) যোনিং (কারণরূপং ; ব্রহ্ম এব উপনিশ্রয়তি (আশ্রয়তি পুরোহিতম্ অগ্রে স্থাপয়তীতি যাবৎ)। যঃ উ (যঃ পুনঃ) স্বাং যোনিং এনং (ব্রাহ্মণং) হিনস্তি (অবজানাতি), সঃ (হিংসাকারী জনঃ) স্বাং যোনিম্ এব ঋচ্ছতি (স্বকারণমেব বিনাশয়তি) ; সঃ (হিংসাকারী জনঃ) পাপীয়ান্ (অতিশয়েন পাপী ভবতি), যথা শ্রেয়াংসং (অত্যুৎকৃষ্টং) হিংসিত্বা [ভবতি, তথা ইত্যর্থঃ] ॥ ৪৮ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ ছিল, তিনি একাকী [কর্ম্মসম্পাদন করিতে] সমর্থ হইলেন না ; তিনি উৎকৃষ্ট শ্রেয়স্কর ক্ষত্রিয়-জাতি সৃষ্টি করিলেন—যাহারা দেবগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়—এই ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান। অতএব ক্ষত্রিয় অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই ; এই কারণেই 'রাজসূয়' যজ্ঞে ব্রাহ্মণ নিজে নীচে বসিয়া উপরিস্থিত ক্ষত্রিয়ের আরাধনা করিয়া থাকেন ; ক্ষত্রিয়ই সেই যশঃ (ব্রাহ্মণত্বখ্যাতি) গ্রহণ করেন ; সেই ইহাই ক্ষত্রিয়ের যোনি, অর্থাৎ যশঃপ্রাপ্তির কারণ,—যাহা ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ জাতি) ; অতএব ক্ষত্রিয় জাতি যদি [রাজসূয়ে] পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হন, তথাপি অন্তে অর্থাৎ যজ্ঞ-সমাপ্তির পর পুনর্ব্বার স্বযোনি ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করেন,—অগ্রে স্থাপন করেন। যে লোক এই ব্রাহ্মণের হিংসা বা অবমাননা করেন, ফলতঃ তিনি স্বকারণেরই উচ্ছেদসাধন করেন ; এবং তজ্জন্য তিনি অতিশয় পাপী হন—যেমন অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বস্তু হিংসা করিয়া হইয়া থাকে, [তেমনি] ॥ ৪৮ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ—যদগ্নিং সৃষ্ট্বাগ্নিরূপাপন্নং ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণজাত্যভিমানাদ্ ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে—বৈ, ইদং ক্ষত্রাদি-

জাতং ব্রহ্মৈব অভিন্নমাসীৎ, একমেব—নাসীৎ ক্ষত্রাদিভেদঃ। তদ্ ব্রহ্ম একং ক্ষত্রাদি-পরিপালয়িত্রাদিশূন্যং সৎ, ন ব্যভবৎ ন বিভূতবৎ কর্মণে—নালমাসী-দিত্যর্থঃ। ততস্তদ্ ব্রহ্ম—'ব্রাহ্মণোঽস্মি, মমেদং কর্তব্যম্' ইতি ব্রাহ্মণজাতি-নিমিত্তং কর্ম চিকীর্ষুঃ আত্মনঃ কর্মকর্তৃত্ববিভূত্যৈ, শ্রেয়োরূপং প্রশস্তরূপম্ অত্যসৃজত অতিশয়েন অসৃজত সৃষ্টবৎ। কিং পুনস্তৎ, যৎ সৃষ্টম্? ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতিঃ (তিঃ ?), তদ্ব্যক্তিভেদেন প্রদর্শয়তি—যান্যেতানি প্রসিদ্ধানি লোকে, দেবত্রা দেবেষু ক্ষত্রাণীতি—জাত্যাখ্যায়াং পক্ষে বহুবচনস্মরণাৎ ব্যক্তিবহুত্বাদ্বা ভেদোপচারেণ বহুবচনম্। ১

কানি পুনস্তানীত্যাহ—তত্রাভিষিক্তা এব বিশেষতো নির্দিশ্যন্তে—ইন্দ্রো দেবানাং রাজা, বরুণো যাদসাম্, সোমো ব্রাহ্মণানাম্, রুদ্রঃ পশূনাম্, পর্জন্যো বিদ্যুদাদীনাম্, যমঃ পিতৄণাম্, মৃত্যুঃ রোগাদীনাম্, ঈশানো ভাসাম্, ইত্যেব-মাদীনি দেবেষু ক্ষত্রাণি। তদনু ইন্দ্রাদিক্ষত্রদেবতাধিষ্ঠিতানি মনুষ্যক্ষত্রাণি সোম-সূর্য্যবংশ্যানি পুরূরবঃপ্রভৃতীনি সৃষ্টান্যেব দ্রষ্টব্যানি; তদর্থ এব হি দেবক্ষত্রসর্গঃ প্রবৃত্তঃ। ২

যস্মাদ্ ব্রহ্মণা অতিশয়েন সৃষ্টং ক্ষত্রম্, তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি—ব্রাহ্মণ-জাতেরপি নিয়ন্তৃ; তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ কারণভূতোঽপি ক্ষত্রস্য, ক্ষত্রিয়ম্ অধ-স্তাৎ ব্যবস্থিতঃ সন্ উপরি স্থিতমুপাস্তে,—ক্ব? রাজসূয়ে। ক্ষত্র এব তদাত্মীয়ং যশঃ খ্যাতিরূপং—ব্রহ্মেতি দধাতি স্থাপয়তি। রাজসূয়াভিষিক্তেন আসন্দ্যাং স্থিতেন রাজ্ঞা আমন্ত্রিতঃ—ব্রহ্মন্নিতি ঋত্বিক্ পুনস্তং প্রত্যাহ—ত্বং রাজন্ ব্রহ্মাসীতি; তদেতদভিধীয়তে—ক্ষত্র এব তদ্যশো দধাতীতি। ৩

সৈষা প্রকৃতা ক্ষত্রস্য যোনিরেব, যদ্ ব্রহ্ম। তস্মাদ্ যদ্যপি রাজা পরমতাং রাজসূয়াভিষেকগুণং গচ্ছতি আপ্নোতি, ব্রহ্মৈব ব্রাহ্মণজাতিমেব অন্ততঃ অন্তে কর্মপরিসমাপ্তৌ, উপনিশ্রয়তি আশ্রয়তি স্বাং যোনিং—পুরোহিতং পুরো নিধত্ত-ইত্যর্থঃ। যস্তু পুনর্বলাভিমানাৎ স্বাং যোনিং ব্রাহ্মণজাতিং ব্রাহ্মণং য উ এনং হিনস্তি হিংসতি নিঃস্বতাং গময়তি—অপশ্যন্নিব শ্রদ্ধাবিপর্যয়েণ পশ্যতি, স্বামাত্মীয়ামেব স যোনিমৃচ্ছতি—স্বং প্রসবং বিচ্ছিনত্তি বিনাশয়তি। স এতৎ কৃত্বা পাপীয়ান্ পাপতরো ভবতি; পূর্বমপি ক্ষত্রিয়ঃ পাপ এব ক্রূরত্বাৎ, আত্মপ্রসবহিংসয়া সুতরাম্; যথা লোকে শ্রেয়াংসং প্রশস্ততরং হিংসিত্বা পরিভূয় পাপতরো ভবতি, তদ্বৎ ॥৪। ১১ ॥

টীকা। সঙ্গতিমুক্ত্বা বাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—ব্রহ্মেতি। অগ্রে ক্ষত্রাদিসর্গাৎ পূর্বমিতি যাবৎ। বৈ-শব্দস্যাবধারণার্থত্বং মনস্ বাক্যার্থোক্তিপূর্বকমেকমিত্যস্যার্থমাহ—ইদমিতি।

দ্বিতীয়মেবকারং ব্যাচষ্টে—নাসীদিতি। কথং তর্হি তস্য কর্মানুষ্ঠানসামর্থ্যমিতিচিন্তা-শঙ্ক্য সমনন্তরবাক্যং ব্যাচষ্টে—উক্ত ইতি। তদেব শঙ্কাকাঙ্ক্ষায়াং পৃচ্ছতি—কিং পুনরিতি। একা চেৎ ক্ষত্রজাতিঃ সৃষ্টা, কথং তর্হি ব্যক্ত্যোক্তীতি বহুত্ববিভাগমাশঙ্ক্যাহ—তদাত্মকস্মেদেনেতি। ক্ষত্রজাতেরেকত্বাৎ কথং ক্ষত্রাণীতি বহুবচনমিত্যাশঙ্ক্য 'জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যাম্' (পা০ সূ০ ১।২।৫৮) ইতি স্মৃতিমাশ্রিত্যাহ—জাতীতি। ব্যক্তের্গতাকারমাহ—ব্যক্তীতি। তাসাং বহুত্বাত্তেন তদভেদাৎ তত্রাপি ভেদমুপচর্য বহুত্বমিত্যর্থঃ। ক্ষত্রাণীতি বহুবচনমিতি শেষঃ। ১

তেষাং বিশেষতো গ্রহণং ক্ষত্রোত্তমত্বং ব্যাপয়িতুমিতি মত্বাহ সন্নাহ—কানি পুনরিত্যাদিনা। যত্তু কিমিতি দেবেষু ক্ষত্রসৃষ্টিরুচ্যতে? ব্রাহ্মণস্য কর্মানুষ্ঠান-সামর্থ্যসিদ্ধ্যর্থং মনুষ্যেষ্বেব তৎসৃষ্টিরপেক্ষিতেত্যাশঙ্ক্যাহ—তদভিমানীতি। তথাপি বিবক্ষিতা সৃষ্টির্বক্তব্যা মনুষ্যেত্যাশঙ্ক্যোপোদ্ঘাতোঽয়মিত্যাহ—তদর্থ ইতি। ২

তস্মাদিত্যাদি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। ক্ষত্রস্য নিয়ন্তৃত্বকার্যে হেতুমাহ—তস্মাদিতি। ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং ব্রাহ্মণ্যাখ্যমিতি যাবৎ। উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—রাজ-সূয়েতি। আসন্দ্যাং মঞ্চিকায়াম্।

ক্ষত্রে যদীয়ং যশঃ সমর্পয়তো ব্রাহ্মণস্য নিকর্ষমাশঙ্ক্যাহ—সৈষেতি। যতো-ব্রাহ্মণস্য তুল্যত্বাৎ কুতোঽস্যাপকর্ষস্তেন? ক্ষত্রমপি প্রভুকালে ব্রাহ্মণং প্রাপ্নোতীত্যা-শঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। ক্ষত্রস্য ব্রহ্মাভিভবে দোষশ্রবণাচ্চ তস্য তদপেক্ষয়া তদুৎকর্ষ-মিত্যাহ—যস্ত্বিতি। প্রধানমপীতি ক্ষত্রভূপতিঃ। য উ এনং হিনস্তীতি প্রতীকগ্রহণং, স্বং পুনরিত্যাদি ব্যাখ্যানমিতি ভেদঃ। উৎকৃষ্টতরবর্ণস্য প্রয়োগে হেতুমাহ—পূর্বমপীতি। ব্রাহ্মণাভিভবে পাপীয়স্ত্বমিত্যেতদুদাহরণেন বুদ্ধাবারোপয়তি—যথেতি। ৷৪৷১১

ভাষ্যানুবাদ। "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি। যে ব্রহ্ম অগ্নিসৃষ্টির পর অগ্নিভাবাপন্ন এবং ব্রাহ্মণ-জাত্যভিমান নিবন্ধন ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন, এই ক্ষত্রাদি জাতিসমূহ [অগ্রে] একমাত্র ব্রহ্মই—ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপী ছিল,—ক্ষত্রিয়াদি বিভাগ ছিল না। সেই ব্রহ্ম একাকী—পরিপালনক্ষম ক্ষত্রিয়াদিরহিত থাকিতে সমর্থ হইলেন না, অর্থাৎ কর্ম-সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। সেই কারণে, সেই ব্রহ্ম—'আমি ব্রাহ্মণ, আমার পক্ষে এইরূপ কর্ম করা আবশ্যক' এইরূপ চিন্তার পর ব্রাহ্মণজাত্যুচিত কর্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়া, আপনার কর্তব্য কর্মে কর্তৃত্ব রক্ষার নিমিত্ত শ্রেয়োরূপ—সুপ্রশস্ত জাতি উত্তমরূপে সৃষ্টি করিলেন। তিনি যাহা সৃষ্টি করিলেন, সেই শ্রেয়োরূপ বস্তুটি কি? না ক্ষত্র—ক্ষত্রিয়জাতি; তাহাই বিভিন্ন ব্যক্তিরূপে দেখাইতেছেন—জগতে এই যে, দেবগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ

ক্ষত্রিয়-গণ। জাতিনির্দ্দেশস্থলে একত্বেও বৈকল্পিক বহুবচন হইবার বিধান থাকায়, অথবা ব্যক্তিভেদে একত্বেও ভেদ আরোপ করায় 'ক্ষত্রাণি' পদে বহুবচন হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্রাদি-বরুণাদির ব্যক্তিগত বহুত্বের সহিত তদীয় ক্ষত্রিয়জাতিরও অভিন্নত্ব আরোপ করায় এখানে বহুবচনের ব্যবহার অনুচিত হয় নাই। ১

তাহারা কে কে? এই আকাঙ্ক্ষায়, তাহাদের মধ্যে যাহারা অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়, বিশেষভাবে তাহাদিগকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন—দেবগণের রাজা—ইন্দ্র, জলজন্তুর রাজা—বরুণ, ব্রাহ্মণগণের রাজা—সোম, পশুগণের রাজা—রুদ্র, বিদ্যুৎপ্রভৃতির রাজা—পর্জ্জন্য, পিতৃগণের রাজা—যম, রোগাদির রাজা—মৃত্যু, জ্যোতিঃসমূহের রাজা—ঈশান, ইত্যাদি দেবক্ষত্রিয়গণকে [সৃষ্টি করিয়াছিলেন]। বুঝিতে হইবে, এই দেবক্ষত্রিয়সৃষ্টির পরে, ইন্দ্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দেবতাধিষ্ঠিত, চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় পুরূরবাপ্রভৃতি মনুষ্য বা ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার জন্যই এখানে দেবক্ষত্রিয়সৃষ্টির অবতারণা করা হইয়াছে।

যেহেতু, ব্রহ্ম বিশেষরূপে ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই হেতু ব্রাহ্মণ-জাতিরও নিয়ন্তা বা পরিচালক ক্ষত্রিয় অপেক্ষা আর কেহ নাই; এই কারণেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়জাতির কারণ-স্বরূপ হইয়াও ক্ষত্রিয়ের নীচে অবস্থান করত উপরিস্থিত ক্ষত্রিয়ের উপাসনা করিয়া থাকেন; কোথায়?—রাজসূয়নামক যজ্ঞে। ক্ষত্রিয়েই আপনার যশঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাখ্যাতি স্থাপন করেন,—রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত রাজা মঞ্চোপরি উপবিষ্ট হইয়া ঋত্বিক্‌কে (পুরোহিতকে) 'ব্রহ্মন্' বলিয়া সম্বোধন করেন; তদুত্তরে ঋত্বিক্ আবার রাজাকে বলেন যে, 'রাজন্ ত্বং ব্রহ্ম অসি' অর্থাৎ হে রাজন্, তুমি হইতেছ ব্রহ্ম; এই অভিপ্রায়েই "ক্ষত্র এব তদ্‌যশো দধাতি" বাক্য অভিহিত হইতেছে। ৩

এই যে ব্রহ্ম, ইহাই ক্ষত্রিয়ের যোনি (উৎপত্তির কারণ); সেই হেতু রাজা যদিও পরমতা—রাজসূয়াভিষেকপ্রাপ্ত পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হউন, তথাপি অন্তে অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞসমাপ্তির পরে কিন্তু স্ব-যোনি ব্রহ্মকেই—ব্রাহ্মণজাতিকেই আশ্রয় করেন, অর্থাৎ সেই পুরোহিতকেই আবার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, যে লোক আপনার বলদর্পে এই স্বযোনি ব্রাহ্মণজাতিকেই হিংসা করে, অর্থাৎ অবজ্ঞার ভাবে দর্শন করে, সে লোক স্বীয় যোনিকেই—নিজের উৎপত্তিকারণকেই বিচ্ছিন্ন করে—বিনষ্ট করে। সেই ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করিয়া পাপীয়ান্—অতিশয় পাপযুক্ত হয়; ক্ষত্রিয়-

জাতি ক্রূরস্বভাব বলিয়া পূর্ব্বেও নিশ্চয়ই পাপী ছিল, পরে আপনার উৎপত্তি-কারণ ব্রাহ্মণের হিংসা করায় আরও অধিক পাপী হয়; জগতে কোনও শ্রেষ্ঠ বা প্রশংসিত ব্যক্তিকে হিংসা করিয়া—অভিভূত করিয়া লোক যেরূপ অধিকতর পাপী হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ ॥৮॥১১॥

স নৈব ব্যভবৎ, স বিশমসৃজত—যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে—বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বে দেবা মরুত ইতি ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ—সঃ (ব্রাহ্মণঃ) ন এব ব্যভবৎ (ক্ষত্রসৃষ্টাবপি স্বকর্ম্মণে সমর্থো নৈব বভূব); [অতঃ] সঃ বিশং (বিত্তোপার্জ্জনক্ষমং বৈশ্যজাতিং) অসৃজত,—যানি এতানি দেবজাতানি (যে এতে দেবজাতিবিশেষাঃ) গণশঃ (সংঘরূপেণ) আখ্যায়ন্তে (কথ্যন্তে)—বসবঃ (অষ্টসংখ্যকাঃ বসুগণাঃ), রুদ্রাঃ (একাদশ-সংখ্যকাঃ), আদিত্যাঃ (দ্বাদশসংখ্যকাঃ), বিশ্বে দেবাঃ (বিশ্বায়া অপত্যানি ত্রয়োদশ, সর্ব্বে বা দেবাঃ), মরুতঃ (বায়বঃ সপ্তসপ্ত গণাঃ) ইতি ॥৪৯॥১২॥

মূলানুবাদ। ক্ষত্রিয় সৃষ্টির পরও তিনি নিজের কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না; তজ্জন্য তিনি বিত্তোপার্জ্জনক্ষম বৈশ্যজাতি সৃষ্টি করিলেন, যাঁহারা এই এক একটি গণ বা সংঘাতরূপে কথিত হইয়া থাকেন; যেমন—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বেদেব, এবং ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ অর্থাৎ বায়ুসংঘাত ইতি ॥৪৯॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ :—ক্ষত্রে সৃষ্টেঽপি স নৈব ব্যভবৎ—কর্ম্মণে ব্রহ্ম তথা ন ব্যভবৎ বিত্তোপার্জ্জয়িতুরভাবাৎ। স বিশমসৃজত কর্ম্মসাধনবিত্তোপার্জ্জনায়। কঃ পুনরসৌ বিট্? যান্যেতানি দেবজাতানি—স্বার্থে নিষ্ঠা, য এতে দেবজাতিভেদা ইত্যর্থঃ। গণশঃ গণং গণম্ আখ্যায়ন্তে কথ্যন্তে—গণপ্রায়া হি বিশঃ; প্রায়েণ সংহতা হি বিত্তোপার্জ্জনে সমর্থাঃ, নৈকৈকশঃ। বসবঃ অষ্টসংখ্যো গণঃ, তথৈকাদশ রুদ্রাঃ; দ্বাদশ আদিত্যাঃ; বিশ্বে দেবাঃ ত্রয়োদশ, বিশ্বায়া অপত্যানি সর্ব্বে বা দেবাঃ; মরুতঃ সপ্তসপ্ত গণাঃ ॥৪৯॥১২॥

টীকা। কর্ত্তুর্ব্রাহ্মণস্য নিরঙ্কুশ ক্ষত্রিয়ে স্বষ্টবাৎ কিমুক্তমেতৎপ্রত্যাহ—ক্ষত্র ইতি। তদ্যাচষ্টে—কর্ম্মণ ইতি। ব্রহ্ম ব্রাহ্মণোঽশীত্যভিমানী পুরুষঃ। তথা স্বকর্ম্মার্থং পূর্ব্ববিবেতি যাবৎ। কথং তর্হি লৌকিককর্ম্মসম্পাদনযোগ্যতাং কথাহৃতবান্, অত আহ—ন

বিশমিতি। দেবজাতানীত্যত্র তকারো নিষ্ঠা। গণং গণং কৃত্বা কিবিত্তোপার্জনং বিশ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—গণশেতি। বিশাং সমূহাত্মপ্রধানত্বমপি প্রত্যক্ষমিত্যাহ— প্রায়েণেতি ॥ ৪৯ ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ। ক্ষত্রিয়-সৃষ্টির পরেও তিনি নিশ্চয়ই সমর্থ হইলেন না, অর্থাৎ বিত্তোপার্জ্জনক্ষম লোকের অভাবে সেই ব্রহ্ম উপযুক্তরূপে নিজের কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন না; তখন কর্ম্ম-সাধনের উপযোগী বিত্ত-উপার্জ্জনের নিমিত্ত বৈশ্যজাতির সৃষ্টি করিলেন। এই বৈশ্যজাতি কে?— যাহারা এই দেবজাতিবিশেষ এক একটি গণক্রমে অর্থাৎ সংঘরূপে অভিহিত হইয়া থাকে; কেননা, বৈশ্যজাতি প্রায়ই দলবদ্ধ; দেখিতে পাওয়া যায়— অধিকাংশ স্থলে দলবদ্ধ ব্যক্তিরাই ধন উপার্জ্জনে সমর্থ হয়; কিন্তু এক এক ব্যক্তি সমর্থ হয় না; বসু—অষ্টসংখ্যকগণ, সেইরূপ রুদ্র—একাদশ, আদিত্য—দ্বাদশ, বিশ্বেদেব—ত্রয়োদশ. বিশ্বেদেব অর্থ—বিশ্বানাম্নী স্ত্রীর সন্তান, অথবা সমস্ত দেবতা, আর মরুদ্‌গণ—সপ্তসপ্ত—ঊনপঞ্চাশৎসংখ্যক (বায়ুসমষ্টি), [ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন] ॥ ৪৯ ॥ ১২ ॥

স নৈব ব্যভবৎ, স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণম্—ইয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ [পুনশ্চ] নৈব ব্যভবৎ; [অতঃ] সঃ শৌদ্রং বর্ণং (শূদ্রজাতিং) পূষণম্ অসৃজত। ইয়ং (দৃশ্যমানা পৃথিবী) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) পূষা; হি (যস্মাৎ) ইয়ং (পৃথিবী) ইদং সর্ব্বং—যৎ ইদং কিঞ্চ (যৎ কিঞ্চিদপি, তৎ) পুষ্যতি (পুষ্ণাতি) ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ। তিনি তখনও সমর্থ হইলেন না; তখন তিনি শূদ্রজাতি পূষণের সৃষ্টি করিলেন; এই পৃথিবীই 'পূষা' নামে প্রসিদ্ধ; কারণ, এই যাহা কিছু দেখা যায়, এই পৃথিবীই তৎসমস্তকে পোষণ করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। —সঃ পরিচারকাভাবাৎ পুনরপি নৈব ব্যভবৎ; স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত; শূদ্র এব শৌদ্রঃ, স্বার্থেঽণ্ বৃদ্ধিঃ। কঃ পুনরসৌ শৌদ্রো বর্ণঃ, যঃ সৃষ্টঃ? পূষণঃ—পুষ্যতীতি পূষা। কঃ পুনরসৌ পূষা? ইতি বিশেষতস্তন্নির্দিশতি—ইয়ং পৃথিবী পূষা। স্বয়মেব নির্ব্বচনমাহ—ইয়ং হি ইদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

টীকা। কর্ম্মসাধনবিত্তনার্জ্জকং শূদ্রং সৃষ্টবান্ কথং বর্ণান্তরসৃষ্ট্যাশঙ্ক্যাহ—স পরি-চারকেতি। শৌদ্রং বর্ণমসৃজতেত্যত্রৌকারো বৃদ্ধিঃ। পুষ্যতীতি পূষেত্যুক্তস্য প্রত্যাসন্নকাশব্দাপত্ত্যাহ—বিশেষতস্ত ইতি। পূষশব্দার্থান্তরে প্রসিদ্ধত্বাৎ কথং পৃথিব্যাং বৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বয়মেবেতি ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। তিনি পরিচারকের অভাবে পুনশ্চ অসমর্থই রহিলেন; তিনি শৌদ্রবর্ণ সৃষ্টি করিলেন; এখানে শৌদ্র অর্থ—শূদ্র; স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হওয়ায় উকারবৃদ্ধি—ঔকার হইয়াছে। তিনি যাহাকে সৃষ্টি করিলেন, সেই শূদ্রবর্ণটী কে? পূষন্—যিনি পোষণ করেন, তিনি পূষা; এই পূষা যে, কে, তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—এই পৃথিবী হইতেছে পূষা; নিজেই ইহার যৌগিকার্থ প্রদর্শন করিতেছেন—যেহেতু এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, পৃথিবীই তাহা পোষণ করিয়া থাকে, [সেই হেতু পৃথিবীর নাম পূষা] ॥ ৫০ ॥ ১৩ ॥

স নৈব ব্যভবত্তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মম্, তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরং নাস্ত্যথো অবলীয়ান্ বলীয়াংসমাশংসতে ধর্ম্মেণ—যথা রাজ্ঞৈবম্, যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বৈ তৎ, তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্দ্ধর্ম্মং বদতীতি, ধর্ম্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈতদুভয়ং ভবতি ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ। সঃ [এবং চতুরো বর্ণান্ সৃষ্ট্বাপি] ন এব ব্যভবৎ; তৎ (তস্মাৎ) শ্রেয়োরূপং (প্রকৃষ্টং শ্রেয়ঃসং) ধর্ম্মং অত্যসৃজত (অতিশয়েন সৃষ্টবান্); তৎ (পূর্ব্বোক্তং) এতৎ (শ্রেয়োরূপম্), ক্ষত্রস্য (ক্ষত্রিয়জাতেরপি) ক্ষত্রং (রক্ষকং—নিয়ামকং); [কিং তৎ? ইত্যাহ—] যৎ (যঃ) ধর্ম্মঃ; তস্মাৎ (ক্ষত্রিয়স্যাপি নিয়ন্তৃত্বাৎ হেতোঃ) ধর্ম্মাৎ পরং (অধিকং—উৎকৃষ্টং) ন অস্তি। অথ অবলীয়ান্ (অতিশয়েন দুর্ব্বলোঽপি) বলীয়াংসং (তদপেক্ষয়া বলাধিকং জনং) যথা রাজ্ঞা (রাজবলেন), এবং (তথা) ধর্ম্মেণ (ধর্ম্মবলেন) আশংসতে (জেতুমিচ্ছতি)। যঃ বৈ (এব) সঃ ধর্ম্মঃ, তৎ বৈ (স এব) সত্যং (অবিতথরূপঃ); তস্মাৎ (ধর্ম্মস্য সত্যপরত্বাৎ হেতোঃ) সত্যং বদন্তং (সত্যবাদিনং জনং) আহুঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]— ধর্ম্মং বদতি ইতি; তথা ধর্ম্মং বদন্তং [আহুঃ—] সত্যং বদতি ইতি; এতৎ (যথোক্তং)

উভয়ং হি (নিশ্চয়ে) এতৎ (এষ, ধর্মঃ) এব ভবতি, [যদি একম্ অন্যতঃ প্রতিপদ্যতে ইতি ভাবঃ] ॥ ৫১ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ।—তিনি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াও ক্ষত্রিয়জাতির উগ্রস্বভাব নিবন্ধন অবাধ্যতা শঙ্কায় [স্বকার্য্যে] নিশ্চয়ই সমর্থ হইলেন না ; সেই জন্য তিনি একটী কল্যাণকর উৎকৃষ্ট পদার্থ উত্তমরূপে সৃষ্টি করিলেন । তাহা কি ? তাহা ধর্ম্ম ; তাঁহার সৃষ্ট সেই এই উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃপদার্থটী ক্ষত্রের ক্ষত্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-জাতিরও নিয়ন্তা (শাসনকারী এবং উগ্র অপেক্ষাও উগ্র, যাহার নাম—ধর্ম্ম ; অতএব ক্ষত্রিয়ের নিয়ন্তা বলিয়া ধর্ম্মাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কিছু নাই ; কারণ, জগজ্জীব তাহা দ্বারা নিয়মিত—নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়া থাকে । সেই নিয়ন্তৃত্ব কি প্রকারে উপপন্ন হয়, তাহা বলা হইতেছে,—অবলীয়ান্ অতিশয় দুর্ব্বল ব্যক্তিও বলীয়ান্‌কে আপনার অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ পুরুষকেও ধর্ম্মবলে আশংসা করে অর্থাৎ জয় করিতে ইচ্ছা করে,—জগতে গৃহস্থ লোক যেরূপ সর্ব্বাধিক ক্ষমতাপন্ন রাজার সাহায্যে [জয়েচ্ছু হইয়া থাকে], তদ্রূপ ; অতএব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী বলিয়া ধর্ম্মের ক্ষত্রিয় নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥৫১॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । সঃ চতুরঃ সৃষ্ট্বাপি বর্ণান্ নৈব ব্যভবৎ, উগ্রত্বাৎ ক্ষত্রস্যানিয়তাশঙ্কয়া ; তৎ শ্রেয়োরূপম্ অত্যসৃজত কিং তৎ ? ধর্ম্মম্ ; তদেতৎ শ্রেয়োরূপং সৃষ্টং ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং ক্ষত্রস্যাপি নিয়ন্তৃ, উগ্রাদপ্যুগ্রং—যদ্ধর্ম্মঃ যো ধর্ম্মঃ ; তস্মাৎ ক্ষত্রস্যাপি নিয়ন্তৃত্বাৎ ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি, তেন হি নিয়ম্যন্তে সর্ব্বে । তৎ কথম্—ইত্যুচ্যতে—অথো অপি অবলীয়ান্ দুর্ব্বলতরঃ বলীয়াংসম্ আত্মনো বলবত্তরমপি আশংসতে কাময়তে জেতুং ধর্ম্মেণ বলেন,—যথা লোকে রাজ্ঞা সর্ব্ববলবত্তমেনাপি কুটুম্বিকঃ, এবম্ ; তস্মাৎ সিদ্ধং ধর্ম্মস্য সর্ব্ববলবত্তরত্বাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বম্ ।

যো বৈ স ধর্ম্মো ব্যবহারলক্ষণো লৌকিকৈর্ব্যবহ্রিয়মাণঃ, সত্যং বৈ তৎ ; সত্যমিতি যথাশাস্ত্রার্থতা ; স এবানুষ্ঠীয়মানো ধর্ম্মনামা ভবতি ; শাস্ত্রার্থত্বেন জ্ঞায়মানস্তু সত্যং ভবতি । যস্মাদেবম্, তস্মাৎ,—সত্যং যথাশাস্ত্রং বদন্তং ব্যবহারকালে, আহুঃ সমীপস্থা উভয়বিবেকজ্ঞাঃ—ধর্ম্মং বদতীতি,

পার্থক্যাভিজ্ঞ সমীপস্থ, লোকেরা তাহাকে বলিয়া থাকেন যে, এ ব্যক্তি ধর্ম্ম বলিতেছে—লোকপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা (ধর্ম্ম) বলিতেছে; সেইরূপ এতদ্বিপরীতভাবে যে ব্যক্তি ধর্ম্ম কিংবা লৌকিক ব্যবহার বলিয়া থাকে, তাহাকে বলা হয় যে, এ ব্যক্তি ধর্ম্ম বলিতেছে অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত কথা বলিতেছে। ইহা—জ্ঞায়মান ও অনুষ্ঠীয়মানরূপে যে উভয় তত্ত্ব (ধর্ম্ম ও সত্য) বলা হইল, প্রকৃতপক্ষে উহা ধর্ম্মই, (ধর্ম্মের অতিরিক্ত নহে)। অতএব জ্ঞানাত্মক ও অনুষ্ঠানাত্মক সেই ধর্ম্মই শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ সকলকেই সমানভাবে নিয়মিত করিয়া থাকে; সেই জন্যই উহা ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্র। অতএব ধর্ম্মাভিমানী অবিদ্বান্ পুরুষ ধর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠানার্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপ নিমিত্তবিশেষে আত্মাভিমান করিয়া থাকে; কেন না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ত স্বভাবতই কর্ম্মাধিকারের নিমিত্তস্বরূপ অর্থাৎ ঐ সমস্ত বর্ণ ই কর্ম্মাধিকারের প্রয়োজক ॥৫১॥১৪॥

তদেতদ্ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রঃ তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবদ্ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণে মনুষ্যে-তাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ।

অথ যো হ বা অস্মাল্লোকাৎ স্বং লোকমদৃষ্ট্বা প্রৈতি স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি, যথা বেদো বাহননূক্তোহন্যদ্বা কর্ম্মাকৃতম্, যদিহ বা অপ্যনেবংবিদ্ মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম করোতি তদ্ধাস্যান্ততঃ ক্ষীয়ত এবাত্মানমেব লোকমুপাসীত, স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে। অস্মাদ্ধ্যেবাত্মনো যদ্ যৎ কাময়তে তত্তৎ সৃজতে ॥ ৫২ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তৎ (পূর্ব্বোক্তং) এতৎ (বর্ণচতুষ্টয়ং) ব্রহ্ম, ক্ষত্রং, বিট্ (বৈশ্যঃ) শূদ্রঃ [সৃষ্ট ইতি শেষঃ]। তৎ (তৎ ব্রহ্ম) দেবেষু মধ্যে অগ্নিনা এব (অগ্নিরূপেণৈব) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণঃ) অভবৎ, মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণস্বরূপেণ ব্রহ্ম) ক্ষত্রিয়েণ (ইন্দ্রাদিনা দেবক্ষত্রিয়েণ) [অবিকৃতঃ]

ক্ষত্রিয়ঃ [অভবৎ], বৈশ্যেন (বস্বাদিনা অধিষ্ঠিতঃ) বৈশ্যঃ (অভবৎ), শূদ্রেণ (পূষাদিরূপেণ অধিষ্ঠিতঃ) শূদ্রঃ [অভবৎ]। তস্মাৎ (হেতোঃ), দেবেষু (দেবানাং মধ্যে) [কর্মফলেচ্ছায়াং] অগ্নৌ এব (অগ্নিসম্বন্ধং কর্মকৃত্বা লোকং (কর্মফলং) ইচ্ছন্তে (প্রার্থয়ন্তে) [কর্মিণঃ]; তথা মনুষ্যেষু (মনুষ্যাণাং মধ্যে) [কর্মফলেচ্ছায়াং] ব্রাহ্মণে এব (ব্রাহ্মণজাতিলাভেন এব) [লোকং ইচ্ছন্তি]; হি (যস্মাৎ) ব্রহ্ম (সৃষ্টিকর্তৃ) এতাভ্যাং (ব্রাহ্মণাগ্নিভ্যাং—কর্মকর্ত্রধিকরণ-রূপাভ্যাম্) অভবৎ (এতয়োরেব উভয়োঃ অবিকৃতম্ অভবদিত্যর্থঃ)।

অথ (পক্ষান্তরে) যঃ হ বৈ (নিশ্চয়ে) স্বং (আত্মানং) লোকং (অবশ্য-দ্রষ্টব্যং) অদৃষ্ট্বা (অহং ব্রহ্মাস্মীতি প্রত্যক্ষম্ অকৃত্বা) অস্মাৎ লোকাৎ (বর্তমানদেহগ্রহণরূপাৎ) প্রৈতি (গচ্ছতি—ম্রিয়তে); সঃ (আত্মা) অবিদিতঃ (অবিজ্ঞাতঃ সন্) এনং (প্রেতং) ন ভুনক্তি (ন পালয়তি, ন মুচ্যতে ইত্যর্থঃ) [অত্র দৃষ্টান্তদ্বয়মাহ—] যথা [লোকে] বেদঃ অননূক্তঃ (অনধীতঃ), কর্ম (কৃষ্যাদি) বা অকৃতং (অনিষ্পাদিতং সৎ) [ন পালয়তি, তদ্বৎ]। যৎ (যদি) ইহ (সংসারে) বৈ অনেবংবিৎ (আত্মজ্ঞানরহিতঃ) মহৎ পুণ্যং কর্ম অপি (সম্ভাবনায়াং) করোতি (নিষ্পাদয়তি), অস্য (কর্মিণঃ) তৎ (অনুষ্ঠিতং কর্ম) হ (নিশ্চয়ে) অন্ততঃ (অন্তে—অবসানে) ক্ষীয়তে (নশ্যতি) এব, [যৎ কৃতকং, তদনিত্যমিতি ভাবঃ]। [অতঃ] আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত (ভাবয়েত); সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) আত্মানম্ এব লোকম্ উপাস্তে, অস্য (উপাসিতুঃ) কর্ম ন হ (নৈব) ক্ষীয়তে; [কর্মাভাবা-দেব, ইতি নিত্যানুবাদোঽয়ং]। [উপাসকঃ] যৎ যৎ (অভীষ্টং) কাময়তে, অস্মাৎ আত্মনঃ এব হি (নিশ্চয়ে) তৎ তৎ সৃজতে (আত্মলাভাদেব তস্য সর্বার্থঃ সম্পদ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥১।৪।১৫।

মূলানুবাদ। এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্ট হইল; অতএব দেবগণের মধ্যে [ফলকামনা থাকিলে] অগ্নিতেই সেই ফল ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য যাগাদি কর্ম্ম দ্বারা সেই ফল লাভ করিবে, আর মনুষ্যের মধ্যে [ফলেচ্ছা থাকিলে] ব্রাহ্মণে প্রার্থনা করিবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণলাভে যত্নপর হইবে; কারণ, স্রষ্টা ব্রহ্ম এই উভয়েতেই—কর্ম্মের কর্ত্তারূপে ব্রাহ্মণে, আর কর্ম্মের অধিকরণরূপে অগ্নিতে অবিকৃতভাবে প্রকটিত হইয়াছেন।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি স্বলোককে—দর্শনীয় আত্মাকে দর্শন না করিয়া অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞান লাভ না করিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, সেই ব্যক্তি অবিদিত—আত্মজ্ঞানবিহীন হওয়ায় এই আত্মলোক ভোগ করিতে সমর্থ হয় না ; যেমন বেদ অপঠিত থাকিয়া—অথবা যেমন অন্য কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি অসম্পাদিত অবস্থায় [কাহাকেও পালন করে না], ইহাও তদ্রূপ। জগতে এবংবিধ জ্ঞানবিহীন কোন লোক যদি মহৎ পুণ্যকর্ম্মও করেন, তাঁহার অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্ম পরিণামে নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব আত্মস্বরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে ; সেই যে ব্যক্তি আত্ম-লোকের উপাসনা করে, তাহার কর্ম্ম ক্ষীণ হয় না, অর্থাৎ কর্ম্ম না থাকায় তাহার আর কর্ম্মক্ষয়ের ভয় থাকে না ; সেই ব্যক্তি যাহা যাহা কামনা করে, এই আত্মা হইতেই তৎসমস্ত পাইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদেতচ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টম্—ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্র ইতি ; উত্তরার্থ উপসংহারঃ। যদেতৎ স্রষ্টৃ ব্রহ্ম, তদগ্নিনৈব, নান্যেন রূপেণ, দেবেষু ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিঃ অভবৎ ; ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণস্বরূপেণ মনুষ্যেষু ব্রহ্মাভবৎ ; ইতরেষু বর্ণেষু বিকারান্তরং প্রাপ্য ; ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়োঽভবৎ -ইন্দ্রাদিদেবতা-ধিষ্ঠিতঃ, বৈশ্যেন বৈশ্যঃ, শূদ্রেণ শূদ্রঃ। যস্মাৎ ক্ষত্রাদিষু বিকারাপন্নম্, অগ্নৌ ব্রাহ্মণ এব চাবিকৃতং স্রষ্টৃ ব্রহ্ম, তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু দেবানাং মধ্যে লোকং কর্ম্মফলমিচ্ছন্তি, অগ্নিসম্বদ্ধং কর্ম্ম কৃত্বেত্যর্থঃ ; তদর্থমেব হি তদ্ব্রহ্ম কর্ম্মাধিকরণত্বেনাগ্নিরূপেণ ব্যবস্থিতম্ ; তস্মাত্তস্মিন্নগ্নৌ কর্ম্ম কৃত্বা তৎফলং প্রার্থয়ন্ত ইত্যেতদুপপন্নম্। ১

ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষু—মনুষ্যাণাং পুনঃ মধ্যে কর্ম্মফলেচ্ছায়াং নাগ্ন্যাদিনিমিত্ত-ক্রিয়াপেক্ষা, কিং তর্হি, জাতিমাত্রস্বরূপপ্রতিলম্ভেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধিঃ। যত্র তু দেবাধীনা পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, তত্রৈবাগ্ন্যাদিসম্বদ্ধক্রিয়াপেক্ষা ; স্মৃতেশ্চ—

"জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।

কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।" ইতি।

পারিব্রাজ্যদর্শনাচ্চ। তস্মাদ্ব্রাহ্মণত্ব এব মনুষ্যেষু লোকং কর্ম্মফলমিচ্ছন্তি। যস্মাদেতাভ্যাং হি ব্রাহ্মণাগ্নিরূপাভ্যাং কর্ত্রধিকরণরূপাভ্যাং যৎ স্রষ্টৃ ব্রহ্ম সাক্ষাদভবৎ। ২

অত্র তু পরমাত্মলোকমগ্নৌ ব্রাহ্মণে চেচ্ছন্তীতি কেচিৎ। তদসৎ, অবি-

তাধিকারে কর্মাধিকারার্থং বর্ণবিভাগস্য প্রকৃতত্বাৎ, পরেণ চ বিশেষণাৎ। যদি হ্যত্র লোকশব্দেন পর এবাত্মোচ্যেত, পরেণ বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ—"স্বং লোকমদৃষ্ট্বা" ইতি; স্বলোকব্যতিরিক্তস্যেতরাধীনতয়া প্রাপ্ত্যভাবঃ একো লোকঃ, ততঃ স্বম্—ইতি যুক্তং বিশেষণম্, পরকীয়লোকনিবৃত্ত্যর্থত্বাৎ; স্বত্বেন চাব্যভিচারাৎ পরমাত্মলোকস্য; অবিদ্যাকৃতানাঞ্চ ব্যভিচারাৎ; ব্রবীতি চ কর্মকৃতানাং ব্যভিচারং "ক্ষীয়ত এব" ইতি ।৩

অথবা সৃষ্টা বর্ণাঃ কর্মার্থম্; তচ্চ কর্ম ধর্মাখ্যং সর্বানেব কর্তব্যতয়া নিয়ন্তৃ, পুরুষার্থসাধনঞ্চ; তস্মাত্তেনৈব চেৎ কর্মণা স্বো লোকঃ পরমাত্মাখ্যোঽবিদিতোঽপি প্রাপ্যতে, কিং তদ্বেদনেন ক্রিয়তে? ইত্যত আহ—অথেতি, পূর্বপক্ষবিনিবৃত্ত্যর্থঃ। যঃ কশ্চিৎ হ বৈ অস্মাৎ সাংসারিকাৎ পিণ্ডগ্রহণলক্ষণাদবিদ্যাকামকর্মহেতুকাৎ অগ্ন্যাধীনকর্মাভিমানতয়া বা ব্রাহ্মণ-জাতিমাত্রকর্মাভিমানতয়া বা আগন্তুকাদব্রহ্মভূতাৎ লোকাৎ স্বং লোক-মাত্মানম্ আত্মত্বেনাব্যভিচারিত্বাৎ, অদৃষ্ট্বা—অহং ব্রহ্মাস্মীতি, প্রৈতি ম্রিয়তে; স যদ্যপি স্বো লোকঃ, অবিদিতঃ, অবিদ্যয়া ব্যবহিতোঽস্ব ইবাজ্ঞাতঃ; এনং—নষ্টোঽপূর্ব ইব লৌকিকঃ, আত্মানং—ন ভুনক্তি ন পালয়তি শোকমোহ-ভয়াদিদোষাপনয়নেন; যথা চ লোকে বেদোঽননূক্তঃ অনধীতঃ কর্মাদ্যববোধ-কত্বেন ন ভুনক্তি; অন্যদ্বা লৌকিকং কৃষ্যাদি কর্ম অকৃতং স্বাত্মনা অনভিব্যক্তিম্ আত্মীয়ফলপ্রদানেন ন ভুনক্তি, এবমাত্মা স্বো লোকঃ স্বেনৈব নিত্যাত্মস্ব-রূপেণানভিব্যক্তোঽবিদ্যাদি প্রহাণেন ন ভুনক্ত্যেব ।৪

ননু কিং স্বলোকদর্শননিমিত্ত-পরিপালনেন?—কর্মণঃ ফলপ্রাপ্তিধ্রৌব্যাৎ, ইষ্টফলনিমিত্তস্য চ কর্মণো বাহুল্যাৎ, তন্নিমিত্তং পালনফলং ভবিষ্যতি? তন্ন; কৃতস্য ক্ষয়িত্বাৎ, ইত্যেতদাহ—যৎ ইহ বৈ সংসারেঽদ্ভুতবৎ কশ্চিন্মহাত্মাপি অনেবংবিৎ স্বং লোকং যথোক্তেন বিধিনা অবিদ্বান্ মহৎ বহু অশ্বমেধাদি পুণ্যং কর্ম ইষ্টফলমেব নৈরন্তর্যেণ করোতি—অনেনৈবা-নন্ত্যং মম ভবিষ্যতীতি, তৎ কর্ম হ অস্য অবিদ্যাবতঃ অবিদ্যাজনিতকামহেতুত্বাৎ স্বপ্নদর্শনবিভ্রমোদ্ভূত-বিভূতিবৎ অন্ততঃ অন্তে ফলোপভোগস্য ক্ষীয়ত এব; তৎ-কারণয়োরবিদ্যা-কাময়োশ্চলত্বাৎ কৃতক্ষয়ধ্রৌব্যোপপত্তিঃ। তস্মান্ন পুণ্যকর্মফল-পালনাযত্তাশা অস্ত্যেব। অত আত্মানমেব স্বং লোকম্—আত্মানমিতি স্বং লোকমিত্যস্যার্থে, স্বং লোকমিতি প্রকৃতত্বাদিহ চ স্বশব্দাপ্রয়োগোঽপ্যদোষঃ ।৫

স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে, তস্য কিম্?—ইত্যুচ্যতে—ন হাস্য কর্ম ক্ষীয়তে, কর্মাভাবাদেব—ইতি নিত্যানুবাদঃ। যথা অবিদুষঃ কর্মকার্য্যলক্ষণং সংসারস্বরূপং সততমেব; ন তথা তস্য বিদুষ ইত্যর্থঃ; "নিবিদানাং প্রতীতানাং ন মে বর্ত্ততি কিঞ্চন" ইতি বৎ। ৬

আত্মলোকোপাসকস্য বিদুষো বিদ্যাসংযোগাৎ কর্মৈব ন ক্ষীয়তে, ইত্যপরে বর্ণয়ন্তি; লোকশব্দার্থঞ্চ কর্মসমবায়িনং দ্বিধা পরিকল্পয়ন্তি কিল—একো ব্যাকৃতাবস্থঃ কর্মাশ্রয়ো লোকো হৈরণ্যগর্ভাখ্যঃ, তং কর্মসমবায়িনং লোকং ব্যাকৃতং পরিচ্ছিন্নং য উপাস্তে তস্য কিল পরিচ্ছিন্নকর্মাত্মদর্শিনঃ কর্ম ক্ষীয়তে। তমেব কর্মসমবায়িনং লোকমব্যাকৃতাবস্থং কারণরূপমাপাদ্য য উপাস্তে, তস্যাপরিচ্ছিন্নকর্মাত্মদর্শিত্বাৎ তস্য চ কর্ম ন ক্ষীয়ত ইতি। ৭

তদতীব শোভনা কল্পনা, ন তু শ্রৌতী, স্বলোকশব্দেন প্রকৃতস্য পরমাত্মনোঽভিহিতত্বাৎ, স্বং লোকমিতি প্রকৃতং স্বশব্দং বিহায়াত্মশব্দপ্রক্ষেপেণ পুনস্তস্যৈব প্রতিনির্দেশাৎ—আত্মানমেব লোকমুপাসীতেতি; তত্র কর্মসমবায়িলোককল্পনায়া অনবসর এব। ৮

পরেণ চ কেবলবিদ্যাবিষয়েণ বিশেষণাৎ—"কিং প্রজয়া করিষ্যামো, যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ—ইতি; পুত্রকর্মাপরবিদ্যাকৃতেভ্যো হি লোকেভ্যো বিশিনষ্টি—অয়মাত্মা নো লোক ইতি। "ন হাস্য কেনচন কর্মণা লোকো মীয়তে, এষোঽস্য পরমো লোকঃ" ইতি চ। তৈঃ সবিশেষণৈরস্যৈকবাক্যতা যুক্তা; ইহাপি স্বং লোকমিতি বিশেষণদর্শনাৎ। ৯

অস্মাৎ কাময়ত ইত্যযুক্তমিতি চেৎ; ইহ যো লোকঃ পরমাত্মা, তদুপাসনাৎ স এব ভবতীতি স্থিতে, যদ্ যৎ কাময়তে, তত্তদস্মাদাত্মনঃ সৃজতে ইতি তদাত্মপ্রাপ্তিব্যতিরেকেণ ফলবচনমযুক্তমিতি চেৎ; ন; স্বলোকোপাসন-স্তুতিপরত্বাৎ। অস্মাদেব লোকাৎ সর্বমিষ্টং সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ, নান্যতঃ প্রার্থনীয়ম্, আপ্তকামত্বাৎ। "আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশা" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরে যথা; সর্বাত্মভাবপ্রদর্শনার্থো বা পূর্ববৎ। ১০

যদি হি পর এবাত্মা সম্পদ্যতে, তদা যুক্তঃ "অস্মাদ্ধ্যেবাত্মনঃ" ইত্যাত্মশব্দ-প্রয়োগঃ—অস্মাদেব প্রকৃতাদাত্মনো লোকাদিত্যেবমর্থঃ; অন্যথা অব্যাকৃতা-বস্থাৎ কর্মণো লোকাদিতি সবিশেষণমবক্ষ্যৎ, প্রকৃতপরমাত্মলোকব্যাবৃত্তয়ে ব্যাকৃতাবস্থাব্যাবৃত্তয়ে চ। ন হ্যস্মিন্ প্রকৃতে বিশেষিতে অপ্রকৃতাবস্থাবস্থা প্রতিপত্তুং শক্যতে ॥৫২॥১৫॥

অবিদিতত্বং ব্যাখ্যাং বৃহৎ, অতঃ স্ব লোকমিতি এতদুক্তং পরমাত্মনোহপি লোক ইত্যাহ— অন্তরেণেতি। বিশেষণং বিষয়াবেশিতত্বাৎ পরাপরাত্মার্থত্বাৎ কিং ন ভাবিত্বা- ন্যত্বাৎ—ন হীতি। স্বং লোকমিতি এতদুক্তে পরমাত্মভাবমবেবেতি বিশেষিতে চাত্মা- ক্ষাত্মা পরাপরাত্মাকর্ত্তাত্মনা ন প্রতিপত্তুং শক্যতে, তস্মাৎ কর্ত্তব্যাভাবাদিত্যর্থঃ ॥১।৪।১৫॥

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্ট হইল; মনুষ্যের মধ্যেও এই বর্ণ-বিভাগের প্রয়োজন হইবে; এই জন্য পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টির এখানে উপসংহার বা পুনরুল্লেখ করা হইল। সেই যে সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্ম, তিনি দেবগণের মধ্যে অগ্নিরূপেই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি হইয়াছিলেন, অন্য কোনরূপে নহে; মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণরূপেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন; অপরাপর বর্ণের মধ্যে তিনি রূপান্তর অবলম্বন করিয়া প্রকটিত হইয়াছিলেন (১)।

ক্ষত্রিয়রূপে অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রভৃতি দৈব ক্ষত্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ক্ষত্রিয় এবং দৈব-বৈশ্যাধিষ্ঠিতরূপে বৈশ্য ও শূদ্র-পূষাধিষ্ঠিত হইয়া শূদ্ররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন। যেহেতু, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ে বিকারাপন্ন, কেবল অগ্নি ও ব্রাহ্মণেই অবিকৃত, সেই হেতু দেবগণের মধ্যে কর্ম্মফল পাইতে হইলে অগ্নিতেই তাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন; [বুঝিতে হইবে,] অগ্নিসম্পর্কিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া [ফল পাইতে ইচ্ছা করেন]; কারণ, ইহার জন্যই ব্রহ্ম যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিকরণস্বরূপ অগ্নিরূপে অবস্থিত হইয়াছেন; অতএব সেই-অগ্নিতে কর্ম্মসম্পাদন করিয়া যে, কর্ম্মের উপযুক্ত ফল পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, ইহা সঙ্গতই বটে। ১

আবার মনুষ্যের মধ্যে কর্ম্মফললাভের অভিলাষ থাকিলে ব্রাহ্মণেতে তাহা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেখানে আর অগ্নিপ্রভৃতি সাধনসাপেক্ষ ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না; পরন্তু, কেবল জাতিমাত্রলাভে (ব্রাহ্মণ্য-লাভেই) পুরুষের অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে; পরন্তু যেখানে পুরুষার্থসিদ্ধি

(১) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম দেবগণের মধ্যে প্রথমে অগ্নিরূপে প্রকটিত হইলেন, তাহার পর সেই অগ্নিরূপে থাকিয়াই দৈব ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির সৃষ্টি করিলেন; আবার মনুষ্যের মধ্যে তিনি প্রথমেই ব্রাহ্মণরূপে প্রকটিত হইলেন; শেষে সেই ব্রাহ্মণরূপে থাকিয়াই মানবীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির সৃষ্টি করিলেন; কাজেই অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে অবিকৃত ভাবে ব্রহ্ম-সৃষ্ট বলা হইল, আর অপরাপর ক্ষত্রিয়াদি-সৃষ্টিতে অগ্নি ও ব্রাহ্মণরূপ বিকারের সাহায্য অপেক্ষিত থাকায় ক্ষত্রিয়াদি-সৃষ্টিকে বিকারাত্মক ভাবে সৃষ্ট বলা হইল।

নাই]; কারণ, পরমাত্মা যে, সকলেরই 'স্ব,' এ কথার কোথাও ব্যভিচার নাই; আর অবিজ্ঞাত বস্তুমাত্রেতেই স্বত্বের (আত্মভাবের) ব্যভিচার রহিয়াছে, অর্থাৎ অবিদিত কোন বস্তুই 'স্ব' (আত্মা) হইতে পারে না; বিশেষতঃ শ্রুতি নিজেই কর্মজ বস্তুমাত্রের স্ব-ব্যভিচার বলিবেন, যথা— ক্ষীয়তে এব' (নিশ্চয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়) ইতি। ৩

ব্রহ্ম যে কর্মসম্পাদনের জন্য চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই কর্মের নাম ধর্ম; কর্তব্যরূপে বিহিত সেই কর্ম সর্ববর্ণেরই নিয়ন্তা এবং পুরুষার্থসিদ্ধির উপায়; যদি স্ব-লোক পরমাত্মাকে না জানিলেও সেই কর্ম দ্বারাই পাওয়া যায়, তাহা হইলে, তাহাকে জানিয়া ফল কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন —'অথ' ইত্যাদি। উক্ত পূর্বপক্ষ নিরাসার্থ 'অথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি, স্বলোককে—আত্মারূপে অব্যভিচারী পরমাত্মাকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'রূপে না জানিয়া অবিদ্যা ও তন্মূলক কাম ও কর্মপ্রবৃত্ত এবং কর্মফল অবিনাশ্য কর্মাধীন বলিয়াই হউক, আর শুদ্ধ ব্রাহ্মণ-জাত্যুচিত কর্মাভিমানমূলক বলিয়াই হউক নিশ্চয়ই আগন্তুক [অতএব] অনাত্মভূত এই সাংসারিক দেহগ্রহণাত্মক লোক হইতে (এই জন্মমরণ-প্রবাহাত্মক সংসার হইতে) প্রয়াণ করে—মৃত হয়, সে ব্যক্তি যদিও বস্তুগত্যা স্ব-লোকই বটে, তথাপি অবিদিত অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা আবৃত থাকায় দশমত্ব-সংখ্যার অপরি-পূরণে সাধারণ লোকের ন্যায় (১) অ-স্বের মত অবিজ্ঞাত থাকায় এই আত্মাকে ভোগ করে না, অর্থাৎ শোকমোহভয়াদি দোষ অপনীত করিয়া রক্ষা করে না, জগতে বেদ অননূক্ত—অনধীত থাকিলে যেমন কর্মাদি বিষয়ে বোধোৎপাদন করত পালন করে না, অথবা লোকপ্রসিদ্ধ অন্যান্য কৃষ্যাদিকর্ম যেরূপ নিজে সম্পাদিত না হইলে স্বীয় ফলপ্রদান দ্বারা পালন করে না; তদ্রূপ আত্মা প্রকৃতপক্ষে স্বলোক হইলেও স্বীয় নিত্য আত্মস্বরূপে প্রকটিত করিতে না পারিলে নিশ্চয়ই অবিদ্যাদি দোষাপনয়ন দ্বারা রক্ষা করে না। ৪

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, স্ব-লোকদর্শনে এই পরিপালনের প্রয়োজন কি? কর্ম হইতে উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি যখন ধ্রুব, এবং অভীষ্টফলসাধন কর্মও যখন

(১) তাৎপর্য্য—সংখ্যার অপরিপূরণ কথার অর্থ এই—"দশমঃ ত্বমসি" এই লৌকিক বাক্যে যেমন অজ্ঞানদোষে নিজে দশম হইয়াও সংখ্যার পরিপূরণ না হওয়ায় আপনাকে 'দশম' বলিয়া বুঝিতে পারে নাই, এখানেও তদ্রূপ নিজে সর্বদাই 'স্ব' (আত্মা) হইয়াও অজ্ঞান দোষে তাহা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে 'স্ব' হইতে ভিন্ন (অ-স্ব) বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, তখন তদনুষ্ঠানের ফলেই আমার অক্ষয়-পালন সম্ভবপর হইবে। না,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, কৃত পদার্থমাত্রেরই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী; এই কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, এই সংসারে যদি কোন মহৎকর্ম্মা পুরুষ 'স্ব'-লোক আত্মাকে না জানিয়া, এবংবিধ-জ্ঞানহীন অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে অবিচ্ছেদে ইষ্টফলসাধক বহু অশ্বমেধাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে,—ইহার দ্বারাই আমার অক্ষয় ফললাভ হইবে মনে করিয়া নিরন্তর অনুষ্ঠান করে, অবিদ্বানের সেই কর্ম্মগুলি অবিদ্যামূলক কামনার বশে অনুষ্ঠিত হওয়ায় রাত্রিদৃষ্ট স্বপ্নদর্শনোৎপিত ঐশ্বর্য্যের ন্যায় ফলোপভোগের অন্তে অর্থাৎ তদুপযুক্ত ফলভোগ শেষ হইয়া গেলে পর, নিশ্চয়ই তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কারণ, সেই কর্ম্মানুষ্ঠানের মূলীভূত কারণ অবিদ্যা ও কাম, উভয়ই চঞ্চল অর্থাৎ অচিরস্থায়ী; কাজেই কর্ম্মজনিত ফলের অনিত্যতাসিদ্ধান্তই উপপন্ন হইতেছে; অতএব নিশ্চয়ই পুণ্যকর্ম্মের ফলে অনন্তকাল পরিপালনের আশা কখনও হইতে পারে না (১)। অতএব আত্মাকেই—স্বলোকেরই উপাসনা করিবে; প্রথমে 'স্ব'-লোকের প্রস্তাব থাকায় এখানে 'স্ব' শব্দ না থাকিলেও 'আত্মানম্' পদে স্বলোক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। ৫

সেই যে লোক আত্মারই উপাসনা করে, তাহার কি ফল হয়, তাহা বলিতেছেন—নিশ্চয়ই তাহার কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না; কারণ, তাহার কোন কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে না, যাহার ক্ষয় হইবে; 'কর্ম্ম ক্ষয় হয় না' কথাটি সিদ্ধ পদার্থেরই অনুবাদ বা পুনরুল্লেখমাত্র। অবিদ্বানের সম্বন্ধে কর্ম্মের ফল ক্ষয়াত্মক সংসার-দুঃখ যেরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে, ইঁহার (বিদ্বানের) সম্বন্ধে সেরূপ দুঃখ কখনও থাকে না (সম্ভবপরও হয় না); যেমন [জনক বলিয়াছিলেন—] 'মিথিলা যেন ভস্মীভূত হইলেও আমার কিছু দগ্ধ হয় না', ইহাও তেমনি। ৬

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটি নিয়ম আছে যে, 'যৎ কৃতকং, তদনিত্যম্' অর্থাৎ যাহা যাহা ক্রিয়াজন্য—কোন প্রকার ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, তাহা যত বড়ই হউক, বা যত দীর্ঘকালস্থায়ীই হউক, নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে তাহাকে ক্ষয় পাইতেই হইবে। এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। বিশেষতঃ যে যে বস্তু অবিদ্যা দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধেও উৎপাদিত, কস্মিন্‌কালেও তাহার নিত্যতা হইতে পারে না, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিবিধ পদার্থ। এখানেও পুণ্যফল যখন ক্রিয়াজন্য, বিশেষতঃ মোহময় অবিদ্যা ও অবিদ্যামূলক কামনার ফল, তখন তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী।

অপর সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, স্বাত্মলোকোপাসক বিদ্বানের বিদ্যা-প্রভাবে তদনুষ্ঠিত কোন কর্ম্মেরই ক্ষয় হয় না; এবং উপাসনার কর্ম্মস্বরূপ 'লোক' শব্দেরও তাহারা দুই প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়া থাকেন,—একটী অর্থ হইতেছে—কর্ম্মফলের ভোগভূমি অভিব্যক্তাবস্থ (ব্যাকৃতাবস্থ) হৈরণ্যগর্ভ লোক (হিরণ্যগর্ভসম্পর্কিত স্থান)। যিনি সেই পরিচ্ছিন্ন অনাত্মলোকের উপাসনা করেন, কেবল সেই পরিচ্ছিন্নাত্মদর্শীর অনুষ্ঠিত কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। [অপর অর্থ হইতেছে এই যে,] যে ব্যক্তি কর্ম্মফলাত্মক সেই হিরণ্যগর্ভ লোককেই অব্যাকৃতাবস্থ-কারণরূপে পরিকল্পিত করিয়া উপাসনা করে; অপরিচ্ছিন্ন কর্ম্ম-ফলে আত্মদর্শন করায় সেই বিদ্বানের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ৭

হাঁ, এরূপ কল্পনা শুনিতে সুন্দর বটে, কিন্তু শ্রুত্যনুসারিণী হইতেছে না; যেহেতু, এখানে 'স্ব-লোক' শব্দে পরমাত্মাই অভিহিত হইয়াছেন; কারণ, প্রথমে "স্বং লোকম্" এইরূপ প্রস্তাব করিয়া তাহারই প্রতিনির্দ্দেশ স্থলে 'স্ব'শব্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্ম-শব্দ যোগ করিয়া 'আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত' বলা হইয়াছে; সুতরাং এখানে কর্ম্মসম্পর্কিত লোককল্পনার অবসরই নাই। ৮

বিশেষতঃ পরবর্ত্তী শুদ্ধ বিদ্যাবিষয়ক—'আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা আমাদের এই আত্ম-লোক লাভ হইবে না' এই বাক্যে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করাতেও [ঐরূপ কল্পনা সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ,] এখানে "অয়মাত্মা নো লোকঃ" এই বাক্যে পুত্র, কর্ম্ম ও অপরবিদ্যালব্ধ লোক সমূহ হইতে এই আত্ম-লোকের বিশেষত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে; তাহার পর 'কোন কর্ম্ম দ্বারাই ইহার (আত্মোপাসকের) লোক (গন্তব্য স্থান) ব্যাহত হয় না; ইহাই ইহার পরম লোক অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গন্তব্য স্থান; এখানেও সেইরূপ অর্থেই 'লোক' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। অতএব এখানেও 'স্বং লোকম্' এইরূপ বিশেষণ সন্নিবিষ্ট থাকায় পূর্ব্বোক্ত বিশেষণযুক্ত বাক্যগুলির সহিত ইহার একবাক্যতা করাই সমীচীন। ৯

যদি বল, তাহা হইলেও "অস্মাৎ কাময়তে" এইরূপ ফলনির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয় না; কারণ, এখানে 'স্ব-লোক' অর্থ পরমাত্মা; তাহার উপাসনায় তৎস্বরূপপ্রাপ্তি যখন শাস্ত্র-সঙ্গত সিদ্ধান্ত, তখন 'যাহা যাহা কামনা করেন, তৎ-সমস্ত এই আত্মা হইতেই সম্পন্ন হয়' এইরূপে সেই উপাসিত আত্মার অতিরিক্ত স্বতন্ত্র ফলের প্রাপ্তি-কথনও যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, এ আপত্তিও সঙ্গত হয়

না; যেহেতু, ইহা স্ব-লোকোপাসনার স্তুতিপ্রকাশক মাত্র,(প্রকৃত-ফলপ্রকাশক নহে), ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, তাঁহার যাহা কিছু অভীষ্ট, তৎসমস্ত স্ব-লোক হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এতদতিরিক্ত আর কিছুই তাঁহার প্রার্থনীয় নাই; কারণ, তিনি আপ্তকাম; [সুতরাং অন্যত্র তাঁহার কিছুই প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না], যেমন অন্য শ্রুতিতে আছে—'আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে দিক্‌সমূহ' ইত্যাদি। অথবা পূর্ব্বে যেমন সর্ব্বাত্মভাব-জ্ঞাপনের জন্য "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" বলা হইয়াছে, তেমনি এখানেও সর্ব্বাত্মভাবপ্রদর্শনের জন্যই ঐরূপ ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে। ১০

প্রকৃত পক্ষে উপাসক যদি পরমাত্মাই হইয়া যান, তাহা হইলে "অস্মাদ্ধি এব" এই বাক্যে 'প্রস্তাবিত স্বরূপ আত্ম-লোক হইতে' এইরূপ অর্থলাভের জন্য এখানে 'আত্ম'-শব্দের প্রয়োগ করা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে; নচেৎ পরমাত্ম-লোকের নির্দ্দেশার্থ এবং ব্যাকৃতাবস্থার ব্যাবৃত্তির জন্য, 'অব্যাকৃতাবস্থ—যাহা এখনও অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই অব্যক্ত কর্ম্মলোক হইতে' এইরূপেই বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক হইত; কিন্তু এখানে প্রস্তাবিত বিষয়টির বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী একটা অপ্রকৃত অবস্থা অবধারণ করা যাইতে পারে না ॥ ৫২ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথো অয়ং বা আত্মা অত্রাবিদ্বান্ বর্ণাশ্রমাভিমানো বর্ণেন নিয়ম্যমানো দেবাদিকর্ম্মকর্ত্তব্যতয়া পশুবৎ পরতন্ত্র ইত্যুক্তম্; কানি পুনস্তানি কর্ম্মাণি?—যৎকর্ত্তব্যতয়া পশুবৎ পরতন্ত্রো ভবতি; কে বা তে দেবাদয়ঃ?—যেষাং কর্ম্মভিঃ পশুবদুপকরোতি—ইতি, তদুভয়ং প্রপঞ্চয়তি—

শাঙ্কর-ভাষ্যানুবাদ। "অথো অয়ং বা আত্মা" ইত্যাদি। বর্ণাশ্রমাদিকৃত অভিমানসম্পন্ন অবিদ্বান্ পুরুষ ধর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত হইয়া দেবতা প্রভৃতির কর্ম্মসম্পাদনে পরাধীন (বাধ্য) থাকেন, এইজন্য পশুর ন্যায় পরতন্ত্র; এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই সমস্ত কর্ম্ম কি কি, যাহার অনুষ্ঠানের জন্য অবিদ্বান্ পুরুষ পশুবৎ পরাধীন হইয়া থাকেন; আর এই দেবাদিই বা কে কে, অবিদ্বানেরা বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা যাঁহাদের উপকার সাধন করিয়া থাকেন; এখন এই উভয় বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—

অথো অয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোকঃ স যজ্জুহোতি যদ্যজতে তেন দেবানাং লোকোঽথ যদনুব্রূতে

তেন ঋষীণামথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে তেন পিতৃণামথ যন্মনুষ্যান্ বাসয়তে যদেভ্যোঽশনং দদাতি তেন মনুষ্যাণাং অথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশূনাং যদস্য গৃহেষু শ্বাপদা বয়াংস্যাপিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকো যথাহ বৈ স্বায় লোকায়ারিষ্টিমিচ্ছেদেবং হৈবংবিদে সর্ব্বাণি ভূতান্যরিষ্টিমিচ্ছন্তি, তদ্বা এতদ্বিদিতং মীমাংসিতম্ ॥ ৩ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অথো বাক্যারম্ভে অয়ং (প্রকৃতঃ) আত্মা (কর্ম্মাধিকৃতঃ অবিদ্বান্ পুরুষঃ) সর্ব্বেষাং ভূতানাং (দেবাদি-পিপীলিকান্তানাং) লোকঃ (লোক্যতে ভুজ্যতে ইতি লোকঃ—ভোগ্যঃ); সঃ (অবিদ্বান্) যৎ জুহোতি (হোমং করোতি), যৎ যজতে, তেন (হোম যাগলক্ষণেন কর্ম্মণা) দেবানাং লোকঃ (ভোগ্যঃ); অথ যৎ অনুব্রূতে (অধ্যয়নং বেদাদীন্ পঠতি), তেন ঋষীণাং লোকঃ (ভোগ্যঃ); অথ যৎ পিতৃভ্যঃ নিপৃণাতি (পিণ্ডোদকাদি প্রযচ্ছতি), যচ্চ প্রজাম্ ইচ্ছতে (প্রজামুৎপাদয়তি), তেন (কর্ম্মণা) পিতৃণাং [লোকঃ], অথ যৎ মনুষ্যান্ বাসয়তে (জলাসনাদি-দানেন গৃহে স্থাপয়তি), যৎ চ এভ্যঃ (মনুষ্যেভ্যঃ অশনং (অন্নং) দদাতি, তেন (কর্ম্মণা) মনুষ্যাণাং [লোকঃ]; অথ যৎ পশুভ্যঃ তৃণোদকং বিন্দতি, পশূন্ তৃণোদকং গ্রাহয়তি), তেন পশূনাং [লোকঃ]; অস্য (অবিদুষঃ) গৃহেষু যৎ আ পিপীলিকাভ্যঃ (পিপীলিকাপর্য্যন্তং) শ্বাপদাঃ (জন্তবঃ) বয়াংসি (পক্ষিণঃ) চ উপজীবন্তি, তেন তেষাং লোকঃ; যথা স্বায় (স্বকীয়ায়) লোকায় (শরীরায়) অরিষ্টিং (অবিনাশং) ইচ্ছেৎ (কাময়েৎ) [জনঃ], এবং (পূর্ব্ববদেব) হ (নিশ্চয়ে) এবংবিদে (যথোক্তজ্ঞানশালিনে) সর্ব্বাণি ভূতানি অরিষ্টিং (অবিনাশং) ইচ্ছন্তি (কাময়ন্তে); তৎ এতৎ (আত্মতত্ত্বং) বিদিতং (বিশেষেণ জ্ঞাতং সৎ) মীমাংসিতং (কর্ত্তব্যতয়া বিচারিতং) [ভবতীতি শেষঃ]। ৩। ১৬।

মূলানুবাদ। কর্ম্মাধিকারী এই আত্মা (অবিদ্বান্ পুরুষ) সর্ব্বভূতের (দেবাদি প্রাণীর) লোক অর্থাৎ ভোগ্য; সেই অবিদ্বান্ যে হোম করে, এবং যাগ করে, তাহা দ্বারা সে দেবগণের ভোগ্য হয়, আর সে

যে, অহরহঃ অধ্যয়ন করে, তাহা দ্বারা ঋষিগণের, আর সে যে, পিতৃগণের উদ্দেশে জলপিণ্ড প্রদান করে, তাহা দ্বারা পিতৃগণের, এবং সে যে, [অভ্যাগত] মনুষ্যগণকে বাস করায় ও অন্নদান করে, তাহা দ্বারা মনুষ্যগণের, এবং পশুগণকে যে, তৃণ ও জল প্রদান করে, তাহা দ্বারা পশুগণের, আর গৃহে যে, পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বাপদ ও পক্ষিগণ জীবিকা লাভ করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা তাহাদের লোক (ভোগ্য) হয় ; লোকে যেমন স্বীয় শরীরের জন্য অরিষ্টি (অনিষ্টাভাব বা অবিনাশ) ইচ্ছা করিয়া থাকে, তেমনি দেবতা প্রভৃতিও, যে লোক আপনাকে দেবাদির ঋণগ্রস্ত বলিয়া মনে করে, তাহারও অরিষ্টি কামনা করিয়া থাকেন ; সেই এই বিষয়টী [পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রকরণে] বিদিত (বিহিত) এবং [অবদানপ্রকরণে] মীমাংসিতও (বিচারিতও) হইয়াছে। ৫৩। ১৬।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথো ইত্যয়ং বাক্যোপন্যাসার্থঃ। অয়ং যঃ প্রকৃতো গৃহী কর্মাধিকৃতোঽবিদ্বান্ শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতাদিবিশিষ্টঃ পিণ্ড আত্মেত্যুচ্যতে সর্বেষাং দেবাদীনাং পিপীলিকান্তানাং ভূতানাং লোকো ভোগ্য আত্মেত্যর্থঃ, সর্বেষাং বর্ণাশ্রমাদিবিহিতৈঃ কর্মভিরুপকারিত্বাৎ। কৈঃ পুনঃ কর্মবিশেষৈরুপকুর্বন্ কেষাং ভূতবিশেষাণাং লোকঃ—ইত্যুচ্যতে—স গৃহী যৎ জুহোতি যৎ যজতে,—যাগো দেবতামুদ্দিশ্য স্বপরিত্যাগঃ, স এবাসেচনাধিকো হোমঃ, তেন হোমযাগলক্ষণেন কর্মণাবশ্যকর্তব্যেন দেবানাং পশুবৎ পরতন্ত্রত্বেন প্রতিবদ্ধ ইতি লোকঃ ; অথ যদনুব্রূতে স্বাধ্যায়মধীতেঽহরহঃ, তেন ঋষীণাং লোকঃ ; অথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি প্রযচ্ছতি পিণ্ডোদকাদি ; যচ্চ প্রজামিচ্ছতে প্রজার্থমুদ্যমং করোতি—ইচ্ছা চোৎপাদনলক্ষণার্থা, প্রজামুৎপাদয়তীত্যর্থঃ, তেন কর্মণাবশ্যকর্তব্যেন পিতৃণাং লোকঃ পিতৃণাং ভোগ্যত্বেন পরতন্ত্রো লোকঃ ; অথ যৎ মনুষ্যান্ বাসয়তে ভূম্যুদকাদিদানেন গৃহে, যচ্চ তেভ্যো বসদ্ভ্যোঽবসদ্ভ্যো বা অর্থিভ্যোঽশনং দদাতি, তেন মনুষ্যাণাম্ ; অথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি লম্ভয়তি, তেন পশূনাম্ ; যদস্য গৃহেষু শ্বাপদা বয়াংসি চ পিপীলিকাভিঃ সহ কণবলিভাজনাদি উপজীবন্তি, তেন তেষাং লোকঃ। ১

ভূতবিশেষের লোক হয়, তাহা বলিতেছেন—সেই গৃহস্থ যে, হোম করিয়া থাকে, এবং যাগ করিয়া থাকে, সেই হোম ও যাগাত্মক কর্ম্ম তাহার অবশ্য-কর্ত্তব্য; গৃহী ঐ কর্ম্ম দ্বারাই দেবগণের নিকট পশুর ন্যায় পরাধীনভাবে আবদ্ধ থাকে; এই জন্য সে দেবগণের লোক বা ভোগ্য হয়; যাগ অর্থ—দেবতা উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ (দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া স্বীয় দ্রব্য ত্যাগ করা), যখন তাহাতেই আবার আসেচনের (জলীয় দ্রব্যত্যাগের) আধিক্য থাকে, তখন তাহার নাম হয় হোম। [গৃহস্থ] নিরন্তর যে, পাঠ করে—প্রত্যহ যে, বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহা দ্বারা সে ঋষিগণের লোক জয় করে; আর যে, পিতৃ-লোকের উদ্দেশে জলপিণ্ডাদি প্রদান করে, এবং সন্তান ইচ্ছা করে, অর্থাৎ সন্তান লাভের জন্য চেষ্টা করে,—এখানে 'ইচ্ছা' পদে উৎপত্তি পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে, [সুতরাং অর্থ হইতেছে—] সন্তান উৎপাদন করে; সন্তানোৎপাদন গৃহীর অবশ্যকর্ত্তব্য; এইজন্য ইহা দ্বারা পিতৃগণের লোক, অর্থাৎ পিতৃগণের ভোগ্যরূপ পরতন্ত্র (পরাধীন) থাকে; আর যে, মনুষ্যগণকে উপযুক্ত স্থান ও জলাদি প্রদানপূর্ব্বক গৃহে বাস করায়, এবং গৃহে বাস করুক বা না করুক, প্রার্থনাকারী মনুষ্যগণকে যে, অন্ন প্রদান করে, তাহা দ্বারা মনুষ্য-গণের [লোক] হয়; আর যে, পশুগণকে ঘাস জল দিয়া থাকে, তদ্দ্বারা পশুগণের [লোক] হয়; এবং ইহার (গৃহীর) গৃহে যে, শ্বাপদ ও পক্ষিগণ পিপীলিকাপ্রভৃতির সঙ্গে কণা, বলি (১) ও ভাণ্ডপ্রক্ষালনাদি ভোগ করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা তাহাদের লোক (ভোগ্য) হয়। ১

যেহেতু, এই অধিবান্ গৃহস্থ কর্ম্মাচরণ দ্বারা দেবতাপ্রভৃতির উপকারসাধন করিয়া থাকে, সেই হেতু জগতে যেমন স্ব-লোকের জন্য—স্বীয় দেহের জন্য অরিষ্টি—অবিনাশ অর্থাৎ অবিনশ্বরতার ইচ্ছা করিয়া থাকে, অস্তিত্ব বিলোপের ভয়ে রক্ষা ও পোষণাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে দেহের পরিপালন করিয়া থাকে, তেমনি যিনি উক্তপ্রকার জ্ঞানবান্—'আমি সর্ব্বভূতের ভোগ্য, অতএব আমাকেও এই সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্মসম্পাদন দ্বারা ঋণপরিশোধের করিতে হইবে,' এইরূপে আপনাকে ঋণগ্রস্ত মনে করে; পূর্ব্বকথিত দেবাদি সমস্ত ভূতই তাঁহার অরিষ্টি—অবিনাশ ইচ্ছা করিয়া থাকে, অর্থাৎ গৃহস্থগণ যেরূপ পশুরক্ষা করিয়া থাকে, ঠিক তেমনি দেবগণও তাহার অস্তিত্ববিলোপ-নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বতো-

(১) তাৎপর্য্য এখানে 'বলি' অর্থে—পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত 'ভূতযজ্ঞ' বুঝিতে হইবে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ 'পঞ্চমহাযজ্ঞ' কথার টিপ্পনীতে দেখিতে হইবে।

ভাবে রক্ষা করিয়া থাকে; এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, সেই হেতু দেব-গণের ইহা প্রিয় নয় [যে, মানবগণ মুক্তিলাভ করে]; সেই এই বিষয়টি অর্থাৎ ঋণ-পরিশোধের ন্যায় যথোক্তপ্রকার কর্মসমূহের অবশ্যকর্তব্যতা 'পঞ্চমহা-যজ্ঞ'-প্রকরণে বিজ্ঞাত হইয়াছে, এবং অবদানপ্রকরণে মীমাংসিত (২) অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্যরূপে বিচারিত বা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ৫৩॥ ১৬।

আভাসভাষ্যম্। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ। ব্রহ্মবিদ্যাং চেৎ তস্মাৎ সর্বভাবাৎ কর্তব্যতাবন্ধনরূপাৎ প্রতিমুচ্যতে, কেনায়ং কারিতঃ কর্মবন্ধনাধিকারেঽবশ ইব প্রবর্ততে, ন পুনস্তদ্বিমোক্ষণোপায়ে বিদ্যাধিকারে ইতি। ননু কর্ম বেদা কারয়ন্তীতি। বাঢম্; কর্মাধিকার-বশোচরারূঢ়ানেব তেঽপি রক্ষন্তি, অন্যথা অকৃতাভ্যাগম-কৃতনাশপ্রসঙ্গাৎ; ন তু সামান্যং পুরুষমাত্রং বিশিষ্টাধিকারানারূঢ়ম্; তস্মাদ্বক্তব্যম্ তেন, যেন প্রেরিতোঽবশ এব বহির্মুখো ভবতি স্বস্মাল্লোকাৎ। ২

ননু অবিদ্যা সা; অবিদ্যাবান্ হি বহির্মুখীভূতঃ প্রবর্ততে,—সাপি নৈব প্রবর্তিকা; বস্তুস্বরূপাবরণাত্মিকা হি সা, প্রবর্তকবীজত্বং প্রতিপদ্যতে অন্ধত্বমিব গর্তাদিপতনপ্রবৃত্তিহেতুঃ। এবং তর্হি উচ্যতাং—কিং তৎ যৎ প্রবৃত্তিহেতুরিতি। তদিদমভিধীয়তে—এষণা কামঃ সঃ, স্বাভাবিকাবিদ্যায়াং বর্তমানা বালাঃ পরাচঃ কামাননুযন্তি—ইতি কাঠকশ্রুতৌ, স্মৃতৌ চ—"কাম এষঃ ক্রোধ এষঃ" ইত্যাদি, মানবে চ—"সর্বা প্রবৃত্তিঃ কামহেতুকৈব" ইতি; স এষোঽর্থঃ সবিস্তরঃ প্রদর্শ্যতে ইহ আ অধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ।

---

(২) তাৎপর্য—'পঞ্চমহাযজ্ঞ' ও 'অবদানপ্রকরণে'র বিবরণ এইরূপ—"পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্যা তর্পণং বলিঃ। এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদিনামকাঃ।" "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্। মনু)।

অর্থাৎ (১) বেদাদি শাস্ত্রপাঠ—ব্রহ্মযজ্ঞ, (২) হোম—দেবতা উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ—দৈবযজ্ঞ, (৩) ভূতবলি—ভূতযজ্ঞ, (৪) পিতৃগণ উদ্দেশে জলপিণ্ডাদিদান—পিতৃযজ্ঞ, আর (৫) অতিথিপূজার নাম—নৃযজ্ঞ। 'পঞ্চমহাযজ্ঞ' নামে প্রসিদ্ধ এই যজ্ঞগুলি গৃহস্থের প্রত্যহ পালনীয়। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ভূতযজ্ঞকে ভূতবলি ও বৈশ্বদেবযাগও বলা হয়। ইহার লক্ষণ এইরূপ—'আপ্যায়নায় ভূতানাং ভূম্যামুৎসর্জনমাবলেঃ। শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচেভ্যশ্চ বয়োভ্যঃ পাপরোগিণাম্ ভূমি। বৈশ্বদেবং হি নামৈতৎ সায়ং প্রাতর্বিধীয়তে।' ইহার মর্মার্থ এই যে, গৃহস্থ মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে আহারের পূর্বে প্রথমে দেবতা উদ্দেশে এবং কুক্কুর, চণ্ডাল ও পক্ষী প্রভৃতির উদ্দেশে খাদ্যদ্রব্যের অগ্রভাগ ভূমিতে দান করিয়া অবশেষে আপনি ভোজন করিবে।

বলিলে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমনামক দুইটি দোষ উপস্থিত হয় (১)। অতএব অবশ্যই সেরূপ কিছু আছে, পুরুষ যাহার প্রেরণায় অবশ হইয়াই যেন স্ব-লোক হইতে (আত্মা হইতে) বহির্মুখ হইয়া থাকে। ১

ভাল, সে পদার্থ টা ত অবিদ্যা; কেন না, অবিদ্যাসম্পন্ন পুরুষই বহির্মুখ হইয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু অবিদ্যাও প্রবৃত্তির কারণ নহে; পরন্তু তাহা কেবল বস্তুর স্বরূপটি মাত্র আবরণ করিয়া রাখে; সেইজন্যই উহা প্রবৃত্তির বীজভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন অন্ধত্ব দশা, গর্ত্তপ্রভৃতিতে পতনের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহাও তেমনি। তাহা হইলে, বল—প্রবৃত্তির মূলকারণভূত সেই বস্তুটি কি? হাঁ, তাহা বলা হইতেছে—সেই বস্তুটি হইতেছে এষণা—কাম; কঠোপনিষদে আছে—'স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাবিকারে বর্ত্তমান বালকগণ, অর্থাৎ বালকের ন্যায় চঞ্চলচিত্ত পুরুষগণ বাহ্য বিষয়ের অনুসরণ করিয়া থাকে;' স্মৃতিতেও (ভগবদ্গীতাতেও) আছে—'ইহা হইতেছে—কাম এবং ইহাই ক্রোধ, (২) ইত্যাদি। মনুসংহিতাতেও আছে—'কামই সর্ব্বপ্রবৃত্তির হেতু বা প্রযোজক'। এখানেও অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত সেই বিষয়ই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করা হইতেছে।

আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব, সোঽকাময়ত—জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়ে-

(১) তাৎপর্য্য—'কৃতনাশ' ও 'অকৃতাভ্যাগম' দুই প্রকার দোষ। কৃতনাশ অর্থ—যাহা করা হইয়াছে, অথচ ফল না দিয়াই নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ না হওয়া; আর অকৃতাভ্যাগম অর্থ—যাহা করা হয় নাই, তাহার প্রাপ্তি, অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়াও আকস্মিক ভাবে ফলপ্রাপ্তি। কৃতকর্ম্মের নাশ হইলে লোকের কর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহ থাকে না; আর অকৃতাভ্যাগম হইলে জগতের বৈচিত্র্য লোপ পায়, এবং কর্ম্মফলেও অনিশ্চয়তা জন্মিতে পারে।

(২) তাৎপর্য্য—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মানুষ কাহার প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া অনিচ্ছাতেও পাপাচরণ করে? তদুত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন—"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।" হে অর্জ্জুন, [তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা হইতেছে কাম (অভিলাষ), ইহাই ক্রোধ। রজোগুণ ইহার উৎপাদক, ইহার ভোগশক্তি অতি প্রবল, ইহা অতিশয় পাপকর। ইহাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিবে।' অভিপ্রায় এই যে, কাম ও ক্রোধ একই পদার্থ, কাম যখন অপর কাহারো দ্বারা প্রতিহত হয়, তখনই ক্রোধরূপে আবির্ভূত হয়; সুতরাং উভয়কে এক বলা অসঙ্গত হয় না।

ত্যেতাবান্ বৈ কামো নেচ্ছংশ্চনাতো ভূয়ো বিন্দেৎ, তস্মাদপ্যেতর্হ্যেকাকী কাময়তে—জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়েতি, স যাবদপ্যেতেষামেকৈকং ন প্রাপ্নোত্যকৃৎস্ন এব তাবন্মন্যতে, তস্যো কৃৎস্নতা—মন এবাস্যাত্মা বাগ্ জায়া প্রাণঃ প্রজা চক্ষুর্ম্মানুষং বিত্তং চক্ষুষা হি তদ্বিন্দতে শ্রোত্রং দৈবং শ্রোত্রেণ হি তচ্ছৃণোত্যাত্মৈবাস্য কর্ম্মাত্মনা হি কর্ম্ম করোতি, স এষ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্তঃ পশুঃ পাঙ্‌ক্তঃ পুরুষঃ পাঙ্‌ক্তমিদং সর্ব্বং যদিদং কিঞ্চ, তদিদং সর্ব্বমাপ্নোতি য এবং বেদ ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ—অগ্রে (পত্নীপরিগ্রহাৎ পূর্ব্বং) ইদং (অয়ং দেহেন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্টঃ) আত্মা একঃ (অসহায়ঃ) এব আসীৎ, নান্যৎ জায়াদিকং কিঞ্চিৎ); সঃ (একাকী) অকাময়ত (কামিতবান্)— মে (মম) জায়া (পত্নী) স্যাৎ, অথ (জায়াসম্ভবানন্তরম্) প্রজায়েয় (পৈত্র-ঋণ-শোধনার্থং প্রজারূপেণ উৎপন্নো ভবেয়ম্); অথ (অনন্তরং) বিত্তং (ধনং) মে স্যাৎ, অথ (বিত্তলাভানন্তরং) [দেবানাং ঋণশোধনার্থং] কর্ম (ধর্মাদিসাধনং) কুর্ব্বীয় (কুর্য্যাম্) ইতি। এতাবান্ (এতৎপরিমাণঃ পুত্র-বিত্ত-লোকরূপঃ) এব (অবধারণে) কামঃ (নাতো ভূয়ঃ, নাপ্যধিকঃ), বৈ (প্রসিদ্ধৌ); ইচ্ছন্ (অভিলষন্) চ ন (অপি) [জনঃ] অতঃ (যথোক্তলক্ষণাৎ কামাৎ) ভূয়ঃ (অধিকং) ন বিন্দেৎ (ন লভেত); তস্মাৎ (সৃষ্টিকালীয়াৎ এবং ব্যবহারাৎ এব হেতোঃ) এতর্হি (ইদানীং) অপি একাকী (অসহায়ঃ জনঃ) কাময়তে —জায়া মে স্যাৎ, অথ প্রজায়েয়, অথ বিত্তং মে স্যাৎ, অথ কর্ম কুর্ব্বীয় ইতি। সঃ (একাকী পুরুষঃ) যাবৎ এতেষাং (যথোক্তানাং কামানাং) একৈকং (অন্যতমং) অপি ন প্রাপ্নোতি, তাবৎ অকৃৎস্নঃ (অপূর্ণঃ) এব [অহমস্মীতি] মন্যতে ; [অর্থাৎ সর্ব্বাভাবেন তস্য কৃৎস্নতা ভবতীতি মন্যতে]। [যথোক্তকামসম্পত্ত্যা কৃৎস্নতাং সম্পাদয়িতুমশক্তস্যাপি প্রকারান্তরেণ কার্য্যকরণসংঘাতস্যৈব প্রবিভজ্য কৃৎস্নতাং সম্পাদয়িতুম্ আহ—] তস্য (অকৃৎস্নত্বাভিমানিনঃ) উ (বিতর্কে) কৃৎস্নতা [উচ্যতে—] মনঃ (অন্তঃকরণং) এব

অস্ত অকৃৎস্নত্বাভিমানিনঃ) আত্মা (আত্মা ইব), বাক্ (শব্দঃ) জায়া (পত্নী), প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্তিঃ) প্রজা (সন্ততিঃ), চক্ষুঃ মানুষং বিত্তং, হি (যস্মাৎ) চক্ষুষা (করণেন) তৎ (বিত্তং) বিন্দতে; শ্রোত্রং দৈবং (বিদ্যাং বিত্তং), হি (যস্মাৎ) শ্রোত্রেণ (শ্রবণেন্দ্রিয়েণ) তৎ (দৈবং বিত্তং) শৃণোতি, আত্মা (স্বশরীরং) এব অস্য কর্ম; হি (যস্মাৎ) আত্মনা (শরীরেণ) কর্ম করোতি (সম্পাদয়তি); সঃ এষঃ যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্তঃ (পঞ্চভিঃ নির্বৃত্তঃ); পশুঃ (যজ্ঞীয়ঃ) পাঙ্‌ক্তঃ, পুরুষঃ (যজ্ঞকর্তা) পাঙ্‌ক্তঃ, ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং পাঙ্‌ক্তং,—যৎ ইদং কিঞ্চ (যৎকিঞ্চিদিদং), যঃ এবং বেদ (বেত্তি), [সঃ] ইদং সর্ব্বং আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি); [বিদ্যাফলমেতদিতি ভাবঃ) ॥৫৪॥১৭॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥৪॥

মূলানুবাদ। অগ্রে (পত্নীগ্রহণের পূর্ব্বে) এই আত্মা (দেহাভিমানী জীব) একই ছিলেন; তিনি কামনা করিলেন—আমার জায়া (পত্নী) হউক, আমি সন্তানরূপে প্রাদুর্ভূত হইব; আমার বিত্ত হউক, আমি কর্ম্ম (ধর্ম্মাদিসাধন ক্রিয়া) করিব, ইতি। জগতে এতৎ-পরিমাণ কামই প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ এতদতিরিক্ত আর কোনরূপ কাম্য বিষয় নাই; ইচ্ছা করিলেও কেহ ইহার অধিক কিছু লাভ করে না; সেই হেতু বর্ত্তমান সময়েও একাকী লোক কামনা করিয়া থাকে—আমার জায়া হউক, আমি সন্তানরূপে জন্মিব; আমার বিত্ত হউক, আমি কর্ম্ম করিব ইতি। সে যতক্ষণ উক্ত কাম্য বিষয়ের মধ্যে এক একটিও প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে নিশ্চয়ই আপনাকে অকৃৎস্ন (অপূর্ণ) বলিয়া মনে করে; [বুঝিতে হইবে যে, উক্ত কামের প্রাপ্তিতেই আপনার পূর্ণতা বোধ করে]; তাহার পূর্ণতা [এইরূপেও সম্পাদিত হয়—] সর্ব্বার্থবিচারক্ষম মনই ইহার আত্মা, বাক্ (শব্দ) ইহার জায়া, প্রাণ তাহার প্রজা (সন্তান), চক্ষু মানুষ সম্পদ; কারণ, চক্ষু দ্বারা মনুষ্যসম্পাদিত বিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া থাকে; শ্রবণেন্দ্রিয় তাহার দৈব সম্পদ, কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই দৈব সম্পদের তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া থাকে; ইহার দেহই কর্ম্ম (কর্ম্মসাধন), কেন না, দেহ দ্বারাই কর্ম্ম সম্পাদন

করিয়া থাকে। সেই এই যজ্ঞ হইয়াছে পাঙ্‌ক্ত; অর্থ মনঃ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি পদার্থে নিষ্পন্ন, যজ্ঞীয় পশুও পাঙ্‌ক্ত, যজ্ঞকর্ত্তা পুরুষও পাঙ্‌ক্ত; অধিক কি, এই যাহা কিছু, তৎসমস্তই পাঙ্‌ক্ত (মনঃ প্রভৃতি পঞ্চাবয়বসম্পন্ন); যে ব্যক্তি এই পাঙ্‌ক্ত তত্ত্ব জানেন, তিনি ইহার সমস্তই প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ। আত্মৈব—স্বাভাবিকোঽবিদ্বান্ কার্য্যকরণসংঘাতলক্ষণো বর্ণী অগ্রে প্রাক্ দারসম্বন্ধাৎ আত্মেত্যভিধীয়তে; তস্মাদাত্মনঃ পৃথগ্‌ভূতং কাম্যমানং জায়াদিভেদরূপং নাসীৎ; স একৈব আসীৎ—জায়াদ্যেষণাবীজভূতাবিদ্যাবানেক এবাসীৎ। স্বাভাবিক্যা আত্মনি কর্ত্রাদিকারকক্রিয়াফলাত্মকতাধ্যারোপলক্ষণয়াঽবিদ্যাবাসনয়া বাসিতঃ সঃ অকাময়ত কামিতবান্। কথম্? জায়া কর্ম্মাধিকারহেতুভূতা, মে মম কর্ত্তুঃ স্যাৎ; তয়া বিনা অহমনধিকৃত এব কর্ম্মণি; অতঃ কর্ম্মাধিকারসম্পত্তয়ে ভবেজ্জায়া; অথাহং প্রজায়েয়—প্রজারূপেণাহমেবোৎপদ্যেয়; অথ বিত্তং মে স্যাৎ—কর্ম্মসাধনং গবাদিলক্ষণম্; অথ অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সাধনং কর্ম্ম কুর্ব্বীয়, যেনাহমনৃণী ভূত্বা দেবাদীনাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াম্, তৎকর্ম্ম কুর্ব্বীয়, কাম্যানি চ পুত্রবিত্তস্বর্গাদিসাধনানি। ১

এতাবান্ বৈ কাম এতাবদ্বিষয়পরিচ্ছিন্ন ইত্যর্থঃ; এতাবানেব হি কাময়িতব্যো বিষয়ঃ—যদুত জায়াপুত্রবিত্তকর্ম্মাণি সাধনলক্ষণৈষণা, লোকাশ্চ ত্রয়ঃ—মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি—ফলভূতাঃ সাধনৈষণায়াঃ সাধ্যাঃ; তদর্থা হি জায়াপুত্রবিত্তকর্ম্মলক্ষণা সাধনৈষণা; তস্মাৎ সা একৈব এষণা যা লোকৈষণা; সা একৈব সতী এষণা সাধনাপেক্ষেতি দ্বিধা; অতোঽবধারয়িষ্যতি "উভে হ্যেতে এষণে এব" ইতি। ২

ফলার্থত্বাৎ সর্ব্বারম্ভস্য লোকৈষণা অর্থপ্রাপ্তা উক্তৈবেতি—এতাবান্ বৈ এতাবানেব কাম ইত্যবধ্রিয়তে। ভোজনেঽভিহিতে তৃপ্তির্ন হি পৃথগভিধেয়া, তদর্থত্বাদ্ভোজনস্য। তে এতে এষণে সাধ্যসাধনলক্ষণে কামঃ, যেন প্রযুক্তোঽবিদ্বান্ অবশ এব কোশকারবদাত্মানং বেষ্টয়তি—কর্ম্মমার্গ এবাত্মানং প্রণিদধদ্ বহির্ম্মুখীভূতো ন স্বং লোকং প্রতিজানাতি। তথা চ তৈত্তিরীয়কে—"অগ্নিমুগ্ধো হৈব ধূমতান্তঃ স্বং লোকং ন প্রতিজানাতি" ইতি। ৩

বিনাশনের উপায়ভূত গবাদি পশু হউক, অনন্তর আমি অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) ও মুক্তির উপায়স্বরূপ কর্ম করিব, যাহা দ্বারা আমি ঋণবিমুক্ত হইয়া দেবতা প্রভৃতির লোক (বাসস্থান) লাভ করিতে পারি, আমি সেই কর্ম করিব, এবং পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদিলাভের উপায় স্বরূপ কাম্য কর্মেরও অনুষ্ঠান করিব। ১

কাম অর্থাৎ প্রার্থনীয় বিষয় এতাবৎই এতৎপর্যন্তই অর্থাৎ এ সমস্ত বিষয়ই পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ; এই পরিমাণ বিষয়ই কাময়িতব্য বা প্রার্থনীয়—যাহা, পুত্র বিত্ত এবং বিত্তসাধ্য কর্ম, সাধনাত্মক এই ত্রিবিধ এষণা (কামনা), এবং পূর্বোক্ত সাধনৈষণার ফলস্বরূপ ত্রিবিধ লোক—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক; এই ত্রিবিধ লোকপ্রাপ্তিই যাহা, পুত্র, বিত্ত ও কর্মস্বরূপ সাধনৈষণার উদ্দেশ্য; অতএব সেই যে লোকৈষণা, একমাত্র তাহাই প্রকৃত এষণা; এষণা একই বটে, কেবল সাধন বা সিদ্ধির উপায়ানুসারেই তাহার দ্বৈবিধ্য কল্পিত হইয়া থাকে মাত্র; এই জন্যই পরে অবধারণ করিয়া বলিবেন যে, 'এই উভয় এষণাই [এক]' ইতি।

আকাঙ্ক্ষামাত্রই ফলার্থ, অর্থাৎ ফলোদ্দেশ্যেই কার্যারম্ভ হইয়া থাকে; সুতরাং লোকৈষণাও ফলরূপে উক্তই হইয়াছে; কাজেই অবধারণ করা হইতেছে যে, 'কাম এই পরিমাণই বটে'; ভোজনের কথা বলিলে যেমন পৃথক্ করিয়া আর তৃপ্তির কথা বলিতে হয় না; কারণ, তৃপ্তিলাভই ভোজনের উদ্দেশ্য; [তেমনি এখানেও পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণার কথা বলাতেই লোকৈষণার কথাও বুঝিয়া লইতে হইবে। ১] সাধ্য ও সাধনাত্মক এই উভয় প্রকার এষণাই কাম, অবিদ্বান্ পুরুষ ইহা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই যেন অবশভাবে কোশকার কীটের ন্যায় আপনাকে বেষ্টিত (আবদ্ধ) করিয়া থাকে—কেবলই কর্মমার্গে মনোনিবেশ করত বহির্মুখী হইয়া স্ব-লোক আত্মাকে জানে না। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও এইরূপ কথাই

---

(১) তাৎপর্য—জগতে তিন প্রকার কামনা দেখিতে পাওয়া যায়,—এক পুত্রৈষণা, দ্বিতীয় বিত্তৈষণা, তৃতীয় লোকৈষণা;—পুত্রকামনা, বিত্তকামনা এবং ঐহিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয়কামনা। এখানে শ্রুতির মধ্যে কেবল পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণা, এই দ্বিবিধ এষণারই উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু লোকৈষণার উল্লেখ নাই; এই জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, লোকৈষণা যখন কর্মানুষ্ঠানের ফলের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, ফলোদ্দেশ ব্যতীত যখন কোনো কর্ম প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তখন এই দ্বিবিধ এষণা দ্বারাই লোকৈষণাও তৎফলরূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

আছে—'অগ্নি যাহা বিমোহিত এবং ধূম যাহা ক্লান্ত হইয়া [অবিদ্বান্ পুরুষ] স্বলোক দেখিতে পায় না' ইতি। ৩

[আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি], কামনার বিষয় যখন অনন্ত, তখন কামনাও নিশ্চয়ই অনন্ত; সুতরাং এস্থলে (কামের) 'এতাবত্ত্ব' (নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ) অবধারিত হইতেছে কি প্রকারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার হেতু বলিতেছেন—যেহেতু, ইচ্ছা করিলেও ইহার অধিক—ফল ও সাধনাত্মক কামের অধিকতর কোন কাম লাভ করিতে পারে না; কেন না, জগতে ঐহিক বা পারলৌকিক যে কোনপ্রকার লব্ধব্য (প্রাপ্য) বিষয় আছে, তাহার কিছুই ফল ও সাধনের অতিরিক্ত নহে; কাম হইতে লব্ধব্য ফল ও সাধন ব্যতীত কোন বিষয়ের যখন অস্তিত্বই নাই, তখন "এতাবান্ বৈ কামঃ" এইরূপ নির্দ্ধারণ করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। এই কথা বলা হইতেছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষের অধিকারভুক্ত সাধ্য (ফল) ও সাধনাত্মক যে, দ্বিবিধ এষণা (কামনা), তাহার নাম কাম; ইহার প্রয়োজন ঐহিকও হইতে পারে, পারলৌকিকও হইতে পারে; ইহা হইতে—উক্ত দ্বিবিধ এষণাত্মক কাম হইতে ব্যুত্থান করিতে হইবে অর্থাৎ উক্ত দ্বিবিধ কামনা ত্যাগ করিতে হইবে। ৪

যেহেতু, এবংবিধ আত্মকামী প্রথমোৎপন্ন অবিদ্বান্ পুরুষ কামনা করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষও সেইরূপই [করিয়াছিলেন]; কারণ, ইহাই হইতেছে লোকরক্ষার উপায় বা ব্যবস্থা; পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতির সৃষ্টিও ঠিক এইরূপই হইয়াছিল; যথা—তিনি অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ ভীত হইলেন; তাহার পর কামযুক্ত বা ভোগাভিলাষী হইয়া একাকী অবস্থায় প্রীতিলাভ করিতে না পারিয়া সেই অপ্রীতি অপনয়নের ইচ্ছায় স্ত্রী পাইতে ইচ্ছা করিলেন; সেই স্ত্রীতে উপগত হইলেন; তাহা হইতেই এই সৃষ্টি হইল; এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সেই কারণেই তাঁহার সৃষ্ট এই জগতে এখনও—বর্ত্তমান সময়েও দারপরিগ্রহের পূর্ব্বে একাকী থাকিয়া লোকে কামনা করিয়া থাকে—'আমার জায়া হউক, আমি সন্তানরূপে জন্মিব, আমার বিত্ত হউক, আমি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিব', ইহার অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সেই পুরুষ এইরূপ কামনা করিয়া এবং জায়া প্রভৃতি সমস্ত কাম্য বিষয় সম্পাদন করিতে যাইয়া যতক্ষণ উক্ত জায়াদির এক একটি বিষয়ও প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে আপনাকে অকৃৎস্নই—'আমি অসম্পূর্ণ আছি' এইরূপই মনে করিয়া থাকে।

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, যখন সে ইহার সমস্তগুলি সম্পাদন করিতে পারে, তখনই তাহার পূর্ণতা হয়। ৫

যখন কিছুতেই আর কৃৎস্নতা (পূর্ণতা) সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেই অবস্থায় তাহার পূর্ণতা-সম্পাদনার্থ বলিতেছেন—অকৃৎস্নতাভিমানী সেই পুরুষের এই প্রকারে কৃৎস্নতা লাভ হইয়া থাকে; কি প্রকারে? [তাহার পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য] এই দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টিকেই বিভক্ত করা হইয়া থাকে; তন্মধ্যে দৈহিক সমস্ত অংশই মনের অনুগত; এই কারণে মনই তাহাদের মধ্যে প্রধান; প্রধানত্ব নিবন্ধন মন হইতেছে আত্মা—আত্মার ন্যায়,—গৃহস্বামী যেরূপ জায়াপুত্রাদির আত্মতুল্য; কারণ, জায়া-পুত্রাদি সকলেই যেরূপ তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও পূর্ণতা-সম্পাদনের নিমিত্ত মনকে আত্মারূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। বাক্য সাধারণতঃ মনেরই অনুগামী, এই জন্য বাক্য হইতেছে জায়ার তুল্য; এখানে বাক্ অর্থ—বিধিনিষেধাত্মক শব্দ, মন শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তাহা গ্রহণ করে, অবধারণ করে, এবং প্রয়োগও করে; এই কারণে বাক্ মনের জায়াস্থানীয়। ৬

জায়া ও পতিস্থানীয় সেই বাক্ ও মন যাহা কর্ম্মের জন্য প্রাণ প্রেরিত হইয়া থাকে; এই জন্য প্রাণ হইতেছে প্রজাস্থানীয়; সেই প্রাণের চেষ্টা বা ব্যাপারাত্মক কর্ম্ম সাধারণতঃ চক্ষু-গ্রাহ্য বিত্ত দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে; এই জন্য চক্ষু হইতেছে মানুষ বিত্ত; তাহা আবার দ্বিবিধ,—মানুষ-সম্বন্ধী ও তদিতর; এই জন্য অপর বিত্তের নিষেধার্থ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—'মানুষ বিত্ত' ইতি; কারণ, মনুষ্যসম্বন্ধী গবাদি বিত্ত হইতেছে চক্ষুগ্রাহ্য এবং কর্ম্মনিষ্পাদনের উপায়স্বরূপ; সেই হেতু গবাদি বিত্তের সহিত সম্বন্ধ থাকায় চক্ষু হইতেছে—গবাদিস্থানপাতী মানুষ বিত্ত; কারণ, চক্ষুর সাহায্যেই মনুষ্য-বিত্ত গবাদি পশুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভাল, অপর বিত্তটি কি? শ্রোত্র হইতেছে—দৈব বিত্ত; কারণ, দেবতাই প্রধানতঃ শ্রোত্রবিজ্ঞানের বিষয়; এই জন্য ঐ বিজ্ঞান হইতেছে—দৈব বিত্ত। জগতে শ্রোত্রই সম্পত্তি বিষয়ে প্রধান; কারণ? যেহেতু, শ্রোত্র দ্বারাই সেই দৈব বিত্ত শ্রবণ করিয়া থাকে; অতএব দেবতা-বিজ্ঞান শ্রোত্রাধীন বলিয়া শ্রোত্রই সেই দৈব বিত্ত। ৭

এই আত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া বিত্ত পর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইল, ইহা দ্বারা এখানে কোন্ কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে হইবে? তাহা বলিতেছেন—আত্মাই—এখানে 'আত্মা' শব্দে শরীর অভিহিত হইতেছে; আত্মা কর্ম্ম-

স্থানীয় হয় কি প্রকারে ? যেহেতু, এই আত্মাই কর্ম্মনিষ্পত্তির হেতু ; কর্ম্ম-নিষ্পত্তিরই বা হেতু হয় কি প্রকারে ? যেহেতু আত্মা শরীর দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকে। বাহ্য জগতে জায়াদি দ্বারা যেরূপ কৃৎস্নতা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই অকৃৎস্নতাভিমানীরও এইরূপেই কৃৎস্নতা সম্পন্ন হয়। অতএব ইহা হইতেছে—কর্ম্মানুষ্ঠানরহিত পুরুষেরও কেবল জ্ঞানমাত্র-সম্পাদিত পাঙ্‌ক্ত—উক্ত পাঁচটি বিষয় দ্বারা সম্পাদিত—পাঙ্‌ক্ত যজ্ঞ। ৮

ভাল কথা, কেবল পঞ্চসম্পাদন দ্বারাই ইহার যজ্ঞত্ব হইল কি প্রকারে ? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু, লোকপ্রসিদ্ধ যজ্ঞও, যে পশু ও পুরুষ দ্বারা নিষ্পাদন করিতে হয়, সেই পশু ও পুরুষ ত নিশ্চয়ই পাঙ্‌ক্ত ; কারণ, উক্ত মনঃপ্রভৃতি পাঁচটি পদার্থের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ আছে। তাহাই বলিয়া দিতেছেন যে, গবাদি পশুও পাঙ্‌ক্ত (উক্ত পঞ্চাবয়বসম্পন্ন) এবং পুরুষও পাঙ্‌ক্ত ; পুরুষে পশুত্ব থাকিলেও তাহার কর্ম্মাধিকাররূপ বিশেষত্ব আছে ; এই জন্য পৃথক্‌ভাবে পুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিক কি, কর্ম্মসাধন ও কর্ম্মফল সমস্তই—এই যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই পাঙ্‌ক্ত। যে ব্যক্তি এইরূপ জানে—আপনাতে এই পাঙ্‌ক্ত যজ্ঞ সম্পাদন করে, সে দৃশ্যমান সমস্ত জগৎকেই আত্মস্বরূপে লাভ করে। ৫। ১৭।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষানুবাদ ॥১॥৪॥

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতা। একমস্য সাধারণং দ্বে দেবানভাজয়ৎ ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুত পশুভ্য একং প্রাযচ্ছৎ তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন। কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্ব্বদা যো বৈতামক্ষিতিং বেদ সোঽন্নমত্তি প্রতীকেন। স দেবানপিগচ্ছতি স ঊর্জ্জমুপজীবতীতি শ্লোকাঃ ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। পিতা জগৎকারণম্ ঈশ্বরঃ মেধয়া (জ্ঞানেন) তপসা (কর্ম্মণা) যৎ (যানি সপ্ত অন্নানি (জীবভোগ্যানি) অজনয়ৎ; অস্য (অন্নস্য মধ্যে) একং (অন্নং) সাধারণং (সর্ব্বভোগ্যং), দ্বে (অন্নে) দেবান্ অভাজয়ৎ (প্রাপিতবান্), ত্রীণি (অন্নানি) আত্মনে (স্বস্মৈ) অকুরুত (কৃতবান্), একং (অন্নং) পশুভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ (দত্তবান্); তস্মিন্ (একস্মিন্ অন্নে) সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং (স্থিতং)। [কিং তৎ সর্ব্বম্? ইত্যাহ—] যৎ চ (অপি) প্রাণিতি (প্রাণান্ ধারয়তি), যৎ চ ন (প্রাণান্ ন ধারয়তি), তানি (অন্নানি) সর্ব্বদা অদ্যমানানি (ভোজ্যমানানি) [অপি] কস্মাৎ (হেতোঃ) ন ক্ষীয়ন্তে (ন ক্ষয়ং যান্তি)? যো বা এতাং অক্ষিতিং (অন্নানামক্ষয়ং) বেদ (জানাতি), সঃ (বেত্তা) প্রতীকেন (উপাসনাবিশেষেণ) অন্নং অত্তি (ভক্ষয়তি); সঃ দেবান্ অপ্যেতি (প্রাপ্নোতি), সঃ ঊর্জ্জং (উৎকর্ষং) উপজীবতি, ইতি (অস্মিন্ বিষয়ে) শ্লোকাঃ (বক্ষ্যমাণা মন্ত্রাঃ) [সন্তীত্যর্থঃ] ॥৫৫॥১॥

মূলানুবাদ। পিতা অর্থাৎ আদিকর্ত্তা, মেধা ও তপস্যা দ্বারা প্রথমে যে সপ্তবিধ অন্নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার একটী অন্ন সর্ব্বসাধারণের জন্য দিয়াছিলেন, দুইটী অন্ন দেবগণের জন্য দিয়াছিলেন, তিনটী অন্ন নিজের ভোগ্য করিয়াছিলেন, আর পশুগণের উদ্দেশ্যে একটী অন্ন দিয়াছিলেন। যাহারা প্রাণধারণ করে, আর যাহারা করে না, অর্থাৎ যাহারা চেতন ও যাহারা অচেতন, সকলেই সেই অন্নে

জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জনকত্বেনেতি যাবৎ। ব্রাহ্মণমন্ত্রার্থ্য সম্বন্ধতাদাত্তি—এতন্মন্ত্রা-মিতি॥ ৫৫। ১।

ভাষ্যানুবাদ। "যৎ সপ্ত অন্নানি মেধয়া" ইত্যাদি। অবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে; তাহাতে বলা হইয়াছে যে, অবিদ্বান্ পুরুষ 'আমি অন্য, এবং আমার উপাস্য অন্য' ইত্যাকারে আত্মাতিরিক্ত দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে; বর্ণাশ্রমাভিমানী এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্মনিরত ও কামনাবান্ সেই অবিদ্বান্ পুরুষ হোমাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবগণের উপকার সাধন করত সর্ব্বভূতের ভোগ্য হয়। সমস্ত ভূতবর্গ এক একটী করিয়া নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা এই লোককে যেমন ভোগ্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি তিনি নিজেও আবার পূর্ব্বোক্ত হোমাদি পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত ভূত ও সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে প্রত্যেকেই স্বীয় বিদ্যা ও কর্ম্মানুসারে সর্ব্বজগতের ভোক্তাও বটে, ভোগ্যও বটে, এবং কর্ত্তাও বটে, কার্য্যও বটে; বিদ্যাপ্রকরণে মধুবিদ্যার প্রসঙ্গে (২য় অধ্যায়ে, ৫ম ব্রাহ্মণে) আমরা বলিব যে, কার্য্যমাত্রই কারণের মধুস্বরূপ; কারণ, তাহা দ্বারা আত্মৈকত্বজ্ঞানের সুবিধা হইতে পারে। তিনি পাঙ্‌ক্ত (পঞ্চাত্মক) হোমাদি কাম্যকর্ম্ম ও বিজ্ঞান দ্বারা আপনার ভোগ্যরূপে যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সমস্ত জগৎও কার্য্য-কারণভাবে বিভক্ত হইয়া সপ্ত অন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে; কারণ, ইহাও জীবের ভোগ্য বা ভোগার্হ; এইরূপে বিভাগ করাতেই তিনি সেই অন্ন-সমূহের পিতা নামে কথিত হন। সূত্রাকারে সংক্ষেপতঃ উক্ত অন্নসমূহ ও তাহাদের বিনিয়োগ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া উক্ত বাক্যগুলি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্রপদবাচ্য॥ ৫৫। ১॥

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতেতি, মেধয়া হি তপসাজনয়ৎ পিতা একমস্য সাধারণমিতীদমেবাস্য তৎ সাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে। স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মনো ব্যাবর্ত্ততে, মিশ্রং হ্যেতৎ।

দ্বে দেবানভাজয়দিতি হুতঞ্চ প্রহুতঞ্চ তস্মাদ্দেবেভ্যো জুহ্বতি চ প্র চ জুহ্বত্যথো আহুর্দ্দর্শপূর্ণমাসাবিতি। তস্মান্নেষ্টিযাজুকঃ স্যাৎ, পশুভ্য একং প্রায়চ্ছদিতি তৎ পয়ঃ। পয়ো হ্যেবাগ্রে মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চোপজীবন্তি, তস্মাৎ

কুমারং জাতং ঘৃতং বৈ বাগ্রে প্রতিলেহয়ন্তি স্তনং বানু-ধাপয়ন্ত্যথ বৎসং জাতমাহুরতৃণাদ ইতি, তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতি-ষ্ঠিতম্—যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ নেতি, পয়সি হীদꣳ সর্ব্বং প্রতি-ষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন।

তদ্‌যদিদমাহুঃ সংবৎসরং পয়সা জুহ্বদপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তীতি, ন তথা বিদ্যাদ্‌যদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনর্ম্মৃত্যুমপজয়ত্যেবং বিদ্বান্ সর্ব্বꣳ হি দেবেভ্যোঽন্নাদ্যং প্রযচ্ছতি।

কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্ব্বদেতি; পুরুষো বা অক্ষিতিঃ, স হীদমন্নং পুনঃ পুনর্জ্জনয়তে।

যো বৈতামক্ষিতিং বেদেতি, পুরুষো বা অক্ষিতিঃ, স হীদমন্নং ধিয়া ধিয়া জনয়তে কর্ম্মভির্যদ্ধৈতন্ন কুর্য্যাৎ ক্ষীয়েত হ; সোঽন্নমত্তি প্রতীকেনেতি, মুখং প্রতীকং মুখেনেত্যেতৎ স দেবানপিগচ্ছতি স ঊর্জ্জমুপজীবতীতি প্রশংসা ৫৬ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। [মন্ত্রার্থস্য দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ শ্রুতিঃ স্বয়মেব তদর্থমাহ—'যৎ' ইত্যাদি। 'যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতা-ইতি' ইতি প্রতীকম্। [অন্বয়ার্থঃ—হি-শব্দঃ প্রসিদ্ধিসূচকঃ;] পিতা মেধয়া (জ্ঞানেন) তপসা (কর্ম্মণা চ) যৎ অজনয়ৎ (সৃষ্টবান্) [সপ্ত অন্নানি ইতি] হি প্রসিদ্ধম্। 'একম্ অস্য সাধারণম্ ইতি' ইতি; [অন্বয়ার্থঃ—] অস্য (পিতুঃ) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) এব তৎ সাধারণম্ (সর্ব্বভোগ্যং) অন্নম্,—যৎ ইদং (লোক-প্রসিদ্ধং অন্নম্) অদ্যতে (ভুজ্যতে) [সর্ব্বৈঃ জনৈঃ]; সঃ যঃ (জনঃ) এতৎ (সাধারণম্ অন্নম্) উপাস্তে (অন্নভোগপরায়ণঃ ভবতি), সঃ পাপ্মনঃ (পাপাৎ) ন ব্যাবর্ত্ততে (মুচ্যতে); হি (যস্মাৎ) এতৎ (অন্নম্) মিশ্রং (পুণ্য-পাপ সমন্বিতম্)। 'দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ-ইতি' ইতি; [কিং তৎ অন্নম্? ইত্যাহ—] হুতং (অগ্নৌ প্রক্ষিপ্তং) চ, প্রহুতং (হোমানন্তরবলিসমর্পণং) চ; তস্মাৎ (যস্মাৎ পিত্রা এব তদন্নদ্বয়ং দেবেভ্যঃ প্রদত্তং, তস্মাৎ হেতোঃ) দেবেভ্যঃ জুহ্বতি (হোমং কুর্ব্বন্তি), প্রজুহ্বতি (বলিম্ অর্পয়ন্তি) চ। অন্যে আহুঃ (কথয়ন্তি)—দর্শ-পূর্ণমাসৌ (দর্শঃ পূর্ণমাসশ্চ যাগৌ তে

অগ্রে) ইতি; তস্মাৎ (হেতোঃ) ইষ্টিযাজুকঃ (কাম্যযাগশীলঃ) ন স্যাৎ (ন ভবেৎ), [অপিতু দর্শপূর্ণমাসপর এব স্যাদিতি ভাবঃ]। 'পশুভ্যঃ একং প্রাযচ্ছৎ-ইতি' ইতি—[কিং তদেকম্?] তৎ (একং অন্নং) পয়ঃ (দুগ্ধং); হি (যস্মাৎ) মনুষ্যাঃ চ পশবঃ চ অগ্রে (প্রথমং) পয়ঃ এব উপজীবন্তি (পিবন্তি), [অতু অন্নং]; তস্মাৎ (হেতোঃ) জাতং (ভূমিষ্ঠং) কুমারং (শিশুং) অগ্রে ঘৃতং বা (বিকল্পে) প্রতিলেহয়ন্তি, স্তনং বা অনুধাপয়ন্তি (পায়য়ন্তি); অথ (তস্মাৎ) জাতং বৎসং (শিশুং) অতৃণাদঃ (ন তৃণভোক্তা) ইতি আহুঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]। 'তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি, যচ্চ ন-ইতি' ইতি—হি (যস্মাৎ) যৎ চ প্রাণিতি (প্রাণধারণং করোতি), যৎ চ (অপি) ন [প্রাণিতি], ইদং সর্ব্বং পয়সি (দুগ্ধে) প্রতিষ্ঠিতম্; তৎ (তস্মাৎ) যৎ ইদং আহুঃ—সংবৎসরং [ব্যাপ্য] পয়সা (দুগ্ধেন) জুহ্বৎ (হোমং কুর্ব্বন্) পুনর্মৃত্যুং (পুনর্ম্মরণং) অপজয়তি (মৃত্যুম্ অতিক্রামতীত্যর্থঃ) ইতি; তথা ন বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ)—যদহঃ (যস্মিন্ অহনি) এব জুহোতি, তদহঃ (তস্মিন্ অহনি—সদ্য এব) মৃত্যুং পুনঃ অপজয়তি—এবং বিদ্বান্ (জানন্) হি (নিশ্চয়ে) দেবেভ্যঃ সর্ব্বং অন্নাদ্যং (অদনীয়ম্ অন্নং) প্রযচ্ছতি (দদাতি, যথোক্তবিজ্ঞানমেব দেবেভ্যঃ সর্ব্বান্নদানমিতি ভাবঃ)। 'কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তে অদ্যমানানি সর্ব্বদা—ইতি' ইতি—পুরুষঃ (আত্মা) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) অক্ষিতিঃ (অক্ষয়হেতুঃ), সঃ (পুরুষঃ) হি (নিশ্চয়ে) ইদম্ অন্নং পুনঃ পুনঃ জনয়তি (উৎপাদয়তি), [তস্মাৎ ন ক্ষীয়ন্তে ইতি ভাবঃ]। 'যো বা এতাম্ অক্ষিতিং বেদ—ইতি,—পুরুষো বা অক্ষিতিঃ; সঃ (পুরুষঃ) হি ধিয়া ধিয়া (জ্ঞানেন) কর্ম্মভিঃ চ ইদং অন্নং জনয়তে; যৎ (যদি) হ (প্রসিদ্ধৌ) এতৎ (জ্ঞান-কর্ম্মানুষ্ঠানং) ন কুর্য্যাৎ, [তদা] ক্ষীয়েত [অন্নম্], হ-শব্দঃ (অবধারণার্থঃ)। 'সঃ অন্নম্ অত্তি প্রতীকেন-ইতি' ইতি—মুখং (প্রধানং) প্রতীকং (প্রতীক-শব্দার্থঃ, তেন) মুখেন [অন্নম্ অত্তি] ইত্যুক্তং। সঃ দেবান্ অপিগচ্ছতি, সঃ ঊর্জ্জম্ উপজীবতি' ইতি (এতৎ) প্রশংসা (অন্ন-বিজ্ঞানস্য স্তুতিরিত্যর্থঃ) ॥৫৫॥২॥

মূলানুবাদ। [পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ—লোকের হৃদয়ঙ্গম না হইতে পারে, এই আশঙ্কায় শ্রুতি নিজেই তাহার অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—] "যৎ + + + পিতা-ইতি" ইহার

অর্থ এই—পিতা আদিকর্ত্তা মেধা দ্বারা (বিজ্ঞানের সাহায্যে) এবং তপস্যা দ্বারা অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম দ্বারা উৎপাদন করিয়াছিলেন। 'একম্ + + + ইতি,' ইহার অর্থ—তাঁহার সৃষ্ট অন্নের মধ্যে ইহা সাধারণ—সর্ব্বভোজ্য অন্ন,—যাহা সাধারণতঃ লোকে ভক্ষণ করিয়া থাকে; যে ব্যক্তি এই সাধারণ অন্নের উপাসনা করে, অর্থাৎ ইহাতেই অনুরক্ত থাকে; সে ব্যক্তি কখনই পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না; কারণ, ঐ অন্ন হইতেছে পাপ-মিশ্রিত। "দ্বে + + + অভাজয়দিতি," ইহার অর্থ—হুত ও প্রহুত, [এই দুইটী অন্ন দেবগণকে দিয়াছিলেন; হুত অর্থ—অগ্নিতে ঘৃতাদি ত্যাগ করা, আর প্রহুত অর্থ—হোমের পর উপহার প্রদান করা]; সেই কারণেই দেবতা উদ্দেশ্যে হোমও করিয়া থাকে, এবং প্রহোম (হোমের পরবর্ত্তী বলিসমর্পণ) করিয়া থাকে; আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ঐ দুইটী অন্ন—দর্শ ও পূর্ণমাস নামক দুইটি যাগ; সেইহেতু কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে তৎপর হইবে না, (পরন্তু নিত্যকর্ম্মেই মন দিবে)। 'পশুভ্যঃ + + + প্রাযচ্ছৎ ইতি", ইহার অর্থ—লোকপ্রসিদ্ধ দুগ্ধ; কারণ, অন্যান্য দ্রব্য ভক্ষণ করিবার অগ্রে [শিশু] মনুষ্য ও পশুগণ দুগ্ধই পান করিয়া থাকে; এইজন্য নবশিশু জন্মিলে পর প্রথমেই ঘৃত পান করায়, অথবা স্তন্যপান করায়; এই কারণেই নবজাত গবাদি বৎসকে 'অতৃণাদ' (তৃণভোক্তা নয়) বলা হইয়া থাকে। "তস্মিন্ + + + যচ্চ নেতি", ইহার অর্থ—যাহারা প্রাণন—শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে, আর যাহারা শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে না (স্থাবর পদার্থ), সে সমুদয়ই এই দুগ্ধরূপ অন্নে প্রতিষ্ঠিত; অতএব, কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, একবৎসর কাল দুগ্ধ দ্বারা হোম করিলে পুনর্ম্মৃত্যু জয় করে, অর্থাৎ সে দেবত্ব লাভ করে, এরূপ বুঝিবে না; পরন্তু যেই দিন হোম করে, ঠিক সেই দিনই পুনর্ম্মরণ জয় করে, [তাহাকে আর সংবৎসর অপেক্ষা করিতে হয় না]; যিনি এইরূপ জানেন, তিনি সমস্ত অন্নই দেবগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করেন। "কস্মাৎ + + + সর্ব্বদেতি"; [ইহার উত্তর—] পুরুষ (ভোক্তা) হইতেছে

—অক্ষিতি—ক্ষয় না হইবার কারণ; কেন না, পুরুষই জ্ঞান দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই অন্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। যো বা + + + বেদেতি", ইহার অর্থ—এই যে, পুরুষই অক্ষিতি অর্থাৎ অক্ষয়ের হেতু; কারণ, পুরুষই জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই অন্ন সমুৎপাদন করিয়া থাকে; পুরুষ যদি এইরূপ না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্ষয় হইয়া যাইত। "সঃ + + + প্রতীকেনেতি"—মুখই প্রতীক; সেই মুখ দ্বারা (অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন)। "সঃ + + + জীবতীতি", ইহা বিদ্যার প্রশংসা মাত্র ৫৬।২।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যৎ সপ্তান্নানি—যৎ অনবক্লৃপ্ত-ক্রিয়া-বিশেষণম্; মেধয়া প্রজ্ঞয়া বিজ্ঞানেন তপসা চ কর্ম্মণা; জ্ঞানকর্ম্মণী এব হি মেধাতপঃ-শব্দবাচ্যে, তয়োঃ প্রকৃতত্বাৎ; নেতরে মেধা-তপসী, অপ্রকরণাৎ; পাঙ্ক্তং হি কর্ম্ম জায়াদিসাধনম্; "য এবং বেদ" ইতি চানন্তরমেব জ্ঞানং প্রকৃতম্; তস্মান্ন প্রসিদ্ধয়োর্মেধাতপসোরাশঙ্কা কার্য্যা; অতো যানি সপ্তান্নানি জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জনিতবান্ পিতা, তানি প্রকাশয়িষ্যাম ইতি বাক্যশেষঃ। তত্র মন্ত্রাণামর্থস্তিরোহিতত্বাৎ প্রায়েণ দুর্বিজ্ঞেয়ো ভবতীতি তদর্থব্যাখ্যানায় ব্রাহ্মণং প্রবর্ত্ততে। তত্র যৎ, সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাজনয়ৎ পিতেতি, অস্য কোঽর্থঃ? উচ্যতে—ইতি, হি-শব্দেনৈব ব্যাচষ্টে প্রসিদ্ধার্থাবদ্যোতকেন; প্রসিদ্ধো হ্যস্য মন্ত্রস্যার্থ ইত্যর্থঃ; যদনবক্লৃপ্তং চ অনুবাদস্বরূপেণ মন্ত্রেণ প্রসিদ্ধার্থতৈব প্রকাশিতা; অতো ব্রাহ্মণমবিশঙ্কয়ৈবাহ—মেধয়া হি তপসাজনয়ৎ পিতেতি।১

নন্বু কথং প্রসিদ্ধতা অস্যার্থস্যেতি? উচ্যতে—জায়াদিকর্ম্মান্তানাং লোক-ফলসাধনানাং পিতৃত্বং তাবৎ প্রত্যক্ষমেব; অভিহিতঞ্চ—"জায়া মে স্যাৎ" ইত্যাদিনা। তত্র চ দৈবং বিত্তং বিদ্যা কর্ম্ম পুত্রশ্চ ফলভূতানাং লোকানাং সাধনং স্রষ্টৃত্বং প্রতীত্যভিহিতম্; বক্ষ্যমাণঞ্চ প্রসিদ্ধমেব। তস্মাদ্ যুক্তং বক্তুং—মেধয়েত্যাদি।২

এষণা হি ফলবিষয়া প্রসিদ্ধৈব চ লোকে; এষণা চ জায়াদ্যুপায়কম্ "এতাবান্ বৈ কামঃ" ইত্যনেন; ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে চ সর্ব্বৈকত্বাৎ কামানুপপত্তেঃ। এতেন অশাস্ত্রীয়প্রজ্ঞা-তপোভ্যাং স্বাভাবিকাভ্যাং জগৎস্রষ্টৃত্বমুক্তমেব ভবতি; স্থাবরান্তস্য চানিষ্টফলস্য কর্ম্মবিজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ। বিবক্ষিতস্তু শাস্ত্রীয় এব সাধ্য-সাধনভাবঃ, ব্রহ্মবিদ্যাবিবিৎসয়া তদ্বৈরাগ্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ—সর্ব্বো

অত্র ব্যাখ্যানলক্ষণঃ সম্বন্ধোঽন্তরোঽভিহিতঃ সাধ্যসাধনরূপো ভূয়ো-ঽবিদ্যাবিষয় ইত্যেতদাবিষ্করণস্য মন্ত্রবিদ্যারম্ভ্যেতি ।৩

তত্রান্নানাং বিভাগেন বিনিয়োগ উচ্যতে—একমস্য সাধারণমিতি মন্ত্রপদম্; তস্য ব্যাখ্যানম্—ইদমেবাস্য তৎ সাধারণমন্নমিত্যুক্তম্; অস্য ভোক্তৃসমুদায়স্য; কিং তৎ? যদিদমদ্যতে ভুজ্যতে সর্বৈঃ প্রাণিভিরহন্যহনি, তৎ সাধারণং সর্বভোক্ত্রর্থমকল্পয়ৎ পিতা সৃষ্ট্বা অন্নম্; স য এতৎ সাধারণং সর্ব-প্রাণভৃৎস্থিতিকরং ভুজ্যমানমন্নম্ উপাস্তে—তৎপরো ভবতীত্যর্থঃ; উপাসনং হি নাম তাৎপর্যং দৃষ্টং লোকে—‘গুরুমুপাস্তে’ ‘রাজানমুপাস্তে’ ইত্যাদৌ, তস্মা-চ্ছরীরস্থিত্যর্থান্নোপভোগপ্রধানঃ, নাদৃষ্টার্থকর্মপ্রধান ইত্যর্থঃ। স এবম্ভূতো ন পাপ্মনোঽধর্মাদ্ ব্যাবর্ততে ন বিমুচ্যত ইত্যেতৎ। তথাচ মন্ত্রবর্ণঃ—"মোঘমন্নং বিন্দতে" ইত্যাদিঃ; স্মৃতিরপি—"নাত্মার্থং পাচয়েদন্নম্।" "অপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।" "অন্নাদে ভ্রূণহা মার্ষ্টি" ইত্যাদিঃ। ৪

কস্মাৎ পুনঃ পাপ্মনো ন ব্যাবর্ততে? মিশ্রং হ্যেতৎ—সর্বেষাং হি স্বং তদপ্রবিভক্তং, যৎ প্রাণিভির্ভুজ্যতে, সর্বভোজ্যত্বাদেব যো মুখে প্রক্ষিপ্য-মাণোঽপি গ্রাসঃ পরস্য পীড়াকরো দৃশ্যতে—মমেদং স্যাদিতি হি সর্বেষাং তত্রাশা প্রতিবদ্ধা; তস্মান্ন পরম্ অপীড়য়িত্বা গ্রসিতুমপি শক্যতে; "দুষ্কৃতং হি মনুষ্যাণাম্" ইত্যাদি স্মরণাচ্চ।৫

গৃহিণা বৈশ্বদেবাখ্যমন্নং যদহন্যহনি নিরূপ্যত ইতি কেচিৎ। তন্ন, সর্বভোক্তৃসাধারণত্বং বৈশ্বদেবাখ্যস্যান্নস্য ন সর্বপ্রাণভৃদ্ভুজ্যমানান্নবৎ প্রত্যক্ষম্; নাপি ‘যদিদমদ্যতে’ ইতি তদ্বিষয়ং বচনমনুকূলম্। সর্বপ্রাণভৃদ্ভুজ্যমানান্নান্তঃ-পাতিত্বাচ্চ বৈশ্বদেবাখ্যস্য যুক্তং শ্বচাণ্ডালাদ্যাদ্যস্যান্নস্য গ্রহণম্, বৈশ্বদেব-ব্যতিরেকেণাপি শ্বচাণ্ডালাদ্যাদ্যান্নদর্শনাৎ, তত্র যুক্তং যদিদমদ্যত ইতি বচনম্। ৬

যদি হি তন্ন গৃহ্যেত, সাধারণশব্দেন পিত্রা অসৃষ্টত্বাবিনিযুক্তত্বে তস্য প্রসজ্যেয়াতাম্। ইষ্যতে হি তৎসৃষ্টত্বং তদ্বিনিযুক্তত্বঞ্চ সর্বস্যান্নজাতস্য। ন চ বৈশ্বদেবাখ্যং শাস্ত্রোক্তং কর্ম কুর্বতঃ পাপ্মনোঽবিনিবৃত্তির্যুক্তা; ন চ তস্য প্রতিষেধোঽস্তি। ন চ মৎস্যবন্ধনাদিকর্মবৎ স্বভাবজুগুপ্সিতমেতৎ, শিষ্টনির্বর্ত্য-ত্বাৎ, অকরণে চ প্রত্যবায়শ্রবণাৎ; ইতরত্র চ প্রত্যবায়োপপত্তেঃ; "অহমন্ন-মন্নমদন্তমদ্মি" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ।৭

দ্বে দেবানভাজয়দিতি মন্ত্রপদম্। দ্বে দেবান্নে সৃষ্ট্বা দেবানভাজয়ৎ, কে

তে কে? ইতি, উচ্যতে,—হুতঞ্চ প্রহুতঞ্চ। হুতমিত্যগ্নৌ হবনম্, প্রহুতং হুত্বা বলিহরণম্। যস্মাদ্ দ্বে এতে অন্নে হুত-প্রহুতে দেবানভাজয়ৎ পিতা, তস্মাদেতর্হ্যপি গৃহিণঃ কালে দেবেভ্যো জুহ্বতি দেবেভ্য ইদমস্মাভির্দীয়মানমিতি যথানাঃ জুহ্বতি, প্রজুহ্বতি চ—হুত্বা বলিহরণঞ্চ কুর্বত ইত্যর্থঃ। অথো অপরে আহুঃ—যে অন্নে পিত্রা দেবেভ্যঃ প্রত্তে ন হুত-প্রহুতে, কিং তর্হি? দর্শপূর্ণমাসাবিতি। দ্বিত্বশ্রবণাবিশেষাদন্তানন্তরপ্রসিদ্ধত্বাচ্চ হুত-প্রহুতে ইতি প্রথমঃ পক্ষঃ। ৮

যদ্যপি দ্বিত্বং হুতপ্রহুতয়োঃ সম্ভবতি, তথাপি শ্রৌতয়োরেব তু দর্শপূর্ণমাসয়োর্দেবার্থত্বং প্রসিদ্ধতরম্, মন্ত্রপ্রকাশিতত্বাৎ। গুণপ্রধানপ্রাপ্তৌ চ প্রধানে প্রথমতরাবগতিঃ; দর্শপূর্ণমাসয়োশ্চ প্রাধান্যং হুত প্রহুতাপেক্ষয়া; তস্মাৎ তয়োরেব গ্রহণং যুক্তম্—দ্বে দেবানভাজয়দিতি। যস্মাদ্দেবার্থমেতে পিত্রা প্রকৢপ্তে দর্শপূর্ণমাসাখ্যে অন্নে, তস্মাৎ তয়োর্দেবার্থত্বাবিঘাতায় ন ইষ্টিযাজুকঃ ইষ্টিযজনশীলঃ। ইষ্টিশব্দেন কিল কাম্যা ইষ্টয়ঃ; শাতপথী ইয়ং প্রসিদ্ধিঃ; তাচ্ছীল্যপ্রত্যয়প্রয়োগাৎ কাম্যেষ্টিযজনপ্রধানো ন স্যাদিত্যর্থঃ। ৯

পশুভ্য একং প্রাযচ্ছদিতি—যৎ পশুভ্য একং প্রাযচ্ছৎ পিতা, কিং পুনস্তদন্নম্? তৎ পয়ঃ। কথং পুনরবগম্যতে পশবোঽস্যান্নস্য স্বামিনঃ? ইতি অত আহ—পয়ো হি অগ্রে প্রথমং যস্মাৎ মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চ পয় এবোপজীবন্তীতি, উচিতং হি তেষাং তদন্নম্, অন্যথা কথং তদেবাগ্রে নিয়মেনোপজীবেয়ুঃ। ১০

কথমগ্রে তদেবোপজীবন্তীত্যুচ্যতে—মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চ যস্মাৎ তেনৈবান্নেন বর্ত্তন্তে অদ্যত্বেঽপি, যথা পিত্রা আদৌ বিনিয়োগঃ কৃতঃ, তথা; তস্মাৎ কুমারং বালং জাতং ঘৃতং বা ত্রৈবর্ণিকা জাতকর্ম্মণি জাতরূপসংযুক্তং প্রতিলেহয়ন্তি প্রাশয়ন্তি; স্তনং বা অনুধাপয়ন্তি পশ্চাৎ পায়য়ন্তি যথাসম্ভবমন্যেষাম্ স্তনমেবাগ্রে ধাপয়ন্তি মনুষ্যেভ্যোঽন্যেষাং পশূনাম্। অথ বৎসং জাতমাহুঃ—কিয়ৎপ্রমাণো বৎসঃ?—ইত্যেবং পৃষ্টাঃ সন্তঃ—অতৃণাদ ইতি—নাদ্যাপি তৃণমত্তি, অতীব বালঃ পয়সৈবাদ্যাপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। ১১

যচ্চাগ্রে জাতকর্ম্মাদৌ ঘৃতমুপজীবন্তি, যচ্চেতরে পয় এব, তৎ সর্ব্বথাপি পয় এবোপজীবন্তি; ঘৃতস্যাপি পয়োবিকারত্বাৎ পয়স্ত্বমেব। কস্মাৎ পুনঃ সপ্তমং সৎ পশ্বন্নং চতুর্থত্বেন ব্যাখ্যায়তে? কর্ম্মসাধনত্বাৎ; কর্ম্ম হি পয়ঃসাধনাশ্রয়মগ্নিহোত্রাদি; তচ্চ কর্ম্ম সাধনং বিত্তসাধ্যং বক্ষ্যমাণস্যান্নত্রয়স্য সাধ্যস্য, যথা দর্শপূর্ণমাসৌ পূর্ব্বোক্তাবন্নে; অতঃ কর্ম্মপক্ষত্বাৎ কর্ম্মণা সহ পিণ্ডীকৃত্যোপদেশঃ;

সাধনত্বাদিশেষাদর্শনস্যাদানসর্ব্বাদনকারণমিতি চ ; ব্যাখ্যানে প্রতিপত্তি-গৌরবাচ্চ—সুখং হি নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাখ্যাতুং শক্যান্তেহন্নানি, ব্যাখ্যাতানি চ সুখং প্রতীয়ন্তে ।১২

'তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন' ইতি, অত্র কোহর্থ ইত্যুচ্যতে—তস্মিন্ পয়সে পয়সি, সর্ব্বমধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবলক্ষণং কৃৎস্নং জগৎ প্রতিষ্ঠিতম্—যচ্চ প্রাণিতি প্রাণচেষ্টাবৎ, যচ্চ ন—স্থাবরং শৈলাদি । তত্র হি-শব্দেনৈব প্রসিদ্ধাবদ্যোতকেন ব্যাখ্যাতম্ । কথং পয়োন্নস্য সর্ব্বপ্রতিষ্ঠাত্বম্ ? কারণত্বোপপত্তেঃ ; কারণত্বঞ্চ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মসমবায়িত্বম্ ; অগ্নিহোত্রাদ্যাহুতিবিপরিণামাত্মকঞ্চ জগৎ কৃৎস্নমিতি শ্রুতিস্মৃতিবাদাঃ শতশো ব্যবস্থিতাঃ ; অতো যুক্তমেব হি-শব্দেন ব্যাখ্যানম্ । ১৩

যত্তু ব্রাহ্মণান্তরেষ্বিদমাহুঃ—সংবৎসরং পয়সা জুহ্বদপ পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তীতি ; সংবৎসরেণ কিল ত্রীণি ষষ্টিশতান্যাহুতীনাং সপ্ত চ শতানি বিংশতিশ্চেতি যজুষ্মতীরিষ্টকা অভিসম্পদ্যমানাঃ সংবৎসরস্য চাহোরাত্রাণি, সংবৎসরমগ্নিং প্রজাপতিমাপ্নুবন্তি ; এবং কৃত্বা সংবৎসরং জুহ্বদপজয়তি পুনর্ম্মৃত্যুম্—ইতঃ প্রেত্য দেবেষু সম্ভূতঃ পুনর্ন ম্রিয়তে ইত্যর্থঃ—ইত্যেবং ব্রাহ্মণবাদা আহুঃ । ১৪

ন তথা বিদ্যাৎ ন তথা দ্রষ্টব্যম্ ; যদহরেব জুহোতি, তদহঃ পুনর্ম্মৃত্যুমপজয়তি, ন সংবৎসরাভ্যাসমপেক্ষতে ; এবং বিদ্বান্ সন্—যদুক্তং—পয়সি হীদং সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং পয়আহুতিবিপরিণামাত্মকত্বাৎ সর্ব্বস্যেতি ; তৎ—একেনৈবাহ্না জগদাত্মত্বং প্রতিপদ্যতে, তদুচ্যতে—অপজয়তি পুনর্ম্মৃত্যুং পুনর্ম্মরণম্, সকৃৎ মৃত্বা বিদ্বান্ শরীরেণ বিযুজ্য সর্ব্বাত্মা ভবতি, ন পুনর্ম্মরণায় পরিচ্ছিন্নং শরীরং গৃহ্নাতীত্যর্থঃ । ১৫

কঃ পুনর্হেতুঃ, সকৃৎ স্বাহুত্যা মৃত্যুমপজয়তীতি ? উচ্যতে—সর্ব্বং সমস্তং হি যস্মাৎ দেবেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোহন্নাদ্যমহরহরেব তদাদ্যঞ্চ সায়ং প্রাতরাহুতিপ্রক্ষেপেণ প্রযচ্ছতি ; তদ্যুক্তং সর্ব্বাহুতিময়মাত্মানং কৃত্বা সর্ব্বদেবাত্মরূপেণ সর্ব্বৈর্দ্দেবৈরেকাত্মভাবং গত্বা সর্ব্বদেবময়ো ভূত্বা পুনর্ন ম্রিয়ত ইতি । অথৈতদপ্যুক্তং ব্রাহ্মণেন—"ব্রহ্ম বৈ স্বয়ম্ভু তপোহতপ্যত, তদৈক্ষত, ন বৈ তপস্যানন্ত্যমস্তি, হন্তাহং ভূতেষ্বাত্মানং জুহবানি ভূতানি চাত্মনীতি, তৎ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাত্মানং হুত্বা ভূতানি চাত্মনি সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যৈৎ" ইতি । ১৬

কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়ন্তেহদ্যমানানি সর্ব্বদেতি। যদা পিত্রান্নানি সৃষ্ট্বা সপ্ত পৃথক্ পৃথগ্ভোক্তৃভ্যঃ প্রত্তানি, তদাপ্রভৃত্যেব তৈর্ভোক্তৃভিরদ্যমানানি তন্নিমিত্তত্বাত্তেষাং স্থিতেঃ সর্ব্বদা নৈরন্তর্য্যেণ; কৃতকক্ষয়োপপত্তেশ্চ যুক্তস্তেষাং ক্ষয়ঃ; ন চ তানি ক্ষীয়মাণানি, জগতোহবিচ্ছিন্নরূপেণৈবাবস্থানদর্শনাৎ; ভবিতব্যাক্ষয়কারণেন; তস্মাৎ কস্মাৎ পুনস্তানি ন ক্ষীয়ন্ত ইতি প্রশ্নঃ। ১৭

তস্যেদং প্রতিবচনম্—পুরুষো বা অক্ষিতিঃ। যথাসৌ পূর্ব্বমন্নানাং স্রষ্টাসীৎ পিতা মেধয়া জায়াদিসম্বন্ধেন চ পাঙ্ক্তকর্ম্মণা জ্ঞানেন চ, তথা যেভ্যো দত্তান্যন্নানি, তেহপি তেষামন্নানাং ভোক্তারোহপি সন্তঃ পিতর এব—মেধয়া তপসা চ যতো জনয়ন্তি তান্যন্নানি। তদেতদভিধীয়তে পুরুষো বৈ যোহন্নানাং ভোক্তা, সঃ অক্ষিতিরক্ষয়হেতুঃ। কথমস্যাক্ষিতিত্বমিত্যুচ্যতে—স হি যস্মাদিদং ভুজ্যমানং সপ্তবিধং কার্য্যকরণলক্ষণং ক্রিয়াফলাত্মকং পুনঃ পুনর্ভূয়োভূয়ো জনয়তে উৎপাদয়তি, ধিয়া ধিয়া তত্তৎকালভাবিন্যা তয়া তয়া প্রজ্ঞয়া, কর্ম্মভিশ্চ বাঙ্মনঃকায়চেষ্টিতৈঃ; যদ্ যদি হ—যদেতৎ সপ্তবিধমন্নমুক্তং ক্ষণমাত্রমপি ন কুর্য্যাৎ প্রজ্ঞয়া কর্ম্মভিশ্চ, ততো বিচ্ছিদ্যেত ভুজ্যমানত্বাৎ সাতত্যেন ক্ষীয়েত হ। তস্মাদ্যথৈবায়ং পুরুষো ভোক্তান্নানাং নৈরন্তর্য্যেণ যথাপ্রজ্ঞং যথাকর্ম্ম চ করোত্যপি; তস্মাৎ পুরুষোহক্ষিতিঃ, সাতত্যেন কর্ত্তৃত্বাৎ; তস্মাদ্ভুজ্যমানান্যপি অন্নানি ন ক্ষীয়ন্ত ইত্যর্থঃ ১৮

অতঃ প্রজ্ঞাক্রিয়ালক্ষণপ্রবন্ধারূঢঃ সর্ব্বো লোকঃ সাধ্যসাধনলক্ষণঃ ক্রিয়াফলাত্মকঃ সংহতানেকপ্রাণিকর্ম্মবাসনাসন্তানাবষ্টব্ধত্বাৎ ক্ষণিকোহশুদ্ধোহসারো নদীস্রোতঃ-প্রদীপসন্তানকল্পঃ কদলীস্তম্ভবদসারঃ ফেনমায়ামরীচ্যম্ভঃ-স্বপ্নাদিসমঃ তদাত্মগতদৃষ্টীনামবিকীর্য্যমাণোহনিত্যঃ সারবানিব লক্ষ্যতে; তদেতদ্বৈরাগ্যার্থমুচ্যতে—ধিয়া ধিয়া জনয়তে কর্ম্মভির্যদ্ধৈতন্ন কুর্য্যাৎ, ক্ষীয়েত হেতি—বিরক্তানাং হি অস্মাদ্ ব্রহ্মবিদ্যা আরব্ধব্যা চতুর্থপ্রমুখেনেতি। ১

যো বৈ তামক্ষিতিং বেদেতি। বক্ষ্যমাণান্যপি ত্রীণ্যন্নান্যস্মিন্নবসরে ব্যাখ্যাতান্যেবেতি কৃত্বা তেষাং যাথাত্ম্যবিজ্ঞানফলমুপসংহ্রিয়তে—যো বৈ এতামক্ষিতিমক্ষয়হেতুং যথোক্তং বেদ—পুরুষো বা অক্ষিতিঃ, স হীদমন্নং ধিয়া ধিয়া জনয়তে কর্ম্মভিঃ, যদ্ধৈতন্ন কুর্য্যাৎ ক্ষীয়েত হেতি—সোহন্নমত্তি প্রতীকেনেত্যস্যার্থ উচ্যতে—মুখং মুখ্যত্বং প্রাধান্যমিত্যেতৎ, প্রাধান্যেনৈবান্নানাং পিতুঃ পুরুষস্যাক্ষিতিত্বং যো বেদ, সোহন্নমত্তি, নান্নং প্রতি গুণভূতঃ সন্,

দিনা। যথোক্তমন্ত্রবদিতি—পুরুষ ইতি। কথমিদং মন্ত্রপদসমূহানাং তদীয়ং ব্রাহ্মণ-মবতার্য ব্যাকরোতি—লোকোহয়মিত্যাদিনা। যথোক্তোপাসনবতো যথোক্তং ফলম্। প্রাধান্যেনৈব লোকত্রয়মিতি সম্বন্ধঃ। বিদুষোহয়ং প্রতি তদভাবে হেতুমাহ—অন্নাদ্যা-মিতি। উত্তরার্থং প্রতিগৃহ্যাতি—তোষৈস্তেবেতি। প্রশ্নতিনিত্তয়ে পদত্রয়মাহ—ত্র দেবানিত্যাদিনা ॥ ৫৬ ॥ ২।

ভাষ্যানুবাদ। 'যৎ সপ্ত অন্নানি' ইত্যাদি। 'যৎ'পদটি 'অজনয়ৎ' ক্রিয়ার বিশেষণ; 'মেধা' অর্থ—জ্ঞান, এবং 'তপঃ' অর্থ—কর্ম; এখানে জ্ঞান ও কর্মেরই প্রসঙ্গ চলিতেছে; এইজন্য জ্ঞান ও কর্মই মেধা ও তপঃ শব্দের অর্থ; কিন্তু অন্যপ্রকার মেধা ও তপস্যা অর্থ নহে; কারণ, এখানে তাহাদের কোনই প্রসঙ্গ নাই। জায়াদি-লাভের উপায়স্বরূপ পাঙ্‌ক্ত কর্ম [পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে], এবং পরেই "য এবং বেদ" বলিয়া জ্ঞানের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে; অতএব এখানে লোকপ্রসিদ্ধ মেধা ও তপস্যার আশঙ্কা করা উচিত হয় না। অতএব, পিতা জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা যে সপ্ত প্রকার অন্ন উৎপাদন করিয়াছেন, 'সে সমুদয় প্রকাশ করিব' এইরূপ বাক্য-শেষ-পূরণ করিয়া লইতে হইবে।

উক্ত মন্ত্রসমূহের অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে; এই জন্য সহজে সাধারণের বুদ্ধিগম্য হয় না; এই কারণে ব্রাহ্মণ (উপনিষদের অংশ) নিজেই সেই মন্ত্রার্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইতেছেন (১)।

তন্মধ্যে "যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাহজনয়ৎ পিতা" এই মন্ত্রের অর্থ কি? বলা হইতেছে— প্রসিদ্ধার্থ-প্রতিপাদক হি-শব্দেই উত্তর-প্রদানের কথা বলিয়া দিতেছেন; অভিপ্রায় এই যে, উক্ত মন্ত্র-সমূহের অর্থ ত প্রসিদ্ধই আছে। আর "যৎ অজনয়ৎ" (তিনি যে উৎপাদন করিয়াছিলেন). এই বাক্যটিও অনুবাদাকারে প্রযুক্ত হইয়াছে; [প্রসিদ্ধের পুনরুল্লেখকে অনুবাদ বলে];

(১) বেদ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ;—(২) মন্ত্র, (২) ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগের অধিকাংশই কর্মবিধায়ক ও কর্মে বিনিযুক্ত, আর ব্রাহ্মণভাগের অধিকাংশই মন্ত্রার্থ প্রকাশনে ও জ্ঞানোপদেশে প্রযুক্ত। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরাই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; এইজন্য বেদেরও যে অংশ মন্ত্রের রহস্য প্রকাশ করিয়াছে, সে অংশকে 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এখানেও এই দ্বিতীয় কণ্ডিকায় প্রথমোক্ত মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা রহিয়াছে; এইজন্য ভাষ্যকার ইহাকে 'ব্রাহ্মণ' শব্দে উল্লিখিত করিয়াছেন।

সুতরাং তাহা দ্বারাও ইহার প্রসিদ্ধত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে (২); এই কারণে উক্ত ব্রাহ্মণ-শ্রুতি নিঃশঙ্ক-ভাবেই বলিয়াছেন—"মেধয়া হি তপসা অজনয়ৎ পিতা" ইতি। ১

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এ কথাটী প্রসিদ্ধার্থক কিসে? হাঁ, বলা হইতেছে—জায়া হইতে কর্ম্মপর্য্যন্ত যে সমস্ত লোক-ফলের সাধন উক্ত হইয়াছে, পুরুষই সে সমুদায়ের প্রত্যক্ষসিদ্ধ পিতা, 'আমার জায়া হউক' ইত্যাদি বাক্যেও সে কথাই অভিহিত হইয়াছে; আর দৈব বিত্ত বিদ্যা, কর্ম্ম ও পুত্র যে, ফলস্বরূপ লোক-সমূহের সৃষ্টি-সাধন, এ কথাও বলা হইয়াছে; এবং পরেও যাহা বলা হইবে, তাহাও প্রসিদ্ধ আছে; অতএব "মেধয়া" ইত্যাদি কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। ২

ফলের উদ্দেশ্যেই যে এষণা বা কামনায় প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহাও জগতে সুপ্রসিদ্ধ; আর জায়া প্রভৃতি বিষয়ই যে, এষণা বা এষণার বিষয়, এ কথাও "এতাবান্ বৈ কামঃ" এই বাক্যেই অভিহিত হইয়াছে, কেননা, ব্রহ্মবিদ্যা-লাভে সর্ব্বত্র একত্ব অর্থাৎ একাত্মভাব হইয়া যায়; সুতরাং সেখানে আর কোন প্রকার কামনা হইতে পারে না; ইহা দ্বারা এ কথাও বলা হইল যে, স্বভাবসিদ্ধ অশাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা জগৎসৃষ্টি হইয়া থাকে; কেননা, স্থাবরত্বপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত যে সকল অনিষ্ট ফল, কর্ম্ম-বিজ্ঞানই তাহার নিদান। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শাস্ত্রোক্ত সাধ্য সাধনভাবই অর্থাৎ শাস্ত্রেতে যে যে কর্ম্ম ও বিজ্ঞানকে যে যে ফলের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেইরূপ কার্য্য-কারণভাবই শ্রুতির অভিপ্রেত, (কিন্তু অশাস্ত্রীয় সাধ্যসাধনভাব নহে); কারণ, ব্রহ্মবিদ্যার বিধান করাই যখন শ্রুতির অভিপ্রেত, তখন অশাস্ত্রীয় বিষয়ে বৈরাগ্য-সমুৎপাদন করাও তাহার অবশ্যই অভিপ্রেত; অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তাব্যক্তময় এই সমস্ত সংসারই অশুদ্ধ, অনিত্য, সাধ্য-সাধনভাবাপন্ন দুঃখময় এবং অবিদ্যার অধিকারভুক্ত; এইরূপ জ্ঞানবশতঃ যাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার জন্য

(২) তাৎপর্য্য—প্রসিদ্ধ বিষয়ের প্রকাশক বাক্যকে 'অনুবাদ' বলে। আলোচ্য স্থলে কেবল সপ্তপ্রকার অন্নের উৎপাদন মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে বা কখন, তাহার বিশেষ কোন কথা নাই; কাজেই ইহাকে একপ্রকার সিদ্ধবৎ নির্দ্দেশ বলা যাইতে পারে; এই জন্যই ভাষ্যকার এই কথাটিকে অনুবাদের তুল্য বলিয়াছেন।

ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপণ করা আবশ্যক; [কাজেই বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিদ্যার জন্য বৈরাগ্য সমুৎপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রেত]। ৩

তন্মধ্যে এখন প্রথমতঃ অন্নসমূহের বিভাগক্রমে বিনিয়োগ বলা হইতেছে,—"একমস্য সাধারণম্" এইটুকু হইল মন্ত্র-পদ (মন্ত্রাংশ), তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ—এই মন্ত্রে 'ইহাই সাধারণতঃ ভোক্তৃগণের সাধারণ অন্ন' এইরূপ অর্থ কথিত হইয়াছে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, সেই অন্নটী কি? [উত্তর—] সমস্ত প্রাণীরা প্রত্যহ এই যাহা ভক্ষণ করে, পিতা অন্ন সৃষ্টির পর ইহাকেই সাধারণ—সর্বভোক্তার ভোগ্যরূপে নিরূপিত করিয়াছিলেন যে ব্যক্তি, সর্বপ্রাণীর স্থিতির হেতুভূত এই সাধারণ অন্নের উপাসনা করে, অর্থাৎ এই অন্নেই একনিষ্ঠ হয়, এবংভূত সেই লোক পাপ—অধর্ম হইতে ব্যাবৃত্ত হয় না—পাপমুক্ত হয় না। জগতে তৎপরতা বা একনিষ্ঠা অর্থেও 'উপাসনা' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন—'গুরুর উপাসনা করে' 'রাজার উপাসনা করে' ইত্যাদি। অতএব বুঝিতে হইবে যে, শরীর-পোষণ করাই যাহার অন্নভক্ষণের উদ্দেশ্য, কিন্তু অদৃষ্টজনক (পুণ্যোৎপাদক) কর্মানুষ্ঠানে যাহার মনোযোগ নাই; এতাদৃশ লোকই পাপবিমুক্ত হয় না]। এতদনুরূপ মন্ত্রও আছে—'মোঘ—বিফল অন্ন লাভ করে' ইত্যাদি। স্মৃতি শাস্ত্রেও আছে—'কেবল আপনার জন্য অন্ন পাক করাইবে না', 'যে লোক ইহাদের (দেব-গণের) উদ্দেশ্যে দান না করিয়া ভোজন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই চোর,' 'ভ্রূণহা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণঘাতক (১) ব্যক্তিও তদীয় অন্নভক্ষক লাভ করিয়া পাপশুদ্ধি লাভ করে' ইত্যাদি। ৪

ভাল, পাপবিমুক্ত হয় না কেন? যেহেতু, ইহা হইতেছে পাপমিশ্রিত; কারণ, প্রাণিগণ যাহা ভোজন করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহা সর্বসাধারণের অবিভক্ত সম্পত্তি; সেই কারণেই ইহা মিশ্র বা অবিভক্ত ধন। দেখিতে পাওয়া যায়, যখনই কেহ একটি গ্রাস মুখমধ্যে নিক্ষেপ করে, তখনই তাহা অপরের পীড়াজনক হইয়া থাকে; কারণ, ঐ গ্রাসটি হইতেছে সর্বভোজ্য অর্থাৎ সকলেরই ভোজনের যোগ্য; সেই গ্রাসের উপর

(১) তাৎপর্য্য—এখানে 'ভ্রূণহা' শব্দে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণহত্যাকারী বুঝিতে হইবে; শাস্ত্র বলিতেছেন—"বরিষ্ঠ-ব্রহ্মহা চৈব ভ্রূণহেত্যভিধীয়তে" অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, সে 'ভ্রূণহা' বলিয়া আখ্যাত হয়।

সকলেরই 'ইহা আমার হউক' এইরূপ আশা হইয়া থাকে ; অতএব পরীক্ষা সমুৎপাদন না করিয়া একটী প্রাণও পরাধঃকরণ করা যায় না। স্মৃতি-শাস্ত্রেও আছে—'মনুষ্যগণের পাপ [অন্নাশ্রিত]' ইত্যাদি। ৫

কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, গৃহস্থগণ প্রত্যহ যে, বৈশ্বদেব যাগে অন্ন প্রদান করিয়া থাকে ; [ইহা হইতেছে সেই অন্ন] ; বস্তুতঃ সে অর্থ ঠিক নহে ; কারণ, 'বৈশ্বদেব' যজ্ঞে যে অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে, সর্ব্বপ্রাণিভোজ্য অন্নের ন্যায় তাহাতেও যে, সমস্ত ভোক্তার সাধারণ স্বত্ব আছে, ইহা ত প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না ; তাহার পর "যৎ ইদম্ অদ্যতে" বাক্যটিও ঐরূপ অর্থের পক্ষে অনুকূল হইতেছে না (২) ; বিশেষতঃ বৈশ্বদেব-যজ্ঞীয় অন্নও যখন সর্ব্বপ্রাণীর ভুজ্যমান অন্নেরই অন্তর্গত, তখন কুক্কুর ও চাণ্ডালাদির ভক্ষণযোগ্য অন্নেরই গ্রহণ করা উচিত ; পক্ষান্তরে, বৈশ্বদেবযজ্ঞীয় অন্ন ছাড়াও কুক্কুর ও চণ্ডালাদির ভক্ষণীয় অন্নের সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষবোধক 'ইদম্' শব্দের প্রয়োগ যুক্তিযুক্তই হয়। ৬

পক্ষান্তরে, এখানে সাধারণ অন্নবোধক অন্ন-শব্দে যদি সর্ব্বপ্রাণিভোজ্য অন্ন গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ হয় এই যে, পিতা ইহার সৃষ্টিও করেন নাই, এবং কাহারো জন্য বিনিয়োগও করেন নাই ; অথচ অন্নমাত্রই যে, তাঁহার সৃষ্ট এবং প্রাণিবিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট, ইহা সকলেরই অনুমোদিত। বিশেষতঃ শাস্ত্রোক্ত বৈশ্বদেবনামক কর্ম্মানুষ্ঠাতার পাপস্পর্শ হওয়াও যুক্তিসঙ্গত হয় না। আর বৈশ্বদেব যাগের যে, কোথাও নিষেধ আছে, তাহাও নহে ; এবং মৎস্য-হিংসাদি কার্য্যের ন্যায় ইহা যে, স্বভাবতই নিন্দিত, তাহাও নহে ; কারণ, শিষ্ট লোকেরা ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; পক্ষান্তরে, বৈশ্বদেব-যাগের অকরণে প্রত্যবায়েরও উল্লেখ আছে ; অথচ অন্নশব্দের সর্ব্বসাধারণ অন্ন অর্থ করিলে 'যে লোক অর্থিগণকে অন্ন না দিয়া নিজে অন্ন ভক্ষণ করে, আমি

(২) তাৎপর্য্য—'ইদম্' শব্দে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষগম্য বিষয় বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু বৈশ্বদেব যজ্ঞে যে, সকল প্রাণীই অন্ন ভক্ষণ করে, ইহা ত প্রত্যক্ষ হয় না ; কাজেই শ্রুতির "যৎ ইদম্ অদ্যতে" এই 'ইদম্' শব্দের অর্থ সঙ্গত হয় না, এই জন্য ভাষ্যকার বলিলেন যে, এ পক্ষে "যদিদমদ্যতে" বাক্যটিও অনুকূল হইতেছে না।

তাহাকে ভক্ষণ করি' এই মন্ত্রবচনানুসারে অত্রত্য প্রত্যবায়োক্তিও সুসঙ্গত হয়; অতএব অন্ন শব্দের সাধারণ অন্ন অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন। ৭

'দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ' ইতি মন্ত্র,—যে দুইটি অন্ন সৃষ্টি করিয়া দেব-গণের ভোগে বিনিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই দুইটি অন্ন কি কি, তাহা বলা হইতেছে—তাহা হুত ও প্রহুত; হুত অর্থ—অগ্নিতে হোম করা, আর প্রহুত অর্থ—হোমানন্তর বলি বা উপহার প্রদান করা। যেহেতু, পিতা এই দুইটি অন্নদান করিয়াছিলেন; সেই হেতু এখনও গৃহস্থগণ উপযুক্ত সময়ে দেবগণের উদ্দেশ্যে হোম করিয়া থাকে,—'আমরা এই অন্ন দেব-গণের উদ্দেশ্যে প্রদান করিতেছি' মনে করিয়া আহুতি দিয়া থাকে, এবং হোমশেষে বলিপ্রদান করিয়া থাকে। অপরে বলেন, পিতা যে, দেবগণের উদ্দেশে দুইটি অন্ন দিয়াছিলেন, তাহা হুত ও প্রহুত নহে, তবে কি? না, সে দুইটি হইতেছে দর্শ ও পূর্ণমাস নামক দুইটি যাগ। [যে অন্নে এই] দ্বিত্ব-শ্রুতির কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায়ও [বুঝিতে হইবে,] হুত ও প্রহুতের উল্লেখ প্রাথমিক অর্থাৎ আপাত উত্তরমাত্র (কিন্তু ইহা প্রকৃত উত্তর নহে)। ৮

যদিও হুত-প্রহুত সম্বন্ধেও দ্বিত্বশ্রুতির উপপত্তি সম্ভবপর হয় সত্য, তথাপি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ দর্শ ও পূর্ণমাস যাগেরই দেবান্নত্ব অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ; কারণ, মন্ত্রেই ঐরূপ অর্থ প্রকাশিত আছে। আর মুখ্য ও গৌণ, উভয়ের প্রাপ্তিসম্ভাবনাস্থলে প্রথমেই মুখ্যার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে; এবং হুত ও প্রহুত অপেক্ষা দর্শ ও পূর্ণমাস যাগের প্রাধান্যও আছে; অতএব "দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ" মন্ত্রে তদুভয়ের গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত হয়। যেহেতু, পিতা এই দর্শ-পূর্ণমাস নামক অন্ন দুইটি দেবতাগণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই হেতু যাহাতে সেই দুইটি অন্নের দেবভোগ্যত্ব ব্যাহত না হয়, তজ্জন্য লোকে ইষ্টিযাজুক অর্থাৎ কাম্যযাগানুষ্ঠানে তৎপর হইবে না।—ইষ্টি শব্দের অর্থ কাম্য (ফলাভিলাষে অনুষ্ঠেয়) যাগ; শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপই প্রসিদ্ধি আছে। যজ্ ধাতুর উত্তর 'তাচ্ছীল্য' প্রত্যয় ('উকঞ্') থাকায় বুঝিতে হইবে যে, কাম্য যজ্ঞানুষ্ঠানকে প্রধান কর্তব্য মনে করিবে না। ৯

"পশুভ্য একং প্রায়চ্ছৎ" ইতি।—পিতা পশুগণের উদ্দেশ্যে যে অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অন্নটি কি? সেই অন্ন—পয়স্ (দুগ্ধ)। ভাল, পশুগণ যে, এই অন্নের স্বামী বা অধিকারী, ইহা কিসে জানা

যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু, মনুষ্য ও পশুগণ অগ্রে—ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রথমেই দুগ্ধ ভক্ষণ করিয়া থাকে; এই দুগ্ধরূপ অন্নই তাহাদের অভ্যাস বা তাঁহা, নচেৎ প্রথমেই সকলে তাহা উপজীব্য (ভক্ষণীয়) করিবে কেন? । ১০

অগ্রে যে, তাহাই ভক্ষণ করে কেন, তাহা বলা হইতেছে—যেহেতু, পিতা প্রথমে যেরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, মনুষ্য ও পশুগণ আজও ঠিক সেই রূপেই সেই অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে; সেই হেতু ত্রৈবর্ণিকগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) জাতকর্মের সময় (১) নবজাত বালককে সুবর্ণসংযুক্ত ঘৃত লেহন করাইয়া থাকে—ভক্ষণ করাইয়া থাকে; যাহাদের জাতকর্মে অধিকার নাই, তাহারাও যথাসম্ভব ঘৃত-প্রাশনের পরে বা অগ্রে স্তনপান করাইয়া থাকে; মনুষ্যেতর প্রাণিগণ অগ্রেই স্তনপান করাইয়া থাকে। এই কারণেই নবজাত পশুবৎসকে লক্ষ্য করিয়া 'এই বৎসটির বয়স কত?' জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিরা বলিয়া থাকে যে, এটি 'অতৃণাদ' 'এখনও তৃণ ভক্ষণ করে না, অর্থাৎ অতীব শিশু কেবল দুগ্ধ দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে'। ১১

প্রথমে যে, জাতকর্ম-সময়ে ঘৃত ভক্ষণ করে, এবং অপর সকলে যে, দুগ্ধ পান করে, ইহার দ্বারা তাহারা সর্ব্বতোভাবে দুগ্ধসেবনই করিয়া থাকে; কারণ, ঘৃত ত দুগ্ধেরই বিকার বা পরিণতি; সুতরাং উহাও দুগ্ধেরই অন্তর্ভূত। ভাল, পশুর অন্ন হইতেছে সপ্তম, তবে তাহাকে চতুর্থরূপে ব্যাখ্যা করা হইতেছে কেন? [উত্তর—] যেহেতু, ইহা কর্মসাধন অর্থাৎ কর্মনিষ্পত্তির সহায়; অগ্নিহোত্রাদি কর্মগুলি সাধারণতঃ দুগ্ধরূপ সাধনসাপেক্ষ; সেই কর্মও আবার বিত্তসাধ্য এবং পরবর্তী ত্রিবিধ অন্নের সাধন, অর্থাৎ বিত্ত দ্বারা কর্ম সম্পাদন করিতে হয়, এবং সেই কর্ম দ্বারা আবার বক্ষ্যমাণ তিন প্রকার অন্ন সমুৎপাদন করিতে হয়; উদাহরণ যথা—পূর্ব্বোক্ত দর্শ-পূর্ণমাস নামক দুইটি অন্ন; অতএব কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকায় কর্ম্মের সঙ্গে মিশাইয়া একত্রে উপদেশ করা হইয়াছে; বিশেষতঃ ঘৃত ও দুগ্ধের কর্মসাধনত্ব যখন তুল্য, কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এবং অর্থগত সান্নিধ্য অপেক্ষা পাঠলব্ধ আনন্তর্য্য বা সান্নিধ্য যখন অকারণ অর্থাৎ

(১) তাৎপর্য্য—'জাতকর্ম' দশবিধসংস্কারের অন্যতম সংস্কার। পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র, পিতাকে এই সংস্কার সম্পাদন করিতে হয়। এই সংস্কারে সদ্যোজাত শিশুকে প্রথমেই স্বর্ণপাত্রস্থ ঘৃত লেহন করাইতে হয়, পরে স্তন্যপান করাইতে হয়, ঘৃত লেহনের পূর্ব্বে শিশুকে আর কিছুই খাইতে দিবে না।

উপেক্ষণীয়। ব্যাখ্যা-পৌর্ব্বাপর্য্যও ঐরূপ ক্রমকল্পনের অপর কারণ,—যাহার সঙ্গে যাহার পৌর্ব্বাপর্য্য আছে, পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে সে সমুদয়ের ব্যাখ্যা করিতেও সুবিধা হয়, কোন কষ্ট হয় না, এবং ঐরূপে ব্যাখ্যা করিলে বুঝিবার পক্ষেও বিশেষ সাহায্য হয়। ১২

"তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি, যচ্চ ন" এই অংশের অর্থ কি, তাহা বলা হইতেছে—যাহা প্রাণধারণ করে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসাদি প্রাণ-চেষ্টা করে, এবং যাহা প্রাণ ধারণের চেষ্টা করে না স্থাবর—পর্ব্বতপ্রভৃতি, অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবতাত্মক সেই নিখিল জগৎই তাহাতে—হুতে প্রতিষ্ঠিত বা আশ্রিত; যাহা বলা হইল, তাহ' যে, লোক প্রসিদ্ধ, প্রসিদ্ধিজ্ঞাপক হি-শব্দে ইহা সূচিত হইয়াছে। ভাল, পয়ঃদ্রব্যটি সর্ব্বজগতের আশ্রয় হয় কিরূপে? যে হেতু, উহা কারণ; এখানে কারণ অর্থ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মনিষ্পাদক; এই নিখিল জগৎই যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে প্রদত্ত আহুতির পরিণাম বা ফল স্বরূপ, ইহা শত শত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের স্থিরতর সিদ্ধান্ত। অতএব হি-শব্দ দ্বারা উক্তপ্রকার প্রসিদ্ধিখ্যাপন করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। ১৩

অপরাপর ব্রাহ্মণেও এই কথা বলিয়া থাকেন—সংবৎসরকাল দুগ্ধ দ্বারা হোম করিলে পুনর্ম্মরণ জয় করে; অভিপ্রায় এই যে, এক বৎসরে অগ্নিহোত্রযাগের আহুতি হয়—তিন শত ষাট, [আবার সায়ংকালের আহুতি ধরিলে সমষ্টি সংখ্যা হয়—] সাত শত কুড়ি। [যাজুষ্মতী যাগের আহুতি-সংখ্যাও এতত্ নয়; সুতরাং] সংবৎসরের দিন ও রাত্রি মিলিত হইয়া যাজুষ্মতী ইষ্টিস্বরূপ (যাগস্থানীয়) নিষ্পন্ন হয়; তাহারা সংবৎসরাত্মক অগ্নিসংজ্ঞক প্রজাপতির প্রাপ্ত হয়; এই প্রকার চিন্তাপূর্ব্বক এক বৎসর হোম করিলে পুনর্ম্মৃত্যুকে জয় করে, অর্থাৎ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া দেবলোকে জন্ম ধারণ করিয়া—পুনর্ব্বার আর মরে না, বেদের ব্রাহ্মণসমূহ এই প্রকার বলিয়া থাকেন। ১৪

কিন্তু এইরূপ বুঝিবে না অর্থাৎ এরূপ মনে করিবে না যে, যে দিনে হোম করে, ঠিক সেই দিনই পুনর্ম্মরণ জয় করে, আর সংবৎসরব্যাপী হোমের অপেক্ষা করে না; এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া জ্ঞানবান্ পুরুষ পুনর্ম্মরণ জয় করে, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, এই সমস্ত জগৎই আহুতির পরিণামস্বরূপ; সুতরাং সমস্ত জগৎই আহুতি-সাধন পয়েতে অবস্থিত (হুতাশ্রিত; অতএব এক দিনেই অর্থাৎ একদিনমাত্র হোমেই সর্ব্বজগদাত্মতাব লাভ করিয়া থাকে,

'পুনর্ম্মৃত্যু জয় করে' কথায় তাহাই বলা হইতেছে; অর্থাৎ বিদ্বান্ পুরুষ একবার মরিয়া—শরীরবিযুক্ত হইয়া সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার মৃত্যু লাভ করিবার জন্য আর পরিচ্ছিন্ন (মনুষ্যাদি শরীর) গ্রহণ করে না। ১৫

সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তিতে যে, মৃত্যুকে জয় করে, তাহার হেতু কি? বলিতেছি—যেহেতু, সে লোক সায়ং ও প্রাতঃকালীন আহুতি-সমর্পণ দ্বারা সমস্ত দেবতার উদ্দেশে সমস্ত অন্নাত অর্থাৎ ভক্ষণীয় দ্রব্য প্রদান করে; অতএব ইহা যুক্তিযুক্তই বটে যে, সমস্ত দেবতার অন্নরূপে আপনাকে আহুতিময় করিয়া—সমস্ত দেবতার সঙ্গে একাত্মভাব বা অভিন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া—নিজে সর্ব্বদেবময় হইয়া পুনর্ব্বার আর মৃত্যু লাভ করে না। স্বয়ং ব্রাহ্মণও এ কথা বলিয়াছেন—'স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তপস্যা করিয়াছিলেন; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তপস্যাতে অনন্ত ফল লাভ হয় না; আমি ভূতগণের উদ্দেশে আপনাকে এবং ভূতসমূহকেও আমাতে আহুতি প্রদান করি; অতএব আপনাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে আহুত করিয়া সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠত্বরূপ স্বারাজ্য আধিপত্য লাভ করিব' ইতি। ১৬

'সর্ব্বদা ভক্ষিত হইয়াও সেই অন্নসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না কেন?' এ কথার অর্থ এইরূপ—পিতা যে সময়ে সপ্তপ্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন প্রাণীর উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন অন্ন প্রদান করিলেন, সেই সময় হইতেই সেই সমস্ত ভোক্তৃগণকর্তৃক অন্নসমূহ নিরন্তর ভক্ষিত হইতেছে; অতএব ক্ষয়ের কারণ বিদ্যমান থাকায় সে সমুদায়ের ক্ষয় হওয়াই উচিত; অথচ সে সমস্ত অন্ন আজও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না; কারণ, আজও অন্ন-জগতের অক্ষুণ্ণরূপে অবস্থিতি দেখা যাইতেছে; অতএব, ইহা ক্ষয় না হইবার একটা কারণ অবশ্যই থাকিবে; এইজন্য জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, কি কারণে সে সমুদয় অন্নের ক্ষয় হইতেছে না? ১৭

ইহার প্রত্যুত্তর এই—"পুরুষঃ অক্ষিতিঃ",... এই পিতা প্রথমে যেমন জ্ঞান ও পত্নীসাপেক্ষ পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম দ্বারা উক্ত অন্ন সমূহের সৃষ্টি ও ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তেমনি তিনি যাহাদের উদ্দেশে অন্নপ্রদান করিয়াছেন, তাহারাও নিশ্চয়ই সেই সমুদয় অন্নের ভোক্তা ও পিতা (স্রষ্টা) বটে; কারণ, তাহারাও স্বীয় জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা সেই সমুদয় অন্ন উৎপাদন করিতেছে। সেই এই কথাই বলা হইতেছে যে, পুরুষ—যিনি অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, সেই ভোক্তাই অক্ষিতি অর্থাৎ অন্নক্ষয় না হইবার কারণ। ভাল কথা, এই পুরুষই অক্ষয়ের হেতু হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু, এই পুরুষ (জীবগণ)

কর্ম্মের ফলস্বরূপ কার্য্যকারণাত্মক এই দৃশ্যমান সপ্তপ্রকার অন্ন ভোজন করত সেই পুরুষই আবার বিবিধ বুদ্ধি দ্বারা—সময়োচিত বিশেষ বিশেষ জ্ঞান দ্বারা, এবং কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ বাক্য, মন ও শরীরের চেষ্টার সাহায্যে বারংবার উৎপাদন করিয়া থাকে; জ্ঞান ও কর্ম্মের সাহায্যে যদি কখনও যথোক্ত এই সপ্তপ্রকার অন্ন সমুৎপাদন না করিত, তাহা হইলে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হইত, অর্থাৎ নিরন্তর ভক্ষিত হইয়া নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হইত। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই পুরুষ (প্রাণিগণ যেমন সর্ব্বদা অন্ন ভক্ষণ করে, তেমনি যথাযোগ্য জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা ইহার সৃষ্টিও করে; সেই জন্যই পুরুষ 'অক্ষিতি' অর্থাৎ নিরন্তর অন্ন সমুৎপাদন করে বলিয়াই অন্নক্ষয় না হইবার কারণ; এই হেতুই সর্ব্বদা ভক্ষিত হইয়াও অন্নসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না। ১৮

অতএব বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান ও ক্রিয়াপ্রবাহানুগত, কার্য্য-কারণাত্মক ও ক্রিয়াফলস্বরূপ এবং সমষ্টিভূত বহুপ্রাণীর কর্ম্মজ বাসনা হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া ক্ষণিক, অশুভ, অসত্য, নদী-স্রোতঃ ও জলপ্রবাহের তুল্য, কদলীস্তম্ভের ন্যায় অসার (সত্যতারহিত) জলের ফেনা, মায়াময় মরীচিকা ও স্বপ্নাদি সদৃশ, কিন্তু তথাপি, সংসারাসক্ত ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট অবিকৃতভাবে অবস্থিত নিত্য সারবানের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে; লোকের হৃদয়ে বৈরাগ্যসমুৎপাদনার্থ "ধিয়া ধিয়া জনয়তে" কথায় এই তত্ত্বই জ্ঞাপন করা হইতেছে। এইরূপে বিষয়-বিরক্ত লোকদিগের জন্য চতুর্থ অন্ন হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার প্রস্তাবনা আরম্ভ করা সঙ্গত হইয়াছে। ১৯

"যো বা এতামক্ষিতিং বেদ" ইতি। যথোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারাই অপর অন্নত্রয়েরও ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে; এইরূপ মনে করিয়া শ্রুতি সেই অন্নত্রয়ের তত্ত্ববিজ্ঞানের কথা না বলিয়া কেবল ফলের মাত্র উপসংহার করিতেছেন,—যে ব্যক্তি এই অক্ষিতি অর্থাৎ অন্নক্ষয় না হইবার যথোক্ত কারণ অবগত হন, পুরুষই এই অন্নসমূহের অক্ষিতি, পুরুষই স্বীয় জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই অন্নসৃষ্টি করিয়া থাকে; পুরুষ যদি সৃষ্টি না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্নের ক্ষয় হইয়া যাইত—এই রহস্য জানেন, তিনি প্রতীক দ্বারা অন্নভক্ষণ করেন। এ কথার অর্থ বলা হইতেছে—মুখ অর্থ—মুখ্য—প্রাধান্য; যে লোক অন্নস্রষ্টা পুরুষকেই অক্ষয়ের প্রধান হেতু বলিয়া জানেন, তিনি অন্ন ভোগ করেন, কখনই অন্নের অধীন হন না, অর্থাৎ যথোক্ত বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষ অন্নসমূহের আত্মভূত হইয়া অন্নসমূহের ভোক্তাই হন, কিন্তু কখনও অন্ন

লোকের ন্যায় ভোক্তা প্রাপ্ত হন না। তিনি দেবত্বপদকে প্রাপ্ত হন এবং উত্তম জীবিকা লাভ করেন,' একথার অর্থ—দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন—দেবতা প্রাপ্ত হন; ঊর্জ—অমৃত ভোগ করেন; ইহা কেবল প্রশংসাবাদ; কারণ তাহার পক্ষে কিছুই অপূর্ব—অভিনব ভোগ্য নাই। ৫৬॥২॥

ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুত অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি।

কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধী-র্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব, তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা বিজানাতি, যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব সা।

এষা হ্যন্তমায়ত্তৈষা হি ন, প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানোঽন ইত্যেতৎ সর্ব্বং প্রাণ এবৈতন্ময়ো বা অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ—"ত্রীণি আত্মনে অকুরুত" ইতি, [ইদং প্রতীকধারণায় ব্যাচষ্টে—] মনঃ বাচং প্রাণং—তানি (ত্রীণি অন্নানি) আত্মার্থং (আত্মনঃ ভোগায়) অকুরুত (অকরোৎ) [পিতা ইতি শেষঃ]। [মনসোঽস্তিত্বে নিদর্শনমাহ] অন্যত্রমনাঃ (বিষয়ান্তরাসক্তচেতাঃ) অভূবম্, [অতএব] ন অদর্শং (ন দৃষ্টবান্ অস্মি); অন্যত্রমনা অভূবং, ন অশ্রৌষং (ন শ্রুতবান্ অস্মি); [কুত এতৎ?] হি (যস্মাৎ) মনসা এব পশ্যতি, মনসা এব শৃণোতি। [মনসঃ স্বরূপমাহ] কামঃ (স্ত্রীসম্ভোগাভিলাষঃ), সংকল্পঃ (নীল-পীতাদিভেদবিকল্পনম্), বিচিকিৎসা (সংশয়জ্ঞানং), শ্রদ্ধা (শাস্ত্রোক্তকর্মাদিষু আস্তিক্যবুদ্ধিঃ), অশ্রদ্ধা (তত্রাসত্যতাবুদ্ধিঃ), ধৃতিঃ (দেহাদ্যবসাদে উত্তম্ভনং ধারণমিতি যাবৎ), অধৃতিঃ (তদ্বিপর্য্যয়ঃ), হ্রীঃ (লজ্জা), ধীঃ (জ্ঞানং), ভীঃ (ভয়ং), এতৎ সর্ব্বং মন এব (মনসঃ অন্তঃকরণস্য এতে ধর্ম্মা ইত্যর্থঃ), তস্মাৎ (মনসঃ সত্ত্বাৎ) (হেতোঃ) পৃষ্ঠতঃ (চক্ষুরগোচরে) উপস্পৃষ্টঃ [অপি সন্] বিজানাতি (বিশেষেণ অবগচ্ছতি—অমুকস্য স্পর্শ ইতি)। [বাচঃ স্বরূপং প্রদর্শয়তি—] যঃ কশ্চ (যঃ কশ্চিৎ) শব্দঃ (ধ্বনিঃ), সা (সঃ)

বাক্ এব; [অতঃ বাচঃ কার্য্যম্ উচ্যতে—] এষা (বাক্) হি (এব) অন্তং (বাচ্যাভিধাননির্ণয়ং) আয়ত্তা (অনুগতা—বক্তব্যপ্রকাশিকা), হি (যস্মাৎ) এষা বাক্ পুনঃ ন [অন্য প্রকাশ্যা]। [অথেদানীং প্রাণসত্তাং দর্শয়তি—] প্রাণঃ (মুখনাসিকাদিস্থানবর্ত্তী বায়ুবিশেষঃ) অপানঃ (অধোগামী), ব্যানঃ (সর্ব্বদেহবর্ত্তী), উদানঃ (উৎক্রমণহেতুঃ), সমানঃ (রসরুধিরাদি-পরিণামহেতুঃ), অনঃ (প্রাণানাং চেষ্টাসামান্যং) ইতি এতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব, (ন প্রাণাদতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ)। অয়ং দৃশ্যমানঃ আত্মা (দেহপিণ্ডঃ) এতন্ময়ঃ (এভিঃ অন্নৈরারব্ধঃ) বাঙ্ময়ঃ, মনোময়ঃ প্রাণময় ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭॥৩॥

অনুবাদ। "ত্রীণি আত্মনে অকুরুত" এই বাক্যের অর্থ বলিতেছেন [আদিকর্ত্তা] মনঃ, বাক্ ও প্রাণ, এই তিনটী অন্ন আত্মার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন; [লোকে বলিয়া থাকে—] 'আমার মন অন্য বিষয়ে ছিল, তাই শুনিতে পাই নাই', [ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে,] মন দ্বারাই দর্শন করে, এবং মন দ্বারাই শ্রবণ করে। তাহার পর, কাম (ভোগাভিলাষ), সঙ্কল্প (ভাল মন্দ চিন্তা) বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা (শাস্ত্রে ও আচার্য্য-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস), অশ্রদ্ধা (শ্রদ্ধার বিপরীত), ধৃতি (ধৈর্য্য), অধৃতি (ধৈর্য্যের বিপরীত), হ্রী (লজ্জা), ধী (বুদ্ধিবৃত্তি) ও ভী (ভয়), এ সমস্ত মনই (মনেরই ধর্ম্ম); সেই কারণেই পশ্চাদ্ভাগে কেহ স্পর্শ করিলেও বুঝিতে পারে যে, [ইহা-দিগের স্পর্শ]। যে কোনও রকম শব্দ, তাহা বাক্-ই (বাক্যের অতিরিক্ত নহে), এই বাক্ অন্তের অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ের প্রকাশনে পর্য্যাপ্ত, কিন্তু ইহা অপরের প্রকাশ্য নহে। তাহার পর, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান ও অন—এ সমস্তও প্রাণই; আত্মাও এতন্ময়, বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময় অর্থাৎ বাক্ মন ও প্রাণই তাহার বিশেষ্য সাধন ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পাঙ্‌ক্তস্য কর্ম্মণঃ ফলভূতানি যানি ত্রীণ্যন্না-ন্যুপক্ষিপ্তানি, তানি কার্য্যত্বাৎ বিস্তীর্ণবিষয়ত্বাচ্চ পূর্ব্বেভ্যোহন্নেভ্যঃ পৃথগুৎ-কৃষ্টানি; তেষাং ব্যাখ্যানার্থ উত্তরো গ্রন্থ আ ব্রাহ্মণপরিসমাপ্তেঃ। ত্রীণ্যাত্মনেহকুরুতেতি। কোহস্যার্থঃ? ইত্যুচ্যতে—মনঃ বাক্ প্রাণঃ, এতানি

ত্রীণ্যন্নানি ; তানি মনো বাচং প্রাণঞ্চ আত্মনে আত্মার্থমকুরুত কৃতবান্ সৃষ্ট্বা আদৌ পিতা । ১

তেষাং মনসোঽস্তিত্বং স্বরূপঞ্চ প্রতি সংশয় ইত্যত আহ—অস্তি তাবৎ মনঃ শ্রোত্রাদিবাহ্যকরণব্যতিরিক্তম্ ; যত এবং প্রসিদ্ধম্—বাহ্যকরণ-বিষয়াত্মসম্বন্ধে সত্যপি অভিমুখীভূতং বিষয়ং ন গৃহ্ণাতি, কিং দৃষ্টবানসীদং রূপম্ ? ইত্যুক্তো বদতি—অন্যত্র মে গতং মন আসীৎ, সোঽহমন্যত্রমনা আসং নাদর্শম্, তথেদং শ্রুতবানসি মদীয়ং বচঃ ? ইত্যুক্তঃ অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষং ন শ্রুতবানস্মীতি । তস্মাদ্ যস্যাসন্নিধৌ রূপাদিগ্রহণ-সমর্থস্যাপি সতশ্চক্ষুরাদেঃ স্বস্ববিষয়সম্বন্ধে রূপশব্দাদিজ্ঞানং ন ভবতি, যস্য চ ভাবে ভবতি, তদস্তি মনো নামান্তঃকরণং সর্বকরণবিষয়যোগীত্য-বগম্যতে । তস্মাৎ সর্বো হি লোকো মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি, তদ্ব্যগ্রত্বে দর্শনাদ্যভাবাৎ । ২

অস্তিত্বে সিদ্ধে মনসঃ স্বরূপার্থমিদমুচ্যতে—কামঃ স্ত্রীব্যতিকরাভিলা-ষাদিঃ, সঙ্কল্পঃ প্রত্যুপস্থিতবিষয়বিকল্পনং শুক্লনীলাদিভেদেন, বিচিকিৎসা সংশয়জ্ঞানম্, শ্রদ্ধা অদৃষ্টার্থেষু কর্মসু আস্তিক্যবুদ্ধির্দেবতাদিষু চ, অশ্রদ্ধা তদ্বিপরীতা বুদ্ধিঃ, ধৃতিঃ ধারণং—দেহাদ্যবসাদে উত্তম্ভনম্, অধৃতিঃ তদ্বিপর্যয়ঃ, হ্রীঃ লজ্জা, ধীঃ প্রজ্ঞা, ভীঃ ভয়ম্, ইত্যেতৎ এবমাদিকং সর্বং মন এব— মনসোঽন্তঃকরণস্য রূপাণ্যেতানি । মনোঽস্তিত্বং প্রত্যন্যচ্চ কারণমুচ্যতে— তস্মান্মনো নামাস্ত্যন্তঃকরণম্, যস্মাৎ চক্ষুষো হ্যগোচরে পৃষ্ঠতোঽপ্যুপস্পৃষ্টঃ কেনচিৎ হস্তস্যায়ং স্পর্শঃ জানোরয়মিতি বিবেকেন প্রতিপদ্যতে ; যদি বিবেককৃন্মনো নাম নাস্তি, তর্হি ত্বঙ্মাত্রেণ কুতো বিবেকপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ ; যত্তদ্বিবেকপ্রতিপত্তিকারণম্, তন্মনঃ । ৩

অস্তি তাবন্মনঃ, স্বরূপঞ্চ তস্যাধিগতম্ । ত্রীণ্যন্নানীহ ফলভূতানি কর্মণাং মনোবাক্প্রাণাখ্যানি অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবঞ্চ ব্যাচিখ্যাসিতানি । তত্রা-ধ্যাত্মিকানাং বাঙ্মনঃপ্রাণানাং মনো ব্যাখ্যাতম্ । অথেদানীং বাগ্বক্তব্যে-ত্যারভ্যতে—যঃ কশ্চিল্লোকে শব্দো ধ্বনিস্তাল্বাদিব্যঙ্গ্যঃ প্রাণিভির্বর্ণাদিলক্ষণঃ ইতরো বা বাদিত্রমেঘাদিনিমিত্তঃ, সর্বো ধ্বনির্বাগেব সা । ইদং তাবদ্বাচঃ স্বরূপমুক্তম্ । ৪

অথ তস্যাঃ কার্য্যমুচ্যতে—এষা বাক্ হি যস্মাদ্ অন্তমভিধেয়াবসানমভিধেয়-নির্ণয়ম্ আয়ত্তা অনুগতা, এষা পুনঃ স্বয়মভিধেয়বৎ প্রকাশ্যা অভিধেয়প্রকা-

শিকৈব প্রকাশাত্মকত্বাৎ প্রদীপাদিবৎ; ন হি প্রদীপাদি প্রকাশঃ প্রকাশান্তরেণ প্রকাশ্যতে, তদ্বদ্বাক্ প্রকাশিকৈব স্বয়ং, ন প্রকাশ্যা-ইত্যনবস্থাং শ্রুতিঃ পরিহরতি এষা হি ন প্রকাশ্যা, প্রকাশকত্বমেব বাচঃ কার্যমিত্যর্থঃ। ৫

অথ প্রাণ উচ্যতে—প্রাণো মুখনাসিকাসঞ্চার্যো হৃদয়বৃত্তিঃ প্রণয়নাৎ প্রাণঃ; অপনয়নান্মূত্রপুরীষাদেরপানোঽধোবৃত্তিঃ আ নাভিস্থানঃ; ব্যানো ব্যায়মনকর্মা ব্যানঃ—প্রাণাপানয়োঃ সন্ধির্বীর্যবৎকর্মহেতুশ্চ; উদান উৎকর্ষোর্দ্ধগমনাদিহেতুরাপাদতলমস্তকস্থান ঊর্দ্ধবৃত্তিঃ; সমানঃ সমং নয়নাদ্ভুক্তস্য পীতস্য চ কোষ্ঠস্থানোঽন্নপক্তা, অন ইত্যেষাং বৃত্তিবিশেষাণাং সামান্যভূতা সামান্যদেহচেষ্টাসম্বন্ধিনী বৃত্তিঃ, এবং যথোক্তং প্রাণাদিবৃত্তিজাতমেতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব। প্রাণ ইতি বৃত্তিমানাধ্যাত্মিকোঽত্র উক্তঃ; কর্ম চাস্য বৃত্তিভেদপ্রদর্শনেনৈব ব্যাখ্যাতম্। ৬

ব্যাখ্যাতান্যাধ্যাত্মিকানি মনোবাক্প্রাণাখ্যান্যন্নানি; এতন্ময় এতদ্বিকারঃ প্রাজাপত্যৈরেতৈর্বাঙ্মনঃপ্রাণৈরারব্ধঃ। কোঽসাবয়ং কার্য্যকারণসঙ্ঘাতঃ? আত্মা পিণ্ড আত্মস্বরূপত্বেনাভিমতোঽবিবেকিভিরবিশেষেণৈতন্ময় ইত্যুক্তস্য বিশেষেণ বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময় ইতি স্ফুটীকরণম্। ৫। ৩।

টীকা। সাধনাত্মকমন্ত্রচতুষ্টয়মন্নাত্মকারণবাক্যতিরস্কারপ্রক্ষেপেণ পুরুষোপাসনস্য ফলং চোক্তমিদানীং ব্রাহ্মণমন্ত্রাধ্যয়নপ্রবৃত্ত তাৎপর্য্যমাহ—পাঙ্ক্তস্যেত্যাদিনা। ব্রাহ্মণশেষস্য তাৎপর্য্যমুক্ত্বা মন্ত্রেষ্বনুক্তাকাঙ্ক্ষাবান্ ব্রাহ্মণমুখোপ বাচ্যতে—ত্রীণীত্যাদিনা। আদকর্ত্তৃতাঃ সপ্তান্নানি সন্তি। চত্বারি ভোক্তৃভ্যো বিভজ্য ত্রীণ্যাত্মার্থং কল্পিতবান্ পিতা কল্পিতবানিত্যর্থঃ। ১

অন্যত্রমনা অভূবমিত্যাদি বাক্যমুপাদত্তে তেষামিতি। বক্ষ্যমাণার্থা! তত্র মনসোঽস্তিত্বে বাদী সাধয়তি—অস্তি তাবদিতি। আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিধৌ সত্যপি কদাচিদেবার্থজ্ঞানমন্যদা নেত্যুপলব্ধিপরিদর্শনাদন্যত্রমনা অভূবমিত্যর্থাদিসান্নিধ্যে জ্ঞানকালাচিৎকত্বাদুপপত্তির্মনঃসাধিকেত্যর্থঃ। লোকপ্রসিদ্ধিরপি তত্র প্রমাণমিত্যাহ—যস্ত ইতি। অতোঽস্তি বাহ্যকরণাতিরিক্তং বিষয়গ্রাহি করণমিতি শেষঃ। তামেব প্রসিদ্ধিমুদাহরণনিষ্ঠতয়োপপাদয়তি—কিং দৃষ্টবানিত্যাদিনা। তত্রৈবান্বয়ব্যতিরেকাবুপন্যস্যতি—তস্মাদিতি। যথোক্তার্থাপত্তিলোকপ্রসিদ্ধিবশাদিতি যাবৎ। বিষয়বাহ্যকরণাতিরিক্তাপেক্ষং ভবিষ্যদ্ সত্যপি কাদাচিৎকত্বাদৃষ্টবদিত্যনুমানং তত্রোক্তার্থঃ। তস্মাদনুমানাদস্তি মনো নামেতি সম্বন্ধঃ। রূপাদিগ্রহণসমর্থস্যাপি সত ইতি প্রমাত্রোচ্যতে। অন্তঃকরণস্য চক্ষুরাদিভ্যো বৈলক্ষণ্যমাহ—অন্তরিতি। সমনন্তরবাক্যং কল্পিতার্থবিষয়ত্বেনোপাদত্তে—তস্মাদিতি। মুখ্যমেবোক্তং হেতুং স্পষ্টয়তি—তস্যাপ্রত্যক্ষ ইতি। ২

কামাদিবাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে মনসঃ স্বরূপং প্রতি সংশয়ং নিরস্যতি—অস্তিত্ব ইতি।

(কার্য্যও) বিস্তীর্ণ (বহু), এইজন্য পূর্ব্ববর্ত্তী অন্নসমূহ অপেক্ষা স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট ; সেই অন্নত্রয়ের ব্যাখ্যার জন্য পরবর্ত্তী সমগ্র ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে ।

"ত্রীণি আত্মনে অকুরুত" এই শ্রুতির অর্থ কি, তাহা বলা হইতেছে—মনঃ, বাক্ ও প্রাণ, এই তিনটি অন্ন ; পিতা প্রথমে মনঃ, বাক্ ও প্রাণ এই তিনটি অন্ন সৃষ্টি করিয়া আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন । ১

তন্মধ্যে মনের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ে লোকের সংশয় আছে ; এইজন্য বলিতেছেন—শ্রোত্রাদি বহিরিন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত মন-নামে একটি বস্তু নিশ্চয়ই আছে ; যেহেতু, এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে যে, বহিরিন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ সংঘটিত হইলেও ইন্দ্রিয়গণ সে বিষয়ের গ্রহণ করে না ; যেমন—'তুমি কি এই রূপটি দর্শন করিয়াছ ?' এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, আমার মন অন্য বিষয়ে সন্নিবিষ্ট ছিল, বিষয়ান্তরে নিবিষ্টচিত্ত থাকায় আমি ইহা দেখি নাই ; সেইরূপ, 'তুমি কি আমার উচ্চারিত এই শব্দ শুনিয়াছ ?' জিজ্ঞাসা করিলে লোকে বলিয়া থাকে,—'আমার মন অন্য বিষয়ে ছিল, তাই [তোমার শব্দ] শুনিতে পাই নাই ।' অতএব বুঝাইতেছে যে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় রূপপ্রভৃতি বিষয়-গ্রহণে সমর্থ হইলেও এবং নিজ নিজ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিলেও যাহার অসন্নিধানে রূপ ও শব্দাদি বিষয়ে জ্ঞান হয় না ; অথচ যাহার সন্নিধান থাকিলে রূপ ও শব্দাদি বিষয়ে জ্ঞান হয়, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রাহিকাশক্তির সহায়ভূত মনঃ নামে একটি স্বতন্ত্র অন্তঃকরণ আছে । অতএব, মনের ব্যগ্রতাবস্থায় যখন দর্শনাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় না, তখন মনের সাহায্যেই যে সকল লোকে দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । ২

এইরূপে মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল, এখন তাহার স্বরূপবিজ্ঞানার্থ এই কথা বলা হইতেছে—কাম—স্ত্রীসমালিঙ্গনাদির অভিলাষ, সংকল্প—সম্মুখে উপস্থিত বিষয়-বিষয়ে বিকল্পনা অর্থাৎ ইহা শুক্ল বা নীল—ইত্যাদি বিতর্ক, বিচিকিৎসা—সংশয়াত্মক জ্ঞান, শ্রদ্ধা—অদৃষ্টার্থ—পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্মে এবং দেবতা প্রভৃতি বিষয়ে আস্তিক্যবুদ্ধি (সত্যতাজ্ঞান—বিশ্বাস), অশ্রদ্ধা—শ্রদ্ধার বিপরীত, ধৃতি—ধারণ করা অর্থাৎ দেহাদির অবসন্নতাদশায় উত্তম্ভন—উত্তেজনা করা ; অধৃতি—ধৃতির বিপরীত, হ্রী—লজ্জা, ধী—প্রজ্ঞা অর্থাৎ বোধশক্তি, ভী—ভয়, এ সমস্ত মনই, অর্থাৎ এ সমস্তই অন্তঃকরণ মনের স্বরূপ ।

মনের অস্তিত্ববিষয়ে আরও কারণ বলা হইতেছে—যেহেতু চক্ষুর অগোচরে অর্থাৎ যে স্থান চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, সেরূপ স্থানেও যদি কেহ স্পর্শ করে, তাহা হইলেও কেবল মনের সাহায্যেই বিস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারা যায় যে, এটি হস্তের স্পর্শ, কিংবা এটি জানুদেশের স্পর্শ ; ইহা হইতেও মনোনামক অন্তঃকরণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। যদি অনুভবগত পার্থক্য বোধের উপায়স্বরূপ মন না থাকিত, তাহা হইলে শুধু ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে কখনই ঐরূপ বিবেকবোধ হইত না ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, যাহা দ্বারা ঐরূপ স্পর্শবিবেক নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই মন। ৩

মনের অস্তিত্ব সাধিত হইল, এবং তাহার স্বরূপও নিরূপিত হইল ; অতঃপর কর্ম্মের ফলস্বরূপ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবাত্মক মনঃ, বাক্ ও প্রাণনামক অন্নত্রয়ের ব্যাখ্যা করিতে হইবে ; তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক বাক্, মনঃ ও প্রাণ-নামক অন্নত্রয়ের মধ্যে মনের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহার পর এখন বাক্-নামক অন্নের স্বরূপাদি বলা আবশ্যক ; এতদর্থে পরবর্ত্তী বাক্যের অবতারণা করা হইতেছে।—জগতে যে কোন প্রকার শব্দ—প্রাণিগণের কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি স্থানে অভিব্যক্ত অকারাদি বর্ণাত্মক ধ্বনি, অথবা বাদ্যযন্ত্র ও মেঘাদি-সমুত্থিত অন্য প্রকার ধ্বনি, (১) সে সমস্ত ধ্বনি বাক্ই অর্থাৎ বাক্ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে। ৪

অতঃপর তাহার কারণ বলা হইতেছে—যেহেতু এই বাক্ অন্তের—অভিধেয়াবসানের অর্থাৎ যাথার্থ্য নির্ণয়ের অনুগত ; অভিধেয় বা বাচ্যার্থ যেমন বাক্যের প্রকাশ্য, এই বাক্ কিন্তু সেরূপ কাহারো প্রকাশ্য নহে, পরন্তু বাক্যার্থেরই প্রকাশিকা ; কারণ, বাক্ হইতেছে—প্রদীপাদির ন্যায় প্রকাশ-স্বভাব ; প্রদীপ প্রভৃতি প্রকাশ বা আলোকপদার্থ কখনও অপর প্রকাশ দ্বারা

(১) তাৎপর্য্য—শব্দ সাধারণতঃ দুইপ্রকার, বর্ণ ও ধ্বনি ; তন্মধ্যে বর্ণাত্মক শব্দগুলি কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি স্থানে আভ্যন্তরীণ বায়ুর প্রেরণা দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে ; যে বর্ণ যে স্থানের স্পর্শে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাকে সেই নামে অভিহিত করা হয় ; যেমন—'অ', কবর্গ, 'হ' ও বিসর্গ, ইহারা কণ্ঠের সাহায্যে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া কণ্ঠ্যবর্ণ। বর্ণ উচ্চারণের স্থান আটটি, যথা,—'অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চ।" এতদতিরিক্ত আর একপ্রকার শব্দ আছে, তাহার নাম ধ্বনি ; ধ্বনি-শব্দ সাধারণতঃ আঘাতব্যাপারের ফল ; মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য বস্তুর পরস্পর আঘাতে এই ধ্বনির সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ" ইত্যাদি।

প্রকাশিত হয় না, তেমনি এই বাক্ও অপরেরই প্রকাশক হয়, কিন্তু নিজে কাহারও প্রকাশ্য হয় না। এইরূপে শ্রুতি নিজেই আপতিত অনবস্থা দোষের পরিহার করিয়া বলিতেছেন—নিশ্চয়ই এই বাক্ প্রকাশ্য নহে; পরকে প্রকাশিত করাই ইহার কার্য্য (২)। ৫

অতঃপর প্রাণের কথা বলা হইতেছে—প্রাণ অর্থ—মুখ ও নাসিকা-প্রদেশে সঞ্চরণশীল হৃদয়স্থ বায়ুবৃত্তি বা বায়ুর ব্যাপারবিশেষ; সম্মুখদিকে নিঃসরণ করে বলিয়া—প্রাণনামে অভিহিত হয়; অপান অর্থ—অধোদেশগামী বায়ুবৃত্তিবিশেষ, মলমূত্রাদি অপনয়ন করে বলিয়া অপান নামে অভিহিত হয়; হৃদয় হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত ইহার প্রচারস্থান। তাহার নাম ব্যান, বিশেষরূপে সংযমন করা যাহার কার্য্য; ব্যান বায়ু প্রাণ ও অপানের সন্ধি-স্থানীয় এবং বীর্য্যসাধ্য কর্ম্মের নিষ্পাদক; উদান—উত্তমরূপে ঊর্দ্ধগমনাদি কার্য্য নিষ্পাদনের হেতুস্বরূপ—ঊর্দ্ধগামী, পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ইহার অবস্থিতির স্থান; সমান—ভুক্ত ও পীত অন্নরসাদির সমীকরণ করে, ইহা কোষ্ঠে (জঠরে) অবস্থান করে, এবং ভুক্ত বস্তুর পরিপাক করে; অন অর্থ—বায়ুর বৃত্তিবিশেষ; উক্ত প্রাণ প্রভৃতির যে, সর্ব্বপ্রকার দৈহিক চেষ্টা-সম্পর্কিত সাধারণ ব্যাপার, তাহার নাম অন; এই যে সমস্ত প্রাণাদি বৃত্তির কথা বলা হইল, ফলতঃ এ সমস্ত প্রাণও (প্রাণাতিরিক্ত নহে)। প্রাণ শব্দে প্রাণনাদি বৃত্তিবিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অন অর্থাৎ সাধারণ বায়ুবৃত্তি উক্ত হইল; প্রাণনাদি বিশেষ বিশেষ বৃত্তিপ্রদর্শনেই ইহার কার্য্যও প্রদর্শিত হইল (১)। ৬

---

(২) তাৎপর্য্য—শব্দসম্বন্ধে অনবস্থাদোষের আপত্তি এইরূপে হইতে পারে—শব্দ যদি স্বপ্রকাশ না হইত, তাহা হইলে শব্দ যেরূপ অর্থ প্রকাশ করে, তদ্রূপ শব্দ-প্রকাশের জন্যও অপর প্রকাশকের আবশ্যক হইত; আবার সেই তৃতীয় প্রকাশকের প্রকাশের জন্যও অপর প্রকাশকের আবশ্যক হইত, এইরূপে চিরকাল প্রকাশকের অপেক্ষা থাকিয়া যাইত; ফলে কোন শব্দই অর্থপ্রকাশনে সমর্থ হইত না, এইজন্য শব্দকে স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার বলিয়া দিলেন যে, 'বাক্ প্রকাশিকৈব, স্বয়ং ন প্রকাশ্যা' ইতি।

(১) তাৎপর্য্য—প্রাণ পদার্থটা কি; এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে; তন্মধ্যে যে দুইটি প্রধান ও বিচারসহ, তাহারই উল্লেখ করিতেছি—সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—"সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ" অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান, এই যে পাঁচটি বায়ুভেদ, ইহারা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; পরন্তু মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ করণনিচয়ের সাধারণ ব্যাপার মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, অন্তঃকরণ প্রভৃতি প্রতিনিয়তই নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন

এইরূপ মন, বাক্ ও প্রাণ-নামক অন্নত্রয় বর্ণিত হইল। 'এতন্ময়' অর্থ—প্রজাপতিসম্পর্কিত এই সমস্ত বাক্, মন ও প্রাণ দ্বারা ইহা নির্ম্মিত; এই দেহেন্দ্রিয় সমষ্টিভূত সেই বস্তুটি কি? তাহা আত্মা; আত্মা অর্থ এখানে দেহ-পিণ্ড; অবিবেকী লোকেরা অজ্ঞানবশতঃ এই দেহপিণ্ডকেই আত্মা বলিয়া মনে করে; এইজন্য ইহাকে 'আত্মা' বলা হইল। 'এতন্ময়' শব্দে যাহার সাধারণাকারে উল্লেখ করা হইয়াছে, 'বাঙ্ময়', 'মনোময়' ও 'প্রাণময়' শব্দে তাহাকেই বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়া পরিস্ফুট করা হইল। ৩৭। ৩।

আভাসভাষ্যম্। তেষামেব প্রাজাপত্যানামন্নানামাধিভৌতিকো বিস্তারোঽভিধীয়তে—

আভাসভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর উক্ত প্রাজাপত্য অন্নসমূহের আধিভৌতিক বিস্তার বর্ণিত হইতেছে—

ত্রয়ো লোকা এত এব, বাগেবায়ং লোকো মনোঽন্তরিক্ষ-লোকঃ প্রাণোঽসৌ লোকঃ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

সরলার্থ।—এতে (বাঙ্-মনঃ-প্রাণাঃ) এব ত্রয়ঃ লোকাঃ (ভূর্ভুবঃ-স্বর্নামানঃ), নৈতেভ্যো ব্যতিরিক্তাস্তে ইতি ভাবঃ)। [তত্র বিশেষমাহ—] বাক্ এব অয়ং (দৃশ্যমানঃ) লোকঃ (ভূঃ), মনঃ অন্তরিক্ষলোকঃ, তথা প্রাণঃ অসৌ লোকঃ (স্বর্লোকঃ)। [উক্তমন্নত্রয়মেবং চিন্তনীয়ম্ ইতি ভাবঃ] ॥৫৮॥৪॥

মূলানুবাদ।—এই যে, অন্নত্রয় উক্ত হইল, ইহারাই ত্রিলোকস্বরূপ; বাক্ই এই ভূলোক, মনই অন্তরিক্ষলোক (ভুবর্লোক),

করিয়া থাকে, তাহাদের সেই বিভিন্ন বিশেষ কার্য্যের সাধারণ ফল হইতেছে—এই প্রাণাদি ভেদ; যেমন একটা খাঁচার মধ্যে কতকগুলি পাখী থাকিলে, সে পাখীগুলি নিজের প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে থাকিলে, স্বতই খাঁচাটি নড়িতে থাকে, কিন্তু কোন পাখীই খাঁচা নাড়িতে যত্ন করে না, ইহাও তেমনি বটে। বৈদান্তিকগণ এ কথায় সম্মত হন না; তাঁহারা বলেন—প্রাণ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ; ইহা পঞ্চভূতের সমষ্টীকৃত রজোভাগ হইতে উৎপন্ন। "পঞ্চবৃত্তির্মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে" (ব্রহ্মসূত্র ২।৪।১১), অর্থাৎ অন্তঃকরণ যেমন স্বরূপতঃ এক হইলেও বৃত্তি বা ব্যাপারভেদে তিনপ্রকার—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তেমনই প্রাণ বস্তুতঃ এক হইলেও কার্য্যভেদে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত হয় মাত্র।

ভাষ্যকার এখানে 'ব্যান' বায়ুকে বীর্য্যসাধ্য কার্য্য নিষ্পাদনের সহায় এবং প্রাণ ও অপান-বায়ুর সন্ধিস্বরূপ বলিয়াছেন। এ কথা ছান্দোগ্যোপনিষদে আরও স্পষ্টাকারে কথিত হইয়াছে। যথা—"অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ,স ব্যানঃ" ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য ১।৩।৩—৫) সেখানে দ্রষ্টব্য।

আর প্রাণ হইতেছে—স্বর্লোক, অর্থাৎ এই ত্রিলোকই উক্ত ত্রিবিধ অন্নময় ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। ত্রয়ো লোকাঃ ভূর্ভুবঃস্বরিত্যাখ্যাঃ; এত এব বাঙ্মনঃপ্রাণাঃ; তত্র বিশেষঃ—বাগেবায়ং লোকঃ, মনঃ—অন্তরিক্ষলোকঃ, প্রাণোঽসৌ লোকঃ ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

টীকা। বাগাদীনামাধ্যাত্মিকবিভূতিপ্রদর্শনানন্তরমাধিভৌতিকবিভূতিপ্রদর্শনার্থমুত্তরগ্রন্থমবতারয়তি—ত্রয় ইত্যাদিনা এবেতি। তত্রেত্যাদিং নামাঙ্কং পরায়ণমিতি। ৫৮। ৪।

ভাষ্যানুবাদ। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ নামক লোকত্রয়ও ইহারাই—বাক্, মনঃ ও প্রাণস্বরূপই; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, বাক্ হইতেছে—এই পৃথিবীলোক, মন হইতেছে—অন্তরিক্ষলোক, আর প্রাণ হইতেছে—স্বর্লোক ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

ত্রয়ো বেদা এত এব, বাগেবর্গ্বেদো মনো যজুর্ব্বেদঃ প্রাণঃ সামবেদঃ ॥ ৯ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। এতে (বাঙ্মনঃপ্রাণাঃ) এব ত্রয়ঃ বেদাঃ (ঋগ্‌যজুঃসামাখ্যাঃ)। [তত্রায়ং বিশেষঃ—] বাক্ এব ঋগ্বেদঃ, মনঃ যজুর্ব্বেদঃ, প্রাণঃ সামবেদঃ; [অথর্ব্ববেদস্য বেদত্রয়ান্তর্গতত্বাৎ বেদস্য ত্রিত্বমিতি ভাবঃ] ॥৫৯॥ ৫॥

মূলানুবাদ। ইহারাই বেদত্রয়, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, বাক্ই ঋগ্‌বেদস্বরূপ, মনই যজুর্ব্বেদস্বরূপ, এবং প্রাণই সামবেদস্বরূপ ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা এত এব; বাগেব দেবা মনঃ পিতরঃ প্রাণো মনুষ্যাঃ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ। এতে এব দেবাঃ পিতরঃ মনুষ্যাঃ। [তত্র] বাক্ এব দেবাঃ, মনঃ পিতরঃ, প্রাণঃ মনুষ্যা ইতি ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। এই অন্নত্রয়ই দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ; তন্মধ্যে বাক্ দেবগণস্বরূপ, মন পিতৃগণস্বরূপ এবং প্রাণ মনুষ্যগণস্বরূপ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। ০ ॥

টীকা ॥ ০ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ০ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

পিতা মাতা প্রজৈত এব, মন এব পিতা বাক্ মাতা, প্রাণঃ প্রজা ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ।—এতে এব পিতা, মাতা, প্রজা (সন্ততিঃ); [তত্র] মনঃ এব পিতা, বাক্ মাতা, প্রাণঃ প্রজা ইতি ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ। এই অন্নত্রয়ই পিতা, মাতা ও সন্তানস্বরূপ, তন্মধ্যে মনই পিতা, বাক্ই মাতা, এবং প্রাণই সন্তানস্বরূপ ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা ত্রয়ো বেদা ইত্যাদীনি বাক্যানি স্পষ্টার্থানি ॥ ৫৯-৬১ ॥ ৫—৭ ॥

টীকা। ত্রিলোকীবাক্যদ্বয়বৎ বাক্যং বিজ্ঞাতাদিবাক্যাৎ প্রাক্তনং সেতবাদিবাক্যং—তথেতি ॥ ৫৯—৬১ ॥ ৫—৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেইরূপ বেদত্রয়ও; এই "ত্রয়ো বেদাঃ" ইত্যাদি তিনটি শ্রুতির অর্থ সরল; [সুতরাং ব্যাখ্যার আবশ্যক নাই] ॥ ৫৯-৬১ ॥ ৫-৭ ॥

বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যমবিজ্ঞাতমেত এব, যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাচস্তদ্রূপম্, বাগ্ঘি বিজ্ঞাতা, বাগেনং তদ্ভূত্বাবতি ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তথা এতে এব বিজ্ঞাতং (বিশেষেণ জ্ঞাতং), বিজিজ্ঞাস্যং, অবিজ্ঞাতং (চ); [তত্রায়ং বিশেষঃ—] যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং, তৎ বাচঃ (বচনস্য রূপম্; হি (যস্মাৎ বাক্ বিজ্ঞাতা (প্রকাশকরূপত্বাদিত্যাশয়ঃ)। [বাগ্বিজ্ঞানফলমুচ্যতে বাক্ তৎ বিজ্ঞাতং) ভূত্বা এনং (বাগ্বিভূতিবিদং) অবতি (পালয়তি) ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ। বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য এবং অবিজ্ঞাতও ইহারাই; যাহা কিছু বিজ্ঞাত, তৎসমস্তই বাক্যের রূপ; কারণ, বাক্ নিজেই বিজ্ঞাতা; [যে লোক বাক্যের এইরূপ বিভূতি জানেন,] বাক্ নিজে সেই বিজ্ঞাতস্বরূপ হইয়া তাহাকে পালন করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যমবিজ্ঞাতমেত এব, তত্র বিশেষঃ—যৎকিঞ্চ বিজ্ঞাতং বিস্পষ্টং জ্ঞাতং, বাচস্তদ্রূপম্; তত্র স্বয়মেব হেতুমাহ—বাগ্ হি বিজ্ঞাতা, প্রকাশাত্মকত্বাৎ; কথমবিজ্ঞাতা ভবেৎ, যা অন্যানপি বিজ্ঞাপয়তি; বাচৈব সম্রাড়্ বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়ত ইতি হি বক্ষ্যতি। বাগ্বিশেষবিদ ইদং ফলমুচ্যতে—বাগেবৈনং যথোক্তবাগ্বিভূতিবিদং তদ্বিজ্ঞাতং ভূত্বা অবতি পালয়তি। বিজ্ঞাতরূপেণৈবাস্যান্নং ভোজ্যতাং প্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

[illegible] [illegible] ইতি। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] । ৬৪ । ১০ ।

ভাষ্যানুবাদ। সেইপ্রকার, যাহা কিছু অবিজ্ঞাত অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগোচর, সন্দেহাস্পদ ও নহে, তাহাই প্রাণের রূপ; কারণ শ্রুতিতে প্রাণকে অনিরুক্ত বলায় [বুঝা যাইতেছে যে,] প্রাণ স্বরূপতঃ অবিজ্ঞাতই বটে। বাক্, মন ও প্রাণের যথাক্রমে বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য ও অবিজ্ঞাতভেদে বিভাগ স্থিরতর থাকিলেও যে, আবার "ত্রয়ো লোকাঃ" ইত্যাদি বিভাগ, তাহা কেবল ধ্যানিক অর্থাৎ লোকাদিরূপে ধ্যানের প্রয়োজন আছে বলিয়াই স্বয়ং শ্রুতি ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত সকল স্থলে বিজ্ঞাতাদিবিভাগ স্বাভাবিক দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব এই শ্রুতিবাক্যানুসারেই লোকাদি-দৃষ্টিতেও ধ্যানের অবশ্যকর্তব্যতা বুঝিতে হইবে। 'প্রাণ তাহা হইয়া ইহাকে রক্ষা করে' কথার অর্থ এই—প্রাণ যে, বিদ্বানের অন্নরূপ হইয়া থাকে, তাহা তাহার বিজ্ঞাতরূপ নহে; পরন্তু সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ প্রাণ যে, তাহার পোষণ করিতেছে, ইহা তাহার অবিজ্ঞাত থাকে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, আচার্য্য ও পিতা প্রভৃতি হিতৈষী লোকেরা যে উপকারসাধন করেন, শিষ্য ও পুত্র প্রভৃতি সে উপকার বুঝিতে পারে না, অথবা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকে; সেইরূপ মন ও প্রাণ অবিজ্ঞাত বা সন্দেহাস্পদ থাকিলেও তাহাদের অন্নভাবপ্রাপ্তি বিরুদ্ধ হয় না। ৬৪ ॥ ১০ ॥

আভাস-ভাষ্যম্। ব্যাখ্যাতঃ বাঙ্মনঃপ্রাণানামাধিভৌতিকো বিস্তারঃ, অথাধুনাধিদৈবিকার্থ আরম্ভঃ—

আভাস-ভাষ্যানুবাদ।—বাক্, মন ও প্রাণের আধিভৌতিক বিস্তার বা মহিমা বর্ণিত হইল, অতঃপর আধিদৈবিক বিস্তারপ্রদর্শনার্থ পরবর্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে—

তস্যৈ বাচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতীরূপময়মগ্নিস্তদ্যাবত্যেব বাক্ তাবতী পৃথিবী তাবানয়মগ্নিঃ ॥ ৬৫ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তস্যৈ (তস্যাঃ প্রজাপতেরন্নভূতায়াঃ) বাচঃ [ইয়ং অপ্রকাশাত্মিকা] পৃথিবী শরীরং (বাহ্যভূতঃ আধারঃ), অয়ম্ অগ্নিঃ;

অপরটি করণস্বরূপ; তন্মধ্যে কার্য্যরূপটি হইতেছে আধার বা আশ্রয় এবং অপ্রকাশাত্মক, আর করণরূপটি হইতেছে আধেয় বা আশ্রিত এবং প্রকাশাত্মক; সেই পৃথিবী ও অগ্নি উভয়ই প্রজাপতির বাক্‌ভিন্ন আর কিছু নহে। তাহাদের আধার, বাক্ অধ্যাত্ম ও অধিভূতভাবভেদে বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়া যে-পরিমাণ হয়, সেই সকল স্থানে আধাররূপে অবস্থিত কার্য্যরূপা পৃথিবীও সেই পরিমাণই বটে; এবং আধেয় অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট এই অগ্নিও সেই পরিমাণই বটে। অন্যান্য অংশের অর্থ পূর্ব্বের মত। ৬৫। ১১।

অথৈতস্য মনসো দ্যৌঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসাবাদিত্যস্তদ্যাবদেব মনস্তাবতী দ্যৌস্তাবানসাবাদিত্যস্তৌ মিথুনং সমৈতাং ততঃ প্রাণোঽজায়ত স ইন্দ্রঃ স এষোঽসপত্নো দ্বিতীয়ো বৈ সপত্নো নাস্য সপত্নো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬৬ ॥ ১২ ।

অন্বয়ার্থঃ—অথ এতস্য (প্রজাপতেরন্নত্বেন কল্পিতস্য) মনসঃ দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) শরীরং (কার্য্যভূতম্), অসৌ আদিত্যঃ জ্যোতীরূপং (প্রকাশাত্মকং করণভূতম্); তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) যাবৎ (যৎপরিমাণঃ) এব মনঃ, দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) [অপি] তাবতী (তাদৃশপরিমাণবিশিষ্টা এব); অসৌ আদিত্যশ্চ তাবান্ (তাদৃশপরিমাণঃ); তৌ (দিবাদিত্যৌ) মিথুনং (পরস্পরসম্বন্ধং) সমৈতাং (প্রাপ্তবন্তৌ); ততঃ (তাভ্যাং মাতাপিতৃরূপাভ্যাং দিবাদিত্যাভ্যাং) প্রাণঃ অজায়ত (উৎপন্নঃ); সঃ (প্রাণঃ) ইন্দ্রঃ (প্রধানঃ); সঃ এষঃ অসপত্নঃ (শত্রুরহিতঃ অদ্বিতীয় ইতি যাবৎ); বৈ (যতঃ) দ্বিতীয়ঃ সপত্নঃ (প্রতিপক্ষঃ) ভবতি; যঃ এবং বেদ (জানাতি—উপাস্তে), অস্য (বিদুষঃ) সপত্নঃ (শত্রুঃ) ন (নৈব) ভবতি। ৬৬ ॥ ১২ ।

মূলানুবাদ। প্রজাপতির অন্নরূপে পরিকল্পিত মনের শরীর হইতেছে দ্যুলোক, আর জ্যোতীরূপ বা প্রকাশাত্মক করণ হইতেছে এই আদিত্য; অতএব মন যাদৃশ পরিমাণবিশিষ্ট; দ্যুলোকও তাদৃশ পরিমাণ সম্পন্ন, এবং আদিত্যও তত্তুল্যপরিমাণ, তাহারা উভয়ে মিথুনীকৃত (সম্মিলিত) হইল, তাহাতে প্রাণ উৎপন্ন হইল; সেই এই প্রাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং অসপত্ন বা প্রতিপক্ষশূন্য; কারণ, দ্বিতীয় ব্যক্তিই

জ্যোতির্ম্ময় করণস্বরূপ মনের আধাররূপে কল্পিত দ্যুলোকের পরিমাণও ঠিক তদনুরূপ; এবং তাহাদের দ্যুলোকাশ্রিত প্রকাশময় করণস্বরূপ আদিত্যের পরিমাণও তত্তুল্য; আধিদৈবিক বাক্ ও মনঃস্থানীয় সেই অগ্নি ও আদিত্য মাতাপিতারূপে পরস্পরে সম্বন্ধ লাভ করিল—উভয়ে উপগত হইল; উদ্দেশ্য—আধ্যাত্মিক মন ও আধিদৈবিক আদিত্যরূপী পিতাকর্ত্তৃক উৎপাদিত এবং বাক্স্থানীয় অগ্নিরূপা মাতাকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া কর্ম্ম সম্পাদন করিব; এইরূপ মনে করিয়া দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে উভয়ে পরস্পর সম্মিলিত হইল। তাহাদেরই সংসর্গের ফলে স্পন্দনাত্মক কর্ম্ম করিবার জন্য প্রাণবায়ু উৎপন্ন হইল। যিনি জন্মিলেন, তিনি ইন্দ্র—পরমেশ্বর (পরম ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন), তিনি যে কেবল ইন্দ্রই বটেন, তাহা নহে, পরন্তু অসপত্নও বটে—যাহার সপত্ন নাই; সপত্ন কে? যে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিপক্ষরূপে উপস্থিত হয়, সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি 'সপত্ন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই হেতু বাক্ ও মনের মধ্যে সদ্বিতীয়ভাব বিদ্যমান থাকিলেও তাহারা সপত্নভাব (প্রতিপক্ষতা) ভজনা করে না, দেহমধ্যে তাহারা যেরূপ প্রাণের অধীন, অধিদৈবত-ভাবেও তাহারা তদ্রূপ প্রাণের অধীনতা অবলম্বন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে প্রসঙ্গাগত এই অসাপত্ন্য-বিজ্ঞানের এইরূপ ফল কথিত হইতেছে যে, যিনি এই প্রকার যথোক্তরূপে প্রাণকে অসপত্ন বলিয়া জানেন, কেহ তাঁহার প্রতিপক্ষ বা শত্রু হয় না। ৬৬। ১২।

অথৈতস্য প্রাণস্যাপঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসৌ চন্দ্রস্তদ্যাবা-নেব প্রাণস্তাবত্য আপস্তাবানসৌ চন্দ্রস্ত এতে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ, স যো হৈতানন্তবত উপাস্তেঽস্তবন্তং স লোকং জয়ত্যথ যো হৈতাননন্তানুপাস্তেঽনন্তং স লোকং জয়তি ॥ ৬৭ ॥ ১৩

অন্বয়ার্থঃ—অথ (বাক্যারম্ভে) এতস্য (প্রজাপত্যান্নভূতস্য) প্রাণস্য আপঃ (জলানি) শরীরং (কার্য্যং); অসৌ (চন্দ্রঃ জ্যোতীরূপং (প্রকাশাত্মক-করণভূতঃ); তৎ প্রাণঃ যাবান্, এবং আপঃ (জলানি) অপি তাবত্যঃ (তৎপরিমাণাঃ), অসৌ চন্দ্রঃ [অপি] তাবান্। তে (পূর্ব্বোক্তাঃ) এতে (বাগাদয়ঃ) সর্ব্বে এব সমাঃ (সদৃশাঃ) সর্ব্বে অনন্তাঃ; সঃ যঃ হ এতান্ অন্তবতঃ (অধ্যাত্মাধিভূতরূপেণ পরিচ্ছিন্নান্ কৃত্বা] উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ)

তিনি সেই উপাসনারই অনুরূপ ফল—অন্তবান্ (পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ) লোকস্থান জয় করেন, অর্থাৎ তিনিও পরিচ্ছিন্নই হন, কখনও এ সমস্তের আত্মস্বরূপ হন না। পক্ষান্তরে যিনি এ সমস্তকে অনন্তরূপে সর্ব্বাত্মক—সর্ব্ব-প্রাণীর আত্মারূপে অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্নরূপে উপাসনা করেন, তিনি অনন্ত—অপরিচ্ছিন্ন লোকই জয় করেন অর্থাৎ তিনি নিজেও এ সমুদয়ের আত্মভাব প্রাপ্ত হন। ৩৭। ১৩।

আভাস-ভাষ্যম্। পিতা পাঙ্ক্তেন কর্ম্মণা সপ্তান্নানি সৃষ্ট্বা ত্রীণ্যন্নান্যাত্মার্থমকরোদিত্যুক্তম্; তান্যেতানি পাঙ্ক্তকর্ম্মফলভূতানি ব্যাখ্যাতানি; তত্র কথং পুনঃ পাঙ্ক্তস্য কর্ম্মণঃ ফলমেতানীত্যুচ্যতে—যস্মাত্ত্রেষ্বপি ত্রিষয়েষু পাঙ্ক্ততা অবগম্যতে. বিত্তকর্ম্মণোরপি তত্র সম্ভবাৎ। তত্র পৃথিব্যগ্নী মাতা, দিবাদিত্যৌ পিতা. যোঽয়মনয়োরন্তরা প্রাণঃ, স প্রজেতি ব্যাখ্যাতম্। তত্র বিত্তকর্ম্মণী সম্ভাবয়িতব্যে, ইত্যারম্ভঃ—

আভাস ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, পিতা পাঙ্ক্ত কর্ম্ম দ্বারা সপ্ত প্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়া—তন্মধ্যে তিনটি অন্ন আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিলেন; সেই এই অন্নগুলিকে পাঙ্ক্ত কর্ম্মের ফলস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই অন্নগুলি যে, পাঙ্ক্ত কর্ম্মের ফলস্বরূপ, হইল কি প্রকারে, এখন তাহা কথিত হইতেছে,—যেহেতু, উক্ত ত্রিবিধ অন্নেতেও বিত্ত ও কর্ম্মের সদ্ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই হেতু উক্ত অন্নত্রয়েরও পাঙ্ক্ততা বা পঞ্চাত্মকভাব অবগত হওয়া যাইতেছে; তন্মধ্যে পৃথিবী ও অগ্নি হইতেছে মাতা, দ্যুলোক ও আদিত্য হইতেছে পিতা, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে, প্রাণ (বায়ু), তাহা হইতেছে প্রজা বা সন্তানস্থানীয়; এ কথাও বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; এখন কেবল অন্নত্রয়ের মধ্যে বিত্ত ও কর্ম্মের সদ্ভাব কিরূপে সম্ভাবনা করা যাইতে পারে, তাহার জন্যই পরবর্ত্তী শ্রুতির অবতারণা করা হইতেছে—

স এষ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলস্তস্য রাত্রয় এব পঞ্চদশ কলা ধ্রুবৈবাস্য ষোড়শী কলা, স রাত্রিভিরেবা চ পূর্য্যতেঽপ চ ক্ষীয়তে, সোঽমাবাস্যাং রাত্রিমেতয়া ষোড়শ্যা কলয়া সর্ব্বমিদং প্রাণভৃদনুপ্রবিশ্য ততঃ প্রাতর্জায়তে, তস্মাদেতাং রাত্রিং

প্রাণভৃতঃ প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাদপি কৃকলাসস্যৈতস্যা এব দেবতায়া অপচিত্যৈ ॥ ৬৮ । ১৪

অন্বয়ার্থঃ—সঃ (অন্নত্রয়াত্মা) এষঃ সংবৎসরঃ (সংবৎসরসংজ্ঞকঃ কালস্বরূপঃ) প্রজাপতিঃ ষোড়শকলঃ (ষোড়শ কলাঃ—অবয়বাঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ); রাত্রয়ঃ (অহোরাত্রঘটকাঃ প্রতিপদাদ্যাঃ তিথয়ঃ) এব অস্য পঞ্চদশ কলাঃ, ধ্রুবা (নিত্যা—অমাবাস্যা মহাকলা) এব অস্য ষোড়শী (ষোড়শানাং পূরণী) কলা (অবয়বঃ); সঃ (প্রজাপতিঃ) রাত্রিভিঃ (প্রতিপদাদিভিঃ তিথিভিঃ) এব চ আপূর্য্যতে (পূর্ণো ভবতি) [শুক্লপক্ষে], অপক্ষীয়তে (ক্ষীণশ্চ ভবতি) [কৃষ্ণপক্ষে]; সঃ প্রজাপতিঃ) অমাবাস্যাং (তৎসংজ্ঞকাম্) রাত্রিং (তিথিং) [প্রাপ্য] এতয়া (প্রাগুক্তয়া) ষোড়শ্যা (অমাবাস্যা) কলয়া ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং প্রাণভৃৎ (প্রাণিজাতং) অনুপ্রবিশ্য (সর্ব্বেষু প্রাণিষু প্রবিশ্য) ততঃ (অনন্তরং) প্রাতঃ (পরদিবসে প্রাতঃকালে) জায়তে (প্রতিপৎ-কলাসংযুক্তঃ প্রাদুর্ভবতি)। তস্মাৎ (অমাবস্যায়াং প্রাণিষু প্রজাপতেঃ প্রবেশাৎ হেতোঃ) এতাং (অমাবাস্যাং) রাত্রিং [প্রাপ্য] এতস্যা দেবতায়া এব অপচিত্যৈ (পূজার্থে—সম্মাননার্থং), প্রাণভৃতঃ (প্রাণিনঃ), [কিং বহুনা], কৃকলাসস্যাপি প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাৎ (ন বিয়োজয়েৎ); [কৃকলাসো হি দৃষ্টমাত্রোঽপি অমঙ্গলাঃ, সোঽপি যত্র ন হন্তব্যঃ, কিমু বক্তব্যং তত্র অন্যে ইতি ভাবঃ] ॥ ৬৮ । ১৪ ॥

মূলানুবাদ। সেই অন্নত্রয়ের আত্মস্বরূপ সংবৎসররূপী (কালাত্মক) প্রজাপতি ষোড়শ কলাসংযুক্ত; রাত্রি অর্থাৎ প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথিই তাহার পঞ্চদশ কলা (অবয়ব), এবং ধ্রুবা (নিত্যা অমা) তাহার ষোড়শসংখ্যক কলা; তিনি এই সমস্ত রাত্রি দ্বারাই [শুক্লপক্ষে] পূর্ণ হন, আবার [কৃষ্ণপক্ষে] ক্ষীণ হন; তিনি অমাবাস্যা-রাত্রিতে সমস্ত প্রাণীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে অর্থাৎ প্রতিপৎ তিথিতে পুনঃ প্রাদুর্ভূত হন; সেই হেতু সেই রাত্রিতে ঐ দেবতারই পূজার জন্য অর্থাৎ সম্মানার্থ কোন প্রাণীর প্রাণবিয়োজন (হিংসা) করিবে না, এমন কি, কৃকলাসেরও (কাক্লাসেরও) নয় ॥ ৬৮ ॥ ১৪ ॥

না হয়, সেই পর্য্যন্ত ক্ষীয়মাণ কলাসমূহ দ্বারা কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় পাইতে থাকেন (১)। অমাবস্যা রাত্রিতে যে ধ্রুবা কলা বর্ত্তমান থাকে বলা হইয়াছে, কালাত্মা প্রজাপতি সেই ষোড়শসংখ্যক কলার সাহায্যে এই সমস্ত প্রাণিমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া—যাহারা জল পান করে, এবং ওষধি—তৃণলতাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে, ওষধিরূপে সে সমুদয়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া অমাবস্যা রাত্রিতে বাস করিয়া—তাহার পর পরদিনে অপর কলার সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাতঃকালে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। ১

প্রজাপতি যজমানরূপে পাঙ্‌ক্তস্বরূপ—পঞ্চাত্মক; দ্যুলোক, আদিত্য ও মন হইতেছে পিতা, পৃথিবী, অগ্নি ও বাক্ তাহার জায়াস্থানীয় মাতা; উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রাণ প্রজাস্বরূপ; চন্দ্রকলা তিথিসমূহ হইতেছে—বিত্ত; কেন না, বিত্তের যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, তেমনি চন্দ্রকলারও হ্রাসবৃদ্ধি আছে; এবং মহাকালের অংশভূত সেই কলাসমূহই জগতের বিচিত্র পরিণাম ঘটাইতেছে; অতএব তাহারাও কর্ম্মস্বরূপ; এইরূপে অর্থাৎ উক্তপ্রকার পিতা, মাতা (জায়া), পুত্র, বিত্ত ও কর্ম্মসম্বন্ধবশতঃ পূর্ণতাপ্রাপ্ত উক্ত প্রজাপতি—আমার জায়া হউক, আমি জন্মিব; আমার বিত্ত হউক, আমি কর্ম্ম করিব, ইত্যাকার কামনানুযায়ী পাঙ্‌ক্ত কর্ম্মের ফলস্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন; কেন না, জগতে কারণানুরূপ কার্য্যসৃষ্টিই স্বাভাবিক নিয়মসিদ্ধ। ২

(১) তাৎপর্য্য—স্কন্দপুরাণে ষোড়শ কলার কথা এইরূপ লিখিত আছে—"অমা ষোড়শভাগেন দেবি প্রোক্তা মহাকলা। সংস্থিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিণী॥ অমাদিপৌর্ণমাস্যন্তা যা এব শশিনঃ কলাঃ। তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শভাগের অন্তর্গত একটীভাগের নাম 'অমা', অমাকে 'মহাকলা' বলে, ইহা নিত্য এবং সর্ব্বকলাতে অনুস্যূত ও সকলের আধারভূতা, ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, চিরদিন একইরূপে থাকে। এই 'অমা' হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে, চন্দ্রের কলা-সমূহ, তাহারাই তিথি নামে বিখ্যাত; তাহার পরিমাণ ষোড়শ, ইহার কমও নহে, বেশীও নহে। দ্বাদশ বা ত্রয়োদশমাসাত্মক কালের নাম সংবৎসর; প্রজাপতিকে সংবৎসর বলাতে তাঁহাকেও কালস্বরূপই বলা হইল, তিথিও কালেরই অংশবিশেষ; কাজেই উক্ত ষোড়শ তিথি কালরূপী প্রজাপতির অবয়বরূপে পরিগণিত হইতে পারে। প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে পঞ্চদশ তিথি (কলা), কৃষ্ণপক্ষে সে সমুদয়ের ক্ষয় হয়, আবার শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি হয়, 'অমা' কলাটি কিন্তু ঠিকই থাকে; উহাকে আশ্রয় করিয়াই অপর পঞ্চদশ কলা বর্ত্তমান থাকে, এইজন্য উহাকে জগদাধাররূপাও বলা হইয়া থাকে॥

যেহেতু, উক্ত প্রজাপতি এই অমাবস্যা-রাত্রিতে চন্দ্ররূপে সমস্ত প্রাণির ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া ষোলটি (অমা) কলার সহিত অবস্থান করেন, সেই হেতু এই অমাবস্যা রাত্রিতে কোন প্রাণীরই প্রাণবিচ্ছেদ করিবে না,—প্রাণিহিংসা করিবে না ; এমন কি, কৃকলাসেরও (কাকলাসেরও) না ; কৃকলাস স্বভাবতই পাপাত্মা, দর্শন করিলেও অমঙ্গল জন্মায় ; এইজন্য সহজেই তাহাকে হিংসা করিয়া থাকে, [কিন্তু অমাবস্যারাত্রিতে তাহাকেও হিংসা করিবে না]। ভাল কথা, 'তীর্থ ভিন্নস্থলে কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না' ইত্যাদি শ্রুতিতে সাধারণভাবে প্রাণিহিংসাই ত নিষিদ্ধ হইয়াছে ; [তবে এখানে আবার বিশেষ করিয়া নিষেধের প্রয়োজন কি ?] হাঁ, হিংসা নিষিদ্ধ বটে, তথাপি যে, এখানে হিংসার নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—অমাবস্যার অন্যত্র হিংসার প্রতিপ্রসবের (অনুমতির) জন্য নহে অথবা কৃকলাসের হিংসা-বিধানের জন্যও নহে ; তবে কি না, এই সোমদেবতার (চন্দ্ররূপী প্রজাপতির) অপচিতির—পূজার জন্য মাত্র. অর্থাৎ সোমদেবতার প্রতি আদরপ্রদর্শনার্থই এই নিষেধের অবতারণা করা হইয়াছে ॥ ৬৮ ॥ ১৪ ॥

যো বৈ স সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলোঽয়মেব সঃ, যোঽয়মেবংবিৎ পুরুষস্তস্য বিত্তমেব পঞ্চদশ কলা আত্মৈবাস্য ষোড়শী কলা স বিত্তেনৈব চ পূর্য্যতেঽপ চ ক্ষীয়তে তদেতন্নভ্যম্ যদয়মাত্মা প্রধির্বিত্তং তস্মাদ্যদ্যপি সর্ব্বজ্যানিং জীয়ত আত্মনা চেজ্জীবতি প্রধিনাগাদিত্যেবাহুঃ ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। যঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) সংবৎসরঃ ষোড়শকলঃ প্রজাপতিঃ, অয়ং এব সঃ ; [কোঽসৌ ?] যঃ অয়ং (প্রত্যক্ষগম্যঃ) এবংবিৎ (আত্মাস্ববিৎ) পুরুষঃ ; বিত্তং (সম্পত্তিঃ) এব তস্য (পুরুষস্য) পঞ্চদশ কলাঃ, আত্মা এব (স্বয়মেব) অস্য (পুরুষস্য) ষোড়শী কলা (অংশঃ) ; [যতঃ] সঃ (পুরুষঃ) বিত্তেন এব আপূর্য্যতে (পুষ্টিং লভতে) চ, অপক্ষীয়তে চ। সঃ অয়ং আত্মা (দেহপিণ্ডঃ), তৎ (সঃ) এতৎ নভ্যং (রথ-চক্রস্থানীয়ং—সর্ব্বপ্রধানম্), বিত্তং (সম্পৎ) প্রধিঃ (নেমিস্থানীয়ং) ; তস্মাৎ (হেতোঃ) যদ্যপি (সম্ভাবনায়াং) [সঃ] সর্ব্বজ্যানিং জীয়তে (সর্ব্বস্বাপহরণেন হীয়তে), চেৎ (যদি) আত্মনা (দেহপিণ্ডেন) জীবতি, [তদা অয়ং] প্রধিনা অগাৎ (বাহ্যেন বিত্তেন ক্ষীণো ভূতঃ) ইত্যেব আহুঃ (কথয়ন্তি)

[অগাৎ]। [রথচক্র-স্থানীয়ঃ আত্মা চেৎ জীবতি, তদা প্রধিস্থানীয়-বিত্ত বিগমেঽপি পুনরনেন সম্পূর্যতে এবেতি ভাবঃ] ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। সেই যে ষোড়শ কলাযুক্ত সংবৎসরাত্মক প্রজাপতি, ইনিই সেই প্রজাপতি—এই যিনি এবংবিধ-জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ অন্নত্রয়াভিজ্ঞ পুরুষ; বিত্ত তাহার পঞ্চদশ কলা, এবং আত্মা অর্থাৎ দেহপিণ্ড তাহার ষোড়শ কলা; সেই পুরুষ এই বিত্ত দ্বারাই পুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। আবার ক্ষীণও হইয়া থাকেন; তাহার এই যে, দেহপিণ্ড, ইহা হইতেছে—নভ্য অর্থাৎ রথের চক্রস্থানীয় (প্রধান), আর বিত্ত হইতেছে—প্রধি—রথচক্রের প্রান্তভাগস্থানীয়; এই জন্য পুরুষ কখনও যদি সর্ব্বস্বাপহরণে ক্ষীণ হয়, অথচ আপনি জীবিত থাকে, [তাহা হইলে,] লোকে বলিয়া থাকে—রথচক্রস্থানীয় ইনি বিত্তহীন হইয়াছেন, অভিপ্রায় এই যে, নেমি নষ্ট হইয়াও চক্রটি রক্ষা পাইলে যেমন পুনঃ সমাধান করা যায়, তেমনি বিত্ত নষ্ট হইলেও যদি দেহপিণ্ড রক্ষা পায়, তাহা হইলে তাহার পুনঃ পূর্ব্ব বস্থাপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। ৬৯ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। যো বৈ সঃ পরোক্ষাভিহিতঃ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলঃ, স নৈবাত্মায়ং পরোক্ষো মন্তব্যঃ, যস্মাদয়মেব সঃ প্রত্যক্ষ উপলভ্যতে। কোঽসাবয়ম্? যঃ যথোক্তং ত্রয়াত্মকং প্রজাপতিমাত্মভূতং বেত্তি, স এবংবিৎ পুরুষঃ; কেন সামান্যেন প্রজাপতিরিতি, তদুচ্যতে—তস্যৈবংবিদঃ পুরুষস্য গবাদিবিত্তমেব পঞ্চদশ কলাঃ, উপচয়াপচয়ধর্ম্মিত্বাৎ—তদ্বিত্তসাধ্যঞ্চ কর্ম্ম; তস্য কৃৎস্নতায়ৈ—আত্মৈব পিণ্ড এব অস্য বিদুষঃ ষোড়শী কলা ধ্রুবস্থানীয়া; স চন্দ্রবদ্বিত্তেনৈবাপূর্য্যতে চ অপক্ষীয়তে চ, তদেতল্লোকে প্রসিদ্ধম্।

তদেতন্নভ্যং—নাভ্যৈ হিতং নভ্যম্, নাভিং বা অর্হতীতি; কিং তৎ? যদয়ং ষোড়শ আত্মা পিণ্ডঃ; প্রধিঃ বিত্তং পরিবারস্থানীয়ং বাহ্যং—চক্রস্যেবারনেম্যাদি। তস্মাদ্ যদ্যপি সর্ব্বজ্যানিং সর্ব্বস্বাপহরণং জীয়তে হীয়তে গ্লানিং প্রাপ্নোতি, আত্মনা চক্রনাভিস্থানীয়েন চেদ্ যদি জীবতি; প্রধিনা বাহ্যেন পরিবারেণায়ম্ অগাৎ ক্ষীণোঽয়ম্—যথা চক্রম্ অরনেমিবিমুক্তম্,—এবমাহুঃ; জীবংশ্চেদরনেমিস্থানীয়েন বিত্তেন পুনরুপচীয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ।

টীকা। সংপূর্ব্ববাক্যস্থিতৈবিকল্প্যমানপ্রজাপত্যুপাসনমুক্তং, তদ্বতঃ প্রজাপতিভাবং ফলং দর্শয়িতুমাহ—যো বা ইতি; প্রত্যক্ষপলভ্যমানঃ প্রজাপতিঃ প্রথমান্ত প্রকটিত—কোহসাবিতি। তত্র প্রজাপতিত্বপ্রসিদ্ধিবিজ্ঞানবাং পরিহরতি কেনেত্যাদিনা। কলানাং কপদিকাপ্রাপ্তিহেতুত্বং কর্ম্মেত্যাহ, বিত্তেহপি কর্ম্মহেতুত্বমস্তি, তেন তত্র কলাপচয়বৃদ্ধিকথনস্য—বিত্তেনেতি। যথা চন্দ্রাঃ কলাভিঃ শুক্লকৃষ্ণপক্ষয়োরাপূর্য্যতেহপক্ষীয়তে চ, তথা স বিদ্বান্ বিত্তেনৈবোপচীয়মানেনাপূর্য্যতেহপচীয়মানেন চাপক্ষীয়তে। এতচ্চ লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ প্রতিপাদনমাত্রমিত্যাহ—তচ্চৈতদিতি।

আত্মৈব ধ্রুবা কলেত্যুক্তং তস্যৈব রথচক্রনাভিস্থানীয়ত্বমাহ—তদেতদিতি। নাভি অরপিণ্ডিকা তৎস্থানীয়ং যা নভ্যং যদেব তদ্বা কোহসাবিতি—কিং তদিতি। শরীরস্য চক্রপিণ্ডিকাস্থানীয়ত্বমুক্তং পরিবারবর্গস্থানীয়বিত্তোপলক্ষ্যাহ—প্রধিরিতি। শরীরস্য রথচক্রপিণ্ডিকাস্থানীয়ত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—জীবতেত্যেতদিতি। ৩৩। ১৫।

ভাষ্যানুবাদ। ইতঃ পূর্ব্বে ষোড়শ-কলাযুক্ত সংবৎসরাত্মক যে প্রজাপতিকে পরোক্ষভাবে (ইন্দ্রিয়ের অগোচররূপে) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাকে নিতান্তই পরোক্ষ বলিয়া মনে করা উচিত নহে; যেহেতু, ইনিই সেই প্রজাপতিরূপে সাক্ষাৎ জ্ঞানগোচর হইতেছেন; এই 'ইনি' কে? যিনি উক্ত প্রকার সংবৎসরাত্মক প্রজাপতিকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, যথোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন সেই পুরুষ। কিরূপ ধর্ম্মের সাম্য নিবন্ধন তাহার প্রজাপতিত্ব, তাহা বলিতেছেন—সেই যে, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ, গবাদি বিত্তই তাহার পঞ্চদশ কলা; কারণ, চন্দ্রকলার ন্যায় বিত্তেরও হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, এবং বিত্ত দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হইয়া থাকে (১)। সেই বিদ্বান্ পুরুষের আত্মা—দেহপিণ্ডই তাহার পূর্ণতা সম্পাদনের উপযোগী ষোড়শ ধ্রুবা কলাস্থানীয়। চন্দ্রের ন্যায় সেই বিদ্বান্ পুরুষও বিত্তের বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পান, আবার বিত্তের অপচয়ে ক্ষীণ হন, ইহা প্রসিদ্ধ কথা।

ইহাই সেই নভ্য, নভ্য অর্থ—নাভির হিতকর, অথবা নাভির যোগ্য; সেটা কি? যাহা এই দেহপিণ্ড, চক্রের যেমন অর-নেমি প্রভৃতি (চক্রের শলাকা ও প্রান্ত ভাগের বেষ্টনী প্রভৃতি), বিত্তও তেমনি (পরিবারবর্গ-স্থানীয়; এই কারণেই যদি কখনও সর্ব্বস্বাপহরণে পুরুষের হানি গ্লানি (হ্রাস)

(১) তাৎপর্য্য—চন্দ্রকলার যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, বিত্তেরও সেরূপ হ্রাস আছে, এবং চন্দ্রকলা যেমন জগতের নানাবিধ বৈচিত্র্য (কর্ম্ম) সাধন করিয়া থাকে, পুরুষ বিত্ত দ্বারাও তেমনি বিবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে; এইরূপ সাদৃশ্যানুসারে বিত্তকে কলাস্থানীয় বলা হইল।

ঘটে, আর রথচক্রের নাভিস্থানীয় দেহপিণ্ড যদি জীবিত থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বস্বনাশ হইলেও পুরুষ যদি স্বশরীরে রক্ষা পায়, তাহা হইলে লোকে বলিয়া থাকে—অর ও নেমি প্রভৃতিবিযুক্ত রথচক্রের ন্যায় ইনি প্রধি দ্বারা—বিত্তাদি বাহ্য পরিজনে ক্ষীণ হইয়াছে; অভিপ্রায় এই যে, যদি পুরুষ জীবিত থাকে, তাহা হইলে চক্রের অর-স্থানীয় বিত্ত দ্বারা তাহার পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥

আভাস-ভাষ্যম্। এবং পাঙ্‌ক্তেন দৈববিত্তবিদ্যাসংযুক্তেন কর্ম্মণা জায়াদ্যকঃ প্রজাপতিত্বভাবীতি ব্যাখ্যাতম্, অনন্তরঞ্চ জায়াদিবিত্তং পরি-বারস্থানীয়মিত্যুক্তম্, তত্র পুত্রকর্ম্মাপরবিদ্যানাং লোকপ্রাপ্তিসাধনত্বমাত্রং সামান্যেনাবগতম্, ন পুত্রাদীনাং লোকপ্রাপ্তিফলং প্রতি বিশেষসম্বন্ধনিয়মঃ। সোঽয়ং পুত্রাদীনাং সাধনানাং সাধ্যবিশেষসম্বন্ধো বক্তব্য ইত্যুত্তরকণ্ডিকা প্রণীয়তে—

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকার দৈববিত্ত ও বিদ্যা-সমন্বিত পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম দ্বারা পুরুষ অন্নত্রয়াত্মক প্রজাপতি হইতে পারেন, এ কথা বর্ণিত হইয়াছে; তাহার পর পত্নী প্রভৃতি মনুষ্য বিত্তকে পরিবার-স্থানীয় বলা হইয়াছে। সেখানে সাধারণভাবে জানা গিয়াছে যে, পুত্র, কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যা ইহারা সকলই লোক-বিশেষপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ, কিন্তু পুত্র কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যার যে, বিভিন্ন প্রকার লোক ফলসাধনের সহিত কোন প্রকার বাঁধাবাঁধি সম্বন্ধ আছে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই; অতঃপর পুত্রাদিরূপ সাধনের সহিত সাধনীয় বিশেষ বিশেষ ফলের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা বলা আবশ্যক, অর্থাৎ কোন্ সাধন হইতে কিরূপ ফলের সিদ্ধি হয়, এখন তাহা বলিতে হইবে; তজ্জন্য পরবর্ত্তী কাণ্ডিকা (শ্রুতি) আরম্ভ হইতেছে—

অথ ত্রয়ো বাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি, সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্ম্মণা, কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকো দেবলোকো বৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তি ॥ ৭০ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ।—অথ (অতঃপরং) ত্রয়ঃ (ত্রিবিধাঃ) লোকাঃ (ভোগ-স্থানানি) বাব (প্রসিদ্ধাঃ),—মনুষ্যলোকঃ, পিতৃলোকঃ, দেবলোকঃ—ইতি

সঃ অয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণ এব জয্যঃ (জেতুং বশীকর্তুং শক্যঃ), অন্যেন কর্মণা ন (জেতুম্ অশক্যঃ); পিতৃলোকঃ কর্মণা [জয্যঃ]; দেবলোকঃ বিদ্যয়া অপর-ব্রহ্মবিষয়য়া উপাসনয়া) [জয্যঃ]; লোকানাং (ত্রয়াণাং ভোগস্থানানাং মধ্যে) দেবলোকঃ বৈ (এব) শ্রেষ্ঠঃ (প্রশস্তঃ), তস্মাৎ হেতোঃ বিদ্যাং (দেবলোকসাধনীং উপাসনাং) প্রশংসন্তি (স্তুবন্তি) [সন্তঃ ইতি শেষঃ] ॥ ১০ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ—অতঃপর ত্রিবিধ লোক অর্থাৎ ভোগস্থান প্রসিদ্ধ-মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। তন্মধ্যে একমাত্র পুত্রদ্বারাই এই মনুষ্যলোক জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু অন্য দ্বারা কর্ম্ম দ্বারা—নহে; কর্ম্মদ্বারা একমাত্র পিতৃলোকই জয় করিতে পারা যায়, এবং একমাত্র বিদ্যা দ্বারাই দেবলোক জয় করিতে পারা যায়। লোকত্রয়ের মধ্যে দেবলোকেই শ্রেষ্ঠ; সেই কারণে পণ্ডিতগণ দেবলোকলাভের সাধনভূত বিদ্যার প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথেতি বাক্যোপন্যাসার্থঃ; ত্রয়ঃ—বাবেত্যব-ধারণার্থঃ—ত্রয় এব শাস্ত্রোক্তসাধনার্হা লোকাঃ, ন ন্যূনা অধিকা বা; কে তে ইত্যুচ্যতে—মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি। তেষাং সোঽয়ং মনুষ্য-লোকঃ পুত্রেণৈব সাধনেন জয্যঃ জেতব্যঃ সাধ্যঃ; যথা চ পুত্রেণ জেতব্যঃ, তথো-ত্তরত্র বক্ষ্যামঃ. নান্যেন কর্মণা বিদ্যয়া বেতি বাক্যশেষঃ। কর্মণা অগ্নিহোত্রাদি-লক্ষণেন কেবলেন পিতৃলোকো জেতব্যঃ, ন পুত্রেণ, নাপি বিদ্যয়া। বিদ্যয়া দেবলোকঃ. ন পুত্রেণ, নাপি কর্মণা. দেবলোকো বৈ লোকানাং ত্রয়াণাং শ্রেষ্ঠঃ প্রশস্যতমঃ; তস্মাৎ তৎসাধনত্বাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তি ॥ ১০ ॥ ১৬ ॥

টীকা। অস্যার্থমিতি প্রকাশতাবৎসংবোধনমস্ত সকললোকসাধকত্বাত্তদ্বাহুত্বসম্ব-ন্ধোর্ধ্ববিত্তাপেক্ষা ভবিষ্যৎ বক্তুং বৃত্তমনুবদতি—ত্রয় ইতি। সাধ্যবাক্যৈর ফলমুক্তং তয়োর্বিশেষো বক্তব্যঃ প্রাধান্যতাং চ ফলং তাবদেব বর্ণিতং, তৎকিমুত্তরগ্রন্থেনেত্যাশঙ্ক্য সাধ্য-স্যেব তৎপ্রতীতাবপীষ্টব্যোক্ত বিশেষো লোকত্রয়স্বরূপস্য অভিধিৎসার্থ—তত্রোক্ত। পূর্বাদ্বচঃ সমর্থঃ। বিশেষো নাবগত ইতি সম্বন্ধঃ। উপক্রমঃ প্রাগুক্তঃ। বাবশব্দার্থ-মবধারণপর্বং বিবৃণোতি—ত্রয় এবেতি। তদেব লোকত্রয়ং প্রকটয়া কোত্রয়তি—কে ত ইত্যাদিনা। অতো নাম পুত্রেণ মনুষ্যলোকস্তাভিজেয় ইতি কেচিৎ তান্ প্রত্যাহ—সাধ্য ইতি। পুত্রেণাত সাধ্যমতিবিদ্যাসম্ভ্যাৎ—যথা চেতি। ত্রিবিধো হি মনুষ্যলোকঃ—কর্মাণ্যেবাহুষ্ঠানং লোকশ্চ। তত্রাপুত্রাণাং প্রাপ্তলোকধর্মমেতদ্ভুবনকার্যং

[illegible]—[illegible]। [illegible] লোকং জয়তীতি।
[illegible]। [illegible]
[illegible]—কর্ম্মণেত্যাদিনা। [illegible]
বিদ্যায়াঃ [illegible] দেবলোক ইতি। [illegible]। ১৬।

ভাষ্যানুবাদ।—অথ শব্দটী বাক্যারম্ভসূচক; "ত্রয়ঃ বাব" এই বাব শব্দের অর্থ অবধারণ;—শাস্ত্রোক্ত সাধনযোগ্য লোক বা ভোগভূমি নিশ্চয়ই তিনটী, ন্যূনও নয়, অধিকও নয়। সেই লোকত্রয় কি কি, তাহা বলা হইতেছে—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। ইহাদের মধ্যে এই মনুষ্যলোকটি একমাত্র পুত্ররূপী সাধনের সাহায্যেই জয় করিতে পারা যায় —ভোগায়ত্ত করিতে পারা যায়; কিন্তু অন্য দ্বারা—কর্ম বা বিদ্যা দ্বারা জয় করা যায় না। পুত্রদ্বারা যেরূপে মনুষ্যলোক জয় করিতে হয়, সে প্রণালী পরে বলিব। কর্ম দ্বারা—উপাসনারহিত অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পিতৃলোক জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু পুত্র বা বিদ্যা দ্বারা নহে, আর কেবল বিদ্যা দ্বারা (অপর ব্রহ্মবিষয়ক উপাসনা দ্বারা) দেবলোক জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু পুত্র বা কর্ম দ্বারা নহে। দেবলোকই ত্রিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠলোক, সেই কারণে জ্ঞানিগণ দেবলোকপ্রাপ্তির উপায়ভূত বিদ্যার প্রশংসা করিয়া থাকেন। ১০। ১৬।

অথাতঃ সম্প্রত্তির্যদা প্রৈষ্যন্মন্যতেঽথ পুত্রমাহ—ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞস্ত্বং লোক ইতি; স পুত্রঃ প্রত্যাহাহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞোঽহং লোক ইতি; যদ্বৈ কিঞ্চানূক্তং তস্য সর্ব্বস্য ব্রহ্মেত্যেকতা, যে বৈ কে চ যজ্ঞাস্তেষাং সর্ব্বেষাং যজ্ঞ ইত্যেকতা, যে বৈ কে চ লোকাস্তেষাং সর্ব্বেষাং লোক ইত্যেকতৈতাবদ্বা ইদং সর্ব্ব-মেতন্মা সর্ব্বং সন্নয়মিতোঽভুনজদিতি, তস্মাৎ পুত্রমনুশিষ্টং লোক্যমাহুস্তস্মাদেনমনুশাসতি; স যদৈবংবিদস্মাল্লোকাৎ প্রৈত্য-থৈভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি। স যদ্যনেন কিঞ্চিদ-ক্ষ্ণয়াকৃতং ভবতি, তস্মাদেনং সর্ব্বস্মাৎ পুত্রো মুঞ্চতি; তস্মাৎ পুত্রো নাম সঃ, পুত্রেণৈবাস্মিঁল্লোকে প্রতি-তিষ্ঠত্যথৈনমেতে দৈবাঃ প্রাণা অমৃতা আবিশন্তি॥ ১১॥ ১৭॥

অন্বয়ার্থঃ।—পুত্রস্য লোক্যত্বহেতুত্বং কেন রূপেণ, তদাহ অথেত্যাদি। অথ (বাক্যারম্ভে), অতঃ (অতঃপরং) সংপ্রত্তি (সম্প্রদানং—পুত্রে স্বাত্মকর্তব্যসম্প্রদানং, এতদাখ্য-কর্মনাম চৈতৎ। [উচ্যতে—] [পিতা] যদা (যস্মিন্ কালে) প্রৈষ্যন্ (মরিষ্যন্-ইতি) মন্যতে (বিজানাতি), অথ (অনন্তরং—তদা) পুত্রম্ [আহূয়], আহ (ব্রবীতি)—ত্বং ব্রহ্ম, ত্বং যজ্ঞঃ, ত্বং লোকঃ ইতি, সঃ (এবমুক্তঃ) পুত্রঃ প্রত্যাহ (পিতরং প্রতিবদতি)—অহং ব্রহ্ম, অহং যজ্ঞঃ, অহং লোকঃ—ইতি। [এতদেব বিশদীকরোতি—] যৎ কিঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ অনুক্তং (যৎ অধীতম্ অনধীতং চ অবশিষ্টং) তস্য সর্বস্য ব্রহ্ম ইতি একতা (ব্রহ্মপদেন একত্বং বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ); যে কে চ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) যজ্ঞাঃ (মমকর্তব্যাঃ—অনুষ্ঠিতাঃ অননুষ্ঠিতাশ্চ), তেষাং সর্বেষাং যজ্ঞঃ—ইতি একতা (যজ্ঞ-পদেন কর্মসামান্যবাচিনা একত্বং বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ), তথা যে কে চ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) লোকাঃ (মম জেতব্যাঃ সন্তঃ জিতাঃ অজিতাশ্চ), তেষাং সর্বেষাং লোকঃ—ইতি একতা, (লোক-পদেন চ লোকসামান্যগ্রহণাৎ একত্বং বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ), [এতাবন্তং কালং মদধ্যয়নং মম কর্তব্যমাসীৎ, ইতঃ পরং তৎসর্বং ত্বয়া সম্পাদনীয়ম্; তথা এতাবন্তং কালং যে যজ্ঞাঃ মম অনুষ্ঠেয়া আসন্, তত্র চ কেচিৎ অননুষ্ঠিতাঃ, অনুষ্ঠিতাশ্চ কেচিৎ, অতঃপরং তে সর্বে ত্বয়া অনুষ্ঠেয়াঃ; তথা যে লোকাঃ মম জেতব্যাঃ সন্তঃ কেচিৎ জিতাঃ অজিতাশ্চ সন্তি, ইতঃপরং তে সর্বে ত্বয়া জেতব্যাঃ। অত্র ব্রহ্ম-যজ্ঞ-লোকশব্দৈঃ অধ্যয়ন-কর্মানুষ্ঠান-লোকজয়-কর্তৃতা বিবক্ষিতা], ইদং সর্বং (গৃহিকর্তব্যং) এতাবৎ বৈ (এতৎপরিমাণমেব, যৎ বেদস্য অধ্যয়নং, যজ্ঞস্য অনুষ্ঠানং, লোকস্য চ জয়ঃ); এতৎ সর্বং সন্ ত্বং ইতঃ (অস্মাৎ লোকাৎ) [প্রস্থিতং] মা (মাং) অভুনজৎ (পালয়িষ্যতি, ভবিষ্যদর্থে লঙ্), ইতি। তস্মাৎ—[যস্মাদেবম্] তস্মাৎ (হেতোঃ) অনুশিষ্টং (পিতুঃ শাসনে স্থিতং) পুত্রং লোক্যং (লোকহিতকরং) আহুঃ (কথয়ন্তি) [পণ্ডিতাঃ], তস্মাৎ (হেতোঃ) এনং পুত্রং অনুশাসতি (স্বলোকসাধনায় উপদিশন্তি) [পিতরঃ]; এবংবিৎ (যথোক্ততত্ত্বজ্ঞঃ) সঃ (উপদেষ্টা পিতা) যদা (যস্মিন্ কালে) অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি (ম্রিয়তে), [তদা] এভিঃ প্রাণৈঃ (বাক্-মনঃপ্রাণৈঃ সহ) পুত্রম্ আবিশতি (অধ্যাত্মভাবং পরিত্যজ্য আধিদৈবিকেন রূপেণ ব্যাপ্নোতি); অনেন (আসন্নমৃত্যুনা পিত্রা) যদি কিঞ্চিৎ (কর্তব্যং) অক্ষ্ণয়া (ছিদ্রতঃ প্রমাদতো

বা) অকৃতং (অননুষ্ঠিতং) ভবতি, [তৎ] সঃ পুত্রঃ [স্বয়ং অনুষ্ঠানেন পূরয়িত্বা] তস্মাৎ (কর্ত্তব্যাকরণরূপাৎ লোকপ্রাপ্তিবাধকাৎ) এনং (পিতরং) মুঞ্চতি (মোচয়তি) যস্মাৎ, তস্মাৎ (পিতুঃ অসম্পূর্ণকর্ম-পরিপূরণাৎ) পুত্রো নাম, (এতদেব পুত্রনামনির্ব্বচনমিতি ভাবঃ)। সঃ (পিতা) পুত্রেণ (যথোক্তেন পুত্রেণ) এব অস্মিন্ লোকে প্রতিতিষ্ঠতি (মৃতোঽপি সন্ জীবতীত্যর্থঃ); অথ (মৃতোঃ পরং) এনং (যথোক্তেন প্রকারেণ কৃতসম্প্রত্তিকং পিতরম্) এতে অমৃতাঃ (মৃত্যুরহিতাঃ) দৈবাঃ (হিরণ্যগর্ভসম্বন্ধীয়াঃ) প্রাণাঃ (বাগাদয়ঃ) আবিশন্তি (প্রবিশন্তি), স খলু সর্ব্বাত্মত্বং প্রপদ্যতে ইতি ভাবঃ]॥ ১১॥ ১৭॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর 'সম্প্রত্তি' বর্ণিত হইতেছে—[সম্প্রত্তি অর্থ সম্প্রদান—পুত্রেতে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভার সমর্পণ]। লোক যখন আপনাকে আসন্নমৃত্যু মনে করে, তখন পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলেন—তুমি ব্রহ্ম (বেদ), তুমি যজ্ঞ, এবং তুমি লোক। [পিতা এইরূপ বলিলে পর] সেই পুত্র প্রতিবচনে বলেন—হাঁ, আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ এবং আমি লোক, [ইহার অর্থ এই যে, আমার] যাহা কিছু অধীত বা অনধীত—অধ্যয়ন করিতে বাকী আছে, তুমিই সেই সকলের ব্রহ্ম, অর্থাৎ তুমিই তৎস্বরূপ—আমার কর্ত্তব্য অধ্যয়ন তুমি পূর্ণ করিবে; যে কোনও যজ্ঞ [আমার কর্ত্তব্য ছিল], তুমি সে সমুদয়ের যজ্ঞস্বরূপ, অর্থাৎ তুমি আমার কর্ত্তব্য যজ্ঞ সম্পাদন করিবে; আর যে কোন লোক (ভোগস্থান) [জয় করা—আয়ত্ত করা আমার উচিত ছিল], তুমি সে সকলের লোকস্বরূপ, অর্থাৎ তুমি সে সমুদয় লোক জয় করিবে; এ সমস্ত—(গৃহীর কর্ত্তব্য) এই পর্য্যন্তই অর্থাৎ অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও লোকজয়ের অতিরিক্ত কিছু নাই; আমার এই কর্ত্তব্য-ভার বহনপূর্ব্বক পুত্র আমাকে ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর রক্ষা করিবে; এই জন্যই পণ্ডিতগণ অনুশিষ্ট (সুশাসনপ্রাপ্ত) পুত্রকে লোক্য অর্থাৎ পিতার শুভলোকলাভের অনুকূল বলিয়া থাকেন; এই কারণেই পিতা পুত্রকে [ঐরূপ] উপদেশ দিয়া থাকেন। এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন পিতা যে সময় ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন,

পুত্রে প্রবেশ করেন ; পিতার কোনও কর্ত্তব্য কর্ম্ম যদি ঘটনাক্রমে করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুত্র [নিজে অনুষ্ঠানপূর্ব্বক] সেই কর্ম্ম পূরণ করিয়া) এই সম্প্রত্তিকারী পিতাকে সেই কর্ত্তব্যতা-বন্ধন হইতে বিমোচিত করে ; এইরূপে পিতার কর্ত্তব্য পূরণ করে বলিয়াই সন্তানের পুত্র নাম প্রসিদ্ধ ; সেই পিতা [মৃত হইয়াও] এবংবিধ উপদেশপ্রাপ্ত পুত্র দ্বারা ইহলোকে বর্ত্তমান থাকেন। মৃত্যুর পর সেই পিতাতে হিরণ্যগর্ভের এই সমুদয় অমর প্রাণ প্রবেশ করে, অর্থাৎ তখন তাহার মর্ত্ত্যভাব চলিয়া যায়॥ ৭১॥ ১৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। এবং সাধ্যলোকত্রয়-ফলভেদেন বিনিযুক্তানি পুত্র-কর্ম-বিদ্যাখ্যানি ত্রীণি সাধনানি ; জায়া তু পুত্রকর্মার্থত্বাৎ ন পৃথক্সাধন-মিতি পৃথক্ নাভিহিতা ; বিত্তং চ কর্মসাধনত্বাৎ ন পৃথক্সাধনম্। বিদ্যা-কর্মণোর্লোকজয়হেতুত্বং স্বাত্মপ্রতিলাভেনৈব ভবতীতি প্রসিদ্ধম্। পুত্রস্য তু অক্রিয়াত্মকত্বাৎ কেন প্রকারেণ লোকজয়হেতুত্বমিতি ন জ্ঞায়তে ; অতস্তদ্বক্তব্য-মিতি অথ অনন্তরমারভ্যতে—

সম্প্রত্তিঃ সম্প্রদানম্ ; সম্প্রত্তিরিতি বক্ষ্যমাণস্য কর্মণো নামধেয়ম্ ; পুত্রে হি স্বাত্মব্যাপারসম্প্রদানং করোত্যনেন প্রকারেণ পিতা, তেন সম্প্রত্তিসংজ্ঞকমিদং কর্ম। তৎ কস্মিন্ কালে কর্ত্তব্যমিত্যাহ—সঃ পিতা যদা যস্মিন্ কালে প্রৈষ্যন্ মরিষ্যন্ মরিষ্যামীত্যরিষ্টাদিদর্শনেন মন্যতে, অথ তদা পুত্রমাহূয়াহ—ত্বং ব্রহ্ম, ত্বং যজ্ঞঃ, ত্বং লোক ইতি। স এবমুক্তঃ পুত্রঃ প্রত্যাহ ; স তু পূর্ব্বমেবানুশিষ্টো জানাতি—ময়ৈতৎ কর্ত্তব্যমিতি ; তেনাহ—অহং ব্রহ্ম, অহং যজ্ঞঃ, অহং লোক ইতি, এতদ্বাক্যত্রয়ম্। ২

এতস্যার্থস্তিরোহিত ইতি মন্বানা শ্রুতির্ব্যাখ্যানায় প্রবর্ত্ততে—যদ্বৈ কিঞ্চ কিঞ্চ অবশিষ্টম্ অনূক্তমধীতমনধীতঞ্চ, তস্য সর্ব্বস্যৈব ব্রহ্মেত্যেতস্মিন্ পদে একতা একত্বম্ ; যোঽধ্যয়নব্যাপারো মম কর্ত্তব্য আসীদেতাবন্তং কালং বেদবিষয়ঃ, স ইত ঊর্দ্ধং ত্বং ব্রহ্ম ত্বৎকর্ত্তৃকোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। তথা যে বৈ কে চ যজ্ঞা ময়ানুষ্ঠেয়াঃ সন্তো ময়ানুষ্ঠিতাশ্চ অননুষ্ঠিতাশ্চ, তেষাং সর্ব্বেষাং যজ্ঞ ইত্যেতস্মিন্ পদে একতা একত্বম্ ; মৎকর্ত্তৃকা যজ্ঞা যে আসন্, তে ইত ঊর্দ্ধং ত্বং যজ্ঞঃ ত্বৎকর্ত্তৃকাঃ

ভবতু ইত্যর্থঃ। যে বৈ কে চ লোকা ময়া জেতব্যাঃ সন্তো জিতা অজিতাশ্চ, তেষাং সর্ব্বেষাং লোক ইত্যেতস্মিন্ পদে একতা; ইত ঊর্দ্ধং ত্বং লোকঃ ময়া জেতব্যাস্তে। ইত ঊর্দ্ধং ময়া অধ্যয়ন-যজ্ঞ-লোকজয়কর্ত্তব্য-ক্রতুস্ত্বয়ি সমর্পিতঃ, অহন্তু মুক্তোঽস্মি কর্ত্তব্যতাবন্ধনবিষয়াৎ ক্রতোঃ। স চ সর্ব্বং তথৈব প্রতিপন্নবান্ পুত্রঃ, অনুশিষ্টত্বাৎ। ৩

তত্রৈবং পিতুরভিপ্রায়ং যথানা আচষ্টে শ্রুতিঃ—এতাবৎ এতৎপরিমাণং বৈ ইদং সর্ব্বং—যদ্ গৃহিণা কর্ত্তব্যম্, যদুত বেদা অধ্যেতব্যাঃ, যজ্ঞা যষ্টব্যাঃ, লোকাশ্চ জেতব্যাঃ; এতন্মা সর্ব্বং সন্নয়ং সর্ব্বং ভারং মদধীনং মত্তোঽপচ্ছিদ্য আত্মনি নিধায় ইতোঽস্মাল্লোকাৎ মা মাম্ অভুনজৎ পালয়িষ্যতি—ইতি লৃডর্থে লঙ্, ছন্দসি কালনিয়মাভাবাৎ। যস্মাদেবং সম্পন্নঃ পুত্রঃ পিতরমস্মাল্লোকাৎ কর্ত্তব্যতা-বন্ধনতো মোচয়িষ্যতি, তস্মাৎ পুত্রমনুশিষ্টং লোক্যং লোকহিতং পিতুঃ আহুর্ব্রাহ্মণাঃ। অতএব হ্যেনং পুত্রমনুশাসতি—লোক্যোঽয়ং নঃ স্যাদিতি—পিতরঃ। ৪

স পিতা যদা যস্মিন্ কালে এবংবিৎ পুত্রসমর্পিতকর্ত্তব্যতাক্রতুঃ অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি ম্রিয়তে, অথ তদা এভিরেব প্রকৃতৈর্বাঙ্মনঃপ্রাণৈঃ পুত্রমাবিশতি পুত্রং ব্যাপ্নোতি। অধ্যাত্মপরিচ্ছেদহেত্বপগমাৎ পিতুর্বাঙ্মনঃপ্রাণাঃ স্বেনাধিদৈবিকেন রূপেণ পৃথিব্যগ্ন্যাদ্যাত্মনা ভিন্ন-ঘট-প্রদীপপ্রকাশবৎ সর্ব্বমাবিশন্তি, তৈঃ প্রাণৈঃ সহ পিতাপি আবিশতি, বাঙ্মনঃপ্রাণাত্মভাবিত্বাৎ পিতুঃ; অহমস্ম্যনন্তা বাঙ্মনঃপ্রাণা অধ্যাত্মাদিভেদ-বিস্তারাঃ—ইত্যেবং ভাবিতো হি পিতা; তস্মাৎ প্রাণানুবৃত্তিত্বং পিতুর্ভবতীতি যুক্তমুক্তম্—এভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতীতি; সর্ব্বেষাং হ্যসাবাত্মা ভবতি পুত্রস্য চ। এতদুক্তং ভবতি—যস্য পিতুরেবমনুশিষ্টঃ পুত্রো ভবতি, সোঽস্মিন্নেব লোকে বর্ত্ততে পুত্ররূপেণ, নৈব মৃতো মন্তব্য ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুত্যন্তরে—"সোঽস্যায়মিতর আত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে" ইতি। ৫

অথেদানীং পুত্রনির্ব্বচনমাহ—স পুত্রঃ যদি কদাচিদনেন পিত্রা অক্ষয়া কোণচ্ছিদ্রতঃ অকৃতং ভবতি কর্ত্তব্যম্, তস্মাৎ কর্ত্তব্যতারূপাৎ পিত্রা অকৃতাৎ সর্ব্বস্মাল্লোকপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধরূপাৎ পুত্রো মুঞ্চতি মোচয়তি, তৎ সর্ব্বং স্বয়মনুষ্ঠিতম্ পূরয়িত্বা; তস্মাৎ—পূরণেন ত্রায়তে স পিতরম্ যস্মাৎ, তস্মাৎ পুত্রো নাম; ইদং তৎ পুত্রস্য পুত্রত্বং—যৎ পিতুশ্ছিদ্রং পূরয়িত্বা ত্রায়তে।

হ্রীতি। মৃতস্য পিতুরিতো লোকাদাবৃত্তস্য কথং যথোক্তলোকবিদ্যাসম্ভবঃ—এতদনুক্ত-র্মিতি। পুত্ররূপেণাস্য স্থিতিমেব বিবৃণুতে—সৈষেত্যাদি। মৃতোঽপি পিতাঽনুশিষ্ট-পুত্রাত্মনাস্য বর্ত্ততে যাবাদস্যায়ং যাবৃতঃ কলয়াপেক্ষ্য পরমেতি ভাবঃ। উক্তেঽর্থে ঐতরেয়-শ্রুতিং সংবাদয়তি—তথা চেতি। বহ্নিশব্দাভ্যাং পিতাপুত্রাবুচ্যেতে।

ন মহীতাদিবাক্যস্যার্থো ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। অক্তমযুক্তাদিতি চ শেষঃ। তদর্থমিতি প্রতীকমাদায় ব্যাকরোতি—পুত্ররূপেণেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—ইদমিদং তদিতি। পুত্রবিষয়ত্বং বিশদয়তি—স পিতেতি। পুত্রেণৈতল্লোকজয়মুপ-সংহরতি—এবংবিদিতি. যথোক্তাং পুত্রাদিত্রয়কর্মণোর্বিশেষমাহ—স অথেতি। কথং তর্হি তাভ্যাং পিতা তৌ ত্রায়তি, তত্রাহ—অহ্লাপেতি। তদেব স্ফুটয়তি—স হীতি। অনুশিষ্টপুত্রেণৈতল্লোকজয়মেবং পিতাঽধিকৃতাধ্যেবং বিজ্ঞাপ্য বাক্যং ব্যাকরোতি—অথেতি। পুত্রপ্রকরণবিশেষার্থোঽথশব্দঃ। ১৮। ১৭।

ভাষ্যানুবাদ। যথোক্তপ্রকার সাধনীয় ত্রিবিধ লোকপ্রাপ্তি-রূপ ফলভেদানুসারে পুত্র, কর্ম ও অপরাবিদ্যা, এই তিন প্রকার সাধন কথিত হইয়াছে; পত্নীও একটি সাধন বটে, কিন্তু পুত্রোৎপাদন ও কর্ম-সম্পাদনই পত্নীর প্রধান উদ্দেশ্য; সুতরাং উহা পৃথক্ স্বতন্ত্রসাধন নহে; এই কারণেই সাধনরূপে পত্নীর আর পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হয় নাই; এবং বিত্তও কর্মসম্পাদনেরই উপায়স্বরূপ; সুতরাং তাহাও স্বতন্ত্র সাধনরূপে পরিগণিত হয় নাই; তাহার পর বিদ্যা (উপাসনা) ও কর্ম যে, লোকবিশেষ জয়ের সাধন হয়, তাহাও আত্মলাভ দ্বারাই হয়, অর্থাৎ বিদ্যা ও কর্ম উভয়ই ক্রিয়াত্মক; সুতরাং তাহারা উৎপন্ন হইবার পর লোকবিশেষ-প্রাপ্তির উপায় হইতে পারে; কিন্তু পুত্র যখন ক্রিয়াত্মক নহে, (সিদ্ধ বস্তু), তখন সেই পুত্র যে, কি প্রকারে লোকজয়ের হেতু বা সাধন হইতে পারে, তাহা ত বুঝা যাইতেছে না; অতএব প্রকাশ করিয়া তাহা বলা উচিত, এইজন্য পরবর্ত্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে—

'অথ' অর্থ—অনন্তর—অতঃপর; সম্প্রতি অর্থ—সম্প্রদান; 'সম্প্রত্তি' শব্দটি বক্ষ্যমাণ কর্ম্মের নাম; পিতা নিম্নলিখিত পদ্ধতিক্রমে পুত্রের উপর নিজের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসম্পাদনের ভার সমর্পণ করিয়া থাকেন; এই কারণে এই [illegible] হইয়াছে—'সম্প্রত্তি'। সেই কর্ম্মটি কোন সময়ে করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—সেই পিতা যে সময়ে অরিষ্টাদিদর্শনে (১)

(১) অরিষ্টদর্শন—অরিষ্ট অর্থ মৃত্যুসূচক চিহ্ন; তাহা অনেক প্রকার; উদাহরণ-স্বরূপ দুই একটি মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে—"দীপনির্বাণগন্ধং চ সুহৃদ্বাক্যমরুন্ধতীম্। ন জিঘ্রতি

মনে করেন—'আমি পরলোকে গমন করিব—মরিব' এইরূপ বুঝিতে পারেন, সে সময় পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিতে থাকেন—তুমি ব্রহ্ম (বেদ), তুমি যজ্ঞ এবং তুমিই [আমার] লোক। সেই পুত্র এবংপ্রকার অভিহিত হইয়া প্রতিবচনে বলেন,—পুত্র পূর্ব্বেই ঐরূপ উপদেশ পাইয়াছিল—জানিয়াছিল যে, আমাকে এইরূপ করিতে হইবে; তাই সে তখন প্রতিবচনে বলে যে, হাঁ, আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ এবং আমিই লোক; বুঝিতে হইবে, এই তিনটি কথা পৃথক্ বাক্য। ২

এই অংশের অর্থ প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট আছে মনে করিয়া শ্রুতি নিজেই তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়া দিতেছেন—আমার যাহা কিছু অনুক্ত, অধীত বা অনধীত অবশিষ্ট আছে, [তুমি] সে সমুদয়েরই ব্রহ্ম, এই ব্রহ্ম-পদে একতা অর্থাৎ একত্ব বা অভিন্নত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে; অভিপ্রায় এই যে, এতকাল বেদ সম্বন্ধে আমার যে, অধ্যয়ন কার্য্য কর্ত্তব্য ছিল, ইতঃপর তুমিই সেই ব্রহ্ম,—তোমার কর্তৃত্বে তাহা সম্পন্ন হউক; সেইরূপ, যে সমস্ত যজ্ঞ আমার অনুষ্ঠেয় ছিল, তন্মধ্যে যে সমস্ত যজ্ঞ আমি অনুষ্ঠান করিয়াছি বা করি নাই; সে সমুদয়েরও তুমি যজ্ঞ; এখানেও একত্ব বিবক্ষিত; অভিপ্রায় এই যে, ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত যজ্ঞে আমার কর্তৃত্ব ছিল, ইহার পর তুমি সেই যজ্ঞ, অর্থাৎ সে সমুদয় যজ্ঞে তোমার কর্তৃত্বে সম্পন্ন হউক; আর যে সমস্ত লোক বা ভোগভূমি আমার জয় করা (আয়ত্ত করা) উচিত ছিল, তন্মধ্যে জিত ও অজিত উভয় প্রকারই আছে, তুমি সে সমুদয় লোক; এখানেও লোকপদে একত্ব বিবক্ষিত, ইতঃপর তুমি সেই লোক, অর্থাৎ তোমাকে সেই সমুদয় লোক জয় করিতে হইবে। বুঝিবে যে, ইহার পরে আমার কর্ত্তব্য অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও লোকজয় করার ভার তোমাতে সমর্পিত হইল; আমি কিন্তু অবশ্যকর্ত্তব্যতারূপ যজ্ঞ-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলাম। পুত্র পূর্ব্বেই ঐরূপ শিক্ষা পাইয়াছিল; কাজেই সে পিতার কথাগুলি যথাযথরূপে অঙ্গীকার করিয়া লইল।

ন শৃণোতি ন পশ্যতি মতায়ুষঃ।" আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি দীপনির্ব্বাণ করিলে যে, গন্ধ হয়, তাহা পায় না, সুহৃদের হিতকথা গ্রহণ করে না, এবং অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করে না। তাহার পর, 'প্রকৃতে-বিকৃতিশ্চ বা,' অর্থাৎ অকস্মাৎ স্বভাবের পরিবর্ত্তন,—চিরকৃপণ ব্যক্তি হঠাৎ দাতা হওয়া, দাতা ব্যক্তি কৃপণ হওয়া ইত্যাদি। হঠাৎ আকাশে মনোহর নগর দর্শন, অথবা মধ্যাহ্নে ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন ইত্যাদি ও অরিষ্ট মধ্যে গণ্য।

শ্রুতি এ বিষয়ে উক্ত পিতার এইরূপ অভিপ্রায় মনে করিয়া বলিতেছেন—'এতাবৎ' এই পরিমাণই এ সমস্ত অর্থাৎ গৃহীর কর্তব্য কর্ম,—বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে, যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে, এবং লোক-সমূহ জয় করিতে হইবে। এই পুত্র আমার কর্তব্য সমস্ত ভার আমা হইতে পৃথক্ করিয়া অর্থাৎ আমার কর্তব্যভার নিজে গ্রহণ করিয়া এই জগৎ হইতে প্রহিত আমাকে পালন করিবে; যেহেতু কালব্যবহারের বাধাবাধি নিয়ম না থাকায় ভবিষ্যদর্থে অতীতকালবোধক লঙ্‌ বিভক্তির প্রয়োগ (অভুনক্‌) হইয়াছে। যেহেতু, এবংবিধ সংপুত্র ('পিতার কর্তব্য-ভারগ্রহণকারী পুত্র) ইহলোকরূপে কর্তব্যতা-বন্ধন হইতে পিতাকে বিমোচিত করিবেন; সেই জন্যই ব্রাহ্মণগণ অনুশিষ্ট (উক্তপ্রকার শিক্ষাপ্রাপ্ত পুত্রকে পিতার লোক্য—স্বর্গাদি-লোক জয়ের উপযোগী বলিয়া থাকেন; এই উদ্দেশ্যেই—এই পুত্র আমার লোকলাভের অনুকূল হইবে, মনে করিয়া জনকগণ পুত্রকে যথোক্তপ্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন।

এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন সেই পিতা যে সময় আপনার কর্তব্যভার পুত্রের উপর সমর্পণ করিয়া এই পৃথিবী হইতে প্রয়াণ করেন,—মৃত্যুগ্রস্ত হন, তখন তিনি এই প্রস্তাবিত বাক্‌, মনঃ ও প্রাণ দ্বারাই পুত্রেতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ পুত্রেতে ব্যাপ্ত হন। অভিপ্রায় এই যে, ঘট ভগ্ন হইলে যেমন তন্মধ্যস্থিত প্রদীপের প্রভা নষ্ট হওয়ায় চতুর্দিকে প্রসারিত হয়, তেমনি সেই পিতার বাক্‌, মনঃ, প্রাণও তখন আধ্যাত্মিক পরিচ্ছেদ অর্থাৎ দৈহিক সীমায় আবদ্ধ থাকিবার কোন কারণ না থাকায় স্বীয় প্রকৃত রূপ আধিদৈবিক পৃথিবী ও অগ্নি প্রভৃতিরূপে সর্ব্ববস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন; পিতাও বাক্‌, মনঃ ও প্রাণকে আত্মভাবে ভাবনা করায় উক্ত বাক্‌, মনঃ ও প্রাণের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন; কারণ, পিতা তখন এইরূপ ভাবনাসম্পন্ন হন যে, আমি হইতেছি অধ্যাত্ম ও অধিদৈবাদি বিবিধভাবে বিস্তৃতিপ্রাপ্ত অনন্ত বা অপরিচ্ছিন্ন বাক্‌, মনঃ ও প্রাণস্বরূপ; সেই কারণে পিতা তখন প্রাণের অনুবৃত্তি বা অনুসরণ করিয়া থাকেন; অতএব 'এভিরেব প্রাণৈঃ সহ' ইত্যাদি বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে। তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। বিশেষতঃ পিতা তখন সকলেরই আত্মস্বরূপ হন; সুতরাং পুত্রের সঙ্গেও অভিন্ন হইয়া পড়েন, অতএব এখানে যে, 'এভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি'-বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, যে পিতার পুত্র এইরূপ অনুশিষ্ট বা সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তিনি পুত্ররূপে ইহলোকেই

দেখ, অন্য শ্রুতিতেও সেইরূপ কথাই আছে—'তাহার (মৃত পিতার) এই পুত্ররূপী অপর আত্মা পুণ্যকর্ম-সম্পাদনের জন্য প্রতিনিধিরূপে রক্ষিত হয়' ইতি। ৫

ইহার পর এখন পুত্র-শব্দের নির্বচন—যোগার্থ বলিতেছেন—এই পিতা কর্তৃক যদি কখনও কোনপ্রকারে কোন কর্তব্যাংশ অসম্পাদিত থাকে, তাহা হইলে সেই পুত্র নিজে অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা পূরণ করিয়া সেই পিতার অসম্পাদিত স্বর্গাদি-লোকপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ সেই কর্তব্যতা-বন্ধন হইতে পিতাকে বিমুক্ত করে; সেই হেতু—যেহেতু পুত্র কর্তব্যাপরিপূরণ দ্বারা পিতাকে পরিত্রাণ করে, সেই হেতু পুত্র নামে প্রসিদ্ধ; ইহাই পুত্রের পুত্রত্ব অর্থাৎ পুত্রসংজ্ঞার কারণ—যে, সে পিতার ছিদ্র অর্থাৎ অপূর্ণতা পূরণ দ্বারা পরিত্রাণ করে। সেই পিতা মৃত হইয়াও এবংবিধ পুত্র দ্বারা ইহ-লোকেই প্রতিষ্ঠিত (বর্তমান) থাকেন; এই প্রকারে উক্ত পিতা উক্তরূপ পুত্র দ্বারা এই মনুষ্যলোক জয় করেন; কিন্তু বিদ্যা ও কর্ম দ্বারা এই প্রকারে দেবলোক ও পিতৃ-লোক জয় করিতে পারেন না; পুত্র যেরূপ নিজের অস্তিত্ব মাত্রের অতিরিক্ত কর্মানুষ্ঠান দ্বারা লোক জয় সাধন করে, বিদ্যা ও কর্ম কিন্তু সেরূপ কিছু করে না, তাহারা কেবল আত্মলাভ করিয়াই লোকজয় সাধন করিয়া থাকে। এইরূপে পুত্রেতে কর্তব্য বন্ধের ভারার্পণকারী পিতাতে দৈব অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ-সম্বন্ধীয় এই অমৃত প্রাণ সমূহ প্রবেশ করিয়া থাকে ।১১॥১৭॥

পৃথিব্যৈ চৈনমগ্নেশ্চ দৈবী বাগাবিশতি, সা বৈ দৈবী বাগ্ যয়া যদ্যদেব বদতি তত্তদ্ভবতি ॥ ১২ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। কথমাবিশতীতি প্রতিপাদয়িষুরাহ—"পৃথিব্যৈ" ইত্যাদি। পৃথিব্যৈ (পৃথিব্যাঃ) চ অগ্নেঃ চ (পৃথিব্যগ্ন্যোঃ) দৈবী (অধি-দেবতারূপা) বাক্ [আধ্যাত্মিকপরিচ্ছেদং ত্যক্ত্বা।] এনম্ (কৃতসম্প্রত্তিকং) আবিশতি। সা বৈ বাক্ দৈবী (শুদ্ধা—অনৃতাদিদোষরহিতা); যয়া (দৈব্যা বাচা) যৎ যৎ এব বদতি, তৎতৎ ভবতি (সাফল্যং লভতে,—অমোঘা চাস্য বাগ্ ভবতীত্যর্থঃ) ॥১২॥১৮॥

অনুবাদ। কি প্রকারে প্রবেশ করে, তাহা বলিতেছেন—পৃথিবী ও অগ্নির অধিদেবতা বাক্ যথোক্ত সম্প্রত্তিকারী পুরুষে প্রবেশ

করে; তাহাই দৈবী বাক্, যাহা দ্বারা যাহা যাহা বলা হয়, তাহা তাহাই সম্পন্ন হয়; অর্থাৎ তাহার অমোঘ বাক্শক্তি লাভ হয়॥ ৭২॥ ১৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। কথমিতি বক্ষ্যতি—পৃথিব্যৈ চৈনমিত্যাদি। এবং পুত্রকর্মাপরবিদ্যানাং মনুষ্যলোকপিতৃলোকদেবলোকসাধনার্থতা প্রদর্শিতাঃ শ্রুত্যা স্বয়মেব। অত্র কেচিৎ বাবদূকাঃ শ্রুত্যুক্তবিশেষার্থানভিজ্ঞাঃ সন্তঃ পুত্রাদিসাধনানাং মোক্ষার্থতাং বদন্তি; তেষাং মুখাপিধানং শ্রুত্যেদং কৃতম্ — "জায়া মে স্যাৎ" ইত্যাদি পাঙ্ক্তং কাম্যং কর্মেত্যুপক্রমেণ, পুত্রাদীনাং চ সাধ্যবিশেষবিনিয়োগোপসংহারেণ চ; তস্মাদ্ ঋণশ্রুতিঃ অবিদ্বদ্বিষয়া, ন পরমাত্মবিদ্বিষয়েতি সিদ্ধম্; বক্ষ্যতি চ—"কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ" ইতি। ১

কেচিত্তু পিতৃলোক-দেবলোকজয়োঽপি পিতৃলোক-দেবলোকাভ্যাং ব্যাবৃত্তিরেব; তস্মাৎ পুত্র-কর্মাপরবিদ্যাভিঃ সমুচ্চিতাভিস্ত্রিভ্য এতেভ্যো লোকেভ্যো ব্যাবৃত্তঃ পরমাত্মবিজ্ঞানেন মোক্ষমধিগচ্ছতীতি পরম্পরয়া মোক্ষার্থান্যেব পুত্রাদিসাধনানীচ্ছন্তি। তেষামপি মুখাপিধানায় ইদমেব শক্তি-কৃত্যা কৃতসম্প্রত্তিকস্য পুত্রিণঃ কর্মিণঃ ত্র্যন্নাত্মবিদ্যাবিদঃ ফলপ্রদর্শনায় প্রবৃত্তা। ২

ন চৈতদেব ফলং মোক্ষফলমিতি শক্যং বক্তুম্, ত্র্যন্নসম্বন্ধাৎ মেধাতপঃ-কার্য্যত্বাচ্চান্নানাং পুনঃ পুনর্জ্জনয়ত ইতি বর্ণনাৎ, "যদ্বৈতন্ন কুর্য্যাৎ ক্ষীয়েত হ" ইতি চ ক্ষয়শ্রবণাৎ, শরীরং জ্যোতীরূপমিতি চ কার্য্য-করণত্বোপপত্তেঃ, "ত্রয়ং বা ইদম্" ইতি চ নামরূপকর্মাত্মত্বোপসংহারাৎ। ন চৈতদেব সাধনত্রয়ং সংহতং সৎ কস্যচিন্মোক্ষং কস্যচিৎ ত্র্যন্নাত্মকফলমিত্যস্মাদেব বাক্যাদবগন্তুং শক্যম্, পুত্রাদিসাধনানাং ত্র্যন্নাত্মকফলদর্শনেনৈবোপক্ষীণ-ত্বাদ্বাক্যস্য। ৩

পৃথিব্যৈ পৃথিব্যাশ্চ এনমগ্নেশ্চ দৈবী অধিদৈবাত্মিকা বাক্ এনং কৃত-সম্প্রত্তিকম্ আবিশতি; সর্ব্বেষাং হি বাচ উপাদানভূতা দৈবী বাক্ পৃথিব্যগ্নিলক্ষণা; সা হ্যাধ্যাত্মিকাসঙ্গাদিদোষৈর্নিরুদ্ধা; বিদুষস্তদ্দোষাপগমে আবরণভঙ্গ ইবোদকং প্রদীপপ্রকাশবচ্চ ব্যাপ্নোতি। তদেতদুচ্যতে—পৃথিব্যা অগ্নেশ্চৈনং দৈবী বাগাবিশতীতি। সা চ দৈবী বাক্ অনৃতাদি দোষরহিতা শুদ্ধা, যয়া বাচা দৈব্যা যদ্-যদেব আত্মনে পরস্মৈ বা বদতি, তৎ তদ্ভবতি—অমোঘাপ্রতিবদ্ধাস্য বাগ্ভবতীত্যর্থঃ॥ ৭২॥ ১৮॥

কোন কোন বাবদূক (বাচাল) শ্রুতিবাক্যের বিশেষার্থ বুঝিতে না পারিয়া পুত্র, কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যারও মোক্ষসাধনতা কল্পনা করিয়া থাকেন। শ্রুতি নিজেই উপক্রমে "জায়া মে স্যাৎ" ইত্যাদি বাক্য পাঙ্‌ক্ত কর্ম্মের উল্লেখ দ্বারা এবং উপসংহারেও পুত্রাদিকে ফলবিশেষসাধনোদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত করিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; অতএব পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাপক শ্রুতি ব্রহ্ম-বিদ্যারহিত অজ্ঞ লোকের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু পরমাত্মবিৎ জ্ঞানী লোকের সম্বন্ধে নহে, ইহা সিদ্ধ হইল; এবং পরেও বলিবেন—'আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা আমাদের এই পরমাত্মলাভ সম্পন্ন হইবে না;' ইতি। ১

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পিতৃলোক ও দেবলোক জয় করা শব্দের অর্থও পিতৃলোক ও দেবলোক হইতে ব্যাবৃত্তি (বিরক্তি) ভিন্ন আর কিছু নহে; অতএব একসঙ্গে পুত্র, কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যার অনুষ্ঠান করিলে এই ত্রিবিধ-লোক হইতে লোকের নিবৃত্তি বা বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন বৈরাগ্যসম্পন্ন পুরুষ ক্রমে পরমাত্ম-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া, তদ্দ্বারা মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন; অতএব পরম্পরাসম্বন্ধে পুত্রাদি সাধনত্রয়ও মোক্ষলাভেরই উপায়-স্বরূপ ইতি। অনন্তরে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সম্পত্তিকারী পুত্রবান্ কর্ম্মীর ফলপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত স্বয়ং এই শ্রুতিই তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার উত্তরস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, পুত্র ও কর্ম্মাদি সাধনগুলি যদি সত্যসত্যই মোক্ষ সাধন হইত, তাহা হইলে কখনই মোক্ষসাধন পুত্রকে লৌকিকসাধনে বিনিযুক্ত করা হইত না। ২

আর যথোক্ত ফলই যে, মোক্ষফল, একথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, এই ফল অন্নত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ, অন্নত্রয়ও আবার মেধা ও তপস্যার কার্য্য বা ফল; শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উৎপাদনের কথা আছে, এবং 'যদি উৎপাদন না করিতেন, তাহা হইলে সে সমস্ত নিশ্চয়ই ক্ষয় হইত', এই শ্রুতিতে ক্ষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'শরীর জ্যোতিঃস্বরূপ' এখানে আবার কার্য্য ও সাধনত্বের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, অধিকন্তু উপসংহারে "ত্রয়ং বা ইদং" শ্রুতিতে উক্ত ফলকে নাম, রূপ ও কর্ম্মাত্মক বলিয়া বাক্য সমাপ্তি করা হইয়াছে। আর একই বাক্য হইতে যে, দুই রকম কল্পনা করিবে—উক্ত সাধনত্রয় একত্র অনুষ্ঠিত হইয়া কাহারো পক্ষে মোক্ষ ফল, আবার কাহারো পক্ষে অন্নত্রয়ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে; একই বাক্য হইতে ঐরূপ-দুই রকম অর্থ কল্পনা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না; কেন না, পুত্রাদি সাধনত্রয়ের অন্নত্রয়াত্মক ফল প্রদর্শনই

সম্পূর্ণ বাক্যটি পরিসমাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং একই বাক্যে ঐ প্রকার দুই রকম কল্পনা করা ত কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। ৩

পৃথিবী ও অগ্নির দৈবী অধিদেবতাস্বরূপ বাক্—ইহাতে যিনি যথোক্ত সংপ্রত্তি সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে প্রবেশ করে; পৃথিবী ও অগ্নি-রূপা বাক্ হইতেছে সর্ব্বপ্রাণীর বাক্যের উপাদান বা উৎপত্তির কারণস্বরূপ; কিন্তু দেহাসক্তিদোষে সেই বাক্ নিরুদ্ধভাবে (পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে); জ্ঞানীর সেই আসক্তি-দোষ দূরীভূত হইয়া যায়; সুতরাং পরিচ্ছেদ-জনক আবরণও ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আবরণভঙ্গে জলের ন্যায় ও প্রদীপ-প্রকাশের ন্যায় বাক্ও বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে; "পৃথিব্যৈ অগ্নেশ্চ" ইত্যাদি বাক্যে সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই দৈবী বাক্ই অসত্যতাদি-দোষশূন্য বিশুদ্ধ; যে ব্যক্তি নিজের জন্যই হউক বা পরের জন্যই হউক, এই দৈবী বাক্য দ্বারা যাহা যাহা বলে, তাহা তাহাই হয়, অর্থাৎ ইহার বাক্য অমোঘ—অব্যাহত হয়॥ ১২।১৮॥

দিবশ্চৈনমাদিত্যাচ্চ দৈবং মন আবিশতি, তদ্বৈ দৈবং মনো যেনানন্দ্যেব ভবত্যথো ন শোচতি ॥ ১৩ ॥ ১৯

অন্বয়ার্থঃ। তথা দিবঃ (দ্যুলোকাৎ) চ আদিত্যাৎ (সূর্য্যাৎ) চ (অপি) দৈবং (স্বভাবনির্ম্মলং) মনঃ এনং (কৃতসম্প্রত্তিকং জনং) আবিশতি; তৎ বৈ (এব) দৈবং মনঃ, [কিং তৎ?] যেন (মনসা) (জনঃ) আনন্দী (আনন্দবান্) এব ভবতি, অথো (পুনঃ) ন শোচতি (ন দুঃখময় ভবতি, তৎ) ॥ ১৩। ১৯।

মূলানুবাদ। সেইরূপ দ্যুলোক এবং আদিত্য হইতেও দৈব মন আসিয়া ইহাতে প্রবিষ্ট হয়; তাহাই দৈব মন, যে মন দ্বারা এই ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দী—কেবলই সুখী হয়, কিন্তু কখনও শোক পায় না; [কারণ, তখন কোন প্রকার দুঃখ-কারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না। ১৩। ১৯।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথা দিবশ্চৈনম্ আদিত্যাচ্চ দৈবং মন আবিশতি,—তচ্চ দৈবং মনঃ, স্বভাবনির্ম্মলত্বাৎ; যেন মনসা আনন্দ্যেব

ভবতি সুখ্যেব ভবতি; অথো অপি ন শোচতি, শোকাদিনিমিত্তা-সংযোগাৎ ॥ ১৩ ॥ ১৮ ॥

টীকা। বাচি দর্শিতন্যায়ং মনস্যতিদিশতি—তথেত্যাদিনা। যৎ মনঃ স্বভাবনির্মলমেব দৈবমিত্যুক্তং, তদেব বিশিনষ্টি—যেনেতি। অথাপীতি বিবৃণোতি। যেন মনসা বিদ্বান্ শোকমপি ন ভজেত তাদৃশত্বাৎ, তথৈবমিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ। ১০। ১৯।

ভাষ্যানুবাদ। সেই প্রকার দ্যুলোক ও আদিত্য হইতে দৈব মন তাহাতে প্রবেশ করে, স্বভাব শুদ্ধ বলিয়া তাহাই দৈব মন, যে মন দ্বারা এই ব্যক্তি কেবল আনন্দী—সুখীই হয়; কখনও শোক করে না; কারণ, তখন তাহার কোন প্রকার শোক কারণের সহিত সম্বন্ধ থাকে না।।১৩।।১৯।।

অদ্ভ্যশ্চৈনং চন্দ্রমসশ্চ দৈবঃ প্রাণ আবিশতি, স বৈ দৈবঃ প্রাণো যঃ সঞ্চরংশ্চাসঞ্চরংশ্চ ন ব্যথতেঽথো ন রিষ্যতি, স এবংবিৎ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি, যথৈষা দেবতৈবং সঃ, যথৈতাং দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্ত্যেবং হৈবংবিদং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি। যদু কিঞ্চেমাঃ প্রজাঃ শোচন্ত্যমৈবাসাং তদ্ভবতি পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি, ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ। তথা অদ্ভ্যঃ চ চন্দ্রমসঃ চ দৈবঃ প্রাণঃ এনং (কৃতসম্প্রত্তিকং জনং) আবিশতি; সঃ (বৈ এব) দৈবঃ (দিব্যঃ) প্রাণঃ, যঃ (প্রাণঃ) সঞ্চরন্ (ব্যাপারং কুর্ব্বন্) চ অসঞ্চরন্ (ব্যাপাররহিতঃ—সর্ব্বাসু অবস্থাসু) চ ন ব্যথতে (কাতর্য্যম্ অনুভবতি); ন রিষ্যতি (ন বিনশ্যতি) অথো (অপি)। সঃ এবংবিদ্ (আত্মদর্শী জনঃ) সর্ব্বেষাং ভূতানাং আত্মা (সর্ব্বাত্মা) ভবতি; যথা এষা (পূর্ব্বোক্তা) দেবতা (হিরণ্যগর্ভঃ), এবং সঃ (আত্মদর্শী); সর্ব্বাণি ভূতানি যথা এতাং দেবতাং (হিরণ্যগর্ভং), অবন্তি (যজ্ঞাদিভিঃ পালয়ন্তি পূজয়ন্তি), এবং (তথা) হ (এব) সর্ব্বাণি এবংবিদং (আত্মদর্শিনং) অবন্তি (পূজয়ন্তি)। ইমাঃ প্রজাঃ (জনাঃ) যৎ উ কিং চ (যৎকিঞ্চিৎ) শোচন্তি, আসাং (প্রজানাং) তৎ (শোচনং) অমা (সহ) [প্রজাভিঃ] এব ভবতি; অমুং (আত্মবিদং) তু পুণ্যং

(ভবং) এব গচ্ছতি; ন হ (নৈব) দেবান্ পাপং গচ্ছতি (দেবানু পাপিনঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ) ॥৭৪॥২০॥

মূলানুবাদ। জল এবং চন্দ্র হইতেও দৈব প্রাণ আসিয়া অন্নত্রয়বিদ্ ব্যক্তিতে প্রবেশ লাভ করে, তাহাই দৈব প্রাণ, যাহা সঞ্চরণ করুক বা না-ই করুক, কোন অবস্থায়ই ব্যথিত হয় না, এবং বিনষ্টও হয় না; যথোক্ত ত্রিবিধ অন্নতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হন—এই দেবতা—হিরণ্যগর্ভ যেরূপ (সর্ব্বভূতের আত্মা), তিনিও তেমনি; এবং সমস্ত ভূতগণ যেমন এই দেবতার (হিরণ্যগর্ভের) রক্ষা করেন—যজ্ঞাদি দ্বারা পূজা করেন, তেমনি এই অন্নত্রয়বিদ্ ব্যক্তিকেও সর্ব্বভূতে রক্ষা করিয়া থাকে। এই প্রাণিগণ যাহা কিছু শোক করিয়া থাকে, সেই শোক সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ হইয়া থাকে, কিন্তু অন্নত্রয়াত্মবিদ্ ব্যক্তিতে কেবল পুণ্যই গমন করে; কেননা, পাপ কখনই দেবগণকে আশ্রয় করিতে পারে না ॥৭৪॥২০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথা অদ্ভ্যশ্চৈনং চন্দ্রমসশ্চ দৈবঃ প্রাণ আবিশতি; স বৈ দৈবঃ প্রাণঃ কিংলক্ষণ ইত্যুচ্যতে—যঃ সঞ্চরন্ প্রাণিভেদেষু, অসঞ্চরন্ সমষ্টিব্যষ্টিরূপেণ, অথবা সঞ্চরন্ জঙ্গমেষু অসঞ্চরন্ স্থাবরেষু, ন ব্যথতে ন দুঃখনিমিত্তেন ভয়েন যুজ্যতে; অথো অপি ন রিষ্যতি ন বিনশ্যতি ন হিংসামাপদ্যতে। সঃ—যো যথোক্তমেবং বেত্তি ত্র্যন্নাত্মদর্শনম্, সঃ—সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি, সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রাণো ভবতি, সর্ব্বেষাং ভূতানাং মনো ভবতি, সর্ব্বেষাং ভূতানাং বাগ্ ভবতি—ইত্যেবং সর্ব্বভূতাত্মতয়া সর্ব্বজ্ঞো ভবতীত্যর্থঃ, সর্ব্বকৃচ্চ। যথৈষা পূর্ব্বসিদ্ধা হিরণ্যগর্ভদেবতা, এবমেব নাস্য সর্ব্বজ্ঞত্বে সর্ব্বকৃত্ত্বে বা কশ্চিৎ প্রতিঘাতঃ; স ইতি দার্ষ্টান্তিকনির্দ্দেশঃ। কিঞ্চ, যথৈতাং হিরণ্যগর্ভদেবতাম্ ইজ্যাদিভিঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি পালয়ন্তি পূজয়ন্তি, এবং হ এবংবিদং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি—ইজ্যাদিলক্ষণাং পূজাং সততং প্রযুঞ্জত ইত্যর্থঃ। ১

অথেদমাশঙ্ক্যতে—সর্ব্বপ্রাণিনামাত্মা ভবতীত্যুক্তম্; তস্য চ সর্ব্বপ্রাণিকার্য্যকরণাত্মত্বে সর্ব্বপ্রাণিসুখদুঃখৈঃ সম্বধ্যেত ইতি; তন্ন; অপরিচ্ছিন্নবুদ্ধিত্বাৎ—পরিচ্ছিন্নাত্মবুদ্ধীনাং হি আক্রোশাদৌ দুঃখসম্বন্ধো দৃষ্টঃ—অনেনাহমাক্রুষ্টো

গণের মধ্যে সঞ্চরণ করে, এবং সমষ্টি-ব্যষ্টিভেদে স্পন্দন লাভ করে, অথবা যাহা জঙ্গমে (গতিশীলে) সঞ্চরণ করে, আর স্থাবর—পাষাণাদির মধ্যে সঞ্চরণ করে না, কোন অবস্থায়ই ব্যথিত হয় না—দুঃখের কারণীভূত ভয়ে কাতর হয় না, এবং বিনষ্টও হয় না, অর্থাৎ কোন প্রকারে হিংসিত হয় না ; তাহাই দৈব প্রাণ। সেই ব্যক্তি—যিনি যথোক্তপ্রকারে অহংব্রহ্মাস্মিবিজ্ঞান জানেন, সেই ব্যক্তি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হন, সর্ব্বভূতের প্রাণস্বরূপ হন, সর্ব্বভূতের মনঃস্বরূপ হন, এবং সর্ব্বভূতের বাক্‌স্বরূপ হন—এই প্রকারে সর্ব্বভূতাত্মক ভাবে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বকর্ত্তাও হন। পূর্ব্বসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভের ন্যায় ইঁহারও সর্ব্বজ্ঞতায় এবং সর্ব্বকর্ত্তৃত্বে কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটে না। শ্রুতির দ্বিতীয় 'সঃ' পদটি দার্ষ্টান্তিক নির্দ্দেশ। অপিচ, সমস্ত ভূতগণ যাগযজ্ঞাদি দ্বারা যেমন এই হিরণ্যগর্ভ-নামক দেবতার পালন—পূজা করিয়া থাকে, তেমনি সমস্ত ভূতগণ যথোক্ত অহংব্রহ্মাস্মিবিদ্‌কেও রক্ষা করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা যজ্ঞাদিরূপ পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ১

অতঃপর এইরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তিনি সর্ব্বপ্রাণীর আত্মস্বরূপ হন, কিন্তু তিনি যদি সর্ব্বপ্রাণীর দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত অভিন্নভাবই প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই প্রাণিগণের সুখ-দুঃখের সহিত সম্বন্ধ লাভ করাও তাঁহার সম্ভব হয়? না—তাহা সম্ভব হয়না ; কারণ? যেহেতু, তখন তাঁহার বুদ্ধি পরিচ্ছিন্নভাব পরিত্যাগ করিয়া অপরিচ্ছিন্নভাব প্রাপ্ত হয় ; যাহারা আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে, তাহাদেরই আক্রোশাদি কারণে দুঃখ-সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়, কিন্তু এই সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন অহংব্রহ্মাস্মিদর্শীর পক্ষে আক্রোশের কর্ত্তা ও আক্রোশের কর্ম—উভয়েতেই তুল্য প্রকার আত্মবুদ্ধি থাকায় অর্থাৎ সর্ব্বত্র তুল্যরূপে আত্মবুদ্ধি সমুৎপন্ন হওয়ায় আক্রোশাদিজনিত দুঃখেরও সম্ভাবনা থাকে না ; কারণ না থাকায় যে, দুঃখাভাব হয়, মরণদুঃখও তাহার অপর দৃষ্টান্ত,—যেমন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ব্যক্তিবিশেষের দুঃখ হইয়া থাকে,—'এই মৃত ব্যক্তি আমার পুত্র কিংবা ভ্রাতা' ইত্যাদি সম্বন্ধজ্ঞানই সেই দুঃখের নিদান। অপিচ, সেই সম্বন্ধরূপ কারণটি যাহার নাই, মৃত্যুদর্শনেও কিন্তু তাহার সেরূপ দুঃখ জন্মে না ; তেমনি অপরিচ্ছিন্নাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন তাদৃশ ঈশ্বরের পক্ষেও দুঃখনিদান মমতাদি ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ দোষ বিদ্যমান না থাকায় অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় নিশ্চয়ই দুঃখ সমুৎপন্ন হয় না।

অতঃপর এখানে সেই এই কথাই বলা হইতেছে—২

এই প্রজাগণ (প্রাণিসমূহ) যে কিছু শোক করিয়া থাকে, তাহারা পরিচ্ছিন্নজ্ঞানসম্পন্ন; এই কারণে সেই প্রাণিগণের সহিতই সেই শোকাদি-জনিত দুঃখের সম্বন্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণীর সহিত সম্বন্ধবোধই সেই শোকাদি দুঃখের কারণ, কিন্তু যিনি সর্ব্বাত্মক, তাঁহার নিকট কাহার সহিত কোন বস্তু সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইবে? পরন্তু প্রাজাপত্য পদে (হিরণ্যগর্ভের অধিকারে অবস্থিত) এ পুরুষে কেবল পুণ্যই আশ্রয় লাভ করে,—এখানে পুণ্য-শব্দে পুণ্যফল বুঝিতে হইবে, তিনি অত্যধিক পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন, সেই হেতু সেই পুণ্যফলই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; দেবগণকে কখনও পাপ আশ্রয় করে না, অর্থাৎ তাহাতে পাপফল দুঃখ-সমুৎপত্তির উপযুক্ত অবসরই থাকে না; সুতরাং পাপফল দুঃখও তাঁহাদিগকে আশ্রয় করে না। ১৪ ॥ ২০ ॥

আভাস ভাষ্যম্। "ত এতে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ" ইত্যবিশেষেণ বাঙ্মনঃপ্রাণানামুপাসনমুক্তম্, নান্যতমগতো বিশেষ উক্তঃ। কিমেবমেব প্রতিপত্তব্যম্, কিংবা বিচার্য্যমাণে কশ্চিদ্বিশেষঃ ব্রতমুপাসনং প্রতি প্রতিপত্তুং শক্যতে, ইত্যুচ্যতে—

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। 'ইহারা সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত' ইত্যাদি সাধারণভাবে বাক্, মনঃ ও প্রাণের উপাসনামাত্র উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে কাহারো সম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ কথা বলা হয় নাই; এখন সন্দেহ হইতেছে যে, যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক সেই ভাবেই অর্থাৎ সাধারণভাবেই বুঝিতে হইবে, কিংবা বিচার করিয়া দেখিলে সে সম্বন্ধে ব্রত ও উপাসনারূপ কোনপ্রকার বিশেষ কিছু বুঝিতে পারা যায়; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

অথাতো ব্রতমীমাংসা, প্রজাপতির্হ কর্ম্মাণি সসৃজে তানি সৃষ্টান্যন্যোন্যেনাস্পর্দ্ধন্ত—বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগ্দধ্রে, দ্রক্ষ্যাম্যহমিতি চক্ষুঃ শ্রোষ্যাম্যহমিতি শ্রোত্রমেবমন্যানি কর্ম্মাণি যথাকর্ম্ম, তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযেমে তান্যাপ্নোৎ

শ্রাম্যতি শ্রোত্রমথৈনমেব নাপ্নোদ্যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তানি জ্ঞাতুং দধ্রিরে।

অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো যঃ সঞ্চরংশ্চাসঞ্চরংশ্চ ন ব্যথতে ন রিষ্যতি হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবংস্তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা ইতি; তেন হ বাব তৎ কুলমাচক্ষতে যস্মিন্ কুলে ভবতি য এবং বেদ, য উ হৈবংবিদা স্পর্দ্ধতেঽনুশুষ্যত্যনুশুষ্য হৈবান্ততো ম্রিয়ত ইত্যধ্যাত্মম্ ॥১৫॥২১॥

সরলার্থঃ। অথ (প্রকারান্তরেণ) ব্রতমীমাংসা (ব্রতস্য বক্ষ্যমাণোপাসন-কর্ম্মণঃ মীমাংসা—বিচারঃ) [উচ্যতে]—প্রজাপতিঃ কিল (ঐতিহ্যে) কর্ম্মাণি (ক্রিয়াসাধনানি ইন্দ্রিয়াণি) সসৃজে (সৃষ্টবান্); তানি সৃষ্টানি (উৎপাদিতানি সন্তি) অন্যোন্যেন (পরস্পরং) অস্পর্দ্ধন্ত (স্পর্দ্ধাং চক্রুঃ)। [স্পর্দ্ধাপ্রকারমাহ—] 'অহং বদিষ্যামি এব (শব্দোচ্চারণং করিষ্যামি এব, ন ততো নিবৃত্তা ভবেয়ম্' ইতি (এতৎ ব্রতং) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং কর্তৃ) দধ্রে (ধৃতবতী); তথা 'অহং দ্রক্ষ্যামি এব (দর্শনব্যাপারং করিষ্যাম্যেব, ন ততো বিরতং ভবিষ্যামি) ইতি চক্ষুঃ দধ্রে (এবং ব্রতং ধৃতবৎ); তথা 'অহং শ্রোষ্যামি (শ্রবণব্যাপারং করিষ্যাম্যেব) ইতি (ব্রতং) শ্রোত্রং [দধ্রে], অন্যানি কর্ম্মাণি (যথাসংগৃহীতানি ইন্দ্রিয়াণি) এবং (বাগাদিবৎ ব্রতং ধৃতবন্তি)। (মৃত্যুঃ (মারকঃ) শ্রমঃ (শ্রমরূপী) ভূত্বা তানি কর্ম্মাণি (ইন্দ্রিয়াণি) উপযেমে (উপগতঃ), তানি (ইন্দ্রিয়াণি) আপ্নোৎ (শ্রমরূপেণ ব্যাপ্তবান্), তানি চ আপ্ত্বা (প্রাপ্য) অবারুন্ধ (অবরোধং কৃতবান্—স্বস্বকর্ম্মভ্যো বিরতানি কৃতবান্); তস্মাৎ (মৃত্যুনা আক্রান্তত্বাৎ হেতোঃ) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) শ্রাম্যতি (স্বকর্ম্মণঃ বিরমতে) এব (নিশ্চয়ে), চক্ষুঃ [অপি] শ্রাম্যতি এব, শ্রোত্রং শ্রাম্যতি এব; অথ ইমম্ এব ন আপ্নোৎ (স্বকর্ম্মণঃ নিবারয়িতুং শক্তো ন বভূব) [মৃত্যুরিতি শেষঃ]; [কোঽসৌ?] যঃ অয়ং মধ্যমঃ (মুখ্যঃ) প্রাণঃ (প্রাণনাদিপঞ্চবৃত্তিকঃ)। তানি (মৃত্যুগ্রস্তানি বাগাদীনি ইন্দ্রিয়াণি) জ্ঞাতুং দধ্রিরে (তং জ্ঞাতুং মনোনিবেশং চক্রুঃ); অয়ং (মুখ্যঃ প্রাণঃ) বৈ (এব) নঃ (অস্মাকং মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ (প্রধানঃ), যঃ সঞ্চরন্ চ অসঞ্চরন্ চ (স্বব্যাপারং কুর্ব্বন্ অকুর্ব্বন্ অপি) ন ব্যথতে (ন দুঃখমনুভবতি), অথ (তথা) ন রিষ্যতি (ন বিনশ্যতি); হন্ত (আহ্লাদে)

সর্ব্বে (বয়ং) অস্য (প্রাণস্য) এব রূপং অসাম (আত্মত্বেন ভজামহে) ইতি; [ততঃ] তে সর্ব্বে (বাগাদয়ঃ) এতস্য (প্রাণস্য) এব রূপং অভবন্ (তমেব আত্মত্বেন প্রাপ্তাঃ); তস্মাৎ (বাগাদীনাং প্রাণাত্মভাবাৎ হেতোঃ) এতে (বাগাদয়ঃ) এতেন (প্রাণেন প্রাণ-শব্দেন) প্রাণাঃ ইতি আখ্যায়ন্তে (কথ্যন্তে)। যঃ (জনঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারং প্রাণ-তত্ত্বং) বেদ (জানাতি), তেন (বিদুষা—তন্নাম্না) তৎ কুলং (বংশং) আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [লৌকিকাঃ],—[সঃ] যস্মিন্ কুলে ভবতি (উৎপদ্যতে); যঃ উ হ (পুনঃ) এবংবিদা (যথোক্তবিজ্ঞানবতা সহ) স্পর্দ্ধতে, [সঃ] অনুশুষ্যতি (প্রত্যহং শোষম্ আপদ্যতে), অনুশুষ্য হ (এব) অন্ততঃ (অন্তে) ম্রিয়তে (মৃতো ভবতি), ইতি অধ্যাত্মম্ (আত্মানং—দেহম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং ব্রতমীমাংসার্থঃ) ॥ ১৫ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর ব্রতমীমাংসা অর্থাৎ উপসনাত্মক কর্ম্ম-বিচার আরব্ধ হইতেছে,—পুরাকালে প্রজাপতি কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ কর্ম্ম-নির্ব্বাহক ইন্দ্রিয়গণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; সেই ইন্দ্রিয়গণ সৃষ্ট হইয়া [স্ব স্ব কর্ত্তব্য বিষয়ে] পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেলাগিল,—বাগিন্দ্রিয় নিয়ম করিল যে, আমি সর্ব্বদাই কথা বলিব (কখনও বিরত হইব না); চক্ষুঃ নিয়ম করিল যে, আমি সর্ব্বদাই দর্শন করিব, এবং শ্রবণেন্দ্রিয় নিয়ম গ্রহণ করিল যে, আমি সর্ব্বদাই শ্রবণ করিব; এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও যথাযোগ্য নিজনিজ কর্ম্মসম্বন্ধে [নিয়ম গ্রহণ করিল]; কিন্তু মৃত্যু শ্রমরূপী হইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহাদিগকে আয়ত্ত করিল; তাহার পর মৃত্যু তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল অর্থাৎ তাহাদের অবিশ্রান্তভাবে কর্ম্মসম্পাদনে বাধা ঘটাইল; সেই কারণে বাক্ও কার্য্য করিয়া পরিশ্রান্ত হয়, চক্ষুও পরিশ্রান্ত হয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ও পরিশ্রান্ত হইয়া (স্বব্যাপার হইতে বিরত হয়); পক্ষান্তরে, মৃত্যু কেবল ইহাকেই আয়ত্ত করিতে পারে নাই, যাহার নাম মধ্যম প্রাণ বা প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণ। সেই ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে জানিবার জন্য মনোনিবেশ করিল, তাহারা বুঝিল যে, ইনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,—যিনি কার্য্য করুন বা না-ই করুন, কিছুতেই শ্রান্ত

হন না ; বেশ, আমরা সকলে ইহারই রূপ ভজনা করি ; তাহারা সকলে এতৎস্বরূপই হইল অর্থাৎ প্রাণকেই আত্মারূপে গ্রহণ করিল, সেই হেতুই এই বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ ইহার নামে—প্রাণসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। যিনি এই তত্ত্ব অবগত হন, তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশ তাঁহারই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। এবংবিধ জ্ঞানীর সহিত যে লোক স্পর্দ্ধা করে, সে লোক দিন দিন শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, শুষ্ক হইতে হইতে শেষে মরিয়া যায় ; ইহা হইল অধ্যাত্মাধিকারের ব্রত ॥ ৭৫ ॥ ২১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথাতঃ অনন্তরং ব্রত-মীমাংসা উপাসনকর্ম-বিচারণেত্যর্থঃ। এষাং প্রাণানাং কস্য কর্ম ব্রতত্বেন ধারয়িতব্যম্—ইতি মীমাংসা প্রবর্ত্ত্যতে। তত্র প্রজাপতিঃ—হ-শব্দঃ কিলার্থে,—প্রজাপতিঃ কিল প্রজাঃ সৃষ্ট্বা কর্ম্মাণি—করণানি বাগাদীনি—কর্ম্মার্থানি হি তানীতি কর্ম্মাণীত্যুচ্যন্তে, সসৃজে সৃষ্টবান্ বাগাদীনি করণানীত্যর্থঃ। তানি পুনঃ সৃষ্টানি অন্যোন্যেন ইতরেতরসম্পর্দ্ধন্ত স্পর্দ্ধাং সঙ্ঘর্ষং চক্রুঃ। কথম্? বদিষ্যাম্যেব—বদনাদ্ব্যাপারাদনুপরংস্যেবাহং ইতি বাক্ ব্রতং দধ্রে ধৃতবতী,—যদ্যন্যোঽপি মৎসমোঽস্তি স্বব্যাপারাদনুপরন্তুং শক্তঃ, সোঽপি দর্শয়ত্বাত্মনো বীর্য্যমিতি। তথা দ্রক্ষ্যাম্যহমিতি চক্ষুঃ ; শ্রোষ্যাম্যহমিতি শ্রোত্রম্। এবমন্যান্যপি কর্ম্মাণি করণানি যথাকর্ম—যদ্ যদ্ যস্য কর্ম—যথাকর্ম ; তানি করণানি মৃত্যুর্মারকঃ শ্রমঃ শ্রমরূপী ভূত্বা উপযেমে সংজগ্রাহ ; কথম্? তানি করণানি স্বব্যাপারে প্রবৃত্তান্যাপ্নোৎ শ্রমরূপেণাত্মানং দর্শিতবান্ ; আপ্ত্বা চ তানি অবারুন্ধ অবরোধং কৃতবান্ মৃত্যুঃ—স্বকর্ম্মভ্যঃ প্রচ্যাবিতবানিত্যর্থঃ। তস্মাদদ্যত্বেঽপি বদনে স্বকর্ম্মণি প্রবৃত্তা বাক্ শ্রাম্যত্যেব—শ্রমরূপিণা মৃত্যুনা সংযুক্তা স্বকর্ম্মতঃ প্রচ্যবতে ; তথা শ্রাম্যতি চক্ষুঃ ; শ্রাম্যতি শ্রোত্রম্। অথ ইমমেব মুখ্যং প্রাণং নাপ্নোৎ ন প্রাপ্তবান্ মৃত্যুঃ শ্রমরূপী,—যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ, তম্ ; তেনাদ্যত্বেঽপি অশ্রান্ত এব স্বকর্ম্মণি সংবর্ত্ততে। তানীতরাণি করণানি তং জ্ঞাতুং দধ্রিরে ধৃতবন্তি মনঃ,—অয়ং বৈ নোঽস্মাকং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ প্রশস্যতমঃ অভ্যধিকঃ, যস্মাৎ যঃ সঞ্চরংশ্চ অসঞ্চরংশ্চ ন ব্যথতে অথো ন রিষ্যতি—হন্তেদানীং অস্যৈব প্রাণস্য সর্ব্বে বয়ং রূপমসাম প্রাণমাত্মত্বেন প্রতিপদ্যেমহি—এবং বিনিশ্চিত্য তে এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্ প্রাণরূপ-

প্রাণপরিচর্য্যা করণানাং তত্রাভিধানায়—অথাত ইতি। প্রজাপতির্হ কর্মাণীতি সসৃ-
জিরে সৃষ্টবান্। প্রাণরূপং চলনাত্মকমিতি সৃষ্টো নিমিত্তত্বে তত্রাহ—স হীতি। তানি
করণেষু প্রকাশাত্মকত্বেন চলনাত্মকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—চলনমেতি। সংপ্রতি বিভাগ-
মাহ—স এবমিতি। তদেব স্পষ্টয়তি—যদ্যপীতি। তপতী সর্বানুগতা, তস্যা রূপ-
স্থানত্বাৎ। ফলেন প্রতিজ্ঞাতে পূর্বোক্তমেব স্ফুটয়তি—স এবমিত্যাদিনা। ন
কেবলং বিভাগো যথোক্তমেব ফলং, কিন্তু ফলান্তরমপ্যস্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি। প্রাণস্য
সহ স্পর্দ্ধা ন কর্তব্যেতি ভাবঃ। ইন্দ্রিয়াধ্যাত্মবিভাগতঃ সর্বকার্য্যকারিতা—ইত্যেবমিতি। ২১।

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর ব্রতমীমাংসা—উপাসনাবিচার [আরব্ধ হইতেছে], অর্থাৎ উল্লিখিত প্রাণগণের (চক্ষুরাদি করণবর্গের) মধ্যে কাহার কর্ম ব্রতরূপে (অবশ্যপালনীয়রূপে) গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার মীমাংসা (সিদ্ধান্ত) বলা হইতেছে—

শ্রুতির এ-অংশটী ঐতিহ্যসূচক ; পুরাকালে প্রজাপতি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়া কর্ম-সমূহ অর্থাৎ বাক্প্রভৃতি করণবর্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; কর্ম সম্পাদন করাই বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, এইজন্য বাক্প্রভৃতি করণ-সমূহকেই 'কর্ম'নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সেই বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ সৃষ্ট হইয়া পরস্পরের সহিত স্পর্দ্ধা—সংঘর্ষ অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিল। তাহা কি প্রকার ? বাগিন্দ্রিয় এইরূপ ব্রত ধারণ করিল যে, 'আমি বলিবই—নিজের কর্তব্য ব্যাপার—শব্দোচ্চারণ হইতে কখনও বিরত হইব না, আমার ন্যায় আরও যদি কেহ নিজের কর্তব্য-কর্ম হইতে বিরত না হইয়া থাকিতে সমর্থ হয়, হবে সেও নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করুক।' সেইরূপ চক্ষু [ব্রত ধারণ করিল যে,] আমি নিরন্তর দর্শন করিব ; এবং শ্রবণেন্দ্রিয় [ব্রত ধারণ করিল যে,] 'আমি নিরন্তর শ্রবণই করিব।' এই-রূপ অপরাপর করণসমূহও (ইন্দ্রিয়গণও) যথাকর্ম,—অর্থাৎ যাহার যেরূপ কাজ, তদনুসারে [ব্রত ধারণ করিয়াছিল]। মৃত্যু অর্থাৎ মারক (মৃত্যুর হেতুভূত) শ্রমরূপী হইয়া সেই করণগণকে সংগৃহীত করিল। ১

কি প্রকারে ? সেই বাক্প্রভৃতি করণগণ নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মৃত্যু তাহাদিগকে শ্রমরূপে আত্মদর্শন করাইলেন, অর্থাৎ তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রম অনুভব করিতে লাগিল ; মৃত্যু এইরূপে তাহাদের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল—স্ব স্ব কর্তব্য কর্মসমূহ হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত বা বিরত করিল ; সেই কারণে আজ পর্য্যন্ত বাগিন্দ্রিয়

স্বকার্য্য বাক্যোচ্চারণে প্রবৃত্ত হইয়া নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত হয়, অর্থাৎ শ্রমরূপী মৃত্যুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিজের কর্ম্ম হইতে বিরত হয়; সেইরূপ চক্ষুও শ্রান্ত হয়; এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ও শ্রান্ত হয়।

করণবর্গের মধ্যে এই যে, মধ্যম প্রাণ, শ্রমরূপী মৃত্যু কেবল সেই মুখ্য প্রাণকেই (প্রাণাপানাদিভেদযুক্ত পঞ্চবৃত্তি প্রাণকেই) অভিভূত করিতে পারিল না; সেই কারণে একমাত্র প্রাণই অবিশ্রান্তভাবে স্বকর্মে (শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কার্য্যে) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তখন অপরাপর করণগণ সেই প্রাণকে জানিবার জন্য অর্থাৎ মুখ্য প্রাণের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য মনোনিবেশ করিল; তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আমাদের মধ্যে এই মুখ্য প্রাণই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত; যেহেতু, এই প্রাণ সঞ্চরণ করুক বা না-ই করুক, কিছুতেই বাধিত হয় না এবং বিনষ্টও হয় না; বেশ, এখন আমরা সকলে এই প্রাণকেই আত্মস্বরূপে আশ্রয় করি; এইরূপ অবধারণ করিয়া তাহারা সকলে এই প্রাণস্বরূপই হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রাণের স্বরূপকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করত—আমাদের ব্রতভঙ্গ মৃত্যুনিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়, এইরূপ মনে করিয়া প্রাণব্রতই ধারণ করিয়াছিল।২

যেহেতু অপরাপর সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রাণরূপে স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল—প্রাণধর্ম্ম স্পন্দন ও স্বীয় ধর্ম্ম বস্তুপ্রকাশন, এতদুভয়রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই হেতু এই বাক্প্রভৃতি করণবর্গও প্রাণসংজ্ঞায়—'প্রাণ' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রাণ ভিন্ন অন্য কোথাও চলন-স্পন্দন-ব্যাপার দৃষ্ট হয় না; কারণ, যখনই ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ ব্যাপার ঘটে তখনই তাহার পূর্ব্বে কোনরূপ স্পন্দন-ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমস্ত করণের (ইন্দ্রিয়ের) যথোক্ত প্রাণাত্মভাব এবং প্রাণশব্দ-বাচ্যতা অবগত হন, সাধারণ লোকেরা সেই বংশকে সেই বিদ্বানের নামেই অভিহিত করিয়া অর্থাৎ সেই বিদ্বান্ পুরুষ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশটী তাহার নামেই পরিচিত হইয়া থাকে—'অমুকের এই বংশ' ইত্যাদি, যেমন 'তাপত্য' একটি বংশের নাম। যিনি বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের উক্ত প্রকার প্রাণরূপতা ও প্রাণসংজ্ঞা জানেন, ইহা হইতেছে সেই বিজ্ঞানের ফল।৩

আরও এক কথা, যে কোন লোক প্রতিপক্ষ হইয়া ইহার সহিত—যথোক্ত প্রাণতত্ত্বদর্শীর সহিত স্পর্দ্ধা করে, নিশ্চয় সে লোক এই শরীরেই (বর্ত্তমান দেহেই) শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, অল্পে অল্পে শুষ্ক হইয়া অবশেষে মরিয়া

যায়, কিন্তু মধ্যম—কোন পাড়ায় উপদ্রব ভোগ না করিয়া কখনই মরে না, অর্থাৎ অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া মরে। এই প্রকারে আধ্যাত্মিক প্রাণাত্ম-দর্শনের কথা বলা হইল; ইহার পরে অধিদৈবতভাব প্রদর্শন জ্ঞাপনার্থ এখানে উক্ত প্রকার উপসংহার করা হইল ॥১৫॥২১॥

অথাধিদৈবতং জ্বলিষ্যাম্যেবাহমিত্যগ্নির্দধ্রে তপ্স্যাম্যহমিত্যাদিত্যো ভাস্যাম্যহমিতি চন্দ্রমা এবমন্যা দেবতা যথাদৈবতং স যথৈষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণ এবমেতাসাং দেবতানাং বায়ুঃ, ম্লোচন্তি হ্যন্যা দেবতা ন বায়ুঃ সৈষানস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ ॥ ১৬ ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ। অথ (অনন্তরং) অধিদৈবতং (দেবতাঃ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং দর্শনম্) [উচ্যতে]—অগ্নিঃ 'অহং জ্বলিষ্যামি এব' ইতি ব্রতং দধ্রে (ধৃতবান্); আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) 'অহং তপ্স্যামি (নিরন্তরং তাপং দাস্যামি)' [এব] ইতি (ব্রতং) [দধ্রে]; চন্দ্রমাঃ 'অহং ভাস্যামি (নিরন্তরং প্রকাশিষ্যে) [এব] ইতি (ব্রতং) দধ্রে]; অন্যাঃ দেবতাঃ (বায়ুপ্রভৃতয়ঃ) [অপি] এবং বাগাদিবৎ যথাদৈবতং (স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ) [ব্রতং ধৃতবত্যঃ]। এষাং প্রাণানাং বাগাদীনাং মধ্যে, সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) মধ্যমঃ (মুখ্যঃ) প্রাণঃ যথা (মৃত্যুনা অনভিভূতঃ অভবৎ), (তদ্বৎ) এতাসাং দেবতানাং (অগ্নিপ্রভৃতীনাং মধ্যে) বায়ুঃ [অপি মৃত্যুনা অনভিভূতঃ]। হি (যস্মাৎ) অন্যাঃ দেবতাঃ ম্লোচন্তি (অস্তং গচ্ছন্তি,—স্বকর্ম্মতঃ বিরতা ভবন্তি), বায়ুঃ ন [স্বকর্ম্মণঃ স্পন্দনাত্মকাৎ বিরতঃ ভবতি]; সা এষা দেবতা অনস্তমিতা (অস্তরহিতা), যৎ (যঃ) বায়ুঃ। [দেবতানাং মধ্যে বায়োরেব কেবলং স্বকর্ম্মসু নিত্যং অব্যভিচারিভাবঃ] ॥ ১৬ ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক ব্রত মীমাংসিত হইতেছে—অগ্নি ব্রত ধারণ করিল—আমি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হইব; আদিত্য [ব্রত ধারণ করিল]—আমি সর্ব্বদা তাপ দিব; এবং চন্দ্র [ব্রত ধারণ করিল যে,] আমি সর্ব্বদা প্রকাশ পাইব; অপরাপর দেবতাও এইরূপ করিল। পূর্ব্বোক্ত বাক্প্রভৃতির মধ্যে যেমন একমাত্র

মুখ্য প্রাণই কেবল মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই, (অপর সকলেই আক্রান্ত হইয়াছে, তেমনি এই অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার মধ্যেও কেবল বায়ুই [মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় না]; কারণ, অপরাপর সমস্ত দেবতাই অস্তমিত হয় অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত—বিরত হয়, কিন্তু বায়ু সেরূপ হয় না: সেই এই দেবতাই অস্তরহিত—যাহার নাম বায়ু॥ ৭৬॥২২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথানন্তরমধিদৈবতং দেবতাবিষয়ং দর্শনমুচ্যতে। কস্য দেবতাবিশেষস্য ব্রতধারণং শ্রেয় ইতি মীমাংস্যতে। অধ্যাত্মবৎ সর্ব্বম্—জ্বলিষ্যাম্যেবাহমিত্যগ্নির্দধ্রে, তপ্স্যাম্যহমিত্যাদিত্যঃ, ভাস্যাম্যহমিতি চন্দ্রমাঃ, এবমন্যা দেবতা যথাদৈবতম্। স যথৈষাং বাগাদীনামেষাং প্রাণানাং মধ্যে মধ্যমঃ প্রাণো মৃত্যুনা অনাপ্তঃ স্বকর্ম্মণো ন প্রচ্যাবিতঃ যেন প্রাণব্রতেনাভগ্নব্রতো যথা, এবমেতাসামগ্ন্যাদীনাং দেবতানাং বায়ুরপি। ম্লোচন্তি হ্যস্তং যন্তি স্বকর্ম্মভ্য উপরমন্তে—যথা অধ্যাত্মং বাগাদয়ো ইন্দ্রা দেবতা অধ্যাত্মাঃ; ন বায়ুরস্তং যাতি—যথা মধ্যমঃ প্রাণঃ; অতঃ সৈষা অনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ যোঽয়ং বায়ুঃ। এবমধ্যাত্মমধিদৈবং চ মীমাংসিত্বা নির্দ্ধারিতং—প্রাণ-বায্বাত্মনোর্ব্রতমভগ্নম্॥ ৬॥২২॥

টীকা। অধ্যাত্মদর্শনমুক্ত্বাধিদৈবতদর্শনং বক্তুমনন্তরবাক্যমবতারয়তি—অথেতি। তর্হি জ্বলিষ্যামীত্যাদি কিমর্থমত্যপেক্ষ্যতে—কস্যেতি। বদিষ্যামীত্যাদ্যুক্তং যথাধ্যা-ত্মমিহাপি দ্রষ্টব্যমিত্যাহ—অধ্যাত্মবদিতি। যথাদৈবতং স্বং স্বং দেবতাব্যাপারমনতি-ক্রম্যান্যা দেবতা বিদ্যুদাদ্যা দধ্রিরে ব্রতমিত্যর্থঃ। স যথৈষামিত্যাদি ব্যাচষ্টে—স্যোহধ্যাত্ম-মিতি। বায়ুরপি মৃত্যুনানাপ্তঃ স্বকর্ম্মণো ন প্রচ্যাবিতঃ যেন বায়ুব্রতেনাভগ্নব্রত ইতি শেষঃ। তদেব সাধয়তি—ম্লোচন্তীতি। বাক্যোক্তমর্থমুপসংহরতি—এবমিতি। ১০।২১।

ভাষ্যানুবাদ। অনন্তর অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতা-বিষয়ক দর্শন (উপাসনা) কথিত হইতেছে। দেবতার মধ্যে কোন্ দেবতার ব্রত (নিয়ম) গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর, তাহা মীমাংসিত (বিচারিত) হইতেছে—

পূর্ব্বোক্ত অধ্যাত্মব্রতের মতই সমস্ত [বুঝিতে হইবে]; আমি কেবলই প্রজ্বলিত থাকিব, অগ্নি এইরূপ ব্রত ধারণ করিল; আমি নিরন্তর তাপ দিব, আদিত্য এইরূপ ব্রত গ্রহণ করিল; আমি সর্ব্বদা প্রকাশ পাইব, চন্দ্র এইরূপ ব্রত ধারণ করিল। অন্যান্য দেবতাগণও নিজ নিজ কর্ম্মবিষয়ে এইরূপ ব্রত

ধারণ করিল। অধ্যাত্ম বাগাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যেমন সেই একমাত্র মুখ্য প্রাণই কেবল মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্বকর্ম হইতে বিনিবৃত্ত হয় নাই, অর্থাৎ একমাত্র প্রাণই যেরূপ ব্রতপালনে অভগ্নব্রত রহিয়াছে, এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের মধ্যে বায়ুও তেমনি, অর্থাৎ মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ভগ্নব্রত হয় নাই।

অধ্যাত্ম বাক্ প্রভৃতির ন্যায় অগ্নি প্রভৃতি অন্যান্য দেবতাগণ অস্তগমন করে অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম হইতে বিরত হয়, কিন্তু মুখ্য প্রাণের ন্যায় একমাত্র সেই বায়ু দেবতাই অস্তমিত হয় না; অতএব, এই যে বায়ু, ইহাই একমাত্র অনস্তমিতা দেবতা। এইরূপে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ব্রতের মীমাংসা প্রদর্শন করিয়া অবধারণ করিলেন যে, প্রাণ ও বায়ুর ব্রতই একমাত্র অভগ্ন আছে, (তদ্ভিন্ন আর সকলের ব্রতই ভগ্ন হইয়াছে) ॥১৬॥২২॥

অথৈষ শ্লোকো ভবতি—যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতীতি, প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্ম্মং স এবাদ্য স উ শ্ব ইতি, যদ্বা এতেঽমুর্হ্যধ্রিয়ন্ত তদেবাপ্যদ্য কুর্ব্বন্তি।

তস্মাদেকমেব ব্রতং চরেৎ প্রাণ্যাচ্চৈবাপান্যাচ্চ নেন্মা পাপ্মা মৃত্যুরাপ্নবদিতি, যদ্যু চরেৎ সমাপিপয়িষেত্তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি ॥ ১১ ॥ ২৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। অথ (বাক্যারম্ভে) [অস্মিন্ অর্থে] এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকঃ মন্ত্রঃ) ভবতি—সূর্য্যঃ (অধিদৈবং আদিত্যঃ, অধ্যাত্ম চ চক্ষুঃ) যতঃ (যস্মাৎ বায়োঃ প্রাণাচ্চ) উদেতি (উদ্গচ্ছতি), [সায়ং সময়ে মুমূর্ষুসময়ে চ] যত্র (যস্মিন্ বায়ৌ, প্রাণে চ) অস্তং গচ্ছতি (বিলীয়তে) ইতি।

[শ্রুতিঃ স্বয়মেব এতস্য অর্থমাহ;—এষঃ (সূর্য্যঃ চক্ষুঃ চ) প্রাণা [অধিদৈবং বায়োঃ চ] উদেতি, প্রাণে [অধিদৈবং বায়ৌ চ] অস্তং চ এতি

(অনুবৃত্তান্ আপন্নতে) ; দেবাঃ (অধ্যাত্মং, বাগাদয়ঃ চ) তং (প্রাণং বায়ুং চ) ধর্ম্মং চক্রিরে (প্রাণব্রতং বায়ুব্রতং চ ধৃতবন্তঃ) ; সঃ (প্রাণঃ বায়ুঃ চ) এব অদ্য (বর্ত্তমানসময়ে) [অনুবর্ত্ত্যতে], সঃ উ (এব) শ্বঃ (আগামিনি দিবসে—ভবিষ্যৎকালে চ) [অনুবর্ত্তিষ্যতে, দেবৈরিতি শেষঃ] ইতি।

এতে (বাগাদয়ঃ অধ্যাদয়শ্চ) অমুর্হি (অমুষ্মিন্—পূর্ব্বকালে) যৎ (প্রাণব্রতং বায়ুব্রতং চ) অধ্রিয়ন্ত (ধৃতবন্তঃ) অদ্য (ইদানীং) অপি কুর্ব্বন্তি (অনুসরন্তি) (অদ্যাপি বাগাদয়ঃ অধ্যাদয়শ্চ পূর্ব্বগৃহীতং প্রাণব্রতং বায়ুব্রতং চ ন পরিত্যজন্তীত্যর্থঃ)। তস্মাৎ (হেতোঃ) [অন্যোঽপি] একম্ এব ব্রতং চরেৎ (পরিপালয়েৎ)– প্রাণ্যাৎ (প্রাণব্যাপারং কুর্য্যাৎ) অপান্যাৎ চ (অপানব্যাপারং চ কুর্য্যাৎ, প্রাণাপানব্যাপারবর্জ্জম্ ইন্দ্রিয়ান্তরব্যাপারেষু নাদৃতো ভবেদিতি ভাবঃ)। ['নেতৎ'শব্দঃ 'ভীতিসূচকঃ ;] [কুতঃ ?] মৃত্যুঃ (শ্রমরূপী সন্) মা (মাং) আপ্নবৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) নেৎ ; (যতঃ অস্মাৎ ব্রতাৎ ভ্রষ্টঃ স্যাং, তদা মৃত্যুগ্রস্তঃ ভবেয়ম্—ইতি ভীতঃ সন্ ইতি ভাবঃ] ইতি। উ (বিতর্কে) যদি চরেৎ (ব্রতম্ আরভেত), [তদা] সমাপিপয়িষেৎ (সমাপয়িতুম্ ইচ্ছেৎ—ন পুনঃ ভগ্নব্রতো ভবেৎ) ; তেন (ব্রতসমাপনেন) উ এতস্যৈ দেবতায়ৈ (এতস্যাঃ দেবতায়াঃ—প্রাণস্য) সাযুজ্যং (একাত্মভাবং) সলোকতাং (সমানলোকবাসিত্বং বা) জয়তি (বশীকরোতি); [বিজ্ঞানস্য উৎকর্ষে সাযুজ্যং, অপকর্ষে চ সলোকতামিত্যভিপ্রায়ঃ] ॥১৭॥২৩॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চমব্রাহ্মণস্য সরলার্থঃ ॥১।৫॥]

মূলানুবাদ। উক্ত বিষয়ে এইরূপ একটী শ্লোক আছে— সূর্য্য যাহা হইতে উদিত হন, এবং যাহাতে অস্তমিত হন ইতি। ইনি প্রাণ হইতে উদিত হন, এবং প্রাণেই অস্তমিত হন ; দেবগণ তাহাকেই ধর্ম্ম অর্থাৎ নিজেদের অনুসরণীয় করিয়াছিলেন ; আজও তিনি এবং ভবিষ্যতেও তিনিই [অনুসৃত ও অনুসরণীয় হইবেন]। এই দেবগণ পূর্ব্বে যাহা (যে-ব্রত) ধারণ করিয়াছিলেন, আজও সেই ব্রত পালন করিতেছেন ; অতএব একই ব্রত আচরণ করিবে—আমাকে পাপে অভিভূত করিবে—মনে করিয়া কেবল প্রাণাপান-ব্যাপারমাত্র করিবে ; আর যদি ব্রত গ্রহণ করে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহা সমাপন করিবে ; তাহা দ্বারা

এই দেবতার (বায়ু ও প্রাণদেবতার) সাযুজ্য (সহযোগিতা) ও সালোক্য (সমানলোকতা) জয় করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥২৩॥

[ইতি প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ১॥৫॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথৈতস্যৈবার্থস্য প্রকাশক এষ শ্লোকো মন্ত্রো ভবতি। যতশ্চ যস্মাদ্ বায়োরুদেতি উদ্গচ্ছতি সূর্য্যঃ, অধ্যাত্মং চ চক্ষুরাত্মনা প্রাণাৎ—অস্তং চ যত্র বায়ৌ প্রাণে চ গচ্ছতি অপরসন্ধ্যাসময়ে স্বাপসময়ে চ পুরুষস্য,—তং দেবাঃ তং ধর্মং দেবাঃ চক্রিরে ধৃতবন্তো বাগাদয়োঽগ্ন্যাদয়শ্চ প্রাণব্রতং বায়ুব্রতং চ পুরা বিচার্য্য। স এব অদ্য ইদানীং শ্বোঽপি ভবিষ্যত্যপি কালেঽনুবর্ত্ত্যতেঽনুবর্ত্তিষ্যতে চ দেবৈরিত্যভিপ্রায়ঃ। তত্রেদং মন্ত্রং সংক্ষেপতো ব্যাচষ্টে ব্রাহ্মণম্—"প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি। ১

তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্মং স এবাদ্য স উ শ্ব ইত্যস্য কোঽর্থ ইত্যুচ্যতে—যদ্বৈ এতে ব্রতমমুষ্মিন্ কালে বাগাদয়োঽগ্ন্যাদয়শ্চ প্রাণব্রতং বায়ুব্রতং চ অধ্রিয়ন্ত, তদেবাদ্যাপি কুর্ব্বন্ত্যনুবর্ত্তন্তেঽনুবর্ত্তিষ্যন্তে চ; ব্রতং তয়োরভগ্নমেব। যত্তু বাগাদিব্রতং অগ্ন্যাদিব্রতং চ তদ্ভগ্নমেব, তেষামস্তময়কালে স্বাপকালে চ বায়ৌ প্রাণে চ নিম্লুক্তিদর্শনাৎ। ২

অথৈতদন্যত্রোক্তম্—"যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি, প্রাণং তর্হি বাগপ্যেতি, প্রাণং মনঃ, প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং শ্রোত্রং, যদা প্রবুধ্যতে প্রাণাদেবাধি পুনর্জ্জায়ন্ত ইত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতম্—যদা বা অগ্নিরনুগচ্ছতি বায়ুং, তর্হ্যনূদ্বাতি, তস্মাদেনমুদবাসীদিত্যাহুর্বায়ুং হ্যনূদ্বাতি, যদাদিত্যোঽস্তমেতি, বায়ুং তর্হি প্রবিশতি, বায়ুং চন্দ্রমাঃ, বায়ৌ দিশঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ, বায়োরেবাধি পুনর্জ্জায়ন্তে" ইতি। ৩

যস্মাদেতদেব ব্রতং বাগাদিষ্বগ্ন্যাদিষু চানুগতং যদেতদ্বায়োশ্চ প্রাণস্য চ পরিস্পন্দাত্মকত্বং সর্ব্বৈর্দেবৈরনুবর্ত্ত্যমানং ব্রতম্—তস্মাদন্যোঽপ্যেকমেব ব্রতং চরেৎ। কিং তৎ? প্রাণ্যাৎ প্রাণনব্যাপারং কুর্য্যাৎ, অপান্যাৎ অপাননব্যাপারঞ্চ; ন হি প্রাণাপানব্যাপারস্য প্রাণনাপাননলক্ষণস্য উপরমোঽস্তি; তস্মাত্তদেবৈকং ব্রতং চরেৎ হিত্বেন্দ্রিয়ান্তরব্যাপারম্—নেৎ মা মাং পাপ্মা মৃত্যুঃ শ্রমরূপী আপ্নুবৎ আপ্নুয়াৎ—নেচ্ছব্দঃ পরিভয়ে—যদ্যহমস্মাদ্ব্রতাৎ প্রচ্যুতঃ স্যাং, গ্রস্ত এবাহং মৃত্যুনা ইত্যেবং ত্রস্তো ধারয়েৎ প্রাণব্রতমিত্যভিপ্রায়ঃ। যদি কদাচিৎ উ চরেৎ প্রারভেত প্রাণব্রতং, সমাপিপয়িষেৎ সমাপয়িতুমিচ্ছেৎ; যদি হি অস্মাদ্ ব্রতাদ্-

ভাষ্যানুবাদ। সংক্ষেপে যথোক্ত অর্থের প্রকাশক এইরূপ একটী শ্লোক আছে। সূর্য্যদেব [আধিদৈবিকরূপে] যাহা হইতে—যে বায়ু হইতে উদিত—ঊর্দ্ধে উদিত হন, এবং আধ্যাত্মিক চক্ষুরূপে প্রাণ হইতে [উদিত হন] (১), আবার অপর সন্ধ্যাসময়ে (সায়ংকালে) ও সুষুপ্তি-সময়ে যাহার মধ্যে অর্থাৎ বায়ুতে ও প্রাণেতে অস্তগমন করেন; দেবতাগণ পুরাকালে তাহাকে ধর্ম্মরূপে ধারণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও আধিদৈবিক অগ্নি প্রভৃতি দেবতা বিচারপূর্ব্বক যথাক্রমে বায়ুব্রত ও প্রাণব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবতাগণ বর্ত্তমান সময়ে তাহার অনুবৃত্তি করিতেছেন, এবং ভবিষ্যৎকালেও তাহারই অনুসরণ করিবেন। এই ব্রাহ্মণ (এই শ্রুতি) নিজেই "প্রাণাদ্বা" ইত্যাদি বাক্যে উক্ত মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিতেছেন। ১

এখন 'তং দেবাঃ চক্রিরে ধর্ম্মং স এবাদ্য স উ শ্বঃ' এই মন্ত্রটীর অর্থ কি, তাহা বলিতেছেন—এই আধ্যাত্মিক বাক্ প্রভৃতি আর আধিদৈবিক অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ পুরাকালে, যে ব্রত—যে বায়ুব্রত ও প্রাণব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, আজও তাঁহারা সেই ব্রত পরিপালন করিতেছেন, এবং ভবিষ্যতেও পালন করিবেন, অর্থাৎ কখনও তাঁহাদের ব্রত ভঙ্গ হয় নাই। আর বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার নিজস্ব যে ব্রত, তাহা ভগ্ন হইয়াছে; কেননা, অস্তমিত হইবার সময়ে ও সুষুপ্তি-কালে তাহাদের ব্রতের (নিরন্তর জ্বলন ও শব্দোচ্চারণ কার্য্যের) নিবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; অভিপ্রায় এই যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা যে, 'জ্বলিষ্যাম্যেব অহম্' ইত্যাদি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, অস্তগমন-

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ সূর্য্য ও বায়ু প্রভৃতি দেবতার তিনভাবে প্রকটন দেখিতে পাওয়া যায়,—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। যেমন—আধিদৈবিক রূপে যিনি সূর্য্য, আধিভৌতিকরূপে তিনিই অগ্নি, আবার আধ্যাত্মিকরূপে তিনিই চক্ষুরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। এইরূপ বায়ুদেবতারও আধিভৌতিকভাব ভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাবেও একটী রূপ আছে; তাহার নাম প্রাণ। বায়ুর আবর্ত্তনেই সূর্য্যদেবের উদয় ও অস্তগমন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এই জন্য প্রাতঃকালে বায়ু হইতে সূর্য্যের আর প্রবোধকালে প্রাণ হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উদয় এবং সায়ংকালে বায়ুতে সূর্য্যের আর সুষুপ্তিসময়ে প্রাণে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অস্তগমনের কথা বলা হইয়াছে। মাণ্ডূক্যোপনিষদের কারিকায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে, ইচ্ছা থাকিলে সেই স্থান দ্রষ্টব্য।

কালে তাঁহাদের সেই প্রতিজ্ঞাত্মরূপ কার্য্যশক্তি থাকে না, এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও যে, 'বদিষ্যাম্যেব অহম্' ইত্যাদি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুষুপ্তি-সময় উপস্থিত হইলে, তাহাদেরও সেই বাগ্ ব্যবহার থাকে না ; সমস্তই প্রাণে বিলীন হইয়া যায় ; অথচ বায়ু ও প্রাণ যে ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, সে ব্রত আজ পর্য্যন্তও অক্ষতই রহিয়াছে, এবং সুদূর-ভবিষ্যতেও অব্যাহতই থাকিবে ।২

অন্যত্রও এ কথা উক্ত আছে—'পুরুষ যখন নিদ্রিত হয়, তখন বাক্ প্রাণকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রাণে বিলীন হয় ; মনও প্রাণকে প্রাপ্ত হয়, চক্ষুঃ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ও প্রাণে অন্তর্হিত হয় ; আবার যখন প্রবুদ্ধ হয়—পুরুষ জাগরিত হয়, তখন প্রাণ হইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয় ; এই পর্য্যন্ত গেল অধ্যাত্মসম্বন্ধের কথা ; অতঃপর অধিদৈবত সম্বন্ধে কথা বলা হইতেছে—অগ্নি যে সময় বায়ুর অনুগমন করে অর্থাৎ বায়ুতে প্রবেশ করে, তখনই অগ্নি অনুদ্দিত (নির্ব্বাপিত) হয় ; সেই জন্যই তাদৃশ অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, অগ্নি অন্তর্হিত হইয়াছে ; কারণ, তৎকালে তাহা বায়ুর অনুগত হইয়া থাকে ; আবার আদিত্য যখন অস্তমিত হন, তখন তিনিও বায়ুতে প্রবেশ করেন, চন্দ্রও বায়ুতে প্রবেশ করেন, দিক্‌সমূহও বায়ুর মধ্যে অবস্থিত হয়, পুনর্ব্বার সেই বায়ু হইতেই তাঁহারা প্রাদুর্ভূত হন' ইতি।৩

যে হেতু, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার মধ্যে এইরূপ ব্রতই অনুগত রহিয়াছে, অর্থাৎ বায়ু ও প্রাণের যে পরিস্পন্দনাত্মক ব্যাপার, সমস্ত দেবগণ ব্রতরূপে তাহারই অনুসরণ করিতেছেন, সেইহেতু অপর লোকেও একই ব্রত আচরণ (অনুষ্ঠান করিবে। সেই একটী ব্রত কি ? "প্রাণ্যাৎ"—প্রাণন-ব্যাপার করিবে, এবং "অপান্যাৎ" অপানবায়ুর কার্য্য সম্পাদন করিবে, অর্থাৎ কেবল প্রাণ ও অপানের কার্য্য মাত্র করিবে ; কারণ, প্রাণের ব্যাপার—প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করা) ও অপানের কার্য্য—অপানন (মলমূত্রাদির অধোনয়ন করা), এই উভয় প্রকার কার্য্যের কস্মিন্ কালেও নিবৃত্তি হয় না। অতএব অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের ব্যাপারে অনাসক্ত হইলে পাপ্মা—শ্রমরূপী মৃত্যু আমাকে আক্রমণ করিবে,—অভিভূত করিবে, এই ভয়ে একই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, আমি যদি উক্ত প্রাণব্রত হইতে

বিচ্যুত হই, তবে নিশ্চয়ই মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিবে, এই ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণব্রত গ্রহণ করিবে। আর যদি কখনও প্রাণব্রত ধারণ করে, তবে অবশ্যই তাহার সমাপন করিতে ইচ্ছা করিবে—যত্নবান থাকিবে। যদি উক্ত ব্রত হইতে বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহার প্রাণ এবং তদধিষ্ঠাতা দেবতাগণ পরিভূত (মৃত্যু কর্তৃক আক্রান্ত) হয় ; অতএব অবশ্যই গৃহীত ব্রত সমাপন করিবে। ৪

এই ব্রত দ্বারা—প্রাণব্রত গ্রহণের ফলে প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তি হয়, তাহা দ্বারা সর্ব্বভূতে—বাক্ প্রভৃতি ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ নিশ্চয়ই মৎস্বরূপ (আমা হইতে পৃথক্ নহে) এবং আমিই সর্ব্বভূতে পরিস্পন্দনের হেতুভূত এবম্বিধ ব্রতধারণের গুণে এই প্রাণ-দেবতারই সাযুজ্য—সরূপতা বা অর্থাৎ একাত্মভাব কিংবা সলোকতা—সমানলোকে বাস প্রাপ্ত হন ; [জ্ঞানের তারতম্যানুসারে উক্তপ্রকার ফলভেদ কথিত হইল]। ১১।২৩।

প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণের ভাষানুবাদ। ১।৫।

ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম্ম, তেষাং নাম্নাং বাগিত্যেতদেষা-মুক্থমতো হি সর্ব্বাণি নামান্যুত্তিষ্ঠন্তি।

এতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্ব্বৈর্নামভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্ব্বাণি নামানি বিভর্ত্তি॥ ৭৮॥১॥

অন্বয়ার্থঃ। ইদানীং যথোক্তসাধ্য-সাধনাত্মকস্য সর্ব্বস্য জগতঃ ত্রৈবিধ্যমাহ—"ত্রয়ং বা" ইত্যাদিনা। ইদং (যথোক্তং সর্ব্বমেতৎ) ত্রয়ং বৈ (এব); [কিং তৎ ত্রয়ম্?] নাম (সংজ্ঞাশব্দঃ), রূপং (আকৃতিঃ) কর্ম্ম (ক্রিয়া চ); তেষাং নাম্নাং (মধ্যে), বাক্-ইতি (শব্দসামান্যং), এতৎ এষাং (নাম্নাং) উক্থং (উৎপত্তিস্থানং); হি (যস্মাৎ) অতঃ (নামসামান্যাৎ) সর্ব্বাণি নামানি উত্তিষ্ঠন্তি (উৎপদ্যন্তে); এতৎ (শব্দসামান্যং) এষাং (নাম্নাং) সাম; হি (যস্মাৎ) এতৎ সর্ব্বৈঃ নামভিঃ সমম্ (সমানম্); এতৎ এষাং ব্রহ্ম (আত্মা); হি (যস্মাৎ) এতৎ সর্ব্বাণি নামানি বিভর্ত্তি (ধারয়তি)। ৭৮।১।

মূলানুবাদ। পূর্ব্বে সাধ্য-সাধনভাবে যে সপ্তপ্রকার অন্নের কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তই ত্রিবিধ (তিন ভাগে বিভক্ত)—নাম, রূপ ও কর্ম্ম; বাক্ অর্থাৎ সাধারণ শব্দমাত্রই উক্ত নাম-সমূহের উক্থ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান; কারণ সমস্ত নামই এই শব্দসামান্য হইতে সমুদ্ভূত হয়। এই বাক্ই সমস্ত নামের সাম অর্থাৎ সামান্য ভাব; কারণ, এই শব্দসামান্য হইতেছে সমস্ত নামের সমান—এক-ধর্ম্মাক্রান্ত; আর এই শব্দসামান্যই উক্ত নাম-সমূহের ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মা; কারণ, শব্দ সামান্যই সমস্ত বিশেষ বিশেষ নামকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে; [কেন না, শব্দাতিরিক্ত নামের কোনও অস্তিত্ব নাই]। ৭৮। ১।

শাঙ্করভাষ্যম্। যদেতদবিদ্যাবিষয়ত্বেন প্রস্তুতং সাধ্যসাধনলক্ষণং ব্যাকৃতং জগৎ প্রাণাত্মপ্রাপ্ত্যুৎকর্ষবদপি ফলম্, যা চৈতদ্ ব্যাকরণাৎ

প্রাগবস্থা অব্যাকৃতশব্দবাচ্যা—বৃক্ষবীজবৎ সর্ব্বমেতৎ ত্রয়ম্। কিং তৎ ত্রয়ম্? ইত্যুচ্যতে—নাম রূপং কর্ম্ম চেতি অনাত্মৈব—ন আত্মা যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম ; তস্মাদস্মাদ্বিরজ্যেতেত্যেবমর্থঃ ত্রয়ং বা ইত্যাদ্যারম্ভঃ। ন হ্যস্মাৎ অনাত্মনোঽব্যাবৃত্তচিত্তস্যাত্মানমেব লোকম্—অহং ব্রহ্মাস্মীত্যুপাসিতুং বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে, বাহ্যপ্রত্যগাত্মপ্রবৃত্ত্যোর্বিরোধাৎ। তথা চ কাঠকে—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥" ইত্যাদি। ১

কথং পুনরস্য ব্যাকৃতাব্যাকৃতস্য ক্রিয়াকারকফলাত্মনঃ সংসারস্য নামরূপকর্ম্মাত্মকত্বমেব, ন পুনরাত্মত্বম্—ইত্যেতৎ সম্ভাবয়িতুং শক্যত ইতি। অত্রোচ্যতে—তেষাং নাম্নাং যথোপন্যস্তানাং—বাগিতি শব্দসামান্যমুচ্যতে, "যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব সা" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ বাগিত্যেতস্য শব্দস্য যোঽর্থঃ শব্দসামান্যমাত্রম্, এতদেষাং নামবিশেষাণামুক্থং কারণম্ উপাদানম্, সৈন্ধবলবণকণানামিব সৈন্ধবাচলঃ ; তদাহ—অতো হ্যস্মান্নামসামান্যাৎ সর্ব্বাণি নামানি যজ্ঞদত্তো দেবদত্ত ইত্যেবমাদিপ্রবিভাগানি উত্তিষ্ঠন্তি উৎপদ্যন্তে প্রবিভজ্যন্তে লবণাচলাদিব লবণকণাঃ ; কার্য্যঞ্চ কারণেনাব্যতিরিক্তম্। তথা বিশেষাণাঞ্চ সামান্যেঽন্তর্ভাবাৎ। ২

কথং সম্বন্ধবিশেষতাম্ ইতি—এতৎ শব্দসামান্যম্ এষাং নামবিশেষাণাং সাম, সমত্বাৎ সাম সামান্যমিত্যর্থঃ। এতৎ হি যস্মাৎ সর্ব্বৈর্নামভির্নাম-বিশেষৈঃ সমম্। ৩

কিঞ্চ, আত্মলাভাবিশেষাচ্চ নামবিশেষাণাম্—যস্মা চ যস্মাদাত্মলাভো ভবতি, স তেনাপ্রবিভক্তো দৃষ্টঃ যথা ঘটাদীনাং মৃদা ; কথং নামবিশেষাণাম্ আত্মলাভো বাচ ইতি? উচ্যতে—যত এতদেষাং বাক্‌শব্দবাচ্যং যস্ত ব্রহ্ম আত্মা, ততো হ্যাত্মলাভো নাম্নাম্, শব্দব্যতিরিক্তস্বরূপানুপপত্তেঃ। তৎ প্রতিপাদয়তি—এতদ্ধ্যশব্দসামান্যং হি যস্মাচ্ছব্দবিশেষান্ সর্ব্বাণি নামানি বিভর্ত্তি ধারয়তি স্বরূপ-প্রদানেন। এবং কার্য্যকারণত্বোপপত্তেঃ সামান্যবিশেষোপপত্তেরাত্মপ্রদানোপ-পত্তেশ্চ নামবিশেষাণাং শব্দমাত্রতা সিদ্ধা। এবমুত্তরয়োরপি সর্ব্বং যোজ্যং যথোক্তম্ ॥ ৭৮ ॥ ১ ॥

টীকা। অপবিত্রতাবিভাবনায় সংক্ষেপেণোপসংহারার্থং ব্রাহ্মণান্তরমবতারয়তি—যদেতদিতি। কথমপি জ্ঞানকর্ম্মণোরভিবিশেষবৎ বক্তৃৎ প্রকৃতমিতি সম্বন্ধঃ। অব্যা-কৃতপ্রক্রিয়ামুক্তং স্মারয়তি—যা চেতি। ব্যাকৃতাব্যাকৃতস্য জগতঃ সংগৃহীতং রূপমাহ—

না, অনাত্মভূত এই সংসার হইতে যাহার চিত্ত বিরক্ত বা বৈরাগ্যসম্পন্ন না হয়, তাহার পক্ষে কখনই "অহং ব্রহ্মাস্মি" (আমি ব্রহ্ম) এইরূপ আত্ম-লোকের উপাসনায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রবৃত্তি হইতে পারে না; কারণ, বাহ্যবিষয়ে প্রবৃত্তি ও প্রত্যগাত্মবিষয়ে প্রবৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, কঠোপনিষদেও আছে—'স্বয়ম্ভূ (আদিকর্তা) ইন্দ্রিয়গণকে পরাঙ্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই হেতু জীব পরাক্—বাহ্যপদার্থই দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না; অমৃতত্বলাভের ইচ্ছায় যাহার চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টি আবৃত (পরিবর্তিত —অন্তর্মুখী) হইয়াছে, এমন কোনও ধীর ব্যক্তিই প্রত্যক্ আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন' ইত্যাদি। ১

ক্রিয়া, কারক ও ফলাত্মক, ব্যাকৃতাব্যাকৃত অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মাত্মক এই সংসার যে, কেবলই নাম, রূপ ও কর্মাত্মক, পরন্তু আত্মস্বরূপ নয়, ইহা কি প্রকারে উপপাদন করা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—শ্রুতির 'বাক্' শব্দে শব্দসামান্য অর্থাৎ সামান্যাকারে শব্দমাত্র বুঝাইতেছে; কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'যাহা কিছু শব্দ, সে সমস্ত বাক্ই' (বাক্ হইতে পৃথক্ নহে); 'বাক্' এই শব্দের যাহা অর্থ—সাধারণ শব্দমাত্র, তাহাই এই যথোক্ত বিশেষ বিশেষ নামের (রাম, শ্যাম ইত্যাদি শব্দের) উক্থ—কারণ—উপাদানস্বরূপ; যেমন সৈন্ধব-পর্বত লবণকণাসমূহের উপাদান, তেমনি। এই কথাই বলিতেছেন—যেহেতু, এই নাম-সামান্যাত্মক বাক্ হইতেই সমস্ত বিশেষ নাম—'দেবদত্ত' 'যজ্ঞদত্ত' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ-সমূহ উত্থিত হয়—উদ্গত হয় অর্থাৎ লবণাচল হইতে লবণকণার ন্যায় বহির্গত হইয়া থাকে, অথচ কার্য্য বা জন্য পদার্থমাত্রই স্ব স্ব কারণ হইতে অতিরিক্ত নয়; সেইরূপ বিশেষ অবস্থামাত্রই সাধারণ পদার্থের অন্তর্নিবিষ্ট থাকে। ২

ভাল, নাম ও বাক্, এতদুভয়ের মধ্যে সামান্য-বিশেষভাব ঘটে কিরূপে? [তদুত্তরে বলিতেছেন—] এই যে সামান্য শব্দ—বাক্, ইহাই বিশেষ বিশেষ নামের সাম—সমতা বা সাম্য আছে বলিয়াই সাম অর্থাৎ সমধর্মী। যেহেতু, এই বাক্সামান্যই স্বীয় অবস্থাবিশেষাত্মক নাম-সমূহের সহিত সমান; [সেই হেতুই ইহাদের সামান্য-বিশেষভাব সম্ভব হয়]। ৩

অপিচ, বিশেষ বিশেষ নামগুলির আত্মলাভে বা অভিব্যক্তিতে বিশেষ বা পার্থক্য না থাকাও অপর কারণ,—যাহা হইতে যাহার আত্মলাভ বা উৎপত্তি হয়, দেখিতে পাওয়া যায়, সে তাহা হইতে অবিভক্ত বা অপৃথক্;

যেমন মৃত্তিকার সহিত ঘট-সমূহের (অভেদ, তেমনি)(১)। বাক্ হইতে বিশেষ বিশেষ নাম-সমূহের আত্মলাভ হয় কি প্রকারে, তাহা কথিত হইতেছে—যেহেতু বাক্-শব্দবাচ্য বাক্ বস্তুটী হইতেছে—এই নাম-সমূহের ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মা, সেই হেতুই বাক হইতে নাম-সমূহের আত্মলাভ স্বীকার করিতে হয়; কারণ, কোন নামেরই শব্দাতিরিক্ত স্বরূপ উপপন্ন হয় না। এ কথার উপপাদনার্থ বলিতেছেন—যেহেতু, এই সামান্য শব্দই (বাক্ই) স্বরূপসমর্পণ করিয়া শব্দগুলিকে—সমস্ত নামকে ধারণ করিয়া থাকে; [অতএব সামান্য ও নামবিশেষের মধ্যে সামান্য-বিশেষ থাকা অসম্ভব হইতেছে না]। এইরূপে কার্য্য-কারণভাবের উপপত্তিহেতু, সামান্য-বিশেষভাবেরও উপপত্তি হেতু এবং উৎপাদকত্ব হেতুও বিশেষ বিশেষ নামগুলির সামান্য-শব্দাত্মকতা সিদ্ধ হইল। এখানে যে সমস্ত কথা বলা হইল, পরবর্ত্তী শ্রুতিদ্বয়ে ইহার সমস্তই যোজনা করিতে হইবে। ৭৮। ১।

অথ রূপাণাং চক্ষুরিত্যেতদেষামুক্থমতো হি সর্ব্বাণি রূপাণ্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্ব্বৈ রূপৈঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্ব্বাণি রূপাণি বিভর্ত্তি ॥ ৭৯ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (নাম্নো নির্দ্দেশানন্তরং) চক্ষুঃ (চক্ষুর্গ্রাহ্যং রূপসামান্যম্) ইত্যেতৎ এষাং রূপাণাং (শ্বেতপীতাদীনাং) উক্থং (উৎপত্তিস্থানং); হি যস্মাৎ, অতঃ (অস্মাৎ—রূপসামান্যাৎ) সর্ব্বাণি রূপাণি (শ্বেতপীতাদিরূপভেদাঃ) উত্তিষ্ঠন্তি (উৎপদ্যন্তে); তথা এতৎ (রূপসামান্যং) এষাং (রূপবিশেষাণাং) সাম (সমত্বং সাম্যাবস্থা); হি (যস্মাৎ) এতৎ (রূপসামান্যং) সর্ব্বৈঃ রূপৈঃ (শ্বেতপীতাদিভেদৈঃ) সমং (সমানং—একাত্মাপন্নং); এতৎ (রূপসামান্যং) এষাং (রূপাণাং) ব্রহ্ম (ব্যাপকং—আত্মা);

(১) তাৎপর্য্য—এখানে বাক্‌শব্দে সাধারণতঃ শব্দমাত্র অভিহিত হইয়াছে, সামান্য শব্দেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নাম হইয়াছে—'দেবদত্ত, রাম, শ্যাম' ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নাম; সর্ব্বত্রই বিশেষ অবস্থাগুলি সামান্যাবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে; যেমন বৃক্ষ-সামান্যের অন্তর্গত হয়—বৃক্ষবিশেষ—আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি। তাহার পর, সাধারণ বস্তুই তজ্জাতীয় বিশেষ বস্তুর কারণ হইয়া থাকে, যেমন—সাধারণ মৃত্তিকাই—মৃত্তিকার ঘটাদির কারণ হয়; কার্য্যমাত্রই স্বকারণের ব্যাপ্য (অধীন) হইয়া থাকে; অতএব নাম-বিশেষও বাক্‌সামান্যে অন্তর্নিবিষ্ট।

হি (যস্মাৎ) এতৎ (সামান্যরূপমেব) সর্ব্বাণি রূপাণি (সর্ব্বান্ রূপভেদান্) বিভর্ত্তি (ধারয়তি) ; [কার্য্যমাত্রস্যৈব কারণানুপ্রবিষ্টত্বাদিতি ভাবঃ] ॥১॥২॥

মূলানুবাদ। এখন নামনির্দ্দেশের পর রূপসম্বন্ধে সাম্য নির্দ্দেশ করিতেছেন—চক্ষুঃ—চক্ষু অর্থ—চক্ষুগ্রাহ্য সাধারণ রূপমাত্র ; এই চক্ষুঃ হইতেছে—শ্বেতপীতাদি বিভিন্ন রূপের উক্থ উৎপত্তিস্থান ; কারণ, এই সামান্য রূপ হইতেই সমস্ত বিশেষ রূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; এই রূপসামান্যই আবার সমস্তবিশেষ রূপেরসাম অর্থাৎ সাম্যাবস্থা বা প্রকৃতি স্বরূপ ; কারণ,এই সামান্যরূপটি অপর সমস্ত বিশেষ বিশেষরূপের সহিত সমান—ঐক্যাবস্থা প্রাপ্ত ; এই রূপসামান্যই এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ রূপের ব্রহ্ম—ব্যাপক আত্মা; কারণ,শ্বেতপীতাদি বিশেষ বিশেষ রূপমাত্রই এই সামান্য রূপ দ্বারা বিধৃত বা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৭১ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথেদানীং রূপাণাং সিতাসিতপ্রভৃতীনাং—চক্ষুরিতি চক্ষুর্ব্বিষয়সামান্যং চক্ষুঃশব্দাভিধেয়ং রূপসামান্যং প্রকাশ্যমাত্রমভিধীয়তে। অতো হি সর্ব্বাণি রূপাণ্যুত্তিষ্ঠন্তি, এতদেষাং সাম, এতদ্ধি সর্ব্বৈঃ রূপৈঃ সমম্, এতদেষাং ব্রহ্ম এতদ্ধি সর্ব্বাণি রূপাণি বিভর্ত্তি ॥ ১১ ॥ ২ ॥

টীকা। তত্র ব্যাখ্যানমপেক্ষাণি পদানি ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। নামব্যাখ্যানানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। চক্ষুরুক্থমিতি সম্বন্ধঃ। চক্ষুরিতি চক্ষুঃশব্দাভিধেয়ং চক্ষুর্বিষয়সামান্যমভিধীয়তে, তচ্চ রূপসামান্যং, তদপি প্রকাশ্যমাত্রমিতি যোজনা ॥ ১৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অথ শব্দের অর্থ—নামনির্দ্দেশের আনন্তর্য্য; চক্ষুঃ অর্থ—চক্ষুগ্রাহ্য সমস্ত বিষয়—চক্ষুর প্রকাশ্য সামান্য রূপমাত্রই অভিহিত হইতেছে। [এই চক্ষুই] রূপ-সমূহের অর্থাৎ শ্বেত-কৃষ্ণাদি বর্ণ সমূহের [উক্থ) ; কারণ, ইহা হইতেই সমস্ত রূপ উৎপন্ন হয় ; ইহা সমুদয় রূপের সাম ; যেহেতু ইহা সমস্ত রূপের সমান, এবং ইহাই এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ রূপগুলিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে (১) ॥ ৭১ ॥ ২ ॥

(১) তাৎপর্য্য—শ্রুতির এই কথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমে শুদ্ধ একটী অবিশেষিত রূপমাত্র ছিল, শ্বেত পীতাদি বিভাগ ছিল না ; পরে সেই নির্ব্বিশেষ সামান্য রূপ হইতেই শ্বেত পীতাদি বহুবিধ রূপের আবির্ভাব হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে, শুভ্র বর্ণটাকে, সমস্ত বর্ণের সমষ্টিভূত বা কোন বর্ণ নয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাই কি এই রূপ সামান্য ? এই সামান্য রূপকেই সমস্ত রূপের আশ্রয় এবং সমতাবস্থা ও ব্যাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অথ কর্ম্মণামাত্মেত্যেতদেষামুক্থমতো হি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যু-ত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্ব্বৈঃ কর্ম্মভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈ-তদ্ধি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিভর্ত্তি, তদেতৎ ত্রয়ং সদেকময়মাত্মা একঃ সন্নেতৎ ত্রয়ং তদেতদমৃতং সত্যেন ছন্নং, প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ ॥ ৮০ ॥ ৩

ইতি প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

(বৃহদারণ্যকক্রমেণ তু তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।)

অনুবাদার্থঃ—অথ (অনন্তরং), [দর্শন-চলনাত্মকানাং সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ম্মসামান্যে অন্তর্ভাব উচ্যতে]; আত্মা ইতি [শরীরমুচ্যতে, শরীরসাধ্যত্বাৎ কর্ম্মসামান্যাত্মকত্বাচ্চ]। আত্মেতি এতৎ এষাং (লোকসিদ্ধানাং) কর্ম্মণাং (দর্শনশ্রবণাদীনাং স্পন্দনাত্মকানাং চ মননাদীনাং কর্ম্মবিশেষাণাং) উক্থং (উৎপত্তিস্থানং); হি (যস্মাৎ) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (কর্ম্মবিশেষাঃ) অতঃ (কর্ম্ম-সামান্যাত্মকাৎ শরীরাৎ) উত্তিষ্ঠন্তি; এতৎ (সামান্যং) এষাং (কর্ম্মবিশেষাণাং) সাম (সমত্বং); হি (যস্মাৎ) এতৎ সর্ব্বৈঃ কর্ম্মভিঃ সমং (বিশেষস্য সামান্যান-তিরেকাৎ); এতৎ এষাং (কর্ম্মবিশেষাণাং) ব্রহ্ম (ব্যাপকং—আত্মা); হি (যস্মাৎ) এতৎ (কর্ম্মসামান্যং) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিভর্ত্তি। এতৎ (যথোক্তং নাম, রূপং, কর্ম্ম চ) ত্রয়ং (ত্রিবেণীবৎ অন্যোন্যসংশ্রয়ং) সৎ একং (অভিন্নং) অয়ং আত্মা (দেহপিণ্ডঃ) [নামরূপকর্ম্মণাম্ আত্মাত্মকত্বাৎ, দেহস্য চ তন্ময়ত্বাৎ, দেহে তদৈক্যং সম্পন্নমিতি ভাবঃ]; আত্মা (দেহঃ) উ (অপি) একঃ (সংহতঃ) সন্ এতৎ ত্রয়ং (নামরূপকর্ম্মাত্মকঃ)। তৎ এতৎ (বক্ষ্যমাণং) অমৃতং সত্যেন ছন্নং (ব্যাপ্তং); [কিং তৎ অমৃতং, কিংবা সত্যং, তদাহ—] প্রাণঃ (পঞ্চ-বৃত্ত্যাত্মকঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) অমৃতং (অমৃতঃ প্রবাহরূপেণাবস্থিতঃ); নাম-রূপে সত্যং, তাভ্যাং (নামরূপাভ্যাং) অয়ং প্রাণঃ ছন্নঃ (ব্যাপ্তঃ সমাবৃত ইত্যর্থঃ) ॥ ৮০ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ব্যাখ্যায়াং সরলায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর [কর্ম্মের সামান্য-বিশেষভাব কথিত হইতেছে—] আত্মা—কর্ম্মসম্পাদনের হেতুভূত শরীর হইতেছে—বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের উক্থ (উৎপত্তির কারণ); কেন না, সমস্ত কর্ম্মই ইহা হইতে উৎপন্ন হয়; এই কর্ম্মসামান্যাত্মক শরীর হইতেছে এ সমস্তের (বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের) সাম অর্থাৎ সাম্যাবস্থাত্মক; কারণ, বিশেষ বিশেষ সমস্ত কর্ম্মের সহিত ইহা সম অর্থাৎ সমান; এই কর্ম্ম-সামান্যাত্মক শরীর হইতেছে—সমস্ত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের ব্রহ্ম (ব্যাপক); কারণ, ইহাই অপর সমস্ত কর্ম্মকে ধারণ করিয়া আছে। ইহারা তিন হইয়াও এক— আত্মা দেহস্বরূপ); আত্মাও আবার এক হইয়াও (দেহরূপে ভেদরহিত হইয়াও) এই তিন; [কারণ, দেহ ত অন্নত্রয়েরই বিকার বা পরিণাম]। প্রসিদ্ধ এই অমৃত সত্য দ্বারা আচ্ছাদিত আছে; পূর্ব্বোক্ত প্রাণই অমৃত (মরণরহিত); নাম ও রূপ হইতেছে—সত্য, সেই নাম ও রূপ দ্বারা এই প্রাণ আচ্ছাদিত বা আবৃত রহিয়াছে ॥ ৮০ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণানুবাদ ॥ ১ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথেদানীং সর্ব্বকর্ম্মবিশেষাণাং মননদর্শনাত্মকানাং চলনাত্মকানাং চ ক্রিয়াসামান্যমাত্রেঽন্তর্ভাব উচ্যতে। কথম্? সর্ব্বেষাং কর্ম্মবিশেষাণাম্, আত্মা শরীরং সামান্যম্ আত্মা—আত্মনঃ কর্ম্ম আত্মেত্যুচ্যতে; আত্মনা হি শরীরেণ কর্ম্ম করোতীত্যুক্তম্; শরীরে চ সর্ব্বং কর্ম্মাভিব্যজ্যতে; অতস্তাৎস্থ্যাৎ তদুচ্যতে কর্ম্ম—কর্ম্মসামান্যমাত্রং সর্ব্বেষামুক্থমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

তদেতৎ যথোক্তং নাম রূপং কর্ম্ম ত্রয়ং ইতরেতরাশ্রয়ম্ ইতরেতরাভিব্যক্তিকারণম্, ইতরেতরপ্রলয়ং সংহতং—ত্রিদণ্ডবিষ্টম্ভবৎ সৎ একম্। কেনাত্মনৈকত্বম্—ইত্যুচ্যতে—অয়মাত্মা অয়ং পিণ্ডঃ কার্য্যকরণাত্মসঙ্ঘাতঃ তথান্নত্রয়ে ব্যাখ্যাতঃ—"এতন্ময়ো বা অয়মাত্মা" ইত্যাদিনা; এতাবদ্ধীদং সর্ব্বং ব্যাকৃতমব্যাকৃতং চ যদুত নাম রূপং কর্ম্মেতি; আত্মা উ একোঽয়ং কার্য্য-করণসঙ্ঘাতঃ সন্ অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবভাবেন ব্যবস্থিতম্ একমেব ত্রয়ং নাম রূপং কর্ম্মেতি। তদেতদন্বাখ্যানম্ অমৃতং সত্যেন ছন্নমিত্যেতস্য বাক্যস্যার্থ-

প্রাণ হইতেছে অমৃত—অবিনাশী বিনাশরহিত; কার্য্য বা উৎপন্ন দেহোৎপাদক নাম ও রূপ হইতেছে 'সত্য'; সেই নাম ও রূপের উপষ্টম্ভক ক্রিয়াত্মক প্রাণই জন্ম-মরণশীল বাহ্য পদার্থ (অমৃতভূত) শরীরাবয়বাপন্ন নাম ও রূপ দ্বারা আবৃত—অপ্রকাশীকৃত অর্থাৎ অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছেন। অবিদ্যাধিকারে স্থিত সংসারের তত্ত্ব এই পর্য্যন্তই প্রদর্শিত হইল; অতঃপর বিদ্যার বিষয় অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানগম্য আত্মাকে জানিতে হইবে, এই জন্য চতুর্থ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে॥ ৮০ ॥ ৩॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে

শাঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ফলেই সর্ববিষয়ের অন্বেষণ সিদ্ধ হইতে পারে; আর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া সেই আত্মতত্ত্বেরই অন্বেষণ করা উচিত; এবং সেই আত্মাকেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ('আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ') বুদ্ধিতে অবগত হইবে; এই আত্ম-তত্ত্বই একমাত্র বিদ্যাবিষয় অর্থাৎ সত্যজ্ঞানের বিষয়ীভূত; আর যাহা কিছু ভেদ-জ্ঞানের বিষয়, 'আমি অন্য, এবং আমার উপাস্য অন্য, যে লোক এইরূপ মনে করে, বস্তুতঃ সে লোক [প্রকৃত আত্মাকে] জানে না' এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, সে সমস্তই অবিদ্যার বিষয় অর্থাৎ অজ্ঞানের অধিকারভুক্ত। বিশেষতঃ 'এক প্রকারেই জানিবে' 'যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মেতে নানার মত বিচ্ছিন্নের মত দর্শন করে, সেই ভেদদর্শী লোক মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত উপনিষদেই—বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ১

তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত নানা সাধনাভিভেদে 'এতক' বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলির 'অনির্দেশপরবর্ত্তন দ্বারা অবিদ্যার 'এসব সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। সেই অবিদ্যাবিষয় সংক্ষেপে দুই প্রকার—একটি আন্তর, অপরটি বাহ্য. তন্মধ্যে প্রাণ হইতেছে—দেহের বিধারক ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় যে সব উপষ্টম্ভক এবং প্রকাশক ও অমৃতস্বরূপ আধ্যাত্মিক, আর বাহ্য পদার্থটি হইতেছে—দেহের রূপ, কর্ম ও মূর্তিকাদির তুল্য এবং উৎপত্তিবিনাশশালী অপ্রকাশস্বভাব সত্যশব্দবাচ্য ও বাহ্যাত্মক মর্ত্যপদার্থ; এই কারণেই পূর্ব্বাধ্যায়ে 'অমৃত'-শব্দবাচ্য প্রাণকে সত্য দ্বারা আবৃত বলিয়া প্রকরণের উপসংহার করা হইয়াছে। ২

সেই প্রাণই আবার বাহ্য অধিকরণের (দেহাদির) সংক্ষেপাবস্থায় বহুপ্রকারে বিভূতি লাভ করিয়াছে; অথচ প্রাণকেই আবার এক দেবতা বলা হইয়া থাকে। তাহারই বাহ্য পিণ্ডী (দেহপিণ্ডটি) এক—সর্বসাধারণের সম্পর্কিত, যাহা পূর্ব্বাদি দেবতাস্বরূপে বিভক্ত হইয়া (১) বিরাট্, বৈশ্বা-

(১) ভাবার্থ—স্বয়ং শ্রুতিই পৃথ্যাদি দেবতাকে ব্রহ্মের দেহাবয়ব বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন; যথা—'যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ' ইত্যাদি। এখানে স্বর্গ ও অগ্নি প্রভৃতিকে সেই ব্রহ্ম-প্রজাপতির দেহাবয়বরূপে কল্পনা করিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেকস্থলে প্রজাপতির অবয়বরূপে বিশেষ বিশেষ পদার্থের রূপক পরিকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম, আত্মা, পুরুষবিধ, প্রজাপতি, কং হিরণ্যগর্ভ—ইত্যাদি প্রধানতঃ অভেদার্থ-বোধক শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে; ব্রহ্মের একত্ব ও অনেকত্ব এই পর্য্যন্তই, ইহার অধিক আর কিছু নাই; সেই একই চেতন বস্তু শরীরভেদে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেহভেদে ভেদপ্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তা ভোক্তারূপে প্রতীত হইয়া থাকে; সুতরাং উহা অবিদ্যারই অধিকারভুক্ত; অবিদ্যাধিকৃত সেই বস্তুরই আত্মা-রূপে দৃষ্টিকর্ত্তা গার্গ্যনামক ব্রাহ্মণকে এখানে বক্তারূপে উপন্যস্ত করা হইয়াছে এবং তদ্বিপরীত যথার্থ আত্মদর্শী অজাতশত্রুনামক রাজাকে শ্রোতারূপে প্রদর্শন করা হইতেছে। ৩

যেহেতু, কোন দুর্জ্ঞেয় বিষয়কে এইরূপে—পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তরূপে প্রতিপাদন করিলেই তাহাতে সহজে শ্রোতার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে; তর্কশাস্ত্রের ন্যায় কেবলই পদার্থমাত্রবোধক শব্দে নিরূপণ করিলে তাহা অতিশয় দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে, কারণ, এই আত্মবস্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম অর্থাৎ সহজ-বুদ্ধির অগম্য। যেমন, কঠোপনিষদেও—'বহুলোকে যাহাকে শ্রবণ করিতেও সমর্থ হয় না' ইত্যাদি বাক্যে এই আত্মবস্তুকে কেবল পরিমার্জ্জিত শুদ্ধবুদ্ধিগম্য এবং সাধারণবুদ্ধিমাত্রেরই অগম্য বলিয়া বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার পর ছান্দোগ্যোপনিষদেও আছে—'আচার্য্যবান্ পুরুষ তাহাকে জানে' 'আচার্য্য হইতে লব্ধ 'বিদ্যাই উৎকৃষ্টতম' ইতি, ভগবদ্গীতাতে আছে—'[হে অর্জ্জুন] তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন', বিশেষতঃ এই বৃহদারণ্যকোপনিষদেও শাকল্যের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনপ্রসঙ্গে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত আত্মার দুর্জ্ঞেয়ত্ব জ্ঞাপন করিবেন; সেই হেতু গল্পচ্ছলে পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত পক্ষ কল্পনাপূর্ব্বক ব্রহ্মবস্তুনিরূপণোদ্দেশে যে চেষ্টা, তাহা খুব যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ৪

বিশেষতঃ আচার্য্যবিধির উপদেশ করাও আখ্যায়িকার অপর উদ্দেশ্য, অর্থাৎ কিরূপ গুণসম্পন্ন লোক বক্তা (আচার্য্য) হইবেন, আর কিরূপ গুণসম্পন্ন লোক শ্রোতা হইবেন, এবং কি প্রকারেই বা উপদেশ দিতে হয়, আর কি প্রকারেই বা তাহা গ্রহণ করিতে হয়, ইত্যাদি গুরু-শিষ্যের কর্ত্তব্য উপদেশের জন্যও ঐরূপ আখ্যায়িকার অবতারণা করা আবশ্যক হয়; প্রত্যেক আখ্যায়িকা হইতেই বক্তা ও শ্রোতার অর্থাৎ সদাচারনিষ্ঠ গুরু ও শিষ্যের ঐরূপ আচার জানিতে পারা যায়। তাহার পর, আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে শুষ্ক তর্কযুক্তি প্রয়োগের নিষেধ করাও ঐরূপ আখ্যায়িকার আর একটি উদ্দেশ্য; আখ্যায়িকাস্থিত

উবাচ হ—এতস্যাং বাচি ('ব্রহ্ম তে ব্রবাণি' ইতি বচনবিষয়ে) সহস্রং (গবাং সহস্রং) দদ্মঃ [তুভ্যমিতি শেষঃ]; 'জনকঃ জনকঃ' ইতি পদদ্বয়েন বাক্যদ্বয়ং সূচিতম্; ততশ্চ জনকঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) [শ্রোতা], জনকঃ [দাতা] ইতি [কৃত্বা] জনাঃ (তচ্ছ্রবণঃ, বিবক্ষবঃ, প্রতিগ্রহীতারশ্চ) অভিধাবন্তি (জনকম্ অভ্যাগচ্ছন্তি), [তদহং ময্যপি সম্ভাবনং ক্রিয়তামিতি ভাবঃ]। ৮১। ১।

অনুবাদ। গর্বিতস্বভাব গর্গবংশীয় বালাকি নামে একজন বক্তা ছিলেন; তিনি কাশিরাজ অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব। অজাতশত্রু বলিলেন, তোমাকে এই কথাতেই আমি সহস্র [গো] দান করিতেছি। [বক্তা, শ্রোতা ও প্রতিগ্রহীতা] লোকেরা 'জনক জনক' বলিয়া ধাবিত হয়; [সুতরাং আমাতেও সে সমস্ত গুণের সদ্ভাব মনে করা অসঙ্গত হয় না] ॥৮১॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র পূর্বপক্ষবাদী অবিদ্যা-বিষয়ব্রহ্মবিৎ দৃপ্তবালাকিঃ—দৃপ্তঃ গর্বিতঃ অসম্যগ্ব্রহ্মবিত্ত্বাদেব, বলাকায়া অপত্যং বালাকিঃ, দৃপ্তশ্চাসৌ বালাকিশ্চেতি দৃপ্তবালাকিঃ, হ-শব্দ ঐতিহ্যার্থ আখ্যায়িকায়াম্; অনূচানোঽনুবচনসমর্থো বক্তা বাগ্মী, গার্গ্যঃ গোত্রতঃ, আস বভূব কস্মিংশ্চিৎ কালবিশেষে। স হ উবাচ অজাতশত্রুং অজাতশত্রুনামানং কাশ্যং কাশিরাজম্ অভিগম্য—ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি—ব্রহ্ম তে তুভ্যং ব্রবাণি কথয়ানি। স এবমুক্তোঽজাতশত্রুরুবাচ—সহস্রং গবাং দদ্মঃ এতস্যাং বাচি—যাং মাং প্রত্যবোচঃ—ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি, তাবন্মাত্রমেব গোসহস্রপ্রদানে নিমিত্তমিত্যভিপ্রায়ঃ।

সাক্ষাদ্ব্রহ্মকথনমেব নিমিত্তং কস্মান্নাপেক্ষ্যতে সহস্রদানে, ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি ইয়মেব তু বাক্ নিমিত্তমপেক্ষ্যতে? ইতি; উচ্যতে—যতঃ শ্রুতিরেব রাজ্ঞোঽভিপ্রায়মাহ—জনকো দাতা জনকঃ শ্রোতেতি চ এতস্মিন্ বাক্যদ্বয়ে পদদ্বয়মভ্যস্যতে—জনকো জনক ইতি; বৈশব্দঃ প্রসিদ্ধাবদ্যোতনার্থঃ; জনকো দিৎসুঃ, জনকঃ শুশ্রূষুরিতি ব্রহ্ম শুশ্রূষবো বিবক্ষবঃ প্রতিবিবক্ষবশ্চ জনা ধাবন্তি অভিগচ্ছন্তি; তস্মাদহং সর্বং ময্যপি সম্ভাবিতবানসীতি। ৮১। ১।

টীকা। আখ্যায়িকার্থং [illegible] দৃপ্তেত্যাদিনা। পূর্বপক্ষ-বাদিত্বে হেতুমাহ—অবিদ্যাবিষয়েতি। গর্বিতত্বে হেতুমাহ অসম্যগিতি। ইয়মেব বাগ্নিমিত্তমিত্যপি [illegible]। অতো ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি বাগেব

সহস্রবাবে দিবিবিতি দেবঃ। কিং ব্যাচষ্টে—জনকঃ ইতি। এনিং ধবত বাহুবাদি তবন্তোঃ ৈব দিপাত ইতি বাবং। বাকার্থসারং—জনকো দিৎসুঃ শুশ্রূষুরিত্যাদিনা। সত্যাবিত্তবান্নীতি শাস্ত্রং বাধায়াং সহস্রবাবে দিবিবিতি দেবঃ, তথাপ্ বৃহৎসিদ্ধাতিক্রমণাদিতি বাবং। তং সর্বাঃ বাহুবাদিকথিতার্থঃ। হীত পশ্চাংহিত-প্রবদবাচ্যাঃ ॥ ৮১ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ। পূর্বপক্ষবাদী (অসত্য-পক্ষাবলম্বী) দৃপ্ত-বালাকি—যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান না থাকায় দৃপ্ত গর্বান্বিত (অভিমানী) ও বলাকানাম্নী মাতার পুত্র—বালাকি; দৃপ্ত অথচ বালাকি—দৃপ্তবালাকি, [কর্মধারয় সমাস], গর্গগোত্রীয়—গার্গ্য নামে একজন অনূচান—অনুবচন সমর্থ অর্থাৎ বক্তা—বাগ্মী ছিলেন। 'হ' শব্দটী ঐতিহ্যসূচক; [সুতরাং বুঝিতে হইবে যে] কোন এক সময়ে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি কাশ্য কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—আমি তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব; সেই অজাতশত্রু এইরূপে অভিহিত হইয়া তাহাকে বলিলেন—এই কথায়ই আমি তোমাকে সহস্র গো দান করিব যে কথা তুমি আমার প্রতি বলিয়াছ—"ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি", [সেই কথাতেই]; রাজার অভিপ্রায় এই যে, এই কথাটিই সহস্র গো-দানের নিমিত্ত বা উপযুক্ত কারণ।

ভাল, সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপদেশকেই সহস্র দানের নিমিত্ত বলিয়া কল্পনা কর না কেন?—'তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব' শুধু এই কথাটিকেই সহস্রদানের কারণ বলিতেছ কেন? হাঁ, বলাহইতেছে—যেহেতু স্বয়ংশ্রুতিই রাজার এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াবলিতেছেন—জনক দাতা, জনক শ্রোতা, এইরূপ দুইটি বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া 'জনকঃ' 'জনকঃ' এই দুইটীমাত্র পদ বলা হইয়াছে; [বস্তুতঃএইপদে দুইটী দাতৃত্ব ওশ্রোতৃত্ব বোধক ঐরূপ দুইটীবাক্য বুঝিয়া লইতে হইবে]। বৈ শব্দটী প্রসিদ্ধিদ্যোতক; জনক দান করিতে ইচ্ছুক ও শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক, এই জন্য ব্রহ্মতত্ত্ব শুশ্রূষু, বিবক্ষু (বলিতে ইচ্ছুক) এবং প্রতি-গ্রহেচ্ছু লোকসমূহ তদভিমুখে ধাবমান হয়; অতএব সে সমস্ত গুণ আমাতেও সম্ভাবনা করিয়াছে; [কাজেই ঐরূপ বাক্য শ্রবণ মাত্রে সহস্রদান করা অজাতশত্রুর পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে] ॥ ৮১ ॥ ১ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসাবাদিত্যে পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি; স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ, সর্বেষাং ভূতানাং মূর্ধা রাজেতি বা অহমেতমুপাস-

ইতি; স য এতমেবমুপাস্তেঽতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্ধা রাজা ভবতি ॥ ৮২ ॥ ২

অন্বয়ার্থঃ। সঃ গার্গ্যঃ উবাচ (উক্তবান্) হ—যঃ এব অসৌ (দূরতো নিরীক্ষ্যমাণঃ) আদিত্যে (সূর্য্যমণ্ডলে) [অবস্থিতঃ] পুরুষঃ, অহং এতম্ (আদিত্যমধ্যস্থং) পুরুষং এব ব্রহ্ম (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা) উপাসে (আরাধয়ামি) ইতি; সঃ (এবমুক্তঃ) অজাতশত্রুঃ হ (ঐতিহ্যে) উবাচ—এতস্মিন্ (আদিত্য-পুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ (সংবাদং—ব্রহ্মবুদ্ধিং মা কার্ষীঃ); [যতঃ] অহং বৈ এতং (আদিত্যপুরুষং) সর্ব্বেষাং ভূতানাং অতিষ্ঠাঃ (সর্ব্বোত্তমঃ) মূর্ধা (শিরঃ) রাজা (দীপ্তিমান্) ইতি (এবং অতিষ্ঠাদিগুণবিশিষ্টত্বেন উপাসে ইতি; সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতম্ এবং (অতিষ্ঠত্বাদিগুণবিশিষ্টং) উপাস্তে, [সঃ উপাসকঃ] সর্ব্বেষাং ভূতানাং অতিষ্ঠাঃ মূর্ধা রাজা ভবতি [বিজ্ঞানফলমেতদিত্যর্থঃ]। ৮২। ২।

মূলানুবাদ। সেই গার্গ্য অজাতশত্রুকে বলিলেন এই যে আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষ, আমি ইহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি? সেই অজাতশত্রু বলিলেন—না না এরূপ ব্রহ্ম বিষয়ে আমার সহিত সংবাদ করিও না, অর্থাৎ আমার নিকট এই আদিত্য পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিও না; কারণ, আমি ইহাকে সর্ব্বভূতের অতিষ্ঠা (উপরিস্থিত) মস্তক ও রাজা (দীপ্তিমান্) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। অপরও যে লোক ইহাকে অতিষ্ঠাদি গুণযুক্ত বলিয়া উপাসনা করে, সে ব্যক্তিও সর্ব্বভূতের অতিষ্ঠা মস্তক ও রাজা হন। ৮২। ২।

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং রাজানং শুশ্রূষবভিমুখীভূতং স হ উবাচ গার্গ্যঃ—য এবাসৌ আদিত্যে চক্ষুষি চৈকোঽভিমানী চক্ষুর্দ্বারেণেহ হৃদি প্রবিষ্টঃ অহং ভোক্তা কর্ত্তা চেত্যবস্থিতঃ,—এতমেবাহং ব্রহ্ম পশ্যামি অস্মিন্ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে উপাসে। অতঃ তমহং পুরুষং ব্রহ্ম ভূতং ব্রবীমি উপাস্বেতি। স এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ অজাতশত্রুঃ—মা মেতি হস্তেন বিনিবারয়ন্—এতস্মিন্ ব্রহ্মণি বিজ্ঞেয়ে মা সংবদিষ্ঠাঃ; মামেত্যাবাধনার্থং দ্বির্বচনম্,—এবং সমানে বিজ্ঞানবিষয়ে আবয়োরিঃ অবাম জানন্ত ইব দুর্ব্বলতা বাধিতাঃ স্যামঃ;

হইয়াছে ; অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞাতব্য বিষয় যখন আমাদের উভয়েরই জ্ঞাত, তখন আমাদিগকে যদি একটা মূর্খের মত বুঝাইতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিড়ম্বিত হইব ; অতএব এ বিষয়ে আর সংবাদ করিও না, অর্থাৎ এতাদৃশ ব্রহ্মবিষয়ে আর কথা বলিও না। যদি তুমি আর কিছু জান, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মই বলিতে পার ; কিন্তু যাহা আমার জানাই রহিয়াছে, তাহা আর বলিও না।

আর তুমি যদি মনে করিয়া থাক যে, আমি কেবল ব্রহ্মমাত্রই জানি, কিন্তু বিশেষগুণযোগে তাঁহার উপাসনা ও উপাসনার ফল জানি না ; না,—তাহাও তোমার মনে করা উচিত হয় না ; কারণ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার সমস্তই আমি জানি ; কি প্রকার ? [বলিতেছি—] ইহা হইতেছে সর্ব্বভূতের অতিষ্ঠা মস্তক ও রাজা স্বরূপ ; সর্ব্বভূতকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে বলিয়া অতিষ্ঠা এবং দীপ্তিগুণ থাকায় রাজা (প্রকাশমান)। এই সমুদয় বিশেষগুণবিশিষ্ট এই ব্রহ্মকে আমি এই দেহমধ্যে কর্ত্তা ও ভোক্তারূপে উপাসনা করিয়া থাকি। এবংবিধ গুণবিশেষযোগে যিনি উপাসনা করেন, তাহার ফলও এইরূপই হইয়া থাকে,—যে কোন ব্যক্তি ইহাকে যথোক্ত প্রকারে উপাসনা করেন, তিনি নিজেও সর্ব্বভূতের অতিষ্ঠা শিরঃ ও রাজা হন ; কেননা, যেরূপ গুণযোগে উপাসনা করা হয়, ফলও তদনুরূপই হয় ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, সেইরূপই ফল হইয়া থাকে' ॥ ৮২ ॥ ২ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ চন্দ্রে পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি ; স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ বৃহন্ পাণ্ডরবাসাঃ সোমো রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি ; স য এতমেবমুপাস্তেঽহরহর্হ সুতঃ প্রসুতো ভবতি, নাস্যান্নং ক্ষীয়তে ॥ ৮৩ ॥ ৩

অন্বয়ার্থঃ। [এবমুক্তঃ] সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অসৌ চন্দ্রে [অবস্থিতঃ] পুরুষঃ, অহং এতং (চন্দ্রমণ্ডলস্থং পুরুষম্) এব ব্রহ্ম (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা) উপাসে (উপাসিতবান্ অস্মি) ইতি ; [এবমভিহিতঃ] সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ—এতস্মিন্ (চন্দ্র-পুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ (সংবাদং মা কার্ষীঃ) ; অহং এতং (চন্দ্রস্থং পুরুষং) বৃহন্ (মহান্) পাণ্ডরবাসাঃ (পাণ্ডরং বাসঃ

অপ্‌, অপ্‌ময়শরীরত্বাৎ চন্দ্রাভিমানিপুরুষস্য ; বাসঃ বস্ত্রং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), সোমঃ রাজা (দীপ্তিমান্ চন্দ্রঃ) ইতি বৈ উপাসে ইতি ; সঃ যঃ (অন্যোঽপি কশ্চিৎ) এতং (চন্দ্রাভিমানিনং পুরুষং) এবং (বৃহত্ত্বাদিগুণবিশিষ্টং) উপাস্তে, অস্য (উপাসকস্য) অহরহঃ (প্রত্যহং) সুতঃ (যজ্ঞে সোমঃ অভিষুতঃ) প্রসুতঃ (বিকৃতিযাগেষু চ প্রকর্ষেণ সুতঃ) ভবতি ; (প্রকৃতি-বিকৃতিযাগানুষ্ঠান-সামর্থ্যমস্য সম্পদ্যতে ইতি ভাবঃ) অস্য অন্নং ন ক্ষীয়তে (অক্ষয্যান্নো ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৮৩ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—[অজাতশত্রু এইরূপ বলিলে পর] গার্গ্য নষ্ট তাহাকে বলিলেন—এই যে, চন্দ্রে পুরুষ (চন্দ্রাভিমানী প্রাণপুরুষ), আমি ইহাকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া থাকি। [এই কথা শ্রবণ করিয়া] অজাতশত্রু বলিলেন—না না এরূপ কথা বলিও না ; আমি ইহাকে বৃহন্ [মহৎ] পাণ্ডরবাসাঃ [জলরূপ শুক্লবস্ত্রে আবৃত] সোম ও রাজা (দীপ্তিমান্) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। যে লোক ইহাকে এইরূপে উপাসনা করে, প্রত্যহ তাহার সুত ও প্রসুত নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি ও বিকৃতিসংজ্ঞক যাগে নিত্য সোমাভিষব করিবার সামর্থ্য হয় ; কখনও তাহার অন্নক্ষয় হয় না ॥ ৮৩ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সংবাদেনাদিত্যব্রহ্মণি প্রত্যাখ্যাতে অজাত-শত্রুণা, চন্দ্রমসি ব্রহ্মান্তরং প্রতিপেদে গার্গ্যঃ। য এবাসৌ চন্দ্রে মনসি চৈকঃ পুরুষো ভোক্তা কর্তা চেতি পূর্ববদ্বিশেষণম্। বৃহন্ মহান্, পাণ্ডরং শুক্লং বাসো যস্য, সোঽয়ং পাণ্ডরবাসাঃ, অপ্‌শরীরত্বাৎ চন্দ্রাভিমানিনঃ প্রাণস্য। সোমো রাজা চন্দ্রঃ, যশ্চান্নভূতোঽভিষূয়তে লতারূপো যজ্ঞে, তমেকীকৃত্যৈতমেবাহং ব্রহ্মো-পাসে ; যথোক্তগুণং য উপাস্তে তস্যাহরহঃ সুতঃ সোমোঽভিষুতো ভবতি যজ্ঞে, প্রসুতঃ প্রকর্ষেণ সুতঃ সুতো ভবতি বিকারে—উভয়বিধযজ্ঞানুষ্ঠানসামর্থ্যং ভবতীত্যর্থঃ ; অন্নং চাস্য ন ক্ষীয়তে অন্নাত্মকোপাসকস্য ॥ ৮৩ ॥ ৩ ॥

টীকা। যশ্চ চেতি চকারাৎ মনসি চেত্যর্থঃ। য একঃ পুরুষস্তমেবাহং ব্রহ্মোপাসে, যং চেত্থমুপাস্তে … ইতি পূর্ববদিত্যর্থঃ। … বৃহন্ মহানিতি … পাণ্ডরং বাস-শ্চন্দ্রাভিমানিনঃ প্রাণস্য … অপ্‌শরীরত্বাদিতি। পুরুষো হি শরীরে … পাণ্ডরঃ … প্রাণ এবেতি ॥

তেজস্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি; স য এতমেবমুপাস্তে তেজস্বী হ ভবতি, তেজস্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি ॥ ৮৪ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [পুনশ্চ] সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ যঃ এব অসৌ বিদ্যুতি (বিদ্যুদভিমানী) পুরুষঃ, অহং এতং (পুরুষং) এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি; সঃ অজাতশত্রুঃ হ উবাচ—এতস্মিন্ (বিদ্যুৎপুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ; অহম্ এতং 'তেজস্বী' ইতি বৈ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতং এবম্ উপাস্তে, সঃ তেজস্বী হ ভবতি; অস্য প্রজা (সন্ততিঃ) তেজস্বিনী হ [এব] ভবতি, [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ]॥ ৮৪॥৪ ॥

মূলানুবাদ।—গার্গ্য পুনশ্চ বলিলেন—এই যে,বিদ্যুদভিমানী পুরুষ, আমি ইহাকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন—না—না— এরূপ কথা বলিও না; আমি ইহাকে 'তেজস্বী' বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। যে লোক এইরূপে ইহার উপাসনা করে, তিনি নিজেও তেজস্বী হন ॥ ৮৪ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা বিদ্যুতি ত্বচি হৃদয়ে চৈকা দেবতা; তেজস্বীতি বিশেষণম্; তস্যাস্তৎ ফলম্—তেজস্বী হ ভবতি তেজস্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি। বিদ্যুতাং বহুত্বস্যাঙ্গীকরণাদাত্মনি প্রজায়াং চ ফলবাহুল্যম্॥ ৮৪ ॥ ৪ ॥

টীকা। সংবাদকোষেব চক্ষু প্রজয়াপি প্রত্যাখ্যাতে ব্রহ্মত্বমাহ—তথেত্যাদিনা। কথ-মেকমুপাসনমনেকফলবিভাগাদ—বিদ্যুতামিতি। ৮৪। ৪

ভাষ্যানুবাদ। সেইরূপ বিদ্যুতে-হৃদয়ে এবং ত্বকেও একই দেবতা অবস্থিত। 'তেজস্বী' শব্দটি পুরুষের বিশেষণ; উক্ত উপাসনার ফল এই যে, তিনি তেজস্বী হন, এবং তাহার প্রজাও (সন্তানও) তেজস্বী হইয়া থাকে। এখানে, বিদ্যুতের বহুত্ব স্বীকার করায় তদুপাসনার ফলস্বরূপ আত্মাতে অর্থাৎ উপাসকে এবং সন্তানেও ভিন্ন ভিন্ন ফলউক্ত হইল। ৮৪ ॥ ৪ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাকাশে পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি, স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ; পূর্ণমপ্রবর্ত্তীতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে,

পূর্ণ্যতে প্রজয়া পশুভির্নাস্যাস্মাল্লোকাৎ প্রজোদ্বর্ত্ততে ॥৮৫॥৫

অন্বয়ার্থঃ। সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অয়ং আকাশে পুরুষঃ, অহং এতম্ এব ব্রহ্ম (ব্রহ্মত্বেন) উপাসে ইতি। সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (আকাশপুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ; অহং এতং পূর্ণং (ব্যাপি) অপ্রবর্ত্তি (অক্রিয়ং) ইতি বৈ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতং (আকাশপুরুষং) এবং উপাস্তে, [সঃ উপাসকঃ] প্রজয়া (সন্তানেন পশুভিঃ [চ] পূর্য্যতে (পূর্ণো ভবতি); অস্য (উপাসকস্য) প্রজা অস্মাৎ লোকাৎ ন উদ্বর্ত্ততে ন বিচ্ছিদ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥ ৮৫ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—সেই গার্গ্য বলিলেন—এই যে, আকাশাভিমানী পুরুষ, আমি ইঁহাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করি; সেই অজাতশত্রু বলিলেন—না—না—আমাকে ইহা বলিবেন না; আমি ইঁহাকে ব্যাপক ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া উপাসনা করি; যে লোক এইরূপে ইঁহার উপাসনা করে, সে লোক কখনও সন্তান ও পশুসম্পদে হীন হয় না, এবং এজগতে কখনও তাহার সন্তান বিচ্ছেদ হয় না ॥ ৮৫ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথা আকাশে হৃদয়াকাশে হৃদয়ে চৈকা দেবতা; পূর্ণম্ অপ্রবর্ত্তি চেতি বিশেষণদ্বয়ম্; পূর্ণত্ববিশেষণফলমিদম্—পূর্য্যতে প্রজয়া পশুভিঃ; অপ্রবর্ত্তিবিশেষণফলম্—নাস্য অস্মাল্লোকাৎ প্রজা উদ্বর্ত্তত ইতি, প্রজা সন্তানাবিচ্ছিত্তিঃ ॥ ৮৫ ॥ ৫ ॥

টীকা। অপ্রবর্ত্তি[illegible] ॥ ৮৫ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেইরূপ আকাশে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে ও হৃদয়ে একই দেবতা; পূর্ণ (ব্যাপক) ও অপ্রবর্ত্তি (নিশ্চল), এই দুইটি তাহার বিশেষণ। পূর্ণত্ববিশেষণবিশিষ্টরূপে উপাসনার ফল—প্রজা ও পশুগণে পূর্ণ হয়; আর অপ্রবর্ত্তি-বিশেষণযোগে উপাসনার ফল—ইহলোক হইতে তাহার সন্তান বিচ্ছিন্ন হয় না, অর্থাৎ তাহার বংশলোপ হয় না ॥ ৮৫ ॥ ৫ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং বায়ৌ পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি; স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ, ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে, জিষ্ণুর্হাপরাজিষ্ণুর্ভবত্যন্যতস্ত্যজায়ী ॥ ৮৬ ॥ ৬

অন্বয়ার্থঃ। সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অয়ং বায়ৌ (বায়ুভিমানী

পুরুষঃ), অহং এতম্ এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি; সঃ (এবমুক্তঃ) অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (বায়ুপুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ; অহং এতং (বায়ু-পুরুষং) ইন্দ্রঃ (পরমৈশ্বর্য্যবান্) বৈকুণ্ঠঃ (কুণ্ঠারহিতঃ—অপ্রতিহত-শক্তিঃ) অপরাজিতা (ন পরৈঃ জিতপূর্ব্বা) সেনা (সমষ্টিভূতা) ইতি বৈ উপাসে ইতি; সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে; [সঃ] জিষ্ণুঃ (জয়শীলঃ) অপরাজিষ্ণুঃ (বিজেতৃরহিতঃ) অন্যতস্ত্যজায়ী (অন্যতস্ত্যানাং অন্যতঃ আগতানাং শত্রূণাং জয়শীলঃ চ) ভবতি ॥ ৮৬ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—সেই গার্গ্য পুনশ্চ বলিলেন—এই যে, বায়ু-অভিমানী পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া থাকি; অজাতশত্রু বলিলেন—না—না—এবিষয়ে কথা বলিবেন না; আমি ইহাকে ইন্দ্র (পরমৈশ্বর্য্যশালী) বৈকুণ্ঠ (অপ্রতিহতশক্তি) ও অন্যের অপরাজিতা সেনা (সমষ্টিভূত) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি; অন্যও যে লোক উক্তপ্রকারে ইহার উপাসনা করে; সে লোকও জয়শীল, পরের অপরাজেয় এবং শত্রুজয়ী হয় ॥ ৮৬ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা বায়ৌ প্রাণে হৃদি চৈকা দেবতা; তস্যা বিশেষণম্—ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ, বৈকুণ্ঠঃ অপ্রসহ্যঃ, ন পরৈর্জিতপূর্ব্বা অপরাজিতা, সেনা—মরুতাং গণত্বপ্রসিদ্ধেঃ। উপাসনফলমপি—জিষ্ণুর্হ জয়নশীলঃ, অপরা-জিষ্ণুঃ ন চ পরৈর্জিতস্বভাবো ভবতি, অন্যতস্ত্যজায়ী অন্যতস্ত্যানাং সপত্নানাং জয়নশীলো ভবতি ॥ ৮৬ ॥ ৬ ॥

টীকা। কথমেকস্মিন্ বায়াবপরাজিতা সেনেতি গুণঃ সম্ভবতি, তত্রাহ—মরুতা-মিতি। বিশেষণত্রয়স্য ফলত্রয়ং, ক্রমেণ ব্যুৎপাদয়তি—জিষ্ণুরিত্যাদিনা। অন্যত-স্ত্যানামন্যতো মাতৃতো জাতানাম্। ৮৬। ৬

ভাষ্যানুবাদ। সেইরূপ বায়ুতে—প্রাণেতে এবং হৃদয়মধ্যেও একই দেবতা; তাহার বিশেষণ—ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর (উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন), বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ অপরের অনভিভবনীয় এবং অপরাজিতা অর্থাৎ শত্রু যাহাকে কখনও জয় করিতে পারে নাই, এমন সেনা; কারণ, বায়ুর গণত্ব (সমষ্টিভাব) প্রসিদ্ধ আছে, [তন্নিবন্ধন বায়ুসমষ্টিকে সেনা বলা হইয়াছে]। উপাসনারও ফল এই যে, তিনি জিষ্ণু অর্থাৎ জয়শীল, অপরাজিষ্ণু—অন্যকর্তৃক অপরাজিত—পরাজিত না হওয়াই তাহার স্বভাব, এবং অন্যতস্ত্যজায়ী—অন্যতস্ত্যের—শত্রুগণের জয়কারী হন ॥ ৮৬ ॥ ৬ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মগ্নৌ পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি; স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ; বিষাসহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে, বিষাসহির্হ ভবতি, বিষাসহির্হাস্য প্রজা ভবতি ॥ ৮৭ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অয়ম্ অগ্নৌ পুরুষঃ, অহং এতম্ এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি; সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (অগ্ন্যভিমানিনি পুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ; অহম্ এতং বিষাসহিঃ (অগ্নৌ যৎ হবিঃ বিষ্যতে ক্ষিপ্যতে, তৎ ভস্মীকরণেন সহতে ইতি বিষাসহিঃ'), ইতি বৈ উপাসে ইতি; সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, সঃ বিষাসহিঃ ভবতি, অস্য প্রজা (সন্ততিঃ চ) বিষাসহিঃ ভবতি ॥ ৮৭ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—সেই গার্গ্য বলিলেন—এই যে, অগ্নিস্থ পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি; অজাতশত্রু বলিলেন—না না—এ বিষয়ে সংবাদ করিবেন না; আমি ইহাকে 'বিষাসহি' বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। যে লোক উক্তপ্রকারে ইহার উপাসনা করেন, তিনি নিজেও বিষাসহি হন, এবং তাহার সন্তানও বিষাসহি হয়। 'বিষাসহি' অর্থ—অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হবিঃ প্রভৃতিকে যিনি সহ্য করেন, অর্থাৎ ভস্মীভূত করিয়া থাকেন ॥ ৮৭ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অগ্নৌ বাচি হৃদি চৈকা দেবতা; তস্যা বিশেষণম্—বিষাসহিঃ মর্ষয়িতা পরেষাম্। অগ্নিবাহুল্যাৎ ফলবাহুল্যং পূর্ব্ববৎ ॥ ৮৭ ॥ ৭ ॥

টীকা। যদ্ধবির্ব্বিষ্যতে ক্ষিপ্যতে, তৎ সর্ব্বং ভস্মীকরণেন সহতে, তেনাগ্নির্ব্বিষাসহিঃ। যথা পূর্ব্বং বিদ্যুতাং বাহুল্যাদাত্মনি প্রজায়াং চ ফলবাহুল্যমুক্তং, তথাত্রাগ্ন্যাদীনাং বহুত্বাদ্বহুশা-সকত্বাত্মনি প্রজায়াং শীঘ্রাগ্নিবৎ সিদ্ধতীত্যাহ—অগ্নীতি। ৮৭। ৭॥

ভাষ্যানুবাদ। অগ্নিতে বাগিন্দ্রিয়ে ও হৃদয়ে একই দেবতা; তাহার বিশেষণ—'বিষাসহি'; বিষাসহি অর্থ—পরের প্রতি ক্ষমাশীল। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও অগ্নির বহুত্ব নিবন্ধন ফলের বাহুল্য উক্ত হইল ॥ ৮৭ ॥ ৭ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মপ্সু পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মো-

পাস ইতি, স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ, প্রতি-রূপ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে, প্রতি-রূপংহৈবৈনমুপগচ্ছতি নাপ্রতিরূপমথো প্রতিরূপোঽস্মা জ্জায়তে ॥ ৮৮ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অয়ং অপ্সু (জলেষু—জলাভিমানী) পুরুষঃ, অহং এতম্ এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি; সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (জলাভিমানিনি পুরুষে মা মা সংবদিষ্ঠাঃ; অহম্ এতং প্রতিরূপ ইতি বৈ উপাসে ইতি; সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, প্রতিরূপং (অনুকূলং রূপং) এব এনং (উপাসকং) উপগচ্ছতি, অপ্রতিরূপং ন; অথো (অপি) অস্মাৎ (উপাসকাৎ) প্রতিরূপঃ (অনুরূপঃ এব) জায়তে, (ন তু বিরূপঃ) ॥ ৮৮ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—সেই গার্গ্য বলিলেন—এই যে জলাভিমানী পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি; অজাতশত্রু বলিলেন—না না, এবিষয়ে সংবাদ করিবেন না; আমি ইহাকে প্রতিরূপ [আশ্রয়ানুরূপ] বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি; অপরও যে ব্যক্তি এইরূপ ইহার উপাসনা করে, প্রতিরূপ অর্থাৎ অনুকূল বিষয়ই তাহাকে প্রাপ্ত হয়, কখনও অপ্রতিরূপ প্রাপ্ত হয় না, এবং ইহা হইতে অনুকূল বিষয়ই সংঘটিত হয় ॥ ৮৮ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্। অপ্সু রেতসি হৃদি চৈকা দেবতা; তস্যা বিশেষণম্—প্রতিরূপঃ অনুরূপঃ শ্রুতিস্মৃত্যপ্রতিকূল ইত্যর্থঃ। ফলম্—প্রতিরূপং শ্রুতিস্মৃতিশাসনানুরূপমেব এনমুপগচ্ছতি প্রাপ্নোতি, ন বিপরীতম্; অন্যচ্চ—অস্মাৎ তথাবিধ এবোপজায়তে ॥ ৮৮ ॥ ৮ ॥

টীকা। প্রতিরূপঃ প্রতিকূলবিরোধবর্জিত—অনুরূপ ইতি। অন্যচ্চ ফলমিতি শেষঃ। অস্মাদুপাসিতুরিত্যর্থঃ। তথাবিধঃ শ্রুতিস্মৃত্যনুকূল ইতি যাবৎ। ৮৮। ৮

ভাষ্যানুবাদ। জলে শুক্রে ও হৃদয়ে একই দেবতা অবস্থিত; তাহার বিশেষণ—প্রতিরূপ; প্রতিরূপ অর্থ—অনুরূপ অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ। ইহার ফল এই যে, প্রতিরূপ অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত শাসনের অনুরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়, কখনও বিপরীত প্রাপ্ত হয় না;

না; অধিকন্তু তাহার নিকট হইতে তাদৃশ পুরুষই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥ ৮ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাদর্শে পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি, স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ; রোচিষ্ণুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি; স য এতমেবমুপাস্তে, রোচিষ্ণুর্হ ভবতি, রোচিষ্ণুর্হাস্য প্রজা ভবতি, অথো যৈঃ সন্নিগচ্ছতি সর্ব্বাংস্তানতিরোচতে ॥ ৮৯ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অয়ং আদর্শে (আদর্শপদং খড়্গাদীনামুপলক্ষকম্, তেন দর্পণ-খড়্গাদৌ) পুরুষঃ, অহং এতম্ এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি; সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ আদর্শান্তর্বিমানিনি পুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ; অহং পুনঃ এতং রোচিষ্ণুঃ (দীপ্তিস্বভাবঃ) ইতি বৈ উপাসে ইতি; সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, [সঃ উপাসকঃ] রোচিষ্ণুঃ ভবতি, অস্য প্রজা রোচিষ্ণুঃ ভবতি; অথো (অপি) যৈঃ সহ সংনিগচ্ছতি (সংগতো ভবতি), তান্ সর্ব্বান্ অতিরোচতে (অতীব দীপ্যতে সর্ব্বাতিশায়ি-দীপ্তিমান্ ভবতীত্যর্থঃ)॥ ৮৯ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ। সেই গার্গ্য বলিলেন—এই যে, দর্পণাদিস্থিত পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি; সেই অজাতশত্রু বলিলেন—না না—এই বিষয়ে সংবাদ করিবেন না; আমি ইহাকে রোচিষ্ণু (দীপ্তিশীল) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি; যে ব্যক্তি উক্তপ্রকারে ইহার উপাসনা করিয়া থাকে, সে নিজেও রোচিষ্ণু হইয়া থাকে, এবং তাহার সন্তানও রোচিষ্ণু হয়, অধিকন্তু সে ব্যক্তি যাহাদের সহিত সম্মিলিত হয়, তাহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক দীপ্তিসম্পন্ন হয় ॥ ৮৯ ॥ ৯ ।

শাঙ্করভাষ্যম্। আদর্শে প্রসাদস্বভাবে চান্যত্র খড়্গাদৌ, হার্দে চ সত্ত্বশুদ্ধিস্বাভাব্যে চ একা দেবতা; তস্যা বিশেষণম্—রোচিষ্ণুঃ দীপ্তিস্বভাবঃ; ফলঞ্চ তদেব; রোচনাধারবাহুল্যাৎ ফলবাহুল্যম্ ॥ ৮৯ ॥ ৯ ॥

টীকা। হার্দে চেত্যেতদেব স্পষ্টয়তি—সত্ত্বেতি। সর্ব্বান্তরেতি বিশেষণঞ্চ দেবতেতি বিশেষ্যতয়া সম্বধ্যতে। তদেব রোচিষ্ণুত্বমিত্যর্থঃ। ৮৯। ৯

ভাষ্যানুবাদ। আদর্শে (দর্পণে) এবং স্বভাবনির্ম্মল খড়্গ-প্রভৃতিতে আর বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান হৃদয়েও একই দেবতা অবস্থিত; তাহার বিশেষণ—রোচিষ্ণু; রোচিষ্ণু অর্থ—স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তিমান্; ফলও তাহার তদনুরূপই; দীপ্তির আশ্রয়বাহুল্য নিবন্ধন উপাসনা-ফলেরও বাহুল্য উক্ত হইল॥ ৮৯॥ ৯॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং যন্তং পশ্চাচ্ছব্দোঽনূদেতি, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি, সহোবাচাজাতশত্রু-র্ম্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ, অসুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে সর্ব্বং হৈবাস্মিঁল্লোক আয়ুরেতি, নৈনং পুরা কালাৎ প্রাণো জহাতি ॥৯০॥১০॥

সরলার্থঃ—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যন্তং (গচ্ছন্তং) পুরুষং অনু (লক্ষীকৃত্য) পশ্চাৎ (পশ্চাদ্ভাগে) যঃ এব অয়ং শব্দঃ উদেতি (উদ্গচ্ছতি), অহং এতম্ (শব্দং) এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি; সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (যথোক্তে শব্দে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ; অহং পুনঃ এতং অসুঃ (প্রাণঃ) ইতি বৈ উপাসে ইতি; সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, [সঃ উপাসকঃ] অস্মিন্ লোকে সর্ব্বম্ এব আয়ুঃ (সম্পূর্ণম্ আয়ুঃ—বর্ষশতম্) এতি (প্রাপ্নোতি), প্রাণঃ কালাৎ (কর্ম্মফলভোগানুগতাৎ সময়াৎ) পুরা (অগ্রে) এনং (উপাসকং) ন জহাতি (পরিত্যজতি), (নাসৌ অকালে ম্রিয়তে ইত্যর্থঃ)। ১০ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—পুনশ্চ গার্গ্য বলিলেন—মানুষ গমন করিবার সময় তাহার পশ্চাতে এই যে, শব্দ উত্থিত হয়, আমি তাহাকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া থাকি; এ কথা শুনিয়া অজাতশত্রু বলিলেন—না—না—এ বিষয়ে সংবাদ করিবেন না; আমি ইহাকে 'অসু' (প্রাণ) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি; যে ব্যক্তি এইরূপে ইহার উপাসনা করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করে, এবং কর্ম্মভোগ শেষ হইবার পূর্ব্বে প্রাণ তাহাকে ত্যাগ করে না। ৯০ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যন্তং গচ্ছন্তং য এবায়ং শব্দঃ পশ্চাৎ পৃষ্ঠতোঽ-

যন্ত্রেতি, অধ্যাত্মঞ্চ জীবনহেতুঃ প্রাণঃ, তমেকীকৃত্যাহ; অসুঃ প্রাণঃ, জীবনহেতুরিতি গুণঃ, তস্য ফলম্ সর্ব্বমায়ুরস্মিন্ লোকে এতীতি—যথোপাত্তং কর্ম্মণা আয়ুঃ, কর্ম্মফলপরিচ্ছিন্নকালাৎ পুরা পূর্ব্বং রোগাদিভিঃ পীড্যমানমপ্যেনং প্রাণো ন জহাতি ॥ ১০ ॥১০ ॥

টীকা। আহৈতমেবাহমিত্যাদীতি শেষঃ। তস্য গুণত্বপ্রদর্শনমেতৎ। সর্ব্বমায়ুরিত্যেতস্যার্থঃ—যথোপাত্তমিতি।১০।১০

ভাষ্যানুবাদ।—গমনকারীর পশ্চাতে এই যে শব্দ উত্থিত হয়, সেই শব্দ এবং জীবনের হেতুভূত অধ্যাত্ম প্রাণ, এই উভয়কে এক করিয়া এখানে 'শব্দ' বলা হইয়াছে; অসু অর্থ—প্রাণ, 'জীবনহেতু' কথাটি তাহার গুণ (বিশেষণ); ইহলোকে সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করা তাহার ফল; প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে যে পরিমাণ আয়ু লাভ করিয়াছে, কর্ম্মফলানুযায়ী সেই পরিমিত আয়ুকালের পূর্ব্বে রোগাদি দ্বারা পীড্যমান হইলেও প্রাণ তাহাকে পরিত্যাগ করে না ॥ ১০ ॥ ১০ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং দিক্ষু পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি, স হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ, দ্বিতীয়োঽনপগ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে, দ্বিতীয়বান্ হ ভবতি, নাস্মাদ্গণশ্ছিদ্যতে ॥১১॥১১॥

অন্বয়ার্থঃ।—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অয়ং দিক্ষু পুরুষঃ, অহং এতম্ (দিগভিমানিপুরুষং) এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি; সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (দিক্‌পুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ; অহম্ এতং দ্বিতীয়ঃ অনপগঃ (অবিযুক্তস্বভাবঃ) ইতি বৈ উপাসে ইতি; সঃ যঃ এতম্ এবম্ (যথোক্তগুণযোগেন) উপাস্তে, [সঃ] দ্বিতীয়বান্ (সদ্বিতীয়ঃ) ভবতি, অস্মাৎ (ইমং প্রাপ্য) গণঃ (স্বগণঃ) ন ছিদ্যতে (বিচ্ছেদং অভাবং ন প্রাপ্নোতি) ॥ ১১ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—সেই গার্গ্য পুনশ্চ বলিলেন—এই যে, দিক্‌সমূহে অভিমানী পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া থাকি; অজাতশত্রু বলিলেন—না—না—এ বিষয়ে সংবাদ করিবেন না। আমি ইহাকে দ্বিতীয় ও অনপগ অর্থাৎ অবিযুক্তস্বভাব বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি; যে কোন লোক উক্তপ্রকারে ইহার উপা-

সনা করে, সে ব্যক্তিও দ্বিতীয়বান্ (সহায়যুক্ত) হয়, কখনও তাহার স্বগণ-বিচ্ছেদ হয় না ॥ ৯১ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দিক্ষু কর্ণয়োঃ হৃদি চৈকা দেবতা অশ্বিনৌ দেবাববিযুক্তস্বভাবৌ; গুণস্তস্য দ্বিতীয়বত্ত্বম্, অনপগত্বম্ অবিযুক্ততা চান্যোহন্যম্, দিশামশ্বিনোশ্চৈবংধর্ম্মিত্বাৎ; তদেব চ ফলমুপাসকস্য—গণা-বিচ্ছেদো দ্বিতীয়বত্ত্বঞ্চ ॥ ৯১ ॥ ১১ ॥

টীকা। কা পুনরসাবেকা দেবতা, তত্রাহ—অশ্বিনাবিতি। তত্র দেবতেতি যাবৎ। যথোক্তং গুণদ্বয়মুপাসনাফলঞ্চ দিশামিতি। দ্বিতীয়বত্ত্বং সাধুত্বাদিপরি-বৃতত্বম্। ৯১ । ১১

ভাষ্যানুবাদ। দিক্‌সমূহে—কর্ণদ্বয়ে ও হৃদয়ে একই দেবতা; সেই দেবতা হইতেছে অবিযুক্তস্বভাব অশ্বিনী-কুমারদ্বয়; সদ্বিতীয়ভাব ও অনপগত্ব অর্থাৎ পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন না হওয়া ইহার গুণ; কারণ, দিক্‌সমূহ ও অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের এইরূপই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; উপাসকও তদনুরূপ ফলই লাভ করিয়া থাকেন, কখনও তাহার স্বগণ-বিচ্ছেদ হয় না, এবং সদ্বিতীয়ভাবও নষ্ট হয় না, অর্থাৎ কখনও তাহার সহায় বিচ্ছেদ ঘটে না ॥ ৯১ ॥ ১১ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি; স হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ, মৃত্যুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে, সর্ব্বং হৈবাস্মিঁল্লোক আয়ুরেতি, নৈনং পুরা কালান্মৃত্যুরাগচ্ছতি ॥৯২॥১২

অন্বয়ার্থঃ।—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এষ অয়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ, অহং এতম্ এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি; সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (ছায়াপুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ; অহম্ এতং মৃত্যুঃ ইতি বৈ উপাসে ইতি; সঃ যঃ এতম্ এবং উপাস্তে, [সঃ] অস্মিন্ লোকে (জগতি) সর্ব্বং (সমগ্রং) আয়ুঃ এতি; কালাৎ (কর্ম্মফলভোগাবচ্ছিন্নাৎ কালাৎ) পুরা (অগ্রে) মৃত্যুঃ এনং (উপাসকং) ন আগচ্ছতি (ন প্রাপ্নোতি) ॥ ৯২ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—গার্গ্য পুনরপি বলিলেন—এই যে ছায়াময় (ছায়াভিমানী) পুরুষ, আমি ইহাকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া থাকি; অজাতশত্রু বলিলেন—না—না, এ বিষয়ে সংবাদ

করিবেন না; আমি ইহাকে মৃত্যু বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি; যে ব্যক্তি ইহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে সম্পূর্ণ আয়ুঃ লাভ করেন, কখনও নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে মৃত্যু ইহাকে আক্রমণ করে না, অর্থাৎ সে ব্যক্তি অকালে মরে না। ১২। ১২।

শাঙ্করভাষ্যম্। ছায়ায়াং বাহ্যে তমসি অধ্যাত্মং চাবরণাত্মকে অজ্ঞানে হৃদি চৈকা দেবতা; তস্যা বিশেষণম্—মৃত্যুঃ; ফলং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ; মৃত্যোরনাগমনেন রোগাদিপীড়াভাবো বিশেষঃ। ১২। ১২।

টীকা। শব্দব্রহ্মোপাসকস্যেব তমোব্রহ্মোপাসকস্যাপি ফলবিশেষমাহ—ফলমিতি। ফলভেদাভাবে কথমুপাসনভেদঃ তত্রাহ—মৃত্যোরিতি। ১২। ১২

ভাষ্যানুবাদ—ছায়াতে অর্থাৎ বহিঃস্থিত অন্ধকারে এবং দেহস্থ আবরণাত্মক অজ্ঞানে ও হৃদয়ে একই দেবতা অবস্থিত আছেন; মৃত্যু শব্দটী তাহার বিশেষণ; উপাসনার ফল সমস্তই পূর্ব্ববৎ; কেবল বিশেষ এই যে, মৃত্যুর অনুপস্থিতিতে রোগাদিজনিত পীড়াও তাহার ঘটে না (১)। ১২।১২।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাত্মনি পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি, স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ, আত্মন্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে আত্মন্বী হ ভবত্যাত্মন্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি, স হ তূষ্ণীমাস গার্গ্যঃ ॥১৩॥১৩

সরলার্থঃ—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অয়ং আত্মনি (প্রজাপতৌ) পুরুষঃ, অহং এতম্ এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি; সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (আত্মপুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ; অহম্ এতম্ আত্মন্বী (আত্মবান্) ইতি বৈ উপাসে ইতি; সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, [সঃ] আত্মন্বী (আত্মবান্ বশাত্মা শুদ্ধবুদ্ধিঃ) ভবতি হ;—অস্য প্রজা চ আত্মন্বিনী ভবতি হ। সঃ (গার্গ্যঃ) [এতৎ শ্রুত্বা] তূষ্ণীম্ আস (অল্পং কিঞ্চিৎ বক্তুমশক্নুবন্ নিঃশব্দো বভূব); হ-শব্দঃ (ঐতিহ্যে)। ১৩। ১৩।

(১) তাৎপর্য্য।—অতীত সপ্ত শ্রুতির ফলের সহিত ইহার পৌনরুক্ত্য শঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন যে, উপাসনার ফলগত সাম্য থাকিলেও বিশেষ এই যে, সেখানে বলা হইয়াছে—অকালে মৃত্যু হয় না, কিন্তু রোগাদি বাধা হইতে পারে; আর ইহার ফল হইতেছে—উপাসকের অকাল মৃত্যু ত হয়ই না, অধিকন্তু রোগাদি বাধাও তাহার হয় না।

অনুবাদ।—গার্গ্য পুনশ্চ বলিলেন—এই যে আত্মস্থ (বুদ্ধিস্থ) পুরুষ, আমি ইহাকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া থাকি; অজাতশত্রু বলিলেন—না—না, এ বিষয়ে সংবাদ করিবেন না; আমি ইহাকে আত্মন্বী (আত্মবান্) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি; যে ব্যক্তি যথোক্ত প্রকারে ইহার উপাসনা করেন, তিনিও আত্মন্বী (প্রশান্তাত্মা বশীকৃতাত্ম) হন, এবং তাহার সন্তানও প্রশস্তবুদ্ধিসম্পন্ন হয়; গার্গ্য [ইহার পর] তূষ্ণীম্ভূত হইলেন ॥ ১৩ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মনি প্রজাপতৌ বুদ্ধৌ চ হৃদি চৈকা দেবতা; তস্যাঃ আত্মন্বী আত্মবানিতি বিশেষণম্; ফলম্—আত্মন্বী হ—ভবতি আত্মবান্ ভবতি, আত্মন্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি, বুদ্ধিবহুলত্বাৎ প্রজায়াং সম্পাদনমিতি বিশেষঃ। সর্বং পরিজ্ঞাতত্বেনৈবং ক্রমেণ প্রত্যাখ্যাতেষু ব্রহ্মসু স গার্গ্যঃ ক্ষীণব্রহ্মবিজ্ঞানোঽপ্রতিভাসমানোত্তরস্তূষ্ণীম্ অবাক্‌শিরা আস ॥ ১৩ ॥ ১৩ ॥

টীকা। আত্মনি ব্রহ্মোপাসকস্য সমত্বং হৃদ্যোপনিষদিতি—প্রজাপত্যাদিতি। আত্মবত্বং বশ্যাত্মকত্বম্। ফলত্বাত্মবাদিত্বাৎ প্রজায়াং তদাত্মবাদমুক্তিস্থিত্যানন্ত্যাদ—বুদ্ধীতি। ১৩। ১৩

ভাষ্যানুবাদ —আত্মাতে অর্থাৎ সমষ্টিবুদ্ধিভূত প্রজাপতিতে এবং হৃদয়ে একই দেবতা অধিষ্ঠিত; তাহার বিশেষণ—আত্মন্বী; আত্মন্বী অর্থ—আত্মবান্, যাহার আত্মা—বুদ্ধি স্ববশে আসিয়াছে; উপাসনার ফল—উপাসক আত্মন্বী হয়—আত্মবান্ অর্থাৎ আত্মবশ্য হয়, এবং তাহার সন্তানও আত্মন্বী হয়; বুদ্ধির সংখ্যা বাহুল্য বশতঃ সন্তানেও আত্মবত্ব ফল সম্পাদন করা অসম্ভব হয় না। গার্গ্য যথোক্তক্রমে যে সমস্ত ব্রহ্মের কথা বলিলেন, তৎসমস্তই অজাতশত্রুর পরিজ্ঞাত থাকায় ক্রমে প্রত্যাখ্যাত হইলে পর, গার্গ্যের ব্রহ্ম-বিজ্ঞান নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন তিনি আর কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না, অধোমুখ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন ॥ ১৩ ॥ ১৩ ॥

স হোবাচাজাতশত্রুরেতাবন্নূ৩ ইতি, এতাবদ্ধীতি, নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি, স হোবাচ গার্গ্য উপ ত্বা যানীতি ॥ ১৪ ॥ 14॥

অন্বয়ার্থঃ। [গার্গ্যে তূষ্ণীম্ভূতে সতি] সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ— এতাবৎ নু। (এতাবদেব বদীয়ং ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ ?) ইতি; [প্লুতত্বাৎ দৈর্ঘ্যম্]; এব-

যুক্তঃ গার্গ্যঃ উবাচ—] এতাবৎ হি (এতাবদেব) [মম ব্রহ্মবিজ্ঞানমিত্যর্থঃ] ইতি ; [তৎশ্রুত্বা অজাতশত্রুঃ আহ—] এতাবতা (এতাবন্মাত্রবিজ্ঞানেন) ন বিদিতং (বিজ্ঞাতং) ভবতি [ব্রহ্ম ইতি শেষঃ]। [এবমুক্তঃ] সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—ত্বা (ত্বাং) উপযানি (শিষ্যত্বেন উপগচ্ছেয়ম্) [অহমিতি শেষঃ] ইতি ॥ ১৪ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ। [গার্গ্য এইরূপে নির্ব্বাক্ হইলে পর] সেই অজাতশত্রু গার্গ্যকে বলিলেন—এ পর্য্যন্তই ত! অর্থাৎ তোমার ব্রহ্মবিজ্ঞান এখানেই পরিসমাপ্ত হইল কি ? [তদুত্তরে গার্গ্য বলিলেন]—হাঁ, এই পর্য্যন্তই, ইহার অধিক আর আমার জানা নাই ; অজাতশত্রু বলিলেন—শুধু এইমাত্র জ্ঞানেই ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হয় না, অর্থাৎ তোমার যথোক্তপ্রকার বিজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানে যথেষ্ট নহে ; সেই গার্গ্য বলিলেন—আমি শিষ্যভাবে আপনার আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করি ॥ ১৪ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তং তথাভূতমালক্ষ্য গার্গ্যং স হোবাচ অজাতশত্রুঃ—এতাবৎ নু৩ ইতি, কিমেতাবদ্ ব্রহ্ম নির্জ্ঞাতম্? আহোস্বিদধিকমপ্যস্তি ? ইতি। ইতর আহ—এতাবদ্ধীতি। নৈতাবতা বিদিতেন ব্রহ্ম বিদিতং ভবতীত্যাহ অজাতশত্রুঃ—কিমর্থং গর্ব্বিতোঽসি "ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি"। কিমেতাবদ্বিদিতং বিদিতমেব ন ভবতীত্যুচ্যতে ? ন, ফলবদ্বিজ্ঞানশ্রবণাৎ ; নচার্থবাদত্বমেব বাক্যানামবগন্তুং শক্যম্ ; অপূর্ব্ববিধানপরাণি হি বাক্যানি প্রত্যুপাসনোপদেশং লক্ষ্যন্তে—অতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানামিত্যাদীনি ; তদনুরূপাণি চ ফলানি সর্ব্বত্র শ্রূয়ন্তে বিভক্তানি ; অর্থবাদত্বে এতদসমঞ্জসম্। কথং তর্হি নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি ? নৈষ দোষঃ, অধিকৃতাপেক্ষত্বাৎ—ব্রহ্মোপদেশার্থং হি শুশ্রূষবে অজাতশত্রবে অমুখ্যব্রহ্মবিদ্ গার্গ্যঃ প্রবৃত্তঃ ; স যুক্ত এব মুখ্যব্রহ্মবিদা অজাতশত্রুণা অমুখ্যব্রহ্মবিদ্ গার্গ্যো বক্তুম্—যন্মুখ্যং ব্রহ্ম বক্তুং প্রবৃত্তবান্, তন্ন জানীষ ইতি ; যত্তমুখ্যব্রহ্মবিজ্ঞানমপি প্রত্যাখ্যায়েত, তদা "এতাবতা" ইতি ন ব্রূয়াৎ, ন কিঞ্চিজ্জ্ঞাতং ত্বয়েত্যেবং ব্রূয়াৎ ; তস্মাদ্ভবন্তি এতাবন্তি অবিদ্যাবিষয়ে ব্রহ্মাণি ; এতাবদ্বিজ্ঞানদ্বারত্বাচ্চ পরব্রহ্মবিজ্ঞানস্য যুক্তমেব বক্তুম্—নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি। অবিদ্যাবিষয়ে বিজ্ঞেয়ত্বং নামরূপকর্ম্মাত্মকত্বেনৈষাং তৃতীয়েঽধ্যায়ে প্রদর্শিতম্ ; তস্মাৎ "নৈতাবতা বিদিতং ভবতি"

অনুরূপ পৃথক্‌পৃথক্ কলোক্ষেত্ৰও সৰ্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উক্ত বাক্য গুলিকে 'অর্থবাদ' বলিলে এ সমস্ত বিষয় কখনই সুসঙ্গত হইতে পারে না।

ভাল কথা; তাহা হইলে "নৈতাবতা বিদিতং ভবতি" অর্থাৎ শুধু এই পর্য্যন্ত বিজ্ঞানেই ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হন না; এই কথা সঙ্গত হয় কিরূপে? না, ইহাতে দোষ হয় না; কারণ; ইহা হইতেছে অধিকৃত-সাপেক্ষ কথা, অভিপ্রায় এই যে, গার্গ্য নিজে অমুখ্য-ব্রহ্মবিৎ—পরব্রহ্মজ্ঞানরহিত হইয়াও তত্ৰত্য অজাত-শত্রুকে ব্রহ্মোপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কাজেই যথার্থ ব্রহ্মবিত্তাবিশারদ অজাতশত্রু অমুখ্যব্রহ্মজ্ঞ গার্গ্যকে অবশ্যই বলিতে পারেন যে, তুমি আমাকে, যে মুখ্য ব্রহ্মের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, প্রকৃত পক্ষে তুমি নিজেই তাহা জান না। আর এখানে যদি অমুখ্য ব্রহ্মবিজ্ঞানও প্রত্যাখ্যাত বা নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে কখনই 'এতাবতা' বলিতেন না; পরন্তু তুমি কিছুই জাননা, এইরূপই বলিতেন; অতএব বুঝিতে হইবে, গার্গ্য, যে সমস্ত ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অবিদ্যাধিকারে সে সমুদয়ও অবশ্যই ব্রহ্মরূপে পরিগ্রহণীয়, এবং তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানও পরব্রহ্মবিজ্ঞানের দ্বার বা উপায় স্বরূপ; সুতরাং শুধু ইহা দ্বারাই ব্রহ্ম বিজ্ঞান লাভ হয় না। বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।

বিশেষতঃ এ সমস্তও যে, বিজ্ঞেয় এবং নামরূপ-কর্ম্মাত্মক, তাহা এই বৃহ-দারণ্যকেরই তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শন করা হইয়াছে; অতএব 'এই পর্য্যন্ত বিজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম জানা হয় না' বলিয়া অজাতশত্রু জানাইলেন যে, এতদতি-রিক্তও মুখ্য ব্রহ্ম জ্ঞাতব্য রহিয়াছে। গার্গ্য দেখিলেন যে, অনুপসন্ন অর্থাৎ শিষ্যভাবে উপস্থিত না হইলে তাহাকে ইহা বলা যাইতে পারে না; এই জন্য তিনি নিজেই বলিলেন—অপর শিষ্য যেরূপ গুরুর নিকট উপস্থিত হয়, তদ্রূপ আমিও আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি; [অতএব আমাকে সেই জ্ঞাতব্য ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিন] ॥১৪॥১৪॥

স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং চৈতৎ, যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্—ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি, ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি, তং পাণাবাদায়োত্তস্থৌ, তৌ হ পুরুষং সুপ্তমাজগ্মতুঃ, তমেতৈ-র্নামভিরামন্ত্রয়াঞ্চক্রে—বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্নিতি, স নোত্তস্থৌ, তং পাণিনাপেষং বোধয়াঞ্চকার, স হোত্তস্থৌ ॥১৫॥১৫॥

অন্বয়মুখার্থঃ। সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—প্রতিলোমং (বিপরীতং) চ এতৎ, যৎ ব্রাহ্মণঃ—মে (মহ্যং) ব্রহ্ম বক্ষ্যতি ইতি [কৃত্বা] ক্ষত্রিয়ং উপেয়াৎ (শিষ্যবৃত্ত্যা উপাগচ্ছেৎ); [অতঃ ত্বং আচার্য্য এব তিষ্ঠ ; অহং] ত্বা (ত্বাং) জ্ঞপয়িষ্যামি (ব্রহ্ম উপদেক্ষ্যামি) এব ইতি ; [এবম্ উক্ত্বা] তং (গার্গ্যং) পাণৌ আদায় (হস্তে ধৃত্বা) উত্তস্থৌ (উত্থিতবান্)।

তৌ (গার্গ্যাজাতশত্রু) সুপ্তং (নিদ্রিতং) পুরুষং আজগ্মতুঃ ; তং (সুপ্তং পুরুষং) এতৈঃ বক্ষ্যমাণৈঃ গার্গ্যোক্তৈঃ বৃহদাদিনামভিঃ) আমন্ত্রয়াংচক্রে (আকারিতবান্) [অজাতশত্রুঃ]—বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্ ইতি। সঃ (সুপ্তঃ পুরুষঃ) ন উত্তস্থৌ (ন উত্থিতঃ) ; পাণিনা আপেষং (আপিষ্য আপিষ্য) বোধয়াংচকার (বোধিতবান্) ; সঃ (সুপ্তঃ পুরুষঃ) উত্তস্থৌ হ ॥২৫॥১৫॥

অনুবাদ। সেই অজাতশত্রু বলিলেন—'ইনি আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিবেন' এইরূপ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ যে, ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হয়, ইহা প্রতিলোম অর্থাৎ আচারবিরুদ্ধ ; [যাহা হউক], আমি অবশ্যই তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব ; এই কথা বলিয়া তাহাকে হস্তে ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন ; তাহারা উভয়ে একজন সুপ্ত পুরুষের সমীপে গমন করিলেন ; সেই সুপ্ত পুরুষকে গার্গ্যোক্ত 'হে বৃহন্, পাণ্ডরবাসঃ, সোম, রাজন্' ইত্যাদি নামে আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও সে জাগরিত হইল না ; তখন হস্ত দ্বারা পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দিয়া জাগরিত করাইলেন, তখন সে উঠিল ॥ ২৫ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। স হোবাচ অজাতশত্রুঃ—প্রতিলোমং বিপরীতমেতৎ ; কিং তৎ ? যৎ ব্রাহ্মণ উত্তমবর্ণ আচার্য্যত্বেঽধিকৃতঃ সন্ ক্ষত্রিয়মনাচার্য্যস্বভাবম্ উপেয়াৎ উপগচ্ছেৎ শিষ্যবৃত্ত্যা—ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতি ইতি ; এতদাচারবিধিশাস্ত্রেষু নিষিদ্ধম্। তস্মাৎ তিষ্ঠ ত্বমাচার্য্য এব সন্ ; জ্ঞপয়িষ্যাম্যেব ত্বামহম্, যস্মিন্ বিদিতে ব্রহ্ম বিদিতং ভবতি, যন্মুখ্যং ব্রহ্ম বেদ্যম্। তং গার্গ্যং সলজ্জমালক্ষ্য বিস্রম্ভজননায় পাণৌ হস্তে আদায় গৃহীত্বা উত্তস্থৌ উত্থিতবান্। তৌ হ গার্গ্যাজাতশত্রূ পুরুষং সুপ্তং রাজগৃহ-প্রদেশে কঞ্চিদাজগ্মতুঃ আগতৌ। তং চ পুরুষং সুপ্তং প্রাপ্য এতৈর্নামভিঃ—বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্—ইত্যেতৈঃ আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে। এবমামন্ত্র্যমাণোঽপি স সুপ্তো

নোত্তস্থৌ। তমপ্রতিবুধ্যমানং পাণিনা আপেষং আপিষ্যাপিষ্য বোধয়াঞ্চকার প্রতিবোধিতবান্; তেন স হ উত্তস্থৌ। তস্মাদ্ যো গার্গ্যেণাভিপ্রেতঃ, নাসাবস্মিন্ শরীরে কর্তা ভোক্তা ব্রহ্মেতি। ১

কথং পুনরিদমবগম্যতে—সুপ্তপুরুষগমন-তৎসম্বোধনানুত্থানৈর্গার্গ্যাভিমতস্য ব্রহ্মণোঽব্রহ্মত্বং জ্ঞাপিতমিতি? জাগরিতকালে যো গার্গ্যাভিপ্রেতঃ পুরুষঃ কর্তা ভোক্তা ব্রহ্ম, স সন্নিহিতঃ করণেষু যথা, তথা অজাতশত্রুভিপ্রেতোঽপি তৎস্বামী ভৃত্যেষ্বিব রাজা সন্নিহিত এব; কিন্তু ভৃত্যস্বামিনোঃ গার্গ্যাজাতশত্রভিপ্রেতয়োঃ অবিবেকাবধারণকারণম্, তৎ সঙ্কীর্ণত্বাদনবধারিতবিশেষম্; যৎ দ্রষ্টৃত্বমেব ভোক্তুঃ, ন দৃশ্যত্বম্, যচ্চ অভোক্তুর্দৃশ্যত্বমেব, ন তু দ্রষ্টৃত্বম্, তয়োস্তদিহ সঙ্কীর্ণত্বাদ্বিবিচ্য দর্শয়িতুমশক্যম্, ইতি সুপ্তপুরুষগমনম্। ২

ননু সুপ্তেঽপি পুরুষে বিশিষ্টৈর্নামভিরামন্ত্রিতো ভোক্তৈব প্রতিপৎস্যতে, নাভোক্তা—ইতি নৈব নির্ণয়ঃ স্যাদিতি; ন, নির্দ্ধারিতবিশেষত্বাদ্ গার্গ্যাভিপ্রেতস্য—যো হি সত্যেন ছন্নঃ প্রাণ আত্মা অমৃতঃ বাগাদিষ্বনস্তমিতো নিম্লোচৎসু, যস্যাপঃ শরীরং পাণ্ডরবাসাঃ, যশ্চ অসপত্নত্বাৎ বৃহন্, যশ্চ সোমো রাজা ষোড়শকলঃ, স স্বব্যাপারারূঢ়ো যথানির্জ্ঞাত এব অনস্তমিতস্বভাব আস্তে; ন চাস্য কশ্চিদ্ব্যাপারস্তস্মিন্ কালে গার্গ্যেণাভিপ্রেতে তদ্বিরোধিনঃ; তস্মাৎ স্বনামভিরামন্ত্রিতেন প্রতিবোদ্ধব্যম্; ন চ প্রত্যবুধ্যত; তস্মাৎ পারিশেষ্যাৎ গার্গ্যাভিপ্রেতস্যাভোক্তৃত্বম্ ব্রহ্মণঃ। ৩

ভোক্তৃস্বভাবশ্চেৎ ভুঞ্জীতৈব স্বং বিষয়ং প্রাপ্তম্; ন হি দগ্ধৃস্বভাবঃ প্রকাশয়িতৃস্বভাবঃ সন্ বহ্নিঃ তৃণোলপাদি দাহ্যং স্ববিষয়ং প্রাপ্তং ন দহতি, প্রকাশ্যং বা ন প্রকাশয়তি। ন চেৎ দহতি প্রকাশয়তি বা প্রাপ্তং স্বং বিষয়ম্, নাসৌ বহ্নির্দগ্ধা প্রকাশয়িতা বেতি নিশ্চীয়তে; তথা অসৌ প্রাপ্তশব্দাদিবিষয়োপলব্ধৃস্বভাবশ্চেৎ গার্গ্যাভিপ্রেতঃ প্রাণঃ, বৃহন্ পাণ্ডরবাস ইত্যেবমাদিশব্দং স্বং বিষয়মুপলভেত—যথা প্রাপ্তং তৃণোলপাদি বহ্নির্দহেৎ প্রকাশয়েচ্চ অব্যভিচারেণ, তদ্বৎ। তস্মাৎ প্রাপ্তানাং শব্দাদীনাম্ অপ্রতিবোধাদভোক্তৃস্বভাব ইতি নিশ্চীয়তে; ন হি যস্য যঃ স্বভাবো নিশ্চিতঃ, স তং ব্যভিচরতি কদাচিদপি; অতঃ সিদ্ধং প্রাণস্যাভোক্তৃত্বম্। ৪

সম্বোধনার্থ-নামবিশেষেণ সম্বন্ধাগ্রহণাদপ্রতিবোধ ইতি চেৎ—স্যাদে-তৎ,—যথা বহুষ্বাসীনেষু স্বনামবিশেষেণ সম্বন্ধাগ্রহণাৎ—মাময়ং সম্বোধয়-

তীতি শৃণ্বন্নপি সম্বোধ্যমানো বিশেষতো ন প্রতিপদ্যতে ; তথৈবামি বৃহন্নিত্যেবমাদীনি যথ নামানীত্যগৃহীতশব্দত্বাৎ প্রাণো ন গৃহ্লাতি সম্বোধনার্থং শব্দম্, ন স্ববিজ্ঞাতৃত্বাদেবেতি চেৎ ; ন ; দেবতাত্ব্যপগমে অগ্রহণানুপপত্তেঃ। যস্য হি চন্দ্রাভভিমানিনী দেবতা অধ্যাত্মং প্রাণো ভোক্তা অভ্যুপগম্যতে, তস্য তয়া সংব্যবহারায় বিশেষনাম্না সম্বন্ধোঽবশ্যং গ্রহীতব্যঃ ; অন্যথা আহ্বানাদিবিষয়ে সংব্যবহারোঽনুপপন্নঃ স্যাৎ ।৫

ব্যতিরিক্তপক্ষেঽপি অপ্রতিপত্তেরযুক্তমিতি চেৎ,—যস্য চ প্রাণব্যতিরিক্তো ভোক্তা, তস্যাপি বৃহন্নিত্যাদিনামভিঃ সম্বোধনে বৃহত্ত্বাদিনাম্নাং তদা তদ্বিষয়ত্বাৎ প্রতিপত্তির্যুক্তা, ন চ কদাচিদপি বৃহত্ত্বাদিশব্দৈঃ সম্বোধিতঃ প্রতিপদ্যমানো দৃশ্যতে। তস্মাৎ অকারণমভোক্তৃত্বে সম্বোধনাপ্রতিপত্তিরিতি চেৎ ; ন, তদ্বত্ত্বাবস্থাভিমানানুপপত্তেঃ ; যস্য প্রাণব্যতিরিক্তো ভোক্তা, সঃ প্রাণাদিকরণবান্ প্রাণী ; তস্য ন প্রাণদেবতাস্বাত্মাভিমানঃ—যথা হস্তে ; তস্মাৎ প্রাণ-নামসম্বোধনে কুৎস্নাভিমানিনো যুক্তৈবাপ্রতিপত্তিঃ ; ন তু প্রাণস্যাসাধারণনামসংযোগে ; দেবতাত্মত্বাভিমানাচ্চ আত্মনঃ। ৬

স্বনাম-প্রয়োগেঽপ্যপ্রতিপত্তিদর্শনাদযুক্তমিতি চেৎ,—সুষুপ্তস্য যৎ লৌকিকং দেবদত্তাদি নাম, তেনাপি সম্বোধ্যমানঃ কদাচিৎ ন প্রতিপদ্যতে সুষুপ্তঃ, তথা ভোক্তাপি সন্ প্রাণো ন প্রতিপদ্যত ইতি চেৎ ; ন ; আত্মপ্রাণয়োঃ সুপ্তাসুপ্তত্ববিশেষোপপত্তেঃ ; সুষুপ্তত্বাৎ প্রাণগ্রস্তত্বোপরতকরণ আত্মা স্বং নাম প্রযুজ্যমানমপি ন প্রতিপদ্যতে ; ন তু তৎ অসুপ্তস্য প্রাণস্য ভোক্তৃত্বে উপরতকরণত্বং সম্বোধনাগ্রহণং বা যুক্তম্ ।৭

অপ্রসিদ্ধনামভিঃ সম্বোধনমযুক্তমিতি চেৎ,—সন্তি হি প্রাণবিষয়াণি প্রসিদ্ধানি প্রাণাদিনামানি ; তান্যপোহ্য অপ্রসিদ্ধৈর্বৃহত্ত্বাদি-নামভিঃ সম্বোধনমযুক্তম্, লৌকিক-ন্যায়াপোহাৎ ; তস্মাদভোক্তুরেব সতঃ প্রাণস্যাপ্রতিপত্তিরিতি চেৎ ; ন ; দেবতাপ্রত্যাখ্যানার্থত্বাৎ ; কেবলসম্বোধনমাত্রাপ্রতিপত্ত্যৈব অসুপ্তস্যাধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্যাভোক্তৃত্বে সিদ্ধে, যৎ চন্দ্রদেবতাবিষয়ৈর্নামভিঃ সম্বোধনম্, তৎ চন্দ্রদেবতা প্রাণোঽস্মিন্ শরীরে ভোক্তেতি পার্থ্যস্য বিশেষপ্রতিপত্তিনিরাকরণার্থম্ ; ন হি তৎ লৌকিকনাম্না সম্বোধনে শক্যং কর্তুম্। প্রাণপ্রত্যাখ্যানেনৈব প্রাণগ্রস্তত্বাৎ করণান্তরাণাং প্রবৃত্ত্যনুপপত্তের্ভোক্তৃত্বাশঙ্কানুপপত্তিঃ ; দেবতান্তরাভাবাচ্চ। ৮

নন্থ 'অতিষ্ঠাঃ' ইত্যাত্মাতীত্যন্তেন গ্রন্থেন জগদদেবতাভেদস্য দর্শিতত্বাদিতি

চেৎ; ন; তস্য প্রাণ এবৈকস্যাভ্যুপগমাৎ সর্ব্বশ্রুতিষু অন্যনাভিনির্দ্দেশেন, "সত্যেন ছন্নঃ" "প্রাণো বা অমৃতম্" ইতি চ প্রাণবাহস্তোতস্য অনভ্যুপগমা-দোক্তৃঃ। "এষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ, কতম একো দেবঃ? ইতি, প্রাণঃ" ইতি চ সর্ব্বদেবানাং প্রাণ এবৈকত্বোপপাদনাচ্চ।৯

তথা করণভেদেষ্বনাশঙ্কা, দেহভেদেষ্বিব স্মৃতিজ্ঞানেচ্ছাদিপ্রতিসন্ধানানুপ-পত্তেঃ; ন হি অন্যদৃষ্টম্ অন্যঃ স্মরতি জানাতি ইচ্ছতি প্রতিসন্দধাতি বা; তস্মাৎ ন করণভেদবিষয়া ভোক্তৃত্বাশঙ্কা বিজ্ঞানমাত্রবিষয়া বা কদাচিদপ্যুপপদ্যতে।১০

ননু সঙ্ঘাত এবাস্তু ভোক্তা, কিং ব্যতিরিক্তকল্পনয়েতি; ন; আপেষণে বিশেষদর্শনাৎ; যদি হি প্রাণশরীর-সঙ্ঘাতমাত্রো ভোক্তা স্যাৎ, সঙ্ঘাত-মাত্রাবিশেষাৎ সদা আপিষ্টস্য অনাপিষ্টস্য চ প্রতিবোধে বিশেষো ন স্যাৎ; সঙ্ঘাতব্যতিরিক্তে তু পুনর্ভোক্তরি সঙ্ঘাত-সম্বন্ধবিশেষানেকত্বাৎ পেষণাপেষণ-কৃত-বেদনায়াঃ সুখদুঃখমোহমধ্যমাধমোত্তমকর্ম্মফলভেদোপপত্তেশ্চ বিশেষো যুক্তঃ; ন তু সঙ্ঘাতমাত্রে সম্বন্ধকর্ম্মফলভেদানুপপত্তের্বিশেষো যুক্তঃ। ১১

তথা শব্দাদিপটুমাদ্যাদিকৃতশ্চ। অস্তি চায়ং বিশেষঃ—যস্মাৎ স্পর্শমাত্রে-ণাপ্রতিবুধ্যমানং পুরুষং সুপ্তং পাণিনা আপেষম্ আপিষ্যাপিষ্য বোধয়াঞ্চ-কার অজাতশত্রুঃ, তস্মাৎ য আপেষণেন প্রতিবুবুধে—জলন্নিব স্ফুরন্নিব কুতশ্চিদাগত ইব পিণ্ডঃ পূর্ব্ববিপরীতং বোধচেষ্টাকারবিশেষাদিমত্ত্বেন আপাদয়ন্, সোঽন্যোঽস্তি পার্গ্যাভিমতত্ত্রশ্চত্যো ব্যতিরিক্ত ইতি সিদ্ধম্। ১২

সংহতত্বাচ্চ পারার্থ্যোপপত্তিঃ প্রাণস্য; গৃহস্য স্তম্ভাদিবৎ শরীরস্য অন্তরুপষ্ট-ম্ভকঃ প্রাণঃ শরীরাদিভিঃ সংহত ইত্যবোচাম—অরনেমিবৎ চ, নাভিস্থানীয় এতস্মিন্ সর্ব্বমিতি চ; তস্মাদ্গৃহাদিবৎ স্বাবয়বসমুদায়জাতীয়-ব্যতিরিক্তার্থং সংহত ইত্যেবমবগচ্ছাম। ১৩

স্তম্ভকুড্যতৃণকাষ্ঠাদিগৃহাবয়বানাং স্বাত্মজন্মোপচয়াপচয়বিনাশ-নামাকৃতি-কার্য্যধর্ম্মনিরপেক্ষলব্ধসত্তাদি-তদ্বিষয়দ্রষ্টৃশ্রোতৃমন্তৃবিজ্ঞাত্রর্থত্বং দৃষ্টং মন্যামহে—তৎসঙ্ঘাতস্য চ—তথা প্রাণাদ্যবয়বানাং তৎসঙ্ঘাতস্য চ স্বাত্মজন্মোপচয়া-পচয়বিনাশ-নামাকৃতিকার্য্যধর্ম্মনিরপেক্ষলব্ধসত্তাদি-তদ্বিষয়দ্রষ্টৃশ্রোতৃমন্তৃবিজ্ঞাত্র-র্থত্বং ভবিতুমর্হতীতি। ১৪

দেবতাচেতনাবত্ত্বে সমত্বাৎ গুণভাবানুপপত্তিরিতি চেৎ,—প্রাণস্য বিশিষ্টৈ-র্নামাভিরাবরণদর্শনাৎ চেতনাবত্ত্বমভ্যুপগতম্; চেতনাবত্ত্বে চ পারার্থ্যোপগমঃ সমত্বাদনুপপন্ন ইতি চেৎ; ন, নিরুপাধিকস্য কেবলস্য বিজিজ্ঞাপয়িষিতত্বাৎ। ১৫

অজাতশত্রু গার্গ্যকে সলজ্জ বুঝিতে পারিয়া তাহার আশ্বাসসমুৎপাদনার্থ তাহার পাণিতে—হস্তে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। তাহারা উভয়ে গার্গ্য ও অজাতশত্রু মিলিত হইয়া রাজভবনের অংশবিশেষে কোন এক সুপ্ত পুরুষের সমীপে সমাগত হইলেন। সেই সুপ্ত পুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বৃহন্, পাণ্ডরবাসঃ, সোম, রাজন্, এই সমস্ত নামে আমন্ত্রণ (আহ্বান) করিলেন; কিন্তু সেই সুপ্ত পুরুষ এইরূপে আমন্ত্রিত হইয়াও গাত্রোত্থান করিল না। জাগরিত হইতেছে না, দেখিয়া তখন তাহাকে হস্ত দ্বারা বারংবার সঞ্চালন করিয়া বোধিত (জাগরিত) করিলেন; তাহার ফলে সেই সুপ্ত ব্যক্তি গাত্রোত্থান করিল। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, গার্গ্য যাহাকে কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে এই দেহমধ্যে তাহা কখনই কর্ত্তা ভোক্তা ব্রহ্ম নহে।১

ভাল, ইহা কি প্রকারে বুঝা যাইতেছে যে, সুপ্ত পুরুষের সমীপে গমন, এবং তাহার সম্বোধন (আহ্বান) ও অনুত্থান দ্বারা গার্গ্যাভিপ্রেত ব্রহ্মের অব্রহ্মত্ব বিজ্ঞাপিত হইল? [উত্তর—] হঁা, গার্গ্যাভিমত কর্ত্তা ভোক্তা ব্রহ্ম পুরুষ যেরূপ জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সম্মিলিত, অজাতশত্রুর অভিপ্রেত করণাধিপতি আত্মাও তদ্রূপ; রাজা যেমন ভৃত্যবর্গের সন্নিহিত থাকে, তেমনি আত্মাও করণসন্নিহিত থাকে সত্য; কিন্তু সে অবস্থায় গার্গ্যাভিপ্রেত ভৃত্য স্থানীয় আর অজাতশত্রুর অভিপ্রেত স্বামিস্থানীয় আত্মার যে কারণে বিবেক বা পার্থক্য অবধারণ করা যাইতে পারে, তাহা স্থির করা যায় না; কারণ, তদবস্থায় আত্মা ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সংকীর্ণ বা পরস্পর সম্মিলিত থাকে; অভিপ্রায় এই যে, ভোক্তার যে দ্রষ্টৃত্ব ভিন্ন কখনও দৃশ্যত্ব নাই, আর অভোক্তারও যে, কেবল দৃশ্যত্ব ব্যতীত দ্রষ্টৃত্ব নাই, এই উভয়ই জাগ্রদবস্থায় পরস্পর সম্মিলিত থাকায় পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করা অসম্ভব; এই জন্য তাহাদের সুপ্ত পুরুষসমীপে গমন করা আবশ্যক হইয়াছে।২

ভাল কথা, সুপ্ত পুরুষেও বিশেষ নামে যাহার আহ্বান করা হইয়াছে, তাহাকে যে ভোক্তা বলিয়াই বুঝিতে হইবে, অভোক্তা বলিয়া নহে, এরূপ ত নির্ণয় হইতে পারে না; না,—এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ, ইহা দ্বারা গার্গ্যের অভিপ্রেত আত্মার স্বরূপগত বিশেষ ধর্ম্মও অবধারিত হইয়াছে, —যাহা পূর্ব্বোক্ত সত্য-সমাবৃত প্রাণ আত্মা ও অমৃতশব্দবাচ্য, এবং বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ অস্তমিত বা নির্ব্যাপার হইলেও অনস্তমিত বা সব্যাপার

থাকে, পাণ্ডরবাস (শ্বেতবস্ত্র স্বরূপ) জল যাহার শরীর, অসপত্ন বা নিঃশত্রু বলিয়া যাহা বৃহৎ, এবং যাহা ষোড়শ-কলাবিশিষ্ট সোমরাজ চন্দ্র (দীপ্তিমান্), তাহা ত স্বীয় ব্যাপার সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকিয়াও পূর্ব্ববিজ্ঞানানুরূপ অনভিমত স্বভাবেই বিদ্যমান আছে; সে সময়ে গার্গ্য যে, তদ্বিরুদ্ধ অন্য কাহারও ব্যাপার বা ক্রিয়ানুষ্ঠানকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাও নহে; অতএব গার্গ্যাভিপ্রেত আত্মাই যদি দেহস্বামী হইত, তাহা হইলে, তাহার নাম ধরিয়া আহ্বান করায় নিশ্চয়ই তাহার জাগরিত হওয়া উচিত ছিল; অথচ তাহাতেও সে জাগরিত হয় নাই; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, গার্গ্যের অভিপ্রেত ব্রহ্ম কখনই ভোক্তা নহে। ৩

গার্গ্যাভিপ্রেত ব্রহ্ম যদি স্বভাবতই ভোক্তা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উপস্থিত নিজের বিষয় ভোগ করিত, অর্থাৎ ঐ সমস্ত নামে আহূত হইয়া অবশ্যই জাগরিত হইত; কেন না, স্বভাবতঃ দাহ ও প্রকাশকারী অগ্নি আপনার দাহ্য তৃণাদি বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও দগ্ধ করে না, কিংবা প্রকাশ্য বিষয়কে লাভ করিয়াও প্রকাশ করে না, এরূপত কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে অগ্নি যদি স্ব-বিষয় প্রাপ্ত হইয়াও দগ্ধ না করে, কিংবা প্রকাশ না করে, তাহা হইলে অবশ্যই নিশ্চিত হয় যে, অগ্নি দাহকও নহে এবং প্রকাশকও নহে; সেইরূপ, উপস্থিত শব্দাদি বিষয় ভোগ করাই যদি গার্গ্যাভিমত প্রাণের স্বভাব হইত, তাহা হইলে নিজের উপভোগ্য বিষয় 'বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ' ইত্যাদি শব্দগুলিকে অবশ্যই উপলব্ধি করিত; বহ্নি যেরূপ উপস্থিত তৃণাদি বিষয়কে দগ্ধ ও প্রকাশ করিয়া থাকে, কখনও তাহার ব্যতিক্রম করে না, তদ্রূপ। অতএব উপস্থিত শব্দাদি বিষয় গ্রহণ না করায় নিশ্চয় হইতেছে যে, গার্গ্যাভিমত প্রাণ স্বভাবসিদ্ধ ভোক্তা নহে; কেননা, যাহার যাহা স্বভাব বলিয়া অবধারিত সে কখনও আপনার সেই স্বভাব অতিক্রম করে না, বা করিতে পারে না; অতএব ইহা হইতেও গার্গ্যাভিপ্রেত প্রাণের অভোক্তৃত্বই সিদ্ধ হইল। ৪

যদি বল, সম্বোধনার্থ প্রযুক্ত নামগুলির সহিত সম্বন্ধ না হওয়ায় সুপ্ত পুরুষের নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, [কিন্তু তাহার অভোক্তৃত্ব নিবন্ধন নহে], অভিপ্রায় এই যে, যেমন একত্র উপবিষ্ট বহুলোকের মধ্যে কোন এক জনের নাম ধরিয়া ডাকিলেও 'এ ব্যক্তি আমাকে ডাকিতেছে' এইরূপ সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে না পারায় [বুঝিতে না পারায়] সম্বোধ্যমান ব্যক্তি

সেই শব্দ শুনিয়াও আপনার সম্বোধন বলিয়া বুঝিতে পারে না, তেমনি প্রাণও 'বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ' প্রভৃতি নামগুলি আমার অর্থাৎ এই সমস্ত নামে আমার সম্বোধন করিতেছে, এইরূপ বুঝিতে না পারায় প্রাণ [প্রকৃত ভোক্তা হইয়াও] সম্বোধনার্থ প্রযুক্ত ঐ সমস্ত শব্দ গ্রহণ করে না, কিন্তু সে যে বিজ্ঞাতা নয় বলিয়াই গ্রহণ করে না, তাহা নহে; এ কথা যদি বল, তদুত্তরে বলি, না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, দেবত্বস্বীকার করায় নাম গ্রহণের অভাব হইতেই পারে না; অর্থাৎ যাহার মতে চন্দ্রমণ্ডলাদির অভিমানী দেবতাবিশেষই অধ্যাত্মপ্রাণরূপে ভোক্তা বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহার মতেও ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য সেই সেই দেবতার সহিতই বিশেষ বিশেষ নামের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে; তাহা না হইলে আহ্বানাদি বিষয়ে লোক-ব্যবহারই অনুপপন্ন হইয়া পড়ে।৫

আপত্তি হইতে পারে যে, ব্যতিরিক্ত পক্ষেও [প্রাণাতিরিক্ত ভোক্তা স্বীকার পক্ষেও] সম্বোধননামের অগ্রহণ যুক্তিবিরুদ্ধ হইতেছে—যে অজাতশত্রুর মতে প্রাণাতিরিক্ত পদার্থই ভোক্তা, তাহার মতেও 'বৃহন্' প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিবার পর, সেই ভোক্তৃবিষয়েই প্রযুক্ত 'বৃহন্' প্রভৃতি নাম উপলব্ধি করা ত উচিত ছিল; অথচ উক্ত 'বৃহন্' প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিলে কখনও তাহা উপলব্ধি করিতে দেখা যায় না; অতএব সম্বোধন শব্দ গ্রহণ না করা কখনই প্রাণের অভোক্তৃত্বের কারণ (জ্ঞাপক) হইতে পারে না। না—এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, সর্ব্বাভিমানীর একদেশে (শুধু প্রাণমাত্রে) অভিমান করাও সঙ্গত হয় না, অর্থাৎ অজাতশত্রু যাহাকে ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই আত্মা হইতেছে প্রাণপ্রভৃতি সমস্ত দেহোপকরণের স্বামী—প্রাণী; কেবল প্রাণদেবতা মাত্রে তাহার মমত্বাভিমান নাই; যেমন দেহাবয়ব হস্তমাত্রে দেহীর অভিমান হয় না, তেমনি; এই জন্যই কেবল প্রাণনামে সম্বোধন করায় সর্ব্বাভিমানী আত্মার উপলব্ধি না হওয়া যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে; কিন্তু সার্ব্বাভিমত প্রাণের অসাধারণ বা মুখ্য নাম উচ্চারণেও জাগরিত না হওয়া কিছুতেই সঙ্গত হইতেছে না; বিশেষতঃ আত্মার দেবত্বাভিমান না থাকাও এ পক্ষে অযৌক্তিকতার অপর কারণ।৭

যদি বল, নিজের নাম ধরিয়া ডাকিলেও যখন সময় সময় অপ্রতিবোধ বা জাগরিত না হওয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তখন উক্তপ্রকার আপত্তি করা সঙ্গত হইতেছে না; অভিপ্রায় এই যে, লোকপ্রসিদ্ধ যে, দেবদত্ত প্রভৃতি নাম,

সে সমস্ত নাম ধরিয়া সম্বোধন করিলেও যেরূপ সুষুপ্তাবস্থায় সুষুপ্ত ব্যক্তি প্রতিবুদ্ধ হয় না, তদ্রূপ প্রাণ ভোক্তা হইয়াও স্বীয় সম্বোধন-শব্দ শুনিতে না পারে ? না;—এ কথাও হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা ও প্রাণের স্বরূপ ও অনুভবরূপ বৈলক্ষণ্য নিবন্ধনই পার্থক্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ সুষুপ্তিসময়ে আত্মার ভোগোপকরণ ইন্দ্রিয়বর্গ সমস্তই প্রাণশক্তির কবলীকৃত হইয়া পড়ে ; সুতরাং তৎকালে স্বীয় নাম উচ্চারিত হইলেও আত্মার পক্ষে তাহা শ্রবণ না করাই সম্ভবপর হয় ; কিন্তু প্রাণের যখন সুষুপ্তি নাই, তখন সেই প্রাণই যদি ভোক্তা হয়, তাহা হইলে তাহার করণবিরতি কিংবা সম্বোধন শ্রবণ না করা কখনই যুক্তিযুক্ত হয় না। ৭

যদি বল, অপ্রসিদ্ধ নামে সম্বোধন করাটা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই ; অর্থাৎ প্রাণবাচক প্রাণপ্রভৃতি বহুতর নাম রহিয়াছে ; সে সমস্ত প্রসিদ্ধ নাম পরিত্যাগ করিয়া 'বৃহন্' প্রভৃতি অপ্রসিদ্ধ নামে সম্বোধন করাটা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই ; কারণ, ইহাতে লোকপ্রসিদ্ধ নিয়ম পরিত্যাগ করা হইয়াছে ; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাণ ভোক্তা হইলেও এই কারণেই তাহার জাগরণ হয় নাই। না, একথাও হইতে পারে না ; কারণ, গার্গ্যাভিমত চন্দ্রাদি দেবতার কর্তৃত্বাদি প্রত্যাখ্যান করাই এই বাক্যের উদ্দেশ্য ; অভিপ্রায় এই যে, সম্বোধন-শব্দের অশ্রবণেই ত আধ্যাত্মিক প্রাণের অভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি যে, চন্দ্র-দেবতাবাচক নামে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহার একমাত্র তাৎপর্য্য—এই দেহে গার্গ্যাভিপ্রেত চন্দ্র-দেবতার ভোক্তৃত্ব নিরাকরণ করা; তাহা ত আর লোকপ্রসিদ্ধ প্রাণবাচক নামে সম্বোধন করিলে সুসম্পন্ন হইত না। এইরূপে প্রাণের ভোক্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করাতেই প্রাণগ্রস্ত অর্থাৎ প্রাণে বিলীন অপরাপর করণবর্গের ভোক্তৃত্বসম্ভাবনাও পরিহৃত হইয়াছে ; বিশেষতঃ চন্দ্রদেবতাভিন্ন অপর কোনও দেবতার ভোক্তৃত্ব স্বীকৃত না হওয়াতেও এ পক্ষে ভোক্তৃত্ব ব্যবস্থা উপপন্ন হইতেছে না। ৮

যদি বল 'অতিষ্ঠাঃ' হইতে 'আত্মবী' পর্য্যন্ত শ্রুতিবাক্যে যখন বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন দেবতাবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তখন আর অন্যের ভোক্তৃত্ব সম্ভাবনা নাই কেন ? না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, 'অর-নাভিন্ন' (রথচক্রের শলাকাধার রন্ধ্রে) দৃষ্টান্ত দ্বারা সমস্ত শ্রুতিতে, প্রাণেই সমস্ত দেবতার একীভাব (বিলয়) স্বীকার করা হইয়াছে ; বিশেষতঃ 'সত্যদ্বারা আবৃত' এবং 'প্রাণই একমাত্র অমৃত (মরণরহিত)' ইত্যাদি শ্রুতিতেও

প্রাণাতিরিক্ত ভোক্তার সত্তাবই স্বীকৃত হয় নাই। 'ইহাই সর্ব্বদেবতাস্বরূপ; সেই একটী দেবতা কে?—প্রাণ,' এই শ্রুতিতেও প্রাণেই সর্ব্বদেবতার একত্ব বা অভেদ উপপাদিত হইয়াছে। ৯

এইরূপ বিভিন্ন দেহের ন্যায় অপরাপর ইন্দ্রিয়াদিতেও কোন আশঙ্কা হইতে পারে না; কেন না, তাহা হইলে স্মরণ, জ্ঞান ও ইচ্ছাপ্রভৃতির অনুসন্ধান হইতে পারে না (১); কারণ, অন্যের দৃষ্ট পদার্থ অপর লোকে কখনও স্মরণ, উপলব্ধি, কিংবা তদ্বিষয়ে ইচ্ছা বা অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হয় না; অতএব চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় কিংবা ক্ষণিক জ্ঞান সম্বন্ধেও কখনই ভোক্তৃত্বাশঙ্কা উৎপন্ন হইতে পারে না। ১০

ভাল, তাহা হইলে দৃশ্যমান দেহ-সঙ্ঘাতই ভোক্তা হউক? অতিরিক্ত ভোক্তা কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? না; যেহেতু আপেষণে (হস্তদ্বারা সঞ্চালনে) বিশেষ বা পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; যদি এই প্রাণ ও শরীর-সমষ্টিই ভোক্তা হইত, তাহা হইলে যখন তাহার কোন অবস্থাতেই বৈলক্ষণ্য নাই, তখন পাণিপেষণ করুক বা নাই করুক, জাগরণ সম্বন্ধে কখনই বৈলক্ষণ্য হইতে পারে না; কিন্তু ভোক্তা যদি দেহসঙ্ঘাতের অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলেই সেই ভোক্তার সহিত সঙ্ঘাতের সম্বন্ধগত বৈচিত্র্য থাকায় পেষণ ও অপেষণজনিত বেদনার এবং সুখদুঃখ ও মোহের উত্তমাধমভাব ও কর্ম্মফলের প্রভেদ বশতঃ ঐরূপ বোধগত বৈচিত্র্য উপপন্ন হইতে পারে; পক্ষান্তরে শুধু দেহসংঘাতের সহিত শব্দাদির সম্বন্ধ ও কর্ম্মফলের প্রভেদ হওয়া অসম্ভব বলিয়াই জাগরণগত ঐপ্রকার প্রভেদ হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না। ১১

এইরূপ, শব্দাদির মৃদুতীব্রত্বাদিজনিত প্রভেদও বর্ত্তমান রহিয়াছে—যেহেতু

---

(১) তাৎপর্য্য—ভিন্ন ভিন্ন দেহাবচ্ছিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যেরূপ একের দৃষ্ট পদার্থে অপরে স্মরণ বা ইচ্ছা করিতে পারে না, তদ্রূপ চক্ষুঃপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে কর্ত্তা ভোক্তা বলিলেও এক ইন্দ্রিয়ের অনুভূত বিষয় অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা কখনই স্মরণীয় বা স্পৃহনীয় হইতে পারে না। মনে কর, একব্যক্তি প্রথমে যে চক্ষুদ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ঘটনাক্রমে সেই চক্ষু নষ্ট হইয়া গেলে সে আর সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুটী স্মরণ করিতে পারে না; অথচ সকল দেশে ও সকল কালে সকলেই সেরূপ বস্তুর স্মরণ করিয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়গণকে কর্ত্তা ভোক্তা বলা যায় না; পরন্তু ইন্দ্রিয়ের অতীত নিত্য স্থির কোন একটী পদার্থকেই আত্মা বলিতে হয়। কাজেই পার্থ্যাতিরিক্ত কোন পদার্থই আত্মশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিল না। এইরূপ বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিক বিজ্ঞানকে কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করিলেও কার্য্য স্মরণাদির অনুপপত্তি হইয়া পড়ে।

তথু স্পর্শমাত্রে অপ্রতিবুদ্ধ সুপ্তপুরুষকে অজাতশত্রু হস্তদ্বারা বারংবার আঘাত করিয়া জাগরিত করিয়াছিলেন, সেই হেতুই বুঝিতে হইবে যে, যাহা হস্ত-সঞ্চালনের ফলে প্রতিবুদ্ধ হইয়াছিল—যেন প্রজ্বলিত হইয়া, যেন স্ফুরিত হইয়া, অথবা অন্য কোনও প্রদেশ হইতে সমাগত হইয়া এবং যেন বোধ, চেষ্টা ও আকারাদিগত বৈচিত্র্য-সমাবেশ দ্বারা দেহকে পূর্ব্ববিপরীত (অচেতনায়মান দেহকে চেতনাবিশিষ্ট) করিয়াই যেন জাগরিত হইয়াছিল, গার্গ্যাভিমত ব্রহ্ম-সমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ তাদৃশ একটী ভোক্তার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল। ১২

অপিচ, সংহতত্ব নিবন্ধনও গার্গ্যাভিমত প্রাণের পরার্থত্ব বা পরাধীনত্ব উপ-পন্ন হইতেছে। গৃহের বিধারক স্তম্ভাদির ন্যায় শরীরধারক অভ্যন্তরস্থ প্রাণও যে, শরীরাদির সহিত সংহত বা সম্মিলিত, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার সংহতত্বপক্ষে 'অর-নেমি'ও অপর একটী দৃষ্টান্ত; কারণ, শ্রুতিও বলিয়াছেন 'রথচক্রের নাভিস্থানীয় এই প্রাণেই সমস্ত নিহিত আছে'। অতএব ইহা হইতে আমরা এইরূপই বুঝিতেছি যে, গৃহাদি যেরূপ নিজের অবয়বভূত অংশ সমূহের অতিরিক্ত অপর কাহারও জন্য সংহত হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণও নিজের অবয়ব সমুদয় হইতে পৃথগ্‌ভূত অপর কোনও বস্তুর জন্য সম্মিলিত হইয়া আছে। ১৩

স্তম্ভ, কুড্য, (ভিত্তি), তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি গৃহাবয়ব সমূহের জন্ম, বৃদ্ধি, অপচয়, বিনাশ, নাম, আকৃতি, কার্য্য ও ধর্ম্মের (স্বভাব বা গুণাদির) অপেক্ষা না করিয়া যাহারা জন্মস্থিতি প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকে, দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গৃহাদি সংহত পদার্থগুলিও তাদৃশ দ্রষ্টা, শ্রোতা ও অনুভবিতার উদ্দেশ্যেই স্থিতিলাভ করিয়া থাকে; এতদ্দর্শনে আমরা যেরূপ মনে করি, সেই গৃহাবয়বসমূহের অবস্থাও তদনুরূপ; সেইপ্রকার প্রাণাদির অবয়ব-সমূহের এবং তৎসমষ্টিভূত পদার্থেরও এতদতিরিক্ত এমন কোনও অসংহত পদার্থের উদ্দেশ্যে সংহত হওয়াই সমীচীন, ইহাদের জন্ম-নাশাদির সহিত যাহার জন্ম নাশাদির কোনও সম্বন্ধ নাই। (১) । ১৪

যদি বল, দেবতার চৈতন্য স্বীকার করিলে গুণগত সাম্য থাকায় তাহাদের মধ্যে আর গুণভাব অর্থাৎ অন্যের প্রতি ভোগসাধনতা উপপন্ন

---

(১) তাৎপর্য্য—'সংহত' অর্থ—একত্রিত—মিলিত বা সংযত; 'অরনাভিবৎ' অর্থ (চাকার মধ্যে স্থিত বক্র শলাকা সমূহের ন্যায়) প্রাণেতেও সমস্ত শরীর সমর্পিত রহিয়াছে, এই শ্রুতিই শরীর-সম্বন্ধ বস্তুতঃ প্রাণের সংহতত্বের পক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ

হইতে পারে না; অভিপ্রায় এই যে, বিশেষ বিশেষ নাম ধরিয়া সম্বোধন করার নিমিত্তই প্রাণের চেতনাবস্থা (সচেতনভাব) স্বীকার করা হইয়াছে; যখন সচেতনত্বই স্বীকৃত হইয়াছে, তখন বলিতে হইবে যে, প্রাণদেবতার ন্যায় সকল দেবতাই তুল্যগুণসম্পন্ন—চেতন; সুতরাং উহাদের পরার্থত্ব সঙ্গত হইতে পারে না; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, উপাধি-রহিত শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপন করাই এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত, গুণপ্রধান ভাব নহে। ॥ ১৫

আত্মার যে, ক্রিয়া, কারক ও ফলাত্মকতা অর্থাৎ ক্রিয়া প্রভৃতির সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, তাহা হইতেছে নাম-রূপাত্মক উপাধি-জনিত; কাজেই সে সমস্ত অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত এবং সেই অধ্যারোপই জীবগণের ক্রিয়া কারক ও ফলাভিধানাত্মক সংসারের একমাত্র কারণ; সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃত্তি সাধন করিতে হইবে; সেই উদ্দেশ্যেই এই উপনিষদের প্রারম্ভ হইয়াছে; কেন না, 'আমি তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব' এবং 'শুধু ইহাতেই ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হন না' এইরূপ বাক্যোপক্রম করিয়া উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, 'অরে অমৃতত্ব বা মুক্তির স্বরূপ এই পর্য্যন্তই'। উক্ত উপক্রম ও উপসংহারের মধ্যে যে, অন্য কোনও বিষয় বিবক্ষিত (শ্রুতির অভিপ্রেত) বা উক্ত আছে, তাহাও নহে; অতএব শক্তি-সাম্য নিবন্ধন গুণভাব বা পরার্থত্ব উপপন্ন হয় না বলিয়াই কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিবার সুযোগ ঘটিতেছে না। ॥ ১৬

বিশেষ-ধর্ম্মসম্পন্ন সোপাধিক বস্তুরই লোক-ব্যবহার-নিষ্পত্তির জন্য গুণগুণিভাব (অঙ্গাঙ্গিভাব) হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্বিপরীত—

করিতেছেন, বিশেষতঃ প্রাণাপানাদি বায়ু-সকলের সমষ্টিভূত বলিয়াও প্রাণের সংহতত্ব বুঝিতে পারা যায়, সংহত পদার্থমাত্রই পরার্থ অর্থাৎ কেবল পরের ভোগসাধন করাই তাহার প্রয়োজন; তদ্ভিন্ন নিজের কোনও প্রয়োজন নাই। যেমন বৃক্ষ, লতা গৃহ প্রভৃতি সংহত অর্থাৎ পরস্পরের মিলনে সৃষ্ট বস্তু-সকল নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল পরের উদ্দেশে ফল, পুষ্প; ছায়া-বাস প্রভৃতি প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত বসিয়া আছে। এজন্য আদি-শ্রেষ্ঠ কপিলও "সংহত-পরার্থত্বাৎ" এই সাংখ্য সূত্রে নিঃশঙ্ক-ভাবে বলিয়াছেন যে, এই জগতে প্রকৃতিপর্য্যন্ত যত কিছু সংহত অর্থাৎ সাবয়ব বস্তু আছে, তৎসমস্তই পরার্থ, পরের ভোগ সম্পাদনই সে 'সমুদায়ের' একমাত্র উদ্দেশ্য; এতদনুসারে প্রাণেরও সংহতভাব ও তন্নিবন্ধন পরার্থতা অনুমান করা যাইতে পারে; তাহার ফলে প্রাণের অচেতনত্বই প্রমাণিত হইতেছে।

নিরুপাধিকের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না ; অথবা সমস্ত উপনিষদের মধ্যে নিত্য মীমাংস্য অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রেত ; কারণ, উপসংহারে 'সেই এই আত্মা ইহা নহে' ইত্যাদি বাক্যে নির্ব্বিশেষের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব অবিজ্ঞানময় (জড়স্বভাব) যথোক্ত আদিত্যাদি ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত অন্য বিজ্ঞানময় আত্মারই অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল ॥ ১৫ ॥ ১৫ ॥

স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূৎ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ, ক্বৈষ তদাভূৎ, কুত এতদাগাদিতি, তদু হ ন মেনে গার্গ্যঃ । ৯৬ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ—সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—যঃ এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানং বুদ্ধিঃ, তৎপ্রধানত্বাৎ পুরুষঃ বিজ্ঞানময় উচ্যতে ;) পুরুষঃ, এষঃ যত্র (যস্মিন্ কালে) এতৎ (স্বপনং যথা স্যাৎ তথা) সুপ্তঃ অভূৎ, এষঃ তদা (তস্মিন্ স্বপ্নকালে) ক (কুত্র) অভূৎ (আসীৎ), কুতঃ (কস্মাৎ স্থানাৎ বা) এতৎ (জাগরণং যথা স্যাৎ, তথা) আগাৎ (আগতঃ)? ইতি ; [এবমুক্তঃ] গার্গ্যঃ তৎ (অজাতশত্রুপৃষ্টং) উ ন মেনে (ন জ্ঞাতবান্) হ (কিল ॥ ৯৬ ॥ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ। অজাতশত্রু গার্গ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই যে বিজ্ঞানময়—বুদ্ধিপ্রধান পুরুষ (আত্মা), ইনি যে সময় এইরূপে নিদ্রিত ছিলেন, তখন কোথায় ছিলেন, এবং কোথা হইতেই বা এইরূপে আসিলেন? গার্গ্য কিন্তু অজাতশত্রুর জিজ্ঞাসিত এই বিষয় বুঝিতে পারিলেন না ॥ ৯৬ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স এবমজাতশত্রুর্ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বং প্রতিপাদ্য গার্গ্যমুবাচ—যত্র যস্মিন্ কালে এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ এতৎ স্বপনং সুপ্তঃ অভূৎ প্রাক্ পাণিপেষ-প্রতিবোধাৎ ; বিজ্ঞানং—বিজ্ঞায়তেঽনেনেত্যন্তঃ-করণং বুদ্ধিরুচ্যতে, তন্ময়ঃ তৎ-প্রায়ো বিজ্ঞানময়ঃ। কিং পুনস্তৎপ্রায়ত্বম্? তস্মিন্নুপলভ্যত্বম্, তেন চোপলভ্যত্বম্, উপলব্ধৃত্বং চ ॥ ১

কথং পুনর্ম্ময়টোঽনেকার্থত্বে প্রায়ার্থতৈবাবগম্যতে? "স বা-অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ" ইত্যেবমাদৌ প্রায়ার্থ এব প্রয়োগদর্শনাৎ, পরবিজ্ঞান-বিকারত্বাপ্রসিদ্ধত্বাদ্, "য এষ বিজ্ঞানময়ঃ" ইতি চ প্রসিদ্ধবদনু-

উক্তেঽর্থে প্রশ্নমুখোপন্যাসঃ—এতদিতি। তদাত্মাভাবমেবেতি সম্বন্ধঃ। এতদিত্য-
ভিধায়বিশেষণং চ পৃচ্ছতে। কিমিতি তং প্রত্যুত্তরং পৃচ্ছতে ঘটিতাং প্রতিজ্ঞাং
নির্ণেতুমিত্যভিপ্রায়ে—বুদ্ধীতি। নহু শিষ্যাচার্যত্বৈবেব প্রকৃতং, ন জ্ঞেয়তয়া
পৃচ্ছতি, তর্হি রাজপরিবোধনাধিকরণেব যুক্তং, তত্রাহ—ইন্দ্রোহহমুক্তবানিতি।' তত্র
ইত্যাদি ব্যাকরোতি—এবমিতি। এতদাগমনং যথা ভবতি তথেতি বাক্যং। তত্র
ক্রিয়াপদয়োর্ব্যাকরণং বক্তুং দ্রষ্টুং বেত্যাভ্যাং সম্বন্ধ।১৬।১৬

ভাষ্যানুবাদ। অজাতশত্রু এইরূপে প্রাণাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া গার্গ্যকে বলিলেন—এই বিজ্ঞানময় পুরুষ যে সময়ে পাণিপেষণে জাগরিত হইবার পূর্ব্বে এইরূপে নিদ্রিত ছিল, সে সময়ে এই পুরুষ কোথায় ছিল? বিজ্ঞান-শব্দে এখানে জ্ঞানসাধন অন্তঃকরণ বুদ্ধি অভিহিত হইয়াছে; বিজ্ঞানময় অর্থ—প্রায় তৎস্বরূপ। ভাল, 'তৎপ্রায়' (বিজ্ঞানপ্রায়) শব্দের অর্থ কি? [উত্তর—] বুদ্ধিতে উপলভ্য, বুদ্ধি দ্বারা উপলভ্য (উপলব্ধির বিষয়) এবং যাহাকে বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়, ও যিনি বুদ্ধির সাহায্যে বিজ্ঞেয় বিষয় অবগত হন; এই জন্য পুরুষকে বিজ্ঞানপ্রায় বলা হয়। ১

জিজ্ঞাসা করি, "ময়ট্" প্রত্যয়ের বহু অর্থ সত্ত্বেও এখানে প্রায়ার্থের গ্রহণ করা হইতেছে কেন? (১) [উত্তর—] যেহেতু 'সেই এই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা বিজ্ঞানময় ও মনোময়, ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রায়ার্থেই ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; এবং পরবিজ্ঞানস্বরূপ আত্মার বিকার বা পরিণামও প্রসিদ্ধ নাই। বিশেষতঃ এখানে এই 'বিজ্ঞানময়' শব্দটীকে প্রসিদ্ধের ন্যায় ব্যবহার করায় এবং 'অবয়ব' ও 'উপমা' অর্থেরও এখানে সম্ভব না থাকায়, ফলেফলে অবশিষ্ট প্রায়ার্থেরই গ্রহণ করিতে হইবে; অতএব বুঝিতে হইবে যে, বিজ্ঞান অর্থ সংকল্প-বিকল্পধর্ম্মক অন্তঃকরণ, তন্ময় আত্মা—'বিজ্ঞানময়'; সেই আত্মাই আবার পুরে (বুদ্ধিতে) শয়ন (অবস্থান) করে বলিয়া 'পুরুষ' শব্দে অভিহিত হয়। ২

(১) তাৎপর্য্য—বিকার, অবয়ব, প্রায় ও প্রচুরার্থে "ময়ট্" প্রত্যয়ের বিধান আছে; যেমন মৃত্তিকার বিকার মৃন্ময়, লৌহের অবয়ব লৌহময়, অগ্নির সদৃশ অগ্নিময়, ব্রাহ্মণ প্রচুর গ্রাম ব্রাহ্মণময়। আশঙ্কা হইয়াছিল, এখানেও "ময়ট্" প্রত্যয়ের অন্য কোনও অর্থ স্বীকার করিলে দোষ কি; তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিলেন—উপনিষদে আত্মার্থে বিজ্ঞান-শব্দের উত্তর প্রাচুর্য্যার্থেই ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং নিত্য বিজ্ঞানের বিকারও সম্ভব হয় না, কাজেই এখানে অবশিষ্ট প্রাচুর্য্যার্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

সে সময় এই পুরুষ কোথায় ছিল? এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য—আত্মার প্রকৃত স্বরূপটী জ্ঞাপন করা,—জাগরণের পূর্ব্বে কোন প্রকার কার্য্য না থাকায় আত্মা যে, ক্রিয়া কারক ও ফলের বিপরীতস্বভাব, ইহা প্রদর্শন করাই উক্ত প্রশ্নের অভিপ্রেত অর্থ; কেননা, জাগরণের পূর্ব্বে ক্রিয়াফল সুখাদি কোন কিছুই লক্ষিত হয় না; অতএব কর্ম্ম-প্রযুক্ত বা কর্ম্মাধীন নয় বলিয়া, উহাই আত্মার প্রকৃত স্বভাব বলিয়া বুঝা যাইতেছে। তৎকালে যেরূপ স্বভাবে ছিল, এবং যেরূপ স্বভাব হইতে প্রচ্যুত হইয়া নিজের স্বভাব-বিপরীত সংসারধর্ম্ম-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্যই, অপ্রতিভ গার্গ্যের প্রকৃত জ্ঞানোৎপাদনার্থ এই বাক্যের অবতারণা করিতেছেন। ৩

"ক এষ তদা অভূৎ?" এবং "কুতঃ এতদাগাৎ?" এই দুইটী প্রশ্ন করা গার্গ্যেরই উচিত ছিল সত্য, কিন্তু গার্গ্য তাহা করেন নাই; তথাপি অজাতশত্রু উপেক্ষা করিলেন না; এ বিষয়টী গার্গ্যকে অবশ্যই বুঝাইতে হইবে, এই বিবেচনায় তিনি নিজেই বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন; কারণ, অজাতশত্রু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—আমি অবশ্যই তোমাকে বুঝাইয়া দিব; তদনুসারে তিনি নিজেই প্রবৃত্ত হইলেন। অজাতশত্রু এইরূপ বুঝাইয়া দিলেও গার্গ্য বুঝিতে পারিলেন না যে, এই পুরুষ জাগরণের পূর্ব্বে কোথায় ছিল, এবং কোথা হইতে আসিল,—এই দুইটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে কিংবা প্রকাশ করিয়া বলিতে গার্গ্যের বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হইল না॥ ১৬॥ ১৬॥

স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূদ্ য এষ বিজ্ঞান-ময়ঃ পুরুষঃ, তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায় য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে, তানি যদা গৃহ্নাত্যথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, তদ্গৃহীত এব প্রাণো ভবতি গৃহীতা বাক্ গৃহীতং চক্ষুর্গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ॥ ১৭॥ ১৭॥

অন্বয়ার্থঃ। [বিজ্ঞাপিতার্থপ্রবোধনায়] সঃ অজাতশত্রুঃ [গার্গ্যং] উবাচ হ—যঃ এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ (জীবঃ), [সঃ] এষঃ যত্র (যস্মিন্ কালে) এতৎ (স্বপনং যথা স্যাৎ তথা) সুপ্তঃ অভূৎ, তৎ (তদা) [এষঃ] বিজ্ঞানেন (অন্তঃকরণাধীনবিশেষজ্ঞানেন সহ) এষাং প্রাণানাং (বাক্প্রভৃতীনাং)

বিজ্ঞানং (স্বস্ববিষয়গ্রহণসামর্থ্যং) আদায় (গৃহীত্বা) যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়মধ্যে) আকাশঃ (আকাশস্বভাবঃ পরঃ আত্মা), তস্মিন্ (পরমাত্মনি) শেতে (বর্ত্ততে); যদা (যস্মিন্ কালে) তানি (বাগাদিবিজ্ঞানানি) গৃহ্লাতি (আদত্তে), অথ (তদা) হ (এব) পুরুষঃ এতৎ (যথা স্যাৎ, তথা) স্বপিতি (নাম স্বং রূপং অপীতি প্রাপ্নোতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বপিতি-নাম্না প্রসিদ্ধো ভবতি), তৎ (তদা স্বাপকালে) প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং) গৃহীতঃ (উপসংহৃতঃ) এব ভবতি, তথা বাক্ গৃহীতা, চক্ষুঃ গৃহীতং, শ্রোত্রং গৃহীতম্, মনঃ [চ] গৃহীতং [ভবতীতি শেষঃ, তদা সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপারোপরমঃ ভবতীতি ভাবঃ] ॥ ১৭ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ। অজাতশত্রু নিজেই গার্গ্যকে বলিলেন—এই বিজ্ঞানময় পুরুষ, যে সময়ে এতদবস্থায় সুপ্ত ছিল, সে সময়ে এই পুরুষ অন্তঃকরণোৎপন্ন বিশেষজ্ঞানের সহিত বাগাদি ইন্দ্রিয়জাত-জ্ঞান গ্রহণ করত, এই যে, হৃদয়-মধ্যবর্ত্তী আকাশ-পদবাচ্য পরমাত্মা, তন্মধ্যে অবস্থান করে। এই পুরুষ যে সময়ে সেই বিজ্ঞানসমুদয় গ্রহণ করে, সে সময়ে এইরূপে স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হয় বলিয়া স্বপিতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে ; সে সময় পুরুষকর্ত্তৃক নিশ্চয়ই প্রাণ [ঘ্রাণে-ন্দ্রিয়] গৃহীত হয়, বাগিন্দ্রিয় গৃহীত হয়, চক্ষু গৃহীত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় গৃহীত হয়, এবং মনও গৃহীত হয়। ১৭ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স হোবাচ অজাতশত্রুঃ বিবক্ষিতার্থসমর্পণায়। যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূৎ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ,—"ক্বৈষ তদা অভূৎ, কুত এতদাগাৎ ইতি যদপৃচ্ছাম, তৎ শৃণু উচ্যমানম্—যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূৎ, তদা তস্মিন্ কালে এষাং বাগাদীনাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন অন্তঃকরণগতাভি-ব্যক্তবিশেষবিজ্ঞানেন উপাধিস্বভাবজনিতেন, আদায় বিজ্ঞানং বাগাদীনাং স্বস্ববিষয়গতসামর্থ্যং গৃহীত্বা, য এষঃ অন্তর্মধ্যে হৃদয়ে হৃদয়স্য আকাশঃ—যঃ আকাশশব্দেন পর এব স্ব আত্মোচ্যতে, তস্মিন্ যে আত্মন্যাকাশে শেতে স্বাভাবিকেঽসাংসারিকে ; ন কেবল আকাশ এব, শ্রুত্যন্তরসামর্থ্যাৎ— "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" ইতি, লিঙ্গোপাধি-সম্বন্ধকৃতং বিশেষাত্ম-স্বরূপমুৎসৃজ্য অবিশেষে স্বাভাবিকে আত্মন্যেব কেবলে বর্ত্তত ইত্যভি-প্রায়ঃ।১

এই পুরুষ কোথায় ছিল, এবং কোথা হইতে আসিল ? এই কথা যে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি—যে সময় এই পুরুষ সুপ্ত ছিল, সে সময় বিজ্ঞানের সহিত অর্থাৎ অন্তঃকরণে বিষয়াভিব্যক্তি-জনিত বিশেষজ্ঞানের সহিত বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের বিজ্ঞান (বিষয় গ্রহণের সামর্থ্য) গ্রহণ করিয়া, হৃদয়ের অভ্যন্তরে—মধ্যে যে এই আকাশ—আপনার স্বাভাবিক অসংসারী আত্মা সেই আকাশে শয়ন (অবস্থান) করে; কেবল যে, আকাশেই শয়ন করে, তাহা নহে, পরন্তু 'হে সোম্য সে সময় সৎস্বরূপ পরমাত্মার সহিত সম্পন্ন—একীভাবাপন্ন হয়'. এই শ্রুতিবাক্যানুসারে বুঝা যায় যে, লিঙ্গশরীররূপ উপাধির (১) সহিত সম্বন্ধ-নিবন্ধন আত্মার যে সবিশেষভাব ঘটিয়াছিল, তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া আপনার স্বভাবসিদ্ধ নির্বিশেষ বিশুদ্ধভাবেই অবস্থান করে। এখানে 'আকাশ' শব্দে স্বস্বরূপ পরমাত্মা অভিহিত হইয়াছে। ১।

ভাল কথা, এই পুরুষ যে সময় শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহের অধ্যক্ষতা বা পরিচালকতা পরিত্যাগ করে. সে সময় জীব যে, স্বীয় আত্মাতে মিলিত হয়, ইহা জানা যায় কিসে? নামপ্রসিদ্ধি অনুসারে; সেই প্রসিদ্ধ নামটী কি, তাহা বলিতেছেন—যে সময়ে সেই বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিজ্ঞান সমূহ সংগ্রহ করে—আপনাতে উপসংহার করে, তখন পুরুষের 'স্বপিতি' নাম হয়, অর্থাৎ তখন পুরুষ এই 'স্বপিতি' নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইহার এই নামটি নিশ্চয়ই গৌণ—যোগার্থমূলক; কেন না, সে সময় নিজেরই প্রকৃত স্বরূপ স্ব—আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এই জন্য তাহাকে 'স্বপিতি' বলা হয় [স্ব+অপীতি=স্বপিতি; পৃষোদরাদি নিয়মে 'অ' লোপ ও ঈকার হ্রস্ব] ।২

ভাল 'স্বপিতি' এইরূপ নামপ্রসিদ্ধি অনুসারে তৎকালে আত্মার সংসার-ধর্ম্মবিলক্ষণ অর্থাৎ অসংসারী স্বরূপ জানা যায় সত্য, কিন্তু এবিষয়ে ত কোনও যুক্তি দেখা যায় না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—সেই সুষুপ্তি সময়ে প্রাণ নিশ্চয়ই গৃহীত হয় শক্তিহীন হয়, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের প্রকরণে পতিত হওয়ায়

(১) তাৎপর্য্য—পঞ্চপ্রাণ-মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তৎ লিঙ্গমুচ্যতে।" ইহার অর্থ—পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান), মন, বুদ্ধি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, মুখ, মলদ্বার ও মূত্রদ্বার) এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা নাসিকা ও ত্বক্), এই সপ্তদশ অবয়বনির্ম্মিত শরীরের নাম লিঙ্গ-শরীর বা সূক্ষ্মশরীর। এই লিঙ্গ শরীরই জীবের উপাধি; ইহার যোগেই জীব সুখদুঃখাদি ভোগ করে এবং ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করিয়া থাকে।

এখানে 'প্রাণ' অর্থ—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; প্রকৃত পক্ষে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ *নিবন্ধনই আত্মার সংসারধর্ম প্রকাশ পাইয়া থাকে;* সুষুপ্তি সময়ে সেই বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ পুরুষকর্তৃক উপসংহৃত হইয়া থাকে; কি প্রকারে? ঘ্রাণেন্দ্রিয় গৃহীত হয়, চক্ষু গৃহীত হয়, শ্রোত্র গৃহীত হয়, এবং মনও গৃহীত হয়। অতএব বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিচয় গৃহীত হওয়ায় ক্রিয়া কারক ও ফলাত্মক ব্যবহারও তখন থাকে না; কাজেই তখন পুরুষ স্বীয় আত্মস্বরূপে অবস্থিত হয় বুঝা যাইতেছে। ১৭। ১৭

স যত্রৈতৎ স্বপ্ন্যয়া চরতি তে হাস্য লোকাস্তদুতেব মহারাজো ভবত্যুতেব মহাব্রাহ্মণ উতেবোচ্চাবচং নিগচ্ছতি, স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ত্তেত, এবমেবৈষ এতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে ॥১৮। ১৮॥

সরলার্থঃ—ইদানীং স্বপ্নাবস্থায়া বিশেষং দর্শয়িতুমাহ—স যত্রেতি। সঃ (বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ) যত্র যস্মিন্ কালে স্বপ্ন্যয়া (দর্শনাত্মিকয়া স্বপ্নবৃত্ত্যা) চরতি (ব্যবহরতি), তৎ (তদা) অস্য (পুরুষস্য) হ তে (জাগ্রদনুভবগোচরাঃ) লোকাঃ (ভোগাঃ কর্ম্মফলানি) [যথা—] উত (অপি) মহারাজ ইব ভবতি, উত মহাব্রাহ্মণঃ (শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণঃ) ইব ভবতি, তথা উত (অপি) উচ্চাবচং (উচ্চং উন্নতং—দেবাদিভাবং, অবচং অপকৃষ্টং পশ্বাদিভাবং) ইব চ নিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি), [অত্র ইব-শব্দপ্রয়োগাৎ স্বপ্নদৃশ্য-মহারাজাদিভাবানাং মিথ্যাত্বং দর্শিতম্]। সঃ (প্রসিদ্ধঃ) মহারাজঃ যথা জানপদান্ (জনপদে রাষ্ট্রে ভবান্ ভোগান্) গৃহীত্বা (আদায়) স্বে (স্বকীয়ে) জনপদে (স্বাধিকৃতপ্রদেশে) যথাকামং (ইচ্ছানুসারেণ) পরিবর্ত্তেত (পরিভ্রমতি), এবং (তথা) এব এষঃ (স্বপ্নদর্শী পুরুষঃ) প্রাণান্ (বাগাদীন্) গৃহীত্বা (জাগরিতস্থানেভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য) স্বে (স্বকর্ম্মলব্ধে) শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে। [স্বপ্নাবস্থায়াং বাগাদিকরণানাং ব্যাপারোপরমেঽপি অন্তঃকরণং সব্যাপারমেব বর্ত্ততে, সুষুপ্তৌ তু অন্তঃকরণস্যাপি ব্যাপারোপরম ইতি বিশেষঃ]। ১৮। ১৮

অনুবাদ—সম্প্রতি সুষুপ্তি ও স্বপ্নাবস্থার প্রভেদ প্রদর্শন করিতেছেন,—সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ যে সময়ে [স্বপ্নাবস্থায়] বিচরণ

করে, সে সময় তাহার জাগ্রদনুভূত ভোগস্থানগুলি উপসংহৃত হয়; যেমন—সে যেন মহারাজই হয়, যেন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই হয়, অথবা যেন উত্তমাধম ভোগ্য বিষয়ই প্রাপ্ত হয়। লোকপ্রসিদ্ধ মহারাজ যেরূপ স্বীয় জানপদ অর্থাৎ স্বরাজ্যাগত বিবিধ ভোগ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া স্বীয় জনপদে যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করেন, তদ্রূপ এই বিজ্ঞানময় পুরুষও নিজের বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে জাগরিত স্থান হইতে সংগৃহীত করিয়া স্বকর্ম্মার্জ্জিত শরীরের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় বাগাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য স্থগিত থাকিলেও অন্তঃকরণের কার্য্য চলিতে থাকে, কিন্তু সুষুপ্তি সময়ে সেই অন্তঃকরণের কার্য্যও স্থগিত হইয়া যায়; ইহাই উভয় অবস্থার প্রভেদ॥ ৯৮।১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—নমু দর্শনলক্ষণায়াং স্বপ্নাবস্থায়াং কার্য্যকরণ-বিয়োগেঽপি সংসারধর্ম্মিত্বমস্য দৃশ্যতে—যথা চ জাগরিতে সুখী দুঃখী বন্ধু-বিযুক্তঃ শোচতি মুহ্যতে চ; তস্মাৎ শোকমোহধর্ম্মবানেবায়ম্; নাস্য শোক-মোহাদয়ঃ সুখদুঃখাদয়শ্চ কার্য্যকরণসংযোগজনিত-ভ্রান্ত্যা অধ্যারোপিতা ইতি; ন, মৃষাত্বাৎ,—সঃ প্রকৃত আত্মা যত্র যস্মিন্ কালে দর্শনলক্ষণয়া স্বপ্নয়া স্বপ্ন-বৃত্ত্যা চরতি বর্ত্ততে, তদা তে হ অস্য লোকাঃ কর্ম্মফলানি—, কে তে? তৎ তত্র উত অপি মহারাজ ইব ভবতি; সোঽয়ং মহারাজত্বমিবাস্য লোকঃ, ন মহারাজত্বমেব জাগরিত ইব; তথা মহাব্রাহ্মণ ইব; উত অপি, উচ্চাবচং—উচ্চঞ্চ দেবত্বাদি, অবচঞ্চ তির্য্যক্ত্বাদি, উচ্চমিব অবচমিব চ নিগচ্ছতি; মৃষৈব মহারাজত্বাদয়োঽস্য লোকাঃ, ইবশব্দপ্রয়োগাৎ ব্যভি-চারদর্শনাচ্চ; তস্মান্ন বন্ধুবিয়োগাদিজনিত-শোকমোহাদিভিঃ স্বপ্নে সম্বধ্যত এব।১

নমু চ যথা জাগরিতে জাগ্রৎকালাব্যভিচারিণো লোকাঃ, এবং স্বপ্নেঽপি তে অস্য মহারাজত্বাদয়ো লোকাঃ স্বপ্নকালভাবিনঃ স্বপ্নকালাব্যভিচারিণ আত্মভূতা এব, ন তু অবিদ্যাধ্যারোপিতা ইতি,—নমু চ জাগ্রৎকার্য্যকরণাত্মক-দেবতাত্মত্ব অবিদ্যাধ্যারোপিতম্, ন পরমার্থতঃ, ইতি ব্যতিরিক্তবিজ্ঞানময়াত্ম-প্রদর্শনেন প্রদর্শিতম্; তৎ কথং দৃষ্টান্তেন স্বপ্নলোকস্য, মৃত ইবোজ্জী-বিতম্ প্রাদুর্ভবিষ্যতি? সত্যম্, বিজ্ঞানময়ে ব্যতিরিক্তে কার্য্যকরণদেবতা-ত্মত্বপ্রদর্শনমবিদ্যাধ্যারোপিতম্—শুক্তিকায়ামিব রজতদর্শনম্—ইত্যেতৎ

দিশ্যতি ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বপ্রদর্শনন্যায়েনৈব ; ন তু তদ্বিভক্তিপরতয়ৈব ন্যায় উক্তঃ, ইতি—অসত্যপি দৃষ্টান্তে জাগ্রৎকার্য্যকরণব্যতিরেকদর্শনলক্ষণং পুনরুচ্যতে ; সর্ব্বো হি ন্যায়ঃ কঞ্চিদ্বিশেষমপেক্ষ্যমাণোঽপুনরুক্তীভবতি ॥২

ন তাবৎ স্বপ্নে অনুভূতমহারাজত্বাদয়ো লোকা আত্মভূতা আত্মনোঽন্যস্য জাগ্রৎপ্রতিবিম্বভূতস্য লোকস্য দর্শনাৎ ; মহারাজ এব তাবৎ স্বামূষ্যাং প্রকৃতিষু পর্য্যঙ্কে শয়ানঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্ উপসংহৃতকরণঃ পুনরুপগতপ্রকৃতিং মহারাজমিবাত্মানং জাগরিত ইব পশ্যতি যাত্রাগতং ভুঞ্জানমিব চ ভোগান্ ; ন চ তস্য মহারাজস্য পর্য্যঙ্কে শয়ানাৎ দ্বিতীয়োঽন্যঃ প্রকৃত্যাপেতো বিষয়ে পর্য্যটন্নহনি লোকে প্রসিদ্ধোঽস্তি, যমসৌ সুপ্তঃ পশ্যতি। ন চোপসংহৃতকরণস্য রূপাদিমতো দর্শনমুপপদ্যতে ; ন চ দেহে দেহান্তরস্য তত্তুল্যস্য সম্ভবোঽস্তি, দেহস্থস্যৈব হি স্বপ্নদর্শনম্ ॥৩

ননু পর্য্যঙ্কে শয়ানঃ পথি প্রবৃত্তমাত্মানং পশ্যতি, ন বহিঃ স্বপ্নান্ পশ্যতীত্যেতদাহ—সঃ মহারাজঃ জানপদান্ জনপদে ভবান্ রাজোপকরণভূতান্ ভৃত্যানন্যাংশ্চ গৃহীত্বা উপাদায় স্বে আত্মীয়ে এব জন্মাদিনোপার্জ্জিতে জনপদে যথাকামং—যো যঃ কামোঽস্য যথাকামম্—ইচ্ছাতো যথা পরিবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ ; এবমেব এষ বিজ্ঞানময়ঃ, এতদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্, প্রাণান্ গৃহীত্বা জাগরিতস্থানেভ্য উপসংহৃত্য স্বে শরীরে স্ব এব দেহে ন বহিঃ, যথাকামং পরিবর্ত্ততে—কামকর্ম্মভ্যামুদ্ভাসিতাঃ পূর্ব্বানুভূতবস্তুসদৃশীর্বাসনা অনুভবতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ স্বপ্নে মৃষাধ্যারোপিতা এবাত্মভূতত্বেন লোকা অবিদ্যমানা এব সন্তঃ ; তথা জাগরিতেঽপীতি প্রত্যেতব্যম্। তস্মাদ্বিশুদ্ধোঽক্রিয়াকারকফলাত্মকো বিজ্ঞানময় ইত্যেতৎ সিদ্ধম্। যস্মাদ্ দৃষ্টে দ্রষ্টৃ-বিষয়ভূতাঃ ক্রিয়াকারকফলাত্মকাঃ কার্য্যকরণলক্ষণা লোকাঃ, তথা স্বপ্নেঽপি ; তস্মাদন্যোঽসৌ দৃশ্যেভ্যঃ স্বপ্নজাগরিতলোকেভ্যো দ্রষ্টা বিজ্ঞানময়ো বিশুদ্ধঃ । ১৮ । ১৮ ।

টীকা—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ব্যাখ্যাপ্যাপিবতামবনঃ সংসারিত্বমুক্তং, তত্র ব্যতিরেকাসিদ্ধিমাশঙ্কতে—নন্বিতি। ব্যতিরেকাসিদ্ধৌ ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। স্বমতে স্বপ্নদর্শনবিধ্যাবেদন ... মহারাজঃ সংসারিত্ববিচ্যুতত্বমাহ—ন তু মহারাজাদিরিতি। দৃষ্টান্ত... ন স্বপ্নেঽপ্যাদিতত্ত্বানি বোদ্ধব্যানি ন প্রকৃত ইত্যাদিনা। অথাত্র ... নিষিধ্যতে ন তত্ত্বমিত্যাহং কথ্যতে, তত্রাহ—মুক্তৈরেবেতি। স্বপ্নে দৃষ্টানাং মহারাজত্বাদীনাং জাগ্রদাদ্যনুবিদ্ধাদিকং ... দর্শনম্। স্বমত বিবাদে নিবর্ত্তয়তি—তস্মাদিতি ॥১

বিধ্যা লোকা ন মিথ্যা ... পশ্যতে—ননু চ

সমস্ত লোক কর্মফল,—সে সমস্ত লোক কি কি? [তাহা বলিতেছেন—] সেখানে যেন মহারাজই হয়; সেই এই মহারাজই যেন তাহার লোক—কর্মফল; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু জাগ্রদবস্থার স্থায় ঠিক মহারাজই হয় না; সেইরূপ যেন মহাব্রাহ্মণই (শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই) [হয়], এবং উচ্চাবচ—উচ্চ দেবত্ব প্রভৃতি, আর অবচ অপকৃষ্ট পশুপক্ষিভাব, এই উচ্চই যেন এবং অবকৃষ্টই যেন প্রাপ্ত হয়; ইহার এই মহারাজত্বাদি লোকসমূহ নিশ্চয়ই মিথ্যা; কারণ, এখানে ইব-শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে এবং ব্যভিচারও দৃষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট কোন পদার্থই জাগরণের সময়ে বর্তমান থাকে না বা অনুভূত হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে, আত্মা স্বপ্নাবস্থায় যথার্থই বন্ধুবিয়োগাদিজনিত শোক-মোহাদি ধর্মের সহিত সম্বদ্ধ হয় না।১

এখন আপত্তি হইতেছে যে, জাগ্রৎকালে দৃশ্যমান লোকসমূহ যেরূপ জাগ্রৎকালাব্যভিচারী অর্থাৎ যতক্ষণ জাগ্রদবস্থা ততক্ষণ মাত্র স্থায়ী, ঠিক তদ্রূপ স্বপ্নকালে দৃশ্যমান মহারাজত্বাদি লোকসমূহও স্বপ্নকালভাবী (স্বপ্নকালমাত্র স্থায়ী) হয়, এবং স্বপ্নসময়ে তাহার ব্যভিচারও (অসত্যতাও) দৃষ্ট হয় না; সুতরাং সে সমস্ত তাহার আত্মভূতই (স্বাভাবিকই) বটে, কিন্তু কখনই অবিদ্যা-পরিকল্পিত মিথ্যা হইতে পারে না। বিশেষতঃ জাগ্রৎকালীন কার্য্যকারণভাব-সম্বন্ধ ও দেবতাত্মত্ব—উভয়ই যে, অবিদ্যা-পরিকল্পিত অপারমার্থিক, ইহাও পাণিপেষণ দ্বারা প্রাণাদির অতিরিক্ত বিজ্ঞানময় আত্মার স্বরূপপ্রদর্শনেই প্রদর্শিত হইয়াছে, তবে মৃতসঞ্জীবনের ন্যায় কেবল দৃষ্টান্তের সহায়তায় তাহার আর পুনরুত্থান হইবে কি প্রকারে? হাঁ, এ কথা সত্য, কিন্তু শুক্তিতে রজত-প্রতীতির ন্যায় প্রাণাদি-ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞানময় আত্মাতেও যে, কার্য্যকরণ—দেহেন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ এবং দেবতাত্মভাব প্রদর্শন, প্রাণাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রদর্শক যুক্তিদ্বারাই তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আত্মার বিশুদ্ধ স্বরূপপ্রদর্শনের জন্য সে যুক্তির উল্লেখ করা হয় নাই; এই জন্যই জাগ্রৎ-কালীন কার্য্যকরণসম্বন্ধ ও দেবতাত্মভাব-প্রদর্শনাত্মক দৃষ্টান্তটী অসত্য হইলেও এখানে তাহার পুনরুত্থাপন করা আবশ্যক হইতেছে; কেননা, সমস্ত যুক্তিই অতি সামান্য মাত্র বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইলেও পুনরুক্তি দোষ হইতে নির্মুক্ত হইয়া থাকে; অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বে কেবল স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় হইতে আত্মার বিবেক বা পার্থক্যমাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে, এবং বস্তুটীকেও সত্যবৎ ধরিয়া লইয়া তাহার দৃষ্টান্তে স্বপ্নদৃষ্টেরও সত্যতা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

[প্রকৃত কথা এই যে,] স্বপ্নসময়ে অনুভূত মহারাজত্ব প্রভৃতি লোকগুলি যে, যথার্থই আত্মভূত অর্থাৎ আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহা নহে; কারণ, তৎকালে যাহা যাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎসমস্তই আত্মা হইতে ভিন্ন—জাগ্রদনুভূত পদার্থের প্রতিবিম্ব বা অনুরূপ মাত্র; নিজের অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ যে সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিদ্রিত আছে, ঠিক সেই সময়ে প্রকৃত মহারাজই ইন্দ্রিয়-ব্যাপারবিহীন অবস্থায় পর্য্যঙ্কে শয়ান থাকিয়া স্বপ্নদর্শন করত আপনাকে জাগ্রৎকালের ন্যায় সমুপস্থিত অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত এবং উৎসবে উপস্থিত হইয়া বিবিধ বিষয় ভোগ করিতেছেন—দেখিতে পান; প্রকৃতপক্ষে পর্য্যঙ্কে শয়ান সেই মহারাজ হইতে স্বতন্ত্র ভোগস্থানে পর্য্যটনকারী অমাত্যাদিসমন্বিত দ্বিতীয় মহারাজের অস্তিত্বই দিবাত্যুপে (স্বপ্নভিন্ন সময়ে) প্রসিদ্ধ নাই, যাহাকে তিনি স্বপ্নাবস্থায় দর্শন করিবেন; বিশেষতঃ যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রহিয়াছে, তাহার পক্ষে রূপাদিসম্পন্ন বস্তু দর্শন করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। আর একই দেহের মধ্যে যে, তত্তুল্য অপর দেহেরও সদ্ভাব সম্ভব হয়, তাহাও নহে; কেননা, স্বপ্নদর্শন দেহস্থ ব্যক্তিরই হইয়া থাকে।৩

আশঙ্কা হইতেছে যে, পর্য্যঙ্কে শয়ান ব্যক্তিই ত আপনাকে পথে (দেহের বাহিরে) বর্ত্তমান দেখিয়া থাকে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না, বাহিরে স্বপ্নদর্শন করে না,—সেই প্রসিদ্ধ মহারাজ যেমন জানপদ—জনপদোৎপন্ন (দেশজাত) রাজভোগ্য ভৃত্য ও অন্যান্য বস্তুনিচয় গ্রহণ করিয়া অন্যাবিলম্ব স্বীয় জনপদের মধ্যেই (রাজ্যমধ্যেই) যথাকাম—ইহার যেমন যেমন কামনা হয়, তদনুসারেই অবস্থান করেন, ঠিক তেমনি এই বিজ্ঞানময় আত্মাও এইরূপে প্রাণ সমূহকে গ্রহণ করিয়া—জাগ্রদবস্থা হইতে আহরণ করিয়া স্বীয় শরীরমধ্যেই ইচ্ছানুসারে অবস্থান করে, অর্থাৎ পূর্ব্বতন কাম ও কর্ম্মানুসারে সমুদ্ভূত পূর্ব্বানুভূত বস্তুর অনুরূপ বাসনারাশি অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু বাহিরে কিছুই অনুভব করে না। অতএব স্বপ্নে যে সমস্ত বিষয় অনুভূত হয়, সে সমস্তই প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান না থাকায় আত্মধর্ম্মরূপে মিথ্যা আরোপিত হয় মাত্র; জাগ্রদবস্থায়ও সেই রূপই বুঝিতে হইবে। অতএব বিজ্ঞানময় আত্মা যে, স্বভাবতঃ এবং ক্রিয়া কারক ও ফল-সম্বন্ধরহিত, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। যে হেতু দ্রষ্টার বিষয়ীভূত (দৃশ্য পদার্থ) ক্রিয়া

কারক ও ফলাত্মক কার্য্য-কারণভাববিশিষ্ট লোকসমূহই স্বপ্নে ও জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই হেতু স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থায় দৃষ্ট লোকসমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ দ্রষ্টা বিজ্ঞানময় আত্মা বিশুদ্ধ অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় অনুভূত বিষয়ের সহিত অসম্বদ্ধ। ১৮। ১৮।

আভাসভাষ্যম্। দর্শনবৃত্তৌ স্বপ্নে বাসনারাশের্দৃশ্যত্বাদ্ অতদ্ধর্ম্মতেতি বিশুদ্ধতা অবগতা আত্মনঃ; তত্র "যথাকামং পরিবর্ত্ততে" ইতি কামবশাৎ পরিবর্ত্তনমুক্তম্; দ্রষ্টুর্দৃশ্যসম্বন্ধশ্চ অস্য স্বাভাবিকঃ—ইত্যাশুঙ্কা শঙ্ক্যতে; অতস্তদ্বিশুদ্ধ্যর্থমাহ—

আভাস ভাষ্যের অনুবাদ।—বিষয়দর্শনাত্মক স্বপ্নাবস্থায় বাসনা বা জাগ্রৎকালীন সংস্কার দৃষ্ট হয় বলিয়া ঐ স্বপ্নধর্ম্মের সহিত আত্মার অসম্বন্ধ ও বিশুদ্ধতা জানা গিয়াছে, এবং 'যথাকামং পরিবর্ত্ততে' এই কথায় সে অবস্থায় বাসনানুরূপ পরিবর্ত্তন কথিত হইয়াছে; অতএব স্বপ্নদর্শীর সেই দৃশ্যসম্বন্ধ স্বাভাবিক বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে, তন্নিরাসার্থ বলিতেছেন—

অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ, হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে, স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বা অতিঘ্নীমানন্দস্য গত্বা শয়ীতৈবমেবৈষ এতচ্ছেতে ॥ ১৯ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ—অথ যদা (যস্মিন্ কালে) [পুরুষঃ] সুষুপ্তঃ ভবতি, যদা কস্যচন (শব্দাদেঃ কস্যাপি কিঞ্চন) ন বেদ (বিজানাতি), [তদা]—[যাঃ] দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি (দ্বাসপ্ততিসহস্রসংখ্যকাঃ) হিতাঃ নাম (হিতাখ্যাঃ) নাড্যঃ হৃদয়াৎ (হৃৎপিণ্ডাৎ) পুরীততং (হৃদয়বেষ্টনম্—তদুপলক্ষিতং দেহং) অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) প্রতিষ্ঠন্তে (প্রস্থিতাঃ—নির্গতাঃ), তাভিঃ (নাড়ীভিঃ) প্রত্যবসৃপ্য (শরীরং ব্যাপ্য) পুরীততি (শরীরে) শয়ীত (বর্ত্ততে); সঃ (সুষুপ্তঃ) যথা কুমারঃ বা মহারাজঃ বা মহাব্রাহ্মণঃ বা আনন্দস্য অতিঘ্নীং (অতিশায়িনীম্ অবস্থাং) গত্বা (প্রাপ্য) শয়ীত (অবতিষ্ঠেত), এবমেব (তদ্বৎ এব) এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) এতৎ (শয়নং যথা স্যাৎ তথা) [সর্ব্বসংসারধর্ম্মম্ অতীত্য] শেতে (বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) ॥১৯॥১৯॥

মূলানুবাদ। এই বিজ্ঞানময় পুরুষ যে সময়ে সুষুপ্ত হয়, যে সময়

কোন বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকে না, [সে সময়ে], হিতানামক যে বাহত্তর হাজার নাড়ী হৃৎপিণ্ড হইতে নির্গত হইয়া পুরীততে— হৃদয়বেষ্টনে অর্থাৎ তদ্বিশিষ্ট শরীরাভিমুখে বহির্গত হইয়াছে, সেই সমস্ত নাড়ীদ্বারা নির্গত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। পূর্ব্ব-প্রদর্শিত সেই কুমার কিংবা মহারাজ অথবা শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ যেমন্(স্বপ্নদশায়) আনন্দের উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই বিজ্ঞানময়ও ঠিক সেইরূপে শয়ন করে (অবস্থান করে)॥১১॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি—যদা স্বপিতি, তদাপ্যয়ং বিজ্ঞ এব; অথ পুনর্যদা হিত্বা দর্শনবৃত্তিং স্বপ্নম্, যদা যস্মিন্ কালে সুষুপ্তঃ সুষ্ঠু সুপ্তঃ সম্প্রসাদং স্বাভাব্যং গতঃ ভবতি—সলিলমিব অন্যসম্পর্ক-কালুষ্যং হিত্বা স্বাভাব্যেন প্রসীদতি।

কদা সুষুপ্তো ভবতি? যদা যস্মিন্ কালে, ন কস্যচন ন কিঞ্চনেত্যর্থঃ; বেদ বিজানাতি; কস্যচন বা শব্দাদেঃ সবিশেষং বস্তুকং কিঞ্চন ন বেদ—ইত্যধ্যাহার্য্যম্; পূর্ব্বত্র স্বাপ্নে, সুপ্তে তু বিশেষবিজ্ঞানাভাবস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। ১

এবং তাবদ্বিশেষবিজ্ঞানাভাবে সুষুপ্তো ভবতীত্যুক্তম্; কেন পুনঃ ক্রমেণ সুষুপ্তো ভবতীত্যুচ্যতে—হিতাঃ নাম হিতা-ইত্যেবংনাম্ন্যো নাড্যঃ শিরাঃ দেহস্যান্নরসবিপরিণামভূতাঃ, তাশ্চ দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি—দ্বে সহস্রে অধিকে সপ্ততিশ্চ সহস্রাণি—তাঃ দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি; হৃদয়াৎ—হৃদয়ং নাম মাংসপিণ্ডঃ, তস্মাৎ মাংসপিণ্ডাৎ পুণ্ডরীকাকারাৎ, পুরীততং হৃদয়পরিবেষ্টনবাচকং—তদুপলক্ষিতং শরীরমিহ পুরীতচ্ছব্দেনাভিপ্রেতং—পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তইতি—শরীরং কৃৎস্নং ব্যাপ্নুবন্ত্যঃ অশ্বত্থপর্ণরাজয় ইব বহির্মুখ্যঃ প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। ২

তত্র বুদ্ধেরন্তঃকরণস্য হৃদয়ং স্থানম্; তত্রস্থ-বুদ্ধিতন্ত্রাণি চেতরাণি বাহ্যানি করণানি; তেন বুদ্ধিঃ কর্ম্মবশাৎ শ্রোত্রাদীনি তাভির্নাড়ীভিঃ মৎস্যজালবৎ কর্ণশষ্কুল্যাদিস্থানেভ্যঃ প্রসারয়তি; প্রসার্য্য চাধিতিষ্ঠতি জাগরিতকালে; তাং বিজ্ঞানময়োঽভিব্যক্তস্বাত্মচৈতন্যাবভাসতয়া ব্যাপ্নোতি; সঙ্কোচনকালে চ তস্যা অনুসঙ্কুচতি; সোঽস্য বিজ্ঞানময়স্য স্বাপঃ; জাগ্রদ্বিকাসানুভবো ভোগঃ (১); বুদ্ধ্যুপাধিস্বভাবানুবিধায়ী হি সঃ, চন্দ্রাদিপ্রতিবিম্ব ইব জলাদ্যনুবিধায়ী। তস্মাৎ তস্যা বুদ্ধের্জাগ্রদ্বিষয়ায়াঃ তাভিঃ নাড়ীভিঃ প্রত্যবসর্পণমনু

(১) জাগ্রদ্বিকেশানুভবঃ ইতি পাঠান্তরং।

প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শরীরে শেতে তিষ্ঠতি—তপ্তমিব লোহপিণ্ডম্ অবিশেষেণ সংব্যাপ্য অগ্নিবৎ শরীরং সংব্যাপ্য বর্ত্তত ইত্যর্থঃ । স্বাভাবিক এব স্বাত্মনি বর্ত্তমানোঽপি কর্ম্মানুগতবুদ্ধ্যনুবৃত্তিত্বাৎ পুরীততি শেতে ইত্যুচ্যতে । ন হি সুষুপ্তিকালে শরীরসম্বন্ধোঽস্তি ; "তীর্ণো হি তদা সর্ব্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য" ইতি হি বক্ষ্যতি ।৩

সর্ব্বসংসারদুঃখবিমুক্তেয়মবস্থেত্যত্র দৃষ্টান্তঃ,—স যথা কুমারো বা অত্যন্তবালো বা, মহারাজো বা অত্যন্তবশ্যপ্রকৃতিঃ যথোক্তকৃৎ, মহাব্রাহ্মণো বা অত্যন্তপরিপক্কবিদ্যাবিনয়সম্পন্নঃ,অতিঘ্নীম্—অতিশয়েন দুঃখং হন্তীত্যতিঘ্নী আনন্দস্যাবস্থা সুখাবস্থা, তাং প্রাপ্য গত্বা শয়ীত অবতিষ্ঠেত । এষাঞ্চ কুমারাদীনাং স্বভাবস্থানাং সুখং নিরতিশয়ং প্রসিদ্ধং লোকে ; বিক্রিয়মাণানাং হি তেষাং দুঃখম্, ন স্বভাবতঃ ; তেন তেষাং স্বাভাবিক্যবস্থা দৃষ্টান্তত্বেনোপাদীয়তে, প্রসিদ্ধত্বাৎ ; ন তেষাং স্বাপ এবাভিপ্রেতঃ, স্বাপস্য দার্ষ্টান্তিকত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ বিশেষাভাবাচ্চ ; বিশেষে হি সতি দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকভেদঃ স্যাৎ ; তস্মান্ন তেষাং স্বাপো দৃষ্টান্তঃ,—এবমেব, যথায়ং দৃষ্টান্তঃ, এষ বিজ্ঞানময় এতৎ শয়নং শেতে ইতি—এতচ্ছব্দঃ ক্রিয়াবিশেষণার্থঃ,—এবময়ং স্বাভাবিকে স্বে আত্মনি সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীতো বর্ত্ততে স্বাপকালে ইতি ॥ ১৯ ॥ ১৯ ॥

টীকা—বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকমুত্তরশ্রুতিমবতারয়িতুমাহ · দর্শনবৃত্তাবিত্যাদিনা । তত্রেতি স্বপ্নোক্তিঃ । কামাদিসম্বন্ধস্তদর্থঃ । নিবর্ত্ত্যাশঙ্কাসম্ভাবান্নিবর্ত্তকানন্তরশ্রুতি-প্রবৃত্তিং প্রতিজানীতে—অত ইতি । স্বপ্নেঽপি তর্হি কল্পা, কিং সুষুপ্তগ্রহণেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—যদেতি । স্থতো ভবতি, তদা সুতরামস্য শুদ্ধিঃ সিধ্যতীতি শেষঃ । তদেব সুষুপ্তিকালং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কদেতি । বিকল্পং ব্যাবর্ত্তয়তি—পূর্ব্বং স্থিতি । ১

বৃত্তমনূদ্য প্রশ্নপূর্ব্বকং সুষুপ্তিপ্রতিপ্রকারং দর্শয়তি—এবং তাবদিতি । হিতফলপ্রাপ্তি-নিমিত্তত্বান্নাড্যো হিতা উচ্যন্তে । তাসাং দেহসম্বন্ধানামন্নব্যতিরেকাত্ত্বামন্নরসবিকারত্বমাহ—অন্নেতি । তাসামেব মধ্যমসংখ্যাং কথয়তি—তাশ্চেতি । তাসাং চ হৃদয়সম্বন্ধিনীনাং ততো নির্গত্য দেহব্যাপ্ত্যা বহির্মুখত্বমাহ—হৃদয়াদিতি । ২

তাভিরিত্যাদি ব্যাকর্ত্তুং ভূমিকাং করোতি—তত্রেতি । শরীরং সপ্তম্যর্থঃ । শরীরে করণানাং বৃত্তিস্তত্র কিং তাত্রাহ—তেনেতি । তথাপি জীবস্য কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তাং বিজ্ঞানময় ইতি । ভোগশব্দো ভাগবিষয়ঃ । বুদ্ধিবিকাসমনুভবন্নাত্মা জাগর্ত্তী-ত্যুচ্যতে, তৎসঙ্কোচং সমনুভবন্ স্বপিতীত্যত্র হেতুমাহ—বুদ্ধীতি । বুদ্ধ্যনুবিধায়িত্বং প্রকৃত-তাভিরিত্যাদি ব্যাচষ্টে—তস্মাদিতি । প্রত্যবসর্পণং ব্যাবর্ত্তনম্ । পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—তৎপ্রতিসৃত্যেতি । তপ্তধে লোহে বহ্নেরে চাস্য দৃষ্টান্তম্ । সুষুপ্তিকালে সর্ব্বাণি শেতে

বিজ্ঞানাদেবাত্মা পুরীততি শয়নমাচক্ষাণস্ত পূর্ব্বাপরবিরোধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মাধিক ইতি। ঔপচারিকমিদং বচনমিত্যত্র হেতুমাহ—স হীতি। ●

ইদমবধেতি প্রকৃতা সুষুপ্তিরুচ্যতে। উক্তেষু দৃষ্টান্তেষু বিবক্ষিতমংশং দর্শয়তি—প্রজাং চেতি। দুঃখমপি তেষাং প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিক্রিয়মাণানাং হীতি। দুঃখা-ভাবিষ্যাপত্তৈব দৃষ্টান্তং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন তেষামিতি। তৎখাপত দৃষ্টান্ত-মপ্রখ্যাপত দার্ষ্টান্তিকমিতি বিভাগমাশঙ্ক্যাহ—বিশেষাত্মভাবাদিতি। কেন তদাহযু-মিতি প্রয়োক্তব্যপূরণাদিত্যপসংহরতি—এবমিতি। ১১। ১২।

ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর বলা হইতেছে যে, জীব যে সময় সুষুপ্ত হয়—যখন স্বপ্নদর্শনে অবস্থিত হয়, তখনও এই বিজ্ঞানময় পুরুষ বিশুদ্ধই থাকে; তাহার পর যখন দর্শনাত্মক স্বপ্নাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সুষুপ্ত—সম্যক্রূপে সুপ্ত হয়—সম্প্রসাদরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তখনও জল যেরূপ দ্রব্যান্তর সংযোগজ কলুষতা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বচ্ছতা লাভে প্রসন্ন (নির্ম্মল) হয়, তদ্রূপ প্রসন্ন হয়। ভাল, জীব কোন সময়ে সুষুপ্ত হয়?—যে সময়ে কাহারও অর্থাৎ কিছুও জানে না; অথবা শব্দাদিবিষয়-সম্পর্কিত অন্য কোনও কিছু জানে না;—এই অংশটুকু অধ্যাহার বা পূরণ করিয়া লইতে হইবে; এই উভয় প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই ন্যায্য; কারণ, এখানে সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-বিজ্ঞানের অভাব প্রতিপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রেত। ১

এই কথা বলা হইতেছে যে, যে সময় কোনপ্রকার বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না, বিজ্ঞানময় আত্মা তখনই সুষুপ্ত হয়। কি প্রকারে সুষুপ্ত হয়, এখন তাহা বলা হইতেছে—দৈহিক অন্ন-রসের পরিণামভূত 'হিতা' নামে প্রসিদ্ধ কতকগুলি নাড়ী (শিরা) আছে; সেই নাড়ীর সংখ্যা দ্বাসপ্ততি সহস্র—দুই হাজার অধিক, আর সত্তর হাজার—সেই বাহাত্তর হাজার নাড়ী হৃদয় হইতে পুরীতৎনাড়ীর অভিমুখে গিয়াছে। হৃদয় অর্থ—মাংসখণ্ডবিশেষ; সেই মাংসখণ্ডটী পদ্মের সদৃশ; হৃদয়ের বেষ্টনকে 'পুরীতৎ' বলে; এখানে কিন্তু সেই পুরীতৎবিশিষ্ট দেহই পুরীতৎ-শব্দের অভিপ্রেত অর্থ; 'পুরীততের দিকে নির্গত হইয়াছে' কথার অর্থ এই যে, অশ্বত্থপত্র যেরূপ শিরাজালে বেষ্টিত, তদ্রূপ ঐ নাড়ী সমূহও সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া বহির্দিকে প্রসৃত হইয়াছে।২

শরীরাভ্যন্তরস্থ সেই হৃদয় হইল বুদ্ধির—অন্তঃকরণের স্থান বা আশ্রয়; অপরাপর ইন্দ্রিয়গণ তত্রত্য বুদ্ধির অধীন; সেই হেতু ঐ বুদ্ধিই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে মৎস্য-জালের ন্যায় ওত-প্রোতভাবাপন্ন উক্ত নাড়ীসমূহ দ্বারা কর্ণশষ্কুলি (কর্ণছিদ্র) প্রভৃতি ইন্দ্রিয়স্থানে প্রসারণ করিয়া থাকে, এবং প্রসারণ

করিয়া নিজেই জাগ্রৎকালে ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করে অর্থাৎ পরিচালনাদি কার্য্যে কর্তৃত্ব করে। বিজ্ঞানময় আত্মা আবার স্বীয় অভিব্যক্ত চৈতন্য দ্বারা সেই বুদ্ধিকে ব্যাপিয়া থাকে, অর্থাৎ বুদ্ধিকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখে; সেই বুদ্ধি যখন সঙ্কোচিত হয়, তখন বিজ্ঞানময়ও যেন সঙ্কোচ-দশাই প্রাপ্ত হয়। সেই সংকোচ-দশাই বিজ্ঞানময় আত্মার স্বপ্নদশা; আর জাগ্রৎকালীন যে চৈতন্ত-বিকাসাত্মক অনুভব, তাহাই তাহার ভোগ অর্থাৎ জাগরণ দশা; কেন না, চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব যেমন জলানুসারী হইয়া থাকে, তেমনি বিজ্ঞানময় আত্মাও বুদ্ধির সমান স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে. [সুতরাং বুদ্ধির সংকোচ ও বিকাসানুসারে তাহারও সংকোচ-বিকাসাদি প্রাপ্তি যুক্তিযুক্তই বটে।] সেই হেতুই জাগ্রৎকালে বুদ্ধি যখন পূর্ব্বোক্ত নাড়ীসমূহ দ্বারা প্রাণে সমর্পিত হয়, তখন বিজ্ঞানময়ও তদনুসারে সর্ব্বশরীরে অধিষ্ঠান করে; তপ্তলোহের অগ্নি যেরূপ সমস্ত লৌহখণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, তেমনি বিজ্ঞানময়ও তখন সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে থাকে। যদিও আত্মা সর্ব্বদাই স্বস্বরূপে অবস্থিত আছে সত্য, তথাপি প্রাক্তন কর্ম্মানুযায়ী বুদ্ধিবৃত্তির অনুগামী হয় বলিয়া পুরীতৎনাড়ীতে (শরীরে) অবস্থান করে বলা হইয়া থাকে মাত্র; কারণ, সুষুপ্তিকালেও আত্মার পূর্ব্বের ন্যায় শরীরসম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে না (১)। স্বয়ং শ্রুতিই পরে বলিবেন যে, 'সেই সময়ে (সুষুপ্তি সময়ে) হৃদয়ের সর্ব্ববিধ দুঃখ অতিক্রম করিয়াথাকে'। ৩

এই সুষুপ্তি অবস্থা যে, সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, প্রসিদ্ধ কুমার অর্থাৎ অত্যন্ত বালক, অথবা সর্ব্বস্বামী এবং স্বেচ্ছাকারী মহারাজ কিংবা অতিশয় পরিপক্কতাপ্রাপ্ত বিদ্যা-বিনয়াদিগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যেরূপ অতিঘ্নী—দুঃখের অতিশয় নিবৃত্তিসাধক আনন্দাবস্থা

(১) তাৎপর্য্য—"সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি।
পুনশ্চ জন্মান্তর কর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ॥"

শাস্ত্রে আছে, সুষুপ্তি সময়ে এই জড়দেহের সমস্তই কারণশরীর অজ্ঞানে যাইয়া বিলীন হয়, এমন কি, তাঁহার দৃশ্যমান স্থূল দেহও তখন থাকে না, অপরলোকে যে, সুষুপ্তের স্থূলদেহ দর্শন করিয়া থাকে তাহা তাহাদের ভ্রান্তিমাত্র; জীব সে সময়ে তমোগুণে অভিভূত হইয়া কর্ম্ম সহযোগে কেবল আনন্দময় অবস্থা অনুভব করিতে থাকে; আবার প্রাক্তন কর্ম্মের প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া সেই জীবই আবার ক্রমে স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(সুখাবস্থা) প্রাপ্ত হইয়া শয়ন করে—অবস্থান করে। শ্রুতিতে উক্ত কুমারপ্রভৃতির সর্ব্বাধিক সুখসমৃদ্ধি জগতে সুপ্রসিদ্ধ; তাহারা যখন স্বাভাবিক অবস্থা হইতে প্রচ্যুত হয়, তখনই তাহাদের দুঃখ উপস্থিত হয়, নচেৎ হয় না; এই জন্ম তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ অবস্থাকেই সুষুপ্তির দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইতেছে; কারণ, তাহাদের সুখাবস্থা জগতে সুপ্রসিদ্ধ; কিন্তু তাহাদের সুষুপ্তি অবস্থাটীমাত্র দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে; কারণ, সুষুপ্তি অবস্থাটীকে দার্ষ্টান্তিকরূপে প্রতিপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রেত; বিশেষতঃ সুষুপ্তিবিষয়ে সাধারণের সঙ্গে উহাদের কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্যও নাই; যাহাতে আংশিক কিছু বিশেষ থাকে, তাহাই দৃষ্টান্তরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, (অবিশেষ পদার্থ হয় না); অতএব তাহাদের সুষুপ্তি-দশা কখনই ইহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। যেরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, ঠিক সেইরূপ বিজ্ঞানময় আত্মাও এইরূপে শয়ন করে—অবস্থান করে, অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় বিজ্ঞানময় আত্মাও নিদ্রাসময়ে সর্ব্ববিধ সংসারধর্ম্ম অতিক্রমপূর্ব্বক স্বীয় আত্মস্বরূপে অবস্থান করে ॥ ১৯ ॥ ১৯ ॥

আভাসভাষ্যম্। ক্বৈষ তদাভূদিত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনমুক্তম্; অনেন চ প্রশ্ননির্ণয়েন বিজ্ঞানময়স্য স্বভাবতো বিশুদ্ধিরসংসারিত্বঞ্চোক্তম্। কুত এতদাগাদিত্যস্য প্রশ্নস্যাপাকরণার্থ আরম্ভঃ। ননু যস্মিন্ গ্রামে নগরে বা যো ভবতি, সোঽন্যত্র গচ্ছন্ তত এব গ্রামাৎ নগরাদ্বা গচ্ছতি, নান্যতঃ; তথাসতি "ক্বৈষ তদাভূৎ"ইত্যেতাবানেবাস্ত প্রশ্নঃ; যত্রাভূৎ, তত এবাগমনং প্রসিদ্ধং স্যাৎ, নান্যতঃ, ইতি "কুত এতদাগাৎ"ইতি প্রশ্নো নিরর্থক এব। কিং শ্রুতিরু-পালভ্যতে ভবতা? ন; কিং তর্হি? দ্বিতীয়স্য প্রশ্নস্যার্থান্তরং শ্রোতুমিচ্ছামি; অত আনর্থক্যং চোদয়ামি। ১

এবং তর্হি "কুতঃ" ইত্যপাদানার্থতা ন গৃহ্যতে; অপাদানার্থত্বে হি পুনরুক্ততা, নান্যার্থত্বে; অস্ত তর্হি নিমিত্তার্থঃ প্রশ্নঃ—কুত এতদাগাৎ—কিন্নিমিত্তমিহা-গমনমিতি। ন নিমিত্তার্থতাপি, প্রতিবচনবৈরূপ্যাৎ; আত্মনশ্চ সর্ব্বস্য জগতোঽগ্নিবিস্ফুলিঙ্গাদিবদুৎপত্তিঃ প্রতিবচনে শ্রূয়তে; ন হি বিস্ফুলিঙ্গানাং বিদ্রবণে অগ্নির্নিমিত্তম্; অপাদানমেব তু সঃ; তথা পরমাত্মা বিজ্ঞানময়স্যাত্ম-নোঽপাদানত্বেন শ্রূয়তে—"অস্মাদাত্মনঃ"ইত্যেতস্মিন্ বাক্যে; তস্মাৎ প্রতিবচন-বৈলোম্যাৎ "কুতঃ" ইতি প্রশ্নস্য নিমিত্তার্থতা ন শক্যতে বর্ণয়িতুম্। ২

নন্বপাদানপক্ষেঽপি পুনরুক্ততাদোষঃ স্থিত এব। নৈষ দোষঃ, প্রশ্নাভ্যামাত্মনি ক্রিয়াকারকফলাত্মতাপোহস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। ইহ হি বিদ্যাবিদ্যাবিষয়াবুপন্যস্তৌ,—"আত্মেত্যেবোপাসীত" "আত্মানমেবাবেৎ," "আত্মানমেব লোকমুপাসীত"ইতি বিদ্যাবিষয়ঃ ; তথা অবিদ্যাবিষয়শ্চ পাঙ্‌ক্তং কর্ম্ম তৎফলঞ্চান্নত্রয়ং নামরূপকর্ম্মাত্মকমিতি। তত্রাবিদ্যাবিষয়ে বক্তব্যং সর্ব্বমুক্তম্। বিদ্যাবিষয়স্তু আত্মা কেবল উপন্যস্তঃ, ন নির্ণীতঃ ; তন্নির্ণয়ায় চ "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" ইতি প্রক্রান্তম্, "জ্ঞপয়িষ্যামি" ইতি চ। অতস্তদ্ ব্রহ্ম বিদ্যাবিষয়ভূতং জ্ঞাপয়িতব্যং যাথাত্ম্যতঃ। তস্য চ যাথাত্ম্যং ক্রিয়াকারকফলভেদশূন্যম্ অত্যন্তবিশুদ্ধমদ্বৈতম্—ইত্যেতদ্বিবক্ষিতম্ ; অতস্তদনুরূপৌ প্রশ্নাবুত্থাপ্যেতে শ্রুত্যা—"ক্বৈষ তদাভূৎ, কুত এতদাগাৎ" ইতি। ৩

তত্র—যত্র ভবতি, তদধিকরণম্ ; যদ্ভবতি, তদধিকর্ত্তব্যম্ ; তয়োশ্চাধিকরণাধিকর্ত্তব্যয়োর্ভেদো দৃষ্টো লোকে। তথা—যত আগচ্ছতি তদপাদানম্, য আগচ্ছতি স কর্ত্তা তস্মাদন্যো দৃষ্টঃ। অন্যথা আত্মা ক্বাপ্যভূদন্যস্মিন্নন্যঃ, কুতশ্চিদাগাৎ অন্যস্মাদন্যঃ—কেনচিচ্চান্যেন সাধনান্তরেণ ইত্যেবং লোকবৎ প্রাপ্তা বুদ্ধিঃ ; সা প্রতিবচনেন নিবর্ত্তয়িতব্যেতি। নায়মাত্মা অন্যঃ অন্যত্রাভূৎ, অন্যো বা অন্যস্মাদাগতঃ, সাধনান্তরং বা আত্মন্যস্তি ; কিং তর্হি? স্বাত্মন্যেবাভূৎ—"স্বমাত্মানমপীতো ভবতি" "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ" "পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ; অতএব নান্যঃ অন্যস্মাদাগচ্ছতি ; তৎ শ্রুত্যৈব প্রদর্শ্যতে—"অস্মাদাত্মনঃ" "ইতি, আত্মব্যতিরেকেণ বস্তন্তরাভাবাৎ। নন্বস্তি প্রাণাদি আত্মব্যতিরিক্তং বস্তন্তরম্ ; ন ; প্রাণাদেস্তত এব নিষ্পত্তেঃ। তৎ কথম্? ইত্যুচ্যতে—

টীকা—স যথেত্যাদেঃ সঙ্গতিং বক্তুং বৃত্তং সঙ্কীর্ত্তয়তি—ক্বৈষ ইতি। কিং পুনরাত্মপ্রশ্ননির্ণয়েন ফলতি? যৎপদার্থশুদ্ধিরিত্যাহ—অনেনেতি। শুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মত্বং চ তত্ত্বোক্তমিত্যাহ—অসংসারিত্বং চেতি। উত্তরগ্রন্থস্য পর্য্যায়—কুত ইতি। পূর্ব্বোক্তোত্তরস্য সত্যার্থত্বং শঙ্কতে—নন্বিতি। বিভাগবেরেব নির্দ্ধারিতত্বান্নাপত্যবধোনির্দ্ধিধারয়িতব্যা প্রশ্নে প্রতিবচনং ব্যাখ্যানবিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথা সতীতি। অপৌরুষেয়ী শ্রুতিরশেষদোষশূন্যত্বাদনতিশঙ্কনীয়েতি সিদ্ধান্তী স্মৃত্বাভিসন্ধিমাহ— কিং প্রোক্তমিতি। ন প্রতিবাক্যমিত্যাশঙ্ক্যতে, নির্দ্দোষবাদিতি পূর্ব্ববাদ্যাহ—নেতি। শ্রুতেরনাক্ষেপ্যত্বে ব্যাহ্নং চোদ্যং নিরবকাশমিত্যাহ—কিং তর্হীতি। তত্র ব্যাখ্যানং পূর্ব্ববাদী ব্যাখ্যাতি দ্বিতীয়স্তেতি। ১

পূর্ব্বাবধিত্বপাদানার্থত্বয়োঃ পঞ্চম্যাঃ তত্রাগমনাবে সত্যেকদেশী ব্রবীতি—প্রশ্ন তদ্বীতি। কথমনর্থকং, তদাহ—অস্থিতিতি। তর্হি তত্রাপাদানার্থত্বেন পুনরুক্তত্বাদিত্যাদিত্যর্থঃ। একদেশিনং পূর্ব্ববাদী দূষয়তি—নেতি। অপাদানার্থতাবদিত্যপেরর্থঃ। তদেব স্ফুটয়তি—আত্মনশ্চেতি। অপতঃ সর্ব্বত্র চেতনস্যাচেতনস্য চেতি বক্তুং চশব্দঃ। ২

তর্হি তত্রাপাদানার্থা পঞ্চমী ত্যাগেন পূর্ব্ববাদী পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি—নন্বিতি। সর্ব্বা-বিদ্যাতজ্জবিনির্মুক্তং প্রত্যগাত্মং ব্রহ্ম প্রশ্নদ্বয়ব্যাজেন প্রতিপিপাদয়িষিতমিতি ন পুনরুক্তিরিতি সিদ্ধান্তী ব্যাখ্যানমভিপ্রেত্যাহ—নৈষ দোষ ইতি। যথোক্তং বস্তু প্রশ্নাভ্যাং বিবক্ষিত-মিতি বক্তো জাতবিদ্যাশঙ্কা তমুক্তং ভাষ্যীয়মর্থমনুবদতি—ইহ হীতি। বিদ্যাবিষয়-নির্ণয়স্ত কর্তব্যশ্চেত্র ন প্রতিভাতী ত্যাশঙ্ক্যাহ—তন্নির্ণয়ায় চেতি। অন্যথা প্রশ্নকঃ স্যাদিতি ভাবঃ। কিং তদ্বাধ্যাত্মং, তদাহ—তস্য চেতি। ০

কথং যথোক্তব্যাখ্যাব্যাখ্যানোপযোগিনঃ প্রশ্নয়োরিত্যাশঙ্ক্য দ্বয়োঃ শ্রৌতমর্থমাহ—তত্রেতি। প্রশ্নপ্রবৃত্তিমুক্ত্বা প্রতিবচনপ্রবৃত্তিমাহ—নেতি। নিবর্ত্তিতয়োরিতি তৎপ্রবৃত্তি-রিতি শেষঃ। সম্প্রতি প্রতিবচনয়োস্তাৎপর্য্যমাহ—সাম্যমিতি। স্বাপস্যোপাধিতাস্ত্র প্রধানমাহ—স্বাত্মানমিতি। সুষুপ্তে স্বাত্মন্যেব স্থিতিঃ তৎপদার্থঃ। প্রবোধপর্য্যা-মাত্মন এবাগমনমপাদানত্বমিত্যত্র মানমেতেনাত্মনঃ শ্রুতিমুখোপন্যাসমাহ—তস্মাদ্ বৈতদেবেতি। স্থিত্যাগত্যোরাত্মন এবাবধিত্বমিত্যত্রোপপত্তিমাহ—আত্মেতি॥

আভাসভাষ্যানুবাদ।—'এই বিজ্ঞানময় তৎকালে কোথায় ছিল'? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বলা হইয়াছে; এবং সেই প্রশ্নার্থ নিরূপণ দ্বারাই বিজ্ঞানময় আত্মার বিশুদ্ধি ও অসংসারিত্ব উভয়ই বলা হইয়াছে। অতঃপর 'কোথা হইতে এইরূপে আসিল?' এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের উদ্দেশে শ্রুতির অবতারণা হইতেছে। এখন শঙ্কা হইতেছে এই যে, যে লোক যে গ্রামে বা যে নগরে বাস করে, সে লোক অন্যত্র যাইবার সময় সেই গ্রাম বা সেই নগর হইতেই প্রস্থান করিয়া থাকে, কিন্তু অন্য স্থান হইতে করে না; ইহাই যখন লোকসিদ্ধ নিয়ম, তখন "ক্বৈষ তদাভূৎ" এই একটী মাত্র প্রশ্ন হওয়াই উচিত; কেননা, যেখানে ছিল, সেখান হইতে আগমনই প্রসিদ্ধ; অন্য স্থান হইতে নহে; সুতরাং "কুত এতদাগাৎ" ('কোথা হইতে এইরূপে আসিল') এই প্রশ্নটী নিশ্চয়ই নিরর্থক হইতেছে। ভাল, তবে কি তুমি শ্রুতির উপর অভিযোগ করিতেছ? না—তাহা নহে; তবে কি না, দ্বিতীয় প্রশ্নের অন্যপ্রকার অর্থ শুনিতে ইচ্ছা করি; এই জন্যই আনর্থক্য-দোষের উত্থাপন করিতেছি। ১

তাহা হইলে বলিতেছি, এখানে 'কুতঃ' পদের অপাদানার্থতা (কোথা

হইতে—এরূপ অর্থ) গ্রহণ করা হইতেছে না ; কারণ, অপাদান-অর্থ গ্রহণ করিলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে, কিন্তু অন্যপ্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে আর সে দোষ ঘটে না। আচ্ছা, তাহা হইলে, এখানে 'কিসের জন্য আগমন' এইরূপ নিমিত্তার্থেই প্রশ্ন হউক? না—নিমিত্তার্থতাও হইতে পারে না; কারণ, প্রতিবচনে অন্যরূপ দেখা যায় ; কেন না, প্রতিবচনে শোনা যায় যে, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গাদির ন্যায় আত্মা হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে ; অথচ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-জননে অগ্নিক কখনই নিমিত্ত কারণ নহে ; পরন্তু অগ্নি তাহার অপাদানই বটে ; সেইরূপ পরমাত্মা যে, বিজ্ঞানময় আত্মার অপাদান, এ কথা "অস্মাদাত্মনঃ" (এই আত্মা হইতে) এই শ্রুতিতেও শ্রুত হইতেছে। অতএব প্রতিবচনের সহিত সাম্য না থাকায় "কুতঃ ?" এই প্রশ্নের নিমিত্তার্থত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। ২

ভাল কথা, অপাদানপক্ষেও পুনরুক্তি দোষ ত আছেই ; না—ইহাতে দোষ হয় না ; কারণ, আত্মাতে আরোপিত ক্রিয়া-কারক-ফলাত্মকতা প্রাপ্তি দূরীকরণ করাই প্রশ্নদ্বয়ের অভিপ্রেত। এখানে দুইটি বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, একটী বিদ্যার বিষয়, অপরটি অবিদ্যার বিষয় ; তন্মধ্যে 'আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে' 'আত্মাকেই জানিবে' 'আত্মস্বরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে' এ সমস্ত হইল বিদ্যাবিষয়ের কথা, আর পূর্বোক্ত পাঙ্‌ক্ত কর্ম ও তৎফল নামরূপ ও কর্মাত্মক অন্ন সমস্ত হইল অবিদ্যার বিষয়। ইহার মধ্যে অবিদ্যাধিকারে বক্তব্য বিষয় সমস্তই বলা হইয়াছে ; আর বিদ্যার বিষয় (বিজ্ঞেয়, আত্মার কেবল উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে, কিন্তু নির্ণয় করা হয় নাই ; সেই আত্মস্বরূপ নির্ণয়ের জন্যই "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" (আমি তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব, এবং "জ্ঞপয়িষ্যামি" (বুঝাইব) এই কথার উপক্রম করা হইয়াছে। অতএব বিদ্যার বিষয়ীভূত সেই ব্রহ্মই এখানে যথাযথরূপে বিজ্ঞাপনীয়, আর ব্রহ্মের যথার্থ-স্বরূপটি যে, ক্রিয়া, কারক ও ফলাত্মক ভেদশূন্য অত্যন্ত বিশুদ্ধ অদ্বৈত, তৎপ্রতিপাদনই শ্রুতির অভিপ্রেত ; সেই জন্যই শ্রুতি সেই অভিপ্রায়ানুযায়ী দুইটি প্রশ্নের উত্থাপন করিতেছেন—"ক এষ তদা অভূৎ, কুত এতদাগাৎ" ইতি। ৩

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, যাহাতে থাকে, তাহা অধিকরণ, আর যাহা থাকে তাহা হয় অধিকর্তব্য বা আধেয় ; এই অধিকরণ ও অধিকর্তব্য (আধেয়) পদার্থ দুইটির ভেদ বা পার্থক্য সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় ; এই প্রকার যাহা হইতে আইসে বা বহির্গত হয়, তাহা অপাদান, আর যাহা আইসে,

তাহা কর্তা ; কর্তাকেও অপাদান হইতে ভিন্নই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ লোক ব্যবহার দৃষ্টে মনে হইতে পারিত যে, অন্ত—অধিকরণ হইতে ভিন্ন আত্মা কোথাও ছিল, এবং অপর কোনও সাধনের সাহায্যে অন্ত কোনও স্থান হইতে অন্ত আত্মা আসিয়াছে ; সেই আশঙ্কাই প্রত্যুত্তর দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে ; [এই জন্ত এখানে বলা হইতেছে যে,] এই আত্মা অন্ত বা পৃথক্‌বস্তু নহে, অন্তত্র ছিলও না, এবং অন্ত আত্মা যে, অন্ত স্থান হইতে আসিয়াছে, তাহাও নহে এবং আত্মার এই আগমনে অন্ত কোন সাধনও নাই, (যাহা দ্বারা আত্মার সেরূপ আগমন হইতে পারে ; তবে কিনা, "স্বমাত্মানমপীতো ভবতি" "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে আত্মা তখনও আপনাতেই থাকে ; অন্ত কোন স্থান হইতে আইসেও না, এবং "অস্মাৎ আত্মনঃ" এই শ্রুতিও বলিতেছে যে, আত্মার অতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোনও বস্তু নাই। কেন ?—আত্মাতিরিক্ত প্রাণ প্রভৃতি আরও ত অনেক বস্তু রহিয়াছে ? না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, প্রাণাদি বস্তুগুলি এই আত্মা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, [অতএব প্রাণ প্রভৃতি কোন বস্তুই আত্মা হইত স্বতন্ত্র পৃথক্ পদার্থ নহে]। তাহা কিপ্রকার ? বলা হইতেছে—

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি, তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥ ১০০ ॥ ২০ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ২ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। প্রস্তুতম্ অর্থং দৃষ্টান্তেন প্রচরয়িতুমাহ—"সঃ যথা" ইতি। সঃ (প্রসিদ্ধঃ) ঊর্ণনাভিঃ (লূতাকীটঃ) যথা তন্তুনা (স্বপ্রসৃতেন সূত্রেণ) উচ্চরেৎ (ঊর্দ্ধং গচ্ছেৎ), অগ্নেঃ (বহ্নেঃ সকাশাৎ) যথা ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ (বহ্নিকণাঃ) ব্যুচ্চরন্তি (বিবিধাকারেণ প্রসর্পন্তি), এবমেব (উক্তদৃষ্টান্তদ্বয়বদেব) অস্মাৎ (বিজ্ঞানময়স্য প্রতিবোধপ্রাক্কালীনাৎ স্বরূপাৎ) সর্ব্বে প্রাণাঃ (বাক্‌প্রভৃতয়ঃ) সর্ব্বে লোকাঃ (স্বর্গাদয়ঃ) সর্ব্বে দেবাঃ (প্রাণাধিষ্ঠাতারঃ লোকাধিষ্ঠাতারশ্চ অগ্নিপ্রভৃতয়ঃ), সর্ব্বাণি ভূতানি (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি), ব্যুচ্চরন্তি (নানাকারং প্রাদুর্ভবন্তি), তস্য অস্য (সর্ব্বকারণভূতস্য ব্রহ্মণঃ)

উপনিষৎ (রহস্যং নাম)—সত্যস্য সত্যম্ ইতি; [কিমিদং সত্যং নাম? তদাহ] প্রাণাঃ বৈ (এব) সত্যং (সত্যনামানঃ); এষঃ (আত্মা) তেষাং সত্যম্ (সত্যতাপাদকইত্যর্থঃ)॥ ২০০॥ ২০॥

মূলানুবাদ। উক্ত বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন;—প্রসিদ্ধ ঊর্ণনাভি (মাকড়শা) যেমন স্বশরীরোৎপন্ন সূত্র দ্বারা ঊর্দ্ধে যায়, এবং অগ্নি হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সমূহ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, ঠিক তদ্রূপ এই আত্মা হইতে—বিজ্ঞানময় আত্মা জাগরিত হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত, যে আত্মা স্বস্বরূপে অবস্থানকরে, সেই আত্মা হইতে, সমস্ত প্রাণ, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, সমস্ত লোক—ভোগস্থান স্বর্গাদি, সমস্ত দেবতা—ইন্দ্রিয় ও ভোগস্থানের অধিপতিগণ এবং সমস্ত ভূত (প্রাণিগণ) নানাকারে—দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদিরূপে উত্থিত হয়, সেই আত্মার রহস্য নাম হইতেছে—সত্যের সত্য; প্রাণসমূহ সত্য, এই আত্মা সে সমুদায়েরও সত্য, অর্থাৎ সত্যতা সম্পাদক॥ ১০০॥ ২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র দৃষ্টান্তঃ,—যথা লোকে ঊর্ণনাভিঃ লূতাকীটঃ এক এব প্রসিদ্ধঃ সন্ স্বাত্মাপ্রবিভক্তেন তন্তুনা উচ্চরেৎ উদ্গচ্ছেৎ; নচাস্তি তস্যোদ্গমনে স্বতোঽতিরিক্তং কারকান্তরম্; যথা চ একরূপাদেকস্মাদগ্নেঃ ক্ষুদ্রা অল্পা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ত্রুটয়ঃ অগ্ন্যবয়বাঃ ব্যুচ্চরন্তি বিবিধং নানা বা উচ্চরন্তি; যথেমৌ দৃষ্টান্তৌ কারকভেদাভাবেঽপি প্রবৃত্তিং দর্শয়তঃ, প্রাক প্রবৃত্তেশ্চ স্বভাবত একত্বম্, এবমেব অস্মাদাত্মনঃ বিজ্ঞানময়স্য প্রাক্ প্রতিবোধাদ্ যৎ স্বরূপম্, তস্মাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বে প্রাণা বাগাদয়ঃ, সর্ব্বে লোকাঃ—সর্ব্বাণি কর্ম্মফলানি, সর্ব্বে দেবাঃ প্রাণলোকাধিষ্ঠাতারঃ অগ্ন্যাদয়ঃ, সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি প্রাণিজাতানি—'সর্ব্বে এত আত্মানঃ' ইত্যস্মিন্ পাঠে উপাধিসম্পর্কজনিত-প্রবুদ্ধ্যমানবিশেষাত্মান ইত্যর্থঃ; ব্যুচ্চরন্তি। ১

যস্মাদাত্মনঃ স্থাবর-জঙ্গমং জগদিদম্ অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবদ্ ব্যুচ্চরত্যনিশম্, যস্মিন্নেব চ প্রলীয়তে জলবুদ্বুদবৎ যদাত্মকং চ বর্ত্ততে স্থিতিকালে, তস্যাস্য আত্মনঃ ব্রহ্মণ উপনিষৎ—উপ-সমীপং নিগময়তীত্যভিধায়কঃ শব্দ উপনিষদিত্যুচ্যতে,—শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদেতজ্জগতো বিশেষোঽবসীয়তে—উপনিগময়িতৃত্বং নাম।

কাসাবুপনিষৎ? ইত্যাহ—সত্যস্য সত্যমিতি; সা হি সর্ব্বত্র চোপনিষৎ অলৌকিকার্থত্বাৎ দুর্বিজ্ঞেয়ার্থা, ইতি তদর্থমাচষ্টে—প্রাণা বৈ সত্যম্, তেষামেষ সত্যমিতি। এতস্যৈব বাক্যস্য ব্যাখ্যানায়োত্তরং ব্রাহ্মণদ্বয়ং ভবিষ্যতি। ২

ভবতু তাবদুপনিষদ্ব্যাখ্যানায় উত্তরং ব্রাহ্মণদ্বয়ম্; তস্যোপনিষদিত্যুক্তম্; তত্র ন জানীমঃ কিং প্রকৃতস্যাত্মনো বিজ্ঞানময়স্য পাণিপেষণোত্থিতস্য সংসারিণঃ শব্দাদিভুজ ইয়মুপনিষৎ? আহোস্বিৎ অসংসারিণঃ কস্যচিৎ? কিঞ্চাতঃ? যদি সংসারিণঃ, তদা সংসার্য্যেব বিজ্ঞেয়ঃ; তদ্বিজ্ঞানাদেব সর্ব্বপ্রাপ্তিঃ, স এব ব্রহ্মশব্দবাচ্যঃ,তদ্বিদ্যৈব ব্রহ্মবিদ্যেতি; অথ অসংসারিণঃ,তদা তদ্বিষয়া বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা, তস্মাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ সর্ব্বভাবাপত্তিঃ; সর্ব্বমেতচ্ছাস্ত্রপ্রামাণ্যাদ্ভবিষ্যতি; কিন্তু অস্মিন্ পক্ষে "আত্মেত্যেবোপাসীত" "আত্মানমেবাবেৎ—অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি পরব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপাদিকাঃ শ্রুতয়ঃ কুপ্যেরন্, সংসারিণশ্চান্যস্যাভাবে উপদেশানর্থক্যাৎ। যত এবং পণ্ডিতানামপ্যেতৎ মহামোহস্থানম্ অনুক্তপ্রতিবচনপ্রশ্নবিষয়ম্, অতো যথাশক্তি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদকবাক্যেষু ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসূনাং বুদ্ধিব্যুৎপাদনায় বিচারয়িষ্যামঃ ৩

ন তাবৎ অসংসারী পরঃ—পাণিপেষণপ্রতিবোধিতাৎ শব্দাদিভুজোঽবস্থান্তরবিশিষ্টাৎ, উৎপত্তিশ্রুতেঃ; ন প্রশাসিতা অশনায়াদিবর্জ্জিতঃ পরো বিদ্যতে; কস্মাৎ? যস্মাৎ 'ব্রহ্ম জ্ঞপয়িষ্যামি' ইতি প্রতিজ্ঞায়, সুপ্তং পুরুষং পাণিপেষং বোধয়িত্বা, তং শব্দাদিভোক্তৃত্ববিশিষ্টং দর্শয়িত্বা, তস্যৈব স্বপ্নদ্বারেণ সুষুপ্ত্যাখ্যমবস্থান্তরমুন্নীয়, তস্মাদেবাত্মনঃ সুষুপ্তাবস্থাবিশিষ্টাদ্ অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গোর্ণনাভিদৃষ্টান্তাভ্যাম্ উৎপত্তিং দর্শয়তি শ্রুতিঃ—"এবমেবাস্মাৎ" ইত্যাদিনা। ন চান্যো জগদুৎপত্তিকারণমন্তরালে শ্রুতোঽস্তি, বিজ্ঞানময়স্যৈব হি প্রকরণম্। ৪

সমানপ্রকরণে চ শ্রুত্যন্তরে কৌষীতকিনাম্ আদিত্যাদি-পুরুষান্ প্রস্তুত্য "স হোবাচ, যো বৈ বালাকে, এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য চৈতৎ কর্ম্ম, স বৈ বেদিতব্যঃ" ইতি প্রবুদ্ধস্যৈব বিজ্ঞানময়স্য বেদিতব্যতাং দর্শয়তি, নার্থান্তরস্য। তথা চ "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" ইত্যুক্ত্বা, য এবাত্মা প্রিয়ঃ প্রসিদ্ধঃ, তস্যৈব দ্রষ্টব্য-শ্রোতব্য-মন্তব্য-নিদিধ্যাসিতব্যতাং দর্শয়তি। তথা চ বিদ্যোপন্যাসকালে "আত্মেত্যেবোপাসীত", "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ," "তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি" এবমাদিবাক্যানামানুলোম্যং স্যাৎ পরাভাবে। বক্ষ্যতি চ—"আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ" ইতি। ৫

সর্ব্ববেদান্তেষু চ প্রত্যগাত্মবেত্তৈব প্রদর্শ্যতে অহমিতি, ন বহির্বেদ্যতয়া শব্দাদিবৎ প্রদর্শ্যতে অন্যো ব্রহ্মেতি। তথা কৌষীতকিনামেব "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বিদ্যাৎ" ইত্যাদিনা বাগাদিকরণৈর্ব্যাপৃতস্য কর্ত্তুরেব বেদিতব্যতাং দর্শয়তি। ৬

অবস্থান্তরবিশিষ্টোঽসংসারীতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ, যো জাগরিতে শব্দাদিভুক্ বিজ্ঞানময়ঃ, স এব সুষুপ্ত্যাখ্যমবস্থান্তরং গতঃ অসংসারী পরঃ প্রশাসিতা অতঃ স্যাদিতি চেৎ; ন, অদৃষ্টত্বাৎ; নহ্যেবংধর্ম্মকঃ পদার্থো দৃষ্টোঽন্যত্র বৈনাশিকসিদ্ধান্তাৎ। নহি লোকে গৌঃ তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ বা গৌর্ভবতি, শয়ানস্তু অশ্বাদিজাত্যন্তরমিতি। ন্যায়াচ্চ—যদ্ধর্ম্মকো যঃ পদার্থঃ প্রমাণেনাবগতো ভবতি, স দেশকালাবস্থান্তরেষ্বপি তদ্ধর্ম্মক এব ভবতি; স চেৎ তদ্ধর্ম্মকত্বং ব্যভিচরতি, সর্ব্বঃ প্রমাণব্যবহারো লুপ্যেত। তথাচ ন্যায়বিদঃ সাংখ্য মীমাংসকাদয়ঃ অসংসারিণো ভাবং যুক্তিশতৈঃ প্রতিপাদয়ন্তি। ৭

সংসারিণোঽপি জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়ক্রিয়াকর্ত্তৃত্ববিজ্ঞানস্যাভাবাদযুক্তমিতি চেৎ যৎ মহতা প্রপঞ্চেন স্থাপিতং ভবতা, শব্দাদিভুক্ সংসার্য্যেবাবস্থান্তরবিশিষ্টো জগত ইহ কর্ত্তেতি, তদসৎ; যতো জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়ক্রিয়াকর্ত্তৃত্ববিজ্ঞানশক্তিসাধনাভাবঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ সংসারিণঃ; স কথমস্মদাদিঃ সংসারী মনসাপি চিন্তয়িতুমশক্যাং পৃথিব্যাদিবিন্যাসবিশিষ্টং জগৎ নির্ম্মিণুয়াৎ? অতোঽযুক্তমিতি চেৎ; ন, শাস্ত্রাৎ; শাস্ত্রং সংসারিণঃ "এবমেবাস্মাদাত্মনঃ" ইতি জগদুৎপত্ত্যাদি দর্শয়তি; তস্মাৎ সর্ব্বং শ্রদ্ধেয়মিতি স্যাদয়মেকঃ পক্ষঃ। ৮

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" "যোঽশনায়াপিপাসে অত্যেতি" "অসঙ্গো নহি সজ্যতে", "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে", "যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্নন্তর্যাম্যমৃতঃ" "সমস্তান্ পুরুষান্ নিরুহ্যাত্যক্রামৎ", "স বা এষ মহানজ আত্মা." "এষ সেতুর্বিধরণঃ" "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ" "য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ" "তৎ তেজোঽসৃজত" "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-আসীৎ" "ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ— স্মৃতেশ্চ "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" ইতি—পরোঽস্ত্যসংসারী, শ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যশ্চ, স চ কারণং জগতঃ। ৯

ননু "এবমেবাস্মাদাত্মনঃ" ইতি সংসারিণ এবোৎপত্তিং দর্শয়তীত্যুক্তম্; ন, "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ" ইতি পরস্য প্রকৃতত্বাৎ "অস্মাদাত্মনঃ" ইতি যুক্তঃ পরস্যৈব পরামর্শঃ। "ক্বৈষ তদাভূৎ" ইত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনত্বেনোক্তাপ-

শব্দবাচ্যঃ পর আত্মোক্তঃ—'য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে' ইতি; "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি", "অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি" "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ", "পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ আকাশশব্দঃ পর আত্মেতি নিশ্চীয়তে। "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" ইতি প্রস্তুত্য তস্মিন্নেবাত্মশব্দপ্রয়োগাচ্চ—প্রকৃত এব পর আত্মা, তস্মাদ্যুক্তম্ "এবমেবাস্মাদাত্মনঃ" ইতি পরমাত্মন এব সৃষ্টিরিতি; সংসারিণঃ সৃষ্টিস্থিতি-সংহারজ্ঞানসামর্থ্যাভাবং চাবোচাম। ১০

অত্র চ "আত্মেত্যেবোপাসীত," "আত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তুতা; ব্রহ্মবিষয়ক ব্রহ্মবিজ্ঞানমিতি, "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" ইতি "ব্রহ্ম জ্ঞপয়িষ্যামি" ইতি প্রারম্ভম্। তত্রেদানীমসংসারি ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্-অশনায়াদ্যতীতং নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবম্, তদ্বিপরীতশ্চ সংসারী; তস্মাদহং ব্রহ্মাস্মীতি ন গৃহ্নীয়াৎ। পরং হি দেবমীশানং নিকৃষ্টঃ সংসারী আত্মত্বেন স্মরন্ কথং ন দোষভাক্ স্যাৎ? তস্মান্নাহং ব্রহ্মাস্মীতি যুক্তম্। ১১

তস্মাৎ পুষ্পোদকাঞ্জলিস্তুতিনমস্কারবল্যুপহারস্বাধ্যায়ধ্যানযোগাদিভিঃ আরিরা-ধয়িষেত; আরাধনেন বিদিত্বা সর্বেশিতৃ ব্রহ্ম ভবতি; ন পুনরসংসারি ব্রহ্ম সংসার্যাত্মত্বেন চিন্তয়েৎ—অগ্নিমিব শীতত্বেন, আকাশমিব মূর্তিমত্ত্বেন। ব্রহ্মাত্মত্ব-প্রতিপাদকমপি শাস্ত্রম্ অর্থবাদো ভবিষ্যতি। সর্বতর্কশাস্ত্রলোকন্যায়ৈশ্চৈব-মবিরোধঃ স্যাৎ। ১২

ন, মন্ত্র-ব্রাহ্মণবাদেষ্বাত্মন এব প্রবেশশ্রবণাৎ, "পুরশ্চক্রে" ইতি প্রকৃত্য "পুরঃ পুরুষ আবিশৎ" ইতি,"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়", "সর্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে" ইতি সর্বশাখাসু সহস্রশো মন্ত্রবাদাঃ স্রষ্টুরেবাসংসারিণঃ শরীরপ্রবেশং দর্শয়ন্তি; তথা ব্রাহ্মণবাদাঃ—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ", "স এতমেব সীমানং বিদার্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত," "সেয়ং দেবতা—ইমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য", "এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে" ইত্যাদ্যাঃ। সর্বশ্রুতিষু ব্রহ্মণ্যাত্মশব্দপ্রয়োগাৎ আত্মশব্দস্য চ প্রত্যগাত্মাভি-ধায়কত্বাৎ, "এষ সর্বভূতান্তরাত্মা" ইতি চ শ্রুতেঃ পরমাত্ম-ব্যতিরেকেণ সংসারিণোঽভাবাৎ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ব্রহ্মৈবেদম্" "আত্মৈবেদম্" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যো যুক্তমেব "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যেবাবধারয়িতুম্। ১৩

যদ্যেবং স্থিতঃ শাস্ত্রার্থঃ, তদা পরমাত্মনঃ সংসারিত্বম্; তথা চ সতি শাস্ত্রান

র্থক্যম্, অসংসারিত্বে চোপদেশানর্থক্যং স্যাদ্‌ দোষঃ প্রাপ্তঃ। যদি তাবৎ পরমাত্মা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, সর্ব্বশরীর-সম্পর্কজনিতদুঃখান্যনুভবতীতি স্যাৎ পরস্য সংসারিত্বং প্রাপ্তম্; তথাচ পরস্যাসংসারিত্ব-প্রতিপাদিকাঃ শ্রুতয়ঃ কুপ্যেরন্, স্মৃতয়শ্চ, সর্ব্বে চ ন্যায়াঃ। অথ কথঞ্চিৎ প্রাণশরীরসম্বন্ধৈর্দুঃখৈঃ ন সম্বধ্যত-ইতি শক্যং প্রতিপাদয়িতুম্, পরমাত্মনঃ সাধ্য-পরিহার্য্যাভাবাৎ উপদেশা-নর্থক্যদোষো ন শক্যতে নিবারয়িতুম্। ১৪

অত্র কেচিৎ পরিহারমাচক্ষতে,—পরমাত্মা ন সাক্ষাদ্‌ ভূতেষ্বনুপ্রবিষ্টঃ স্বেন রূপেণ; কিং তর্হি? বিকারভাবমাপন্নো বিজ্ঞানাত্মত্বং প্রতিপেদে। স চ বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনঃ অনন্যশ্চ; যেনান্যঃ, তেন সংসারিত্বসম্বন্ধী, যেনানন্যঃ, তেন অহং ব্রহ্মেতি ধারণার্হঃ; এবং সর্ব্বমবিরুদ্ধং ভবিষ্যতীতি। ১৫

তত্র বিজ্ঞানাত্মনো বিকারপক্ষে এতা গতয়ঃ—পৃথিবীদ্রব্যবদনেকদ্রব্যসমাহারস্য সাবয়বস্য পরমাত্মন একদেশবিপরিণামো বিজ্ঞানাত্মা ঘটাদিবৎ; পূর্ব্বসংস্থানাবস্থস্য বা পরস্যৈকদেশো বিক্রিয়তে কেশোষরাদিবৎ; সর্ব্ব এব বা পরঃ পরিণমেৎ ক্ষীরাদিবৎ। তত্র সমানজাতীয়ানেকদ্রব্যসমূহস্য কশ্চিদ্ দ্রব্যবিশেষো বিজ্ঞানাত্মত্বং প্রতিপদ্যতে যদা, তদা সমানজাতীয়ানামেকত্ব-মুপচরিতমেব, ন তু পরমার্থতঃ; তথা চ সতি সিদ্ধান্তবিরোধঃ। ১৬

অথ নিত্যাযুতসিদ্ধাবয়বানুগতোঽবয়বী পর আত্মা, তস্য তদবস্থস্যৈকদেশো বিজ্ঞানাত্মা সংসারী, তদাপি সর্ব্বাবয়বানুগতত্বাদবয়বিন এব অবয়বগতো দোষো গুণো বা, ইতি বিজ্ঞানাত্মনঃ সংসারিত্বদোষেণ পর এবাত্মা সম্বধ্যতে, ইতীয়মপ্যনিষ্টা কল্পনা। ক্ষীরবৎ সর্ব্বপরিণামপক্ষে সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিকোপঃ, স চানিষ্টঃ। ১৭

“নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং,” “দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ,” “আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ”, “স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতঃ”, “ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ” ‘অব্যক্তোঽয়ম্’ ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিন্যায়-বিরুদ্ধা এতে সর্ব্বে পক্ষাঃ। অচলস্য পরমাত্মন একদেশপক্ষে বিজ্ঞানাত্মনঃ কর্ম্মফল-দেশ-সংসরণানুপপত্তিঃ, পরস্য বা সংসারিত্বমিত্যুক্তম্। ১৮

পরস্যৈকদেশোঽগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ স্ফুটিতো বিজ্ঞানাত্মা সংসরতীতি চেৎ, তথাপি পরস্যাবয়ব-স্ফুটনেন ক্ষতপ্রাপ্তিঃ, তৎসংসরণে চ পরমাত্ম-প্রদেশান্তরাব-রব্যুচ্যতে ছিদ্রতাপ্রাপ্তিরব্রণত্ববাক্য-বিরোধশ্চ; আত্মাবয়বভূতস্য বিজ্ঞানাত্মনঃ

সংসর্গে পরমাত্মপ্রবেশাভাবাদবয়বাবয়বি-ভেদনব্যূহনাভ্যাং জগন্মূলমেব পরমাত্মনো দুঃখিত্বপ্রাপ্তিঃ । ১৯

অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গাদিদৃষ্টান্তশ্রুতের্দোষ ইতি চেৎ ; ন, শ্রুতের্জ্ঞাপকত্বাৎ— ন শাস্ত্রং পদার্থানন্যথাকর্তুং প্রবৃত্তম্, কিং তর্হি? যথাভূতানামজ্ঞাতানাং জ্ঞাপনে। কিংচাতঃ? শৃণু—অতো যদ্ভবতি ; যথাভূতা মূর্তামূর্তাদিপদার্থধর্মা লোকে প্রসিদ্ধাঃ ; তদ্দৃষ্টান্তোপাদানেন তদবিরোধ্যেব বস্ত্বন্তরং জ্ঞাপয়িতুং প্রবৃত্তং শাস্ত্রং ন লৌকিকবস্তু-বিরোধজ্ঞাপনায় লৌকিকমেব দৃষ্টান্তমুপাদত্তে ; উপাদীয়মানোঽপি দৃষ্টান্তোঽনর্থকঃ স্যাৎ, দার্ষ্টান্তিকাসঙ্গতেঃ ; নহি অগ্নিঃ শীতঃ, আদিত্যো ন তপতীতি বা দৃষ্টান্তশতেনাপি প্রতিপাদয়িতুং শক্যম্, প্রমাণান্তরেণ অন্যথাধিগতত্বাদ্ বস্তুনঃ । ২০

ন চ প্রমাণং প্রমাণান্তরেণ বিরুধ্যতে ; প্রমাণান্তরাবিষয়মেব হি প্রমাণান্তরং জ্ঞাপয়তি। ন চ লৌকিকপদ-পদার্থাশ্রয়ণব্যতিরেকেণ আগমেন শক্যমজ্ঞাতং বস্ত্বন্তরমবগময়িতুম্ ; তস্মাৎ প্রসিদ্ধন্যায়মনুসরতা ন শক্যা পরমাত্মনঃ সাবয়বাংশাংশিত্বকল্পনা পরমার্থতঃ প্রতিপাদয়িতুম্ । ২১

“ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ” “মমৈবাংশঃ” ইতি চ শ্রূয়তে স্মর্যতে চেতি চেৎ ; ন, একত্বপ্রত্যয়ার্থপরত্বাৎ ; অগ্নের্হি বিস্ফুলিঙ্গোঽগ্নিরেব, ইত্যেকত্বপ্রত্যয়ার্হৌ দৃষ্টৌ লোকে ; তথা চ অংশঃ অংশিনৈকত্বপ্রত্যয়ার্হঃ ; তত্রৈবং সতি বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্ম-বিকারাংশত্ববাচকাঃ শব্দাঃ পরমাত্মৈকত্ব-প্রত্যয়াধিৎসবঃ । ২২

উপক্রমোপসংহারাভ্যাং চ—সর্বাসু হি উপনিষৎসু পূর্বমেকত্বং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তৈর্হেতুভিশ্চ পরমাত্মনো বিকারাংশাদিত্বং জগতঃ প্রতিপাদ্য পুনরেকত্ব-মুপসংহরতি ; তদ্যথা ইহৈব তাবৎ—“ইদং সর্বং যদয়মাত্মা” ইতি প্রতিজ্ঞায় উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতুদৃষ্টান্তৈর্বিকারবিকারিত্বাদ্যেকত্বপ্রত্যয়হেতূন্ প্রতিপাদ্য “অনন্তরমবাহ্যম্” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যুপসংহরিষ্যতি ; তস্মাদুপক্রমোপ-সংহারাভ্যাম্ অয়মর্থো নিশ্চীয়তে—পরমাত্মৈকত্ব-প্রত্যয়-দ্রঢিম্নে উৎপত্তিস্থিতি-লয়প্রতিপাদকানি বাক্যানীতি ; অন্যথা বাক্যভেদপ্রসঙ্গাচ্চ । ২৩

সর্বোপনিষৎসু বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মনৈকত্বপ্রত্যয়ো বিধীয়তে—ইত্যবিপ্রতিপত্তিঃ সর্বেষামুপনিষদ্বাদিনাম্ ; তদ্বিধ্যেকবাক্যযোগে চ সম্ভবতি উৎপত্ত্যাদিবাক্যানাং বাক্যান্তরত্বকল্পনায়াং ন প্রমাণমস্তি ; ফলান্তরং চ কল্পয়িতব্যং স্যাৎ ; তস্মাদুৎপত্ত্যাদিশ্রুতয় আত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরাঃ । ২৪

অত্র চ সম্প্রদায়বিদ আখ্যায়িকাং সম্প্রচক্ষতে—কশ্চিৎ কিল রাজপুত্রো

জাতমাত্র এব মাতাপিতৃভ্যামপবিদ্ধো ব্যাধগৃহে সংবর্দ্ধিতঃ; সোঽমুষ্য বংশতামজানন্ ব্যাধজাতিপ্রত্যয়ো ব্যাধজাতিকর্ম্মাণ্যেবানুবর্ত্ততে, ন রাজাস্মীতি রাজজাতিকর্ম্মাণ্যনুবর্ত্ততে। যদা পুনঃ কশ্চিৎ পরমকারুণিকো রাজপুত্রস্য রাজশ্রীপ্রাপ্তিযোগ্যতাং জানন্ অমুষ্য পুত্রতাং বোধয়তি—ন ত্বং ব্যাধঃ, অমুষ্য রাজ্ঞঃ পুত্রঃ কথঞ্চিদ্ব্যাধস্য গৃহমনুপ্রবিষ্ট ইতি—স এবং বোধিতস্ত্যক্ত্বা ব্যাধজাতিপ্রত্যয়কর্ম্মাণি পিতৃপৈতামহীমাত্মনঃ পদবীমনুবর্ত্ততে—রাজাহমস্মীতি। তথা কিল অয়ং পরমাত্মনোঽগ্নিবিস্ফুলিঙ্গাদিবৎ তজ্জাতিরেব বিভক্ত ইহ দেহেন্দ্রিয়াদিগহনে প্রবিষ্টঃ অসংসারী সন্ দেহেন্দ্রিয়াদিসংসারধর্ম্মমনুবর্ত্ততে—দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতোঽস্মি, কৃশঃ স্থূলঃ সুখী দুঃখীতি—পরমাত্মতামজানন্নাত্মনঃ; 'ন ত্বম্ এতদাত্মকঃ,' পরমেব ব্রহ্মাসি অসংসারী ইতি প্রতিবোধিত আচার্য্যেণ, হিত্বৈষণাত্রয়ানুবৃত্তিং ব্রহ্মৈবাস্মীতি প্রতিপদ্যতে। ২৫

অত্র রাজপুত্রস্য রাজপ্রত্যয়বদ্ ব্রহ্মপ্রত্যয়ো দৃঢ়ীভবতি—'বিস্ফুলিঙ্গবদেব ত্বং পরস্মাদ্ ব্রহ্মণো ভ্রষ্ট ইত্যুক্তে, বিস্ফুলিঙ্গস্য প্রাগগ্নেরংশো দগ্ন্যেকত্বদর্শনাৎ। তস্মাদেকত্বপ্রত্যয়দার্ঢ্যায় সুবর্ণমণিলোহাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গদৃষ্টান্তাঃ, নোৎপত্ত্যাদিভেদপ্রতিপাদনপরাঃ। সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞানৈকরসনৈরন্তর্য্যাবধারণাৎ "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইতি চ—যদি চ ব্রহ্মণশ্চিত্রপটবদ্ বৃক্ষসমুদ্রাদিবচ্চ উৎপত্ত্যাদ্যনেকধর্ম্মবিচিত্রতা বিজিগ্রাহয়িষিতা, একরসং সৈন্ধবঘনবদনন্তরমবাহ্যম্—ইতি নোপসমহরিষ্যৎ, "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইতি চ ন প্রাবক্ষ্যত "য ইহ নানেব পশ্যতি" ইতি নিন্দাবচনং চ। ২৬

তস্মাদেকরূপৈকত্বপ্রত্যয়-দার্ঢ্যায়ৈব সর্ব্ববেদান্তেষূৎপত্তিস্থিতিলয়াদিকল্পনা, ন তৎপ্রত্যয়করণায়। ন চ নিরবয়বস্য পরমাত্মনোঽসংসারিণঃ সংসার্য্যেকদেশকল্পনা ন্যায্যা, স্বতোঽদেশত্বাৎ পরমাত্মনঃ। অদেশস্য পরস্যৈকদেশসংসারিত্বকল্পনায়াং পর এব সংসারীতি কল্পিতং ভবেৎ। ২৭

অথ পরোপাধিকৃত একদেশঃ পরস্য ঘটকরকাদ্যাকাশবৎ; ন তদা তত্র বিবেকিনাং পরমাত্মৈকদেশঃ পৃথক্ সংব্যবহারভাগিতি বুদ্ধিরুৎপদ্যতে। অবিবেকিনাং বিবেকিনাঞ্চোপচরিতা বুদ্ধিরিতি চেৎ; ন, অবিবেকিনাং মিথ্যাবুদ্ধিত্বাৎ বিবেকিনাং চ সংব্যবহারমাত্রাবলম্বনার্থত্বাৎ—যথা কৃষ্ণো রক্তশ্চাকাশ ইতি বিবেকিনামপি কদাচিৎ কৃষ্ণতা রক্ততা চাকাশস্য সংব্যবহারমাত্রাবলম্বনার্থত্বং প্রতিপদ্যতে ইতি, ন পরমার্থতঃ কৃষ্ণো রক্তো বা আকাশো ভবিতুমর্হতি। অতো ন পণ্ডিতৈর্ব্রহ্মস্বরূপপ্রতি-

পত্তিবিষয়ে ব্রহ্মণোঽংশোঽন্যোঽনেকদেশৈকদেশিবিকারবিকারিত্বকল্পনা কার্য্যা, সর্ব্বকল্পনাপনয়নার্থসারপরত্বাৎ সর্ব্বোপনিষদাম্। অতো হিত্বা সর্ব্বকল্পনামাকাশস্যেব নির্বিশেষতা প্রতিপত্তব্যা—"আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ", "ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ। ২৮

ন আত্মানং ব্রহ্মবিলক্ষণং কল্পয়েৎ—উষ্ণাত্মক ইবাগ্নৌ শীতৈকদেশম্, প্রকাশাত্মকে বা সবিতরি তমএকদেশম্, সর্ব্বকল্পনাপনয়নার্থসারপরত্বাৎ সর্ব্বোপনিষদাম্। তস্মাৎ নামরূপোপাধিনিমিত্তা এব আত্মসংসারধর্ম্মিণি সর্ব্বে ব্যবহারাঃ—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।" "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ, নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে" ইত্যেবমাদিমন্ত্রবর্ণেভ্যঃ, ন স্বত আত্মনঃ সংসারিত্বম্; অলক্তকাদ্যুপাধিসংযোগজনিতরক্তস্ফটিকাদিবুদ্ধিবৎ ভ্রান্তমেব, ন পরমার্থতঃ। ২৯

"ধ্যায়তীব লেলায়তীব", "ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্।" "ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন", "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।" "শুনি চৈব শ্বপাকে চ" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যঃ পরমাত্মনোঽসংসারিতৈব; অত একদেশঃ বিকারঃ শক্তির্ব্বা বিজ্ঞানাত্মা অন্যো বেতি বিকল্পয়িতুং নিরবয়বত্বাদ্যুপপত্তে বিশেষতো ন শক্যতে। অংশাদিশ্রুতিস্মৃতিবাদাশ্চৈকত্বার্থাঃ, ন তু ভেদপ্রতিপাদকাঃ, বিবক্ষিতার্থৈকবাক্যযোগাদিত্যবোচাম। ৩০

সর্ব্বোপনিষদাং পরমাত্মৈকত্বজ্ঞাপনপরত্বে, অথ কিমর্থং তৎপ্রতিকূলোঽর্থো বিজ্ঞানাত্মভেদঃ পরিকল্প্যতে? ইতি, কর্ম্মকাণ্ডপ্রামাণ্যবিরোধপরিহারায়েত্যেকে; কর্ম্মপ্রতিপাদকানি হি বাক্যানি অনেকক্রিয়া-কারক-ফলভোক্তৃকর্ত্রা-শ্রয়াণি, বিজ্ঞানাত্মভেদাভাবে হি অসংসারিণ এব পরমাত্মন একত্বে, কথমিষ্টফলাসু ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তয়েয়ুঃ? অনিষ্টফলাভ্যো বা ক্রিয়াভ্যো নিবর্ত্তয়েয়ুঃ? কস্য বা বদ্ধস্য মোক্ষায়োপনিষদারভ্যেত? অপি চ পরমাত্মৈকত্ববাদিপক্ষে কথং পরমাত্মৈকত্বোপদেশঃ? কথং বা তদুপদেশগ্রহণফলম্? বদ্ধস্য হি বন্ধনাশায়োপদেশঃ, তদভাবে উপনিষচ্ছাস্ত্রং নির্বিষয়মেব। ৩১

এবং তর্হি উপনিষদ্বাদিপক্ষস্য কর্ম্মকাণ্ডবাদিপক্ষেণ চোদ্য-পরিহারয়োঃ সমানঃ পন্থাঃ—যেন ভেদাভাবে কর্ম্মকাণ্ডং নিরালম্বনমাত্মানং ন লভতে প্রামাণ্যং প্রতি, তথোপনিষদপি। এবং তর্হি, যস্য প্রামাণ্যে স্বার্থবিঘাতো নাস্তি, তস্যৈব কর্ম্মকাণ্ডস্যাস্তু প্রামাণ্যম্; উপনিষদাং তু প্রামাণ্যকল্পনায়াং স্বার্থবিঘাতো ভবেৎ—ইতি মা ভূৎ প্রামাণ্যম্। ন হি কর্ম্মকাণ্ডং প্রমাণং

সদপ্রমাণং ভবিতুমর্হতি ; ন হি প্রদীপঃ প্রকাশ্যং প্রকাশয়তি, ন প্রকাশয়তি চ ইতি । ৩২

প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিপ্রতিষেধাচ্চ—ন কেবলমুপনিষদো ব্রহ্মৈকত্বং প্রতিপাদয়ন্ত্যঃ স্বার্থবিঘাতং কর্মকাণ্ডপ্রামাণ্যবিঘাতঞ্চ কুর্ব্বন্তি, প্রত্যক্ষাদিনিশ্চিতভেদপ্রতিপত্ত্যর্থৈঃ প্রমাণৈশ্চ বিরুধ্যন্তে ; তস্মাদপ্রামাণ্যমেবোপনিষদাম্, অন্যার্থতা বা অস্তু ; ন ত্বেব ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপত্ত্যর্থতা । ৩৩

ন, উক্তোত্তরত্বাৎ । প্রমাণস্য হি প্রমাণত্বমপ্রমাণত্বং বা প্রমোৎপাদনানুৎপাদননিমিত্তম্, অন্যথা চেৎ, স্তম্ভাদীনাং প্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ শব্দাদৌ প্রমেয়ে । কিং চাতঃ ? যদি তাবদুপনিষদো ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপত্তি-প্রমাং কুর্ব্বন্তি, কথমপ্রমাণং ভবেয়ুঃ ? ন কুর্ব্বন্ত্যেবেতি চেৎ—যথাগ্নিঃ শীতম্ ইতি ; স ভবানেবং বদন্ বক্তব্যঃ—উপনিষৎপ্রামাণ্যপ্রতিষেধার্থং ভবতো বাক্যমুপনিষৎপ্রামাণ্যপ্রতিষেধং কিং ন করোত্যেব, অগ্নির্বা রূপপ্রকাশম্? অথ করোতি, যদি করোতি ভবতু তদা প্রতিষেধার্থং প্রমাণং ভবদ্বাক্যম্, অগ্নিশ্চ রূপপ্রকাশকো ভবেৎ ; প্রতিষেধবাক্যপ্রামাণ্যে ভবতোপনিষদাং প্রামাণ্যম্ ; অত্র ভবতো ব্রুবন্তু কঃ পরিহার ইতি । ৩৪

নন্বত্র প্রত্যক্ষা মদ্বাক্যে উপনিষৎপ্রমাণ্যপ্রতিষেধার্থপ্রতিপত্তিঃ অগ্নৌ চ রূপপ্রকাশনপ্রতিপত্তিঃ প্রমা ; কস্তর্হি ভবতঃ প্রদ্বেষো ব্রহ্মৈকত্বপ্রত্যয়ে প্রমাং প্রত্যক্ষাং কুর্ব্বতীষু উপনিষৎসু উপলভ্যমানাসু ? প্রতিষেধানুপপত্তেঃ । শোকমোহাদিনিবৃত্তিশ্চ প্রত্যক্ষং ফলং ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপত্তিপারম্পর্য্যজনিতমিত্যবোচাম । তস্মাদুক্তোত্তরত্বাদুপনিষদং প্রতি অপ্রামাণ্যশঙ্কা তাবন্নাস্তি । ৩৫

যচ্চোক্তং স্বার্থবিঘাতকত্বাদপ্রামাণ্যমিতি ; তদপি ন, তদর্থপ্রতিপত্তের্ব্বাধকাভাবাৎ । ন হি উপনিষদ্ভ্যো ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্, নৈব চ,—ইতি প্রতিপত্তিরস্তি—যথা অগ্নিরুষ্ণঃ শীতশ্চেত্যস্মাদ্বাক্যাৎ বিরুদ্ধার্থদ্বয়প্রতিপত্তিঃ । অভ্যুপগম্য চৈতদবোচাম ; ন তু বাক্যপ্রামাণ্যসময়ে এষ ন্যায়ঃ—যদুত একস্য বাক্যস্যানেকার্থত্বম্ ; সতি চানেকার্থত্বে স্বার্থশ্চ স্যাৎ, তদ্বিঘাতকৃচ্চ বিরুদ্ধোঽন্যোঽর্থঃ ।—ন ত্বেতৎ বাক্যপ্রমাণকানাং বিরুদ্ধমবিরুদ্ধঞ্চৈকং বাক্যমনেকমর্থং প্রতিপাদয়তীত্যেষ সময়ঃ ; অর্থৈকত্বাদ্ধি একবাক্যতা । ৩৬

ন চ কানিচিদুপনিষদ্বাক্যানি ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিষেধং কুর্ব্বন্তি । যত্তু লৌকিকং বাক্যম্—অগ্নিরুষ্ণঃ শীতশ্চেতি, ন তত্রৈকবাক্যতা, তদেকদেশস্য প্রমাণান্তরবিষয়ানুবাদিত্বাৎ—অগ্নিঃ শীত ইত্যেতদেকং বাক্যম্ ; অগ্নিরুষ্ণ ইতি তু প্রমাণান্ত-

রাদ্ভবধারকম্, ন তু যথার্থাববোধকম্ ; অতো ন অগ্নিঃ শীত ইত্যনেনৈক-বাক্যতা, প্রমাণান্তরাদ্ভবধারণেনৈবোপক্ষীণত্বাৎ । যত্তু বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদকমিদং বাক্যমিতি মন্যতে, তৎ শীতোষ্ণপদাভ্যাম্ অগ্নিপদসামানাধি-করণ্যপ্রয়োগনিমিত্তা ভ্রান্তিঃ ; ন হ্যেকস্য বাক্যস্যানেকার্থত্বং লৌকিকস্য বৈদিকস্য বা । ৩৭

যচ্চোক্তং—কর্মকাণ্ডপ্রামাণ্য-বিঘাতকত্বমুপনিষদ্বাক্যানামিতি ; তন্ন, অন্যার্থ-ত্বাৎ । ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরা হি উপনিষদঃ ন ইষ্টার্থপ্রাপ্তৌ সাধনোপদেশং, তস্মিন্ বা পুরুষনিয়োগং বারয়ন্তি, অনেকার্থত্বানুপপত্তেরেব । ন চ কর্মকাণ্ড-বাক্যানাং স্বার্থে প্রমা নোৎপদ্যতে ; অসাধারণে চেৎ স্বার্থে প্রমাম্ উৎপাদয়তি বাক্যম্, কুতোঽন্যেন বিরোধঃ স্যাৎ । ৩৮

ব্রহ্মৈকত্বে নির্বিষয়ত্বাৎ প্রমা নোৎপদ্যত এবেতি চেৎ ; ন, প্রত্যক্ষত্বাৎ প্রমায়াঃ । "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত ।" "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যেবমাদিবাক্যোত্থঃ প্রত্যক্ষা প্রমা জায়মানা, সা নৈব ভবিষ্যতি, যদ্যুপ-নিষদো ব্রহ্মৈকত্বং বোধয়িষ্যন্তীত্যনুমান্ ; ন চানুমানং প্রত্যক্ষবিরোধে প্রামাণ্যং লভতে ; তস্মাদসদেবৈতদ্গীয়তে—প্রমৈব নোৎপদ্যত ইতি । ৩৯

অপি চ, যথাপ্রাপ্তস্যৈবাবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিতস্য ক্রিয়াকারকফলস্যা-শ্রয়ণেন ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারোপায়সামান্যে প্রবৃত্তস্য তদ্বিশেষমজানতস্তদা-চক্ষাণা শ্রুতিঃ ক্রিয়াকারকফলভেদস্য লোকপ্রসিদ্ধস্য সত্যতামসত্যতাং বা নাচষ্টে, ন চ বারয়তি, ইষ্টানিষ্টফলপ্রাপ্তিপরিহারোপায়বিধিপরত্বাৎ । ৪০

যথা কাম্যেষু প্রবৃত্তা শ্রুতিঃ কামানাং মিথ্যাজ্ঞানপ্রভবত্বে সত্যপি যথা-প্রাপ্তানেব কামানুপাদায় তৎসাধনান্যেব বিধত্তে, ন তু—কামানাং মিথ্যাজ্ঞান-প্রভবত্বাদনর্থরূপত্বমিতি ন বিদধাতি ; তথা নিত্যাগ্নিহোত্রাদিশাস্ত্রমপি মিথ্যাজ্ঞানপ্রভবং ক্রিয়াকারকভেদং যথাপ্রাপ্তমেবাদায় ইষ্টবিশেষপ্রাপ্তিম্ অনি-ষ্টবিশেষপরিহারং বা কিমপি প্রয়োজনং পশ্যৎ অগ্নিহোত্রাদীনি কর্মাণি বিধত্তে, ন অবিদ্যাগোচরাসদ্বস্তুবিষয়মিতি ন প্রবর্ততে,—যথা কাম্যেষু । ন চ পুরুষা ন প্রবর্তেরন্ অবিদ্যাবন্তঃ, দৃষ্টত্বাৎ,—যথা কামিনঃ । বিদ্যাবতামেব কর্মাধিকার ইতি চেৎ ; ন, ব্রহ্মৈকত্ববিদ্যায়াং কর্মাধিকারবিরোধস্যোক্তত্বাৎ । এতেন ব্রহ্মৈকত্বে নির্বিষয়ত্বাদুপদেশেন তদ্গ্রহণফলাভাবদোষ-পরিহার উক্তো বেদিতব্যঃ । ৪১

পুরুষেচ্ছারাগাদিবৈচিত্র্যাচ্চ—অনেকা হি পুরুষাণাং ইচ্ছা রাগাদয়শ্চ

বিচিত্রাঃ; ততশ্চ বাহ্যবিষয়-রাগাপহৃতচেতসো ন শাস্ত্রং নিবর্ত্তয়িতুং শক্তম্;
নাপি স্বভাবতো বাহ্যবিষয়বিরক্তচেতসো বিষয়েষু প্রবর্ত্তয়িতুং শক্তম্; কিন্তু
শাস্ত্রাদেতাবদেব ভবতি—ইদমিষ্টসাধনমিদম্ অনিষ্টসাধনমিতি সাধ্যসাধন-
সম্বন্ধবিশেষাভিব্যক্তিঃ—প্রদীপাদিব তমসি রূপাদিজ্ঞানম্; ন তু শাস্ত্রং ভৃত্যা-
নিব বলাৎ নিবর্ত্তয়তি নিয়োজয়তি বা; দৃশ্যন্তে হি পুরুষা রাগাদিগৌরবাৎ
শাস্ত্রমপ্যতিক্রামন্তঃ। তস্মাৎ পুরুষমতিবৈচিত্র্যমপেক্ষ্য সাধ্যসাধনসম্বন্ধবিশেষান্
অনেকধোপদিশতি। ৪২

তত্র পুরুষাঃ স্বয়মেব যথারুচি সাধনবিশেষেষু প্রবর্ত্তন্তে, শাস্ত্রন্তু সবিতৃ-
প্রদীপাদিবদুদাস্ত এব। তথা কস্যচিৎ পরোঽপি পুরুষার্থঃ অপুরুষার্থ-
বদবভাসতে; যস্য যথাবভাসঃ, স তথারূপং পুরুষার্থং পশ্যতি; তদনুরূপাণি
সাধনান্যুপাদিৎসতে। তথা চার্থবাদোঽপি—"ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ
পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুঃ" ইত্যাদিঃ। তস্মাৎ ন ব্রহ্মৈকত্বং জ্ঞাপয়িষ্যতো বেদান্তা
বিধিশাস্ত্রস্য বাধকাঃ। ন চ বিধিশাস্ত্রমেতাবতা নির্বিষয়ং স্যাৎ, নাপি
উক্তকারকাদিভেদং বিধিশাস্ত্রম্ উপনিষদাং ব্রহ্মৈকত্বং প্রতি প্রামাণ্যং
নিবর্ত্তয়তি; স্ববিষয়শূরাণি হি প্রমাণানি শ্রোত্রাদিবৎ। ৪৩

তত্র পণ্ডিতম্মন্যাঃ কেচিৎ স্বচিত্তবশাৎ সর্ব্বং প্রমাণমিতরেতরবিরুদ্ধং
মন্যন্তে, তথা প্রত্যক্ষাদিবিরোধমপি চোদয়ন্তি ব্রহ্মৈকত্বে,—শব্দাদয়ঃ কিল
শ্রোত্রাদিবিষয়া ভিন্নাঃ প্রত্যক্ষত উপলভ্যন্তে; ব্রহ্মৈকত্বং ব্রুবতাং প্রত্যক্ষ-
বিরোধঃ স্যাৎ; তথা শ্রোত্রাদিভিঃ শব্দাদ্যুপলব্ধারঃ কর্ত্তারশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ
প্রতিশরীরং ভিন্না অনুমীয়ন্তে সংসারিণঃ; তত্র ব্রহ্মৈকত্বং ব্রুবতামনুমানবিরো-
ধশ্চ; তথাচ আগম-বিরোধং বদন্তি—"গ্রামকামো যজেত", "পশুকামো যজেত",
"স্বর্গকামো যজেত" ইত্যেবমাদিবাক্যেভ্যঃ গ্রামপশুস্বর্গাদিকামাস্তৎসাধনানু-
ষ্ঠাতারশ্চ ভিন্না অবগম্যন্তে। ৪৪

অত্রোচ্যতে—তে তু কুতর্কদূষিতান্তঃকরণা ব্রাহ্মণাদিবর্ণাপসদা অনুকম্পনীয়াঃ
আগমার্থবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়বুদ্ধয় ইতি। কথম্? শ্রোত্রাদিদ্বারৈঃ শব্দাদিভিঃ
প্রত্যক্ষত উপলভ্যমানৈর্ব্রহ্মণ একত্বং বিরুধ্যতে—ইতি বদন্তো বক্তব্যাঃ—
কিং শব্দাদীনাং ভেদেনাকাশৈকত্বং বিরুধ্যতে? ইতি; অথ ন বিরুধ্যতে; ন
তর্হি প্রত্যক্ষবিরোধঃ। ৪৫

যদুক্তম্ প্রতিশরীরং শব্দাদ্যুপলব্ধারো ধর্ম্মাধর্ম্ময়োশ্চ কর্ত্তারো ভিন্না

মনুমীয়ন্তে ; তথাচ, ব্রহ্মৈকত্বে অনুমানবিরোধঃ —ইতি ; ভিন্নাঃ তৈরনুমীয়ন্ত- ইতি দ্রষ্টব্যাঃ । ৪৬

অথ যদি ব্রূয়ুঃ—সর্বৈরস্মাভিরনুমানকুশলৈরিতি ; কে যূয়মনুমানকুশলাঃ ? ইত্যেবং পৃষ্টানাং কিমুত্তরম্ ? শরীরেন্দ্রিয়মনআত্মসু চ প্রত্যেকমনুমান-কৌশলপ্রত্যাখ্যানে, শরীরেন্দ্রিয়মনঃসাধনা আত্মানো বয়মনুমানকুশলাঃ, অনেককারকসাধ্যত্বাৎ ক্রিয়াণাম্—ইতি চেৎ । ৪৭

এবং তর্হি অনুমানকৌশলে ভবতামনেকত্বপ্রসঙ্গঃ ; অনেককারকসাধ্যা হি ক্রিয়েতি ভবদ্ভিরেবাভ্যুপগতম্ ; তত্রানুমানং চ ক্রিয়া, সা শরীরেন্দ্রিয়মন-আত্মসাধনৈঃ কারকৈরাত্মকর্তৃকা নির্বর্ত্যতে—ইত্যেতৎ প্রতিজ্ঞাতম্ । তত্র 'বয়মনুমানকুশলাঃ' ইত্যেবং বদদ্ভিঃ শরীরেন্দ্রিয়মনঃসাধনা আত্মানঃ প্রত্যেকং বয়মনেকে—ইত্যভ্যুপগতং স্যাৎ ; অহো অনুমানকৌশলং দর্শিতমপুচ্ছ-শৃঙ্গৈস্তার্কিকবলীবর্দৈঃ ! যো হি আত্মানমেব ন জানাতি, স কথং মূঢ়স্তদ্গতং ভেদমভেদং বা জানীয়াৎ । ৪৮

তত্র কিমনুমিনোতি ? কেন বা লিঙ্গেন ? ন হি আত্মনঃ স্বতো ভেদপ্রতি-পাদকং কিঞ্চিৎ লিঙ্গমস্তি, যেন লিঙ্গেনাত্মভেদং সাধয়েৎ । যানি লিঙ্গানি আত্ম-ভেদসাধনায় নামরূপবন্তি উপন্যস্যন্তি, তানি নামরূপগতানি উপাধয় এবাত্মনঃ —ঘটকরকাপবরকভূচ্ছিদ্রাণীবাকাশস্য । যদা আকাশস্য ভেদলিঙ্গং পশ্যতি, তদা আত্মনোঽপি ভেদলিঙ্গং লভেত সঃ ; ন হ্যাত্মনঃ পরতো বিশেষমভ্যুপ-গচ্ছদ্ভিস্তার্কিকশতৈরপি ভেদলিঙ্গমাত্মনো দর্শয়িতুং শক্যতে ; স্বতস্তু দূরাদপ-নীতমেব, অবিষয়ত্বাদাত্মনঃ । ৪৯

যদ্যৎ পর আত্মধর্মত্বেনাভ্যুপগচ্ছতি, তস্য তস্য নামরূপাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ নামরূপাভ্যাং চ আত্মনো অন্যত্বাভ্যুপগমাৎ, "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়ো-র্নির্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্ ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ, "নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" ইতি চ ; উৎপত্তিপ্রলয়াত্মকে হি নামরূপে, তদ্বিলক্ষণং চ ব্রহ্ম, অতঃ অনুমানস্যৈবা-বিষয়ত্বাৎ কুতোঽনুমানবিরোধঃ । এতেন আগমবিরোধঃ প্রত্যুক্তঃ । ৫০

যদুক্তং ব্রহ্মৈকত্বে যস্মৈ উপদেশঃ, যস্য চোপদেশগ্রহণফলম্, তদভাবাদে-কত্বোপদেশানর্থক্যমিতি ; তদপি ন ; অনেককারকসাধ্যত্বাৎ ক্রিয়াণাং কশ্চোদ্যো ভবতি ? একস্মিন্ ব্রহ্মণি নিরুপাধিকে নোপদেশঃ ; নোপদেষ্টা, ন চোপদেশগ্রহণফলম্ ; তস্মাদুপনিষদাঞ্চ আনর্থক্যমিত্যেতদভ্যুপগতমেব ।

আপনার অপৃথগ্‌ভূত সূত্র দ্বারা উপরে উঠে, অথচ তাহার উর্ণনাভের আপনার অতিরিক্ত অপর কোনও সহায় নাই, এবং একই প্রকার অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিস্ফুলিঙ্গ অর্থাৎ ছোট ছোট অগ্নিকণা সমূহ বহুবিধভাবে অথবা অনেকাকারে উত্থিত হয়; উক্ত দৃষ্টান্ত দুইটী যেমন কারকের (ক্রিয়াসাধনের) অভেদেও প্রবৃত্তি বা ক্রিয়াগত পার্থক্য প্রদর্শন করিতেছে, অথচ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে একত্ব বা অভিন্নভাবই বুঝাইতেছে; ঠিক তেমনি এই আত্মা হইতেও, জাগরিত হইবার পূর্ব্বে বিজ্ঞানময় আত্মার যাহা স্বরূপ, সেই স্বরূপ হইতে সমস্ত প্রাণ (বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়), সমস্ত লোক (কর্ম্মফলাত্মক ভূ-প্রভৃতি স্থান), সমস্ত দেবতা (প্রাণ ও লোকের অধিপতি অগ্নি প্রভৃতি এবং সমস্ত ভূত ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত প্রাণিসমূহ) নিঃসৃত হয়। [কোন কোন পুস্তকে "সর্ব্বাণি ভূতানি" স্থানে "সর্ব্ব এত আত্মানঃ" পাঠ আছে, তাহার অর্থ এই যে, উপাধিসম্বন্ধ বশতঃ যাহারা জাগরিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত আত্মা (শুদ্ধ আত্মা নহে)]। ১

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই জগৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় যাহা হইতে নিরন্তর নির্গত হয়, বিনাশকালেও জলবুদ্বুদের ন্যায় যাহাতে বিলীন হয়, স্থিতিকালেও তৎস্বরূপে বর্ত্তমান থাকে; সেই এই আত্মার উপনিষৎ—উপ অর্থ সমীপ; আত্ম-সমীপে লইয়া যায় বলিয়া তদ্বাচক শব্দকে 'উপনিষৎ' বলা হইয়া থাকে। তদ্বাচক শব্দে যে, এইপ্রকার বিশেষার্থ বুঝাইবার ক্ষমতা আছে, তাহা শাস্ত্র-প্রামাণ্য হইতে অবধারিত হইয়া থাকে। সেই উপনিষদ্‌টী কি, তাহা বলিতেছেন—'সত্যস্য সত্যম্' (সত্যেরও সত্য অর্থাৎ সত্যতা-বিধায়ক)। উপনিষৎ-শব্দটী অলৌকিক (লোকব্যবহারের অতীত); সুতরাং উহার অর্থও দুর্ব্বিজ্ঞেয়; এই জন্য স্বয়ং শ্রুতিই তাহার অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—প্রাণসমূহ হইতেছে—সত্য, আত্মা আবার সে সমুদয়েরও সত্য; পরবর্ত্তী বাক্যদ্বয় ইহারই ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবে। ২

আচ্ছা, উপনিষৎ-ব্যাখ্যার জন্য পরবর্ত্তী বাক্যদ্বয় আরব্ধ হয়, হউক; এখানে 'তাহার উপনিষৎ' এই কথাটীমাত্র আছে; কিন্তু আমরা বুঝিতেছি না যে, এই উপনিষদ্‌টী কি প্রস্তাবিত বিজ্ঞানময় আত্মার?—যিনি পাণিপেষণে উত্থিত এবং শব্দাদি বিষয়োপভোক্তা সংসারী, তাহার নাম? অথবা অপর কোনও অসংসারীর নাম? ভাল, ইহা জানাতেই বা ফল কি? [হাঁ, ফল এই যে], যদি সংসারীর উপনিষৎ হয়, তবে সংসারীই বিজ্ঞেয় হইবে, তাহার জ্ঞানেই

সর্ব্বার্থলাভ হইবে, এবং তিনিই ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য ও তদ্বিষয়ক বিদ্যা বা জ্ঞানই ব্রহ্মবিদ্যা হইবে ; আর যদি অসংসারীর উপনিষৎ হয়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ক বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা হইবে, এবং তাদৃশ ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতেই সর্ব্বার্থ প্রাপ্তি হইবে। অবশ্য, শাস্ত্র-প্রামাণ্যের বলেই যথোক্ত বিষয়গুলি নিরূপিত হইবে, (কিছুই অসম্ভব হইবে না) ; কিন্তু এই পক্ষে অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ-পক্ষে দোষ হয় এই যে, 'তাহাকে আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে' 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ ইত্যাকারে, আত্মাকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন' জীব ও পরব্রহ্মের অভেদবোধক এইজাতীয় শ্রুতিসমূহ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ; [আর অভেদপক্ষেও দোষ এই যে,] ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সংসারী যদি না থাকে, তাহা হইলে উপদেশই নিরর্থক হইয়া পড়ে ; [কারণ, অভেদ হইলে, কে কাহাকে উপদেশ দিবে ?]। যেহেতু প্রশ্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত বিষয়ে) কোন প্রকার উত্তর প্রদত্ত হয় নাই, সেই হেতুই এই স্থানটী পণ্ডিতগণেরও মহামোহ স্থান অর্থাৎ বিশেষ ভ্রান্তিজনক ; অতএব ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি-দিগের যথার্থ বোধ সমুৎপাদনার্থ যথাশক্তি বিচার করিব। ৩

এখানে অসংসারী পরমাত্মা ইহার অর্থ নহে ; কারণ, পাণিপেষণে জাগরিত ও শব্দাদিবিষয়োপভোক্তা স্বপ্ন অবস্থাবিশিষ্ট আত্মা হইতে তাহার উৎপত্তির উল্লেখ রহিয়াছে ; ভোক্তাদি শব্দবাচ্য অপর যে, কোনও প্রশাসিতা বা সর্ব্বশাসনকর্ত্তা আছে, তাহাও নহে ; কারণ, যেহেতু 'আমি তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাপন করিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞার পর সুপ্ত পুরুষসমীপে গমন করিয়া শব্দাদিবিষয়ের উপভোক্তা সেই পুরুষকে প্রদর্শন করিয়া এবং স্বপ্নাবস্থা প্রদর্শন দ্বারা অনুমানের সাহায্যে সুষুপ্তিনামক অবস্থাটীকেও সেই পুরুষের সম্বন্ধেই অবধারিত করিয়া শ্রুতি নিজেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ঊর্ণনাভির দৃষ্টান্ত দ্বারা সুষুপ্তি অবস্থাবিশিষ্ট সেই আত্মা হইতেই উৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন—"এবমেব অস্মাৎ" ইত্যাদি। এই প্রকরণের মধ্যে কোথাও অন্য কোনও জগদুৎপত্তি-কারণের উল্লেখ প্রস্তুত হইতেছে না ; কেননা, এটা হইতেছে—বিজ্ঞানময়েরই প্রকরণ। ৪

বিশেষতঃ কৌষীতকী উপনিষদে তুল্য প্রকরণে (অর্থাৎ ইহারই অনুরূপ প্রকরণে) আদিত্যাদি পুরুষের প্রস্তাবের পর 'তিনি বলিলেন—হে বালাকি, যিনি এই আদিত্যাদি পুরুষগণের কর্ত্তা, এবং ইহা যাহার কর্ম্ম, তাহাকে জানিবে' ইত্যাদি বাক্যে প্রবুদ্ধ বা নিদ্রোত্থিত বিজ্ঞানময়কেই বিজ্ঞেয়

বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু অন্য কোনও পদার্থের বিজ্ঞেয়তা প্রতিপাদন করেন নাই। এই প্রকার [এই উপনিষদেরই অন্যত্র] 'আত্মতৃপ্তির জন্যই সমস্ত বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে' এই কথা বলিয়া প্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ আত্মাকেই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য বলিয়া প্রদর্শন করা হইবে। এইরূপ হইলেই এতৎপ্রকরণীয় বিচার প্রারম্ভে যে, 'আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে, সেই এই আত্মা পুত্র ও বিত্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয়' 'আমি ব্রহ্ম—ইত্যাকারে সেই আত্মাকেই অবগত হইয়াছিলেন' ইত্যাদি যে সমস্ত বাক্য আছে, পরমাত্মার অভাবপক্ষেও সে সমস্ত বাক্য অনুলোম বা অনুকূল হইতে পারে। পরেও বলিবেন—'পুরুষ যদি আপনাকে বুঝিতে পারে যে, আমি হইতেছি—এই প্রকার (সর্ব্ব প্রকার দোষ বর্জ্জিত)' ইত্যাদি। ৫

বিশেষতঃ সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রে অহমাকারেই পরমাত্মার বিজ্ঞেয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়া থাকে, কিন্তু কোথাও শব্দাদি বাহ্য পদার্থের ন্যায় 'ইহা ব্রহ্ম' ইত্যাকারে বিজ্ঞেয়তা প্রদর্শিত হয় না। দেখ, কৌষীতকীয় শ্রুতিতেও 'বাক্যকে জানিবে না, কিন্তু বক্তাকে জানিবে' ইত্যাদি বাক্যে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে ব্যাপৃত কর্ত্তারই বিজ্ঞেয়তা প্রদর্শন করা হইয়াছে। ৬

পক্ষান্তরে যদি বল, ইহা অবস্থান্তরবিশিষ্ট সংসারীও হইতে পারে; অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় যে বিজ্ঞানময় আত্মা শব্দাদি-বিষয় উপভোগ করে, সেই বিজ্ঞানময়ই যদি সুষুপ্তিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া সংসারধর্মবর্জ্জিত (অসংসারী) অন্য—পরমেশ্বর হয়; এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, সেরূপ কোথাও দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্ত ভিন্ন অন্য কোথাও এরূপ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না যে, গো যখন গমন করে বা দাঁড়াইয়া থাকে, তখনই সে গোশব্দ-বাচ্য হয়, আর শয়ন করিলেই সে অর্থান্তরজাতীয় অন্য পদার্থ হইয়া যায়। ন্যায় বা যুক্তিও ইহার অপর কারণ,—প্রমাণ দ্বারা যে বস্তুর যেরূপ ধর্ম্ম বা স্বভাব প্রতিপন্ন হয়, দেশ, কাল ও অবস্থাভেদেও তাহার সেই ধর্ম্মই অক্ষুণ্ণ থাকে, (কখনও অন্যথা হয় না); বস্তুগুলি যদি তাদৃশ ধর্ম্মসমস্তও পরিত্যাগ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রকার প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া যাইত। যুক্তিবিশারদ সাংখ্যবাদী এবং মীমাংসকগণও শত শত যুক্তির সাহায্যে অসংসারী (সংসারধর্ম্মরহিত) আত্মার সদ্ভাব সমর্থন করিয়া থাকেন। ৭

যদি বল, সংসারী আত্মার পক্ষেও যখন জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও

সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তখন এ পক্ষও ত যুক্তিযুক্ত হইতেছে না; অভিপ্রায় এই যে, তুমি বিশেষ প্রয়াস সহকারে যে, শব্দাদি বিষয়োপভোক্তা ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থান্তরগত সংসারী আত্মা হইতে জগদুৎপত্তি স্থাপন করিয়াছ, তাহা ত সমীচীন হইতেছে না; কেননা, সংসারী আত্মার যে, এই জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন করিবার উপযুক্ত জ্ঞান, শক্তি ও সাধন নাই, ইহা সর্ব্বলোকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং আমাদের সেই সংসারী আত্মা—যাহা মনে মনেও চিন্তা করিয়া নিরূপণ করা যায় না, পৃথিব্যাদির বিচিত্র সন্নিবেশসম্পন্ন সেই জগৎ কিরূপে নির্ম্মাণ করিবে? অতএব এই পক্ষটী যুক্তিসঙ্গত নহে—যদি বল; [আমরা বলি,] না অযুক্ত হয় না; কারণ, শাস্ত্রই এ বিষয়ে প্রমাণ; "এবমেব অস্মাদাত্মনঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রেই সংসারী আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি প্রতিপাদন করিতেছে। অতএব সমস্ত কথাই শ্রদ্ধেয় ও সঙ্গত হইতেছে. সুতরাং এরূপও আর একটী পক্ষ (সিদ্ধান্ত পক্ষ) হইতে পারে। ৮

তাহার পর 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষ ভাবে সমস্ত বিষয় জানেন', 'যিনি ক্ষুধা পিপাসা অতিক্রম করিয়াছেন', তিনি অসঙ্গ, অতএব কোথাও আসক্ত হন না 'এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে' যিনি সমস্তভূতে অবস্থিত অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ' 'সেই যিনি সমস্ত পুরুষকে (জীবকে) অতিক্রমপূর্ব্বক অতিক্রম করিয়াছেন' 'তিনিই এই মহান্ অজ আত্মা' 'ইনিই সর্ব্বলোক-বিধারক সেতু', 'তিনি সকলকে বশীভূত রাখেন এবং সকলের ঈশ্বর,' 'যিনি জরা-মরণ-বর্জ্জিত নিষ্পাপ আত্মা', 'তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন', 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক আত্মারূপেই ছিল' 'সর্ব্বধর্ম্মাতীত তিনি জাগতিক দুঃখে লিপ্ত হন না' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতে এবং 'আমিই সকলের উৎপত্তির কারণ, আমা হইতেই সমস্ত প্রাদুর্ভূত হয়' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে এবং তদনুকূল যুক্তি হইতেও জানা যায় যে, সংসারীর অতিরিক্ত একজন পরমাত্মা আছেন, এবং তিনিই জগতের মূল কারণ। ৯

এখন আপত্তি হইতেছে যে, "এবমেব অস্মাদাত্মনঃ" এই শ্রুতি সংসারী আত্মা হইতেই জগতের উৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছে, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; [এখন আবার তদ্বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে কেন?], না সে কথা বলা হয় নাই; কারণ, 'এই যে, হৃদয়মধ্যবর্ত্তী আকাশ' এইস্থলে

আকাশ শব্দে পরমাত্মা প্রস্তাবিত থাকায় উক্ত বাক্যেও সেই পরমাত্মারই পরামর্শ (সম্বন্ধ) করা যুক্তিসঙ্গত। 'এই বিজ্ঞানময় তখন কোথায় ছিল?' এই প্রশ্নের উত্তরেও আকাশ-শব্দবাচ্য পরমাত্মারই উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা—'এই যে, হৃদয়মধ্যস্থ আকাশ, তিনি তন্মধ্যে অবস্থান করেন' ইতি; পরমাত্মাও যে, আকাশ-শব্দের একটী অর্থ, তাহাও—'হে সোম্য, তখন সৎব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়', 'এই প্রাণিগণ প্রত্যহ এই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও তাহাকে লাভ করে না', 'প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া, পরমাত্মাতে অবস্থান করে' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা অবধারিত হইতেছে; কারণ, 'ইহার অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে' এইরূপ উপক্রমের পর সেই আকাশেই আবার আত্ম-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, পরমাত্মাই এখানে প্রস্তাবিত; সুতরাং "এবমেবাস্মাদাত্মনঃ" এই স্থানে পরমাত্মা হইতে সৃষ্টি হওয়াই যুক্তিযুক্ত; আর সংসারী আত্মার যে, সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার সম্বন্ধে জ্ঞান ও সামর্থ্য নাই, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১০

বিশেষতঃ এখানেও ব্রহ্মবিদ্যার প্রস্তাব রহিয়াছে; যথা—'আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে.' 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপেই আত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন'। ব্রহ্মবিজ্ঞান অর্থ—ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান; 'আমি তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ দিব' এবং 'আমি তোমাকে ব্রহ্ম বুঝাইব' ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানেরই কথা আরব্ধ হইয়াছে। এখন বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে, জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতেছেন অসংসারী, অশনায়াদি-ধর্ম্মাতীত এবং নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব; আর সংসারী জীব হইতেছে ঠিক তাহার বিপরীত; সুতরাং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্ম) বলিয়া কখনই তাহার পরিগ্রহ হইতে পারে না; কেন না, অপকৃষ্ট সংসারী জীব, স্বপ্রকাশ সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বরকে আপনার অভিন্ন আত্মারূপে গ্রহণ করিলে, সে অপরাধী হইবে না কেন? অতএব 'অহং ব্রহ্মাস্মি'(আমি ব্রহ্ম) ইত্যাকার বুদ্ধি করা উচিত নহে।১১

অতএব পুষ্প-জলাঞ্জলি, স্তুতি, নমস্কার, উপহারপ্রদান, নামজপ, ধ্যান ও যোগাদি দ্বারাই ভগবদারাধনার ইচ্ছা করিবে; কিন্তু অগ্নিকে পীতলরূপে অথবা আকাশকে মূর্ত্তিমান্ সাকাররূপে চিন্তা করার ন্যায় অসংসারী পরমাত্মাকে কখনই সংসারী জীবের সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করা উচিত হয় না। সংসারী আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব চিন্তাপ্রতিপাদক

শাস্ত্রগুলিকে 'অর্থবাদ' (প্রশংসাবাক্য) বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে (১)। এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইলেই সমস্ত তর্কশাস্ত্র, লোকব্যবহার ও যুক্তির সহিত অবিরোধ স্থাপন হইতে পারে। ১২

না—এরূপ কথা হইতে পারে না; কেন না, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণবাক্য হইতে জানা যায় যে, সেই পরমাত্মাই জীবরূপে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন—প্রথমতঃ 'প্রথমে দ্বিপদ' এইরূপ উপক্রম করিয়া 'পুরুষ সেই সমুদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন,' 'প্রত্যেক রূপের অনুরূপ হইয়াছিলেন তাহাই তাঁহার প্রকাশ-যোগ্য রূপ', 'ধীর (ব্রহ্ম) দৃশ্যমান সমস্ত রূপ নির্ম্মাণ করিয়া সে সমুদায়ের বিশেষ বিশেষ নাম প্রদানপূর্ব্বক সেই সেই নামে ব্যবহার করতঃ তন্মধ্যে অবস্থান করেন' ইত্যাদি সর্ব্বশাখীয় সহস্র সহস্র মন্ত্র ও অর্থবাদবাক্য জগৎস্রষ্টা সৃষ্টিকর্ত্তারই শরীরমধ্যে প্রবেশের কথা প্রকাশ করিতেছে। সেইরূপ 'তিনি ভূতত্রয় সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন', 'তিনি এই সীমা অতিক্রম-পূর্ব্বক ইহা দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,' 'সেই দেবতা (পরব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন —আমি এই জীবাত্মারূপে এই তিনটি দেবতায় (অগ্নি জল ও পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া [নাম ও রূপ প্রকটিত করিব,]' 'এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে গূঢ় বা প্রচ্ছন্নভাবে আছেন, সেইজন্য প্রকাশ পান না,' ইত্যাদি ব্রাহ্মণভাগও পরমাত্মারই জীবদেহে প্রবেশ প্রতিপাদন করিতেছে। বিশেষতঃ সমস্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মের প্রতিই আত্ম-শব্দের প্রয়োগ থাকায়, সেই আত্ম-শব্দই আবার প্রত্যগাত্মা জীবেরও বাচক হওয়ায় এবং 'ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা'

(১) তাৎপর্য্য—প্রথমতঃ বেদ দুই ভাগে বিভক্ত (১) মন্ত্র ও (২) ব্রাহ্মণ; মন্ত্রভাগ প্রধানতঃ ক্রিয়া ও তৎসাধন সকলের নির্দ্দেশক; আর ব্রাহ্মণভাগ ইতিহাস ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি প্রতিপাদনে ব্যাপৃত। উভয় ভাগের মধ্যেই কতকগুলি অর্থবাদ বাক্য আছে। বিধির প্রশংসাপ্রকাশক আর নিষেধের নিন্দা-প্রতিপাদক বাক্যকে 'অর্থবাদ' বলে। অর্থবাদ তিন প্রকার—"বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে। ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ।" অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্য যদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থের বিরুদ্ধার্থ প্রকাশক হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলে গুণবাদ; প্রমাণান্তরের অবধারিত বিষয় প্রতিপাদক বাক্যকে বলে—অনুবাদ, আর যেখানে প্রত্যক্ষাদি বিরোধ নাই এবং প্রমাণান্তরেও অবধারিত হয় নাই, সেরূপ বিষয়প্রতিপাদক বাক্যকে বলে—ভূতার্থবাদ। গুণবাদ—যেমন 'আদিত্যো যূপঃ'; যূপকাষ্ঠ যে, আদিত্য নয়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অনুবাদ যথা—'অগ্নি র্হিমস্য ভেষজম্'; অগ্নি যে হিমের ঔষধ, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ভূতার্থবাদ যথা—'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা'; বায়ু যে শীঘ্র শীঘ্র ফল প্রদান করে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়; অতএব ইহা ভূতার্থবাদ।

এইরূপ স্পষ্ট শ্রুতি থাকায় জানা যায় যে, পরমাত্মার অতিরিক্ত সংসারী বলিয়া কোন পদার্থ নাই ; এবং 'নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়' 'এ জগৎ ব্রহ্মই' 'এ জগৎ আত্মস্বরূপই' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারেও আত্মার ব্রহ্মস্বরূপতা অবধারণ করা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। ১৩

ভাল কথা, এইরূপই যখন শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নির্ণীত হইল, তখন সংসারিত্ব বা জীবভাবও পরমাত্মারই বুঝিতে হইবে ; তাহা হইলে ত শাস্ত্রের কথা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ; [কারণ, শাস্ত্রে পরমাত্মার অসংসারিত্বই বর্ণিত আছে।] আর আত্মা যদি অসংসারী হয়, তাহা হইলেও শাস্ত্রোপদেশের আনর্থক্যদোষ ত স্পষ্টই প্রতিভাত হয় ; [কারণ, অসংসারী আত্মার সম্বন্ধে আর বিধি-নিষেধ সম্ভব হয় না।] সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মা যদি দেহ সমূহের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকায় দৈহিক দুঃখ অনুভব করেন বল, তাহা হইলেও তাহার সংসারিত্ব ধর্ম্ম স্পষ্টই স্বীকার করা হয় ; অথচ সেরূপ হইলে পরমাত্মার অসংসারিত্ববোধক সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় বা যুক্তি বিপন্ন হইয়া পড়ে। আর যদি বা প্রাণ ও শরীরসম্বন্ধ দুঃখের সহিত আত্মার কথঞ্চিৎ অসম্বন্ধও প্রতিপাদন করিতে পার, তাহা হইলেও পরমাত্মার পক্ষে গ্রাহ্য ও পরিত্যাজ্য কিছু না থাকায় উপদেশের আনর্থক্যরূপ যে দোষ, কিছুতেই তাহার বারণ করিতে পার না। ১৪

কেহ কেহ এ আপত্তির পরিহার স্থলে এইরূপ বলিয়া থাকেন—পরমাত্মা যে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বীয়রূপেই ভূতগণের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন, তাহা নহে ; তবে কি না, পরমেশ্বরই বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীবভাব গ্রহণ করেন ; সেই জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে ; যে ভাবে ভিন্ন, সেই ভাবেই তাহার সংসারিত্ব সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ), আর যে ভাবে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, সেই ভাবেই 'অহং ব্রহ্ম' বলিয়া গ্রহণার্হ হন ; এইরূপ বলিলে সমস্ত কথাই অবিরুদ্ধ হইতে পারে। ১৫

উক্ত সিদ্ধান্তে—বিজ্ঞানাত্মা জীবের বিকার সম্ভাবপক্ষে এই কয়টি পন্থা অবলম্বিত হইতে পারে—দ্রব্যপদার্থ পৃথিবী যেরূপ বহুদ্রব্যের সমাহার বা সমষ্টি-ভূত সাবয়ব, তেমনি পরমাত্মাও বহু দ্রব্যের সমষ্টিভূত একটী সাবয়ব দ্রব্যপদার্থ ; পৃথিবীর আংশিক পরিণাম ঘটাদির ন্যায় তাহারও একাংশমাত্রের পরিণাম জীবাত্মা ; অথবা কেশ ও উষরাদিভূমি যেরূপ নিজে পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থান করিলেও, তাহার একাংশমাত্র বিকৃত বা রূপান্তরিত হয়, তদ্রূপ স্বাভাবিক

অবস্থায় বর্ত্তমান পরমাত্মারও একদেশমাত্র বিকার প্রাপ্ত হয়; অথবা দুগ্ধ প্রভৃতি বস্তু যেরূপ সর্ব্বাংশেই দধ্যাদি আকারে পরিণত হয়, তদ্রূপ পরমাত্মাও সর্ব্বাঙ্গীনভাবে জীবরূপে পরিণত হয়। উক্ত পক্ষত্রয়ের মধ্যে, যদি সজাতীয় বহুবিধ দ্রব্যবিশিষ্ট পরমাত্মার অংশবিশেষ জীবভাব প্রাপ্ত হয় বল; তাহা হইলে, অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সমানজাতীয় বহুবিধ দ্রব্য বিদ্যমান থাকায় পরমাত্মার একত্ববোধক কথাটি নিশ্চয়ই উপচরিত বা গৌণার্থে প্রযুক্ত, কখনই উহা পারমার্থিক বা মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই। এরূপ হইলে নিশ্চয়ই শ্রুতিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ১৬

যদি বল, পরমাত্মা হইতেছে—সর্ব্বদাই অযুত-সিদ্ধ অবয়-সমন্বিত—অবয়বী (১); সুতরাং তিনি স্বীয় স্বাভাবিক অবস্থা পরিত্যাগ না করিলেও, তাহার একদেশ সংসারী জীবাকার ধারণ করিতে পারে; তাহা হইলেও অবয়ব যখন সমস্ত অবয়বে অনুগত বা অনুস্যূত, এবং অবয়বীই যখন অবয়বের দোষ-গুণভাগী, তখন জীবাত্মার সংসারিত্ব দোষ পরমাত্মাতেও অবশ্যই সংক্রামিত হইতে পারে; অতএব উক্তপ্রকার কল্পনাও অনিষ্ট অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল নহে। আর দুগ্ধের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পরিণামপক্ষেও সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতি-বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৭

'তিনি নিরংশ নিষ্ক্রিয় ও শান্তস্বভাব', 'স্বপ্রকাশ অমূর্ত্ত ও জন্মরহিত পুরুষ (পরমাত্মা) বাহিরে ভিতরে অবস্থিত,' 'আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য' 'সেই এই আত্মা মহান্ (ব্যাপক), জন্মরহিত, অজর, অমর ও অমৃত' 'কখনও জন্মে না বা মরে না' 'এই আত্মা অব্যক্ত' ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি সমস্তই এ পক্ষে বিরুদ্ধ হয়। আর অচল বা গতিহীন পরমাত্মার একদেশ জীবাত্মা, এই পক্ষেও জীবাত্মার কর্ম্মফল-ভোগোপযোগী প্রদেশে গমন করা সম্ভবপর হয় না; আর গতিসম্ভব

(১) তাৎপর্য্য—বস্তুর অবয়ব সাধারণতঃ দুই প্রকার—যুতসিদ্ধ ও অযুতসিদ্ধ; যে সমস্ত অবয়ব সংযোগ দ্বারা মিলিত হয়, সে সমস্ত যুতসিদ্ধ, যেমন—একত্রিত কতকগুলি কেশ এখানে কেশগুলি পরস্পর পৃথক্ হইয়া একত্রে একটি অবয়বী আকার ধারণ করে। আর অযুতসিদ্ধ অবয়ব—যেমন ঘটের অবয়ব সমূহ; ঘটের অবয়বগুলি কস্মিন্‌কালেও ঘট ছাড়িয়া পৃথক্ থাকে না; ঘটের অবয়বনাশে ঘটেরও বিনাশ হইয়া যায়, তেমনি জীবাত্মাকেও পরমাত্মার নিত্য অযুতসিদ্ধ অবয়ব বলিলে বুঝিতে হইবে যে, কস্মিন্‌কালেও জীবের সহিত পরমাত্মার ছাড়াছাড়ি হয় না; সুতরাং জীবের দোষ পরমাত্মাতেও যাইতে পারে।

হইলে যে, পরমাত্মারই সংসারিত্ব সম্ভাবনা হয়, এ কথা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৮

যদি বল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পরমাত্মারই একদেশরূপী বিজ্ঞানাত্মা (জীব) সংসারী হয়; তাহা হইলেও পরমাত্মার অবয়ব স্ফুটিত হওয়ায়, তাহার সেই অংশে ক্ষত উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আর সেই স্ফুটিত অংশই যদি অন্যত্র যায়, তাহা হইলেও পরমাত্মার অপরাপর অংশবিশেষে ছিদ্র (গর্ত্ত) উপস্থিত হইতে পারে; অধিকন্তু পরমাত্মার অব্রণঃ-(ক্ষতশূন্যতা)-বোধক শ্রুতিবাক্যেরও বিরোধ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ পরমাত্মার অংশস্বরূপ বিজ্ঞানাত্মার সংসরণ বা নিঃসরণ স্বীকার করিলে, পরমাত্মা-শূন্য কোনও স্থান না থাকায় তন্মধ্যে অপর অবয়বের নিঃসরণ ও প্রবেশ হইলে ত হৃদয়ে শূল বিদ্ধ হইলে যেরূপ বেদনা হয়, পরমাত্মারও তদ্রূপ বেদনা উপস্থিত হইতে পারে। ১৯

যদি বল, শ্রুতিতে যখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, তখন এ আপত্তি দোষাবহ হয় না; না, সে কথাও হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতি কেবল জ্ঞাপক মাত্র, অর্থাৎ কোন শাস্ত্রই কোন পদার্থকে রূপান্তরিত করিতে পারে না, পরন্তু যে বস্তু যেরূপ তাহার সেই স্বরূপটিই যথাযথভাবে জ্ঞাপন করিয়া দেয় মাত্র; কিন্তু কোন বস্তুরই স্বভাবের বিপর্য্যয় ঘটায় না। ভাল, তাহাতেই বা কি হইল? হ্যাঁ, ইহাতে যাহা হইল, বলিতেছি; শ্রবণ কর,—সাবয়ব বা নিরবয়ব যে সমস্ত পদার্থ যেরূপ ধর্ম্মসম্পন্ন বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ, সে সমুদায়ের দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনদ্বারা তদনুরূপ অপর কোনও বস্তু প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য; সুতরাং শাস্ত্র কখনই লৌকিক বস্তুর বিরোধ-জ্ঞাপনের জন্য লোকসিদ্ধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারে না; আর যদি তাদৃশ দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করে, তাহা হইলে সেরূপ দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই অনর্থক হয়; কারণ, দার্ষ্টান্তিকে—যাহার জন্য দৃষ্টান্ত, তাহার পক্ষে ঐরূপ দৃষ্টান্তের কোনও উপপত্তি হয় না; কেন না, শত শত দৃষ্টান্ত দ্বারাও অগ্নির শীতলতা বা আদিত্যের অতাপকতা প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না; কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অগ্নি প্রভৃতি বস্তুর অন্যপ্রকার স্বভাবই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ২০

আর, এক প্রমাণ কখনই অপর প্রমাণের বিরোধী হয় না, বরং অপর প্রমাণের যাহা অবিষয় অর্থাৎ অন্য প্রমাণ দ্বারা যাহা প্রমাণিত হয় নাই, সেইরূপ বিষয়ই জ্ঞাপন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ শাস্ত্রপ্রমাণ কখনই

লোকপ্রসিদ্ধ বিষয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে অবিজ্ঞাত কোনও অলৌকিক বস্তু জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হয় না; অতএব লোক-প্রসিদ্ধ নিয়মের অনুসরণ করিয়া কেহই পরমাত্মার সাবয়বত্ব বা অংশাংশিভাব কল্পনা করিতে সমর্থ হয় না। ২১

যদি বল, 'যেমন অগ্নির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ-সমূহ' ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং 'আমারই অংশ জীবভূত' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও [জীবকে পরমাত্মার অংশ বলা হইয়াছে; সুতরাং ইহা অবিজ্ঞাত কিসে?]; না—এ কথাও বলা চলে না; কারণ [জীব ও পরমাত্মার] একত্ব বা অভেদ-প্রতিপাদনেই ঐ সমস্ত শ্রুতি স্মৃতির তাৎপর্য্য; কেন না, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রকৃতপক্ষে অগ্নিই বটে, অগ্নি হইতে পৃথক্ নহে; সুতরাং জগতে অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গ এক অভিন্ন বলিয়াই ব্যবহারের যোগ্য। অতএব অংশ মাত্রই অংশীর সহিত একত্ব-ব্যবহারার্হ; এতদনুসারে বুঝিতে হইবে, যে সমস্ত শব্দ প্রমাণ জীবাত্মাকে পরমাত্মার বিকার বা অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত শব্দ জীবের সহিত পরমাত্মার একত্ব প্রতীতি মাত্রের বিধায়ক। ২২

উপক্রম উপসংহারও ইহার অপর সমর্থক,—সমস্ত উপনিষদেই প্রথমে একত্ব (ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা) প্রতিজ্ঞা করিয়া, (প্রতিজ্ঞা—প্রকৃত বিষয়ের নির্দ্দেশ) দৃষ্টান্ত ও যুক্তিদ্বারা সমস্ত জগৎকে পরমাত্মার বিকার ও অংশাদিভাবে প্রতিপাদন করত পুনশ্চ উপসংহার কালে একত্বের কথা বলিয়াছেন উদাহরণ যথা—এখানেই 'এই সমস্ত জগৎই আত্মস্বরূপ' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি লয়ের বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া কারণ সম্বন্ধে, বিকার ও বিকারীর অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের একত্বপ্রতীতির অনুকূলে নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়া উপসংহারস্থলে বলিবেন যে, 'ব্রহ্ম কোন সত্তরই ভিতরে বা বাহিরে নাই' 'এই আত্মাই ব্রহ্ম' ইতি। ২৩

অতএব বাক্যের প্রারম্ভ ও উপসংহার হইতে এই সিদ্ধান্তই অবধারিত হইতেছে যে, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় প্রতিপাদক বাক্যগুলি কেবল পরমাত্ম-জ্ঞানের দৃঢ়তাস্থাপনের জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে; এরূপ স্বীকার না করিলে বাক্যভেদের সম্ভাবনা হয়। [একটা বাক্যের দুইপ্রকার অর্থ করাকে বাক্যভেদ বলে।] ২৪

এ বিষয়ে উপনিষৎ-সম্প্রদায়বিশারদগণ একটি আখ্যায়িকা (গল্প) বলিয়া থাকেন—কোন এক রাজপুত্র জন্মের পরই পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত

হইয়া ব্যাধভবনে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল ; বংশপরিচয় না জানা থাকায় সে আপনাকে ব্যাধজাতীয় মনে করিয়া ব্যাধজাত্যুচিত কর্ম্মের অনুসরণ করিতে লাগিল কিন্তু 'আমি হইতেছি—রাজা' এইরূপ মনে করিয়া কখনও রাজোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল না। যখন কোন একজন পরম দয়ালু মহাপুরুষ সেই রাজপুত্রের রাজ্যসম্পদ পাইবার সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া তাহার রাজপুত্রত্ব জ্ঞাপনের জন্য বলিলেন—'তুমি ব্যাধজাতি নহে, তুমি অমুক রাজার পুত্র ; কোন প্রকারে ব্যাধগৃহে প্রবেশ করিয়াছমাত্র', সে তখন এইরূপ প্রবোধ লাভ করিয়া ব্যাধজাতীয় জ্ঞান ও তদুচিত কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে রাজা মনে করিয়া আপনার পিতৃপিতামহাদির আচার ও রীতির অনুসরণ করিতে লাগিল। ঠিক সেইরূপ এই জীবাত্মাও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পরমাত্মার তুল্যস্বভাব হইয়াও পরমাত্মা হইতে বিভক্ত হইয়া এই দেহেন্দ্রিয়াদিময় অরণ্যে প্রবেশ করাতে, নিজে সংসারধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়াও দেহেন্দ্রিয়াদিগত-সংসার-ধর্ম্মের অনুবৃত্তি করিয়া থাকে,—আপনার পরমাত্মভাব জানা না থাকায় আপনাকে দেহেন্দ্রিয়াত্মক, কৃশ, স্থূল এবং সুখী দুঃখী বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, পরে আচার্য্যের নিকট হইতে 'তুমি এই দেহেন্দ্রিয়াত্মক নহ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ।' এইরূপ সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবার পর, এই জীবও পুত্র বিত্ত ও স্বর্গাদি-বিষয়ক কামনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক 'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাকার ব্রহ্মাত্মভাব প্রাপ্ত হয়। ২৫

উক্ত দৃষ্টান্তস্থলে রাজপুত্রের রাজবুদ্ধির ন্যায় 'তুমি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পরব্রহ্ম হইতে বহির্গত হইয়াছ', এই কথা বলিলে, জীবেরও ব্রহ্মবুদ্ধি দৃঢ়তর হইয়া থাকে ; কারণ, অগ্নি হইতে নির্গমনের পূর্ব্বে স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নির একত্ব বা অভিন্নভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; অতএব সুবর্ণ, মণি, লৌহ ও স্ফুলিঙ্গের যে, দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে ; বুঝিতে হইবে, জীব-ব্রহ্মের অভেদ-বুদ্ধির দৃঢ়তাসম্পাদনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ; কিন্তু উৎপত্তি প্রভৃতি দ্বারা ভেদপ্রতিপাদন করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। সৈন্ধবখিল্য যেরূপ সর্ব্বতোভাবে লবণরসে পূর্ণ, তদ্রূপ আত্মাকেও একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই অবধারণ করিতে হইবে ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন,—'তাঁহাকে এইরূপেই দর্শন করিতে হইবে'। চিত্রপটের ন্যায় এবং বৃক্ষ ও সমুদ্রাদির ন্যায় ব্রহ্মের স্বরূপেও যদি উৎপত্তি-বিনাশাদি বহু ধর্ম্ম প্রতিপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে কখনই উপসংহারস্থলে সৈন্ধবঘনের ন্যায় ভিতরে

থাকিতে সর্ব্বত্র একরূপ (জ্ঞানরূপ) বলিতেন না, 'এবং একরূপেই দর্শন করিতে হইবে' এই শ্রুতিবাক্যেরও প্রয়োগ করিতেন না; আর 'যে লোক এই ব্রহ্মেতে নানাভাবের মত দর্শন করে' ইত্যাদি নিন্দাবাক্যেরও নির্দ্দেশ করিতেন না। ২৬

অতএব বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র একত্বপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্যই উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়াদি কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু সেরূপে জানিবার উদ্দেশ্যে নহে। তাহার পর, সংসারী জীবাত্মাকে নিরবয়বও অসংসারী পরমাত্মার এক দেশ বা অংশ বলিয়া কল্পনা করা যুক্তিযুক্তও হয় না; কারণ, পরমাত্মা স্বভাবতই অদেশ অর্থাৎ অবয়ববিহীন; পক্ষান্তরে অদেশ (নিরবয়ব) পরমাত্মার একদেশে সংসারিত্ব কল্পনা করিলে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মারই সংসারিত্ব কল্পিত হইয়া পড়ে; [অতএব এরূপ কল্পনা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না]। ২৭

যদি বল, ঘট-করকাদি উপাধিকৃত আকাশৈকদেশের ন্যায় পরমাত্মারও স্বতন্ত্র উপাধি দ্বারা একদেশ কল্পিত হইতে পারে না–তাহা হইলে বিবেকী লোকদিগের কখনও পরমাত্মার একদেশ জীব পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে না। যদি বল, বিবেকী অবিবেকী সকলেরই ত ঔপচারিক জ্ঞান (গৌণার্থবিষয়ক জ্ঞান) হইতে দেখা যায়; না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, তাদৃশ স্থলে অবিবেকী অজ্ঞলোকদিগের বুদ্ধি ভ্রান্তিময়—মিথ্যা, আর বিবেকী লোকদিগের বুদ্ধি হয় কেবল ব্যবহার-নিষ্পাদক মাত্র (সত্য নহে); উদাহরণ—যেমন নীরূপ আকাশও সময়বিশেষে বিবেকী লোকের নিকটও কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়; বুঝিতে হইবে যে, আকাশের তাদৃশ কৃষ্ণত্ব ও রক্ততা কেবল ব্যাবহারিক দশায় সত্তা লাভ করিয়া থাকে মাত্র; কিন্তু আকাশ কখনও সত্য সত্যই তাহাদের নিকট কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ বলিয়া সত্যতা বুদ্ধি সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না। অতএব যাহারা পণ্ডিত, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণের জন্য ব্রহ্মের অংশাংশিভাব, বিকার-বিকারী বিভাগ, একদেশ একদেশিত্ব কল্পনা করা উচিত নহে; কারণ, সর্ব্বপ্রকার কল্পনার নিরসন করাই সমস্ত উপনিষদের সার মর্ম। অতএব সর্ব্বপ্রকার কল্পনা পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশের ন্যায় ব্রহ্মেরও নির্ব্বিশেষভাবই গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, শত শত শ্রুতি বলিতেছেন—'তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য', 'সর্ব্ববাহ্য পরমাত্মা লোকদুঃখে লিপ্ত হন না' ইত্যাদি। ২৮

অপিচ, উষ্ণভাব অগ্নির একদেশে শৈত্য কল্পনার ন্যায়, অথবা প্রকাশ-
শীল সূর্য্যের একাংশে অন্ধকার কল্পনার ন্যায় জীবাত্মাকে কখনও ব্রহ্মবিল-
ক্ষণ অর্থাৎ ব্রহ্মের বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া কল্পনাও করিবে না; কারণ,
সর্ব্বপ্রকার ভেদকল্পনার অপনয়নেই সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য।
অতএব সংসারধর্ম্মবিবর্জ্জিত আত্মাতে যে সমুদয় ভেদব্যবহার, তৎসমস্তই
নাম-রূপাত্মক উপাধিসম্বন্ধজনিত, (স্বাভাবিক নহে); কারণ, 'ব্রহ্ম
প্রত্যেক রূপের (আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থের) অনুরূপ হইয়াছেন',
'ধীর (বিবেকী পরমেশ্বর সমস্ত রূপ (আকৃতি) নির্ম্মাণ করিয়া এবং সে
সমুদায়ের নামকরণপূর্ব্বক সেই সমস্ত নামে সম্বোধন করিয়া অবস্থান
করিতেছেন', এবংবিধ বহু মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মার সংসারিত্ব-
ধর্ম্ম স্বাভাবিক নহে, পরন্তু অলক্তকাদি (আলতা প্রভৃতি) উপাধি-সংযুক্ত
স্ফটিকে লৌহিত্য-প্রতীতির ন্যায় আত্মার সংসারিত্ব-বুদ্ধিও ভ্রমাত্মকই বটে,
পারমার্থিক নহে। ২৯

'তিনি যেন ধ্যানই করেন, ক্রিয়াই করেন', 'কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধিও পান না,
অথবা কমিয়াও যান না', 'পাপকর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হন না', 'সর্ব্বভূতে সমানভাবে
অবস্থিত, কুক্কুর এবং শ্বপাক চাণ্ডালে [সমদর্শী]' ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি
হইতে পরমাত্মার অসংসারিত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব ব্রহ্মকে যখন
নিরবয়ব বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, তখন বিজ্ঞানাত্মা জীবকে তাহার
একদেশ, বিকার, শক্তি কিংবা অন্য কিছু বলিয়া কল্পনা করা যাইতে
পারে না। অংশাদিভাবপ্রকাশক শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যগুলির প্রধান উদ্দেশ্য
হইতেছে—জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করা, কিন্তু তৎপ্রতিপাদন করা
নহে; কারণ, তাহা হইলেই শ্রুতির অভিপ্রেত বিষয়ে একবাক্যতা (এক-
রূপতা) রক্ষা পাইতে পারে, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ৩০

পরমাত্মা-পরব্রহ্মের একত্ব জ্ঞাপন করাই যদি সমস্ত উপনিষদের অভি-
প্রেত হয়, তাহা হইলে তদ্বিরুদ্ধ অর্থ-বিজ্ঞানাত্মভেদ কল্পনা করিবার
প্রয়োজন কি?—ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন,—কর্ম্মকাণ্ডের (কর্ম্মপ্রতি-
পাদক শাস্ত্রের) প্রামাণ্য ও অবিরোধ স্থাপন করাই উহার প্রয়োজন;
কারণ, কর্ম্মপ্রতিপাদক বাক্যগুলি প্রধানতঃ বহুবিধ ক্রিয়া, কারক, কর্ম্ম-
ফল, ভোক্তা ও কর্ত্তৃসাপেক্ষ; সুতরাং জীবভেদ না থাকিলে, পক্ষান্তরে
অসংসারী পরমাত্মার একত্ব হইলে সেগুলি কিপ্রকারে লোকের অভীষ্টফল-

সাধক কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিবে? অর্থাৎ জীবাত্মার যদি ভেদ না থাকিত, আর যদি অসংসারী পরমাত্মাই একমাত্র পদার্থ হইতেন, তাহা হইলে ক্রিয়াকারকাদি ভেদসাপেক্ষ কর্ম্মকাণ্ডের কোনই আবশ্যক হইত না, অনিষ্টফলসাধক কর্ম্ম হইতেও লোকদিগকে বারণ করিতে সমর্থ হইত না; এবং কোন বদ্ধ জীবের জন্যই বা মোহচ্ছেদক উপনিষদের অবতারণা হইবে? অধিকন্তু পরমাত্মার একত্ববাদীর পক্ষে পরমাত্মার একত্বোপদেশই বা কিরূপে হইবে? আর সেই একত্বোপদেশের ফলই বা হইবে কি প্রকারে? কেন না, বদ্ধ ব্যক্তিরই বন্ধননাশের জন্য উপদেশের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেই বন্ধনই যদি না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত উপনিষৎ-শাস্ত্রই ত নির্বিষয় বা নিরর্থক হইয়া পড়ে। ৩১

এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইলেই কর্ম্মকাণ্ডবাদী পক্ষের সহিত উপনিষদ্বাদী পক্ষেরও বিরোধ-পরিহারের পথ বা উপায় সমান হইতে পারে ভেদ না থাকিলে কর্ম্মকাণ্ড যেমন নির্বিষয়ত্ব হেতু প্রামাণ্য লাভ করিতে পারে না, উপনিষদের পক্ষেও তাহা সমান। আচ্ছা, এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে যাহার প্রমাণ স্বীকার করিলে অন্য কাহারও স্বার্থে ব্যাঘাত না ঘটে, সেই কর্ম্মকাণ্ডেরই প্রামাণ্য হউক; উপনিষৎসমূহের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, যখন স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটে, তখন উপনিষৎ-সমূহেরই বরং অপ্রামাণ্য হউক; বিশেষতঃ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড (বেদের কর্ম্মভাগ) প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়া কখনই আবার অপ্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; কেন না, প্রদীপ নিজের প্রকাশ্য বস্তুকে কখনও প্রকাশ করে, আবার কখনও করে না, এরূপ হইতে পারে না;, অতএব উপনিষদপেক্ষা কর্ম্মকাণ্ডেরই প্রামাণ্য হওয়াই সম্পূর্ণ উচিত। ৩২

বিশেষতঃ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবিরোধও এ পক্ষে অপর কারণ; উপনিষৎ-শাস্ত্রগুলি ব্রহ্মৈকত্ব প্রতিপাদন করিয়া কেবল যে, কর্ম্মকাণ্ডেরই প্রামাণ্য ব্যাঘাত করিতেছে, তাহা নহে, পরন্তু যে সমস্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যে দৃঢ়তর ভেদপ্রতীতি হইয়া থাকে, সেই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের সঙ্গেও বিরুদ্ধ হইতেছে। অতএব উপনিষৎ-সমূহেরই অপ্রামাণ্য অথবা অন্যপ্রকার অর্থ হয় হউক, কিন্তু ব্রহ্মৈকত্ব প্রতিপাদনকরাই যে, উহাদের অর্থ নয়, ইহা নিশ্চিত। ৩৩

না—এ কথাও হইতে পারে না; কারণ, ইহার উত্তর পূর্ব্বেই উক্ত

হইয়াছে। বস্তুতই প্রমাণের যে, প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য, যথার্থ জ্ঞানের উৎ-পাদন ও অনুৎপাদনই তাহার একমাত্র কারণ, অর্থাৎ যে প্রমাণ প্রমা—যথার্থ জ্ঞান জন্মায়; তাহাই প্রমাণ, আর যে প্রমাণ প্রমা—যথার্থ জ্ঞান জন্মায় না, তাহাই অপ্রমাণ; ইহা না হইলে শব্দাদি প্রমেয় বিষয়ে চক্ষু প্রভৃতিও প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত। আচ্ছা, ইহাতেই বা ফল কি? [ফল এই যে,] উপনিষৎ-সমূহ যদি ব্রহ্মৈকত্ব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানই সমুৎপাদন করে, তবে আর অপ্রমাণ হইবে কেন? যদি বল, না—যথার্থ জ্ঞান সমুৎপাদন করে না, যেমন—'অগ্নি শীতল' এই কথায় যথার্থ জ্ঞান জন্মায় না, তেমনি; এরূপ বলিলে, তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, উপনিষদের প্রামাণ্য-নিষেধার্থ তুমি যে বাক্যের প্রয়োগ করিতেছ, ('উপনিষৎ প্রমাণ নয়' বলিতেছ,) সে বাক্যও কি নিশ্চয়ই উপনিষদের প্রামাণ্য-নিষেধক হইতেছে না? অথবা অগ্নি কি স্বপ্রকাশ্য রূপাদি প্রকাশ করে না? অর্থাৎ অগ্নি যেমন নিয়তই রূপ প্রকাশ করে, তেমনি তোমার বাক্যও নিশ্চয়ই উপনিষদের প্রামাণ্য-নিষেধ করিতেছে; অতএব তোমার বাক্যও নিশ্চয়ই প্রমাণ; [তবেই হইল,] তোমার নিষেধক বাক্য যদি প্রমাণ হয়, তবে উপনিষৎ শাস্ত্রেরও অবশ্যই প্রামাণ্য হইবে; অতএব মহাশয়েরাই বলুন যে, ইহার পরিহার বা মীমাংসা আর কি হইতে পারে?। ৩৪

প্রশ্ন হইতেছে যে, আমার বাক্য হইতে যে উপনিষদের প্রামাণ্য-প্রতিষেধ-বোধ, এবং অগ্নির যে রূপ-প্রকাশকত্বজ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং তাহা প্রমাণ। ভাল কথা, তাহা হইলে ব্রহ্মৈকত্বপ্রতীতি বিষয়েও প্রত্যক্ষপ্রমা-সমুৎপাদক উপনিষৎ-সমূহের উপর তোমার এত বিদ্বেষ কেন? শোকমোহাদি অনর্থনিবৃত্তি যে, ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ফল, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব এ প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হওয়ায় উপনিষদের সম্বন্ধে অপ্রামাণ্য শঙ্কা হইতেই পারে না। ৩৫

আরও যে, বলা হইয়াছে—স্বার্থব্যাঘাতকর (উপনিষদ্ নিজেই নিজের অর্থের ব্যাঘাত ঘটায়) বলিয়া উপনিষদ্ শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না; তাহাও হইতে পারে না; কারণ, উপনিষদ্‌শাস্ত্র, যে অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে, তাহার ব্যাঘাতক বা অসত্যতাবোধক অপর কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। 'অগ্নি উষ্ণও বটে, শীতলও বটে' এই বাক্য হইতে যেমন বিরুদ্ধ দুইটি (শীতোষ্ণ) অর্থের বোধ হইয়া থাকে, [সুতরাং ঐ বাক্য অপ্রমাণ হয়];

উপনিষদ্‌শাস্ত্র ত আর সেরূপ একবার 'ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়', আবার 'নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয় নহে', এই প্রকার বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করিতেছে না; [অতএব উপনিষদ্‌শাস্ত্র অপ্রমাণ হইবে কেন ?] তাহার পর, আমরা এই যে, একই বাক্যের অনেকার্থ স্বীকার করিয়া বলিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতেছে—'অভ্যুপগমবাদ (১); কিন্তু বাক্যের প্রামাণ্য নিরূপণের সময়ে সে নিয়ম—একই বাক্যের অনেকার্থত্ব কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না; অনেকার্থত্ব হইলেই স্বার্থবোধকত্ব ও স্বার্থবিঘাতকত্ব—এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ আর একটি অর্থ হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, একই বাক্য কখনও বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ—অনেকার্থ প্রতিপাদন করে না বা করিতে পারে না; কারণ, অর্থের একত্ব হইলেই একবাক্যতা হয়, (কিন্তু অনেকার্থত্ব পক্ষে সেই একবাক্যতা সম্ভব হয় না)। ৩৬

আর উপনিষদের মধ্যেও যে, কোন কোন বাক্য ব্রহ্মৈকত্বের নিষেধ করিতেছে, এরূপ ত দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে যে 'অগ্নি শীতল ও উষ্ণ' এইরূপ লৌকিক বাক্য আছে, সেখানেও একবাক্যতা একার্থে সমন্বয়) কখনই হয় না; কারণ, ঐ বাক্যের একদেশ যে, 'উষ্ণত্ব'; তাহা ত প্রত্যক্ষগ্রাহ্য; [সুতরাং ঐ অংশটুকু প্রসিদ্ধের অনুবাদ মাত্র]; অতএব 'অগ্নি শীতল' এই একটিই সেখানে প্রকৃত বাক্য; 'অগ্নি উষ্ণ' অংশটি কেবল প্রমাণান্তরানুভূত বিষয়ের স্মারক মাত্র, কিন্তু স্বার্থবোধক নহে; কাজেই 'অগ্নি শীতল' এই অংশের সহিত উহার একবাক্যতা হইতে পারে না; প্রত্যক্ষানুভূত উষ্ণতার স্মরণ করাইয়াই উহা চরিতার্থতা লাভ করে। কেহ যে, এই বাক্যটিকে বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া মনে করে, তাহা ভ্রান্তিমাত্র; 'শীত' ও 'উষ্ণ' পদদ্বয়ের সহিত অগ্নি-শব্দের সামানাধিকরণ্য-প্রয়োগই (সমানবিভক্তিযুক্ত

---

(১) তাৎপর্য্য—পরপক্ষের অভিমত কথা স্বীকার করিয়া লইয়া যাহা বলা হয়, তাহাকে 'অভ্যুপগমবাদ' বলে। সেরূপ স্বীকারোক্তি দ্বারা স্বপক্ষের কোনও হানি হয় না। আলোচ্য স্থলে বিপক্ষ যে, একই উপনিষদ্-বাক্যের স্বার্থবাধকতা ও স্বার্থপ্রকাশকতা দোষ অর্পণ করিয়াছেন, ভাষ্যকার এ পর্য্যন্ত সে কথা স্বীকার করিয়া লইয়াই সমাধান করিতেছিলেন; এখন বলিতেছেন যে, না বিপক্ষের ঐরূপ আপত্তিই হইতে পারে না; কারণ, ঐ কথা আমার সিদ্ধান্তসম্মত নহে অভ্যুপগমবাদ; অভ্যুপগমবাদ বলিয়া দোষ কেন তথা নাহি বিবক্ষিত।

অপেক্ষা-বিশেষতাবশতই) ঐরূপ ভ্রান্তি-সমুৎপাদনের কারণ; কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, লৌকিক বা বৈদিক প্রয়োগের কোথাও একটি বাক্য অনেকার্থ-বোধক হয় না। ৩৭

আরও যে আপত্তি হইয়াছিল—উপনিষচ্ছাস্ত্রগুলি কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য হানি করিতেছে; (২) তাহাও নয়; কারণ, উপনিষদের অর্থ বা তাৎপর্য্য অন্যপ্রকার অর্থে, (কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য-বিঘাতে নহে)। ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপাদনেই সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য; কিন্তু কোন উপনিষৎই পুরুষের অভীষ্ট বিষয়-প্রাপ্তির উপযোগী সাধনোপদেশের কিংবা তদ্বিষয়ে লোকনিয়োগের কোন বাধা দিতেছে না; কেন না, তাহা হইলে উপনিষদ্বাক্যেরও সেই অনেকার্থতা দোষ ঘটে; অথচ তাহা কখনই যুক্তিসঙ্গত হয় না। আর কর্মকাণ্ডের বাক্যগুলি যে, নিজ নিজ অর্থ বিষয়ে প্রমা—যথার্থজ্ঞান সমুৎপাদন করে না, তাহাও নহে; অসাধারণ—যাহা অন্য বাক্যের বিষয় নয়, সেরূপ অর্থ বিষয়ে যদি প্রমা সমুৎপাদন করে, তাহা হইলে অন্য বাক্যের সহিত তাহার বিরোধ হইবে কেন? ॥ ৩৮

যদি বল, অদ্বৈতব্রহ্মবাদে নিয়োজ্যাদি বিষয় থাকে না বলিয়াই ঐ প্রমা বাক্য সমুৎপাদন করে না; না, এ কথাও বলা চলে না; কারণ, "স্বর্গাভিলাষী দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে" "ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না" ইত্যাদি বাক্য হইতে যে, প্রমা জন্মিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; উপনিষৎ শাস্ত্র ব্রহ্মৈকত্ব প্রতিপাদন করিলেও প্রমা জ্ঞান জন্মিবে না—কথাটা হইতেছে অনুমানমাত্র; কিন্তু প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ অনুমান ত প্রামাণ্য লাভ করিতে পারে না; অতএব উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে যে, কর্মকাণ্ডীয় বাক্য প্রমাই উৎপাদন করে না বলিয়া কীর্ত্তন করা, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ৩৯

আরো এক কথা, যে সমস্ত লোক অবিদ্যাগ্রস্ত যথাদৃষ্ট ক্রিয়া কারক

---

(২) তাৎপর্য্য—কর্মকাণ্ডে আছে—জীবগণ কর্মকর্ত্তা হবে ফলের জন্য; অর্থাৎ পাইবে সেই ফল—কর্মকর্ত্তা জীবগণ ভোগ করিয়া আনন্দলাভ করে, এইরূপ পাপকর্ম্মের ফলে দুঃখ ভোগ করে; এই জাতীয় ভেদবুদ্ধি লইয়াই কর্মকাণ্ডের আবির্ভাব; আর উপনিষৎ বলিতেছেন—না—জীবগণ কর্ত্তাও নয়, ভোক্তাও নয়; জীবগণ নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মস্বরূপ; একমাত্র ব্রহ্মই সত্য পদার্থ, তিনিই জীবরূপে বিবিধ প্রতীয়মান হইতেছেন; বস্তুত পক্ষে জীবগণ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। অতএব কর্মকাণ্ডীয় ভেদবাদের সহিত অভেদবাদবোধক উপনিষদের বিরোধ

ও ফলের উপর নির্ভর করিয়া ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের উপায়-সাধনে প্রবৃত্ত হয়, এবং তদ্বিষয়ে বিশেষ কোন তত্ত্বই জানে না, তাহাদের জন্য ক্রিয়াফলাদি-বিষয়ক শ্রুতি কখনই লোকপ্রসিদ্ধ ক্রিয়া-কারকাদি বিভাগের সত্যতা বা অসত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে না, কিংবা নিষেধও করিতেছে না; কেননা, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের উপায়বিধানেই শ্রুতির তাৎপর্য্য, (কিন্তু সত্যাসত্যতা বিষয়ে নহে)। ৪০

কাম্যবিষয়গুলি মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূত হইলেও তদ্বিধায়ক শ্রুতি যেমন কেবল লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে সেই কাম্য-বিষয় অবলম্বন করিয়া তদুদ্দেশ্যেই উপযুক্ত সাধনের বিধান করিয়া থাকে, কিন্তু কাম্যবিষয়গুলি মিথ্যাজ্ঞানমূলক বলিয়া সেগুলির অনর্থকরত্ব প্রতিপাদন করে না, অথবা তদ্বিধানেও বিরত থাকে না; তেমনি নিত্য অগ্নিহোত্রাদি-বিষয়ক শাস্ত্রও প্রসিদ্ধি অনুসারেই মিথ্যাজ্ঞানমূলক লোকপ্রসিদ্ধ ক্রিয়া-কারকাদি বিভাগ অবলম্বনপূর্ব্বক ইষ্টপ্রাপ্তি বা অনিষ্ট-পরিহাররূপ কোন একটি প্রয়োজন দে'খে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মগুলির বিধান করিয়া থাকে, কিন্তু 'এ সমস্তই অবিদ্যাধিকারস্থিত অসৎ' বলিয়া কখনই তদ্বিধানে ক্ষান্ত থাকে না; কাম্যবিধি ইহার দৃষ্টান্তস্থল; আর অবিদ্যাশালী লোকেরা যে, ইহাতে প্রবৃত্ত হইবে না, তাহাও নহে; কারণ, কামনাশীল পুরুষেরা যেমন কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তেমনি তাহাদিগকেও ইহাতে প্রবৃত্ত দেখা যায়। যদি বল, বিদ্বান্ লোকদিগেরই কর্ম্মেতে অধিকার; না—সে কথাও বলিতেই পার না; কারণ, ব্রহ্মৈকত্ববিদ্যা যে, কর্ম্মাধিকারবিরোধী, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মৈকত্ব পক্ষে উপদেশের বিষয় (ক্রিয়াকারকাদি) না থাকায় উপদেশের গ্রহণ হইতে পারে না বলিয়া যে, উপদেশের নিষ্ফলত্ব দোষ উত্থাপিত হইয়াছিল, কথিত যুক্তিতে সে আপত্তিরও পরিহার বলা হইল বুঝিতে হইবে। ৪১

কর্ম্মানুষ্ঠাতা পুরুষদিগের ইচ্ছা ও অনুরাগাদির বৈচিত্র্যও অপর হেতু; লোকদিগের ইচ্ছা ও অনুরাগ অনেক প্রকার এবং বিচিত্র; সুতরাং বাহ্য বিষয়ে যাহাদের হৃদয় নিতান্ত অনুরক্ত, শাস্ত্র কিছুতেই তাহাদিগকে সেই বিষয় হইতে বিরত করিতে সমর্থ হয় না; এবং স্বভাবতই যাহাদের চিত্ত বাহ্য বিষয় হইতে বিরক্ত, তাহাদিগকেও বাহ্যবিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু শাস্ত্র হইতে এইমাত্র হয় যে, প্রদীপাদি আলোক যেরূপ অন্ধকার-মধ্যস্থ বস্তু বিষয়ে জ্ঞানমাত্র জন্মাইয়া দেয়, সেইরূপ—'ইহা ইষ্টসাধন, উহা,

অনিষ্টসাধন'—এইরূপে সাধ্যসাধন-বিষয়ক সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া দেয় মাত্র, কিন্তু শাস্ত্র কখনই লোকদিগকে ভৃত্যপ্রভৃতির ন্যায় বলপূর্ব্বক কোন বিষয়ে প্রবৃত্তও করে না, বা নিবৃত্তও করে না; কেননা, দেখিতে পাওয়া যায়—বহুলোক অনুরাগের প্রাবল্যবশতঃ শাস্ত্রবিধিও অতিক্রম করিয়া চলে। সেই হেতু সাধারণ লোকের বুদ্ধিবৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কর্ম্মশাস্ত্র নানাপ্রকার উপদেশ করিয়া থাকে॥ ৪২

শাস্ত্র কেবল সাধ্যসাধন-ভাবমাত্র প্রতিপাদন করে, পরে অজ্ঞ লোকেরা নিজ নিজ রুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; সূর্য্য ও প্রদীপপ্রভৃতির ন্যায় শাস্ত্রও ঐ বিষয়ে উদাসীনই থাকে, অর্থাৎ কাহাকেও প্রবর্ত্তিত বা নিবর্ত্তিত করে না। পরমপুরুষার্থ মুক্তিও আবার কারো নিকট অপুরুষার্থ—পুরুষের অপ্রার্থনীয়বৎ প্রতিভাত হয়; যাহার যেরূপ প্রতীতি হয় সে তদনুরূপ পুরুষার্থই দর্শন করিয়া থাকে; এবং তদনুকূল সাধনসমূহই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। এতদনুরূপ অর্থবাদও আছে—'প্রজাপতির সন্তানত্রয় প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। অতএব বলিতে হইবে যে, বেদান্তশাস্ত্র ব্রহ্মৈকত্ব প্রতিপাদন করে বলিয়া বিধিশাস্ত্রের বাধক হয় না। বিশেষতঃ শুধু এই ব্রহ্মৈকত্ব প্রতিপাদন করাতেই বিধিশাস্ত্র একেবারে নির্ব্বিষয় হইতে পারে না; এবং ক্রিয়াকারকাদি ভেদ প্রতিপাদন করে বলিয়া বিধিশাস্ত্রও ব্রহ্মৈকত্ব-বিষয়ে উপনিষদের প্রামাণ্য নিবারণ করিতে পারে না; কেননা, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রমাণ-সমূহও নিজ নিজ বিষয়েই প্রমাণ বা সার্থক (বিষয়ান্তরে নহে)॥ ৪৩

এ বিষয়ে পণ্ডিতম্মন্য কেহ কেহ মনে করে যে, সমস্ত প্রমাণই প্রমাতার চিত্তবৃত্তি অনুসারে পরস্পর বিরুদ্ধ; সুতরাং ব্রহ্মৈকত্বপক্ষে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের মধ্যেও বিরোধ উপস্থাপিত করে,—শব্দস্পর্শাদি বিষয়গুলি যে, শ্রোত্রাদি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, ইহা প্রত্যক্ষ হইতেই বুঝা যায়; কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মৈকত্ব বা ব্রহ্মবাদ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ-বিরোধ হইবার সম্ভাবিত হয় এবং প্রত্যেক শরীরে শব্দাদি বিষয়ের অনুভবিতা ও ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা সংসারীও ভিন্ন ভিন্নই অনুমিত হয়; সুতরাং সেখানেও ব্রহ্মৈকত্ববাদীর পক্ষে অনুমানবিরোধ উপস্থিত হইতে পারে; এইপ্রকার তাঁহারা আগম-বিরোধেরও উল্লেখ করিয়া থাকেন; যথা—

'গ্রামাভিলাষী যজ্ঞ করিবে,' 'পশুকামী যজ্ঞ করিবে,' 'স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবে,' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য হইতে জানিতে পারা যায় যে কাম্য গ্রাম, পশু ও স্বর্গ প্রভৃতি এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাতৃগণও ভিন্ন ভিন্ন—এক নহে। ৪৪

উক্ত আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—কুতর্ক-কলুষিতচিত্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণাপসদ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কলঙ্কস্বরূপ যে সমস্ত লোক এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই দয়ার পাত্র; কারণ, তাহারা বেদার্থ-নিরূপণে সম্প্রদায়পরম্পরাগত গুরুবুদ্ধিলাভে বঞ্চিত আছে। [তাহারা দয়ার পাত্র] কেন? [বলিতেছি—] শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধিগোচর শব্দাদি প্রমাণের সহিত ব্রহ্মের একত্ববাদ বিরুদ্ধ হইতেছে—যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, শব্দাদি বিষয়ের ভেদানুসারে আকাশের একত্ব বিরুদ্ধ হয় কি না? যদি বিরুদ্ধ না হয়, তবে আলোচ্য বিষয়েও প্রত্যক্ষ-বিরোধ হয় না, [কারণ, উভয় পক্ষেই যুক্তি সমান]। ৪৫

আরও যে বলা হইয়াছে—ভিন্ন ভিন্ন শরীরে শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি-কর্তা ও ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠাতা পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে; সুতরাং ব্রহ্মের একত্বপক্ষে সেই অনুমানের বিরোধ উপস্থিত হয়। এখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, কর্তার প্রভেদ অনুমান করে কাহারা? যদি বলেন—অনুমানকুশল আমরা সকলে [অনুমান করিয়া থাকি]; জিজ্ঞাসা করি, অনুমানবিদ্যাবিশারদ তোমরা আবার কে? এ কথার উত্তর কি? যদি বল, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা, ইহাদের প্রত্যেকগত কর্তৃত্ব যুক্তি দ্বারা খণ্ডিত হইলে পর, শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি যাহার সাধন বা ভোগোপকরণ, সেই আত্ম-পদবাচ্য আমরাই হইতেছি—অনুমানকুশল আমরা; কারণ, ক্রিয়ামাত্রই বহু কারকসাধ্য অর্থাৎ অনেক কারকের সাহায্য ব্যতীত কোন ক্রিয়াই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। ৪৭

তোমাদের অনুমানকৌশল এই প্রকার হইলে ত তোমাদের (আত্মার) বহুত্ব হইয়া পড়ে। কারণ, ক্রিয়া যে, অনেক-কারকসাধ্য, ইহা ত তোমাদিগেরই স্বীকৃত কথা; অনুমান ও ক্রিয়া; সেই ক্রিয়াও যে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনোরূপ সাধনের সাহায্যে আত্মকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে,

ইহা পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে; অতএব 'আমরা অনুমানকুশল' বলিলে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনোরূপ সাধনবিশিষ্ট আত্ম-পদবাচ্য আত্মার প্রত্যেক-গত বহুত্ব স্বীকার করা হইয়া পড়ে; অহো! তার্কিক বলীবর্দ্দকর্তৃক কি চমৎকার অনুমানকৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে! যে মূর্খ আপনাকেই জানে না, সে আবার কি প্রকারে সেই আত্মগত ভেদাভেদ চিন্তা করিতে সমর্থ হইবে?। ৪৮

তাহার পর কথা হইতেছে যে, কোন্ হেতু দ্বারা কিসের অনুমান করিবে?—আত্মার ত স্বতঃসিদ্ধ ভেদপ্রতিপাদক এমন কোনও লিঙ্গ বা জ্ঞাপক চিহ্ন নাই, যাহা দ্বারা আত্মভেদের অনুমান করিতে পারা যায়; আর আত্মভেদ-প্রতিপাদনার্থ নামরূপাত্মক যে সমস্ত হেতুর উপন্যাস করা হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি আকাশের ঘটাদি-উপাধির ন্যায় কেবলই নামরূপগত, সেগুলিও আত্মার উপাধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে, যে দিন আকাশের ভেদক হেতু প্রদর্শন করিবে, সে দিন আত্মারও ভেদগ্রাহক হেতু প্রদর্শন করিতে পারিবে; অভিপ্রায় এই যে, ঘটপটাদি উপাধি দ্বারা যেমন অখণ্ড আকাশের ভেদসিদ্ধি হয় না, তেমনি নামরূপাত্মক দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধি দ্বারাও আত্মার ভেদ প্রমাণিত হয় না; কেন না, আত্মার ঔপাধিক ভেদবাদী শত শত তার্কিক একত্রিত হইয়াও আত্মার কোনপ্রকার ভেদ-গ্রাহক লিঙ্গ বা হেতু প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না; আর আত্মার যে, স্বতঃসিদ্ধ ভেদ-লিঙ্গ, তাহা ত নিশ্চয়ই সুদূরপরাহত; কারণ, আত্মা হইতেছে স্বরূপতঃ অবিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগম্য। ৪৯

প্রতিপক্ষগণ যাহা কিছু আত্ম-ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই নামরূপাত্মক বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় এবং 'আকাশই (আকাশ-শব্দবাচ্য ব্রহ্মই) নাম ও রূপের (নামরূপাত্মক জগতের) নির্ব্বাহক; সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে অবস্থিত, তিনি ব্রহ্ম' এই শ্রুতি অনুসারে নাম-রূপ হইতে আত্মার পার্থক্য স্বীকৃত হওয়ায়, অধিকন্তু 'আমি নাম ও রূপ প্রকটিত করিব' এই শ্রুতিতে নাম ও রূপের উৎপত্তি-বিনাশ অথচ আত্মার তদ্বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদিত হওয়ায় আত্মার সম্বন্ধে অনুমানেরই অবিষয়তা প্রতিপন্ন হইয়াছে; সুতরাং তদ্বিষয়ে অনুমানবিরোধের সম্ভাবনা কি? ইহা দ্বারা অর্থাৎ আত্মার অবিষয়ত্ব প্রতিপাদন দ্বারা তৎসম্বন্ধে আপতিত আগম-বিরোধও পরিহৃত হইল। ৫০

আরও যে, আপত্তি করা হইয়াছে—ব্রহ্মৈকত্ব স্বীকার করিলে, যাহার উদ্দেশে উপদেশ এবং যাহার সেই উপদেশজ ফল হইবে, সেই দুইই না থাকায় ব্রহ্মৈকত্বোপদেশ অনর্থক হয়; না—সে আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, ক্রিয়ামাত্রই যখন বহু কারকসাধ্য, তখন উক্ত প্রকার অনুযোগের ভাগীই বা হইবে কে? সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত ব্রহ্মৈকত্বপক্ষে বস্তুতঃ উপদেষ্টা উপদেশ ও উপদেশের ফল, কিছুই নাই; সেই হেতু উপনিষৎ-সমূহেরও যে আনর্থক্য, তাহাও স্বীকৃতই বটে। যদি বল, অনেককারকসাধ্য উপদেশেরই আনর্থক্য উত্থাপিত হইতেছে, (উপদেশাদির আনর্থক্য নহে); তাহাও আপত্তিযোগ্য হয় না; কারণ, দেহাদির অতিরিক্ত আত্মাস্তিত্ববাদ সর্ব্বসম্মত। সকলেই যখন আত্মজ্ঞানার্থ উপদেশের আবশ্যকতা অঙ্গীকার করিয়া থাকে, [সুতরাং তোমাদেরও তাহা অঙ্গীকৃত]; অতএব উক্ত আপত্তিটি অঙ্গীকৃত-বিরুদ্ধ অর্থাৎ তোমরাও যাহা অঙ্গীকার করিয়া থাক, তাহার বিরুদ্ধ হইতেছে। ৫১

অতএব 'আমি ভিন্ন আর কে সেই মদামদ (মত্তও বটে অমত্তও বটে, এমন) দেবকে ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হয়,' 'দেবগণও এই আত্মতত্ত্ববিষয়ে সন্দেহ করিয়াছিলেন', 'শুধু তর্ক দ্বারা এই আত্মবিজ্ঞান লাভ করা যায় না', ইত্যাদি—দেবলব্ধ বর ও অনুগ্রহের বলে আত্মবোধ-প্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র হইতে, এবং 'তিনি স্পন্দন করেন, আবার তিনি স্পন্দন করেন না, তিনি দূরে আছেন, এবং তিনি নিকটেও আছেন' ইত্যাদি বিরুদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধবোধক মন্ত্রবাক্য হইতেও জানা যায় যে, সর্ব্বভয়নিবারক সেই দুর্গটি (ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ) বাক্‌পটুপ্রবর তার্কিকগণের প্রবেশের অযোগ্য, মন্দমতি জনের অলভ্য এবং যাহারা শাস্ত্র ও গুরুপ্রসাদলাভে বঞ্চিত, তাহাদেরও অগম্য। ভগবদ্গীতাতেও আছে—'সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত [অথচ আমি কিছুতেই নাই'] ইত্যাদি। অতএব বুঝিতে হইবে যে, পরব্রহ্মাতিরিক্ত সংসারী জীব বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থই নাই; অতএব ইহা খুব সঙ্গত কথাই বলা হইতেছে যে, 'অগ্রে এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্মরূপ ছিল, সেই ব্রহ্ম আবার আপনাকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন।' 'এতদতিরিক্ত অন্য দ্রষ্টা নাই, অন্য শ্রোতা নাই' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতেও এ কথা সমর্থিত হইতেছে। অতএব 'সত্যস্য সত্যম্' এইটি পরব্রহ্মেরই গুহ্য উপনিষৎ অর্থাৎ রহস্য নাম। ১০০ ॥ ২০ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥ ১ ॥

আভাস-ভাষ্যের অনুবাদ। অতীত ব্রাহ্মণে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে যে, আমি তোমাকে 'ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাপন করিব', তন্মধ্যে, জগৎ যাহা হইতে জন্মিয়াছে, যাহাতে বর্ত্তমান ও যদাত্মক, এবং পরিশেষেও যাহাতে বিলীন হইবে, তাহাই ব্রহ্ম—ইহাও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, সেই জগৎ কিরূপ উপাদানে গঠিত হইয়া জন্ম লাভ করে এবং বিলীন হয়? অর্থাৎ সেই জায়মান ও লীয়মান জগতের স্বরূপটা কি প্রকার? [উত্তর—] পঞ্চভূতাত্মক, অর্থাৎ সেই জগৎ পঞ্চভূতে রচিত। সেই পঞ্চভূতই নামরূপাত্মক; পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নাম ও রূপ 'সত্য' নামে কথিত; পঞ্চভূতাত্মক সেই সত্যেরও সত্য হইতেছেন—পরব্রহ্ম। পঞ্চভূতই বা কেন 'সত্য' নামে অভিহিত হয়, তন্নিরূপণার্থ এই 'মূর্ত্তামূর্ত্ত' নামক দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে।

উক্ত পঞ্চ ভূতই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম, এবং কার্য্যাকারে (দেহরূপে) ও করণরূপে (ইন্দ্রিয়ভাবে) পরিণত হইয়া প্রাণ নামে অভিহিত হয়, সেই প্রাণসমূহও 'সত্য'; অতঃপর কার্য্যকরণাত্মক সেই ভূত-সমূহের সত্যতা অবধারণের জন্য পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণদ্বয় আরব্ধ হইতেছে, ইহাই 'সত্য'-উপনিষদের ব্যাখ্যাস্বরূপ; কেননা, কার্য্যকরণের সত্যতা-নিরূপণেই 'সত্যস্য সত্যম্'—ব্রহ্মও অবধারিত হয়। এখানেই কথিত হইয়াছে যে, প্রাণসমূহই সত্য, এই আত্মা আবার সে সমুদায়েরও সত্য। পথিক যেমন পথ চলিতে চলিতে সমীপবর্ত্তী কূপ ও উদ্যানাদি দর্শন করিয়া থাকে, তেমনি এখানেও ব্রহ্মোপনিষৎ নিরূপণ-প্রসঙ্গে সেই প্রাণটা কে, প্রাণের উপনিষৎই বা কতগুলি এবং স্বরূপই বা কি—এইরূপে দেহোপকরণীভূত প্রাণসমূহের স্বরূপ অবধারণ করিতেছেন।

যো হ বৈ শিশুং সাধানং সপ্রত্যাধানং সস্থূণং সদামং বেদ, সপ্ত হ দ্বিষতো ভ্রাতৃব্যানবরুণদ্ধি। অয়ং বাব শিশুর্যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তস্যেদমেবাধানমিদং প্রত্যাধানং প্রাণঃ স্থূণান্নং দাম ॥ ১০১ ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। যঃ হ বৈ শিশুং (ইতরকরণবৎ বিষয়েষু অব্যাপৃতত্বাৎ শিশুমিব লিঙ্গাত্মকং প্রাণম্) সাধানং (আধীয়তে অস্মিন্—ইতি আধানং

অধিষ্ঠানভূতং শরীরং, তেন সহিতং) সপ্রত্যাধানং (প্রত্যাধানং শিরঃ, তেন সহিতম্), সস্থূণং (স্থূণা বন্ধনকীলং, তেন সহিতম্), সদামং (দাম্না বন্ধনরজ্জ্বা অন্নেন সহিতং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ বিজ্ঞাতা] সপ্ত (সপ্তসংখ্যকান্) দ্বিষতঃ (দ্বেষকারিণঃ) ভ্রাতৃব্যান্ (শত্রুস্থানীয়ানি শীর্ষণ্যানি চক্ষুঃ-শ্রোত্রঘ্রাণমুখাখ্যানি করণানি) অবরুণদ্ধি (পরাভবতি বশীকরোতীত্যর্থঃ)। [শ্রুতিঃ স্বয়মেব শিশ্বাদীন্ ব্যাচষ্টে—] অয়ং বাব (প্রসিদ্ধৌ) শিশুঃ (বৎসঃ ; [কঃ?] যঃ অয়ং (অনুভূয়মানঃ) মধ্যমঃ (শরীরমধ্যস্থঃ) প্রাণঃ, [ইতর-করণবৎ ভোগাসক্তিবিরহাৎ তস্য শিশুভাবঃ 'সর্বজ্ঞঃ']; তস্য (মধ্যমপ্রাণস্য) ইদমেব (দৃশ্যমানং শরীরমেব) আধানং (অধিষ্ঠানং), ইদং (শিরঃ) প্রত্যাধানং (প্রদেশবিশেষে রক্ষণীয়ত্বাৎ) ; প্রাণঃ (শরীরধারকঃ পঞ্চবৃত্তিঃ বায়ুঃ) স্থূণা (কীলং), অন্নং (ভুক্তং দ্রব্যং) দাম (বন্ধনরজ্জুঃ, অন্নাভাবে শরীর-স্থিত্যসম্ভবাৎ অন্নস্য দামত্বমিতি ভাবঃ) । [যঃ খলু ইত্থং বৎসমিব শিশ্বাত্মকং প্রাণং বেদ, তস্য দ্বেষ্টৃক্ষয়ং ফলং নিষ্পদ্যতে ইত্যাশয়ঃ] ॥ ১০১ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। যিনি শিশুকে আধানের—আশ্রয়ের সহিত, প্রত্যাধানের সহিত, স্থূণার সহিত এবং দামের—রজ্জুর সহিত জানেন, তাঁহার অপকারী সপ্তপ্রকার ভ্রাতৃব্য অর্থাৎ শত্রুস্থানীয় চক্ষু কর্ণ শ্রোত্র প্রভৃতি মস্তকস্থ ইন্দ্রিয়গণ পরাভূত হয়। [শ্রুতি নিজেই শিশু প্রভৃতি শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—] ইহাই শিশুপদবাচ্য, যাহা এই মধ্যম অর্থাৎ দেহমধ্যবর্ত্তী প্রাণ ; সেই সূক্ষ্মাত্মক প্রাণই এখানে শিশুপদবাচ্য বৎস। ইহাই অর্থাৎ দৃশ্যমান এই শরীরই তাহার আধান—আশ্রয়স্থান ; ইহা—মস্তক তাহার প্রত্যাধান, প্রত্যাধান অর্থ—নানাদিকে রক্ষিত গৃহোপকরণ।] প্রাণ অর্থাৎ প্রাণাপানাদি পঞ্চবিধ ব্যাপারবিশিষ্ট প্রাণবায়ু তাহার স্থূণা (খুঁটি), অন্ন অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্য তাহার দাম—বন্ধনরজ্জু। [করণসমষ্টিরূপ দেহকে, যে লোক উক্ত-প্রকার বৎসস্বরূপ চিন্তা করে, তাহার চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় বশীভূত হয়] ॥ ১০১ ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—যো হ বৈ শিশুং সাধানং সপ্রত্যাধানং সস্থূণং সদামং বেদ, তস্যেদং ফলম্ ; কিন্তৎ? সপ্ত—সপ্তসংখ্যাকান্ হ দ্বিষতো দ্বেষ-

কর্ত্তৄন্ ভ্রাতৃব্যান্—ভ্রাতৃব্যা হি দ্বিবিধা ভবন্তি—দ্বিষন্তঃ অদ্বিষন্তশ্চ; তত্র দ্বিষন্তো যে ভ্রাতৃব্যাঃ, তান্ দ্বিষতো ভ্রাতৃব্যান্ অবরুণদ্ধি; যে তু শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ বিষয়োপলব্ধিদ্বারাণি, তৎপ্রভবা বিষয়রাগাঃ সহজত্বাদ্ ভ্রাতৃব্যাঃ; তে হি অস্য স্বাত্মস্থাং দৃষ্টিং বিষয়বিষয়াং কুর্ব্বন্তি; তেন তে দ্বেষ্টারো ভ্রাতৃব্যাঃ, প্রত্যগাত্মেক্ষণপ্রতিষেধকরত্বাৎ; কাঠকে চোক্তম্—"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্" ইত্যাদি। তত্র যঃ শিশ্বাদীন্ বেদ—তেষাং যাথাত্ম্যমবধারয়তি, স এতান্ ভ্রাতৃব্যান্ অবরুণদ্ধি অপাবৃণোতি বিনাশয়তি। ১

তস্মৈ ফলশ্রবণেনাভিমুখীভূতায়াহ অয়ং বাব শিশুঃ। কোঽসৌ? যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ—শরীরমধ্যে যঃ প্রাণো লিঙ্গাত্মা, যঃ পঞ্চধা শরীরমাবিষ্টঃ—বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্—ইত্যুক্তঃ, যস্মিন্ বাঙ্মনঃপ্রভৃতীনি করণানি বিষক্তানি—পড়্বীশশঙ্কুনিদর্শনাৎ; স এষ শিশুরিব, বিষয়েষ্বিতরকরণবদপটুত্বাৎ। শিশুঃ সাধানমিত্যুক্তম্, কিং পুনস্তস্য শিশোর্বৎসস্থানীয়স্য করণাত্মনঃ আধানম্? তস্য ইদমেব শরীরম্ আধানং কার্য্যাত্মকম্, আধীয়তেঽস্মিন্নিত্যাধানম্; তস্য হি শিশোঃ প্রাণস্য ইদং শরীরমধিষ্ঠানম্; অস্মিন্ হি করণান্যধিষ্ঠিতানি লব্ধাত্মকান্যুপলব্ধিদ্বারাণি ভবন্তি, ন তু প্রাণমাত্রে বিষক্তানি; তথা হি দর্শিতমজাতশত্রুণা—উপসংহৃতেষু করণেষু বিজ্ঞানময়ো নোপলভ্যতে; শরীরদেশব্যূঢ়েষু তু করণেষু বিজ্ঞানময় উপলভ্যমান উপলভ্যতে; তচ্চ দর্শিতং পাণিপেষণপ্রতিবোধনেন। ২

ইদং প্রত্যাধানং শিরঃ, প্রদেশবিশেষেষু প্রতি—প্রত্যাধীয়ত ইতি প্রত্যাধানম্। প্রাণঃ স্থূণা অন্নপানজনিতা শক্তিঃ—প্রাণো বলমিতি পর্য্যায়ঃ; বলাবষ্টম্ভো হি প্রাণোঽস্মিন্ শরীরে "স যত্রায়মাত্মাবল্যং ন্যেত্য সম্মোহমিব" ইতি দর্শনাৎ,—যথা বৎসঃ স্থূণাবষ্টব্ধঃ, এবম্। শরীরপক্ষপাতী বায়ুঃ প্রাণঃ স্থূণেতি কেচিৎ। ৩

অন্নং দাম—অন্নং হি ভুক্তং ত্রেধা পরিণমতে; যঃ স্থূলঃ পরিণামঃ, স এতদ্দ্বয়ং ভূত্বা ইমামপ্যেতি—মূত্রঞ্চ পুরীষঞ্চ; যো মধ্যমো রসঃ সারঃ, স রসঃ লোহিতাদিক্রমেণ স্বকার্য্যং শরীরং সাপ্তধাতুকম্ উপচিনোতি, স্বযোন্যন্নাগমে হি শরীরমুপচীয়তে, অন্নময়ত্বাৎ; বিপর্য্যয়েঽপক্ষীয়তে পততি; যস্ত্বণিষ্ঠো রসঃ—অমৃতম্ ঊর্ক্ প্রভাব ইতি চ কথ্যতে; স নাভেরূর্দ্ধং হৃদয়দেশমাগত্য, হৃদয়াদ্বিসপ্ততিনাড়ীসহস্রেষু অনুপ্রবিশ্য, যত্তৎকরণসঙ্ঘাতরূপং লিঙ্গং শিশু-

সংরক্ষকং, তত্র শরীরে স্থিতিকারণং ভবতি বলমুপজনয়ৎ স্থূণাখ্যম্ ; তেনায়-মুভয়তঃপাশবৎ দামবৎ প্রাণশরীরয়োর্নিবন্ধনং ভবতি ॥১০॥১॥

টীকা—ব্রাহ্মণতাৎপর্যমুক্ত্বা অক্ষরাণি যোজয়তি—যো হেত্যাদিনা। বিশেষণ-সার্থক্যার্থং ভ্রাতৃব্যান্ বিনষ্টি—ভ্রাতৃব্যা হীতি। কে পুনস্তে ভ্রাতৃব্যা বিবক্ষ্যন্তে, তত্রাহ—সপ্তেতি। কথং শ্রোত্রাদীনাং সপ্তানাং বাহ্যতোপাদিত্বাহ—বিষয়েতি। কথং তেষাং ভ্রাতৃব্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য বিষয়োপলব্ধিদ্বারেণেত্যাহ—তৎপ্রভবা ইতি। তথাপি কথং তেষাং দ্বেষ্টৃত্বম্ তত্রাহ—তে হীতি। অন্তর্মুখত্বাপি বিষয়বিষয়াঃ দৃষ্টিঃ দুর্নিবারবিষয়া-পি তাং কুর্বন্তি, তত্র যথোক্তভ্রাতৃব্যঃ তেষামিতি, তত্রাহ—প্রত্যগিতি। ইন্দ্রি-য়াণি বিষয়প্রবণানি তৈরেব দৃষ্টিরেতো ন প্রত্যগাত্মাভিমুখ্যাহ—কাঠকে চেতি। ফলোক্তিমুপসংহরতি তদ্রেতি। উক্তবিশেষণেষু ভ্রাতৃব্যেষু নিরোধিতি যাবৎ। ১

প্রাণে বাগাদীনাং বিশ্রমে হেতুমাহ—পঞ্চাশীতেতি। যথা কাষ্ঠো হস্তাদ্যুরোঽপি পাদবন্ধনকীলম্ পর্যায়েণোৎপাটোৎক্রামতি, তথা প্রাণা বাগাদীনীতি নিদর্শনস্যাং প্রাণে বিষয়াণি বাগাদীনি নিবিষ্টানীত্যর্থঃ। শরীরস্থ প্রাণং প্রত্যাধানত্বং সাধয়তি—তস্য হীতি। শরীরস্থিতিবিধানং স্ফুটয়তি—অস্মিন্ হীতি। প্রাণস্যাত্রে বিষয়াণি করণানি লোপ-লক্ষিতাণীত্যত্র প্রমাণমাহ—তথা হীতি। দেহাধিষ্ঠানে প্রাণে বিষয়াণি তাত্ত্বাপত্তি-ব্যাপীত্যাত্মত্বস্তুত্বং লপতি—শরীরেতি। উত্তরবাক্যস্য প্রত্যাহারসংবাদং দর্শয়তি—তস্যেতি। শরীরাশ্রিতে প্রাণে বাগাদিষু বিষয়েষু পক্ষ ক্ষণস্থায়িত্বমিতি যাবৎ। ২

প্রত্যাধানং শিরসো বাহ্যপ্রত্যয়তি প্রদেশেতি। বলপর্যায়স্য প্রাণস্য স্থূণাত্বং দর্শয়তে বলেতি। অতঃ বুভুক্ষিতানাং বলং কালে দেহবলক্ষয়ঃ স্ত্রীণা মনোহরপিণ প্রতিপত্তে, তথোৎসাহতীতি যত্নে দর্শনামিতি যাবৎ। যদাত্রৈতোঽস্মিন্ দেহে প্রাণ ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। তদুপ্রপঞ্চনং দর্শয়তি—শরীরেতি। উক্তং হি প্রাণ ইন্দ্রি-য়াণিধানকর্তা বায়ুঃ শারীরঃ শরীরপক্ষপাতী গৃহ্যতে। এতদ্বিষয়াং স্থূণায়াং শিশুঃ প্রাণঃ করণদেবতা নিরপক্ষপাতী গৃহ্যতে। স দেবঃ প্রাণ এতস্মিন্ বাহ্যে প্রাণে বদ্ধ ইতি। অস্যাপ্যাশাস্তু স্থূলিকাং করোতি—অন্নং হীতি। যদস্যাঃ সবেদনস্ত্যাদিত্যকেতোঃ সন্ততো বাধুত্বে ভাতং দায়ত্বাদুক্তম্। তথাপি কথমস্য দামত্বং, তত্রাহ—তেনেতি ॥১০॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক শিশুকে (বৎসস্থানীয় মধ্য প্রাণকে) আধানের সহিত, প্রত্যাধানের সহিত, স্থূণার সহিত এবং দামের সহিত জানেন, তাঁহার এইরূপ ফল হয়। সেই ফল কিরূপ ? [বলা হইতেছে]— তিনি সপ্তসংখ্যক (সাতটি) দ্বেষকারী ভ্রাতৃব্যকে (শত্রুকে) অবরুদ্ধ করেন —পরাজিত করেন। ভ্রাতৃব্য (শত্রু) সাধারণতঃ দুই প্রকার—দ্বেষকারী এবং দ্বেষহীন ; তন্মধ্যে দ্বেষকারী যে সমস্ত ভ্রাতৃব্য, তাহাদিগকেই পরাভূত করিয়া থাকেন ; শীর্ষণ্য অর্থাৎ মস্তকস্থ যে সাতটি প্রাণ শব্দাদি

বিষয়ানুভূতির দ্বার, এবং জন্মনিত যে, বিবিধ বিষয়ে অনুরাগ ; সহজ বা সঙ্গে সঙ্গে জাত বলিয়া তাহারাই এখানে ভ্রাতৃব্য শব্দে অভিহিত হইয়াছে। কারণ, তাহারাই উপাসকের আত্মবিষয়ক জ্ঞানদৃষ্টিকে বিষয়াভিমুখে নিয়োজিত করিয়া থাকে ; সেই হেতু প্রত্যগাত্মদর্শনের প্রতিবন্ধ করে বলিয়াই তাহারা দ্বেষকারী (অনিষ্টকারী) ভ্রাতৃব্যমধ্যে গণ্য) (১)। কঠোপনিষদেও সে কথা উক্ত আছে, যথা—'স্বয়ম্ভূ (পরমেশ্বর) ইন্দ্রিয়গণকে পরাঙ্মুখ অর্থাৎ বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতু জীব বাহ্য বস্তুই দর্শন করে, কিন্তু অন্তরাত্মাকে দর্শন করিতে পায় না' ইত্যাদি। যে ব্যক্তি উক্ত শিশুপ্রকৃতিকে জানেন—তাহাদের প্রকৃত স্বভাব অবধারণ করিতে পারেন, তিনি নিজের ভ্রাতৃব্যগণকে (শত্রুগণকে) অবরুদ্ধ করেন—অপাবৃত করেন অর্থাৎ বিনষ্ট করেন। ১

যথোক্ত ফল শ্রবণে অভিমুখীভূত শিষ্যকে [শিশু প্রকৃতি কথার অর্থ] বলিতেছেন—ইহাই শিশু বলিয়া প্রসিদ্ধ ; ইহা কি ? যাহা এই মধ্যম প্রাণ ;—শরীরমধ্যে যাহা লিঙ্গাত্মক প্রাণ, যাহা [প্রাণাপানাদি] পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট এবং 'বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্' বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, এবং পরবর্তী 'পড্‌বীশ-শল্ল'র দৃষ্টান্তানুসারেও জানা যায় যে, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় যাহার আয়ত্ত, এখানে তাহাই এই শিশু অর্থাৎ শিশুর সদৃশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; কারণ, অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ইহার বিষয়াসক্তি প্রবল নহে। শ্রুতিতে শিশুকে 'সাধান' বলা হইয়াছে ; বৎসস্থানীয় করণাত্মক সেই শিশুর 'আধান' বস্তুটি কি ? ইহাই—কার্য্যাত্মক (২) এই

---

(১) তাৎপর্য্য—শত্রু সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; এক সহজ, অপর কৃত্রিম। তন্মধ্যে যাহারা জন্মাবধি শত্রুমধ্যে গণ্য, তাহারা সহজ শত্রু, যেমন—দায়াদগণ, আর যাহারা অনিষ্টসাধন করিয়া কার্য্যতঃ শত্রু হয়, তাহারা কৃত্রিম শত্রু। সহজ শত্রুগণও অনিষ্টকারী না হইতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহারা ভ্রাতৃব্য-সংজ্ঞা হইতে বিযুক্ত হইতে পারে না ; এইজন্য শ্রুতি শুধু 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না, 'দ্বিষতঃ' বলিলেন। ইহা দ্বারা বুঝাইলেন যে, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি কেবল সহজ শত্রু নহে, পরন্তু কৃত্রিম শত্রুও বটে ; সুতরাং উহাদের পরাভব করা নিতান্ত আবশ্যক।

(২)—এই দেহসংঘাতকে কার্য্য ও করণভেদে বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে জীবের ভোগসাধন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বলা হয় "করণ", আর তদ্ভিন্ন অংশগুলিকে বলা হয় "কার্য্য"। ফল কথা, কার্য্যাত্মক বলিলে স্থূল দেহমাত্র বুঝায়, "করণ" বলিলে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সাধননিচয়কে বুঝায়।

শরীরই তাহার আধান ; আধান অর্থ—যাহাতে আহিত (রক্ষিত) হয় ; এই শরীরই সেই প্রাণরূপী শিশুর অধিষ্ঠান—আশ্রয় ; কারণ, ইন্দ্রিয়গণ এই শরীরমধ্যে অবস্থান করিয়াই আত্মলাভে সমর্থ—বিষয়োপলব্ধির দ্বার বা উপায়ভূত হয়, কিন্তু কেবলই ইন্দ্রিয়াধানে থাকিয়া সমর্থ হয় না। দেখ, অজাতশত্রুও তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন—'সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়নিচয় শরীর হইতে সমাহৃত হইলে বিজ্ঞানময় জীবের উপলব্ধি হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ শরীরস্থ হইলে পর বিজ্ঞানময় আত্মাকে বিষয়ানুভূতি করিতে দেখা যায়' ; এ কথা ত পাণিপেষণজনিত প্রতিবোধন ব্যাপারেই প্রকাশিত হইয়াছে। ২

এই শির (মস্তক) তাহার প্রত্যাধান ; অংশবিশেষে সংস্থিত (স্থাপিত) বলিয়া শিরকে প্রত্যাধান বলা হয়। প্রাণ অর্থাৎ অন্নপানাদিজনিত শক্তি তাহার স্থূণা (বন্ধনাধার খুঁটা) ; প্রাণ ও বল একপর্য্যায় অর্থাৎ সমানার্থক শব্দ, কেননা, প্রাণই হইতেছে এই শরীরে বলের উদ্দীপক ; কারণ, [ইহারই অর্থ ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত আছে যে,] 'এই আত্মা যে সময় অবল্য অর্থাৎ বলহীনতা প্রাপ্ত হইয়া সম্মোহ—অচেতন ভাবই যেন [প্রাপ্ত হয়]' ইতি ; তদ্দর্শনে বুঝা যায় যে, গবাদি পশুশাবক যদ্রূপ খুঁটায় ভর করিয়া থাকে, প্রাণও তদ্রূপ বলাবষ্টব্ধ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন—এখানে স্থূণা অর্থ শরীরবর্ত্তী প্রাণ-বায়ু। ৩

অন্ন তাহার দাম,—ভুক্ত অন্ন তিন ভাগে পরিণত হয় ; তন্মধ্যে যাহা স্থূল পরিণাম, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া—মূত্র ও বিষ্ঠারূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয় ; যাহা মধ্যম ভাগ—রস, সেই রসই ক্রমশঃ রক্তপ্রভৃতিরূপে পরিণত হইয়া স্বকার্য্য সপ্তধাতুময় শরীরের উপচয় বা বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে ; কেননা, শরীর অন্নময় (অন্নের পরিণাম) বলিয়া স্বীয় উপাদান অন্নপ্রাপ্তিতে বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, আবার অন্নের অভাবে ক্ষীণ হইতে হইতে বিনষ্ট হয় ; আর যাহা সূক্ষ্মতম রস, অমৃত, ঊর্ক্ ও প্রভাব বা শক্তি বলিয়া কথিত হয়, তাহা নাভিমণ্ডলের উপরিস্থিত হৃদয়প্রদেশে আসিয়া হৃদয় হইতে ইতস্ততঃ বিস্তৃত দ্বিসপ্ততিসহস্রসংখ্যক (৭২০০০) নাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এই যে, করণ-সমষ্টিস্বরূপ শিশুনামক লিঙ্গদেহ, তাহার বলাধান করত শরীরমধ্যে সংস্থিতির হেতু হইয়া থাকে, অর্থাৎ শিশুরূপে কল্পিত স্বয় শরীরকে এই স্থূলদেহে রক্ষা করে বলিয়া উহার নাম "স্থূণা" ; সেই কারণে, উভয়দিকে পাশযুক্ত

(বন্ধনযুক্ত) বৎস-বন্ধনের রজ্জুর ন্যায় এই অন্নও প্রাণ এবং শরীরের বন্ধন সাধন হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥ ১ ॥

আভাসভাষ্যম্। ইদানীং তস্যৈব শিশোঃ প্রত্যাধানে উক্তস্য চক্ষুষি কাশ্চনোপনিষদ উচ্যন্তে,—

আভাসভাষ্যানুবাদ।—এখন প্রত্যাধানে নিহিত সেই শিশুর চক্ষু বিষয়ে কতকগুলি উপনিষদ্ কথিত হইতেছে—

তমেতাঃ সপ্তাক্ষিতয় উপতিষ্ঠন্তে,তদ্ যা ইমা অক্ষন্ লোহিন্যো রাজয়স্তাভিরেনং রুদ্রোঽন্বায়ত্তঃ, অথ যা অক্ষন্নাপস্তাভিঃ পর্জ্জন্যঃ, যা কনীনকা তয়াদিত্যো যৎ কৃষ্ণং তেনাগ্নির্যচ্ছুক্লং তেনেন্দ্রো-ঽধরয়ৈনং বর্ত্তন্যা পৃথিব্যন্বায়ত্তা দ্যৌরুত্তরয়া, নাস্যান্নং ক্ষীয়তে য এবং বেদ ॥ ১০২ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ।—ইদানীং তস্যৈব শিশোঃ চক্ষুষি কাশ্চনোপনিষদ উচ্যন্তে 'তমেতাঃ' ইত্যাদিনা। এতাঃ (বক্ষ্যমাণাঃ) সপ্ত অক্ষিতয়ঃ (ক্ষয়নিবারকাঃ) তং (চক্ষুষি নিহিতং করণাত্মকং প্রাণং) উপতিষ্ঠন্তে আরাধয়ন্তি)। [কাস্তা অক্ষিতয়ঃ? ইত্যাহ—] তৎ (তত্র) অক্ষন্ অক্ষিণি যাঃ ইমাঃ (দৃশ্যমানাঃ) লোহিন্যঃ (লোহিতাঃ) রাজয়ঃ (রেখাঃ), তাভিঃ (লোহিত-রেখাভিঃ দ্বারা) রুদ্রঃ (তন্নামা দেবঃ এনং (মধ্যমং প্রাণং) অন্বায়ত্তঃ অনুগতঃ সন্) [উপতিষ্ঠতে]; অথ (অপি) অক্ষন্ (অক্ষিণি) যাঃ আপঃ (ধূমাদিসংযোগে অভিব্যজ্যমানানি জলানি), তাভিঃ (অদ্ভিঃ দ্বারা) পর্জ্জন্যঃ (মেঘদেবতা) [অন্বায়ত্তঃ সন্ এনং উপতিষ্ঠতে ইতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ] যা কনীনকা (দৃক্‌শক্তিঃ, অক্ষিতারকা বা), তয়া (দ্বারভূতয়া) আদিত্যঃ; যৎ কৃষ্ণং (চাক্ষুষং কৃষ্ণরূপং), তেন (দ্বারভূতেন) অগ্নিঃ; যৎ শুক্লং (চাক্ষুষং শুক্লরূপং) তেন (দ্বারভূতেন) ইন্দ্রঃ; অধরয়া বর্ত্তন্যা (নিম্নপক্ষ্মণা দ্বারা) পৃথিবী এনং অন্বায়ত্তা সতী) [উপতিষ্ঠতে], উত্তরয়া (ঊর্দ্ধ-বর্ত্তন্যা) দ্যৌঃ [এনম্ অন্বায়ত্তা সতী উপতিষ্ঠতে]। যঃ এবং বেদ, অস্য (বিদুষঃ) অন্নং ন ক্ষীয়তে (স অক্ষয্যান্নো ভবতীতি ভাবঃ) ॥ ১০২ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ।—অক্ষিতি অর্থাৎ ক্ষয় না হইবার হেতুভূত এই সাতটি দেবতা সেই অন্নসম্বন্ধ প্রাণের উপাসনা করিয়া থাকেন। [কে

কে, তাহা বলিতেছেন—চক্ষুর মধ্যে যে, এই সমস্ত লোহিতবর্ণ রেখা, সে সমস্ত দ্বারা রুদ্রদেব ইহার অনুগত থাকিয়া [আরাধনা করেন]; আর চক্ষুর মধ্যে যে সমস্ত জল আছে, তদ্দ্বারা পর্জ্জন্যদেব অনুগত থাকিয়া [উপাসনা করেন], চক্ষুর যে কনীনকা অর্থাৎ দর্শনশক্তি বা তারকা, তাহা দ্বারা আদিত্য, চক্ষুর যে কৃষ্ণ রূপ, তাহা দ্বারা অগ্নিদেব, যাহা শুক্লরূপ, তাহা দ্বারা ইন্দ্র, চক্ষুর নিম্ন পক্ষ্ম দ্বারা পৃথিবী এবং ঊর্দ্ধপক্ষ্ম দ্বারা দ্যুলোকদেবতা ইহার অনুগত থাকিয়া আরাধনা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই উপাসনা তত্ত্ব জানে, কখনও তাহার অন্নক্ষয় হয় না॥ ১০২॥ ২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তমেতাঃ সপ্ত অক্ষিতয় উপতিষ্ঠন্তে,—তং করণাত্মকং প্রাণং শরীরে বদ্ধবৎসং চক্ষুষ্যং এতা বক্ষ্যমাণাঃ সপ্ত সপ্তসংখ্যকা অক্ষিতয়ঃ অক্ষিতিহেতুত্বাৎ, উপতিষ্ঠন্তে। যদপি মন্ত্রকরণে তিষ্ঠতি-রূপপূর্ব্ব আত্মনেপদী ভবতি, ইহাপি সপ্ত দেবতাভিধানানি মন্ত্রস্থানীয়ানি করণানি; তিষ্ঠতেরত্যোঽত্রাপি আত্মনেপদং ন বিরুদ্ধম্। কাস্তা অক্ষিতয় ইত্যুচ্যতে—তৎ তত্র যা ইমাঃ প্রসিদ্ধা অক্ষন্ অক্ষিণি লোহিত্যো লোহিতা রাজয়ো রেখাঃ, তাভির্দ্বারভূতাভিরেতং মধ্যমং প্রাণং রুদ্র অন্বায়ত্তঃ অনুগতঃ। অথ যাঃ অক্ষন্ অক্ষিণি আপঃ ধূমাদিসংযোগেন অভিব্যজ্যমানাঃ, তাভিঃ অদ্ভির্দ্বারভূতাভিঃ পর্জ্জন্যো দেবতাত্মা অন্বায়ত্তঃ অনুগত উপতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। সচান্নভূতোঽক্ষিতিঃ প্রাণস্য, "পর্জ্জন্যে বর্ষতি আনন্দিনঃ প্রাণা ভবন্তি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ।

যা কনীনকা দৃক্শক্তিঃ, তয়া কনীনকয়া দ্বারেণ আদিত্যঃ মধ্যমং প্রাণমুপতিষ্ঠতে; যৎ কৃষ্ণং চক্ষুষি, তেনৈনম্ অগ্নিরুপতিষ্ঠতে; যৎ শুক্লং চক্ষুষি, তেনেন্দ্রঃ; অধরয়া বর্ত্তন্যা পক্ষ্মণা এনং পৃথিবী অন্বায়ত্তা, অধরত্ব-সামান্যাৎ। দ্যৌঃ উত্তরয়া, ঊর্দ্ধত্বসামান্যাৎ। এতাঃ সপ্ত অন্নভূতাঃ প্রাণস্য সন্ততমুপতিষ্ঠন্তে—ইত্যেবং যো বেদ, তস্যৈতৎ ফলম্—নাস্যান্নং ক্ষীয়তে, য এবং বেদ॥১০২॥২॥

টীকা—যো হ বৈ শিশুমিত্যাদৌ প্রক্রিতশিরআদিশব্দার্থান্ ব্যাখ্যায়াধুনাতনস্য তাৎপর্য্যং দর্শয়ন্ তদবাক্যানুপাদায় ব্যাকরোতি—ইদানীমিত্যাদিনা। নয় তত্র মন্ত্রোপপদাভাবঃ ক্রিয়তে, তস্মিন্নেব পূর্ব্বত্র তিষ্ঠতেরাত্মনেপদং ভবতি। উক্তং হি—'উপান্মন্ত্রকরণে' [পা-

বৃ০ ১।৩।২০] ইতি। দ্রুতকে তাবিত্যং পাদস্থোপস্থিতত্ত ইতি। ন চাত্র যত্নেন কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে, ক্রিয়াকারকত্বাভাবাৎ প্রাণস্য সপ্তাক্ষিত্যুপনিষদো বিবক্ষ্যতে, তদাহ—অক্ষ্য-পীতি। যত্নেন কর্তৃনিষ্ঠানন্যা করণে বিবক্ষিতে তিষ্ঠতিরুপপূর্বো যত্নাত্মনেপদী ভবতি, তথাপ্যত্র সপ্ত রুদ্রাদিদেবতানামানি যত্নবদ্বহিতানি, তৈশ্চ করণান্ত্যপাসনানুষ্ঠান-পর ক্রিয়তে; অতস্তিষ্ঠতেরুপপূর্বস্যাত্মনেপদমবিরুদ্ধমিতি বোদ্ধব্যম্। লোহিতরেখাভী-রনুগত প্রাণং প্রত্যনুগতোরুদ্রবিত্তাবশবার্থঃ। পর্জন্যদ্বারা প্রাণাত্মকত্বেনুপে প্রধাব-ষাৎ—পর্জন্য ইতি। কথং পুনরেতেষাং প্রাণং প্রত্যক্ষিতিত্বং সর্বেষাং দিবাতি, তদাহ—প্রজা ইতি। সং প্রত্যুপাসকফলমাহ—ইত্যোষমিতি ১০২।৩।

ভাষ্যানুবাদ। -"তম্ এতাঃ সপ্ত অক্ষিতয়ঃ উপতিষ্ঠন্তে" ইতি। বক্ষ্যমাণ সপ্তসংখ্যক এই অক্ষিতি—ক্ষয়নিবারক দেবগণ, শরীরে অন্ন-বন্ধনে আবদ্ধ এবং চক্ষুতেনিহিত সেই করণাত্মক প্রাণের উপাসনা করিয়া থাকেন। যত্নপূর্বক উপাসনা অর্থেই উপপূর্বক "স্থা" ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়; এখানেও উক্ত সাতটি দেবতার নাম যত্নস্থানীয় করণস্বরূপ হইয়াছে; সেইহেতু এখানে 'স্থা' ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ (উপতিষ্ঠন্তে) হওয়া অসঙ্গত হয় নাই। সেই 'অক্ষিতি' দেবতা কাহারা, তাহা বলা হইতেছে—সেই চক্ষুর মধ্যে এই যে, প্রসিদ্ধ লোহিনী অর্থাৎ লোহিতবর্ণ রাজি—রেখাসমূহ, সে সমূহের দ্বারা রুদ্রদেব ইহাতে অনুগত বা সম্বদ্ধ থাকিয়া এই মধ্যম প্রাণের উপাসনা করিয়া থাকেন; চক্ষুর মধ্যে যে জল—যাহা ধূমাদিসংযোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই জল দ্বারা পর্জন্যদেব (মেঘাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) অনুগত থাকিয়া উপাসনা করেন; এই পর্জন্যই প্রাণের অন্নস্বরূপ অক্ষিতি; কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে—পর্জন্য বারি বর্ষণ করিলে প্রাণ আনন্দিত হয় ইতি।

চক্ষুর যে কনীনকা—দর্শনশক্তি, সেই কনীনকা দ্বারা [অনুগত থাকিয়া] আদিত্যদেব শরীরমধ্যস্থ প্রাণের উপাসনা করেন; চক্ষুর যে কৃষ্ণ রূপ, তাহা দ্বারা অগ্নিদেব ইহার উপাসনা করেন, আর চক্ষুতে যে শুক্ল রূপ আছে, তদ্দ্বারা ইন্দ্র [উপাসনা করেন]; অধরা বর্ত্তনী—চক্ষুর নিম্ন পক্ষ্ম দ্বারা পৃথিবী ইহার অনুগত থাকিয়া উপাসনা করেন; কেননা, চক্ষুর নিম্ন পক্ষ ও পৃথিবী, উভয়েরই নিম্নবর্ত্তিত্ব সমান; ঊর্দ্ধ পক্ষ্ম দ্বারা দ্যুলোকদেবতা [উপাসনা করিয়া থাকেন]। এই সাতটী অক্ষিতি প্রাণরক্ষার হেতুভূত পদার্থ সর্ব্বদা ইহারও উপাসনা করিয়া থাকে, যিনি এবম্প্রকার জ্ঞানলাভ করেন; তাঁহার

এই ফল হয় যে, কখনও তাঁহার অন্নক্ষয় হয় না, অর্থাৎ অন্নাভাব ঘটে না ॥ ১০২।২॥

তদেষ শ্লোকো ভবতি—অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্, তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীরে বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সম্বিদানেতি। অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন ইতীদং তচ্ছিরঃ, এষ হ্যর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপমিতি, প্রাণা বৈ যশো বিশ্বরূপং প্রাণানেতদাহ—তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীর ইতি, প্রাণা বা ঋষয়ঃ প্রাণানেতদাহ বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সম্বিদানেতি, বাগ্ঘ্যষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিত্তে ॥১০৩।৩॥

অন্বয়ার্থঃ।—তৎ (তত্র বিষয়ে এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সজিজ্ঞাসার্থকঃ মন্ত্রঃ) ভবতি—"অর্ব্বাগ্বিলশ্চমসঃ" ইত্যাদিঃ। অর্ব্বাগ্বিলঃ (অধোগর্ত্তঃ) ঊর্দ্ধবুধ্নঃ (উপরিভাগে বক্রঃ) চমসঃ (দর্ব্বীসদৃশঃ সোমাধারঃ পাত্রবিশেষঃ) [অস্তি], তস্মিন্ (চমসে) বিশ্বরূপং (সর্ব্ববিধং) যশঃ নিহিতং (রক্ষিতং অস্তি), তস্য (চমসস্য) তীরে সপ্ত ঋষয়ঃ (ইন্দ্রিয়রূপাঃ) আসতে (বর্ত্তন্তে); ব্রহ্মণা সংবিদানা (ব্রহ্মণা সহ সংবাদং কুর্ব্বতী তদ্বিষয়মালোচয়ন্তী বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) অষ্টমী [তত্র আস্তে] ইতি। [অথ শ্রুতিঃ স্বয়মেব মন্ত্রার্থমাহ—অর্ব্বাগ্বিলঃ চমসঃ ঊর্দ্ধবুধ্নঃ ইতি যদুক্তম্। ইদং শিরঃ—তৎ (স চমসঃ; হি (যস্মাৎ) এষঃ (শিরোরূপঃ) অর্ব্বাগ্বিলঃ (অর্ব্বাচি অধোভাগে মুখগহ্বরাত্মকং বিলং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), ঊর্দ্ধবুধ্নঃ (ঊর্দ্ধে উপরিভাগে বুধ্নঃ মূলাত্মকঃ) চমসঃ (চমসাকৃতিশ্চ)। তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্—ইত্যেতৎ (মন্ত্রবাক্যং) প্রাণান্ আহ—বৈ (যতঃ) প্রাণাঃ (শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি বায়বশ্চ বিশ্বরূপং (ব্যাপকং) যশঃ (যশঃকারণম্)। তস্য আসতে ঋষয়ঃ সপ্ত তীরে—ইত্যেতৎ [মন্ত্রবাক্যং অপি] প্রাণান্ (যথোক্তলক্ষণান্) আহ (কথয়তি); বৈ (যতঃ) প্রাণাঃ (শ্রোত্রাদীনি বায়বশ্চ) ঋষয়ঃ (ঋষিপদবাচ্যাঃ); বাক্ হি অষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানা ইতি; অষ্টমী (শ্রোত্রাদি-সপ্তাপেক্ষয়া অষ্টমী) বাক্ হি (এব) ব্রহ্মণা সংবিত্তে (সংবাদং তৎপ্রকাশনরূপং করোতি; অতঃ ব্রহ্মণা সংবিদানা বাগিত্যর্থঃ)। ১০৩। ৩।

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক—সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য আছে; যথা—“অর্ব্বাগ্‌বিলশ্চমসঃ” ইত্যাদি “সংবিদানা” পর্য্যন্ত। অধোভাগে বা নিম্নপ্রদেশে যাহার গর্ত্ত আছে, তাহা অর্ব্বাগ্‌বিল, আর ঊর্দ্ধভাগ যাহার বুধ্ন অর্থাৎ গোলাকার উচ্চ, তাহা ঊর্দ্ধবুধ্ন, চমস অর্থ—সোমাধার পাত্রবিশেষ (হাতার মত); সেই চমসের মধ্যে নানাবিধ যশঃ নিহিত আছে; তাহার তীরে (পার্শ্বে) সপ্ত ঋষি এবং ব্রহ্ম-সংবাদকারিণী অষ্টমী বাক্ [বাগিন্দ্রিয়] অবস্থান করে ইতি।

ইহার মধ্যে অর্ব্বাগ্‌বিল ও ঊর্দ্ধবুধ্ন চমস হইতেছে এই শির (মস্তক); কারণ, ইহাই অধোভাগে মুখ-গহ্বর বিশিষ্ট এবং উপরিভাগে গোলাকৃতি চমসের সদৃশ। ‘তাহাতে বিশ্বরূপ যশ নিহিত আছে’ এই মন্ত্রবাক্যটী প্রাণের কথা বলিতেছেন; কারণ, প্রাণই নানাবিধ যশঃ অর্থাৎ যশের কারণ। ‘তাহার তীরে সপ্ত ঋষি বাস করিতেছেন’ এই মন্ত্রও ইন্দ্রিয়ের কথাই বলিতেছে; কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহই সপ্ত ঋষিরূপে প্রসিদ্ধ; সুতরাং এখানে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই বুঝিতে হইবে। ‘অষ্টমী বাক্ ব্রহ্মের সহিত সংবাদকারিণী’ মন্ত্রটি বলিতেছেন—পূর্ব্বাপেক্ষা অষ্টম বাগিন্দ্রিয়ই ব্রহ্মের সহিত সংবাদ করিয়া থাকে, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়-দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক আলাপ সম্পন্ন হইয়া থাকে; অতএব বাগিন্দ্রিয়টি ‘ব্রহ্ম-সংবিদানা’ ॥২।৭৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ তত্র এতস্মিন্নর্থে এষ শ্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি—অর্ব্বাগ্‌বিলশ্চমস ইত্যাদিঃ। তত্র মন্ত্রার্থমাচষ্টে শ্রুতিঃ—অর্ব্বাগ্‌বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন ইতি। কঃ পুনরসৌ অর্ব্বাগ্‌বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ? ইদং তৎ—শিরঃ, চমসাকারং হি তৎ; কথম্? এষ হি অর্ব্বাগ্‌বিলঃ, মুখস্য বিলরূপত্বাৎ, শিরসো বুধ্নাকারত্বাৎ ঊর্দ্ধবুধ্নঃ। তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপমিতি—যথা সোমঃ চমসে; এবং তস্মিন্ শিরসি বিশ্বরূপং নানারূপং নিহিতং স্থিতং ভবতি। কিং পুনস্তৎ? যশঃ—প্রাণা বৈ যশো বিশ্বরূপম্, প্রাণাঃ শ্রোত্রাদয়ঃ বায়বশ্চ মরুতঃ সপ্তধা তেষু প্রসৃতা যশঃ ইত্যেতদাহ মন্ত্রঃ, শব্দাদিজ্ঞানহেতুত্বাৎ। তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীর ইতি—প্রাণাঃ পরিস্পন্দাত্মকাঃ,

ত এব চ ঋষয়ঃ, প্রাণানেতদাহ মন্ত্রঃ। বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানেতি—ব্রহ্মণা সংবাদং কুর্বতী অষ্টমী ভবতি; তদ্ধেতুমাহ—বাগ্‌ ষ্যষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিত্তে ইতি ॥১০৩॥

টীকা—রুদ্রাদিশব্দানাং দেবতাবিষয়ত্বাদ্‌ব্রহ্মণ্যপি তদ্বিষয়ত্বমাশঙ্ক্য চক্ষুষি রুদ্রাদি-শব্দোক্তাধিষ্ঠাতৃসম্বন্ধাভাবাৎ করণগ্রামস্যৈবৈতদ্বিষয়ঃ শ্লোকো ন প্রসিদ্ধদেবতাবিষয় ইত্যভিপ্রেত্যাহ—তৎ তত্রেতি। মন্ত্রস্য ব্যাখ্যানসাপেক্ষত্বং তদেবোচ্যতে। শিরসশ্চ-মসাকারত্বপ্রসিদ্ধিমভিপ্রেত্য সমাধত্তে—কথমিত্যাদিনা। বাগষ্টমীত্যযুক্তং, তস্যাঃ সপ্তমত্বেনোক্তত্বাৎ, ন চৈকস্যা দ্বিসংখ্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণেতি। শব্দরাশির্ব্রহ্ম, তেন সম্বাদঃ সংসর্গস্তং কুর্বতী শব্দরাশিমুচ্চারয়ন্তী বাগষ্টমী স্যাদিতি যাবৎ। তথাপি সপ্তমত্বং বিহায় কথমষ্টমত্বং, তত্রাহ—তদ্ধেতুমিতি। বক্তৃবাক্ত্বভেদেন দ্বিধা বাগিষ্টা, তত্র বক্তৃত্বেনাষ্টমী, সপ্তমী চাত্বনেনেত্যবিরোধঃ। রসনা তূপলব্ধিহেতুরিতি ভাবঃ ॥২০৩॥

ভাষ্যানুবাদ। এ বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্র আছে—"অর্বাগ্‌বিলঃ চমসঃ" ইত্যাদি। শ্রুতি নিজেই মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"অর্বাগ্‌বিলঃ চমসঃ ঊর্দ্ধবুধ্নঃ" ইতি। এই অর্বাগ্‌বিল—অধোভাগে গর্ত্ত-বিশিষ্ট, এবং ঊর্দ্ধবুধ্ন অর্থাৎ উপরের দিকে বর্ত্তুলাকার চমসটি কি? [উত্তর—] এই মস্তক হইতেছে সেই চমস; কারণ, মস্তকটি স্বভাবতই চমসের সদৃশ; কি প্রকারে? যেহেতু, মুখটি গর্ত্তাকার বলিয়া ইহা অর্বাগ্‌বিল, এবং মস্তকটি বুধ্নাকার (বর্ত্তুলাকার) বলিয়া ঊর্দ্ধবুধ্নও বটে। 'তাহাতে বিশ্বরূপ যশঃ নিহিত আছে' ইহার অর্থ—চমসে যেমন সোম থাকে, তেমনি এই মস্তকেও বিশ্বরূপ অর্থাৎ নানাবিধ রূপ নিহিত অবস্থিত আছে। সেই যশঃ কি? প্রাণসমূহই বিশ্বরূপ যশঃ; মন্ত্র বলিতেছে যে, প্রাণ অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ও বায়ু যশোরূপে মস্তকের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে; কেন না, উহারাই শব্দাদি উপলব্ধির উপায় স্বরূপ। 'তাহার তীরে সপ্ত ঋষি অবস্থান করেন' ইহার অর্থ—স্পন্দনশীল প্রাণই এখানে ঋষিপদবাচ্য; উক্ত মন্ত্রে সেই প্রাণের বিষয়ই বলা হইয়াছে। 'ব্রহ্মের সহিত সংবাদকারিণী বাক্ তাহাদের অষ্টমী' ইহার অর্থ—ব্রহ্মের সহিত সংবাদ করে—ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করে বলিয়া বাগিন্দ্রিয় তাহাদের অষ্টম; এ কথার সমর্থক হেতু বলিতেছেন—যেহেতু অষ্টসংখ্যার পূরক—অষ্টম বাগিন্দ্রিয়ই ব্রহ্মের সহিত সমানভাবে আলাপ করিয়া থাকে, [অতএব বাগিন্দ্রিয়ই অষ্টমী] (১) ॥১০৩॥৩॥

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব তৃতীয় শ্রুতিতে বাক্‌কে অষ্টমী বলা হইয়াছে; এখানে আবার ভাষ্যকার বাক্‌কে সপ্তম বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ইহার মীমাংসা এইরূপ—চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি অপেক্ষা

ইমাবেব গোতমভরদ্বাজাবয়মেব গোতমোঽয়ং ভরদ্বাজঃ, ইমাবেব বিশ্বামিত্র-জমদগ্নী, অয়মেব বিশ্বামিত্রঃ অয়ং জমদগ্নিঃ, ইমাবেব বশিষ্ঠ-কশ্যপাবয়মেব বশিষ্ঠঃ অয়ং কশ্যপো বাগেবাত্রি-র্বাচা হ্যন্নমদ্যতেঽত্তির্হ বৈ নামৈতদ্ যদত্রিরিতি, সর্ব্বস্যাত্তা ভবতি সর্ব্বমস্যান্নং ভবতি য এবং বেদ ॥১০৪॥৪॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥২॥২॥

অন্বয়ার্থঃ—ইদানীং তানেব সপ্ত ঋষীন্ বিভজ্য দর্শয়িতুমাহ—"ইমাবেব" ইত্যাদি। ইমৌ (নির্দ্দিশ্যমানৌ কর্ণৌ এব (নিশ্চয়ে) গোতম-ভরদ্বাজৌ; [কৌ তৌ? ইত্যাহ—] অয়ং (দক্ষিণঃ কর্ণঃ) এব গোতমঃ, (তদাখ্য ঋষিস্থানীয়ঃ), অয়ং (বামঃ কর্ণঃ) ভরদ্বাজঃ (ভরদ্বাজাখ্য-ঋষি-স্থানীয়ঃ); [চক্ষুর্দ্বয়ং দর্শয়ন্ আহ—] ইমৌ এব বিশ্বামিত্র-জমদগ্নী, অয়ং (ইদং দক্ষিণং চক্ষুঃ) এব বিশ্বামিত্রঃ, অয়ং (ইদং বামং চক্ষুঃ) এব জমদগ্নিঃ; [নাসিকাদ্বয়ং দর্শয়ন্ আহ—] ইমৌ এব বশিষ্ঠ-কশ্যপৌ—অয়ং (দক্ষিণঃ নাসাপুটঃ) এব বশিষ্ঠঃ, অয়ং (বামনাসাপুটঃ) এব কশ্যপঃ; বাক্ বাগিন্দ্রিয়ং এব অত্রিঃ; হি (যস্মাৎ) বাচা এব অন্নং অদ্যতে; (তস্মাদেব বাক্ অত্রিঃ), বং 'অত্রিঃ' ইতি নাম, এতৎ বৈ (এব) অত্তিঃ হ প্রসিদ্ধম্, অত্তিঃ অদনকর্ত্তা এব সন্ অত্রিরিত্যুচ্যতে ইতি ভাবঃ)। যঃ এবং বেদ (জানাতি), [সঃ বিদ্বান্] সর্ব্বস্য (অন্নস্য) অত্তা (ভোক্তা) ভবতি, সর্ব্বং চ অস্য (বিদুষঃ) অন্নং ভবতি (ভোগ্যত্বম্ আপদ্যতে; ন পুনরন্নমস্য ভোগ্যতাং লভতে ইত্যর্থঃ) ॥ ১০৪ ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ২ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ—[অতঃপর পূর্ব্বোক্ত ঋষিদের নাম ও স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে—] এই দুইটিই গোতম ও ভরদ্বাজ; তন্মধ্যে এই

করিয়া বাগিন্দ্রিয় যদিও সপ্তম হউক, তথাপি তাহাকে অষ্টম বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাগিন্দ্রিয়ের দুইটি কার্য্য—(১) অন্নভক্ষণ করা, (২) শব্দব্রহ্ম উচ্চারণ করা; তন্মধ্যে অন্নভক্ষণের কর্তৃত্ব বলিয়া বাক্‌কে সপ্তম বলা হইয়াছে, আর শব্দোচ্চারণশক্তি বলিয়া তাহাকেই মূর্ত্যন্তরে অষ্টম বলা হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত দর্শন অনুসারে এক বলিয়াই সপ্তম অষ্টম নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইতেছে না।

দক্ষিণ কর্ণই গোতম ও বামকর্ণই ভরদ্বাজ ঋষি ; এই দুইটিই বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ঋষি ; তন্মধ্যে এই দক্ষিণ চক্ষুই বিশ্বামিত্র, এবং এই বাম চক্ষুই জমদগ্নি ; এই দুইটিই বসিষ্ঠ ও কশ্যপ ঋষি ; তন্মধ্যে এই দক্ষিণ নাসাপুট বসিষ্ঠ ও বাম নাসাপুট কশ্যপ ; আর বাগিন্দ্রিয় হইতেছে—অত্রি ঋষি ; কারণ, লোকে বাক্যের সাহায্যেই অন্নভোগ করিয়া থাকে। এই যে, অত্রি নাম, ইহা বস্তুতঃ 'অত্তি' নামেরই রূপান্তর মাত্র। যিনি এইরূপে ঋষিতত্ত্ব জানেন, তিনি সর্ব্ববিধ অন্ন-ভোগের অধিকারী হন, সমস্তই তাহার অন্ন হয়॥ ১০৪।৪ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ॥ ২ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কে পুনস্তস্য চমসস্য তীরে আসতে ঋষয়ঃ ইতি? ইমাবেব গোতম-ভরদ্বাজৌ কর্ণৌ—অয়মেব গোতমঃ, অয়ং ভরদ্বাজঃ—দক্ষিণশ্চোত্তরশ্চ, বিপর্য্যয়েণ বা। তথা চক্ষুষী উপদিশন্নুবাচ—ইমাবেব বিশ্বামিত্র-জমদগ্নী, দক্ষিণং বিশ্বামিত্রঃ, উত্তরং জমদগ্নিঃ, বিপর্য্যয়েণ বা। ইমাবেব বশিষ্ঠ-কশ্যপৌ—নাসিকে উপদেশন্নুবাচ ; দক্ষিণঃ পুটো ভবতি বশিষ্ঠঃ উত্তরঃ কশ্যপঃ, পূর্ব্ববদ্বা। বাগেব অত্রিঃ অদনক্রিয়াযোগাৎ সপ্তমঃ ; বাচা হি অন্নম্ অদ্যতে ; তস্মাদত্তির্হ বৈ প্রসিদ্ধং নামৈতৎ—অত্ত্বাদত্রিরিতি, অত্তিরেব সন্ যদত্রিরুচ্যতে প:রাক্ষেণ।

সর্ব্বস্যৈতস্যান্নজাতস্য প্রাণস্য অত্রিনির্ব্বচন-বিজ্ঞানাৎ অত্তা ভবতি। অত্তৈব ভবতি, নামুষ্মিন্নন্নেন পুনঃ প্রত্যদ্যতে ইত্যেতদুক্তং ভবতি—সর্ব্বমস্যান্নং ভবতীতি। য এবমেতদ্‌যথোক্তং প্রাণযাথাত্ম্যং বেদ, স এবং মধ্যমঃ প্রাণো ভূত্বা আধান-প্রত্যাধানগতো ভোক্তৈব ভবতি, ন ভোজ্যম্ ; ভোজ্যাদ্ব্যাবর্ত্তত ইত্যর্থঃ॥১০৪॥৪॥

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্॥২॥০॥

টীকা—বিপর্য্যয়েণ বেত্যেতৎ পূর্ব্ববদিত্যুচ্যতে। অত্রিঃ সপ্তম ইতি সম্বন্ধঃ। অত্রিত্বে-হেতুরদনক্রিয়াযোগাদিতি। হেতুং সাধয়তি—বাচা হীতি। সাধ্যমর্থং নিগময়তি—তস্মাদিতি। তর্হি কথমত্রিরিতি ব্যপদিশ্যতে, তত্র আহ—অত্তিরেবেতি। প্রাণস্য অন্নজাতমেবৈতস্য সর্ব্বস্যাত্তা ভবত্যত্রিনির্ব্বচনবিজ্ঞানাদিতি সম্বন্ধঃ। সর্ব্বমস্যেত্যাদিবাক্য-সর্ব্বোক্তিপূর্ব্বকং ব্যাকরোতি—অত্তৈবেতি। ন কেবলমত্রিনির্ব্বচনবিজ্ঞানফলমেতৎ ফলং, কিন্তু প্রাণযাথাত্ম্যবেদনপ্রযুক্তমিত্যাহ—য এবমিতি॥২০৪॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ—কোন্ কোন্ ঋষি সেই চমসের তীরে বাস করেন, এখন তাহা বলিতেছেন—এই কর্ণ দুইটিই গোতম ও ভরদ্বাজ, তন্মধ্যে এই দক্ষিণ কর্ণই গোতম, আর বাম কর্ণই ভরদ্বাজ, অথবা ইহার বিপরীতভাবেও ধরা যাইতে পারে, অর্থাৎ বামকর্ণও গোতম হইতে পারে, এবং দক্ষিণ কর্ণও ভরদ্বাজরূপে কল্পিত হইতে পারে সেইরূপ চক্ষুর্দ্বয় প্রদর্শন করত বলিলেন—এই দুইটিই বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ঋষি; তন্মধ্যে দক্ষিণ চক্ষু বিশ্বামিত্র, আর বাম চক্ষু জমদগ্নি; বিপরীতভাবেও ধরা যাইতে পারে। নাসিকাদ্বয় প্রদর্শন করত বলিলেন—এই দুইটিই বসিষ্ঠ ও কশ্যপ; তন্মধ্যে দক্ষিণ নাসাপুট বসিষ্ঠ, আর বাম নাসাপুট কশ্যপ; এখানেও দক্ষিণ বামের কোন নিয়ম নাই। অদন—ভক্ষণ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া বাগিন্দ্রিয়ই ইহাদের সপ্তম ঋষি। অত্রি একজন ঋষি; অদনকর্তা বলিয়া বলিয়া তাঁহার এই 'অত্তি' নাম প্রসিদ্ধ; প্রকৃত নাম 'অত্তি' হইলেও 'অত্রি' শব্দে প্রকারান্তরে তাহার সেই নামই অভিহিত হইয়াছে।

এই 'অত্রি' নামের প্রকৃতার্থ বিজ্ঞানের ফল এই যে, বিজ্ঞাতা এই সর্ব্বপ্রকার প্রাণাত্মক অন্নের ভোক্তা হন; সমস্তই ইহার অন্ন (ভোগ্য) হয়। ইহা দ্বারা বলা হইল যে, পরলোকে সে কেবল ভোক্তাই হয়, কিন্তু অপর কেহ তাহাকে ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি যথোক্ত প্রকার প্রাণতত্ত্ব জানেন, তিনি এইরূপে দেহস্থ প্রাণভাব প্রাপ্ত হইয়া এবং আধানস্বরূপ দেহে ও প্রত্যাধানরূপ শিরে অবস্থিতি করত কেবল ভোক্তাই হন, কিন্তু অপরের ভোজ্য হন না, অর্থাৎ তাহার ভোজ্যভাব নিরস্ত হইয়া যায়।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥১০৫॥ ॥

অন্বয়ার্থঃ—বাব (প্রসিদ্ধৌ) ব্রহ্মণঃ দ্বে রূপে প্রসিদ্ধে—মূর্ত্তং (মূর্ত্তি-বিশিষ্টং পরিচ্ছিন্নং) এব চ, অমূর্ত্তং (মূর্ত্তিরহিতম্ অপরিচ্ছিন্নং) চ; তথা মর্ত্ত্যং (মরণশীলং) চ, অমৃতং (অমরণশীলং) চ; তথা স্থিতং (গতিরহিতং) চ, যৎ (গচ্ছৎ) চ, সৎ (বিদ্যমানং) চ, ত্যৎ (সর্ব্বদা পরোক্ষং) চ ॥ ১০৫ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মের দুইটি রূপ প্রসিদ্ধ,—একটি মূর্ত্ত (মূর্ত্তিসম্পন্ন), অপরটি অমূর্ত্ত; একটি মর্ত্ত্য (মরণশীল), অপরটি অমৃতস্বভাব, একটি স্থিত (গতিহীন—পরিচ্ছিন্ন), অপরটী যৎ (গমনশীল), এবং একটি সৎ (বিদ্যমান), অপরটি ত্যৎ (সর্ব্বসময়ে পরোক্ষ) ॥ ১০৫ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তত্র প্রাণা বৈ সত্যমিত্যুক্তম্। যাঃ প্রাণানামুপনিষদঃ, তাঃ ব্রহ্মোপনিষৎপ্রসঙ্গেন ব্যাখ্যাতাঃ—"এতে ত্বে প্রাণাঃ" ইতি চ। তে কিমাত্মকাঃ, কথং বা তেষাং সত্যত্বম্—ইতি চ বক্তব্যমিতি পঞ্চ-ভূতানাং সত্যানাং কার্য্য-করণাত্মকানাং স্বরূপাবধারণার্থমিদং ব্রাহ্মণমারভ্যতে—যদুপাধিবিশেষাপনয়দ্বারেণ "নেতি নেতি" ইতি ব্রহ্মণঃ সত্যস্য নির্দ্ধারয়িষিতম্। ১

তত্র দ্বিরূপং ব্রহ্ম পঞ্চভূতজনিতকার্য্যকরণসম্বদ্ধং মূর্ত্তামূর্ত্তাখ্যং মর্ত্ত্যামৃত-স্বভাবং তজ্জনিতবাসনারূপঞ্চ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি সোপাখ্যং ভবতি; ক্রিয়াকারক-ফলাত্মকঞ্চ সর্ব্বব্যবহারাস্পদম্। তদেব ব্রহ্ম বিগতসর্ব্বোপাধিবিশেষং সম্যগ্-দর্শনবিষয়ম্ অজমজরমমৃতমভয়ম্, বাঙ্মনসয়োরপ্যবিষয়ম্ অদ্বৈতত্বাৎ "নেতি নেতি" ইতি নির্দ্দিশ্যতে। তত্র যদপোহদ্বারেণ "নেতি নেতি" ইতি নির্দ্দিশ্যতে ব্রহ্ম, তে এতে দ্বে বাব—বাব-শব্দোঽবধারণার্থঃ—দ্বে এবেত্যর্থঃ, ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ রূপে,—রূপ্যতে যাভ্যাম্ অরূপং পরম্ ব্রহ্ম অবিদ্যাধ্যারোপ্য-মাণাভ্যাম্ ॥২

কে তে দ্বে ? মূর্ত্তং চৈব মূর্ত্তমেব চ ; তথা অমূর্ত্তঞ্চ অমূর্ত্তমেব চেত্যর্থঃ। অন্তর্ণীতস্বাত্মবিশেষণে মূর্ত্তামূর্ত্তে দ্বে এবেত্যবধার্য্যেতে। কানি পুনস্তানি বিশেষণানি মূর্ত্তামূর্ত্তয়োরিতি ? উচ্যতে— মর্ত্ত্যং চ মর্ত্ত্যং মরণধর্মি, অমৃতঞ্চ তদ্বিপরীতম্ ; স্থিতং পরিচ্ছিন্নং গতিপূর্ব্বকং যৎ স্থাস্নু ; যচ্চ—যাতীতি যৎ—ব্যাপি অপরিচ্ছিন্নং স্থিত-বিপরীতম্ ; সচ্চ—সদিত্যন্যেভ্যো বিশেষ্যমাণাসাধারণধর্ম্ম-বিশেষবৎ, ত্যচ্চ—তদ্বিপরীতম্, ত্যদিত্যেব সর্ব্বদা পরোক্ষাভিধানার্হম্ ॥১০৫॥১॥

টীকা—ব্রাহ্মণান্তরং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—তত্রেতি। অজাতশত্রুব্রাহ্মণাবসানং সপ্ত-ম্যর্থঃ। উপনিষদঃ রহস্যাভিধানানি। চকারাদুক্তবিদ্যাগ্রহণঃ। উত্তরব্রাহ্মণতাৎপর্য্য-মাহ—কে কিমাত্মকা ইতি। ব্রহ্মণো বিজ্ঞানীয়ত্বাৎ কিমিতি ভূতানাং সত্যং নির্দ্ধার্য্যতে ? তত্রাহ—যদুপাধীতি। তেষাং ভূতানাং স্বরূপাবধারণার্থং ব্রাহ্মণমিতি সম্বন্ধঃ। সত্যস্য সত্যমিত্যত্র ষষ্ঠ্যন্তসত্যশব্দিতং তেষাং, প্রথমান্তসত্যশব্দিতমাবেদ্যং, তয়োরাত্ম-স্বরূপোক্ত্যর্থমপেক্ষিতঃ প্রকৃতং বাক্যং তদুভয়ং ব্রাহ্মণদ্বয়েনাথেদং আবিষ্করণার্থমিতি সমুদায়ার্থঃ। ১

সবিশেষমেব ব্রহ্ম ন নির্ব্বিশেষমিতি কেচিৎ, তান্নিরাকর্ত্তুং বিভজতে—তত্রেতি। ব্রাহ্মণার্থে পূর্ব্বোক্তনীত্যা স্থিতে সতীতি যাবৎ। দ্বে বাব ইত্যাদিবাক্যৈঃ সোপাধিকং ব্রহ্মরূপং বিবৃণোতি পঞ্চভূতৈরিতি। সর্ব্বপ্রত্যাখ্যানেন সোপাধ্যয়ম্ ; নিরুপাধিকং ব্রহ্মরূপং দর্শয়তি—তদেবোক্তং। এবং চ ব্রহ্মণঃ সরূপং প্রকরোতি—তত্রেত্যাদিনা। বৈরূপ্যে সতীতি যাবৎ ।২

অমূর্ত্তং চেত্যত্র চকারাদেবকারানুবৃত্তিঃ। বিবক্ষিতব্রহ্মণো রূপদ্বয়মবধারিতং চেৎ, মর্ত্ত্যাদীনি বক্ষ্যমাণবিশেষণানি অবধারণবিরোধাদযুক্তানীত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্তর্ণী-তেতি। মূর্ত্তামূর্ত্তয়োরন্তর্ভাবিতানি যানি যানি বিশেষণানি, তানি কানীত্যাকাঙ্ক্ষায়াং দর্শয়তি—কানি পুনরিত্যাদিনা। যৎ গতিপূর্ব্বকং স্থাস্নু, তৎ পরিচ্ছিন্নং স্থিতমিতি যোজনা। বিশেষ্যমাণঃ প্রত্যক্ষেণোপলভ্যমানম্ ॥১০৫॥১॥

ইতঃপূর্ব্বে প্রাণকে 'সত্য' বলা হইয়াছে ; তাহার পর, প্রাণ-সমূহের যে সমস্ত উপনিষৎ বা রহস্যাত্মক নাম আছে, ব্রহ্মোপনিষৎ বর্ণনাপ্রসঙ্গে সে সমস্তও ব্যাখ্যাত হইয়াছে—"এতে তে প্রাণাঃ" ইতি। সেই প্রাণ-সমূহের স্বরূপ কি প্রকার, এবং তাহাদের সত্যতাই বা কি প্রকারে উপপন্ন হয়, তাহা বলা আবশ্যক ; এই জন্য, এখানে আরোপিত, যে উপাধি নিরসনপূর্ব্বক 'নেতি নেতি' করিয়া ব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করা শ্রুতির অভিপ্রেত, কার্য্য-করণভাবে (দেহেন্দ্রিয়রূপে) পরিণত সেই সত্য-সংজ্ঞক পঞ্চভূতের স্বরূপাবধারণার্থ এই তৃতীয় ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে—

ব্রহ্মের দুইটি রূপ ; তন্মধ্যে একটি রূপ মূর্তনামে প্রসিদ্ধ মরণশীল এবং পঞ্চভূতজনিত দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধ, আর অপর রূপটি অমূর্ত-নামক অমরণশীল এবং মূর্ত-বাসনাত্মক ; তিনিই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ও সোপাখ্য অর্থাৎ শব্দময় বা বর্ণনার যোগ্য হন, এবং ক্রিয়া কারক ও ফলাত্মক সর্ববিধ ব্যবহারেও গোচরী-ভূত হন ; তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ীভূত সেই ব্রহ্মই আবার উপাধিকৃত সর্বপ্রকার বৈচিত্র্যবিহীন জন্মমরণবর্জিত ও সর্বভয়নিস্তারক এবং বাক্য-মনের অগোচরও হন ; অদ্বৈত বা নির্বিশেষ বলিয়া তিনিই 'নেতি নেতি' বাক্যে নির্দিষ্ট হইতেছেন। তাহাতেও আবার এখানে বিশেষ এই যে 'নেতি নেতি' কথায় যাহা যাহা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ নির্দেশ করিতে হইবে, এই দুইটিই সেই পরিত্যাজ্য বিষয়, 'বাব' শব্দের অর্থ—অবধারণ বা নিশ্চয় করা ; সুতরাং অর্থ হইতেছে যে ব্রহ্মের পারমার্থিক রূপ দুইটিই, (কম বেশী নহে); অরূপ (নিরাকার) ব্রহ্মও অবিদ্যাসমারোপিত যে দুইটি বস্তু দ্বারা রূপিত—প্রকটীকৃত হন, এখানে তাহারই নাম—রূপ।

সেই দুইটি রূপ কি কি ?—মূর্ত ও অমূর্ত ; 'এব' শব্দে অবধারিত হইতেছে যে,এতদন্তর্ভূত বিশেষণসম্পন্ন রূপ মূর্তামূর্তভেদে কেবলই দুইটি, (ইহার অধিকও নয়, কমও নয়) ; মূর্ত ও অমূর্ত রূপ দুইটির পৃথক্ পৃথক্ সেই বিশেষণগুলি কি কি, তাহা বলা হইতেছে—মর্ত্য ও অমৃত, স্থিত ও যৎ, এবং সৎ ও ত্যৎ ; তন্মধ্যে মর্ত্য অর্থ—মরণশীল ; অমৃত অর্থ—মর্তের বিপরীত—মরণরহিত ; স্থিত অর্থ—পরিচ্ছিন্ন—যাহা গমন করিয়া স্থিতি লাভ করে, আর যৎ অর্থ—যাহা গমন করে। তাহাই যৎ—ব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন—ঠিক স্থিতের বিপরীতস্বভাব ; সৎ অর্থ—অপর সমস্ত পদার্থে যাহা নাই, এরূপ অসাধারণ ধর্মযুক্ত ; আর ত্যৎ অর্থ—সতের বিপরীত, অর্থাৎ যিনি সর্বদাই 'ত্যৎ' বলিয়া পরোক্ষভাবে ব্যবহারযোগ্য, (তাহা ত্যৎ) ॥ ১০॥ ১॥

তদেতন্মূর্তং যদন্যদ্বায়োশ্চান্তরিক্ষাচ্চৈতন্মর্ত্যমেতৎ স্থিত-মেতৎ সৎ, তস্যৈতস্য মূর্তস্যৈতস্য মর্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো য এষ তপতি, সতো হ্যেষ রসঃ ॥১০৬॥২॥

সম্বন্ধভাষ্যম্—যৎ পূর্বং বিশেষণচতুষ্টয়বিশিষ্টং মূর্তং অমূর্তং চ প্রোক্তং, তয়োর্বিশেষণানি বিভজ্য দর্শয়তি—"তদেতৎ" ইত্যাদিনা।

তৎ (পূর্বোক্তং) মূর্তং (মূর্তরূপম্) এতৎ ; [এতৎ কিম্ ?] বায়োঃ চ

অন্তরিক্ষাৎ চ যৎ অন্যৎ (পৃথক্ ভূতত্রয়ম্), এতৎ (ভূতত্রয়াত্মকং রূপং) মর্ত্যং (মরণধর্মকং), এতৎ স্থিতং, এতৎ সৎ, [এতৎ সর্বং প্রাগেব কৃতব্যাখ্যানম্] ; তস্য এতস্য মূর্তস্য, এতস্য মর্ত্যস্য, এতস্য স্থিতস্য, এতস্য সতঃ এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) রসঃ (সারঃ), যঃ এষঃ (সূর্যঃ) তপতি (তাপং দদাতি); হি (যতঃ) এষঃ (সূর্যঃ) সতঃ (সদ্রূপস্য ভূতত্রয়স্য) রসঃ (সারঃ) ॥১০৬॥ ২ ॥

তাহাই এই মূর্তরূপ, যাহা বায়ু ও আকাশ হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ বায়ু ও আকাশ ভিন্ন পৃথিব্যাদি ভূতত্রয় হইতেছে—ব্রহ্মের মূর্ত রূপ। এই ভূতত্রয়াত্মক মূর্ত রূপই মর্ত্য (মরণশীল), ইহাই স্থিত এবং ইহাই সৎ ; এই মূর্তের, এই মর্ত্যের, এই স্থিতের এবং এই সতের ইনিই রস অর্থাৎ সার পদার্থ, যিনি এই তাপ দিতেছেন ; কারণ, এই সূর্যই হইতেছেন—সতের পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ের রস বা সারভূত ॥ ১০৬ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্। তত্র চতুষ্টয়বিশেষণবিশিষ্টং মূর্তং, তথা অমূর্তঞ্চ। তত্র কানি মূর্তবিশেষণানি, কানি চেতরাণীতি বিভজ্যতে। তদেতৎ মূর্তং—মূর্ছিতাবয়বম্ ইতরেতরানুপ্রবিষ্টাবয়বং ঘনং সংহতমিত্যর্থঃ। কিং তৎ? যদন্যৎ; কস্মাদন্যৎ? বায়োশ্চ অন্তরিক্ষাচ্চ ভূতদ্বয়াৎ—পরিশেষাৎ পৃথিব্যাদিভূতত্রয়ম্ ; এতন্মর্ত্যম্—যদেতৎ মূর্তাখ্যং ভূতত্রয়ম্, ইদং মর্ত্যং মরণধর্মি ? কস্মাৎ ? যস্মাৎ স্থিতমেতৎ ; পরিচ্ছিন্নং হি অর্থান্তরেণ সম্প্রযুজ্যমানং বিরুধ্যতে—যথা ঘটঃ স্তম্ভকুড্যাদিনা ; তথা মূর্তং, স্থিতং পরিচ্ছিন্নমর্থান্তরসম্বদ্ধং, ততোঽর্থান্তরবিরোধাৎ মর্ত্যম্ ; এতৎ সৎ বিশেষ্যমাণাসাধারণধর্মবৎ ; তস্মাদ্ধি পরিচ্ছিন্নম্, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ মর্ত্যম্, অতো মূর্তম্ ; মূর্তত্বাৎ মর্ত্যং, মর্ত্যত্বাৎ স্থিতম্, স্থিতত্বাৎ সৎ ; অতোঽন্যোন্যাব্যভিচারাৎ চতুর্ণাং ধর্মাণাং যথেষ্টং বিশেষণবিশেষ্যভাবো হেতুহেতুমদ্ভাবশ্চ দর্শয়িতব্যঃ। সর্বথাপি তু ভূতত্রয়ং চতুষ্টয়বিশেষণবিশিষ্টং মূর্তং রূপং ব্রহ্মণঃ। ১

তত্র চতুর্ণামেকস্মিন্ গৃহীতে বিশেষণে ইতরদ্গৃহীতমেব বিশেষণম্ ইত্যাহ—তস্যৈতস্য মূর্তস্য, এতস্য মর্ত্যস্য, এতস্য স্থিতস্য, এতস্য সতঃ—চতুষ্টয়বিশেষণস্য ভূতত্রয়স্যেত্যর্থঃ—এষ রসঃ সার ইত্যর্থঃ। ত্রয়াণাং হি ভূতানাং সারিষ্ঠঃ সবিতা ; এতৎসারাণি ত্রীণি ভূতানি, যত এতৎকৃতবিভজ্যমানরূপবিশেষণানি ভবন্তি। আধিদৈবিকস্য কার্যস্যৈতদ্ রূপম্—যৎ সবিতা—য এষ তপতি ; সতো ভূতত্রয়স্য হি যস্মাদেষ রস ইত্যেতদ্ গৃহ্যতে ; মূর্তো হ্যেষ

সবিতা তপতি, সারিষ্ঠঃ। সতু আধিদৈবিকং করণং মণ্ডলস্যাস্য
তৎ বক্ষ্যামঃ ॥১০৬২॥

টীকা—তদেতদিতি বিভাগপরা শ্রুতিঃ। তত্র প্রত্যেকং মূর্তামূর্তচতুষ্টয়বিশেষণত্বে প্রাপ্তি
যাবৎ। কথং স্থিতং মর্ত্যঞ্চ, তত্রাহ—পরিচ্ছিন্নং হীতি। তদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—
যথেত্যাদিনা। অতো মর্ত্যত্বাৎ মূর্তমিতি শেষঃ। মূর্তত্বমর্ত্যত্বয়োরন্যোন্যহেতুহেতুমদ্ভাবং
দ্যোতয়িতুং বা-শব্দঃ। কথং পুনস্ত্রয়ং বিশেষণবিশেষ্যভাবো হেতুহেতুমদ্ভাবশ্চ
নিশ্চেতব্যস্তত্রাহ—অন্যোন্যেতি। রূপত্রয়ে পিণ্ডভাবস্য তথাপি অবস্থাভাবমাপত্ত্যাহ—অর্থপ্রাপ্তমিতি।

তস্যৈতস্যেত্যস্য বক্তব্যো বিধিঃ মূর্তস্যেত্যাদিনা বিশেষণচতুষ্টয়যুক্তে ; তত্রাহ
—তস্যেতি। সারং সারমিতি—ত্রয়াণাং হীতি। তত্র প্রতিজ্ঞামুক্ত্বা হেতুমাহ—
প্রত্যক্ষমিতি। এতেন সবিতৃমণ্ডলেন ভূতানি বিভক্তানাম্যপ্রকীর্ণানি কৃষ্ণং শুক্লং লোহিত-
মিত্যেতানি রূপাণি বিশেষণানি যেষাং পৃথিব্যাদীনাং, তানি তথা। অতো ভূতত্রয়কার্য-
মধ্যে সবিতৃমণ্ডলস্য প্রাধান্যমিত্যর্থঃ। স এব তপতীত্যস্যার্থমাহ—আধিদৈবিকমিতি।
হেতুবাক্যব্যাখ্যায় তত্তাৎপর্যমাহ সত ইতি। মণ্ডলস্যৈবেত্যর্থঃ। মণ্ডলপরি-
গ্রহে হেতুমাহ—মূর্তো হীতি। মূর্তগ্রহণমুপলক্ষণার্থং চতুর্ণাং বিশেষণানাং হেত্বর্থঃ। অতশ্চ
মণ্ডলাত্মা সবিতা ভূতত্রয়কার্যমধ্যে ভবতি প্রধানং ; কার্যকরণয়োরৈক্যরূপাত্তৎ সবিতৃত্বাদি-
ত্যাহ—সারিষ্ঠতমেতি। মণ্ডলং চেদাধিদৈবিকং কার্যং, কিং পুনস্তদাধিদৈবিকং করণমিতি ?
তত্রাহ—বক্ষ্যতি ॥১০৬২॥

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্বোক্ত মূর্ত ও অমূর্ত উভয়ই চারিটি বিশেষণে
বিশিষ্ট ; তন্মধ্যে কোন্‌গুলি মূর্তের বিশেষণ, আর কোন্‌গুলি অমূর্তের
বিশেষণ, তাহা বিভাগ করিয়া দিতেছেন। ইহা হইতেছে সেই মূর্ত—যাহা
অবয়বে উপচিত—পরস্পর সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ আকৃতিসম্পন্ন সংহত পদার্থ। তাহা
কি ? যাহা অন্য ; কিসের অন্য ? বায়ু ও আকাশ এই ভূতদ্বয় হইতে
অন্য, অর্থাৎ অবশিষ্ট ভূতত্রয়—পৃথিবী, জল ও তেজ ; ইহা মর্ত্য—এই
যে মূর্তসংজ্ঞক ভূতত্রয়, ইহা মর্ত্য—মরণশীল ; কারণ ? যেহেতু ইহা স্থিত ও
পরিচ্ছিন্ন বা পরিমিত ; পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রই পরিচ্ছিন্ন অপর বস্তুদ্বারা
বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; যেমন একটি ঘট স্তম্ভ প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা [বাধা
প্রাপ্ত হয়], তেমনি মূর্ত পদার্থও ; যেহেতু ইহা স্থিত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, সেই
হেতু অপর সর্বপদার্থের সহিত বিরুদ্ধ ; বিরুদ্ধ বলিয়াই মর্ত্য (বিনাশশীল) ;
ইহাই সৎ অর্থাৎ যাহা অন্যত্র নাই, ঈদৃশ বিশেষগুণযুক্ত ; সেই হেতুই
পরিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই মর্ত্য ; এই জন্যই তাহা মূর্ত ; অথবা মূর্ত
বলিয়াই মর্ত্য, মর্ত্যত্ব হেতু স্থিত, স্থিতত্ব হেতু সৎ। অতএব পরস্পর

পরস্পরের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় উক্ত মূর্ত্তাদি চারিটি বিশেষণের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব ও হেতু-হেতুমদ্ভাব (সাধ্য-সাধনভাব) ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে পারা যায়। যথোক্ত চারি প্রকার বিশেষণবিশিষ্ট উক্ত ভূতত্রয়ই ব্রহ্মের মূর্ত্ত রূপ।

উক্ত বিশেষণ চতুষ্টয়ের মধ্যে, যে কোন একটি বিশেষণ গ্রহণ করিলেই অপর বিশেষণগুলি গ্রহণ করা হয়, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—সেই এই মূর্ত্তের, এই মর্ত্ত্যের, এই স্থিতের, এই সতের, অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ বিশেষণ-বিশিষ্ট উক্ত ভূতত্রয়ের ইহা (সূর্য্য) হইতেছে—রস অর্থাৎ সার; কেননা, সূর্য্যদেবই ভূতত্রয়ের সারতম পদার্থ; আধিদৈবিক দেহাকারে পরিণত কার্য্যের ইহাই যথার্থ স্বরূপ—যিনি এই সবিতা (সূর্য্যমণ্ডল), যিনি এই সৌরমণ্ডলরূপে তাপ দিতেছেন; কারণ, এই মণ্ডলাধিষ্ঠাতাই সতের—ভূতত্রয়ের রস বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকেন; কারণ, মূর্ত্তরূপ এই সূর্য্যই তাপ দিতেছেন এবং সকলের শ্রেষ্ঠতম পদার্থও বটে। আর যাহা আধিদৈবিক করণ—মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী, তাহার কথা পরে বলিব ॥ ১০৬ ॥ ২ ॥

অথামূর্ত্তং বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতমেতদ্ যদেতৎ ত্যৎ, তস্যৈতস্যা মূর্ত্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষস্ত্যস্য হ্যেষ রস ইত্যধিদৈবতম্ ॥১০৭॥৩॥

অন্বয়াথঃ।—অথ (অতঃপরম্) অমূর্ত্তং (রূপম্) [উচ্যতে]—বায়ুশ্চ অন্তরিক্ষং চ [অমূর্ত্তং রূপম্;] এতৎ (বায়্বন্তরিক্ষাত্মকম্ অমূর্ত্তং) অমৃতং (অমরণধর্ম্মকম্), এতৎ (অমূর্ত্তং) যৎ, এতৎ ত্যৎ। তস্য (পূর্ব্বোক্তস্য) এতস্য অমূর্ত্তস্য, এতস্য অমৃতস্য, এতস্য যতঃ, এতস্য ত্যস্য এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) রসঃ; [কঃ?] যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে (সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিতঃ) পুরুষঃ। হি (যস্মাৎ) ত্যস্য (সর্ব্বদা পরোক্ষভূতস্য অমূর্ত্তস্য) এষঃ (মণ্ডলাধিষ্ঠিতঃ পুরুষঃ) রসঃ (সারভূতঃ), ইতি অধিদৈবতং (দেবতাত্মকং রূপমিত্যর্থঃ) ॥ ১০৭ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—অতঃপর ব্রহ্মের অমূর্ত্ত রূপ কথিত হইতেছে—বায়ু ও আকাশ [ব্রহ্মের অমূর্ত্ত রূপ]; ইহাই অমৃত (অবিনাশী) ইহাই যৎ, ইহাই ত্যৎ (সর্ব্বদা পরোক্ষাত্মক); সেই এই অমূর্ত্তের—এই

অমৃতের—এই যতের এবং এই ত্যতের ইহা হইতেছে রস অর্থাৎ সারভূত পদার্থ, যাহা এই সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত পুরুষ (দেবতা); ইহাই 'ত্যৎ'-সংজ্ঞক রূপের রস; ইহা হইতেছে—অধিদৈবত অর্থাৎ মণ্ডলাধিষ্ঠাতৃদেবতাত্মক রূপ ॥ ১০৭ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথামূর্ত্তম্—অথ অধুনা অমূর্ত্তমুচ্যতে—বায়ুশ্চ অন্তরিক্ষং চ—যৎ পরিশেষিতং ভূতদ্বয়ম্, এতদমৃতম্ অমূর্ত্তত্বাৎ, অস্থিতম্ অতোঽবিরুধ্যমানং কেনচিৎ, অমৃতম্ অমরণধর্ম্মি; এতৎ যৎ স্থিতবিপরীতম্, ব্যাপি অপরিচ্ছিন্নম্; যস্মাদ্ যদেতৎ অন্যেভ্যোঽপ্রবিভজ্যমানবিশেষম্, অতঃ ত্যৎ, ত্যদিতি পরোক্ষাভিধানার্হমেব পূর্ব্ববৎ। ১

তস্যৈতস্য অমূর্ত্তস্য এতস্যামৃতস্য এতস্য যতঃ এতস্য ত্যস্য—চতুর্বিশেষণস্যামূর্ত্তস্য এষ রসঃ। কোঽসৌ? য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে—পুরুষঃ করণাত্মকো হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণ ইত্যভিধীয়তে যঃ, স এষঃ অমূর্ত্তস্য ভূতদ্বয়স্য রসঃ পূর্ব্ববৎ সারিষ্ঠঃ। এতৎ-পুরুষসারকং অমূর্ত্তং ভূতদ্বয়ম্—হৈরণ্যগর্ভলিঙ্গারম্ভায় হি ভূতদ্বয়াভিব্যক্তিরব্যাকৃতাৎ; তস্মাৎ তাদর্থ্যাৎ তৎসারং ভূতদ্বয়ম্। ত্যস্য হ্যেষ রসঃ—যস্মাদ্ যো মণ্ডলস্থঃ পুরুষো মণ্ডলবৎ ন গৃহ্যতে সারশ্চ ভূতদ্বয়স্য, তস্মাদস্তি মণ্ডলস্থস্য পুরুষস্য ভূতদ্বয়স্য চ সাধর্ম্ম্যম্। তস্মাদযুক্তং প্রসিদ্ধবদ্ধেতূপাদানম্—'ত্যস্য হ্যেষ রসঃ' ইতি। ২

রসঃ কারণং হিরণ্যগর্ভ-বিজ্ঞানাত্মা চেতন ইতি কেচিৎ; তত্র চ কিল হিরণ্যগর্ভবিজ্ঞানাত্মনঃ কর্ম্ম বায়্বন্তরিক্ষয়োঃ প্রয়োক্তৃ; তৎকর্ম্ম বায়্বন্তরিক্ষাধারং সৎ অন্যেষাং ভূতানাং প্রয়োক্তৃ ভবতি; তেন স্বকর্ম্মণা বায়্বন্তরিক্ষয়োঃ প্রয়োক্তেতি তয়োঃ রসঃ কারণমুচ্যত ইতি। তন্ন, মূর্ত্তরসেন অতুল্যত্বাৎ; মূর্ত্তস্য তু ভূতত্রয়স্য রসঃ মূর্ত্তমেব মণ্ডলং দৃষ্টং ভূতত্রয়-সমানজাতীয়ম্, ন চেতনঃ; তথা অমূর্ত্তয়োরপি ভূতয়োস্তৎসমানজাতীয়েনৈব অমূর্ত্তরসেন যুক্তং ভবিতুম্; বাক্যপ্রবৃত্তেস্তুল্যত্বাৎ,—যথা হি মূর্ত্তামূর্ত্তে চতুর্ধর্ম্মবতী বিভজ্যেতে, তথা রস-রসবতোরপি মূর্ত্তামূর্ত্তয়োস্তুল্যেনৈব ন্যায়েন যুক্তো বিভাগঃ; ন কর্ত্তৃবৈশসম্। ৩

মূর্ত্তরসেঽপি মণ্ডলাধিপশ্চেতনো বিবক্ষ্যত ইতি চেৎ, অত্যল্পমিদমুচ্যতে, সর্ব্বত্রৈব তু মূর্ত্তামূর্ত্তয়োস্ত্র্যরূপেণ বিবক্ষিতত্বাৎ। পুরুষশব্দোঽচেতনে অনুপপন্ন ইতি চেৎ; ন, পক্ষপুচ্ছাদিবিশিষ্টস্যৈব লিঙ্গস্য পুরুষশব্দদর্শনাৎ, "ন বা ইত্থং সন্তঃ শক্ষ্যামঃ প্রজাঃ প্রজনয়িতুম্, ইমান্ সপ্ত পুরুষানেকং পুরুষং করবামেতি,

মিতি গম্যতে—পুরুষশব্দ ইতি। বহুপণ্ডিতং পরিহরতি—সেত্যাদিনা। অন্যেব ব্যাকরোতি—স বা ইতি। ইদং বিভক্তাঃ সন্তো নৈব শক্যাযো ব্যবহারং প্রবর্তয়িতু-মিত্যালোচ্য বহুচক্ষুঃশ্রোত্রজিহ্বাঘ্রাণবাক্‌মনোরূপান্ ইমান্ সপ্ত পুরুষানেকং পুরুষং সংহত্য শিরঃ করবাবেতি চ মিশ্রিতাঃ প্রাণাঃ সপ্ত পুরুষানুক্তানেকং পুরুষং শিরোবানং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। আদিপদেন লৌকিকমপি দর্শনং সংগৃহ্যতে। ক্তাযথং তৈত্তিরীয়কম্। পুরুষ-শব্দপ্রয়োগঃ "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" ইত্যাদিঃ। পরকীয়ং ব্যাখ্যানং প্রত্যাখ্যাতুং প্রকৃতং প্রতিব্যাখ্যানমনুবর্ত্তয়তি ইত্যধিদৈবতমিতি ॥১০।৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—"অথ অমূর্ত্তম্"—এখন অমূর্ত্ত রূপের কথা বলা হইতেছে—বায়ু ও অন্তরিক্ষ (আকাশ এই যে দুইটি ভূত অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইহা অমৃত, যেহেতু, ইহা অমূর্ত্ত; এবং ইহাই অস্থিত অর্থাৎ কোথাও অবস্থিত নয়—সাবয়ব নয়; এই কারণে কাহারো সঙ্গে বিরুদ্ধ হয় না; এখানে অমৃত অর্থ—যাহা মরণশীল নয়; ইহা যৎ,অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 'স্থিতের' বিপরীত—ব্যাপক—অপরিচ্ছিন্ন; যেহেতু ইহা যৎ, অর্থাৎ অন্যান্য পদার্থ হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য পৃথক করিয়া ধরা যায় না, সেই হেতুই ইহা ত্যৎ; 'ত্যৎ' অর্থ যাহা সর্ব্বদাই পরোক্ষ বা ইন্দ্রিয়ের অগোচররূপে উল্লেখযোগ্য; এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। ১

সেই এই অমূর্ত্তের—এই অমৃতের—এই 'যতের' এই 'ত্যতের' অর্থাৎ উক্ত প্রকার চতুর্ব্বিধ বিশেষণবিশিষ্ট অমূর্ত্তের ইহাই রস (সার); ইহা কি? যাহা এই দৃশ্যমান সৌরমণ্ডলস্থ পুরুষ—যাহা করণস্বরূপ (কার্য্যস্বরূপ নহে,) হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে; এই মণ্ডলস্থ সেই পুরুষই পূর্ব্ববৎ অমূর্ত্ত ভূতদ্বয়ের রস অর্থাৎ সারতম পদার্থ। অমূর্ত্ত ভূত দুইটি আবার এই মণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষের সারভূত; কারণ, হিরণ্যগর্ভের সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মাণের জন্যই অব্যাকৃত প্রকৃতি হইতে উক্ত ভূতদ্বয়ের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব হইয়া থাকে; সেই হেতু পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য আবির্ভূত বলিয়া ভূতদ্বয় তাহার সার। ইহাই 'ত্যতের' (নিত্য পরোক্ষের) রস বা সারভূত,—যিনি এই মণ্ডলস্থ পুরুষ; যেহেতু এই মণ্ডলস্থ পুরুষ মণ্ডলের ন্যায় প্রত্যক্ষ-গোচর হন না, অথচ ভূতদ্বয়ের সারভূতও বটে, সেই হেতু মণ্ডলস্থ পুরুষে উক্ত ভূতদ্বয়ের সাধর্ম্ম্য বা ধর্ম্মগত সাম্য আছে। অতএব 'যেহেতু ইহা 'ত্যতের রস' এইরূপ প্রসিদ্ধবৎ হেতুর উপন্যাস করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে॥ ২

এস্থলে তর্কপ্রপঞ্চ প্রভৃতি কেহ কেহ বলেন—রস অর্থ—কারণ, তাহাই হিরণ্যগর্ভের আত্মা—চেতন পদার্থ; হিরণ্যগর্ভাভিমানী আত্মার এ

ক্রিয়াই বায়ু ও অন্তরিক্ষের প্রযোজক বা প্রেরক; তাহার সেই ক্রিয়াই বায়ু ও অন্তরিক্ষে থাকিয়া অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হইয়া অপরাপর ভূতে ক্রিয়া সমুৎপাদন করিয়া থাকে; সেইজন্ম হিরণ্যগর্ভাভিমানী আত্মা স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা বায়ু ও অন্তরিক্ষের প্রেরণা করেন বলিয়া তদ্ভূতদ্বয়ের রস—কারণ বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহাদের এইরূপ কল্পনা সঙ্গত হয় না; কেননা, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্ত-রসের সহিত ইহার কিছুমাত্র সাম্য থাকে না; সেখানে মূর্ত্ত (আকৃতিবিশিষ্ট) সৌরমণ্ডলকে মূর্ত্ত ভূতত্রয়ের রস বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে; সেই মণ্ডল ও ভূতত্রয় উভয়ই একজাতীয়—মূর্ত্ত জড় পদার্থ; কিন্তু কেহই চেতন নহে; অতএব তদনুসারে অমূর্ত্ত ভূতদ্বয়ের সম্বন্ধেও তৎসজাতীয় অমূর্ত্ত পদার্থই রসরূপে কল্পিত হওয়া উচিত, কিন্তু তদ্বিজাতীয় চেতন পদার্থ ঐরূপ কল্পিত হওয়া সঙ্গত হয় না; কারণ, এরূপ না হইলে বাক্যব্যবহারেরও সমতা রক্ষা পায়। পূর্ব্বে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তকে যে নিয়মে চতুর্ব্বিধ গুণযোগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তেমনি রস এবং রসবানেরও ঠিক সেই নিয়মেই বিভাগ করা যুক্তিযুক্ত, কিন্তু "অর্দ্ধবৈশস" ন্যায় অর্থাৎ অর্দ্ধেক হিংসা করা আর অর্দ্ধেক রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না (১)।৩

যদি বল, পূর্ব্বে মণ্ডলকে যে, মূর্ত্তরসরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, সেখানেও মণ্ডলস্থ চেতনের প্রতিপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রেত; না, একথাও অতি অকিঞ্চিৎকর; কারণ, শ্রুতির সর্ব্বত্রই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পদার্থমাত্রকে ব্রহ্মরূপে প্রতিপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রেত; সুতরাং এখানে আর বিশেষ কি আছে? যদি বল, পুরুষ-শব্দটি অচেতনে প্রযোজ্য হইতে পারে না; না—তাহাও বলিতে পারে না; কারণ, পক্ষ ও পুচ্ছাদিবিশিষ্ট লিঙ্গদেহ সম্বন্ধেও পুরুষ-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—'আমরা এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া প্রজাসমুৎপাদনে সমর্থ হইতেছি না, এই সাতটি পুরুষকে

(১) তাৎপর্য্য—"অর্দ্ধবৈশস" ন্যায়টি এইরূপ—একজনের একটি ছাগল ছিল, তাহার ইচ্ছা হইল, ঐ ছাগলটি ছেদন করিয়া মাংস খায়, কিন্তু তাহার বাড়ীতে যে পরিমাণ লোক ছিল, তাহাতে এত মাংস একদিনে আবশ্যক হইতে পারে না, অথচ মাংসটা নষ্ট করাও বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়; তখন সে মনে করিল, আজ ইহার অর্দ্ধেক ছেদন করিয়া মাংস খাই, অবশিষ্ট অংশে ছাগলটি চলাচল করুক, অপর সময়ে সে অংশ ভক্ষণ করা যাইবে; এরূপ ব্যবহারে যেমন ছাগল বাঁচিয়া থাকে না, তেমনি কল্পনা-রাজ্যেও এরূপ ব্যবহারে বাধা হয় না। এইরূপ ব্যবহারকে বলে

(চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে) এক পুরুষ করিব, এইরূপ আলোচনার পর তাহারা এই সাতটি পুরুষকে (ত্বক্, চক্ষু, শ্রোত্র, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্ ও মনকে) এক পুরুষ অর্থাৎ একটি লিঙ্গশরীরে পরিণত করিল' ইত্যাদি, এবং অপরাপর শ্রুতিতেও কেবল অন্ন-রসের পরিণতিভূত দেহেও পুরুষ-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। "ইতি অধিদৈবতম্" বলিয়া উপসংহার করিবার উদ্দেশ্য এই যে, অতঃপর যে, আধ্যাত্মিক বিভাগের কথা বলা হইবে, তাহা জ্ঞাপন করা॥ ১০৭॥ ৩

অথাধ্যাত্মম্—ইদমেব মূর্ত্তং যদন্যৎ প্রাণাচ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্নাকাশঃ, এতন্মর্ত্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ, তস্যৈতস্য মূর্ত্তস্যৈতস্য মর্ত্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো যচ্চক্ষুঃ, সতো হ্যেষ রসঃ ॥১০৮॥৪॥

সরলার্থঃ।—অথ (অতঃপরম্) অধ্যাত্মং (আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তম্) [রূপম্ উচ্যতে]—ইদং (বক্ষ্যমাণম্) এব (নিশ্চয়ে) মূর্ত্তং (মূর্ত্তাখ্যং রূপম্); [কিং তৎ?] যৎ চ প্রাণাৎ (প্রাণবায়োঃ) অন্যৎ, যশ্চ অয়ং অন্তরাত্মন্ অন্তরাত্মনি—দেহাভ্যন্তরে। আকাশঃ (নভঃ), [তস্মাদন্যৎশরীরোপাদানভূতং ভূতত্রয়ম্]; এতৎ (প্রাণাকাশভিন্নং ভূতত্রয়ং) মর্ত্ত্যম্, এতৎ স্থিতম্, এতৎ সৎ; তস্য এতস্য মূর্ত্তস্য, এতস্য মর্ত্ত্যস্য, এতস্য স্থিতস্য, এতস্য সতঃ এষঃ রসঃ (সারভূতঃ)—যৎ চক্ষুঃ; হি (যস্মাৎ) এষঃ (এতৎ চক্ষুঃ) সতঃ (সৎসংজ্ঞকস্য মূর্ত্তস্য) রসঃ সারঃ; [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ]॥ ১০৮॥ ৪॥

মূলানুবাদ।—অতঃপর অধ্যাত্ম—দেহ-সম্বন্ধী [মূর্ত্ত রূপ কথিত হইতেছে]—ইহাই মূর্ত্ত রূপ—যাহা প্রাণবায়ু ও দেহাভ্যন্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন—দেহোৎপাদক ভূতত্রয়; ইহাই মর্ত্ত্য, ইহাই স্থিত, ইহাই সৎ; সেই এই মূর্ত্তের সেই এই মর্ত্ত্যের সেই এই স্থিতের এবং সেই এই সতের ইহাই রস অর্থাৎ সারভূত, যাহার নাম চক্ষুঃ; কারণ, ইহাই অধ্যাত্ম সতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু॥ ১০৮॥ ৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ অধুনা অধ্যাত্মং মূর্ত্তামূর্ত্তয়োর্বিভাগ উচ্যতে—কিং তৎ মূর্ত্তম্? ইদমেব; কিন্তেদম্? যদন্যৎ প্রাণাচ্চ বায়োঃ,

যচ্চায়ম্ অন্তঃ অভ্যন্তরে আত্মন্ আত্মন্যাকাশঃ যদ্, শরীরস্থশ্চ যঃ প্রাণঃ— এতদ্দ্বয়ং বর্জ্জয়িত্বা যদন্যৎ শরীরারম্ভকং ভূতত্রয়ম্, এতন্মর্ত্ত্যমিত্যাদি সমানমন্যৎপূর্ব্বেণ।

এতস্য সতো হ্যেষ রসঃ—যচ্চক্ষুরিতি; আধ্যাত্মিকস্য শরীরারম্ভকস্য কার্য্যস্যৈষ রসঃ—সারঃ; তেন হি সারেণ সারবদিদং শরীরং সমস্তম্,—যথা অধিদৈবতমাদিত্যমণ্ডলেন; প্রাথম্যাচ্চ—চক্ষুষী এব প্রথমে সম্ভবত ইতি, "তেজো রসো নিরবর্ত্ততাগ্নিঃ" ইতি লিঙ্গাৎ; তৈজসং হি চক্ষুঃ; এতৎসারমাধ্যাত্মিকং ভূতত্রয়ম্; সতো হ্যেষ রস ইতি মূর্ত্তস্য-সারত্বে হেত্বর্থঃ ॥১০৮॥৪॥

টীকা। চক্ষুষো রসত্বং প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—আধ্যাত্মিকস্যেত্যাদিনা। চক্ষুষঃ সারত্বে শরীরাবয়বেষু প্রাথম্যং হেত্বন্তরমাহ—প্রাথম্যাচ্চেতি। তত্র প্রমাণমাহ—চক্ষুষী এবেতি। সম্ভবতো জায়মানস্য জন্তোশ্চক্ষুষী এব প্রথমে প্রথমে সম্ভবতো জায়েতে। শশ্বদ্ধৈব রেতসঃ সিক্তস্য চক্ষুষী এব প্রথমে সম্ভবত ইতি হি ব্রাহ্মণমিত্যর্থঃ। চক্ষুষঃ সারত্বে হেত্বন্তরমাহ—তৈজসং হীতি। শরীরমাত্রস্যাবিশেষেণ নিষ্পাদকং তত্র সর্ব্বত্র সন্নিহিতমপি তেজো বিশেষতশ্চক্ষুষি তিষ্ঠতি। "আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ" ইতি শ্রুতেঃ। অতস্তেজঃশব্দবাচ্যরসশব্দস্য চক্ষুষি প্রবৃত্তিরবিরুদ্ধেতি ভাবঃ। উক্তঞ্চ তেজঃশব্দবাচ্যো রসশ্চক্ষুষি সম্ভবতীত্যাহ তৈজসং হীতি। চক্ষুষো মূর্ত্তাৎ মূর্ত্তভূতত্রয়কার্য্যত্বং মূর্ত্তং, সারত্বঞ্চাবয়বেষু প্রাধান্যাচ্চ তস্যাধ্যাত্মিকভূতত্রয়সারত্বমিতি সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥১০৮॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের আধ্যাত্মিক বিভাগ কথিত হইতেছে, অর্থাৎ দেহমধ্যে মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগ কি প্রকার, তাহা বর্ণিত হইতেছে—সেই অধ্যাত্ম মূর্ত্ত বস্তুটি কি? ইহাই; ইহাই বা কি? [উত্তর—] এই যে, প্রাণবায়ু এবং এই যে, দেহাভ্যন্তরস্থ অবকাশাত্মক আকাশ, এই দুইয়ের অন্য অর্থাৎ দেহস্থ আকাশ ও প্রাণরূপী বায়ুর অতিরিক্ত অবশিষ্ট যে, শরীরোপাদানভূত ভূতত্রয় (পৃথিবী, জল ও তেজ), ইহাই মর্ত্ত্য রূপ, ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ।

এই সতের অর্থাৎ সৎ-নামক মূর্ত্তের ইহাই হইতেছে রস—যাহা চক্ষুঃ; শরীরোৎপাদক আধ্যাত্মিক ভূতত্রয়ের ইহাই সার বা উৎকৃষ্ট ভাগ; কারণ, অধিদৈবত ভূতত্রয় যেমন আদিত্যমণ্ডল দ্বারা সারবান্, তেমনি এই চক্ষুঃস্বরূপ সারবস্তু দ্বারাই এই সমস্ত শরীর সারবান্। চক্ষুর প্রথমোৎপন্নত্বও সারত্বের অপর কারণ; 'সারভূত তেজ অগ্নিরূপে নিষ্পন্ন হইল' ইত্যাদি শ্রৌত বাক্যানুসারে জানা যায় যে, তেজই সর্ব্বপ্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল;

চক্ষুও তৈজস বা তেজোময়; কাজেই ইহাকে আধ্যাত্মিক ভূতত্রয়ের সার বলা যাইতে পারে। "সতো হি এষ রসঃ" কথাটি মূর্ত্তত্ব-সারত্বের হেতুরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে ॥ ১০৮ ॥ ৪ ॥

অথামূর্ত্তম্—প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্নাকাশ এতদমৃতমেতদ্ যদেতত্ত্যৎ, তস্যৈতস্যামূর্ত্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য-ত্যস্যৈষ রসো যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্ত্যস্য হ্যেষ রসঃ ॥১০৯॥৫॥

সরলার্থঃ।—অথ (অতঃপরং) অমূর্ত্তং (অমূর্ত্তসংজ্ঞকং রূপম্ [উচ্যতে]—প্রাণশ্চ, যশ্চ অয়ং অন্তঃ (অভ্যন্তরে) আত্মন্ (আত্মনি - দেহে) আকাশঃ, এতৎ (প্রাণাকাশাত্মকং ভূতদ্বয়ং) অমৃতং, এতৎ যৎ, এতৎ ত্যৎ; তস্য এতস্য অমূর্ত্তস্য, এতস্য অমৃতস্য, এতস্য যতঃ, এতস্য ত্যস্য এষঃ রসঃ (সারঃ), যঃ অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ (অক্ষিণি) পুরুষঃ (লিঙ্গাত্মা); হি (যস্মাৎ) এষঃ (দক্ষিণাক্ষি-পুরুষঃ) ত্যস্য (যথোক্তভূতদ্বয়স্য) রসঃ (সারঃ), [তস্মাদস্য শ্রেষ্ঠত্বমিতি ভাবঃ] ॥ ১০৯ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ—অতঃপর অমূর্ত্ত রূপের কথা বলা হইতেছে—দেহস্থ প্রাণবায়ু এবং যাহা দেহাভ্যন্তরস্থ আকাশ, এই দুইটি ভূত অমৃত, ইহাই যৎ ও ইহাই ত্যৎ; এই অমূর্ত্তের, এই অমৃতের, এই যতের এবং এই ত্যতের ইহাই হইতেছে রস (সারভূত), যাহা এই দক্ষিণ অক্ষিস্থ পুরুষ (আত্মা); কারণ, ইনিই এই ত্যতের সার পদার্থ ॥ ১০৯ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথাধুনা অমূর্ত্তমুচ্যতে। যৎ পরিশেষিতং ভূতদ্বয়ং প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্নাকাশঃ—এতদমূর্ত্তম্। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। এতস্য ত্যস্য এষ রসঃ সারঃ—যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ; দক্ষিণেঽক্ষন্নিতি বিশেষ-গ্রহণং শাস্ত্রপ্রত্যক্ষত্বাৎ; লিঙ্গস্য হি দক্ষিণেঽক্ষি বিশেষতোঽধিষ্ঠাতৃত্বং শাস্ত্রস্য প্রত্যক্ষম্, সর্ব্ব শ্রুতিষু তথা প্রয়োগদর্শনাৎ। ত্যস্য হ্যেষ রস ইতি পূর্ব্ববৎ; বিশেষতোঽগ্রহণাদমূর্ত্তত্বসারত্বে এব হেত্বর্থঃ ॥১০৯॥৫

টীকা। কুতো বিশেষোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—দক্ষিণ ইতি। শাস্ত্রমা তেন বা দক্ষিণেঽক্ষিণি বিশেষত প্রত্যক্ষত্বাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ব্যাখ্যানমধিকৃত্য হেত্বর্থং স্ফুটয়তি—লিঙ্গ-

(স্মতি। হেতুমনুক্ত তদর্থং কথয়াত—ত্যস্তেতি। যথা পূর্বত্র চক্ষুষি মূর্তাদিভূতৈঃ-ভূতৈঃ তাদৃশ-ভূতত্রয়সারত্বোক্তা, তথাহত্রাপি লিঙ্গাত্মকমূর্তাদিভূতৈঃত্যা বিশেষেণাগ্রহণাদ-মূর্তত্বাদিনা সাধর্ম্যাত্তথাবিধভূতদ্বয়সারত্বং তস্য পুরুষস্য প্রাধান্যাচ্চ তৎসারত্বসিদ্ধি-রিত্যর্থঃ ॥১০৯॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখন অমূর্ত্ত রূপ কথিত হইতেছে—অবশিষ্ট যে ভূতদ্বয়,—যাহা প্রাণ, এবং যাহা দেহাভ্যন্তরস্থিত আকাশ, ইহা হইতেছে—অমূর্ত্ত রূপ। অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ। এই যে দক্ষিণ চক্ষুস্থিত পুরুষ, ইহাই ত্যতের (অমূর্ত্তের) সার ; এখানে যে, বিশেষ করিয়া 'দক্ষিণে অক্ষন্' বলা হইয়াছে, শাস্ত্রই তদ্বিষে প্রমাণ ; লিঙ্গাত্মার যে, দক্ষিণ চক্ষুতেই বিশেষরূপে অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্র-প্রমাণসিদ্ধ ; কারণ, সমস্ত শ্রুতিতেই ঐরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। "তস্য হি এষ রসঃ" ইহার অর্থও পূর্ব্ববৎ। বিশেষরূপে গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া অমূর্ত্ত-সারত্বের হেতু-প্রদর্শনার্থ ঐ বাক্যটি প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১০৯ ॥ ৫ ॥

তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্—যথা মাহারজনং বাসো যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাহগ্ন্যর্চ্চির্যথা পুণ্ডরীকম্ যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তং সকৃদ্বিদ্যুত্তেবং হ বা অস্য শ্রীর্ভবতি য এবং বেদ, অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥১০॥৬॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ২॥৩॥

সম্বন্ধার্থঃ।—[সম্প্রতি] তস্য (পূর্ব্বোক্তস্য করণাত্মকস্য) এতস্য পুরুষস্য [রূপমুচ্যতে—] যথা মাহারজনং (মহারজনং হরিদ্রা, তয়া রঞ্জিতং) বাসঃ (বস্ত্রং), যথা পাণ্ডু (পাণ্ডুবর্ণং) আবিকং (অবিঃ—মেষঃ, তস্য ইদং—আবিকং মেষরোমজং বস্ত্রং), যথা ইন্দ্রগোপঃ (অত্যন্তরক্তঃ কীটঃ), যথা অগ্ন্যর্চ্চিঃ (অগ্নিশিখা), যথা পুণ্ডরীকং (শ্বেতপদ্মং), যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তং (যুগপদ্বিদ্যোতনং সর্ব্বতঃ প্রকাশকং), সকৃদ্বিদ্যুত্তা ইব (সকৃদ্বিদ্যোতমিব) হ বৈ অস্য (অক্ষি-পুরুষজ্ঞস্য জীবস্য); শ্রীঃ (রূপং) ভবতি, [কস্য ?] যঃ এবং (যথোক্তং রূপং) বেদ, [তস্যৈতৎ ফলমিতি ভাবঃ]।

অথ (সত্যাখ্যব্রহ্মস্বরূপনির্দ্দেশানন্তরং), [যতঃ সত্যস্য সত্যম্ অনিরূপিত-রূপমস্তি], অতঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) [তৎস্বরূপং নির্দ্দিশ্যতে—] আদেশঃ (ব্রহ্মণঃ নির্দ্দেশোঽয়ং)—নেতি নেতি—নহি এতস্মাৎ (সত্যস্য সত্যাখ্যাৎ পুরুষাৎ) পরং (অধিকং) অন্যৎ (নামরূপাদিকং কিঞ্চিৎ) (অস্তি, নাস্তীত্যর্থঃ) সর্ব্বমেব এতদাত্মকমিতি ভাবঃ]।

অথ (অনন্তরং) নামধেয়ং (ব্রহ্মণঃ বাচকঃ শব্দঃ [উচ্যতে]—সত্যস্য সত্যম্ ইতি ; প্রাণাঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) সত্যং (সত্যশব্দবাচ্যাঃ), এষঃ (অক্ষিপুরুষঃ) তেষাং (প্রাণানামপি) সত্যম্ (সত্যতাধায়কঃ), [অতঃ তস্য 'সত্যস্য সত্যম্' ইতি নাম যুজ্যতেতরামিতি ভাবঃ] ॥ ১১০ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ—সেই এই অক্ষিপুরুষের রূপটী—যেমন হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্র, যেমন পাণ্ডুবর্ণ মেষরোমজ বস্ত্র, যেমন ইন্দ্রগোপ (রক্তবর্ণ কীটবিশেষ), যেমন অগ্নির শিখা, যেমন শ্বেতপদ্ম, এবং যেমন সকৃদ্বিদ্যোতন অর্থাৎ যুগপৎ বহু বিদ্যুৎপ্রকাশ, [তেমনি]; যে ব্যক্তি এই পুরুষরূপ জানে, তাহারও সকৃদ্বিদ্যোতনের ন্যায় সর্ব্বতঃ প্রকাশময় শ্রী হইয়া থাকে।

অতঃপর এই হেতু (যে হেতু, ব্রহ্মের 'সত্যস্য সত্যং' রূপটি এ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই, সেই হেতু) 'নেতি নেতি' (ইহা নহে—ইহা নহে), ইহাই ব্রহ্মের আদেশ অর্থাৎ সেইরূপ ; প্রথম 'নেতি' অর্থ—ইহা হইতে পর, দ্বিতীয় 'নেতি' অর্থ—অপর কিছু নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কিছুই নাই।

অনন্তর ব্রহ্মের অভিধায়ক নাম কথিত হইতেছে—তাঁহার নাম হইতেছে,—'সত্যস্য সত্যম্' (সত্যেরও সত্যতাসম্পাদক)—'সত্যের সত্য' ; প্রাণসমূহই সত্য, তিনি সে সমুদয়েরও সত্য ॥১১০ ॥ ৬ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ব্রহ্মণ উপাধিভূতয়োঃ মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ কার্য্যকরণ-বিভাগেন অধ্যাত্মাধিদৈবতয়োঃ বিভাগো ব্যাখ্যাতঃ সত্যশব্দবাচ্যয়োঃ। অথেদানীং তস্য হৈতস্য পুরুষস্য করণাত্মনো লিঙ্গস্য রূপং বক্ষ্যামঃ—

বাসনাময়ং, মূর্ত্তামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময়-সংযোগজনিতং বিচিত্রং—পটভিত্তিচিত্রবৎ মায়েন্দ্রজালমৃগতৃষ্ণিকোপমং সর্ব্বব্যামোহাস্পদম্—এতাবন্মাত্রমেবাস্মেতি বিজ্ঞানবাদিনো বৈনাশিকা যত্র ভ্রান্তাঃ ; এতদেব বাসনারূপং পটরূপবদাত্মনো দ্রব্যস্য গুণ ইতি নৈয়ায়িকা বৈশেষিকাশ্চ সম্প্রতিপন্নাঃ ; ইদমাত্মার্থং ত্রিগুণং স্বতন্ত্রং প্রধানাশ্রয়ং পুরুষার্থেন হেতুনা প্রবর্ত্তত ইতি সাংখ্যাঃ ।১

ঔপনিষদম্মন্যা অপি কেচিৎ প্রক্রিয়াং রচয়ন্তি—মূর্ত্তামূর্ত্তরাশিরেকঃ, পরমাত্মরাশিরুত্তমঃ, তাভ্যামন্যোঽয়ং মধ্যমঃ কিল তৃতীয়ঃ, কর্ত্তা ভোক্তা বিজ্ঞানময়েনাজাতশত্রুপ্রতিবোধিতেন সহ বিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞাসমুদায়ঃ ; প্রয়োক্তা, কর্ম্মরাশিঃ, প্রযোজ্যঃ পূর্ব্বোক্তো মূর্ত্তামূর্ত্তভূতরাশিঃ, সাধনক্তোতি ।২

তত্র চ তার্কিকৈঃ সহ সন্ধিং কুর্ব্বন্তি । লিঙ্গাশ্রয়শ্চৈষ কর্ম্মরাশিরিত্যুক্তা, পুনস্তস্মস্তঃ সাংখ্যদভয়াৎ—সকঃ কর্ম্মরাশিঃ—পুষ্পাশ্রয় ইব গন্ধঃ পুষ্পবিয়োগেঽপি পুটতৈলাশ্রয়ো ভবতি, তথালিঙ্গবিয়োগেঽপি পরমাত্মৈকদেশমাশ্রয়তি ; স পরমাত্মৈকদেশঃ কিলাস্তত আগতেন গুণেন কর্ম্মণা সগুণো ভবতি—নির্গুণোঽপি সন্, কর্ত্তা ভোক্তা বধ্যতে মুচ্যতে চ বিজ্ঞানাত্মা—ইতি বৈশেষিকচিত্তমপ্যনুসরন্তি । স চ কর্ম্মরাশির্ভূতরাশেরাগন্তকঃ, স্বতো নির্গুণ এব পরমাত্মৈকদেশত্বাৎ, স্বত উত্থিতা অবিদ্যা অনাগন্তকা প উষরবদনাত্মধর্ম্মঃ—ইত্যনয়া কল্পনয়া সাংখ্যচিত্তমনুবর্ত্তন্তে । ৩

সর্ব্বমেতৎ তার্কিকৈঃ সহ সামঞ্জস্যকল্পনয়া রমণীয়ং পশ্যন্তি, নোপনিষৎসিদ্ধান্তং সর্ব্বন্যায়বিরোধঞ্চ পশ্যন্তি ; কথম্ ? উক্তা এব তাবৎ সাবয়বত্বে পরমাত্মনঃ সংসারত্ব-সব্রণত্ব-কর্ম্মফলদেশ-সংসরণাদ্যনুপপত্ত্যাদয়ো দোষাঃ । নিত্যভেদে চ বিজ্ঞানাত্মনঃ পরেণৈকত্বানুপপত্তিঃ, লিঙ্গমেব চেৎ পরমাত্মন উপচরিতদেশত্বেন কল্পিতং ঘটকরকভূচ্ছিদ্রাকাশাদিবৎ, তথা লিঙ্গবিয়োগেঽপি পরমাত্মদেশাশ্রয়ণম্ বাসনায়াঃ । ৪

অবিদ্যায়াশ্চ স্বত উত্থানমূষরবৎ—ইত্যাদিকল্পনা অনুপপন্নৈব । ন চ বাস্ত-দেশব্যতিরেকেণ বাসনায়া বস্ত্বন্তরসঙ্করণং মনসাপি কল্পয়িতুং শক্যম্ ; ন চ শ্রুতয়ো অনুগচ্ছন্তি "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা," "হৃদয়ে হ্যেব রূপাণি", "ধ্যায়তীব লেলায়তীব", "কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ", "তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য" ইত্যাদ্যাঃ । ন চাসাং শ্রুতীনাং শ্রুতাদন্যা অর্থান্তরকল্পনা ন্যায্যা ; আত্মনঃ পরব্রহ্মত্বোপপাদনার্থপরত্বাদাসাম্, এতাবন্মাত্রার্থোপকারত্বাচ্চ

সর্ব্বোপনিষদাম্। তস্মাৎপ্রত্যর্থকল্পনাংকুশলাঃ সর্ব্ব এবোপনিষদর্থমন্যথা কুর্ব্বন্তি, তথাপি বৈদার্থশ্চেৎ স্যাৎ, কামং ভবতু, ন যে দ্বেষঃ। ৫

ন চ "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইতি রাশিত্রয়পক্ষে সমঞ্জসম্; যদা তু মূর্ত্তামূর্ত্তে তজ্জনিতবাসনাশ্চ মূর্ত্তামূর্ত্তে দ্বে রূপে ব্রহ্মরূপি চ তৃতীয়ম্, ন চান্যচ্চতুর্থমন্তরালে, তদৈতদনুকূলমবধারণং "দ্বে এব ব্রহ্মণো রূপে" ইতি, অন্যথা ব্রহ্মৈকদেশস্য বিজ্ঞানাত্মনো রূপে ইতি কল্প্যম্, পরমাত্মনো বা বিজ্ঞানাত্মদ্বারেণেতি। তদা চ রূপে এবেতি দ্বিবচনমসমঞ্জসম্, রূপাণীতি বাসনাভিঃ সহ বহুবচনং যুক্ততরং স্যাৎ—দ্বে চ মূর্ত্তামূর্ত্তে বাসনাশ্চ তৃতীয়মিতি। ৬

অথ মূর্ত্তামূর্ত্তে এব পরমাত্মনো রূপে, বাসনাস্তু বিজ্ঞানাত্মন ইতি চেৎ; ন, তদা 'বিজ্ঞানাত্মদ্বারেণ বিক্রিয়মাণস্য পরমাত্মনঃ' ইতীয়ং বাচোযুক্তিরনর্থিকা স্যাৎ, বাসনায়া অপি বিজ্ঞানাত্মদ্বারত্বস্যাবিশিষ্টত্বাৎ; ন চ বস্তু বস্ত্বন্তরদ্বারেণ বিক্রিয়তে ইতি মুখ্যয়া বৃত্ত্যা শক্যং কল্পয়িতুম্। ন চ বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনো বস্ত্বন্তরম্; তথাকল্পনায়াং সিদ্ধান্তহানাৎ। তস্মাৎ বেদার্থমূঢ়ানাং স্বচিত্তপ্রভবা এবমাদিকল্পনা অক্ষরবাহ্যাঃ; নহি অক্ষরবাহ্যো বেদার্থঃ বেদার্থোপকারো বা, নিরপেক্ষত্বাদ্ বেদস্য প্রমাণ্যং প্রতি। তস্মাদ্ রাশিত্রয়কল্পনা অসমঞ্জসা। ৭

যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ" ইতি লিঙ্গাত্মা প্রকৃতঃ অধ্যাত্মে, অধিদৈবে চ "য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" ইতি, "তস্য" ইতি প্রকৃতোপাদানাৎ স এবোপাদীয়তে—যোঽসৌ ত্যস্যামূর্ত্তস্য রসঃ, ন তু বিজ্ঞানময়ঃ। ননু বিজ্ঞানময়স্যৈবৈতানি রূপাণি কস্মান্ন ভবন্তি? বিজ্ঞানময়স্যাপি প্রকৃতত্বাৎ, তস্যেতি চ প্রকৃতোপাদানাৎ; নৈবম্; বিজ্ঞানময়স্য অরূপিত্বেন বিজিজ্ঞাপয়িষিতত্বাৎ। যদি হি তস্যৈব বিজ্ঞানময়স্য এতানি মাহারজনাদীনি রূপাণি স্যুঃ, তস্যৈব "নেতি নেতি" ইত্যনাখ্যেয়রূপতয়া আদেশো ন স্যাৎ। ৮

'ননু অন্যস্যৈবাসাবাদেশঃ, ন তু বিজ্ঞানময়স্যেতি—ন, ষষ্ঠান্তে উপসংহারাৎ—"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইতি বিজ্ঞানময়ং প্রকৃত্য "স এষ নেতি নেতি" ইতি; "বিজ্ঞপয়িষ্যামি" ইতি চ প্রতিজ্ঞায়া অর্থবত্ত্বাৎ—যদি চ বিজ্ঞানময়স্যৈব অসংব্যবহার্য্যমাত্মস্বরূপং জ্ঞাপয়িতুমিষ্টং স্যাৎ প্রধ্বস্তসর্ব্বোপাধিবিষয়ম্, ততঃ ইয়ং প্রতিজ্ঞা অর্থবতী স্যাৎ,—যেনাসৌ জ্ঞাপিতো জানাত্যাত্মানমেবাহং ব্রহ্মাস্মীতি, শাস্ত্রনিষ্ঠাং প্রাপ্নোতি, ন বিভেতি কুতশ্চন। অথ পুনরন্যো বিজ্ঞানময়ঃ, অন্যঃ 'নেতি নেতি' ইতি ব্যপদিশ্যতে, তদা

অন্যদসৌ ব্রহ্ম, অন্যোঽহমস্মীতি বিপর্য্যয়ো গৃহীতঃ স্যাৎ, ন "আত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি। তস্মাৎ "তস্য হৈতস্য" ইতি লিঙ্গপুরুষস্যৈবৈতানি রূপাণি। ৯

সত্যস্য চ সত্যে পরমাত্মস্বরূপে বক্তব্যে নিরবশেষং সত্যং বক্তব্যম্; সত্যস্য চ বিশেষরূপাণি বাসনাঃ; তাসামিমানি রূপাণ্যুচ্যন্তে। এতস্য প্রকৃতস্য পুরুষস্য লিঙ্গাত্মন এতানি রূপাণি। কানি তানীত্যুচ্যন্তে,—যথা লোকে, মহারজনং হরিদ্রা, তয়া রক্তং—মাহারজনম্ যথা বাসো লোকে, এবং স্ত্র্যাদিবিষয়সংযোগে তাদৃশং বাসনারূপং রঞ্জনাকারমুৎপদ্যতে চিত্তস্য, যেনাসৌ পুরুষো রক্ত ইত্যুচ্যতে বস্ত্রাদিবৎ; যথা চ লোকে পাণ্ড্বাবিকং—অবেরিদম্ আবিকম্ ঊর্ণাদি, যথা চ তৎ পাণ্ডুরং ভবতি, তথা অন্যদ্বাসনারূপম্; যথা লোকে ইন্দ্রগোপঃ অত্যন্তরক্তো ভবতি, এবমস্য বাসনারূপম্; কচিদ্বিষয়বিশেষাপেক্ষয়া রাগস্য তারতম্যম্, কচিৎ পুরুষচিত্তবৃত্ত্যপেক্ষয়া। যথা চ লোকে অগ্ন্যর্চিঃ ভাস্বরং ভবতি, তথা কচিৎ কস্যচিদ্বাসনারূপং ভবতি; যথা পুণ্ডরীকং শুক্লম্, তদ্বদপি চ বাসনারূপং কস্যচিদ্ভবতি; যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তম্—যথা সকৃদ্বিদ্যোতনং সর্ব্বতঃ প্রকাশকং ভবতি, তথা জ্ঞানপ্রকাশবিবৃদ্ধ্যপেক্ষয়া কস্যচিদ্বাসনারূপমুপজায়তে। ১০

ন এষাং আদিরন্তো মধ্যং সংখ্যা বা, দেশঃ কালো নিমিত্তং বা অবধার্য্যতে, অসংখ্যেয়ত্বাদ্বাসনায়াঃ, বাসনাহেতূনাঞ্চানন্ত্যাৎ। তথা চ বক্ষ্যতি ষষ্ঠে—"ইদম্ময়ঃ অদোময়ঃ" ইত্যাদি। তস্মান্ন স্বরূপসংখ্যাবধারণার্থা দৃষ্টান্তাঃ—'যথা মাহারজনং বাসঃ' ইত্যাদয়ঃ; কিন্তর্হি? প্রকারপ্রদর্শনার্থাঃ—এবং-প্রকারাণি হি বাসনারূপাণি ইতি। ১১

যত্তু বাসনারূপমভিহিতমন্তে—সকৃদ্বিদ্যোতনমিবেতি, তৎ কিল হিরণ্য-গর্ভস্য অব্যাকৃতাৎ প্রাদুর্ভবতস্তড়িদ্বৎ সকৃদেব ব্যক্তির্ভবতীতি; তৎ তদীয়ং বাসনারূপং হিরণ্যগর্ভস্য যো বেদ, তস্য সকৃদ্বিদ্যুত্তা ইব। 'হ বৈ' ইত্যব-ধারণার্থৌ; এবমেবাস্য শ্রীঃ খ্যাতির্ভবতীত্যর্থঃ; যথা হিরণ্যগর্ভস্য—এবম্ এতদ্ যথোক্তং বাসনারূপমন্ত্যং যো বেদ। ১২

এবং নিরবশেষং সত্যস্য স্বরূপমভিধায় যত্তৎ সত্যস্য সত্যমবোচাম, তস্যৈব স্বরূপাবধারণার্থং ব্রাহ্মণমিদমারভ্যতে। অথ অনন্তরং সত্যস্বরূপনির্দ্দেশানন্তরং যৎ সত্যস্য সত্যম্, তদেবাবশিষ্যতে যস্মাৎ, অতস্তস্মাৎ সত্যস্য সত্যং স্বরূপং নির্দ্দেক্ষ্যামঃ। আদেশঃ নির্দ্দেশো ব্রহ্মণঃ। কঃ পুনরসৌ নির্দ্দেশ ইত্যুচ্যতে—নেতি নেতীত্যেবং নির্দ্দেশঃ। ১৩

নমু কথমাভ্যাং নেতি নেতীতি শব্দাভ্যাং সত্যস্য সত্যং নির্দিদিক্ষিতমিতি? উচ্যতে—সর্ব্বোপাধিবিশেষাপোহেন; যস্মিন্ন কশ্চিদ্বিশেষোঽস্তি—নাম বা রূপং বা কর্ম্ম বা ভেদো বা জাতির্ব্বা গুণো বা; তদ্দ্বারেণ হি শব্দপ্রবৃত্তি-র্ভবতি; ন চৈষাং কশ্চিদ্বিশেষো ব্রহ্মণ্যস্তি; অতো ন নির্দ্দেষ্টুং শক্যতে—'ইদং তৎ' ইতি, গৌরসৌ স্পন্দতে শুক্লো বিষাণীতি যথা লোকে নির্দ্দিশ্যতে, তথা; অধ্যারোপিত-নামরূপকর্ম্মদ্বারেণ ব্রহ্ম নির্দ্দিশ্যতে—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "বিজ্ঞানঘন এব ব্রহ্মাত্মা" ইত্যেবমাদিশব্দৈঃ। যদা পুনঃ স্বরূপমেব নির্দ্দিদিক্ষিতং ভবতি নিরস্তসর্ব্বোপাধিবিশেষম্, তদা ন শক্যতে কেনচিদপি প্রকারেণ নির্দ্দেষ্টুম্; তদায়মেবাভ্যুপায়ঃ, যদুত প্রাপ্তনির্দ্দেশপ্রতিষেধদ্বারেণ "নেতি নেতি" ইতি নির্দ্দেশঃ। ১৪

ইদঞ্চ নকারদ্বয়ং বীপ্সাব্যাপ্ত্যর্থম্; যদ্যৎপ্রাপ্তং তত্তন্নিষিধ্যতে; তথা চ সতি অনির্দ্দিষ্টাশঙ্কা ব্রহ্মণঃ পরিহৃতা ভবতি; অন্যথা হি নকারদ্বয়েন প্রকৃতদ্বয়-প্রতিষেধে, যদন্যৎ প্রকৃতাৎ প্রতিষিদ্ধদ্বয়াৎ ব্রহ্ম, তন্ন নির্দ্দিষ্টম্, কীদৃশং নু খলু—ইত্যাশঙ্কা ন নিবর্ত্তিষ্যতে; তথা চানর্থকশ্চ স নির্দ্দেশঃ, পুরুষস্য বিবিদিষায়া অনিবর্ত্তকত্বাৎ; "ব্রহ্ম জ্ঞপয়িষ্যামি" ইতি চ বাক্যমপরিসমাপ্তার্থং স্যাৎ। যদা তু সর্ব্বদিক্-কালাদির্বিবিদিষা নিবর্ত্তিতা স্যাৎ সর্ব্বোপাধিনিরাকরণ-দ্বারেণ, তদা সৈন্ধবঘনবদেকরসং প্রজ্ঞানঘনমনন্তরমবাহ্যং সত্যস্য সত্যম্ অহং ব্রহ্মাস্মীতি সর্ব্বতো নিবর্ত্ততে বিবিদিষা, আত্মন্যেবাবস্থিতা প্রজ্ঞা ভবতি। তস্মাদ্বীপ্সার্থং নেতি নেতীতি নকারদ্বয়ম্। ১৫

নমু মহতা যত্নেন পরিকরবন্ধং কৃত্বা কিং যুক্তমেবং নির্দ্দেষ্টুং ব্রহ্ম? বাঢ়ম্; কস্মাৎ? ন হি—যস্মাৎ "ইতি ন, ইতি ন"—ইত্যেতস্মাৎ ইতীতি ব্যাপ্তব্য-প্রকারা নকারদ্বয়বিষয়া নির্দ্দিশ্যন্তে, যথা 'গ্রামো গ্রামো রমণীয়ঃ' ইতি অন্যৎ পরং নির্দ্দেশনং নাস্তি; তস্মাদয়মেব নির্দ্দেশো ব্রহ্মণঃ। যদুক্তম্,—"তস্যোপ-নিষৎ সত্যস্য সত্যম্" ইতি, এবংপ্রকারেণ সত্যস্য সত্যং তৎ পরং ব্রহ্ম; অতো যুক্তমুক্তং নামধেয়ং ব্রহ্মণঃ; নামৈব নামধেয়ম্; কিং তৎ? সত্যস্য সত্যম্—প্রাণা বৈ সত্যম্, তেষামেষ সত্যমিতি ॥২।৩।৬॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ২।৩॥

টীকা। তত্র বেত্ত্যাদের্ভাষ্যবাদপূর্ব্বকং পদব্যাখ্যা—ব্রহ্মণ ইতি। বিভাগে বিশেষঃ। তত্রাবিষৈবং প্রকৃতচৈতন্যাভাবাৎ সন্নিহিততাৎপূর্ব্বকমস্মদুতাত্রকরণমেব বাসাদি-বাসনেতি বক্ত; তস্যেত্যাদি বাক্যাদিত্যর্থঃ। কর্ম্মবিদং রূপং জিজ্ঞাস্য প্রাপ্তমিতি, তদাহ—

তাৎপর্য্যানুবাদ—কার্য্যরূপে ও কারণরূপে বিভক্ত হইয়া অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতভাবাপন্ন সত্য-শব্দবাচ্য ব্রহ্মের উপাধিভূত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপের বিভাগ বর্ণিত হইয়াছে ; এখন পূর্ব্বোক্ত এই করণাত্মক লিঙ্গদেহাভিমানী পুরুষের স্বরূপ প্রদর্শন করিব—পুরুষের যে রূপটি বাসনাময় এবং মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পদার্থনিচয়ের বাসনাত্মক বিজ্ঞানের সহযোগে পট ও ভিত্তিগত চিত্রের ন্যায় বৈচিত্র্য সম্পন্ন, মায়া ইন্দ্রজাল ও মৃগতৃষ্ণাসদৃশ এবং সর্ব্ববিধব্যবহারের আশ্রয়স্বরূপ, 'ইহাই একমাত্র আত্মা' বলিয়া বৈনাশিক (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ (১) যাহাতে আত্মভ্রমে পতিত হইয়াছে ; আবার এই বাসনাত্মক রূপটি বস্ত্রগত শুক্লাদি রূপের ন্যায় দ্রব্যপদার্থ আত্মার গুণ বলিয়া নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ যাহাকে বুঝিয়াছেন ; এবং সাংখ্যাচার্য্যগণও যাহাকে—আত্মার ভোগাপবর্গসাধনে প্রবৃত্ত ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির পরিণামভূত একটি স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করেন । ১

কোন কোন ঔপনিষদম্মন্য (যাহারা আপনাকে উপনিষৎ-সিদ্ধান্ত অভিজ্ঞ মনে করে, সেই তর্কপ্রধান প্রকৃতিও এইরূপ সিদ্ধান্তপ্রণালী রচনা করিয়া থাকেন যে, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তময়ই একভাগ, পরমাত্মময়ই তাহার অপর-ভাগ, আর তদুভয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় ভাগ হইতেছে—অজাতশত্রু-প্রবোধিত কর্ত্তা ভোক্তা বিজ্ঞানময় আত্মার (জীবের) সহিত সম্মিলিত এবং কর্ম,

(১) তাৎপর্য্য—বৌদ্ধ সম্প্রদায় বহুভাগে বিভক্ত, বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায় তাহাদের অন্যতম। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন, প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-বিনাশশীল বুদ্ধিবিজ্ঞানই আত্মা এবং সত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই এই বুদ্ধির পরিণাম বা কল্পনামাত্র। জ্ঞান না থাকিলে বস্তু সত্তায় কোনও প্রমাণ নাই, সুতরাং জ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিবারও আবশ্যক নাই ; সুতরাং বাহ্য ও আন্তর অন্য সমস্ত পদার্থই কল্পনামাত্র। আমরা মনে করি বলিয়াই সে সমুদয় আছে, নচেৎ তাহাদের অস্তিত্বে কোনই প্রমাণ নাই। এই ক্ষণিক বুদ্ধিও ক্ষণিক উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণেই নাশ প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বিজ্ঞান প্রবাহ অনন্তকাল চলিয়া আসিতেছে ; এই বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানপ্রবাহই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বলেন, আত্মা নিত্য ও বিভু (ব্যাপক) দ্রব্য পদার্থ ; জ্ঞান তাহার গুণ ; জ্ঞান ও তজ্জনিত সংস্কার আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, মন তাহার জ্ঞান-সাধন মাত্র।

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, আত্মা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, আত্মার ভোগ ও মুক্তি এই উভয়বিধ প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বিচিত্র পরিণাম হইয়া থাকে। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম—বুদ্ধি। বুদ্ধিই সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মার ভোগাপবর্গ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

উপাসনা ও প্রাক্তন জ্ঞান-সংস্কারসমষ্টি। ইহার মধ্যে কর্ম্মরাশি হইতেছে— প্রযোজক বা প্রেরক, আর পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তামূর্ত্তসমষ্টি ও সাধনসমূহ হইতেছে— তাহার প্রযোজ্য (প্রেরণীয়) ইতি।২

তাঁহারা এইরূপে ত্রিবিধ রাশি কল্পনা করিয়া কর্ম্মরাশিকে লিঙ্গদেহাশ্রিত বলিয়া স্বীকার করত তার্কিকগণের সহিত সন্ধি করিয়া থাকেন (সামঞ্জস্যের চেষ্টা করেন) ; আবার তাহা হইতেও ভীত হইয়া, পাছে সাংখ্যসিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে আবার বলেন পুষ্পাশ্রিত গন্ধ যেরূপ পুষ্পবিনাশেও বস্ত্ররক্ষিত হইলে অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ সমস্ত কর্ম্মরাশিও লিঙ্গদেহের বিয়োগে পরমাত্মার একাংশ অবলম্বন করিয়া থাকে। পরমাত্মার সেই অংশটি নিজে নির্গুণ হইলেও আগন্তুক অজ্ঞানীয় কর্ম্মসংযোগে সগুণ হইয়া থাকে ; সেই বিজ্ঞানময় আত্মাই কর্ত্তা ভোক্তা বদ্ধ মুক্ত বলিয়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে এইরূপে তাঁহারা বৈশেষিক-দর্শনোক্ত সিদ্ধান্তেরও অনুসরণ করেন। তাহার পর আবার বলেন, সেই কর্ম্মরাশিও মূর্ত্তামূর্ত্ত ভূতরাশি হইতে আসিয়া উপস্থিত হয় আগন্তুক ; কারণ, পরমাত্মার একদেশ বিধায় উহা স্বভাবতঃ বিজ্ঞানময় ও নির্গুণ ; ভূমি হইতে জাত ঊষরত্ব (মৃত্তিকার ক্ষারভাব) যেমন ভূমির একাংশমাত্রে আশ্রিত থাকে, তেমনি পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন স্বাভাবিক অবিদ্যাও সম্পূর্ণ পরমাত্মাকে আশ্রয় না করিয়া তাহার একদেশকেই আশ্রয় করিয়া থাকে ; সুতরাং অবিদ্যা অবশ্যই আত্ম-ধর্ম্ম হইতে পারে, এইরূপে সাংখ্যবাদীরও চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করিয়া থাকেন। ৩

তাঁহারা তার্কিকগণের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষার পক্ষে এ সমস্ত কথাকে অতি রমণীয় বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহাতে উপনিষদের সিদ্ধান্ত-হানি বা যুক্তি বিরোধ ঘটে তাহা দেখিতে পান না। কি প্রকার ? পরমাত্মার সাবয়বত্ব স্বীকার করিলে যে, তাহার সংসারিত্ব, সবিকারত্ব এবং কর্ম্ম-ফলানুসারে লোকবিশেষে গমনাদির অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি দোষ ঘটে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; বিশেষতঃ পরমাত্মার সহিত জীবের চিরন্তন ভেদ স্বীকার করিলে, আর কখনও তদুভয়ের একত্ব সংঘটিত হইতে পারে না। যদি বল, ঘট ও করকাদি-উপাধিযুক্ত ঘটাকাশাদির ন্যায় লিঙ্গদেহই পরমাত্মার উপচরিত দেশরূপে কল্পিত হইতে পারে, তাহা হইলেও সুষুপ্তি-সময়ে লিঙ্গদেহের বিয়োগ হওয়ায়, [তদুপহিত জীবভাবেরও বিলোপ হইয়া যায়], সুতরাং লিঙ্গদেহস্থ বাসনা পরমাত্মাকেই আশ্রয় করিতে পারে ; [তাহা হইলে, লিঙ্গদেহবিয়োগের

পরে সংস্কাররাশি জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তোমাদের এই কথা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। ৪

তাহার পর, ঈশ্বর দেশের ন্যায় অবিদ্যাকেও যে, আত্মা হইতে উৎপন্ন উপাধিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, এ সমস্ত কল্পনাও কোন রকমেই সঙ্গত হয় না; কারণ, সংস্কারাশ্রয় বস্তু ছাড়িয়া অপর বস্তুতেও যে, সংস্কারের সংক্রমণ হইতে পারে, ইহা ত মনে মনেও কল্পনা করা যাইতে পারে না; নিম্নোক্ত শ্রুতিসমূহও এ কথা সমর্থন করিতেছে না,—'কাম, সংকল্প, সংশয় প্রভৃতি [মনের ধর্ম]', 'এ সমস্ত রূপ হৃদয়গতই বটে', 'যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দনই করে' 'যে সমস্ত কামনা এই উপাসকের হৃদয়াশ্রিত', 'তখন হৃদয়ের সমস্ত শোক উত্তীর্ণ হন' ইত্যাদি। আর উল্লিখিত শ্রুতিগুলির যে, যথাশ্রুত অর্থ ছাড়া অর্থান্তরও কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাও নহে; কেননা, আত্মার পরব্রহ্মত্ব-প্রতিপাদনেই ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য, এবং সমস্ত উপনিষৎ-শাস্ত্রও শুধু এই বিষয়টীর প্রতিপাদনেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই জন্যই, যাহারা শ্রুতির অর্থ নিরূপণে কুশল নয়, তাহারাই উপনিষদের অর্থ বিকৃত করিয়া অন্যপ্রকার কল্পনা করিয়া থাকে; তথাপি সেগুলি যদি বেদানুমোদিত অর্থ হইত, তবে কোন ক্ষতি ছিল না, এবং তাহাতে আমাদের কোন বিদ্বেষও নাই। ৫

বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত রাশিত্রয়কল্পনার পক্ষে 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে' ইত্যাদি বাক্যও সুসঙ্গত হয় না। যদি মূর্ত্তামূর্ত্ত ভূতদ্বয় ও তজ্জনিত বাসনারাশি, এতৎসমষ্টিকে দ্বিবিধ রূপ এবং ব্রহ্মকে উক্তরূপের আশ্রয়ভূত তৃতীয় রূপ বলিয়া ধরা হয়, এবং মধ্যে এতদতিরিক্ত চতুর্থ কোনও কিছু ধরা না হয়, তাহা হইলেই "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" এইরূপ দ্বিরূপাবধারণ সঙ্গত হইতে পারে; পক্ষান্তরে এ কথা অস্বীকার করিলে ত ব্রহ্মের একদেশভূত বিজ্ঞানাত্মার (জীবের) সম্বন্ধেই এই দুইটি রূপ কল্পিত হইয়া পড়ে, অথবা বিজ্ঞানাত্মার দ্বিবিধ রূপ হওয়ায়, তদ্দ্বারা পরমাত্মারও রূপদ্বয়ই কল্পিত হইতে পারে। তাহা হইলে 'নিশ্চয়ই দুইটি রূপ' এই প্রকার অবধারণ সঙ্গত হয় না, বরং উক্ত বাসনারাশির সহিত মিলিতভাবে বহু রূপ সংঘটিত হওয়ায় 'রূপাণি' এইরূপ বহুবচন নির্দ্দেশকরাই অপেক্ষাকৃত সমীচীন হয়; মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দুই, আর বাসনরাশি তাহার তৃতীয় রূপ; [সুতরাং বহুবচন নির্দ্দেশই সঙ্গত হইত]। ৬

যদি বল, মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ দুইটিই পরমাত্মার যথার্থ রূপ, আর বাসনাসমূহ কেবল বিজ্ঞানাত্মা—জীবেরই রূপ, পরমাত্মার নহে ; তাহা হইলেও, তোমার 'বিজ্ঞানাত্মা দ্বারা (জীবরূপে) বিকারভাবাপন্ন ব্রহ্মের' এ কথা নিরর্থক হইয়া পড়ে ; কারণ, বাসনা যেমন বিজ্ঞানাত্মার বিকার সাধন করে, তেমনি তদ্দ্বারা পরমাত্মারও বিকার সমুৎপাদন করিতে পারে ; কার্য্য-কারণভাবের কিছুমাত্র বৈষম্য নাই। বিশেষতঃ এক বস্তু যে, অপর বস্তু দ্বারা সত্য সত্যই বিকৃত হইয়া যায়, এরূপ কল্পনাও কখনই সমীচীন হইতে পারে না। আর জীবাত্মা যে, পরমাত্মা হইতে পৃথক্ একটি স্বতন্ত্র বস্তু, তাহাও নহে ; কেননা, সেরূপ কল্পনায় তোমারই সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত ঘটে। অতএব বলিতে হইবে যে, যাহারা বেদার্থবিজ্ঞানে বিমূঢ়, তাহারাই এবংবিধ বহুতর অসার কল্পনা করিয়া থাকে ; তাহাদের ঐজাতীয় সমস্ত কল্পনাই অক্ষর-বাহ্য অর্থাৎ শব্দার্থবহির্ভূত ; আর অক্ষর-বাহ্য কল্পনা কখনই বেদার্থ বা বেদার্থের উপযোগী (পোষক) বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না ; কারণ, স্বতঃ প্রমাণ বেদশাস্ত্র আপনার প্রামাণ্যের জন্য অন্য কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করে না, (উহা স্বতঃ প্রমাণ); অতএব উক্ত প্রকার রাশিত্রয় কল্পনা করা কখনই সুসঙ্গত হয় না। ৭

[এইরূপে পরকীয় সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া এখন স্বমতে 'তৎ' পদের অর্থ বলিতেছেন] 'যঃ অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষঃ' এই বাক্যে দেহসম্বন্ধ যে, লিঙ্গাত্মা বর্ণিত হইয়াছে, এবং 'যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ' এই বাক্যে যে, আধিদৈবিক পুরুষ উক্ত হইয়াছে, এখানে পূর্ব্বোক্ত-পরামর্শী 'তস্য' পদের প্রয়োগ থাকায় সেই আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পুরুষই 'যোঽসৌ তস্য অমূর্ত্তস্য রসঃ' বাক্যে পরিগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞানময় (জীবাত্মা) নহে। ভাল কথা, এখানে যখন বিজ্ঞানময় জীবাত্মারও প্রসঙ্গ রহিয়াছে এবং 'তস্য' পদেও যখন বর্ণিত বিষয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন উল্লিখিত রূপগুলি সেই বিজ্ঞানময় আত্মারই রূপ হয় না কেন? না,—এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, এখানে বিজ্ঞানময় আত্মার নীরূপতাব জ্ঞাপন করাই শ্রুতির অভিপ্রেত। উক্ত মাহারজনাদি রূপগুলি যদি বিজ্ঞানময়েরই যথার্থ রূপ হইত, তাহা হইলে, 'নেতি নেতি' বলিয়া তাহকেই আবার অরূপ-ভাবে উপদেশ করা কখনই সঙ্গত হইত না। ৮

বলিতে পার যে, ব্রহ্মের সম্বন্ধেই এই অরূপতাবোপদেশ, জীবাত্মার

সম্বন্ধে নহে ; না—সে কথাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে 'অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে', এইরূপে বিজ্ঞানময় আত্মার প্রসঙ্গের পর 'স এষ নেতি নেতি' বাক্যে সেই বিজ্ঞানময় আত্মারই উপসংহার করা হইয়াছে। তাহার পর, "বিজ্ঞপয়িষ্যামি" বলিয়া প্রথমে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার সার্থকতা রক্ষাও ইহার অপর কারণ ; কেন না, এখানে যদি বিজ্ঞানময় আত্মার সংসারধর্ম্মরহিত সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত স্বরূপটি—যাহা জানিলে, শিষ্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলিয়া আত্মাকে বুঝিতে পারেন, শাস্ত্রার্থে দৃঢ় নিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, এবং কোথা হইতেও ভীত হন্ না অর্থাৎ সর্ব্বভয়বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারেন, সেই রূপটা জ্ঞাপন করাই যদি অভিপ্রেত হয়,—তাহা হইলেই ঐরূপ প্রতিজ্ঞার সাফল্য রক্ষা পাইতে পারে ; নচেৎ ঐরূপ প্রতিজ্ঞার কোনও প্রয়োজন থাকে না। আর বিজ্ঞানময় আত্মা যদি পরমাত্মা হইতে অন্য পদার্থ হয় এবং 'নেতি নেতি' বাক্যে যদি সেই বিজ্ঞানময় হইতে পৃথক্ আত্মার কথাই উপদিষ্ট হয়, তাহা হইলে উপদেশ-প্রাপ্ত শিষ্য এইরূপই বুঝিত যে, ব্রহ্ম একটি পৃথক পদার্থ, এবং আমিও তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; কিন্তু আপনাকে কখনই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলিয়া অবগত হইতে পারিত না। অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, "তস্য হৈতস্য" ইত্যাদি বাক্যে যে সমস্ত রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্ত লিঙ্গ পুরুষেরই রূপ, জীবাত্মার রূপ নহে) ।•

বিশেষতঃ সত্যের সত্য পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ বলিতে হইলে তাহা নিঃশেষ করিয়া বলাই সঙ্গত ; 'সত্যে'র বিশিষ্ট স্বরূপ হইতেছে বাসনা (সংস্কার-সমূহ) ; উল্লিখিত রূপগুলি সেই বাসনা-সমূহের সম্বন্ধেই উপদিষ্ট হইতেছে। যথোক্ত লিঙ্গ পুরুষের এই সমস্ত রূপ ; সে সমস্ত রূপ কি কি, তাহা বলা হইতেছে—মাহারজন অর্থ—হরিদ্রা, তদ্দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্রকে বলে 'মাহারজন' ; জগতে মাহারজন বস্ত্র যেরূপ রূপে রঞ্জিত হয়, স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়বিশেষের সংযোগেও চিত্তের সেইরূপ রঞ্জনাত্মক বাসনার সমুদ্ভব হয়, যাহার ফলে সেই ব্যক্তিকে বস্ত্রাদির তুলনায় 'রক্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, এবং জগতে পাণ্ডুবর্ণ আবিক—অবি অর্থ মেষ,তাহার রোম প্রভৃতিকে বলে 'আবিক', তাহা যেমন পাণ্ডুর বর্ণ (শ্বেত বা ঈষৎ রক্তাভ) হয়, কোন কোন বাসনার রূপও তাদৃশ হয় ; অথবা জগতে ইন্দ্রগোপ (অত্যন্ত রক্তবর্ণ একজাতীয় কীট) যেমন অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয়, ইহার বাসনার রূপও কখন

কখন সেরূপ সঙ্কুচিত হয়; কখনও বা বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সংযোগানুসারে বাসনাগত রাগের তারতম্যও হইয়া থাকে, কখনও বা গ্রহীতা পুরুষের চিত্ত-বৃত্তির অনুসারেও রাগের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অগ্নির শিখা যেরূপ ভাস্বর (ঈষৎ রক্তাক্ত) হয়, সময়বিশেষে কোন কোন লোকের বাসনাও ঠিক সেই-রূপ রূপেই প্রাদুর্ভূত হয়; পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম) যেরূপ শুক্লবর্ণ, সেইরূপও কোন কোন সময়ের বাসনার রূপ হইয়া থাকে; অথবা বিদ্যুৎ যেমন একসঙ্গে সর্ব্বপ্রকাশক হয়, জ্ঞানালোক সমুন্নত থাকিলে কোন কোন লোকের বাসনাও তেমনি সর্ব্বপ্রকাশক হইয়া থাকে। ১০

বাসনার যত প্রকার রূপ আছে, সে সমুদয়ের আদি, মধ্য, অন্ত, কিংবা সংখ্যা স্থির করা যায় না, এবং দেশ, কাল বা নিমিত্তও (যাহা অবলম্বনে বাসনার ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকটিত হইয়া থাকে, সেই কারণও) নির্ণয় করা যায় না; কারণ, বাসনারাশি নিজে অসংখ্য, এবং সে সমুদয়ের হেতু বা উৎপত্তির কারণও অনন্ত। এই উপনিষদেরই ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিবেন—"ইদম্ময়ঃ অদোময়ঃ" অর্থাৎ এই প্রকার ও অমুকপ্রকার ইত্যাদি। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এখানে "যথা মাহারজনং বাসঃ" ইত্যাদি যে সমস্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, সেগুলি বাসনার স্বরূপ বা সংখ্যা নিরূপণের জন্য নহে; তবে কি? না, কেবল প্রকার প্রদর্শনের জন্য মাত্র, অর্থাৎ বাসনা-সমূহের যে, এই জাতীয় বহু প্রকার রূপ আছে, তাহা জাপনের জন্যই উদাহরণস্বরূপে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে মাত্র। ১১

আর সর্ব্বশেষে যে, সকৃৎ-বিদ্যোতনসাদৃশ্যে বাসনার একটি বিশেষ রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও কেবল, অব্যাকৃত আত্মশক্তি হইতে প্রাদুর্ভূত হিরণ্যগর্ভের অভিব্যক্তি যে, বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় যুগপৎ বা একই বারে হইয়া থাকে, তৎপ্রদর্শনার্থ মাত্র। যে ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভের তাদৃশ বাসনা-ময় অভিব্যক্তি অবগত হয়, তাহারও বিদ্যুতের ন্যায় যুগপৎ সর্ব্বাবভাসক দীপ্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে, অভিপ্রায় এই যে, যে লোক বাসনার শেষোক্ত রূপটি জানে, হিরণ্যগর্ভের ন্যায় তাহারও শ্রী অর্থাৎ শোভা খ্যাতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রুতির 'হ' ও 'বৈ' শব্দের অর্থ—অবধারণ। ১২

এইরূপে নিঃশেষ ভাবে সত্যের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া 'সত্যের সত্য' বলিয়া যাহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এখন সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপাবধারণের জন্য এই বাক্যটি আরব্ধ হইতেছে—অথ অর্থ—অনন্তর অর্থাৎ 'সত্যে'র স্বরূপা-

ধারণের পর, যাহা সেই সত্যেরও সত্য—সত্যতাসম্পাদক, তাহার স্বরূপাবধারণ করা এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, সেই হেতু অতঃপর তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিব। আদেশ অর্থ—ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ ; এই নির্দ্দেশ আবার কিরূপ, তাহা বলিতেছেন—"নেতি নেতি", অর্থাৎ তাহার সেই রূপ বটে নির্দ্দেশ এই প্রকারই। ১৩

ভাল, যিনি 'সত্যের সত্য' ব্রহ্ম, 'নেতি নেতি' শব্দে তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা সম্ভব হইতে পারে কিরূপে ? হ্যাঁ, বলা হইতেছে—সর্ব্বপ্রকার উপাধি-নিষেধ দ্বারা তাহা হইতে পারে। যাহাতে নাম, রূপ, কর্ম্ম, স্বভাবভেদ, জাতি গুণ বা রূপ প্রভৃতি কোনও বিশেষ ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, তদ্বিষয়ে সেই নাম-রূপাদি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই শব্দ ব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু যাহাতে সেই সমুদয় বিশেষ ধর্ম্ম আদৌ নাই, [তাহাতে শব্দের প্রবৃত্তি বা ব্যবহার হইবে কিরূপে ?]। ব্রহ্মে ত উল্লিখিত ধর্ম্মের কোন একটি ধর্ম্মও নাই ; সুতরাং 'শৃঙ্গযুক্ত শুক্লবর্ণ এই গোটি গমন করিতেছে' বলিয়া যেমন গোর নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, তেমনি 'এটি ব্রহ্ম' বলিয়া কখনই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। এই জন্যই 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' 'বিজ্ঞানঘন আত্মাই ব্রহ্ম' ইত্যাদি শব্দ-সমূহ ব্রহ্মে নাম, রূপ ও কর্ম্ম সমারোপণপূর্ব্বক তাহার সাহায্যেই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যখন তাঁহার সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত নির্ব্বিশেষ স্বরূপের নির্দ্দেশ করাই অভিপ্রেত হয়, তখন ত কোন প্রকারেই তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না ; তখন কেবল আরোপিত ধর্ম্মগুলির প্রতিষেধ দ্বারা 'নেতি নেতি' বলিয়া নির্দ্দেশই তাঁহার স্বরূপ-নির্দ্দেশের একমাত্র উপায়। ১৪

'নেতি নেতি' বাক্যে 'ন' দুইটি বীপ্সার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বীপ্সা অর্থ—ব্যাপকতা বা সাকল্য ; সুতরাং ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মেতে যে সমস্ত বিশেষ ধর্ম্মের প্রাপ্তি সম্ভাবনা ছিল, তৎসমস্তই নিষিদ্ধ হইতেছে ; তাহার ফলে, উক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ হয় নাই বলিয়া যে, আশঙ্কা ছিল, তাহাও পরিহৃত হইল ; নচেৎ দুই 'ন' দ্বারা যদি কেবল দুইটি মাত্র বিষয়ই নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যে, সেই নিষিদ্ধ পদার্থ দুইটির অতিরিক্ত, সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ, তাহা অনির্দ্দিষ্টই থাকিয়া যাইত ; সুতরাং 'ব্রহ্ম কি প্রকার' ? এই আকাঙ্ক্ষারও কিছুতেই নিবৃত্তি হইত না ; অতএব জিজ্ঞাসু ব্যক্তির জিজ্ঞাসা-নিবর্ত্তক নয় বলিয়াই ঐরূপ নির্দ্দেশও নিশ্চয়ই নিরর্থক হইয়া

পড়িত; এবং "ব্রহ্ম জ্ঞপয়িষ্যামি" (ব্রহ্মোপদেশ দিব) এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যও অসমাপ্ত থাকিয়া যাইত। সর্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মের প্রতিষেধের ফলে যখন দিক্ কালাদি অব্রহ্ম বস্তু বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখনই জিজ্ঞাসুর বিবিদিষা জানিবার ইচ্ছা) সমূলে নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং তখনই 'আমি হইতেছি সৈন্ধবপিণ্ডের ন্যায় একরস (একস্বভাব), বাহ্যাভ্যন্তরবিবর্জ্জিত, সত্যের সত্য ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান আত্মবিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব 'নেতি নেতি' এই 'ন' দুইটি নিশ্চয়ই বীপ্সার্থক—সর্ব্বনিষেধক, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর নিষেধক নহে। ১৫

ভাল; জিজ্ঞাসা করি, মহা আড়ম্বরের সহিত এত বাক্যের ঘটা করিয়া অবশেষে কি এইরূপ ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করাটা যুক্তিযুক্ত হইল? হাঁ, যুক্তিযুক্তই হইল; কারণ? যেহেতু, 'নেতি নেতি' বাক্যস্থ 'ইতি' শব্দে নকারদ্বয়ের নিষেধ্য বিষয় যত প্রকার হইতে পারে, তৎসমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে; যেমন 'গ্রামো গ্রামঃ রমণীয়ঃ' (প্রত্যেক গ্রাম রমণীয়) বলিলে রাজ্যস্থ সমস্ত গ্রামের সর্ব্বপ্রকার রমণীয়তাই বুঝায়, এখানেও তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকার নিষেধ্য বিষয়ই গৃহীত হইয়াছে; এবং যেহেতু, ইহার অতিরিক্ত আর কোন প্রকারে ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশ হইতেই পারে না, সেই হেতু ইহাকেই ব্রহ্মের যথার্থ নির্দ্দেশ বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর ব্রহ্মের যে 'সত্যস্য সত্যং' উপনিষৎ (নাম) বলা হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও কথা এই যে, যেহেতু, যথোক্তপ্রকারে পরব্রহ্মই সত্যের সত্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন, সেই হেতু ব্রহ্মের ঐ প্রকার নামধেয় (নাম) নির্দ্দেশ করা ঠিকই হইয়াছে। সেই সত্যের সত্য কি? [তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রাণসমূহ হইতেছে সত্য, তিনি সে সমুদয়েরও সত্য অর্থাৎ সত্যতাসম্পাদক; [এইজন্য তিনি সত্যেরও সত্য] ॥১০৬॥৬॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥২॥

চতুর্থং ব্রাহ্মণম্।

আভাস-ভাষ্যম্। আত্মেত্যেবোপাসীত; তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্বস্মিন্ পদনীয়মাত্মত্বম্, যস্মাৎ প্রেয়ঃ পুত্রাদেঃ—ইত্যুপন্যস্তস্য বাক্যস্য ব্যাখ্যানবিষয়ে সম্বন্ধ-প্রয়োজনে অভিহিতে—"তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাত্তৎসর্বমভবৎ" ইতি এবং প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মবিদ্যায়া বিষয় ইত্যেতদুপন্যস্তম্। অবিদ্যায়াশ্চ বিষয়ঃ অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ" ইত্যারভ্য চাতুর্বর্ণ্য-প্রবিভাগাদিনিমিত্তপাঙ্ক্তকর্ম-সাধ্যসাধনলক্ষণো বীজাঙ্কুরবদ্ ব্যাকৃতাব্যাকৃত-স্বভাবো নামরূপকর্মাত্মকঃ সংসারঃ "ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম" ইত্যুপসংহৃতঃ শাস্ত্রীয় উৎকর্ষলক্ষণো ব্রহ্মলোকান্তঃ, অধোভাবশ্চ স্থাবরান্তোঽশাস্ত্রীয়ঃ পূর্বমেব প্রদর্শিতঃ "দ্বয়া হ" ইত্যাদিনা। ১

এতস্মাদবিদ্যাবিষয়াদ্বিরক্তস্যাস্য প্রত্যগাত্মবিষয়ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ কথং নাম স্যাৎ—ইতি তৃতীয়েঽধ্যায়ে উপসংহৃতঃ সমস্তোঽবিদ্যাবিষয়ঃ। চতুর্থে তু ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ং প্রত্যগাত্মানং "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" ইতি "ব্রহ্ম জ্ঞপয়িষ্যামি" ইতি চ প্রস্তুত্য তদ্ ব্রহ্মৈকমদ্বয়ং সর্ববিশেষশূন্যং ক্রিয়াকারকফলস্বভাবসত্যশব্দ-বাচ্যাশেষ-ভূতধর্মপ্রতিষেধদ্বারেণ 'নেতিনেতি' ইতি জ্ঞাপিতম্। ২

অস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়া অঙ্গত্বেন সন্ন্যাসো বিধিৎসিতঃ, জায়াপুত্রবিত্তাদি-লক্ষণং পাঙ্ক্তং কর্মাঽবিদ্যাবিষয়ং যস্মাৎ নাত্মপ্রাপ্তিসাধনম্; অন্যসাধনং হি অন্যস্মৈ ফলসাধনায় প্রযুজ্যমানং প্রতিকূলং ভবতি; ন হি বুভুক্ষাপিপাসা-নিবৃত্ত্যর্থং ধাবনং গমনং বা সাধনম্; মনুষ্যলোকপিতৃলোকদেবলোক-সাধনত্বেন হি পুত্রাদি-সাধনানি এতানি, নাত্মপ্রাপ্তিসাধনত্বেন, বিশেষিত-ত্বাচ্চ; ন চ ব্রহ্মবিদো বিহিতানি, কাম্যত্বশ্রবণাৎ—"এতাবান্ বৈ কামঃ" ইতি, ব্রহ্মবিদশ্চাপ্তকামত্বাৎ আপ্তকামস্য কামানুপপত্তেঃ, "যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ" ইতি চ শ্রুতেঃ। ৩

কেচিত্তু ব্রহ্মবিদোঽপ্যেষণাসম্বন্ধং বর্ণয়ন্তি; তৈর্বৃহদারণ্যকং ন শ্রুতম্; পুত্রাদ্যেষণানামবিদ্যাবিষয়ত্বম্, বিদ্যাবিষয়ে চ—"যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ" ইত্যতঃ "কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ" ইত্যেষ বিভাগস্তৈর্ন শ্রুতঃ শ্রুত্যা কৃতঃ; সর্বক্রিয়াকারকফলোপমর্দস্বরূপায়াং চ বিদ্যায়াং সত্যাং সহ কার্যো-

গাবিদ্যায়া অনুৎপত্তিলক্ষণশ্চ বিরোধস্তৈর্ন বিজ্ঞাতঃ; ব্যাসবাক্যঞ্চ তৈর্ন শ্রুতম্। কর্ম্মবিদ্যাখ্যরূপয়োর্বিদ্যাবিদ্যাত্মকয়োঃ প্রতিকূলবর্ত্তনং বিরোধঃ।

"যদিদং বেদবচনং—কুরু কর্ম্ম ত্যজেতি চ।
কাং গতিং বিদ্যয়া যান্তি কাঞ্চ গচ্ছন্তি কর্ম্মণা।
এতদ্বৈ শ্রোতুমিচ্ছামি, তদ্ভবান্ প্রব্রবীতু মে।
এতাবন্যোন্যবৈরূপ্যে বর্ত্তেতে প্রতিকূলতঃ"॥
ইত্যেবং পৃষ্টস্য প্রতিবচনেন—
"কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥"

ইত্যেবমাদিবিরোধঃ প্রদর্শিতঃ। ৪

তস্মান্ন সাধনান্তরসহিতা ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষার্থসাধনম্, সর্ব্ববিরোধাৎ; সাধননিরপেক্ষৈব পুরুষার্থ-সাধনম্—ইতি পারিব্রাজ্যং সর্ব্বসাধন-সন্ন্যাসলক্ষণম্ অঙ্গত্বেন বিধিৎস্যতে; এতাবদেবামৃতত্বসাধনমিত্যবধারণাৎ, ষষ্ঠসমাপ্তৌ, লিঙ্গাচ্চ—কর্ম্মী সন্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রবব্রাজেতি। ৫

মৈত্রেয্যৈ চ কর্ম্মসাধনরহিতায়ৈ সাধনত্বেনামৃতত্বস্য ব্রহ্মবিদ্যোপদেশাৎ, বিত্তনিন্দাবচনাচ্চ; যদি হি অমৃতত্বসাধনং কর্ম্ম স্যাৎ, বিত্তসাধ্যং পাঙ্‌ক্তং কর্ম্মেতি তন্নিন্দাবচনমনিষ্টং স্যাৎ; যদি তু পরিত্যাজয়িষিতং কর্ম্ম, ততো যুক্তা তৎসাধননিন্দা। কর্ম্মাধিকারনিমিত্তবর্ণাশ্রমাদিপ্রত্যয়োপমর্দ্দাচ্চ—"ব্রহ্ম তং পরাদাৎ, ক্ষত্রং তং পরাদাৎ" ইত্যাদেঃ। ন হি ব্রহ্ম-ক্ষত্রাদ্যাত্মপ্রত্যয়োপমর্দ্দে ব্রাহ্মণেনেদং কর্ত্তব্যং ক্ষত্রিয়েণেদং কর্ত্তব্যমিতি বিষয়াভাবাদাত্মানং লভতে বিধিঃ; যস্যৈব পুরুষস্যোপমর্দ্দিতঃ প্রত্যয়ো ব্রহ্মক্ষত্রাদ্যাত্মবিষয়, তস্য তৎপ্রত্যয়সন্ন্যাসাৎ তৎকার্য্যাণাং কর্ম্মণাং কর্ম্মসাধনানাঞ্চার্থপ্রাপ্তশ্চ সন্ন্যাসঃ। তস্মাদাত্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন সন্ন্যাস-বিধিৎসয়ৈবাখ্যায়িকেয়-মারভ্যতে। ৬

টীকা। সম্বন্ধাভিধিৎসয়া বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—আত্মেত্যেবেতি। কিমিত্যাত্মতত্ত্বমেব জ্ঞাতব্যং, তত্রাহ—তদেতদিতি। ইত্থং সূত্রিতস্য বিদ্যাবিষয়স্য বাক্যস্য ব্যাখ্যানমেব বিষয়ঃ, তত্র বিদ্যা সাধনং, সাধ্যা মুক্তিরিতি সম্বন্ধঃ, মুক্তিশ্চ ফলমিত্যেতে তদাত্মানমিত্যাদিনা দর্শিতে ইত্যাহ—ইত্যুপন্যস্তমিতি। বিদ্যাবিষয়ং নিগময়তি—এবমিতি। উক্তমর্থান্তরং স্মারয়তি—অবিদ্যায়াশ্চেতি। যতোঽশাবিদ্যাতৎকার্য্যবিষয়া বিদ্যা বিষয়স্য সংসার উপসংহৃতব্রহ্মবিদ্যাবিষয়েতি সম্বন্ধঃ। সংসারমেব বিশিনষ্টি—চাতুর্ব্বর্ণ্যেতি। চাতুর্ব্বর্ণ্যং

তাহাও এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার 'যে লোক মনে করে, আমি অন্য, এবং আমার উপাস্য দেবও অন্য, প্রকৃতপক্ষে সে লোক জানে না—অজ্ঞ', এই হইতে আরম্ভ করিয়া অবিদ্যার বিষয় অর্থাৎ অজ্ঞানাধিকারে বীজাঙ্কুরবৎ অনাদিপ্রবৃত্ত ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যসাপেক্ষ পাঙ্‌ক্তকর্ম্ম-সাধ্য ব্যক্তাব্যক্তস্বভাব নাম-রূপ-কর্ম্মাত্মক সংসার,—ইতঃপূর্ব্বে 'ত্রয়ং বাব নাম রূপং কর্ম্ম' এই শ্রুতিতে যাহার উপসংহার করা হইয়াছে, অবিদ্যার বিষয়ীভূত সেই সংসারের শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্মানুসারে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত উৎকর্ষ, আর অশাস্ত্রীয় কর্ম্মানুসারে স্থাবরভাবপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপকর্ষ বা অধোগতি হইয়া থাকে; সে কথাও "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।১

উক্তপ্রকার অবিদ্যার বিষয়ীভূত সংসারে যাহার বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে, তাহার যাহাতে পরমাত্মবিষয়ক ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইতে পারে, তজ্জন্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায়োক্ত অবিদ্যার বিষয় সমস্তই তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে; চতুর্থ অধ্যায়ে (উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে) 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" "ব্রহ্ম জ্ঞপয়িষ্যামি" বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যার বিষয়ীভূত পরমাত্মার প্রস্তাব করিয়া, সেই নির্ব্বিশেষ এক অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণকেই আবার ক্রিয়া কারক ও ফলস্বভাব সত্যসংজ্ঞক নিখিল বস্তুধর্ম্ম নিষেধপূর্ব্বক "নেতি নেতি" বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন।২

এখন উক্ত ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গরূপে সন্ন্যাসবিধান করা শ্রুতির অভিপ্রেত; কারণ, অবিদ্যার বিষয়ীভূত পত্নী, পুত্র ও বিত্তাদিসাধ্য পাঙ্‌ক্ত কর্ম্মগুলি আত্মপ্রাপ্তির উপায় নয়; অথচ যাহা যে ফল-সাধনে অসমর্থ, সে ফলের জন্য তাহার নিয়োগ করিলেও, তাহা হইতে প্রতিকূল অর্থাৎ অনিষ্ট ফল ভিন্ন, ইষ্টফল হইতে পারে না; কারণ, ধাবন বা গমন কখনই ক্ষুধা-পিপাসা-নিবৃত্তির সাধন হইতে পারে না; পাঙ্‌ক্তকর্ম্মজ পুত্র প্রভৃতি সাধনগুলিও মনুষ্যলোক পিতৃলোক ও দেবলোকপ্রাপ্তির উপায়রূপেই বিহিত হইয়াছে; কিন্তু আত্মলাভের উপায়রূপে বিহিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয় দ্বারা কখনই আত্মলাভ হইতে পারে না; প্রমাণান্তর দ্বারাও এ কথা সমর্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যথোক্ত সাধনগুলি ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির জন্য বিহিতও হয় নাই; কারণ, "এতাবান্ বৈ কামঃ" (এই পর্য্যন্তই কামনার বিষয়), এইরূপে ঐ সকল সাধনের কাম্যত্ব-শ্রুতিই রহিয়াছে। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি আপ্তকাম,

(যিনি সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই) আপ্তকাম পুরুষের ত কোন প্রকার কামনাও সম্ভবপর হয় না; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'যে আমাদের এই আত্মারূপ ফল সিদ্ধ হয় না' ইত্যাদি।৩

কেহ কেহ ব্রহ্মবিদ্গণেরও এষণাসম্বন্ধ (কামনাসম্বন্ধ) বর্ণনা করিয়া থাকেন; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ পড়েন নাই; পুত্রাদি কামনা যে, অবিদ্যাধিকারে প্রবৃত্ত, এবং বিদ্যাবিষয়ে যে, তাহার সম্বন্ধই নাই, ইহা—যে, 'যে আমাদের এই আত্মারূপ লোক লব্ধ হয় না' এবং 'আমরা সন্তানদ্বারা কি করিব?' এই শ্রুতিই বিভাগ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তাহা তাহারা নিশ্চয়ই শোনে নাই. এবং ক্রিয়া কারক ও ফলাদি সর্ব্ববিধ ভেদনিবর্ত্তক বিদ্যার উদয়ে যে, অবিদ্যা ও তৎকার্য্যোদয়ের অসম্ভাবনারূপ বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাও তাহারা অবগত হয় নাই; অধিক কি, বেদব্যাসের উক্তি পর্য্যন্তও তাহারা শ্রবণ করে নাই। [বিরোধ এই যে,] কর্ম্ম হইতেছে অবিদ্যাত্মক, আর বিদ্যা হইতেছে জ্ঞানাত্মক, সুতরাং বিরুদ্ধস্বভাব বিদ্যা ও অবিদ্যা একত্র থাকিতে পারে না; [ব্যাসোক্ত স্মৃতিবাক্য এই যে,] 'কর্ম্মানুষ্ঠান কর, এবং কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ কর' এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বেদবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব আপনার নিকট ইহা জানিতে ইচ্ছা করি যে, উক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের স্বরূপ একরূপ নয়; সুতরাং উহারা পরস্পর প্রতিকূলস্বভাব; উহাদের মধ্যে বিদ্যাদ্বারাই বা কিপ্রকার গতি লাভ করে? আর কর্ম্ম দ্বারাই বা কিরূপ গতি লাভ করে? আপনি তাহা আমাকে বলুন।' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর, তদুত্তরে ব্যাসদেব—'জীব কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয়, আর বিদ্যাদ্বারা বিমুক্ত হয়; সেই হেতু তত্ত্বদর্শী যতিগণ কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকেন' ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন।৪

অতএব সর্ব্বতোভাবে বিরুদ্ধ-স্বভাব বলিয়াই ব্রহ্মবিদ্যাকে অপর কোনও সাধন সহযোগে পুরুষার্থ-সাধন অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায় বলা যাইতে পারে না; পরন্তু কর্ম্মাদি অপর কোনও সাধনের সাহায্য না লইয়াই ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষার্থ-সম্পাদন করিয়া থাকে; এই জন্য শ্রুতি সর্ব্ববিধ সাধন-পরিত্যাগরূপ পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাসকেই ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)।

(১) তাৎপর্য্য—সন্ন্যাসের নামান্তর পারিব্রাজ্য; সন্ন্যাস গ্রহণের বিধি দুই প্রকার,—(১) বিবিদিষা সন্ন্যাস ও (২) বিদ্বৎসন্ন্যাস। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া ক্রমে গার্হস্থ্য

ষষ্ঠাধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যাই মুক্তিলাভের একমাত্র সাধনরূপে অবধারিত হওয়ায় এবং সেই ষষ্ঠাধ্যায়েই কর্ম্মপরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির সন্ন্যাস-গ্রহণ হইতেও ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, সন্ন্যাসই বিদ্যালাভের একমাত্র উপায়, কর্ম্মাদি নহে। *

বিশেষতঃ কর্ম্মরূপ সাধনশূন্যা মৈত্রেয়ীকে স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিও মুক্তি-লাভের উপায়রূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন, এবং ধনী-সম্পদের নিন্দাও করিয়াছেন; কর্ম্ম যদি সত্য সত্যই অমৃতত্বলাভের সাধন হইত, তাহা হইলে, যে বিত্ত দ্বারা পাঙ্‌ক্ত কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে হয়, সেই বিত্তের নিন্দা করা নিশ্চয়ই তাহার অভিপ্রেত হইত না; পক্ষান্তরে,কর্ম্মত্যাগ করানই যদি তাহার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেই কর্ম্ম-সাধন বিত্তের ঐরূপ নিন্দাবচন যুক্তি-যুক্ত হইতে পারে। তাহার পর, 'ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণত্ব) তাহাকে পরাভূত করে, ক্ষত্রিয়ত্ব তাহাকে পরাভূত করে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রভাবে কর্ম্মাধিকারের নিমিত্তীভূত বর্ণাশ্রমাদি বোধ তখন বিদূরিত হইয়া যায়; আত্মগত ব্রাহ্মণত্ব-ক্ষত্রিয়ত্বাদি বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া গেলে পর, 'ব্রাহ্মণের ইহা কর্তব্য, ক্ষত্রিয়ের ইহা কর্তব্য' ইত্যাদি নিযোজ্য বিষয় না থাকায় বর্ণাশ্রমাদিসাপেক্ষ কোন বিধিই কার্য্য করিতে পারে না। যে ব্যক্তির আত্মগত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ত্বাদি বোধ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার সেই ব্রাহ্মণত্বাদি অভি-মান পরিত্যক্ত হওয়ায় তাহারই কার্য্য না অধীন যে সমুদয় কর্ম্ম ও কর্ম্মসাধন

* বানপ্রস্থ আশ্রমের পর ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য যে, সন্ন্যাস-গ্রহণ, তাহাকে বলে 'বিবিদিষা সন্ন্যাস'; আর যাহারা সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া তীব্র বৈরাগ্যবশে, যে কোন আশ্রম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহাদের সন্ন্যাসকে 'বিদ্বৎসন্ন্যাস' বলে। যাহাদের হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় নাই, তাহারা যদি ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ আশ্রম সমাপ্ত না করিয়া কেবল মানসিক কৌতূহলবশে হঠাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তবে তাহা প্রকৃত সন্ন্যাস বলিয়া পরিগণিত হয় না, পরন্তু সেরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ অনিষ্টকরই হইয়া থাকে; যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন "ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ।" অর্থাৎ দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া মোক্ষপথে মন দিবে, উক্ত ঋণত্রয় পরিশোধ না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে লোক অধোগামী হয়। উক্ত উভয়বিধ সন্ন্যাসগ্রহণেই যথাবিধি হোম করিয়া স্বীয় বর্ণাশ্রমাদি চিহ্ন বিসর্জন দিতে হয়; সুতরাং তখন সন্ন্যাসীর বর্ণাশ্রমগত কোন কর্ম্মেই অধিকার থাকে না। তাই এখানে সন্ন্যাস আশ্রমকে সর্ব্ববিধ সাধনত্যাগাত্মক বলা হইয়াছে।

ছিল, সে ফলেফলে সমুদয়েরও সন্ন্যাস সিদ্ধ হইতেছে। অতএব সেই আত্মজ্ঞানের অঙ্গরূপে সন্ন্যাসবিধানের জন্য এই আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইতেছে।

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্‌যাস্যন্ বা অরেঽহম-স্মাৎ স্থানাদস্মি, হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যাঽন্তং করবা-ণীতি ॥ ১০৭ ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থঃ—ইদানীমাত্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন সন্ন্যাসবিধানার্থমিয়মাখ্যায়িকা প্রারভ্যতে—'মৈত্রেয়ীতি' ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বনামপ্রসিদ্ধ ঋষিঃ। হে মৈত্রেয়ি, ইতি উবাচ হ (মৈত্রেয়ীনাম্নীং স্বভার্যাং সম্বোধয়ামাস—) অরে (অয়ি মৈত্রেয়ি,) অহং অস্মাৎ স্থানাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমাৎ) উদ্‌যাস্যন্ (ঊর্দ্ধং উৎকৃষ্টং সন্ন্যাসাশ্রমং যাস্যন্) অস্মি (ভবামি, গার্হস্থ্যং ত্যক্ত্বা সন্ন্যাসাশ্রমং গ্রহীতুং কৃতনিশ্চয়োঽস্মি ইত্যর্থঃ); [অতঃ] হন্ত (সম্মতিপ্রার্থনে) অনয়া কাত্যায়ন্যা (কাত্যায়নীনাম-ধেয়য়া দ্বিতীয়য়া মম ভার্য্যয়া সহ) তে (তব) অন্তং (সপত্নীত্বজঃ যঃ ধনাদি-সম্বন্ধ আসীৎ, তস্য বিচ্ছেদং) করবাণি কর্ত্তুমিচ্ছামি [সম্পদঃ যুবাভ্যাং বিভজ্য প্রদায় গমিষ্যামীতি ভাবঃ] ॥১০৭॥ ১॥

মূলানুবাদ—প্রসিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি নিজ ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—অরে মৈত্রেয়ি, আমি এই গৃহস্থাশ্রম হইতে উর্দ্ধে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি, অর্থাৎ এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিব মনস্থ করিয়াছি; অতএব, যদি সম্মতি থাকে, তবে এই দ্বিতীয়া ভার্য্যা কাত্যায়নীর সহিত তোমার বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি, অর্থাৎ তোমাদের উভয়কে ধন সম্পদ্ বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি ॥ ১০৭ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—মৈত্রেয়ীং স্বভার্য্যামামন্ত্রিতবান্ যাজ্ঞবল্ক্যো নাম ঋষিঃ। উদ্‌যাস্যন্ ঊর্দ্ধং যাস্যন্ পারিব্রাজ্যাখ্যম্ আশ্রমান্তরং বৈ; 'অরে' ইতি সম্বোধনম্; অহমস্মাৎ গার্হস্থ্যাৎস্থানাৎ আশ্রমাৎ ঊর্দ্ধং গন্তুমিচ্ছন্ অস্মি ভবামি; অতঃ, হন্ত অনুমতিং প্রার্থয়ামি তে তব। কিমন্যৎ—তে তব অনয়া দ্বিতীয়য়া ভার্য্যয়া কাত্যায়ন্যা অন্তং বিচ্ছেদং করবাণি—পতিদ্বারেণ যুবয়োর্ময়া সম্বধ্যমানয়োঃ সম্বন্ধ

আসীৎ, তস্যা সম্বন্ধং বিচ্ছেদং করবাণি দ্রব্যবিভাগং কৃত্বা ; বিত্তেন সংবিভজ্য যুবাং গমিষ্যামি ॥ ১০৭ ॥ ১ ॥

টীকা। ভার্য্যাদ্বয়ে কিং কৃতবানিতি, তত্রাহ—তয়োর্যাজ্ঞবল্ক্যেতি। বৈশব্যোহ-ব্যবহৃতার্থঃ। আশ্রমান্তরং যাস্যন্নেবাহমস্মীতি সম্বন্ধঃ। যথোক্তেব্যাসমন্তরং ভার্য্যায়াঃ কর্ত্তব্যং দর্শয়তি—অত ইতি। যদি ভার্য্যয়োঃ সংবাদমত্র অনুজ্ঞাপূর্ব্বকমভিমানিতি ভাবঃ। কর্ত্তব্যান্তরং কথয়তি—কিঞ্চেতি। ভার্য্যয়োর্বিচ্ছেদঃ ত্যাগবিচ্ছেদোঽস্তি, কিং তত্র কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ পতিত্বান্তরেণেতি। যদি প্রব্রজিতে ভর্ত্তব্যাবয়োর্বিচ্ছেদো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ ধনেনেতি বিত্তে তু ন প্রীত্যন্তরমিতি ভাবঃ ॥ ১০৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—"মৈত্রেয়ীতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ" কথার অর্থ—যাজ্ঞবল্ক্যনামক ঋষি স্বীয় ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন ;—'অরে' শব্দটী মৈত্রেয়ীর সম্বোধনসূচক ; [অরে মৈত্রেয়ি,] আমি এই স্থান হইতে অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে উপরে যাইতে—উৎকৃষ্ট পারিব্রাজ্যনামক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ; হন্ত—[এ বিষয়ে] তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আরও এক কথা, আমার এই দ্বিতীয়া ভার্য্যা কাত্যায়নীর সহিত তোমার অন্ত—বিচ্ছেদ অর্থাৎ বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি ; আমার সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে সপত্নীস্বরূপ সম্বন্ধ ছিল, ধনসম্পৎ বিভাগ করিয়া দিয়া সেই সম্বন্ধের বিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছা করি ; ধনবিভাগ দ্বারা তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়া আমি চলিয়া যাইব ॥ ১০৭ ॥১॥

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ম্ ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি, নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেনেতি ॥ ১০৮ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ।—সা (এবমুক্তা) মৈত্রেয়ী উবাচ—(যাজ্ঞবল্ক্যম্ উক্তবতী) হ (কিল) ভগোঃ (হে ভগবন্,) যৎ (যদি) নু (বিতর্কে) বিত্তেন পূর্ণা (ধনসহিতা) ইয়ং (অনুভূয়মানা) সর্ব্বা (সম্পূর্ণা) পৃথিবী মে (মম) স্যাৎ (ভবেৎ), [কথমিতি প্রশ্নে] তেন (তাদৃশপৃথিবীলাভেন) অহং অমৃতা (মৃত্যুরহিতা বিমুক্তা) কথং স্যাম্? (ভবেয়ং কিম্?); যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ (প্রত্যুবাচ) হ— ন ইতি; উপকরণবতাং (ভোগসাধন-

সম্পন্নানাং) জীবিতং (জীবনং) যথা স্যাৎ (লৌকিকসুখবদ্ভবেৎ), তথৈব (তদ্বদেব) তে (তব অপি জীবিতং (সুখিতং); স্যাৎ ; তু (কিন্তু) বিত্তেন (ধনেন ধনসাধ্যেন বা কর্ম্মণা) অমৃতত্বস্য (মোক্ষস্য) আশা (সম্ভাবনাপি) নাস্তি ইতি। ১০৮। ২।

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয়ী এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্, ধনসম্পদ্‌পূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবী যদি আমার [হস্তগত] হয়, তবে তাহা দ্বারা আমি মৃত্যুরহিত (মুক্ত) হইতে পারিব কি ? [প্রত্যুত্তরে] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না ; তবে জগতে ভোগোপকরণসম্পন্ন ধনীদিগের জীবন যেরূপ হইয়া থাকে, তোমার জীবনও সেইরূপ (সুখসম্পন্ন) হইতে পারে, কিন্তু বিত্ত বা বিত্তসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা অমৃতত্বলাভের আশাও নাই ইতি ॥ ১০৮ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। সা এবমুক্তা হ উবাচ—যৎ যদি, 'নু' ইতি বিতর্কে ; মে মম ইয়ং পৃথিবী ভগো ভগবন্, সর্ব্বা সাগরপরিক্ষিপ্তা বিত্তেন ধনেন পূর্ণা স্যাৎ ; কথম্ ? ন কথঞ্চনেতি আক্ষেপার্থঃ ; প্রশ্নার্থো বা, তেন পৃথিবীপূর্ণ-বিত্তসাধ্যেন কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা অমৃতা কিং স্যামিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। প্রত্যুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—কথমিতি ; যদি আক্ষেপার্থম্, অনুমোদনং—নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য ইতি ; প্রশ্নশ্চেৎ—প্রতিবচনার্থম্—নৈব স্যাঃ অমৃতা ; 'কং তর্হি ? যথৈব লোকে উপকরণবতাং সাধনবতাং জীবিতং সুখোপায়ভোগসম্পন্নম্, তথৈব তদ্বদেব তব জীবিতং স্যাৎ ; অমৃতত্বস্য তু ন আশা মনসাপি অস্তি বিত্তেন—বিত্তসাধ্যেন কর্ম্মণেতি। ১০৮। ২।

টীকা। মৈত্রেয়ী মোক্ষৈকাপেক্ষয়া ভর্ত্তারং প্রত্যাহ্বৃত্যাবতো বর্ণয়তি—সৈষ-মিতি। কর্ম্মসাধ্য পুত্রাদ্যবিষয়িত্বাপন্তিত্বাক্ষেপবিষয়ম্। কথংশব্দস্য প্রশ্নার্থত্বপক্ষে বাক্যং যোজয়তি—তেনেতি। কথং তেনেত্যত্র কথংশব্দেন কিমর্থং তেনেত্যন্বয়াৎ কিং-শব্দপূর্ণান্তর বাক্যং যোজনীয়ম্। বিত্তসাধ্য কর্ম্মণোঽমৃতত্বসাধনত্বাভাবাদিতি তৎপ্রকার-প্রশ্ন নিবৃত্ত্যবাদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বত্রাপি তাবৎ কথবাদিমঃ পক্ষঃ সত্ত্বাক্ষেপঃ প্রশ্নঃ চ প্রতি-বচনীয়াৎ—প্রত্যুবাচেত্যাদি। বিত্তেন যদামৃতত্বভাবে তৎকিং কিংবা [illegible]—কিং তদাহেতি। ১০৮। ২।

ভাষ্যানুবাদ।—[যাজ্ঞবল্ক্য] এইরূপ বলিলে পর, তাঁহাকে

মৈত্রেয়ী বলিলেন,—শ্রুতির 'নু' শব্দটি বিতর্ক-সূচক; ভগোঃ—হে ভগবন্, যদি সমস্ত অর্থাৎ সাগরপরিবেষ্টিতা ও ধনপূর্ণা এই পৃথিবী কোন প্রকারে আমার [অধিকারভুক্ত] হইতে পারে? কোন প্রকারেই নহে; ইহা হইতেছে 'কথম্' শব্দের 'আক্ষেপার্থ' পক্ষে, (১) 'কথং' শব্দের প্রশ্নার্থও হইতে পারে;—সে পক্ষে অর্থ হইতেছে এই—পৃথিবীপূর্ণ ধন দ্বারা নিষ্পাদ্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা আমি কি অমৃতা হইতে পারিব? যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—'কথম্' শব্দটি আক্ষেপার্থক হয়, তাহা হইলে 'নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ' বাক্যটী হইবে অনুমোদনসূচক, আর যদি প্রশ্নার্থক হয়, তাহা হইলে হইবে প্রত্যুত্তরবোধক—নিশ্চয়ই অমৃতা হইবে না; তবে কি না, জগতে উপকরণবান্—সুখসাধনসমন্বিত ধনীদিগের জীবন যেরূপ সুখভোগসম্পন্ন হইয়া থাকে, তোমার জীবনও ঠিক তদ্রূপই হইতে পারে; কিন্তু বিত্তসাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মনে মনেও অমৃতত্বলাভের আশা করা যাইতে পারে না ॥১০৮॥২॥

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্, যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥১০৯॥৩॥

অন্বয়ার্থ:—[এবমুক্তা] সা মৈত্রেয়ী উবাচ হ— যেন (বিত্তেন বিত্তসাধ্যেন কর্ম্মণা বা) অমৃতা (মৃত্যুরহিতা) ন স্যাং (ন ভবেয়ম্); তেন বিত্তেন অহং কিং কুর্য্যাম্ (ন কিমপীতি ভাবঃ); ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) যৎ এব [অমৃতত্বসাধনং] বেদ (জানাতি), তদেব মে (মহ্যং) ব্রূহি (কথয়) ইত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—এই কথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন,—যে কিন্তু বা বিত্তসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা আমি অমৃতা হইব না, আমি তাহা দ্বারা

(১) তাৎপর্য্য।—'কথং' ও 'কিং' প্রভৃতি শব্দগুলি যেমন প্রশ্নার্থ প্রতিপাদক, তেমনি আক্ষেপার্থসূচকও হয়; আক্ষেপ অর্থ—অসম্ভাবনা জ্ঞাপন করা। কথং প্রভৃতি শব্দগুলি যে শব্দের সঙ্গে মিলিতভাবে থাকে, তাহারই অভাব নিষেধ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। যেমন—'যে লোক হিতোপদেশ করে না, সে আবার কিসের বন্ধু?' অর্থাৎ সেরূপ লোক কখনই বন্ধু হইতে পারে না। এখানেও আক্ষেপার্থপক্ষে বুঝিতে হইবে যে, 'ধনপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী লাভ আমার পক্ষে কোন প্রকারেও কি সম্ভব? অর্থাৎ কোন প্রকারেই নহে। অন্যপক্ষে 'কথং' শব্দে 'কিং' অর্থ বুঝিতে হইবে, তাহার অর্থ—অমৃতা হইব কি?

কি করিব? (তাহাতে আমার কিছুই প্রয়োজন নাই)। আপনি যাহা নিশ্চিতরূপে অমৃতত্বসাধন বলিয়া জানেন, তাহাই আমাকে বলুন ॥ ১০৯ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী। এবমুক্তা প্রত্যুবাচ মৈত্রেয়ী—যদ্যেবং যেনাহং নামৃতা স্যাম্, কিমহং তেন বিত্তেন কুর্য্যাম্? যদেব ভগবান্ কেবলমমৃতত্বসাধনং বেদ, তদেবামৃতত্বসাধনং মে মহ্যং ব্রূহি ॥ ১০৯ ॥ ৩ ॥

টীকা। বিত্তস্যামৃতত্বসাধনত্বাভাববিষয়াং ভর্ত্তুরুক্তিং শ্রুত্বা মুক্তিসাধনবেদনাকাঙ্ক্ষা-বাত্বার্থং বাক্যং পঠিতং নিযুক্তানা ব্রূতে—সা হেতি ॥১০৯॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—'সা হ উবাচ মৈত্রেয়ী' ইত্যাদি। মৈত্রেয়ী এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—এইরূপই যদি হয়, তবে আমি যাহা দ্বারা অমৃতা হইব না, সেই বিত্ত দ্বারা কি করিব? অর্থাৎ বিত্তে আমার কোন প্রয়োজন নাই; পূজনীয় আপনি যাহা শুধু অমৃতত্বলাভের উপায় বলিয়া জানেন, আমাকে সেই অমৃতত্বসাধনই বলুন ॥ ১০৯ ॥ ৩ ॥

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—প্রিয়া বতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষসে, এহ্যাস্স্ব, ব্যাখ্যাস্যামি তে, ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ১১০ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ।—সঃ (এবমভিহিতঃ) যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—বত (অনুকম্পায়াং, আহ্লাদে বা) অরে মৈত্রেয়ি, [ত্বং] নঃ (অস্মাকং) প্রিয়া (প্রীতিভাজনং) সতী [ইদানীমপি] প্রিয়ং (মনোঽনুকূলং) ভাষসে (কথয়সি); এহি (আগচ্ছ); আস্স্ব উপবিশ [মম সমীপে]; তে (তব) [অভীষ্টম্ অমৃতত্বসাধনম্] ব্যাখ্যাস্যামি (বিস্তরেণ কথয়িষ্যামি); ব্যাচক্ষাণস্য (ব্যাখ্যানং কুর্ব্বতঃ) মে (মম) [বচনানি] তু নিদিধ্যাসস্ব (অর্থং নিশ্চিত্য ধ্যাতুমিচ্ছ) ইতি ॥ ১১০ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। [মৈত্রেয়ী এই কথা বলিলে পর,] যাজ্ঞবল্ক্য আহ্লাদ সহকারে বলিলেন,—অরে মৈত্রেয়ি, তুমি পূর্ব্বেও আমার প্রিয়া (প্রিয়কারিণী) ছিলে, এখনও আমার মনের মত কথা বলিতেছ; এস, আমার নিকট উপবেশন কর; আমি তোমার অভীষ্ট বিষয় বিস্তৃতভাবে

বলিতেছি; ব্যাখ্যাকালে তুমি আমার কথা স্থিরচিত্তে অবধারণ করিতে চেষ্টা কর ॥ ১১০ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। এবং বিত্তসাধ্যে-ঽমৃতত্বসাধনে প্রত্যাখ্যাতে, যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বাভিপ্রায়সম্পত্তৌ তুষ্ট আহ, স হোবাচ—প্রিয়া ইষ্টা, বতেত্যনুকম্প্যাহ—অরে মৈত্রেয়ি, নোঽস্মাকং পূর্ব্বমপি প্রিয়া সতী ভবতী ইদানীং প্রিয়মেব চিত্তানুকূলং ভাষসে; অতঃ এহি আস্স্ব উপবিশ, ব্যাখ্যাস্যামি—যৎ তে তব ইষ্টমমৃতত্বসাধনমাত্মজ্ঞানং কথয়িষ্যামি। ব্যাচক্ষাণস্য তু মে মম ব্যাখ্যানং কুর্ব্বতঃ, নিদিধ্যাসস্ব বাক্যানি অর্থতো নিশ্চয়েন ধ্যাতুমিচ্ছেতি ॥ ১১০ ॥ ৪ ॥

টীকা। ভাষ্যাপেক্ষিতঃ মোক্ষোপায়ঃ বিবক্ষিতাযাত্যো স্তৌতি -স হেত্যাদিনা। বিত্তেন সাধ্যং কর্ম, তস্মিন্নমৃতত্বসাধনে পরিতে কিমহং তেন কুর্য্যামিতি ভার্য্যয়াঽপি প্রত্যাখ্যাতে সতীতি যাবৎ। স্বাভিপ্রায়ো ন কর্ম মুক্তিহেতুরিতি, তস্য ভার্য্যয়াঽপি সম্পত্তৌ সত্যামিত্যর্থঃ ॥০॥

ভাষ্যানুবাদ। "স হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ" ইতি। মৈত্রেয়ী এইরূপে বিত্তসাধ্য আপেক্ষিক অমৃতত্বসাধন কর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় অভিলাষ সিদ্ধ হওয়ায় পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন—তিনি সদয় হৃদয়ে বলিলেন,—অরে মৈত্রেয়ি, তুমি পূর্ব্বেও আমাদের প্রিয়া অর্থাৎ প্রীতি-ভাজন ছিলে, এখনও প্রিয় ই—মনের মত কথাই বলিতেছ; অতএব এস, উপবেশন কর, [তোমার অভিলষিত বিষয়] আমি ব্যাখ্যা করিব। ব্যাখ্যা-কালে আমার কথাগুলি নিদিধ্যাসন কর—তাহার অর্থ নিশ্চয় করিয়া চিন্তা করিতে ইচ্ছা কর, অর্থাৎ আমার বর্ণিত বিষয় অবধারণ করিয়া তদ্বিষয়ে ধ্যান কর ॥ ১১০ ॥ ৪ ॥

স হোবাচ—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় বিত্তং

প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি; আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্ ॥১১১॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। অমৃতত্বসাধনং বৈরাগ্যমুপদিশন্ আহ—"ন বা অরে" ইত্যাদি। সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—অরে মৈত্রেয়ি, পত্যুঃ কামায় (সুখাদিপ্রয়োজনায়) পতিঃ ন বৈ (নৈব) প্রিয়ঃ (প্রীতিভাক্) ভবতি; [কিং তর্হি?] আত্মনঃ তু (এব) কামায় (প্রয়োজনায়) [ভার্য্যায়াঃ] প্রিয়ঃ ভবতি; তথা অরে মৈত্রেয়ি, জায়ায়ৈ (জায়ায়াঃ কামায় জায়া ন বৈ [পত্যুঃ] প্রিয়া ভবতি; [কিং তর্হি?] আত্মনঃ তু (এব) কামায় জায়া (পত্নী) [পত্যুঃ] প্রিয়া (প্রেমাস্পদং) ভবতি; তথা, অরে মৈত্রেয়ি, পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ ন বৈ [পিতুঃ] প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু (এব) কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ (প্রীতিপাত্রাণি) ভবন্তি। তথা, অরে মৈত্রেয়ি, বিত্তস্য (ধনস্য পশ্বাদেঃ) কামায় বিত্তং ন বৈ [ধনিনাং] প্রিয়ং ভবতি; [অপিতু] আত্মনঃ তু (এব) কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। তথা, অরে মৈত্রেয়ি, ব্রহ্মণঃ (ব্রাহ্মণস্য) কামায় ব্রহ্ম ন বৈ প্রিয়ং ভবতি, [অপি তু] আত্মনঃ তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। তথা অরে মৈত্রেয়ি, ক্ষত্রস্য (ক্ষত্রিয়স্য) কামায় ক্ষত্রং ন বৈ প্রিয়ং ভবতি [লোকস্য]; [অপি তু] আত্মনঃ তু কামায় প্রিয়ং ভবতি। তথা অরে মৈত্রেয়ি, লোকানাং

(স্বর্গাদীনাং) কামায় লোকাঃ ন বৈ প্রিয়াঃ ভবন্তি; [অপিতু] আত্মনঃ তু কামায় লোকাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। তথা, অরে মৈত্রেয়ি, দেবানাং কামায় দেবাঃ ন বৈ প্রিয়াঃ ভবন্তি; [অপিতু] আত্মনঃ তু কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। তথা অরে মৈত্রেয়ি, ভূতানাং কামায় ভূতানি (প্রাণিনঃ) ন বৈ প্রিয়াণি ভবন্তি; [অপিতু] আত্মনঃ তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। [কিং বহুনা,] অরে মৈত্রেয়ি, সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং ন বৈ প্রিয়ং ভবতি; [অপিতু] আত্মনঃ তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। [অতঃ] অরে মৈত্রেয়ি, আত্মা বৈ (এব) দ্রষ্টব্যঃ (সাক্ষাৎ-কর্ত্তব্যঃ); [তদুপায়মাহ—] শ্রোতব্যঃ (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতঃ যথাযথেন জ্ঞাতব্যঃ); মন্তব্যঃ (যুক্তিভিঃ ব্যবস্থাপ্যঃ); নিদিধ্যাসিতব্যঃ (নিরন্তরং ধ্যাতব্যঃ)। অরে মৈত্রেয়ি, আত্মনঃ দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা (মননেন) বিজ্ঞানেন (নিদিধ্যাসনেন) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) বিদিতং (বিজ্ঞাতং) [ভবতীতি শেষঃ] ॥ ১১১ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—অরে মৈত্রেয়ি, পতির প্রীতির জন্য পতি কখনই ভার্য্যার প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্ম-প্রীতির জন্যই প্রিয় হয়; সেইরূপ পত্নীর প্রীতির জন্য পত্নী কখনই স্বামীর প্রিয়া হয় না; পরন্তু স্বামীর আত্মপ্রীতির জন্যই পত্নী প্রিয়া হয়; পুত্রের প্রীতির জন্য পুত্র কখনই পিতার প্রিয় হয় না; পরন্তু নিজের প্রীতির জন্যই পুত্র পিতার প্রিয় হইয়া থাকে। সেইরূপ ধনের প্রীতির জন্য ধন কখনও লোকের প্রিয় হয় না; পরন্তু কেবল আত্মপ্রীতির জন্যই ধনসমূহ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে; সেইরূপ ব্রাহ্মণের প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণ কখনই প্রিয় হয় না; কিন্তু আপনার সুখের জন্যই ব্রাহ্মণজাতি লোকের প্রীতিভাজন হইয়া থাকে; এবং ক্ষত্রিয়ের প্রীতির জন্যও ক্ষত্রিয় [রাজা] লোকের প্রিয় হয় না; পরন্তু আপনার প্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয় [রাজা] লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। এইরূপ স্বর্গাদি লোকের প্রীতির জন্যও স্বর্গাদি লোক-সমূহ কখনই সাধারণের প্রিয় হয় না; পরন্তু আপনার প্রীতির জন্যই স্বর্গাদি লোক প্রিয় হইয়া থাকে; অরে মৈত্রেয়ি, দেবগণের প্রীতির জন্যও দেবগণ কাহারও

প্রিয় হন না; কিন্তু আপনার প্রীতিসাধন বলিয়াই দেবগণ প্রীতি-ভাজন হইয়া থাকেন; অরে মৈত্রেয়ি, প্রাণিগণের প্রীতির জন্যও প্রাণিগণ কাহারও প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্মপ্রীতির জন্যই প্রাণিগণ অপরের প্রিয় হইয়া থাকে; অধিক কি, অরে মৈত্রেয়ি, অপর কাহারও প্রীতির জন্যই অপর কেহ কখনই অপরের প্রিয় হয় না; পরন্তু আপনার প্রীতির জন্যই সকলে সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অতএব হে মৈত্রেয়ি, সর্ব্বাধিক প্রিয় আত্মাকেই অবশ্য দর্শন করিবে, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে তাহার স্বরূপ জানিবে; তর্ক-দ্বারা তাহার স্বরূপ অবধারণ করিবে; তাহার পর নিঃসংশয়রূপে তাহার স্বরূপ ধ্যান করিবে। অরে মৈত্রেয়ি আত্মার দর্শনে, শ্রবণে, মননে ও নিদিধ্যাসনেই এই সমস্ত জগৎ পরিজ্ঞাত হয়॥ ১১১॥ ৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। স হোবাচ—অমৃতত্বসাধনং বৈরাগ্যমুপদিদিক্ষুঃ জায়াপতিপুত্রাদিভ্যো বিরাগমুৎপাদয়তি তৎসন্ন্যাসায়। ন বৈ—বৈ-শব্দঃ প্রসিদ্ধস্মরণার্থঃ; প্রসিদ্ধমেব এতৎ লোকে; পত্যুঃ ভর্ত্তুঃ কামায় প্রয়োজনায় জায়ায়াঃ পতিঃ প্রিয়ো ন ভবতি, কিং তর্হি আত্মনস্তু কামায় প্রয়োজনায়ৈব ভার্য্যায়াঃ পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। তথা ন বা অরে জায়ায়ৈ ইত্যাদি সমান-মন্যৎ; ন বা অরে পুত্রাণাম্, ন বা অরে বিত্তস্য, ন বা অরে ব্রহ্মণঃ, ন বা অরে ক্ষত্রস্য, ন বা অরে লোকানাম্, ন বা অরে দেবানাম্, ন বা অরে ভূতানাম্, ন বা অরে সর্ব্বস্য। পূর্ব্বং পূর্ব্বং যথাসন্নে প্রীতিসাধনে বচনম্, তত্র তত্র ইষ্টতরত্বাদ্বৈরাগ্যস্য; সর্ব্বগ্রহণম্ উক্তানুক্তার্থম্। তস্মাল্লোকপ্রসিদ্ধমেতৎ—আত্মৈব প্রিয়ঃ, নান্যৎ। তদেতৎ "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ ইত্যুপক্রান্তম্, তস্যৈতৎ বৃত্তি-স্থানীয়ং প্রপঞ্চিতম্। তস্মাদাত্মপ্রীতিসাধনত্বাৎ গৌণী অন্যত্র প্রীতিরাত্মন্যেব মুখ্যা।

তস্মাৎ আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ দর্শনার্হঃ, দর্শনবিষয়মাপাদয়িতব্যঃ; শ্রোতব্যঃ পূর্ব্বমাচার্য্যতঃ আগমতশ্চ; পশ্চাৎ মন্তব্যঃ তর্কতঃ; ততো নিদিধ্যাসিতব্যঃ নিশ্চয়েন ধ্যাতব্যঃ; এবং হ্যসৌ দৃষ্টো ভবতি শ্রবণমনননিদিধ্যাসনসাধনৈ-র্নির্ব্বর্ত্তিতৈঃ; যদৈকত্বম্ এতান্যুপগতানি, তদা সম্যগ্দর্শনং ব্রহ্মৈকত্ববিষয়ং প্রসীদতি, নান্যথা শ্রবণমাত্রেণ। যদ্ ব্রহ্মক্ষত্রাদি কর্ম্মনিমিত্তং বর্ণাশ্রমাদি-

জগতে ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, পতির—স্বামীর কামের জন্য (প্রয়োজনে) স্বামী কখনই পত্নীর প্রিয় হন না; তবে কি না, আপনার কামের জন্যই পতি ভার্য্যার প্রিয় হইয়া থাকে; সেইরূপ, "ন বা অরে জায়ায়াঃ" "ন বা অরে পুত্রাণাং" "ন বা অরে বিত্তস্য" "ন বা অরে ব্রহ্মণঃ" "ন বা অরে ক্ষত্রস্য" "ন বা অরে লোকানাম্" "ন বা অরে দেবানাম্" "ন বা অরে ভূতানাম্" "ন বা অরে সর্ব্বস্য" ইত্যাদি অবশিষ্ট অংশের অর্থ পূর্ব্বের অনুরূপ। প্রথমে সন্নিহিত প্রীতিসাধনের উল্লেখ করার অভিপ্রায় এই যে, প্রথমেই সে সমুদয় বিষয়ে বৈরাগ্য সমুৎপাদন করা আবশ্যক; উক্ত ও অনুক্ত সমস্ত বিষয়সংকলনের জন্য শেষে "সর্ব্বস্য" বলা হইয়াছে। অতএব ইহা প্রসিদ্ধ কথা যে, জগতে আত্মাই একমাত্র প্রিয়, অন্য কেহ নহে। পূর্ব্বে যে, "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ" ইত্যাদি বাক্য উপন্যস্ত হইয়াছে, এই শ্রুতিটি তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যাস্থানীয়।

অতএব আত্মাতেই মুখ্য প্রীতি; সেই আত্মপ্রীতির সাহায্যকারী বলিয়া অন্যত্র যে প্রীতি-সম্বন্ধ, তাহা গৌণ বা অপ্রধান। অতএব আত্মাই দ্রষ্টব্য—সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত, অর্থাৎ আত্মবিষয়ক দর্শন সম্পাদন করা আবশ্যক; শ্রোতব্য—প্রথমে শাস্ত্র ও আচার্য্য হইতে জ্ঞাতব্য; পশ্চাৎ মন্তব্য অর্থাৎ অনুকূল তর্ক দ্বারা তাহার সমর্থন করিবে, তাহার পর নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে তাহাকে ধ্যান করিতে হইবে; এইরূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের সাহায্যে পরিশোধিত হইলে পর, আত্মা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। যখন উক্ত সাধনগুলি একই আত্মবিষয়ে অনুগতভাবে প্রযুক্ত হয়, তখনই ব্রহ্মৈকত্ব-বিষয়ে সম্যক্ দর্শন উপস্থিত হয়, নচেৎ কেবল শ্রবণমাত্রে হয় না। রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তির ন্যায় আত্মাতেও অবিদ্যা দ্বারা সমারোপিত ভ্রান্তিজ্ঞানমূলক যে, বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্মসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বিভাগ, যাহা অবলম্বন করিয়া ক্রিয়াকারক ও ফলসাপেক্ষ কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, আত্মজ্ঞানের বিষয়ীভূত সেই সমস্ত বিভাগ বিসর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন,—অরে মৈত্রেয়ি, আত্মবিষয়ে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান হইলেই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ॥১১॥৫॥

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ, লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রা-

মনো লোকান্ বেদ, বেদাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনঃ বেদান্ বেদ, ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ, সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ, ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি-ভূতানীদম্ সর্ব্বং যদয়মাত্মা ॥১১২॥২॥

সরলার্থঃ—ইদানীং সর্ব্বত্রাত্মভাবোপপাদনার্থমাহ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতিঃ) তং (জনং) পরাদাৎ (পরাকুর্য্যাৎ পরিভবেৎ), [কম্?] যঃ (জনঃ) আত্মনঃ অন্যত্র (আত্মব্যতিরেকেণেত্যর্থঃ) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতিং) বেদ (জানাতি); তথা ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়জাতিঃ) তং পরাদাৎ, যঃ আত্মনঃ অন্যত্র (ব্রহ্মব্যতিরেকেণেত্যর্থঃ) ক্ষত্রং বেদ; তথা লোকাঃ (কর্ম্মফলানি স্বর্গাদীনি) তং পরাদুঃ, যঃ আত্মনঃ অন্যত্র লোকান্ (স্বর্গাদীন্) বেদ; তথা দেবাঃ (লোকেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ) তং পরাদুঃ, যঃ আত্মনঃ অন্যত্র দেবান্ বেদ; ভূতানি (প্রাণিনঃ) তং পরাদুঃ, যঃ আত্মনঃ অন্যত্র ভূতানি বেদ; [কিং বহুনা,] সর্ব্বং (নিখিলং জগৎ) [এব] তং পরাদাৎ, যঃ আত্মনঃ অন্যত্র সর্ব্বং বেদ; ইদং ব্রহ্ম, ইদং ক্ষত্রং, ইমে লোকাঃ, ইমে দেবাঃ, ইমানি ভূতানি, ইদং সর্ব্বং আত্মৈব,—যৎ (যঃ) অয়ং আত্মা (দ্রষ্টব্য-শ্রোতব্যাদেন প্রকৃতঃ; তদাত্মকমিদং সর্ব্বং বিজ্ঞেয়মিতি ভাবঃ) ॥ ১১২ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—এখন সর্ব্বত্র আত্মভাব উপপাদনার্থ বলিতেছেন—ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরাস্ত করে (প্রতারিত করে), যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে; সেইরূপ ক্ষত্রিয়জাতি তাহাকে পরাস্ত করে, যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কে আত্মার অতিরিক্ত বলিয়া মনে করে, কর্ম্মফলাত্মক স্বর্গাদি লোকসমূহও তাহাকে বঞ্চিত করে, যে ব্যক্তি আত্মার অতিরিক্ত বলিয়া লোকসমূহকে জানে; লোকপাল ও ইন্দ্রিয়-পরিচালক দেবতাগণ তাহাকে বঞ্চিত করে, যে ব্যক্তি দেবতাগণকে আত্মা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া মনে করে; প্রাণিগণ তাহাকে পরাভূত করে, যে ব্যক্তি আত্মার অতিরিক্ত বলিয়া প্রাণিগণকে জানে; অধিক কি, সমস্ত জগৎই তাহাকে বঞ্চিত করে, যে ব্যক্তি সমস্ত জগৎকে আত্মার অতিরিক্ত বলিয়া মনে করে। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই সমস্ত লোক, এই সমস্ত

দেবতা, এই সমস্ত ভূত এবং এই সমস্ত জগৎ সেই আত্মস্বরূপই বটে, যে আত্মার কথা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য প্রভৃতি কথায় বলা হইয়াছে ॥ ১১২ ॥ ৬।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। ননু কথমন্যস্মিন্ বিদিতেঽন্যদ্বিদিতং ভবতি? নৈষ দোষঃ; ন হি আত্মব্যতিরেকেণান্যৎ কিঞ্চিদস্তি; যদ্যস্তি, ন তদ্বিদিতং স্যাৎ; ন ত্বন্যদস্তি; আত্মৈব তু সর্ব্বম্; তস্মাৎ সর্ব্বমাত্মনি বিদিতে বিদিতং স্যাৎ। কথং পুনরাত্মৈব সর্ব্বমিত্যেতদ্ শ্রাবয়তি—

ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিস্তং পুরুষং পরাদাৎ পরাকুর্য্যাৎ পরাকুর্য্যাৎ, কম্? যোঽন্যত্রাত্মনঃ আত্মস্বরূপব্যতিরেকেণ আত্মৈব ন ভবতি ইয়ং ব্রাহ্মণজাতিরিতি তাং যো বেদ, তং পরাদধ্যাৎ সা ব্রাহ্মণজাতিরনাত্মস্বরূপেণ মাং পশ্যতীতি; পরমাত্মা হি সর্ব্বেষামাত্মা। তথা ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতিঃ, তথা লোকাঃ, দেবাঃ, ভূতানি, সর্ব্বম্ ইদং ব্রহ্মেতি—যান্যনুক্রান্তানি, তানি সর্ব্বাণি আত্মৈব, যদয়মাত্মা—যোঽয়মাত্মা দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য ইতি প্রকৃতঃ—যস্মাদাত্মনো জায়তে, আত্মন্যেব লীয়তে, আত্মময়ঞ্চ স্থিতিকালে, আত্মব্যতিরেকেণাগ্রহণাৎ, আত্মৈব সর্ব্বম্ ॥ ১১২ ॥ ৬ ॥

টীকা। আত্মনি বিদিতে সর্ব্বং বিদিতমিত্যুক্তমাক্ষিপতি ননিতি। দৃষ্টবিরোধং নিরাচষ্টে—নৈষ দোষ ইতি। আত্মনি জাতে জাতমেব সর্ব্বং, ততোঽর্থান্তরত্বাভাবাদিত্যুক্তমেব স্ফুটয়তি—যদীত্যাদিনা। আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্তরবাক্যমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাদিনা। পুরুষঃ বিশেষতো জ্ঞাতুঃ অনর্থস্য প্রতীকং গৃহীত্বা ব্যাকরোতি—কমিত্যাদিনা। পরাকরণে পুরুষস্যাপরাধিত্বং দর্শয়তি—অনাত্মেতি। পরমাত্মব্যতিরেকেণ দৃষ্টবানপি ব্রাহ্মণজাতিং স্বরূপেণ পশ্যন্ কথমপরাধী স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পরমাত্মেতি। ইদং ব্রহ্মেত্যুত্তরবাক্যস্থব্যাখ্যানং ব্যাখ্যাতং বাক্যক্রমানুসারীত্যাহ। আত্মৈব সর্ব্বমিত্যেতৎ প্রতিপাদয়তি—যস্মাদিত্যাদিনা। স্থিতিকালে স্থিতিরিতি, তস্মাদাত্মৈব সর্ব্বং তদ্ব্যতিরেকেণাগ্রহণাদিতি যোজনা ॥১১২॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ। ভাল, এক বস্তু বিজ্ঞাত হইলে অপর বস্তু বিজ্ঞাত হয় কিরূপে? না—ইহা দোষ নহে; কেন না, আত্মাতিরিক্ত অন্য কোনও বস্তু নাই; যদি থাকে, তবে অবশ্যই তাহা অবিদিত থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু আত্মাতিরিক্ত ত কিছুই নাই; আত্মাই সমস্ত; সুতরাং আত্মবিজ্ঞানেই সমস্ত বিজ্ঞাত হইতে পারে। আত্মাই যে সর্ব্বাত্মক কি প্রকারে, এখন তাহা বুঝাইয়া বলিতেছেন—

ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরাজিত করে; কাহাকে?—যে ব্যক্তি আত্মার অন্যত্র ব্রাহ্মণজাতিকে জানে, অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ জাতি কখনই আত্মস্বরূপ হইতে পারে না, এইরূপ মনে করে; এ ব্যক্তি অনাত্ম-স্বরূপে আমাকে দর্শন করিতেছে—বলিয়া সেই ব্রাহ্মণজাতিই সেই ব্যক্তিকে পরাভূত করে; কারণ, পরমাত্মাই যখন সকলের আত্মা, [তখন সকল পদার্থকে আত্মস্বরূপে দর্শন না করা অপরাধের কারণ হয়]। সেইরূপ ক্ষত্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি, সেইরূপ লোকসমূহ (স্বর্গ প্রভৃতি), সেইরূপ দেবতাগণ, ভূতগণ, এবং সমস্ত জগৎ। "ইদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি পর পর যে সমস্ত বিষয় উক্ত হইয়াছে, সে সমস্ত আত্মাই বটে—যে আত্মা 'দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য' প্রভৃতি কথায় প্রস্তাবিত হইয়াছে, সেই আত্মাই বটে; যেহেতু, আত্মা হইতেই উৎপন্ন হয়, আত্মাতেই লীন হয়, এবং স্থিতিকালেও সমস্ত জগৎ আত্ম-স্বরূপেই থাকে; কারণ, আত্মাতিরিক্ত বলিয়া কোন বস্তুই জ্ঞান হয় না; সেই হেতু এ সমস্ত আত্মস্বরূপই বটে, (তদতিরিক্ত কিছুই নাই) ॥ ১১২ ॥ ৬ ॥

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায়, দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ১১৩ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ।—ইদানীমাত্মস্বরূপেণ জগদ্গ্রহণে দৃষ্টান্তমবতারয়তি—"স যথা" ইত্যাদি। সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা (যদ্বৎ) দুন্দুভেঃ (তদাখ্যবাদ্যযন্ত্রস্য) হন্যমানস্য (দণ্ডাদিনা তাড্যমানস্য সতঃ) বাহ্যান্ (তদিতরান্) শব্দান্ গ্রহণায় (গ্রহীতুং) ন শক্নুয়াৎ [কোঽপি জনঃ]; দুন্দুভেঃ দুন্দুভ্যাঘাতস্য (দুন্দুভ্যাঘাতজ-শব্দসামান্যস্য) গ্রহণেন তু (পুনঃ) শব্দঃ অন্যঃ শব্দঃ গৃহীতঃ ভবতি; [এবং বা অরে অস্য ইত্যুত্তরশ্লোকেনাস্য সম্বন্ধঃ] ॥ ১১৩ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—কিরূপে জগৎকে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—সেই দৃষ্টান্তটি হইতেছে এই—যেমন দুন্দুভিবাদ্য বাজাইলে বাহিরের অন্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, অর্থাৎ পৃথক্ বলিয়া ধরা যায় না, পরন্তু দুন্দুভির কিংবা দুন্দুভিশব্দের গ্রহণে অন্য শব্দও গৃহীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ অপর যত শব্দই আছে, তৎসমস্ত দুন্দুভিশব্দের সহিত মিলিত থাকিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতীতি-গোচর হয়, [তদ্রূপ] ॥ ১১৩ ॥ ৭ ॥

যাহার অভাবে যাহার প্রতীতি হয় না, জগতে সে পদার্থের তদভিন্নতাব দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতির 'সঃ' পদটি দৃষ্টান্তার্থক ; জগতে দুন্দুভি অর্থাৎ ভেরী প্রভৃতি প্রচণ্ডশব্দকর বাদ্যবিশেষ আহত—দণ্ডাদি দ্বারা তাড়িত হইতে থাকিলে যেমন বাহিরের শব্দসমূহকে অর্থাৎ অন্যান্য বিশেষ শব্দগুলিকে সাধারণ দুন্দুভিধ্বনি হইতে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না ; পরন্তু দুন্দুভির গ্রহণে অর্থাৎ 'সামান্যবিশেষভাবাপন্ন এ সমস্ত শব্দ দুন্দুভিরই শব্দ', এইরূপ গ্রহণ করিলে, তাহাতে যেমন বিশেষ বিশেষ শব্দগুলিও গ্রহণ করা যায় ; কারণ, সাধারণ দুন্দুভিশব্দ ছাড়া সে সকল শব্দের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই ; অথবা দুন্দুভ্যাঘাতের—আঘাত অর্থ আহনন—তাড়ন ; সেই দুন্দুভির আঘাতোৎপন্ন শব্দ মাত্রের গ্রহণ করিলেই, তদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ শব্দেরও গ্রহণ করা হইয়া থাকে ; কিন্তু কোনরূপেই সেই শব্দবিশেষগুলি পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না ; কেন না, সেখানে সে সমুদয় শব্দের বিশেষাকার অভিব্যক্তিই নাই ; ঠিক তেমন, কি স্বপ্নাবস্থায়, কিম্বা জাগরণাবস্থায় কোন অবস্থাতেই প্রজ্ঞান ব্যতিরেকে প্রকাশাত্মক জ্ঞানের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কোন বিশেষ বস্তুই গৃহীত (প্রতীতিগোচর) হয় না ; অতএব প্রজ্ঞান ব্যতিরেকে যে, এ সমস্ত বস্তুর অভাব বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই বটে ॥ ১১৩ ॥ ৭ ॥

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্‌গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥১১৪॥৮॥

সরলার্থঃ।—অস্মিন্নর্থে দৃষ্টান্তান্তরমুচ্যতে "স যথা" ইতি। সঃ (দৃষ্টান্তঃ) শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য আপূর্য্যমাণস্য শব্দায়মানস্য সতঃ, বাহ্যান্ শব্দান্ গ্রহণায় (গ্রহীতুং) ন শক্নুয়াৎ ; শঙ্খস্য শঙ্খশব্দস্য বা গ্রহণেন তু (পুনঃ) শব্দঃ (বাহ্যধ্বনিঃ) গৃহীতঃ [ভবতি] ; এবম্' ইত্যাদ্যন্বয়েণ সম্বন্ধঃ ॥ ১১৪ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—আরো একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ; সেই দৃষ্টান্তটী এই—শঙ্খ যেমন শব্দের সহিত যোজিত হইলে অর্থাৎ শঙ্খ

নাই ; প্রকাশই ব্রহ্মসত্তার প্রমাণ, সেই প্রকাশ যখন ব্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত পদার্থ নয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, জাগতিক বস্তুমাত্রই ব্রহ্মাশ্রিত ব্রহ্ম হইতে অপৃথগ্‌ভূত এবং ব্রহ্মসত্তায় সত্তাবান্ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ; সেই বস্তুগুলির নাম ও রূপভাগে ফেলিলেই সেগুলির ব্রহ্মরূপতা বুঝা যাইতে পারে।

বাজাইতে থাকিলে যেমন বাহিরের অন্য কোন শব্দ পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না, পরন্তু আপূর্য্যমাণ শঙ্খের বা শঙ্খশব্দের গ্রহণে অন্য শব্দ ও গৃহীত হয় ॥ ১১৪ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথা স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য শব্দেন সংযোজ্যমানস্যাপূর্য্যমাণস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদিত্যেবমাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ১১৪ ॥ ৮ ॥

টীকা। তথা দুন্দুভিদৃষ্টান্তবদিত্যাহ। শঙ্খস্য তু গ্রহণেনেত্যাদিবাক্যার্থস্পষ্টার্থঃ। দুন্দুভের্গ্রহণেনেত্যাদিবাক্যং দৃষ্টান্তদ্বয়—পূর্ব্ববদিতি ॥ ১১৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ অপর দৃষ্টান্ত—যেমন শঙ্খ ধ্মায়মান হইলে অর্থাৎ শব্দসংযোজিত হইলে বাহিরের কোন শব্দ পৃথক্ ভাবে ধরিতে পারা যায় না; ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ১১৪ ॥ ৮ ॥

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্গ্রহণায়, বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ১১৫ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ।—তত্রাপরো দৃষ্টান্ত উচ্যতে—"স যথা" ইত্যাদি। সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ (বীণায়া বাদ্যমানায়াঃ সত্যাঃ) বাহ্যান্ শব্দান্ গ্রহণায় (গ্রহীতুং) ন শক্নুয়াৎ (শক্নোতি) [জনঃ]; বীণায়ৈ (বীণায়াঃ) বীণাবাদস্য (বীণাবাদনস্য) বা গ্রহণেন তু (পুনঃ) শব্দঃ (বাহ্যঃ শব্দঃ) গৃহীতঃ [ভবতীতি শেষঃ, এবম্] ॥ ১১৫ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—আরো একটী দৃষ্টান্ত বলা হইতেছে; তাহা এই—যেমন বীণাযন্ত্র বাজাইতে থাকিলে বাহিরের অন্য কোন শব্দ গ্রহণ করিতে পারা যায় না, পরন্তু বীণার কিম্বা বীণাধ্বনির গ্রহণের সঙ্গে অন্য শব্দও গৃহীত হয়, [এইপ্রকার] ॥ ১১৫ ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ বীণায়া বাদ্যমানায়াঃ। অনেকদৃষ্টান্তোপাদানমিহ সামান্যবহুত্বখ্যাপনার্থম্—অনেকে হি বিলক্ষণাশ্চেতনাচেতনরূপাঃ সামান্যবিশেষাঃ—তেষাং পারম্পর্য্যগত্যা যথা একস্মিন্ মহাসামান্যেঽন্তর্ভাবস্তথা প্রজ্ঞানঘনে কথং নাম প্রদর্শয়িতব্য ইতি; দুন্দুভিশঙ্খবীণাশব্দসামান্যবিশেষাণাং যথা শব্দত্বেঽন্তর্ভাবঃ, এবং স্থিতিকালে তাবৎ সামান্য-

বিশেষাব্যতিরেকাদ্ব্রহ্মৈকত্বং শক্যমবগন্তুম্, এবমুৎপত্তিকালে প্রাগুৎপত্তে-
র্ব্রহ্মৈবেতি শক্যমবগন্তুম্ ॥ ১১৫ ॥ ৯ ॥

টীকা। তথেতি দৃষ্টান্তত্রয়স্যার্থঃ। একেনৈব দৃষ্টান্তেন বিবক্ষিতার্থসিদ্ধৌ কিমি-
ত্যনেকদৃষ্টান্তোপাদানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনেকেতি। ইহেতি জগদুচ্যতে জাতিকা।
সামান্যবহুত্বমেব স্ফুটয়তি—অনেকে হীতি। তেষাং সর্বসামান্যেহন্তর্ভাবেঽপি কুতো
ব্রহ্মণি পর্যবসানমিত্যাশঙ্ক্যাহ তেষামিতি। কথমিত্যাশঙ্ক্য পূর্বং ভণেতোদাহরণঃ। ইতি
বস্তুতে প্রতিভিতি শেষঃ। বিমতং ব্রহ্মাতিরেকি ভবতি ব্রহ্মব্যতিরেকেণাগৃহ্যমাণত্বাৎ, যদ্যদ্ব্যতিরেকে-
ণাগৃহ্যমাণং তত্তদতিরেকি ন ভবতি, যথা দুন্দুভ্যাদিশব্দাদিসামান্যাদ্ব্যতিরেকেণাগৃহ্যমাণা
ব্যতিরেকেণ ন গৃহ্যন্তে তদ্বদিত্যাহ—দুন্দুভীতি। শব্দেহন্তর্ভাবস্তথা প্রজ্ঞানঘনে
সর্বং জগদন্তর্ভবতীতি শেষঃ। দৃষ্টান্তত্রয়বত্ত্বা নির্দিষ্টঘনত্বপ্রদর্শনার্থম্‌ এবমিতি ॥ ১১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ, বীণাবস্তু বাজাইতে থাকিলে ইত্যাদি।
সামান্য ধর্ম্মই যে, বহুপ্রকার আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য এখানে বহু দৃষ্টান্ত
প্রদর্শিত হইল। অভিপ্রায় এই যে, পরস্পর বিলক্ষণস্বভাব চেতনা-
চেতনাত্মক এক জাতীয় বিশেষ বস্তু জগতে বহু আছে, পরস্পরা সম্বন্ধে সে
সমুদয়ের যেমন একায়নতা,—একই মহাসামান্যে অন্তর্ভাব হয়, প্রজ্ঞানঘনেও
যে সেইরূপই হয়, তাহা কি প্রকারে বুঝান যাইতে পারে, অর্থাৎ তাহা
বুঝাইবার নিমিত্তই বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইয়াছে। সামান্য-বিশেষাত্মক
দুন্দুভি, শঙ্খ ও বীণাশব্দের যেরূপ শব্দসামান্যে অন্তর্ভাব হয়, তদ্রূপ জগতের
স্থিতিকালেও সামান্যবিশেষভাব রহিত হয় না বলিয়া [সামান্যরূপে] ব্রহ্মৈকত্ব
অবধারণ করিতে পারা যায় ॥ ১১৫ ॥ ৯ ॥

স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং
বা অরেহস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো-
যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো থর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা
উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈ-
বৈতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি ॥ ১১৬ ॥ ১০ ।

অন্বয়ার্থঃ। উৎপত্তেঃ প্রাগপি ব্রহ্মৈকত্বাবধারণার্থমাহ—"স যথা"
ইত্যাদি। সঃ (দৃষ্টান্তঃ), যথা অভ্যাহিতাৎ (প্রজ্বলিতাৎ সতঃ) আর্দ্রৈ-
ধাগ্নেঃ (আর্দ্রকাষ্ঠ-সমন্বিতাৎ অগ্নেঃ) পৃথক্ (নানারূপাঃ) ধূমাঃ (ধূমাঃ
বিস্ফুলিঙ্গাদয়শ্চ) বিনিশ্চরন্তি (বিশেষেণ নির্গচ্ছন্তি), অরে মৈত্রেয়ি,
এবং (যথোক্তবদেব) অস্য মহতঃ (সর্ব্বাতিশায়িনঃ) ভূতস্য (নিত্যসিদ্ধস্য

ব্রহ্মণঃ) নিঃশ্বসিতং (নিশ্বাসবৎ অযত্নপ্রসূতং) এতৎ। [এতৎ কিম্?] যৎ (যঃ) ঋগ্বেদঃ যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ—(ইত্যেবং চতুর্বিধো মন্ত্রভাগঃ), ইতিহাসঃ (উর্ব্বশী-পুরূরবসোঃ সংবাদাদিঃ), পুরাণং (পুরাবৃত্তপ্রকাশকং—"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাত্মকম্), বিদ্যা (দেবজনবিদ্যা—নৃত্যগীতাদিশাস্ত্রম্, উপনিষদঃ (ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশিকাঃ), শ্লোকাঃ (ব্রাহ্মণভাগস্থানি সংক্ষিপ্তার্থকানি বাক্যানি), সূত্রাণি (বস্তু-সংগ্রাহকানি বাক্যানি—"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যাদীনি), অনুব্যাখ্যানানি (মন্ত্রবিবরণানি), ব্যাখ্যানানি (অর্থবাদাঃ); এতানি (ঋগাদীনি) অস্য (ব্রহ্মণঃ) এব নিঃশ্বসিতানি (নিশ্বাসবৎ অযত্নপ্রসূতানীত্যর্থঃ) ॥১১৬॥১০॥

অনুবাদ।—উৎপত্তির পূর্ব্বেও জগতের ব্রহ্মাত্মভাব অবধারণের জন্য বলিতেছেন—আর্দ্র কাষ্ঠ প্রদীপ্ত হইলে যেরূপ নানাপ্রকার ধূম (ধূম ও স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি) নির্গত হয়, হে মৈত্রেয়ি, তদ্রূপ এই মহান্ স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্মেরও ইহা নিঃশ্বাসস্বরূপ অর্থাৎ নিঃশ্বাসের ন্যায় তাঁহা হইতে অযত্নপ্রসূত: (ইহা কি?) যাহা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা (নৃত্যগীতাদিশাস্ত্র), উপনিনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা) শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান বা অর্থবাদবাক্য, এ সমস্ত নিশ্চয়ই এই ব্রহ্মের নিঃশ্বাসবৎ অযত্ন প্রসূত ॥ ১ ৬ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবম্ উৎপত্তিকালে প্রাগুৎপত্তেঃ ব্রহ্মৈবেতি শকারণম্ ; যথা—অগ্নেবিস্ফুলিঙ্গধূমাঙ্গারার্চ্চিষাং প্রাগ্ বিভাগাদগ্নিরেবেতি ভবত্যগ্নিরেকত্বম্ এবং জগন্নামরূপবিকৃতঃ প্রাগুৎপত্তেঃ প্রজ্ঞানঘন এবেতি যুক্তং গ্রহীতুমিত্যেতদুচ্যতে।—

স যথা আর্দ্রৈধাগ্নেঃ আর্দ্রৈধোভিঃ ইত্যেধোভিঃ আর্দ্রৈধাভিঃ, অভ্যাহিতাৎ পৃথক্ ধূমাঃ পৃথক্ নানাপ্রকারাঃ, ধূমগ্রহণং বিস্ফুলিঙ্গাদিপ্রদর্শনার্থম্, ধূমবিস্ফুলিঙ্গাদয়ঃ বিনিশ্চরন্তি বিনির্গচ্ছন্তি ; এবম্—যথায়ং দৃষ্টান্তঃ ; অরে মৈত্রেয়ি, অস্য পরমাত্মনঃ প্রকৃতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ ; নিঃশ্বসিত-মিব নিঃশ্বসিতম্ ; যথা অপ্রযত্নেনৈব পুরুষনিঃশ্বাসো ভবতি, এবং বৈ অরে। ১

কিং তন্নিঃশ্বসিতমিব ততো জাতমিত্যুচ্যতে—যৎ ঋগ্বেদঃ যজুর্বেদঃ, সাম-বেদঃ অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ—চতুর্বিধং মন্ত্রজাতম্, ইতিহাস ইতি -উর্ব্বশী পুরূরবসোঃ

হইতেছে—যাহা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্বাঙ্গিরস, এই চারি প্রকার মন্ত্ররাশি, (১) ইতিহাস—উর্ব্বশী-পুরূরবার সংবাদ * প্রভৃতি, যেমন—'উর্ব্বশী নামে এক অপ্সরা' ইত্যাদি, তাহাও ব্রাহ্মণাংশেরই অন্তর্গত; পুরাণ—(পুরাবৃত্তপ্রকাশক) 'এই জগৎ অগ্রে অসৎ ছিল' ইত্যাদি; বিদ্যা—দেবজনবিদ্যা (নৃত্যগীতাদি বিদ্যা), যথা 'ইহা সেই বেদ' ইত্যাদি; উপনিষৎ—(ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক বেদভাগ), 'প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে' ইত্যাদি; শ্লোক—ব্রাহ্মণভাগস্থ মন্ত্রসমূহ, যথা "তদেতে শ্লোকাঃ" ইত্যাদি; সূত্র—সত্যবিষয়সংগ্রহাত্মক বাক্যসমূহ, যথা—'আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে' ইত্যাদি। অনুব্যাখ্যান—মন্ত্রের বিবরণ বা ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যান—অর্থবাদবাক্য, (যে সমস্ত বাক্যে বিধির প্রশংসা ও নিষেধের নিন্দা করা হয়); অথবা অনুব্যাখ্যান অর্থ—বস্তুসংগ্রহাত্মক বাক্যের বিবরণ বা ব্যাখ্যা, যেমন চতুর্থ অধ্যায়ে 'আত্মা ইত্যেবোপাসীত' এই বাক্যের, অথবা যেমন 'যে লোক 'উপাস্য অন্য এবং আমি অন্য' এইরূপে জানে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক তাহাকে জানে না, সে ব্যক্তি দেবগণের পশুসদৃশ, এই বাক্যের ব্যাখ্যাত্মক হইতেছে অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ; আর ব্যাখ্যান অর্থ—মন্ত্রের বিবরণ বা ব্যাখ্যা, এই আট প্রকার ব্রাহ্মণভাগ; এইরূপে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের উল্লেখ করা হইল॥ ১০

এখানে বুঝিতে হইবে যে, নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে রচনাবিশেষসম্পন্ন বেদ পূর্ব্বেও বিদ্যমানই ছিল; সেই বিদ্যমান বেদই পুরুষ-নিশ্বাসবৎ ব্রহ্ম হইতে

(১)—ছন্দোবদ্ধরাই ঋচ্, চরণবিশিষ্ট; চরণের অপর নাম পাদ; যে সমস্ত বেদমন্ত্রে পাদব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট নাই, কেবল অর্থানুসারে পাদসংকলন করিয়া পড়িতে হয়, সেই সমস্ত মন্ত্রের নাম ঋক্, জৈমিনি বলিয়াছেন—"তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থিতিঃ" সা ঋক্; (জৈমিনিসূত্র)। আর যে সকল মন্ত্র স্বরযুক্ত হইয়া গীত হয়, সে সকলের নাম—সাম; জৈমিনি বলিয়াছেন—"গীতিষু সামাখ্যা" (জৈমিনিসূত্র) অর্থাৎ গেয় মন্ত্রের নাম সাম। এই ঋক্ ও যজুর্বেদের অতিরিক্ত যে মন্ত্রভাগ, তাহার নাম—যজুঃ। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—"ততঃ স ঋচ উদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ প্রভুঃ। যজূংষি চ যজুর্বেদং সামবেদং চ সামভিঃ॥ একবিংশতি-ভেদেন ঋগ্বেদং কৃতবান্ পুরা। শাখানাং তু শতেনাথ যজুর্বেদমথাকরোৎ। সামবেদং সহস্রেণ শাখানাং বিভেদতঃ। অথর্ব্বাণমথো বেদং বিভেদে নবকেন তু॥" (কূর্ম্মপু ৫০ অধ্যায়)। বেদের দুইটি ভাগ, একটি মন্ত্রভাগ, অপরটী ব্রাহ্মণভাগ, এখানে ভিন্ন ভিন্ন কথায় বেদের উভয়ভাগেরই গ্রহণ করা হইয়াছে।

অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু কোনও ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাপূর্ব্বক বিরচিত হয় নাই; এই কারণে স্বার্থ-প্রতিপাদন বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রমাণ, অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের জন্য অপর কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করে না; উহা স্বতঃপ্রমাণ; অতএব যাহারা নিজের কল্যাণ ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে, বেদ জ্ঞান বা কর্ম্ম—যাহা যেরূপে নিরূপণ করিয়া দিয়াছে, তাহা সেইরূপেই গ্রহণ করা উচিত। কেন না, কোনও রূপ বা বস্তুর যে বিকার উপস্থিত হয়; বিভিন্নপ্রকার নামাভিব্যক্তিই তাহার কারণ, অর্থাৎ নাম-বিশেষযোগেই বস্তুর বিভিন্নাবস্থা ঘটিয়া থাকে, (স্বরূপতঃ নহে)। বিশেষতঃ পরমাত্মার উপাধিভূত নাম ও রূপই ব্যাকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং জল ও তাহার ফেনার ন্যায় নাম ও রূপকে ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করা যায় না; যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, সেই নাম ও রূপ লইয়াই সংসার; এইজন্য এখানে কেবল নামকে (শব্দরাশিকে) নিঃশ্বাসবৎ উৎপন্ন বলা হইল; কারণ, তাহার নির্দ্দেশেই অপরেরও—রূপেরও নিঃশ্বাসবৎ উৎপত্তি প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অথবা [ইহার অভিপ্রায় এইরূপ—] ইতঃপূর্ব্বে "ব্রহ্ম তং পরাদাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে নিখিল জগৎপ্রপঞ্চকেই অবিদ্যাদিকারস্ত (অসত্য) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তাহার ফলে (জগতের অন্তর্ভূত) বেদেরও অপ্রামাণ্য আপতিত হইতে পারিত; সেই আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্যই এই কথা বলা হইয়াছে যে, লোকের নিঃশ্বাস যেরূপ অযত্নপ্রসূত অর্থাৎ স্বাভাবিক চেষ্টার ফল মাত্র, তদ্রূপ বেদরাশিও পরম পুরুষের নিঃশ্বাসবৎ অযত্নপ্রসূত; কিন্তু অপরাপর গ্রন্থ যেরূপ লোকের চেষ্টাসাপেক্ষ, বেদ সেরূপ নহে; এই জন্যই ইহা স্বতঃপ্রমাণ (১)॥ ১১॥ ১০॥

(১) তাৎপর্য্য—বেদের প্রামাণ্য দুই প্রকারে সমর্থন করা যাইতে পারে; প্রথমতঃ বেদ অপৌরুষেয় বাক্য, অর্থাৎ বেদ কাহারও দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই, পূর্ব্বপূর্ব্ব কল্পে বেদ যেরূপ আকারে প্রচলিত ছিল, পর পর কল্পেও ঠিক তদনুরূপ বেদই আদি পুরুষের স্মৃতিপথে উপস্থিত হইয়া থাকে, তিনি স্মৃতিগত সেই বেদরাশি নূতন সৃষ্টিতে প্রচার করেন মাত্র, সুতরাং তাহাকেও আর চিন্তা করিয়া নূতন নূতন বেদ প্রণয়ন করিতে হয় না; কাজেই রচয়িতার ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ ইহাতে থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ শব্দের কোনই দোষ নাই, প্রয়োগকর্ত্তার দোষেই শব্দে দোষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, প্রয়োগকর্ত্তার ভ্রম থাকিলে তৎপ্রযুক্ত শব্দেও দোষ প্রবেশ করে, কিন্তু বেদ যখন পরম পুরুষের নিঃশ্বাসবৎ অযত্নপ্রসূত এবং তিনি যখন নিত্যনির্দ্দোষ—ভ্রমপ্রমাদাদি দোষে সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট, তখন তৎপ্রসূত বেদের অপ্রামাণ্যাশঙ্কা হইতে পারে না।

স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্ব্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একায়নমেবং সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্ব্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্ ॥ ১১৭ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সৃষ্টিকালবৎ প্রলয়কালেঽপি প্রপঞ্চানাং ব্রহ্মৈকত্বং দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তান্তরমাহ—"স যথা" ইত্যাদি। সঃ (দৃষ্টান্তঃ) উচ্যতে যথা সমুদ্রঃ সর্ব্বাসাং অপাম্ (জলানাং) একায়নং (একত্বেনাশ্রয়স্থানং এবং (তথা) সর্ব্বেষাং বায়ুাত্মকানাং স্পর্শানাং ত্বক একায়নং (সুখাং লয়স্থানম্); [অত্র ত্বক্‌শব্দেন স্পর্শসামান্যমভিধীয়তে, বিশেষাণাং সামান্যমাত্রে বহুত্বভাবস্থ ন্যায্যত্বাৎ, জল-সমুদ্রপদদৃষ্টান্তসামর্থ্যাচ্চ; এবমুত্তরত্রাপি বোধ্যম্]। এবং (তথা) সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বা একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং রূপাণাং চক্ষুঃ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রম্ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং সংকল্পানাং মনঃ একায়নম্, এবং সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়ং (বুদ্ধিঃ) একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং হস্তৌ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং আনন্দানাং উপস্থঃ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুঃ (মলদ্বারং) একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং অধ্বনাং (পথাং) পাদৌ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং বেদানাং বাক একায়নম্। [অত্র সর্ব্বত্র অপাদীনাং বস্তূনাং তত্তদ্বিশেষরূপতয়া গ্রহণম্, প্রপঞ্চানাং সমুদ্রাদীনাং তু তত্তৎসামান্যতয়া গ্রহণম্, বিশেষাণাং চ সামান্যে অন্তর্ভাবঃ সমীচীন এব ইতি মন্তব্যম্]। ১১৭ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। [এখন প্রলয়কালেও ব্রহ্মাতিরিক্ত জগৎসত্তার অভাবপ্রদর্শনের অভিপ্রায়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন] সেই দৃষ্টান্তটি এই—সমুদ্র যেরূপ সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়স্থান, এইপ্রকার

ত্বগিন্দ্রিয় সমস্ত স্পর্শের আশ্রয়। এইরূপ নাসিকাগ্র সমস্ত গন্ধের আশ্রয়; এইরূপ জিহ্বা সমস্ত রসের আশ্রয়স্থান; এই প্রকার চক্ষু সমস্ত রূপের আশ্রয়; এইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় সমস্ত শব্দের আশ্রয়; এইরূপ মন সমস্ত সঙ্কল্পের (ভালমন্দ বিচারের) একমাত্র আশ্রয়; এইরূপ হৃদয় অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞান সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র আশ্রয়; এইরূপ হস্তদ্বয় সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র আশ্রয়; এইরূপ উপস্থ বা জননেন্দ্রিয় সমস্ত আনন্দের একমাত্র আশ্রয়; এইরূপ পায়ু বা মলদ্বার সমস্ত ত্যাগের একমাত্র আশ্রয়; এইরূপ পদদ্বয় সমস্ত পথের একমাত্র আশ্রয়; এইরূপ বাগিন্দ্রিয় সমস্ত বেদের একমাত্র আশ্রয়স্থান। [এখানে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, জলসমষ্টিরূপ সমুদ্র হইতেছে জলমাত্রেরই সাধারণ রূপ, আর নদ, নদী ও তড়াগাদির জল হইতেছে সেই জলেরই বিশেষ রূপ মাত্র; বিশেষ ধর্ম্মগুলি সাধারণ ধর্ম্মেরই অন্তর্ভূত হইয়া থাকে; সুতরাং নদ-নদী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানগত জলগুলি সেই জলসমষ্টিভূত সমুদ্রেরই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে; তেমনি বায়ু প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম—স্পর্শাদিও তৎসামান্যাত্মক ত্বক্ প্রভৃতির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে; অতএব সামান্যসত্তার অতিরিক্ত বিশেষধর্ম্মের কোনও সত্তা নাই] ॥১১॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ; ন কেবলং স্থিত্যুৎপত্তিকালয়োরেব প্রজ্ঞানব্যতিরেকেণাভাবাজ্জগতো ব্রহ্মত্বম্; প্রলয়কালে চ; জলবুদ্বুদফেনাদীনামিব সলিলব্যতিরেকেণাভাবঃ, এবম্প্রজ্ঞানব্যতিরেকেণ তৎকার্য্যাণাং নামরূপকর্ম্মণাং তস্মিন্নেব লীয়মানানামভাবঃ; তস্মাদেকমেব ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘনমেকরসং প্রতিপত্তব্যমিত্যাহ। প্রলয়প্রদর্শনায় দৃষ্টান্তঃ। ১

স ইতি দৃষ্টান্তঃ; যথা যেন প্রকারেণ, সর্ব্বাসাং নদীবাপীতড়াগাদিগতা-নামপাং, সমুদ্রোঽব্ধিঃ একায়নম্ একগমনম্—একপ্রলয়ঃ অবিভাগপ্রাপ্তি-রিত্যর্থঃ। যথায়ং দৃষ্টান্তঃ, এবং সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং মৃদুকর্কশকঠিনপিচ্ছি-লাদীনাং বায়োরাত্মভূতানাং ত্বক্ একায়নম্; ত্বগিতি ত্বগ্বিষয়ং স্পর্শসামান্য-

মাত্রম্, তস্মিন্ প্রবিষ্টাঃ স্পর্শবিশেষাঃ—আপ ইব সমুদ্রং—তদ্ব্যতিরেকেণা-ভাবভূতা ভবন্তি ; তস্যৈব হি তে সংস্থানমাত্রা আসন্। ২

তথা তদপি স্পর্শসামান্যমাত্রং ত্বক্‌শব্দবাচ্যং মনঃসঙ্কল্পে মনোবিষয়-সামান্যমাত্রে, ত্বগ্বিষয় ইব স্পর্শবিশেষাঃ, প্রবিষ্টং তদ্ব্যতিরেকেণাভাবভূতং ভবতি ; এবং মনোবিষয়োঽপি বুদ্ধিবিষয়সামান্যমাত্রে প্রবিষ্টঃ তদ্ব্যতিরেকেণা-ভাবভূতো ভবতি ; বিজ্ঞানমাত্রমেব ভূত্বা প্রজ্ঞানঘনে পরে ব্রহ্মণি আপ ইব সমুদ্রে প্রলীয়ন্তে। এবং পরম্পরাক্রমেণ শব্দাদৌ সহ গ্রাহকেণ করণেন প্রলীনে প্রজ্ঞানঘনে উপাধ্যভাবাৎ সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞানঘনমেকরসম্ অনন্তম্ অপারং নিরন্তরং ব্রহ্ম ব্যবতিষ্ঠতে। তস্মাদাত্মৈব একমদ্বয়মিতি প্রতিপত্তব্যম্। ৩

তথা সর্বেষাং গন্ধানাং পৃথিবীবিশেষাণাং নাসিকে ঘ্রাণবিষয়সামান্যম্। তথা সর্বেষাং রসানাম্ অব্বিশেষাণাং জিহ্বেন্দ্রিয়বিষয়সামান্যম্। তথা সর্বেষাং রূপাণাং তেজোবিশেষাণাং চক্ষুঃ চক্ষুর্বিষয়সামান্যম্ ; তথা শব্দানাং শ্রোত্রাদি-বিষয়সামান্যং পূর্ববৎ। তথা শ্রোত্রাদিবিষয়সামান্যানাং মনোবিষয়সামান্যে সঙ্কল্পে, মনোবিষয়সামান্যস্যাপি বুদ্ধিবিষয়সামান্যে বিজ্ঞানমাত্রে, বিজ্ঞানমাত্রং ভূত্বা পরস্মিন্ প্রজ্ঞানঘনে প্রলীয়তে। তথ কর্মেন্দ্রিয়াণাং বিষয়া বদনাদান-গমনবিসর্গানন্দবিশেষাস্তৎক্রিয়াসামান্যেষ্বেব প্রবিষ্টা ন বিভাগযোগ্যা ভবন্তি—সমুদ্র ইব অব্বিশেষাঃ। তানি চ সামান্যানি প্রাণমাত্রং, প্রাণশ্চ প্রজ্ঞানমাত্রমেব—"যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা স প্রাণঃ" ইতি কৌষীতকিনোঽধীয়তে। ৪

ননু সর্বত্র বিষয়স্যৈব প্রলয়োঽভিহিতঃ, ন তু করণস্য ; তত্র কোঽভিপ্রায়ঃ ? ইতি—বাঢ়ম্ ; কিন্তু বিষয়সমানজাতীয়ং করণং মন্যতে শ্রুতিঃ, ন তু জাত্যন্তরম্ ; বিষয়স্যৈব স্বাত্মগ্রাহকত্বেন সংস্থানান্তরং করণং নাম—যথা রূপবিশেষস্যৈব সংস্থানং প্রদীপঃ করণং সর্বরূপপ্রকাশনে, এবং সর্ববিষয়-বিশেষাণামেব স্বাত্মবিশেষপ্রকাশকত্বেন সংস্থানান্তরাণি করণানি প্রদীপবৎ। তস্মান্ন করণানাং পৃথক্‌প্রলয়ে যত্নঃ কার্যঃ, বিষয়সামান্যাত্মকত্বাদ্বিষয়-প্রলয়েনৈব প্রলয়ঃ সিদ্ধো ভবতি করণানামিতি ॥ ১১ ॥ ১১ ॥

টীকা। স যথা সর্বাসামপামিত্যাদি[illegible]—কিঞ্চান্যদিতি। তদেব ব্যাকরোতি—স যেত্যাদিনা। প্রলয়কালে [illegible]তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাপত্তো ব্রহ্ম-বিতি সম্বন্ধঃ। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—তদ্যথেতি। তথাপি [illegible]

করণানাং বিষয়াকারেণ পরিণতানাং—তন্মাত্রাদীনামিতি। পূর্ব্ববৎ প্রলয়াদিকং শেষঃ। একায়নপ্রক্রিয়ানবাত্ত্বাবিবক্ষিতঃ॥১১॥১১

ভাষ্যানুবাদ। আরও এক কথা; কেবল সৃষ্টিকালেও স্থিতি-সময়েই যে, ব্রহ্মব্যতিরেকে সত্তা থাকে না বলিয়া জগতের ব্রহ্মাত্মকতা, তাহা নহে, প্রলয়কালেও সেইরূপ; জলজ ফেন, তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদ্‌ প্রভৃতির যেরূপ জল ব্যতিরেকে কোনও অস্তিত্ব নাই, তদ্রূপ প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন নাম, রূপ ও কর্ম্মরাশি যখন তাঁহাতে বিলীন হয়, তখনও প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে নামরূপাদির কোনও অস্তিত্ব থাকে না; অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক ও একমাত্র প্রজ্ঞানস্বরূপ; এখন এ কথাই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন। বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্তগুলি প্রলয়ের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইতেছে। ১

শ্রুতির 'সঃ' পদটি দৃষ্টান্তবোধক; 'যথা' অর্থ—যে প্রকারে; সমুদ্র যে প্রকার নদী, বাপী ও তড়াগাদিগত সমস্ত বিশেষ বিশেষ জলের একায়ন—একমাত্র গন্তব্য স্থান—প্রলয়ের একমাত্র নিকেতন; অর্থাৎ সমুদ্রের সহিত জলের অবিভাগাবস্থাপ্রাপ্তি; এই দৃষ্টান্তটি যে প্রকার, ঠিক সেই প্রকার বায়ুর আত্মভূত অর্থাৎ বায়ু-স্বভাব মৃদু, কর্কশ, কঠিন ও পিচ্ছিলাদি সর্ব্বপ্রকার স্পর্শেরই ত্বক্‌ হইতেছে একায়ন। এখানে ত্বক্‌শব্দে ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য সামান্যতঃ স্পর্শমাত্রই বুঝিতে হইবে; জলসমূহ যেরূপ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ বিশেষ বিশেষ সমস্ত স্পর্শই সেই স্পর্শসামান্যে অন্তর্ভূত হয়—তাহার অভাবে অভাবগ্রস্ত হয়; কারণ, স্থিতিকালে সেই বিশেষ বিশেষ স্পর্শগুলি সেই সামান্যেরই অবস্থাবিশেষরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে মাত্র; [সুতরাং প্রলয়কালে সে সমুদয় বিশেষগুলি সেই সামান্যের মধ্যেই বিলীন হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়ে] ॥২

ত্বকে স্পর্শবিশেষের অন্তর্ভাবের ন্যায় সেই ত্বক্‌শব্দবাচ্য স্পর্শসামান্যও আবার মনঃসংকল্পে অর্থাৎ মনের বিষয়ীভূত যাহা কিছু আছে, তাহাতে—বিশেষ বিশেষ স্পর্শসমূহ যেরূপ তদ্বিষয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ মানস সঙ্কল্প ছাড়া তাহার আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না; এইরূপ মনের বিষয় সঙ্কল্পও সাধারণতঃ বুদ্ধির বিষয়মাত্রের অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়—তদতিরিক্ত সত্তাশূন্য হইয়া থাকে। এই বুদ্ধিবিজ্ঞানে বিলীন হইয়া তদাত্মকতাব প্রাপ্ত হইবার পর, জলসমূহ যেমন সমুদ্রে মিলিয়া যায়, তেমনি সেই বিজ্ঞানও আবার প্রজ্ঞানঘন পরব্রহ্মে বিলীন হয়। এবংবিধ পর-

পরাক্রমে গ্রহণীয় শব্দাদি বিষয় ও তদ্গ্রাহক ইন্দ্রিয়বর্গ প্রজ্ঞানঘন পরব্রহ্মে বিলীন হইলে পর, উপাধিকৃত সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মের তিরোধান হইয়া যায়, প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্মও তখন সৈন্ধবখিণ্ডের ন্যায় একরস (একস্বভাব), অপরিচ্ছিন্ন, অসীম ও ভেদশূন্য হইয়া থাকেন। অতএব আত্মাকেই অদ্বিতীয় একমাত্র সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে॥৩

সেইরূপ নাসিকাদ্বয় অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়মাত্রই হইতেছে—সমস্ত গন্ধের অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ সমস্ত সুরভির [একায়ন]; সেইরূপ জিহ্বা অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সামান্য হইতেছে—সমস্ত রসের—বিশেষাবস্থাপন্ন সমস্ত জলের [একায়ন]; সেইরূপ চক্ষু অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সামান্য হইতেছে—সমস্ত রূপের—বিশেষ বিশেষ সমস্ত তেজের [একায়ন]; সেইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সামান্য হইতেছে সমস্ত শব্দের [একায়ন], ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের মত। সেইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সামান্যেরও মনের সাধারণ বিষয়াত্মক সংকল্পে; সেই মানস বিষয়সামান্যেরও আবার বুদ্ধির সাধারণ বিষয়াত্মক বুদ্ধিবিজ্ঞানে; বিজ্ঞানাত্মতায় প্রাপ্ত হইয়া, পরি-শেষে সেই বিজ্ঞানঘনও পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে। সেইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহের বচন, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও আনন্দ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াত্মক বিষয়গুলিও সেই সেই জাতীয় ক্রিয়াসামান্যে প্রবিষ্ট হয়; তখন সমুদ্রে প্রবিষ্ট জলসমূহের ন্যায় বিভাগযোগ্য আর কিছু থাকে না—মিলিয়া এক হইয়া যায় (১)। সেই সেই সাধারণ ভাবগুলিও আবার সর্ব্বসামান্যাত্মক প্রাণস্বরূপাপন্ন হয়; সেই প্রাণ ত বস্তুতঃ বিজ্ঞানাতি-রিক্ত নয়—শুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপই বটে; কারণ, কৌষীতকিব্রাহ্মণে পঠিত আছে

(১) তাৎপর্য্য—সমস্ত বস্তুরই দুইটি অবস্থা আছে—(১) সামান্যাবস্থা, (২) বিশেষাবস্থা; যেমন মনুষ্যসমষ্টির সামান্য অবস্থা মনুষ্যত্ব, আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি তাহার বিশেষাবস্থা; বিশেষাবস্থামাত্রই সামান্যাবস্থার অন্তর্ভুক্ত; তদনুসারে নদ-নদী-তড়াগ প্রভৃতির জলগুলিকে জলের বিশেষাবস্থা বলা হইয়াছে, আর সেই জলের সমষ্টিভূত সমুদ্রকে জলের সামান্যাবস্থা বলিয়া বলা হইয়াছে; সেইজন্য নদ নদীর বিশেষ বিশেষ জলগুলি সমুদ্রে যাইয়া মিলিয়া এক হইয়া যায়। আলোচ্য স্থলেও ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য সামান্য বিষয় হইতেছে স্পর্শমাত্র; মৃদুস্পর্শ, কঠিনস্পর্শ প্রভৃতি স্পর্শগুলি তাহারই বিশেষাবস্থামাত্র; এইজন্য সেই মৃদু-কঠিনাদি স্পর্শগুলি সামান্য স্পর্শে আত্মবিসর্জ্জন করে, অর্থাৎ সামান্য স্পর্শের অতিরিক্ত সত্তা তাহাদের নাই, এইরূপ গন্ধাদির সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

যে, 'যাহা প্রাণ নামে প্রসিদ্ধ, তাহা বস্তুতঃ প্রজ্ঞাস্বরূপ ; আবার যাহা প্রজ্ঞা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাও প্রাণস্বরূপ' ইতি। ৪

ভাল, সকল স্থলে কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েরই লয়ের কথা অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও বিষয়গ্রাহক ইন্দ্রিয়াদির লয়ের কথা অভিহিত হয় নাই ; ইহার অভিপ্রায় কি ? হাঁ, এ কথা আংশিক সত্য বটে, কিন্তু শ্রুতি মনে করেন যে, করণবর্গ ও বিষয়সমূহ, উভয়ই একজাতীয়, ভিন্নজাতীয় নহে ; কারণ, শব্দাদি বিষয়সমূহই স্ব-স্ব-প্রতীতির উপায়ভূত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া করণ সংজ্ঞায়—চক্ষুঃ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয় মাত্র; রূপপ্রকাশনের উপায়-ভূত প্রদীপ যেমন তৈজস রূপেরই অবস্থাবিশেষ মাত্র ; ঠিক সেই প্রদীপেরই মত বিশেষ বিশেষ বিষয়েই স্বগত বৈচিত্র্যবিশেষ-প্রত্যায়ক বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলিই চক্ষুঃপ্রভৃতি করণবর্গরূপ প্রকটিত হয় ; সেই জন্যই করণবর্গের প্রলয়-নিরূপণের জন্য আর পৃথক্ প্রযত্নের আবশ্যক হয় না ; কেন না, করণবর্গ যখন বিষয়সমূহেরই সামান্যাত্মক বা সাধারণ অবস্থা মাত্র, তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের প্রলয়-কথনেই করণ-সমূহেরও প্রলয়োক্তি সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১১৭ ॥ ১১ ॥

আভাসভাষ্যম্। দৃশ্যং সর্ব্বং যদয়মাত্মেতি প্রতিজ্ঞাতম্ ; তত্র হেতুরভিহিত আত্মসামান্যমাত্মজত্বমাত্মপ্রলয়ত্বঞ্চ। তস্মাচ্চোৎপত্তিস্থিতি-প্রলয়কালেষু প্রজ্ঞানব্যতিরেকেণাভাবাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মৈব আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি প্রতিজ্ঞাতং যৎ, তত্তর্কতঃ সাধিতম্। স্বাভাবিকোঽয়ং প্রলয় ইতি পৌরাণিকা বদন্তি ; যস্তু বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ প্রলয়ো ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্মবিদ্যানিমিত্তঃ, অয়মাত্যন্তিক ইত্যাচক্ষতে—অবিদ্যানিরোধদ্বারেণ যো ভবতি ; তদর্থোঽয়ং বিশেষারম্ভঃ—

আভাসভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে যে, দৃশ্যমান যাহা কিছু, তৎসমস্তই আত্মস্বরূপ ; তদ্বিষয়ে, আত্মার সাধারণ-ভাব, আত্মা হইতে উৎপত্তি, এবং আত্মাতেই প্রলয়, এই কয়টী হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে ; অতএব উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়সময়ে চৈতন্য-সত্তার অতিরিক্ত সত্তা না থাকায় "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত বিষয়েরও সত্যতা সমর্থিত হইয়াছে ; কিন্তু পৌরাণিক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, ইহা হইতেছে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক প্রলয়, আর ব্রহ্মবিদ্‌গণের ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে যে, জ্ঞানকৃত প্রলয়, তাহাই আত্যন্তিক প্রলয় ; সৃষ্টির কারণীভূত অবিদ্যানিবৃত্তি দ্বারা ইহা সম্পন্ন হইয়া

থাকে, [ইহার পর আর পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইবে না], এই বিষয়টি প্রতিপাদন করিবার জন্য পরবর্ত্তী বিশেষ উপদেশের আবশ্যক হইতেছে—

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত নাহাস্যোদ্গ্রহণায়েব স্যাৎ। যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈবং বা অর ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১১৮ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ দৃষ্টান্তান্তরমুচ্যতে—সঃ (দৃষ্টান্তঃ)—যথা (যদ্বৎ) সৈন্ধবখিল্যঃ লবণপিণ্ডঃ) উদকে (জলে) প্রাস্তঃ (প্রক্ষিপ্তঃ সন্) উদকম্ এব অনু : (স্বযোনিং জলম্ এব লক্ষীকৃত্য) বিলীয়েত ; অস্য (সৈন্ধবখিল্যস্য উদ্গ্রহণায় (পূর্ব্ববৎ পৃথককৃত্য গ্রহীতুং) ন হ (নৈব) স্যাৎ (কশ্চিদপি সমর্থঃ ন ভবেদিত্যর্থঃ)। তু (পুনঃ) যতঃ যতঃ (যস্মাৎ যস্মাৎ অংশাৎ) আদদীত (উদকম্ আদায় আচামেৎ), [সর্ব্বত্র] লবণম্ লবণরসম্) এব [আস্বাদয়েৎ, ন তু সৈন্ধবখিল্যম্] ; অরে মৈত্রেয়ি, এবং বৈ (এবমেব) ইদং (পরমাত্মাখ্যং) মহৎ (অপরিচ্ছিন্নং ভূতং (নিত্যবস্তু) অনন্তম্ অপারম্ বিজ্ঞানঘনঃ (বিজ্ঞান-মাত্ররূপঃ এব (নিশ্চয়ে) [ন তদন্যৎ কিঞ্চিৎ] এতেভ্যঃ (যথোক্তেভ্যঃ) ভূতেভ্যঃ (পৃথিব্যাদিভ্যঃ) সমুত্থায় (উৎপদ্য) তানি অনু বিনশ্যতি (বিনশ্যন্তি ভূতানি লক্ষীকৃত্য বিনশ্যতীত্যর্থঃ) ; প্রেত্য (বিনাশানন্তরং) বিশেষসংজ্ঞা (অয়মহং, ইমে অন্যে ইত্যাদিরূপা বিশেষবুদ্ধিঃ) ন অস্তি, (তদা নামরূপাদিকৃতবিশেষবুদ্ধিরপি বিলীয়তে ইতি ভাবঃ) ইতি (এতৎ) অরে মৈত্রেয়ি, ব্রবীমি কথয়ামি) ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ (উক্তবান্ কিল) ॥ ১১৭ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ—অপর দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—সেই দৃষ্টান্তটি এইরূপ : সৈন্ধবখিল্য অর্থাৎ লবণখণ্ড যেমন জলে নিক্ষিপ্ত হইলে সেই জলের সঙ্গে মিলিয়া যায়, কেহই আর তাহা পৃথক্ করিয়া উঠাইতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু সেই জলের যে যে অংশ হইতে জল লইয়া আস্বাদন করা যায়, সেইখানেই লবণরস অনুভূত হইয়া

থাকে; অরে মৈত্রেয়ি, ঠিক তেমনি এই নিত্যসিদ্ধ মহৎ অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘনই (শুদ্ধ চিন্মাত্রস্বরূপই) এই আকাশাদি ভূতকে অবলম্বন করিয়া প্রাদুর্ভূত হয়, আবার সেই সমস্ত ভূতের সঙ্গে সঙ্গেই মিশিয়া যায়; মিলিত হইবার পর, তাহার আর নামরূপাদি সম্বন্ধজনিত কোনও বিশেষ ধর্ম্ম থাকে না; অরে মৈত্রেয়ি, আমি ইহাই তোমাকে বলিতেছি—এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন॥ ১১৮॥ ১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে—স যথেতি। সৈন্ধবখিল্যঃ—সিন্ধোর্ব্বিকারঃ সৈন্ধবঃ, সিন্ধুশব্দেনোদকমভিধীয়তে, স্যন্দনাৎ সিন্ধুরুদকম্, তদ্বিকারঃ তত্রভবো বা সৈন্ধবঃ, সৈন্ধবশ্চাসৌ খিল্যশ্চেতি সৈন্ধবখিল্যঃ; খিল এব খিল্যঃ স্বার্থে যৎপ্রত্যয়ঃ। উদকে সিন্ধৌ যযোনৌ প্রাস্তঃ প্রক্ষিপ্তঃ উদকমেব বিলীয়মানম্ অনুবিলীয়তে; যত্তদ্ভৌমতৈজসসম্পর্কাৎ কাঠিন্য-প্রাপ্তিঃ খিল্যস্য স্বযোনিসম্পর্কাদপগচ্ছতি,—তৎ উদকস্য বিলয়নম্, তদনু সৈন্ধবখিল্যো বিলীয়ত ইত্যুচ্যতে; তদেতদাহ—উদকমেবানুবিলীয়েত ইতি। ন হ নৈব অস্য খিল্যস্যোদ্‌গ্রহণায় উদ্ধৃত্য পূর্ব্ববদ্‌-গ্রহণায় গ্রহীতুম্ নৈব সমর্থঃ কশ্চিৎ স্যাৎ সুনিপুণোঽপি; ইব-শব্দোঽনর্থকঃ। গ্রহণায় নৈব সমর্থঃ; কস্মাৎ? যতো যতঃ যস্মাদ্‌যস্মাদ্দেশাৎ তদুদকমাদদীত—গৃহীত্বা আস্বাদয়েৎ, লবণাস্বাদমেব তদুদকম্, ন তু খিল্যভাবঃ ১

যথায়ং দৃষ্টান্তঃ, এবমেব তু অরে মৈত্রেয়ি, ইদং পরমাত্মাখ্যং মহদ্ভূতং যস্মাৎ মহতো ভূতাদবিদ্যয়া পরিচ্ছিন্না সতী কার্য্যকরণোপাধিসম্বন্ধাৎ খিল্য-ভাবমাপন্নাসি, মর্ত্ত্যা জন্মমরণাশনায়াপিপাসাদিসংসারধর্ম্মবত্যসি, নামরূপ-কার্য্যাত্মিকা অমুষ্যায়ণোঽহমিতি; স খিল্যভাবঃ তব কার্য্যকরণভূতোপাধি-সম্পর্কভ্রান্তিজনিতঃ মহতি ভূতে স্বযোনৌ মহাসমুদ্রস্থানীয়ে পরমাত্মনি অজরেঽমরেঽভয়ে শুদ্ধে সৈন্ধবঘনবদেকরসে প্রজ্ঞানঘনেঽনন্তেঽপারে নিরন্তরেঽ-বিদ্যাজনিতভ্রান্তিভেদবর্জ্জিতে প্রবেশিতঃ; তস্মিন্ প্রবিষ্টে স্বযোনিগ্রস্তে খিল্যভাবেঽবিদ্যাকৃতে ভেদভাবে প্রণাশিতে—ইদমেকমদ্বৈতং মহদ্ভূতম্ মহচ্চ তদ্ভূতঞ্চ মহদ্ভূতং সর্ব্বমহত্তরত্বাৎ, আকাশাদিকারণত্বাচ্চ, ভূতং ত্রিষ্বপি কালেষু স্বরূপাব্যভিচারাৎ সর্ব্বদৈব পরিনিষ্পন্নমিতি ত্রৈকালিকো নিষ্ঠা-প্রত্যয়ঃ; অথবা ভূতশব্দঃ পরমার্থবাচী, মহচ্চ পারমার্থিকঞ্চেত্যর্থঃ।

লৌকিকস্তু যদ্যপি মহদ্ভবতি, স্বপ্নমায়াকৃতং হিমবদাদি-পর্বতোপমং ন পরমার্থবস্তু ; অতো বিশিনষ্টি—ইদং মহদ্ভূতমিতি ।২

অনন্তং নাস্যান্তো বিদ্যত ইত্যনন্তম্ ; কদাচিদাপেক্ষিকং স্যাদিত্যতো বিশিনষ্টি অপারমিতি । বিজ্ঞপ্তির্বিজ্ঞানং, বিজ্ঞানঞ্চ তদ্ঘনশ্চেতি বিজ্ঞানঘনঃ, ঘনশব্দো জাত্যন্তরপ্রতিষেধার্থঃ—যথা সুবর্ণঘনোঽয়োঘন ইতি । এব-শব্দো-ঽবধারণার্থঃ নান্যজ্জাত্যন্তরমন্তরালে বিদ্যত ইত্যর্থঃ । যদীদমেকমদ্বৈতং পরমার্থতঃ স্বচ্ছং সংসারদুঃখাসম্পৃক্তম্, কিংনিমিত্তোঽয়ং খিল্যভাব আত্মনঃ—জাতো মৃতঃ সুখী দুঃখ্যহং মমেত্যেবমাদিলক্ষণোঽনেকসংসারধর্মোপদ্রুতঃ ?—ইত্যুচ্যতে—এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ—যান্যেতানি কার্য্যকরণবিষয়াকারপরিণতানি নামরূপাত্মকানি সলিলফেনবুদ্বুদোপমানি স্বচ্ছস্য পরমাত্মনঃ সলিলোপমস্য, যেষাং বিষয়পর্য্যন্তানাং প্রজ্ঞানঘনে ব্রহ্মণি পরমার্থবিবেকজ্ঞানেন প্রবিলাপন-মুক্তং নদীসমুদ্রবৎ এতেভ্যো হেতুভূতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সত্যশব্দবাচ্যেভ্যঃ সমুত্থায় সৈন্ধবখিল্যবৎ—যথাঽদ্ভ্যঃ সূর্য্যচন্দ্রাদিপ্রতিবিম্বঃ, যথা বা স্বচ্ছস্য স্ফটিকস্যালক্তকাদ্যুপাধিভ্যো রক্তাদিভাবঃ, এবম্ কার্য্যকরণভূত-ভূতোপাধিভ্যো বিশেষাত্মখিল্যভাবেন সমুত্থায় সম্যগুত্থায় যেভ্যো ভূতেভ্য উত্থিতঃ, তানি যদা কার্য্যকরণবিষয়াকারপরিণতানি ভূতানি আত্মনো বিশেষাত্মখিল্যহেতুভূ-তানি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশেন ব্রহ্মবিদ্যয়া নদীসমুদ্রবৎ প্রবিলাপিতানি বিনশ্যন্তি, সলিলফেনবুদ্বুদাদিবৎ, তেষু বিনশ্যৎসু অন্বেব এষ বিশেষাত্মখিল্যভাবো বিনশ্যতি ; যথোদকালক্তকাদিহেত্বপনয়ে সূর্য্যচন্দ্রস্ফটিকাদি প্রতিবিম্বো বিনশ্যতি, চন্দ্রাদিস্বরূপমেব পরমার্থতো ব্যবতিষ্ঠতে, তদ্বৎ প্রজ্ঞানঘনমনন্তমপারং স্বচ্ছং ব্যবতিষ্ঠতে । ৩

ন তত্র প্রেত্য বিশেষসংজ্ঞাস্তি কার্য্যকরণসঙ্ঘাতেভ্যো বিমুক্তস্য ইত্যেবম্, অরে মৈত্রেয়ি, নাস্তি বিশেষসংজ্ঞেতি ব্রবীমি অহমস্মি অমুষ্য পুত্রঃ, মমেদং ক্ষেত্রং ধনং, সুখী দুঃখীত্যেবমাদিলক্ষণা, অবিদ্যাকৃতত্বাত্তস্যাঃ ; অবিদ্যায়াশ্চ ব্রহ্মবিদ্যয়া নিরন্বয়তো নাশিতত্বাৎ কুতো বিশেষসংজ্ঞাসম্ভবো ব্রহ্মবিদশ্চৈতন্য-স্বভাবস্থিতস্য ? শরীরাবস্থিতস্যাপি বিশেষসংজ্ঞা নোপপদ্যতে, কিমুত কার্য্য-করণবিমুক্তস্য সর্বতঃ—ইতি হ উবাচ উক্তবান্ কিল পরমার্থদর্শনং মৈত্রেয্যৈ ভার্য্যায়ৈ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১১৮ ॥ ১২ ॥

টীকা । স যথা সৈন্ধবখিল্য ইত্যাদেঃ সঙ্গতিং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—তত্রেত্যা-দিনা পূর্ব্বঃ সন্দর্ভো ব্যাখ্যাতে । প্রতিজ্ঞাতেঽর্থে পূর্ব্বোক্তং হেতুমনূদ্য সাধ্যসিদ্ধিং

হেতুভূতেভ্য ইতি। পূর্বস্মিন্ ব্রাহ্মণে বক্ষ্যমাণব্রাহ্মণবাচ্যতয়া ভেদাং প্রকৃতমাহ—নন্তোক্তি। যথা সৈন্ধব ঘন্ খিল্যঃ সিন্ধোরুদকস্যন্দনকর্মণ্যোপলক্ষিতে, তথা ভূতেভ্যঃ বিজ্ঞানাত্মা তত্রৈবাহ—সৈন্ধবখিল্যেতি। স্বরূপাদেব বিশুদ্ধাদি—যথেত্যাদিনা। ভাবেদেবত্যাদি সাহচর্যে—ভেদ্যা ইতি। বিজ্ঞাতৃত্বাদি তত্র হেতুযোগেনোক্তমিতি যাবৎ। ব্রহ্মবিজ্ঞানেনযৌ 'হেতুনাং—শাস্ত্রেতি। তৎকথং সমুদ্রশব্দে-সমুদ্রীতি। যথা সৈন্ধবে কেবলমেব বিলয়তি, তথা হেতু ভূতেষু বিলয়ং সৎস্বরূপ পশ্চাৎ বিজ্ঞানাত্মা নশ্যতী-ত্যাহ—অনুবিনশ্যতীতি। কিং পুনস্তাসাং বিজ্ঞাতৃত্বং চ বিনাশে সত্যভিধীয়তে? তত্রাহ—ন প্রেত্যেতি। ৩

তদেব বিবৃণোতি—স যথেতি। উদকমেব ব্যাপ্যার্থং দৃষ্টান্ত—সাহাভীতি। ব্রহ্মবিজ্ঞানেন-বীজস্য বিশেষণেনোক্তভাব· কৈবল্যতিকভাবেন কথয়তি—পরমাত্মানমিহৈবমেতি। স্বভ-ভেতি যাবৎ। সর্বতঃ বাক্যার্থবিভুক্তবেতি নবতঃ ॥১১॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইতেছে—'স যথা' ইত্যাদি। সৈন্ধবখিল্য—সৈন্ধব অর্থ—সিন্ধুর বিকার; এখানে সিন্ধু অর্থে জল অভিহিত হইয়াছে; কারণ, স্যন্দন বা ক্ষরণ হওয়া জলেরই স্বাভাবিক ধর্ম; স্যন্দন হেতুই জলের নাম সিন্ধু; যাহা ঐ সিন্ধুর বিকার, বা সিন্ধুতে উৎপন্ন, তাহা সৈন্ধব; খিল্য অর্থ—খিল (পিণ্ড), স্বার্থে তদ্ধিত 'য' প্রত্যয় হইয়াছে। সৈন্ধব-খিল্য অর্থ—যাহা সৈন্ধব, তাহাই খিল্য। সেই সৈন্ধব-খিল্য স্বযোনি জলের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া জলের সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়; পার্থিব উত্তাপ-সংযোগ বশতঃ খিল্যের যে কঠিনতা হইয়া থাকে, স্বকারণীভূত জলসংস্পর্শে যে তাহার অপগম বা অন্তর্দ্ধান, তাহাই [সৈন্ধবখিল্যের উপাদানভূত] উদকের বিলয়; সুতরাং সেই জল-বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে, সৈন্ধবখিল্যের বিলয় হইয়া থাকে, এখানে "উদকমেব অনু বিলীয়তে" কথায় তাহাই ব্যক্ত করা হইতেছে। অতি বিচক্ষণ লোকও এই সৈন্ধবখিল্যকে পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক্ করিয়া উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না; কারণ? যে হেতু, যে যে অংশ হইতে ঐ জল গ্রহণ করা যায়—গ্রহণ করিয়া আস্বাদন করা যায়, সেই জলে কেবল লবণাস্বাদই পাওয়া যায়, কিন্তু খিল্যভাব আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে ["গ্রহণায়—ইব"] এই 'ইব' শব্দটির কোনই অর্থ নাই। ১

অয়ে মৈত্রেয়ি, যেরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, ঠিক এইরূপই পরমাত্মা মহৎ ভূত (নিত্যসিদ্ধ পদার্থ)—তুমি অবিদ্যাপ্রভাবে যে মহৎ ভূত হইতে বিচ্ছিন্ন ও পরিচ্ছিন্ন হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিসম্পর্ক বশতঃ খিল্যভাব

(পৃথক্ ব্যক্তিভাব) প্রাপ্ত হইয়াছ—মর্ত্ত্যরূপে জন্ম, মরণ, অশনায়া, পিপাসা প্রভৃতি সংসার-ধর্ম-যুক্ত হইয়াছ ; আমি অমুকের বংশজাত—অমুক বলিয়া আপনাকে নাম-রূপ-কার্য্যাত্মক মনে করিতেছ ; দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিসম্পর্ক-জনিত ভ্রমাত্মক তোমার সেই খিল্যভাবটি যদি অজর, অমর, অভয়, অনন্ত, অপার, নিত্যশুদ্ধ ও সৈন্ধবপিণ্ডবৎ একরসাত্মক জ্ঞান-স্বরূপ ব্যবধানরহিত এবং অবিদ্যা-জনিত ভ্রমরহিত নিত্যসিদ্ধ মহৎ স্বযোনি পরমাত্মাতে প্রবেশিত হয় ;—তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে উক্ত খিল্যভাবটিও স্বকারণে বিলীন হইয়া যায় ; তখন অবিদ্যাকৃত সমস্ত ভেদও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন—এই এক অদ্বিতীয় মহৎ ভূত ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া এবং আকাশাদি মহাভূতের কারণ বলিয়াও মহৎ, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়েই তাহার স্বরূপহানি ঘটে না, সর্ব্বদাই সিদ্ধবৎ থাকে, এই কারণেই ভূ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠাপ্রত্যয় ('ক্ত' প্রত্যয়) হইয়াছে। অথবা ভূতশব্দটি পরমার্থ বস্তুবোধক ; [বুঝিতে হইবে যে,] তিনি মহৎও বটে, এবং পরমার্থ সৎও বটে ; জাগতিক পদার্থগুলি যদিও স্বপ্ন ও মায়াসমুত্থিত হিমালয়াদি পর্ব্বত সদৃশ মহৎ হউক, তথাপি তাহা কখনই পারমার্থিক সত্য নহে ; এইজন্যই এখানে 'মহৎ' ও 'ভূত' শব্দে ব্রহ্মকে বিশেষিত করা হইয়াছে। ২

[সেই মহৎ ভূতটি] অনন্ত ; কারণ, দেশকালাদি দ্বারা তাহার অন্ত বা সীমা নির্দ্ধারিত করা যায় না ; আনন্ত্য ধর্ম্মটি সময়বিশেষে আপেক্ষিকও হইতে পারে ; এই জন্য বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,—'অপারম্', অর্থাৎ তাঁহার আনন্ত্য আপেক্ষিক নহে, স্বাভাবিক। বিজ্ঞান অর্থ—বিশেষ জ্ঞান ; বিজ্ঞানঘন অর্থ—বিজ্ঞানও বটে, ঘনও বটে ; 'ঘন' শব্দটি অন্যজাতীয় পদার্থের সম্বন্ধপ্রতিষেধক ; যেমন—সুবর্ণঘন (কেবলই সুবর্ণ), অয়োঘন (কেবলই লৌহ) ইত্যাদি। [বিজ্ঞানঘন এব] এই 'এব' শব্দটীর অর্থ অবধারণ—নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে অপরজাতীয় কোন পদার্থ বিদ্যমান নাই। ভাল কথা, এই পরমাত্মা যদি নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয় যথার্থ নির্ম্মল ও সংসারদুঃখে অসংস্পৃষ্ট হইবে, তাহা হইলে এই আত্মার খিল্য-ভাবের কারণ কি ? যাহার ফলে—জীবগণ 'আমি জাত, মৃত, সুখী, দুঃখী এবং আমি আমার ইত্যাদি অনেক প্রকার সংসার ধর্ম্মে উৎপীড়িত হইয়া থাকে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ"—বস্তু নিরূপিত

সলিলমধ্যে পরমাত্মার এই যে, জলীয় ফেন বুদ্বুদের ন্যায় দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াকারে পরিণত নামরূপাত্মক ধর্ম্ম, পরমার্থবিবেক-জ্ঞান দ্বারা কার্য্য, কারণ ও বিষয়াত্মক সে সমস্ত ধর্ম্মের—সমুদ্রে নদী-নালার ন্যায় প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মাতে বিলীন করার কথা উক্ত হইয়াছে, সত্য শব্দবাচ্য সেই মহৎ ভূত হইতে সৈন্ধবখিল্যের ন্যায় সমুত্থিত হইয়া—অর্থাৎ জলের সাহায্যে যেরূপ চন্দ্রসূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব উত্থিত হয়, অলক্ত (আলতা) প্রভৃতি লোহিত-দ্রব্যের সহযোগে যেরূপ স্বভাবশুভ্র স্ফটিকে লৌহিত্যাদি ভাব উপস্থিত হয়, তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয়াদি ভাবে পরিণত ভূতাত্মক উপাধির সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন আত্মারও বিশেষ বিশেষ খিল্যভাব উপস্থিত হইয়া থাকে; আত্মার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিভেদে খিল্যভাব প্রাপ্তির হেতুভূত এবং দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াকারে পরিণত সেই ভূতসমূহই আবার যখন শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ-জনিত ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে সমুদ্রে নদীসমূহের ন্যায় বিলাপিত (বিনাশিত) হয়, তখন সেই ভূতসমূহ বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে কথিত সেই আত্মারও সেই বিশেষ বিশেষ খিল্যভাবটি বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রতিবিম্ব সমুদ্ভবের হেতুভূত জল, অলক্ত (আলতা) বস্তুর অভাবে যেমন জলাদিগত চন্দ্র সূর্য্য ও স্ফটি-কাদির প্রতিবিম্বও বিনষ্ট হইয়া যায়—তখন তাহারা কেবল চন্দ্র সূর্য্যাদি-রূপেই অবস্থান করে, তেমনি উপাধিভূত ভূতবর্গের বিলয় হইলে পর, তজ্জনিত ঐ খিল্যভাবও অনন্ত অপার নির্ম্মল প্রজ্ঞানঘনস্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। ৩

অরে মৈত্রেয়ি, আমি বলিতেছি—সেই কৈবল্যাবস্থায় যখন প্রেত হয়—কার্য্যকরণাত্মক দেহপিণ্ড হইতে বিমুক্ত হয়, তখন তাহার আর বিশেষ সংজ্ঞা অর্থাৎ 'আমি অমুক, অমুকের পুত্র, আমার এই ক্ষেত্র ও ধনসম্পদ্, আমি সুখী দুঃখী' ইত্যাদি প্রকার বিশেষ জ্ঞান থাকে না; কারণ, একমাত্র অবিদ্যা হইতেই ঐ প্রকার বিশেষ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; সেই অবিদ্যাই যখন ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সমূলে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তখন নিজের স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যরূপে অবস্থিত সেই ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির বিশেষ সংজ্ঞা সদ্ভাবেরও সম্ভাবনা থাকে না; তখন দেহেন্দ্রিয়-সম্বন্ধ সত্তার আর কথা কি? যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি স্বীয় ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে এইরূপ পরমার্থ জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন ॥১১৮॥১২॥

সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্ন প্রেত্য সংজ্ঞা-

ত্তীতি ; স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যলং বা অর ইদং বিজ্ঞানায় ॥১১॥১৩॥

সম্বন্ধার্থঃ। সা (এবং প্রবোধিতা) মৈত্রেয়ী উবাচ হ (কিল) ভগবান্ (পূজনীয়ো ভবান্) 'ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি' অত্র (বিষয়ে) এব মা (মাম্) অমূমুহৎ (বিমোহিতবান্)। [এবমুক্তঃ] সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—অরে (হে মৈত্রেয়ি), অহং ন বৈ (নৈব) মোহং (মোহকরং বাক্যম্) ব্রবীমি; অরে (হে মৈত্রেয়ি), ইদং (মদুক্তং 'ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি' বাক্যং) বিজ্ঞানায় (বিশেষেণ জ্ঞাতুম্) বৈ অলং (পর্য্যাপ্তং বোধ্যমিত্যর্থঃ) ॥১১॥১৩॥

মূলানুবাদ। মৈত্রেয়ী এইরূপ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন—পূজনীয় আপনি যে, বলিয়াছেন—প্রেত্যভাবের পর বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না, এখানেই আমাকে বিমোহিত করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রেত্যভাবের পর যে, বিশেষ বিজ্ঞান কেন থাকে না, তাহা আমি বুঝিতেছি না। তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে মোহকর (ভ্রান্তিজনক মিথ্যা) বাক্য বলিতেছি না; এ বিষয়টি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবারও উপযুক্ত বটে ॥১১॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—এবং প্রতিবোধিতা সা হ কিল উবাচ উক্তবতী মৈত্রেয়ী—অত্রৈব এতস্মিন্নেবৈকস্মিন্ বস্তুনি ব্রহ্মণি বিরুদ্ধধর্ম্মত্বমাচক্ষাণেন ভগবতা মম মোহঃ কৃতঃ, তদাহ—অত্রৈব মা ভগবান্ পূজাবান্ অমূমুহৎ মোহং কৃতবান্। কথং তেন বিরুদ্ধধর্ম্মত্বমুক্তমিত্যুচ্যতে পূর্ব্বং বিজ্ঞানঘন এবেতি প্রতিজ্ঞায়, পুনর্ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি; কথং বিজ্ঞানঘন এব? কথং বা ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তীতি? ন হুষ্ণঃ শীতশ্চাগ্নিরেবৈকো ভবতি, অতো মূঢ়াস্ম্যত্র। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ন বৈ অরে মৈত্রেয়ি, অহং মোহং ব্রবীমি, মোহনং বাক্যং ন ব্রবীমীত্যর্থঃ।

ননু কথং বিরুদ্ধধর্ম্মত্বমবোচঃ—বিজ্ঞানঘনং সংজ্ঞাভাবঞ্চ; ন ময়েদমেকস্মিন্ ধর্ম্মিণি অভিহিতম্; ত্বয়ৈবেদং বিরুদ্ধধর্ম্মত্বেন একং বস্তু পরিগৃহীতং ভ্রান্ত্যা; ন তু ময়োক্তম্—ময়া তু ইদমুক্তম্;—যস্তু অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতঃ কার্য্য-

করণসম্বন্ধাপগমঃ খিল্যভাবঃ, তস্মিন্ বিদ্যয়া নাশিতে, তন্নিমিত্তা যা বিশেষসংজ্ঞা শরীরাদিসম্বন্ধিনি অন্যত্বদর্শনলক্ষণা, সা কার্য্যকরণসঙ্ঘাতোপাধৌ প্রবিলাপিতে নশ্যতি, হেত্বভাবাৎ, উদকাদ্যাধারনাশাদিব চন্দ্রাদিপ্রতিবিম্বঃ তন্নিমিত্তশ্চ প্রকাশাদিঃ; ন পুনঃ পরমার্থচন্দ্রাদিত্যস্বরূপনাশবৎ অসংসারি-ব্রহ্মস্বরূপস্য বিজ্ঞানঘনস্য নাশঃ; তদ্ বিজ্ঞানঘন ইত্যুক্তম্; স আত্মা সর্ব্বস্য জগতঃ; পরমার্থতো ভূতনাশান্ন বিনাশী; বিনাশী ত্ববিদ্যাকৃতখিল্যভাবঃ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ; অয়ন্তু পারমার্থিকোঽবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা, অতঃ অলং পর্য্যাপ্তং বৈ অরে ইদং মহদ্ভূতম্ অনন্তমপারং যথাব্যাখ্যাতং বিজ্ঞানায় বিজ্ঞাতুম্, "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ" ইতি হি বক্ষ্যতি ॥ ১১১ ॥ ১৩ ॥

টীকা। উক্তং পরমার্থদর্শনমেব বাক্যীকর্তুং চোদয়তি—প্রবাদমিতি। তেন ব্রহ্ম-বক্তোক্তেতি যাবৎ। ইতি বক্তা বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বমুক্তমিতি শেষঃ। এবং মন্যেঽপি কুতো বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বোক্তিরত আহ—কথমিতি। একস্যৈব বিজ্ঞানঘনত্বে সংজ্ঞারাহিত্যে চ কুতো সংমোহবীজত্বাপত্তেরাহ—ন হীতি। বিরোধবুদ্ধিফলমাহ—অত ইতি। অত্রোত্তর-বিবরণমারম্ভঃ। ন বা ইতি প্রতীকং গৃহীত্বা ব্যাকরোতি—অয়মিতি। মোহকং বাক্যং ব্রবীত্যেব ভবানিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। সমাধত্তে—ন ময়েতি। কথং তর্হি মৈত্রেয়্যা-স্যৈবং এতদপি বিরুদ্ধধর্ম্মবদ্বুদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অবৈমস্ত্বিতি। যদা তর্হি কিমুক্তমিতি, তত্রাহ—ময়া ত্বিতি। বিদ্যাভাবস্য বিনাশে প্রত্যগাত্মস্বরূপমেব বিনষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন পুনরিতি। ব্রহ্মস্বরূপস্যানাশে বিজ্ঞানঘনস্য কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদিতি। বিজ্ঞানঘনস্য ব্রহ্মত্বং দর্শয়তি—আত্মেতি। কথং তর্হি তান্যেবানুবিনশ্যতীতি, তত্রাহ—ভূতনাশেতি। বিদ্যাভাবস্যাবিদ্যাকৃতত্বে প্রমাণমাহ—বাচারম্ভণমিতি। বিদ্যা-ভাববৎ প্রত্যগাত্মনোঽপি বিনাশিত্বং ভাবিতি চেন্নেত্যাহ—অয়ং ত্বিতি। পারমার্থিকত্বে প্রমাণমাহ—অবিনাশীতি। অবিনাশিত্বফলমাহ—অত ইতি। পর্য্যাপ্তং বিজ্ঞাতুমিতি সম্বন্ধঃ। ইদমিত্যাদিশব্দানাং পদার্থব্যাখ্যানং সূচয়তি—যথেতি। বিজ্ঞানঘন এবেত্যত্র বাক্যশেষং প্রমাণয়তি—ন হীতি ॥ ১১ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। মৈত্রেয়ী এইরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—এই বিষয়েই অর্থাৎ একই ব্রহ্মে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ করিয়া আমার মোহ বা ভ্রম সমুৎপাদন করিয়াছেন; এই কথাই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, ভগবান্—পূজনীয় আপনি এ বিষয়েই আমাকে মোহিত করিয়াছেন। তিনি যে, কিরূপে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বলিতেছেন—প্রথমে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে যে, আত্মা নিশ্চয়ই

বিজ্ঞানঘন; শেষে আবার বলা হইয়াছে যে, প্রেত্যভাবের পর আর বিশেষ সংজ্ঞা থাকে না; কিরূপেই বা বিজ্ঞানঘন, আবার কিরূপেই প্রেত্যভাবের পর সংজ্ঞা-লোপ সম্ভবপর হয়? কারণ, একই অগ্নি কখনই শীতল ও উষ্ণ হইতে পারে না; অতএব কাজেই আমি এবিষয়ে বিমূঢ়া হইতেছি। এ কথার পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, আমি কখনই মোহ বলিতেছি না, অর্থাৎ মোহকর বাক্য বলিতেছি না।

মৈত্রেয়ীর আশঙ্কা এই যে, একবার 'বিজ্ঞানঘন' আবার 'সংজ্ঞাভাব' বলায় তুমি ত আত্মার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধর্ম্মই নির্দ্দেশ করিতেছ? [তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] আমি একই বস্তুতে উক্ত ধর্ম্মদ্বয় নির্দ্দেশ করি নাই; তুমিই ভ্রান্তিবশতঃ একই বস্তুকে উক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে গ্রহণ করিয়াছ মাত্র; আমি কিন্তু সেরূপ কথা কখনও বলি নাই; আমি বলিয়াছি, অবিদ্যা-প্রভাবে আত্মার যে, দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধাধীন খিল্যভাব (ব্যক্তিত্ব) উপস্থিত হয়, আত্মজ্ঞান দ্বারা সেই খিল্যভাব তিরোহিত হইলে পর, দেহেন্দ্রিয়াদি-সঙ্ঘাতোপাধি ও বিষয়াসঙ্গজনিত শরীরাদি-সম্বন্ধাধীন ভেদদর্শনাত্মক সেই বিশেষ সংজ্ঞাও বিলুপ্ত হইয়া যায়; কারণ, তখন তাহার কারণীভূত অবিদ্যাদি দোষ বর্ত্তমান থাকে না; কাজেই প্রতিবিম্বাশ্রয় জলাদি-বিনাশে যেরূপ তদগত চন্দ্রাদি প্রতিবিম্ব ও তজ্জনিত প্রকাশাদি ধর্ম্মের বিলোপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু প্রতিবিম্বনাশে যেরূপ বিম্বাধার চন্দ্র ও আদিত্যাদি পদার্থের স্বরূপহানি ঘটে না, তদ্রূপ বিশেষ সংজ্ঞালোপেও অসংসারী ব্রহ্মস্বরূপ বিজ্ঞানঘনের স্বরূপতঃ বিনাশ হয় না; এইজন্য তাঁহাকে 'নিত্য বিজ্ঞানঘন' বলা হইয়াছে। সেই বিজ্ঞানঘনই সর্ব্ব জগতের আত্মা; সুতরাং দেহোপাদান ভূতসমূহের বিনাশেও তাহার স্বরূপতঃ বিনাশ হয় না; কিন্তু অবিদ্যাকৃত খিল্যভাবটীরই কেবল বিনাশ হয়; কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে—বিকারমাত্রই (কার্য্যবস্তুমাত্রই) কেবল বাক্যাশ্রয় নাম মাত্র; অরে মৈত্রেয়ি, পরমার্থ সৎ এই আত্মা কিন্তু অবিনাশী; অতএব এই অনন্ত অপার মহৎ ভূত পরমাত্মার স্বরূপ যেরূপ বর্ণনা করিলাম, তাহা বুঝিতে পারা যায়; ইহার পরেও বলিবেন—'অবিনাশী বলিয়াই বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিলোপ বা বিনাশ নাই' ইতি ॥ ১১১ ॥ ১৩ ॥

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি,

তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরংশৃণোতি, তদিতর ইতর-মভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি, যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়া-দিতি ॥১২০॥১৪।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥২॥৪॥

সরলার্থঃ। যদুক্তং—ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি, তদুপপাদয়িতুমাহ—যত্রেত্যাদি। [অরে মৈত্রেয়ি,] যত্র (অবিদ্যাবস্থায়াং) হি (নিশ্চয়ে,) দ্বৈতম্ ইব ভবতি (একস্মিন্ অদ্বয়ে ব্রহ্মণি ভিন্নমিব বস্তুদ্বয়ং প্রতীয়মানং ভবতি), তৎ (তত্র) ইতরঃ ইতরং জিঘ্রতি (কর্তৃভূতঃ অন্যঃ কর্মভূতম্ অন্যং জিঘ্রতীত্যর্থঃ); তৎ (তত্র) ইতরঃ ইতরং পশ্যতি, তৎ ইতরঃ ইতরং শৃণোতি ; তৎ ইতরঃ ইতরম্ অভিবদতি, তৎ ইতরঃ ইতরম্ মনুতে, তৎ ইতরঃ ইতরং বিজানাতি। তদা ভেদসাপেক্ষঃ সর্ব্বো ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ]। [পক্ষান্তরে] যত্র বৈ সর্ব্বং (নামরূপাত্মকং জগৎ) অস্য (ব্রহ্মবিদঃ) আত্মা এব অভূৎ (আত্মব্যতিরেকেণ সর্ব্বেষামভাবঃ সম্পদ্যতে), তৎ (তত্র বিদ্যাবস্থায়াং) কেন (করণেন) কং (বিষয়ং) জিঘ্রেৎ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যং কুর্য্যাৎ)? তৎ কেন কং পশ্যেৎ? তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ? তৎ কেন কম্ অভিবদেৎ (প্রণদেৎ)? তৎ কেন কং মন্বীত? তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ (সর্ব্বাত্মকত্বোপপত্তৌ ভেদাভাবাৎ আঘ্রাণাদিব্যাপারাণামত্যন্তনিবৃত্তিঃ সুতরামুপপদ্যতে ইতি ভাবঃ]। অরে মৈত্রেয়ি, যেন (চৈতন্যেন) ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং বিজানাতি (বিশেষেণ অবগচ্ছতি), কেন (করণেন) তং (বিজ্ঞানঘনম্ আত্মানং) বিজানীয়াৎ? (জ্ঞাতুং শক্নুয়াৎ?); বিজ্ঞাতারং (সর্ব্ববিজ্ঞানসাক্ষিভূতং তং) কেন বিজানীয়াৎ? (ন কেনাপীত্যর্থঃ) ইতি ॥ ১২০ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। অয়ি মৈত্রেয়ি, যে অবস্থায় দ্বৈতবৎ—ভিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেই অবস্থায়ই অপরে অপরকে (গন্ধ) আঘ্রাণ

করে, একে অপরকে দর্শন করে, অন্তে অন্তকে শ্রবণ করে, একে অপরকে অভিবাদন করে, অপরে অপরকে চিন্তা করে, অপরে অপরকে বিশেষরূপে জানে; অর্থাৎ সেই অবিদ্যাবস্থাতেই ভেদসাপেক্ষ দর্শনাদি সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, সাধকের যে অবস্থায় সমস্তই (জগৎই) আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তুর সত্তা-স্ফূর্ত্তি হয় না, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে শ্রবণ করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে অভিবাদন করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে চিন্তা করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে বিশেষরূপে জানিবে? জীবগণ, যে বিজ্ঞানের সাহায্যে অপর সমস্ত বিষয় জানিয়া থাকে, তাহাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে? অয়ি মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে? অর্থাৎ সে সময় ভেদসাপেক্ষ সমস্ত ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া যায়॥ ১২০॥ ৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং তর্হি প্রেত্য সংজ্ঞা নাস্তীত্যুচ্যতে,—শৃণু—যত্র যস্মিন্নবিদ্যাকল্পিতে কার্য্যকরণসঙ্ঘাতোপাধিজনিতে বিশেষাত্মনি খিল্যভাবে, হি যস্মাদ্ দ্বৈতমিব পরমার্থতোহদ্বৈতে ব্রহ্মণি দ্বৈতমিব ভিন্নমিব বস্ত্বন্তরমাত্মন উপলক্ষ্যতে। নন্বু দ্বৈতেনোপমীয়মানত্বাৎ দ্বৈতস্য পারমার্থিকত্বমিতি? ন,—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইতিশ্রুত্যন্তরাদেকমেবাদ্বিতীয়মাত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি চ। ১

তৎ তত্র যস্মাদ্দ্বৈতমিব, তস্মাদেবেতরোহসৌ পরমাত্মনঃ খিল্যভূত আত্মা অপরমার্থঃ চন্দ্রাদেরিবোদকচন্দ্রাদিপ্রতিবিম্বঃ ইতরো ঘ্রাতা ইতরেণ ঘ্রাণেন ইতরং ঘ্রাতব্যং রূপাদিকং জিঘ্রতি; (১) ইতর ইতরমিতি কারকপ্রদর্শনার্থং, পশ্যতীতি ক্রিয়াফলয়োরভিধানম্। যথা ছিনত্তীতি যথোদ্যম্যোদ্যম্য নিপাতনং ছেদ্যস্য চ দ্বৈধীভাবঃ, উভয়ং ছিনত্তীত্যেকেনৈব শব্দেনাভিধীয়তে ক্রিয়াবসানত্বাৎ ক্রিয়া, ক্রিয়াব্যতিরেকেণ চ তৎফলস্যানুপলব্ধত্বাৎ। ইতরো ঘ্রাতা ইতরেণ ঘ্রাণেনেতরৎ ঘ্রাতব্যং জিঘ্রতি, তথা সর্ব্বং পূর্ব্ববদ্বিজানাতি, ইয়মবিদ্যাবদবস্থা। ২

(১) কচিৎ 'ঘ্রাতির ইতরং পশ্যতি' ঘ্রিতর ইতরং জিঘ্রতি, ইত্যেবং ক্রমো পাঠক্রমঃ, তত্রাপ্যাভাবাদপি অদ্ভুতফলয়োঃ বর্ত্ততে ইতি জ্ঞাতব্যম্।

যত্র তু ব্রহ্মবিদ্যয়া অবিদ্যা নাশমুপগমিতা, তত্রাত্মব্যতিরেকেণ অভাবঃ । যত্র বৈ অস্য ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বং নামরূপাদি আত্মন্যেব প্রবিলাপিতম্ আত্মৈব সংবৃত্তং—যত্রত্বস্যাত্মৈবাভূৎ, তৎ তত্র কেন করণেন কং ঘ্রাতব্যং কঃ জিঘ্রেৎ ? তথা পশ্যেৎ বিজানীয়াৎ ।৩

সর্ব্বত্র হি কারকসাধ্যা ক্রিয়া ; অতঃ কারকাভাবেঽনুপপত্তিঃ ক্রিয়ায়াঃ ; ক্রিয়াভাবে চ ফলাভাবঃ ; তস্মাদবিদ্যায়ামেব সত্যাং ক্রিয়াকারকফলব্যবহারো ন ব্রহ্মবিদঃ ; আত্মত্বাদেব সর্ব্বস্য নাত্মব্যতিরেকেণ কারকং ক্রিয়াফলং বাস্তি । ন চানাত্মা সন্ সর্ব্বমাত্মৈব ভবতি কস্যচিৎ ; তস্মাদবিদ্যয়ৈবানাত্মত্বং পরিকল্পিতম্ ; নতু পরমার্থত আত্মব্যতিরেকেণাস্তি কিঞ্চিৎ ; তস্মাৎ পরমার্থাত্মৈকত্বপ্রত্যয়ে ক্রিয়াকারকফলপ্রত্যয়ানুপপত্তিঃ ; অতো বিরোধাদ্ ব্রহ্মবিদঃ ক্রিয়াণাং তৎসাধনানাঞ্চাত্যন্তমেব নিবৃত্তিঃ । 'কেন কম্' ইতি ক্ষেপার্থং বচনম্, প্রকারান্তরানুপপত্তিদর্শনার্থম্ ; কেনচিদপি প্রকারেণ ক্রিয়াকরণাদি-কারকানুপপত্তেঃ । কেনচিৎ কঞ্চিৎ কশ্চিৎ কথঞ্চিন্ন জিঘ্রেদেবেত্যর্থঃ ।৪

যত্রাপ্যবিদ্যাবস্থায়াম্ অন্যঃ অন্যং পশ্যতি, তত্রাপি যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ ? যেন বিজানাতি, তস্য করণস্য বিজ্ঞেয়ে বিনিযুক্তত্বাৎ ; জ্ঞাতুশ্চ জ্ঞেয়ে এব হি জিজ্ঞাসা নাত্মনি । ন চাগ্নেরিবাত্মাত্মনো বিষয়ঃ, ন চাবিষয়ে জ্ঞাতুর্জ্ঞানমুপপদ্যতে ; তস্মাদ্ যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি, তং বিজ্ঞাতারং কেন করণেন কো বান্যো বিজানীয়াৎ । যদা তু পুনঃ পরমার্থ-বিবেকিনো ব্রহ্মবিদো বিজ্ঞাতৈব কেবলোঽদ্বয়ো বর্ত্ততে, তং বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি ॥ ১২০ ॥ ১৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থং-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ২ ॥ ৪ ॥

টীকা। আত্মনো বিজ্ঞানঘনত্বং প্রামাণিকং চেৎ, তর্হি বিশেষবিজ্ঞানমযুক্তমিতি শঙ্কতে—কথমিতি। অবিদ্যাকৃতবিশেষবিজ্ঞানাভাবাভিপ্রায়েণ বিশেষজ্ঞানোপপত্তিরিত্যুত্তরমাহ—শৃণ্বিতি। যস্মিন্ কালে বিদ্যাভাবে সতি যথাস্বপ্নেঽপি দ্বৈতমিব দ্বৈতমুপলভ্যতে, তস্মাৎ তস্মিন্ সতীতরঃ ইতরং [illegible] ভবতঃ। দ্বৈতমিথ্যাত্বমুক্ত্বা ব্যাচষ্টে—তিমি-রেতি। ইবশব্দোপাদানস্বরূপেণ দর্শয়তে—মায়াতি। দ্বৈতেন দ্বৈতজ্ঞানবীজমাহ [illegible] [illegible] ভবতঃ তাৎ, উপাদানোপাদেয়যোরভেদপ্রাপ্ত্যর্থং [illegible]-ভার্থঃ। দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিদ্যাব্যবহিতবিরোধাৎ তত্ত্বমত্যন্তেতি পরিহরতি—যত্র বাস্যা-ত্মস্বরূপমিতি। তৎ তস্মিন্ বিদ্যাভাবে সতীতি যাবৎ। যথাবিদ্বৈতমিব জাগরিতেঽপি দ্বৈতং দৃশ্যমানতে, তস্মাৎ পরমাত্মনঃ সকাশাদিতরোঽনাত্মা বিদ্যাকৃতোঽপরমার্থঃ সন্নিতরং জিঘ্রতীতি যোজনা। পরমার্থতঃ [illegible] বিদ্যাকৃতে দ্বৈতমাহ—চক্ষু-

দেহেন্দ্রিয় সঙ্ঘাতাত্মক উপাধিজনিত বিশেষাকারে পরিচিত যে বিদ্যাভাব-দশায় দ্বৈতের ন্যায়—প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় হইলেও দ্বৈতেরই মত—আত্মা হইতে ভিন্ন বস্তুরই মত প্রতীত হয়; এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'দ্বৈত-মিব' বলিয়া যখন দ্বৈতের সঙ্গে তুলিত করা হইতেছে, তখন দ্বৈতপদার্থেরও সত্যতা নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইতেছে, অর্থাৎ দ্বৈত বলিয়া কোন সত্য পদার্থ না থাকিলে যখন তাহার সহিত উপমানোপমেয়ভাব কল্পিত হইতে পারে না, তখন অবশ্যই ব্রহ্মেতর পদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে? না, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ, 'বিকার বা জড় পদার্থমাত্রই বাক্যারব্ধ নাম মাত্র' এবং 'ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে [দ্বৈতের মিথ্যাত্বই অবধারিত হইয়াছে]। ১

সেই অবস্থায়—যেহেতু দ্বৈতেরই মত হয়, সেই হেতুই, জলে প্রতি-ফলিত চন্দ্রাদি-প্রতিবিম্বের ন্যায় পরমাত্মা হইতে ভিন্নবৎ প্রতিপন্ন বিদ্যা-ভাবাপন্ন এই অপর আঘ্রাণকর্তা প্রকৃত সত্য না হইলেও অপর—ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আঘ্রেয় বিষয় (গন্ধ) আঘ্রাণ করিয়া থাকে। এখানে 'ইতরঃ' ও 'ইতরং' পদ দুইটি কারকপ্রদর্শক, অর্থাৎ প্রথমান্ত পদটি কর্তৃকারকের, আর দ্বিতীয়ান্ত পদটি কর্মকারকের নির্দেশকরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং 'জিঘ্রতি' পদটি ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল-প্রকাশনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে; 'ছিনত্তি' পদটি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল,—'ছিনত্তি' বলিলে যেমন কুঠারের বারংবার উত্তোলনপূর্ব্বক নিপাতন ও ছেদনীয় বৃক্ষাদির দ্বিধাভাব সম্পাদন, এই উভয়ই (নিপাতন ক্রিয়া ও দ্বিধা করণ তৎফল) একই 'ছিনত্তি' ক্রিয়ায় বুঝাইয়া থাকে; কারণ, ছেদনের ফল ক্রিয়াতেই পর্য্যবসিত হয় এবং ক্রিয়া ব্যতিরেকে তাহার উপলব্ধিও হয় না। পরবর্ত্তী 'পশ্যতি' ও 'বিজানাতি' প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তৎসমস্তই অবিদ্যাবস্থা; [অতঃ পর বিদ্যাবস্থার কথা বলা হইতেছে—] ২

পক্ষান্তরে, যে অবস্থায় ব্রহ্মবিদ্যা-প্রভাবে অবিদ্যা বিনাশিত হইয়া যায়, সে অবস্থায় আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। যে অবস্থায় দৃশ্যমান নামরূপাদি বস্তুনিচয় এই ব্রহ্মবিদের আত্মস্বরূপে বিলাপিত হয় অর্থাৎ যে অবস্থায় এইরূপে আত্মস্বরূপই হইয়া যায়—আত্মাই হয়, সে অবস্থায় কে কোন সাধনের সাহায্যে কোন আঘ্রেয় বিষয় আঘ্রাণ করিবে? কোন দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করিবে বা বিশেষরূপে জানিবে? ক্রিয়া সর্ব্বত্রই

কারকসাধ্য ; অতএব কারকের অভাবে ক্রিয়ার অভাব হয়, এবং ক্রিয়ার অভাবে ক্রিয়াফলেরও সম্ভব হয় না। ৩

অতএব ক্রিয়া কারক ও ফল ঘটিত যে সমস্ত ব্যবহার বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই অবিদ্যা-সাপেক্ষ—অবিদ্যা থাকিলে থাকে, আর অবিদ্যা না থাকিলে থাকে না ; সুতরাং ব্রহ্মবিদের সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায় বলিয়া তখন সে সমস্ত ব্যবহারেরও সম্ভাবনা থাকে না ; বস্তুতঃ তাঁহার নিকট আত্মাতিরিক্ত কারক বা ক্রিয়াফলের অস্তিত্বই থাকে না। বিশেষতঃ যাহা অনাত্মা পদার্থ, তাহা কখনই অন্যের আত্মস্বরূপ হইতে পারে না ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, দৃশ্যমান দ্বৈতভাব কেবল অবিদ্যা-কল্পিতমাত্র ; প্রকৃতপক্ষে আত্মসত্তা ব্যতিরেকে কোন বস্তুরই সত্তা নাই ; কাজেই যথার্থ আত্মৈকত্ব-জ্ঞান উপস্থিত হইলে পর ক্রিয়া কারক ও ফল ব্যবহারও বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব বিরুদ্ধস্বভাব বলিয়াই ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে ক্রিয়া ও ক্রিয়াসাধনের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া পড়ে। 'কেন কম্' বাক্যটি ক্ষেপার্থক অর্থাৎ কোন প্রকারেই যে, কারকাদি ব্যবহার উপপন্ন হয় না, তাহা প্রকাশ করাই ঐ কথার উদ্দেশ্য। কোন প্রকারেই ক্রিয়া কারকাদি উপপন্ন না হওয়ায়—কোনও ব্যক্তি কোনও উপায়ে বা কোনও প্রকারে কোন বিষয়ই আঘ্রাণ করিতে পারে না, এইরূপ বাক্যার্থ নিষ্পন্ন হইতেছে। ৪

আর যে, অবিদ্যা-দশায় অপরে অপরকে দর্শন করিয়া থাকে, সে অবস্থায়ও লোকে যাহা দ্বারা বিজ্ঞান দ্বারা, এই সমস্ত বিষয় অবগত হয়, তাহাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ? [অভিপ্রায় এই যে,] যাহা দ্বারা জানা হয়, তাহা হইতেছে –করণ, সেই করণাত্মক বিজ্ঞানটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্যই নির্দ্দিষ্ট, আর জ্ঞাতার যে, জিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা), তাহাও বিজ্ঞেয় বিষয়েই হইয়া থাকে—আত্মবিষয়ে হয় না। অগ্নি নিজে যেমন নিজের বিষয় হয় না, বিজ্ঞানও তেমনি নিজে নিজের বিষয় বা বিজ্ঞেয় হয় না ; অথচ যাহা যাহার বিষয় নয়, তদ্বিষয়ে কখনও তাহার জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না ; অতএব যাহা দ্বারা এ সমস্ত বিষয় জানা যায়, সেই বিজ্ঞাতাকে আবার অন্য কে অর্থাৎ অন্য কোন্ বিজ্ঞাতা কিসের দ্বারা জানিবে ? যে অবস্থায় যথার্থ বিবেকজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রহ্মবিদের নিকট অদ্বিতীয় বিজ্ঞাতাই একমাত্র সত্য বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে, অয়ি মৈত্রেয়ি, (সে অবস্থায়) সেই বিজ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানিবে ? ॥ ১২০ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্।

আত্মাস-ভাষ্যম্। যৎ কেবলং কর্ম্মনিরপেক্ষমমৃতত্বসাধনম্, তদ্বক্তব্যমিতি মৈত্রেয়িব্রাহ্মণমারব্ধম্। তচ্চ আত্মজ্ঞানং সর্ব্বসন্ন্যাসাঙ্গবিশিষ্টম্; আত্মনি চ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি; আত্মা চ প্রিয়ঃ সর্ব্বস্মাৎ, তস্মাদাত্মা দ্রষ্টব্যঃ; স চ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি চ দর্শন-প্রকারা উক্তাঃ। তত্র শ্রোতব্য আচার্য্যাগমাভ্যাম্; মন্তব্যস্তর্কতঃ; তত্র চ তর্ক উক্তঃ—"আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইতি প্রতিজ্ঞাতস্য হেতুবচনম্—আত্মৈকসামান্যত্ব-মাত্মৈকোদ্ভবত্বমাত্মৈকপ্রলয়ত্বঞ্চ। তত্রায়ং হেতুরসিদ্ধ ইত্যাশঙ্ক্যতে আত্মৈক-সামান্যোদ্ভবপ্রলয়াখ্যঃ; তদাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমেতদ্ব্রাহ্মণমারভ্যতে।

যস্মাৎ পরস্পরোপকার্য্যোপকারকভূতম্ জগৎ সর্ব্বং পৃথিব্যাদি, যচ্চ লোকে পরস্পরোপকার্য্যোপকারকভূতম্, তদেককারণপূর্ব্বকমেকসামান্যাত্মকমেক-প্রলয়ং চ দৃষ্টম্। তস্মাদিদমপি পৃথিব্যাদিলক্ষণং জগৎ পরস্পরকার্য্যকারণত্বাৎ তথাভূতং ভবিতুমর্হতি। এষ হ্যর্থোঽস্মিন্ ব্রাহ্মণে প্রকাশ্যতে; অথবা "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইতি প্রতিজ্ঞাতস্য আত্মোৎপত্তি-স্থিতি-লয়ত্বং হেতুমুক্ত্বা, পুনরাগমপ্রধানেন মধুব্রাহ্মণেন প্রতিজ্ঞাতস্যার্থস্য নিগমনং ক্রিয়তে। তথাহি নৈয়ায়িকৈরুক্তম্—"হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্" ইতি। অন্যৈর্ব্যাখ্যাতম্ আ দুন্দুভিদৃষ্টান্তাৎ শ্রোতব্যার্থম্ আগমবচনম্, প্রাঙ্মধু-ব্রাহ্মণাৎ মন্তব্যার্থম্ উপপত্তিপ্রদর্শনেন, মধুব্রাহ্মণেন তু নিদিধ্যাসনবিধিরুচ্যত ইতি। সর্ব্বথাপি তু যথা আগমেনাবধারিতম্, তর্কতস্তথৈব মন্তব্যম্; যথা তর্কতো মতস্য তর্কাগমাভ্যাং নিশ্চিতস্য তথৈব নিদিধ্যাসনং ক্রিয়তে— ইতি পৃথঙ্ নিদিধ্যাসনবিধিরনর্থক এব। তস্মাৎ পৃথক্প্রকরণবিভাগোঽনর্থক ইত্যস্মদভিপ্রায়ঃ শ্রবণমননিদিধ্যাসনানামিতি সর্ব্বথাপি তু অধ্যায়দ্বয়স্যার্থো-ঽস্মিন্ ব্রাহ্মণে উপসংহ্রিয়তে।

টীকা। পূর্ব্বোত্তরব্রাহ্মণয়োঃ সঙ্গতিং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—যৎ কেবলমিতি। কেবলত্বং ব্যাচষ্টে—কর্ম্মনিরপেক্ষমিতি। তজ্জ্ঞানমুক্তমিতি শেষঃ। ততো নিরাকাঙ্ক্ষং নিরূপিতং চকারার্থঃ। আত্মজ্ঞানং সন্ন্যাসাঙ্গমেবেতি নিয়তং বিশিষ্ট— শব্দোক্তি। ননু পূর্ব্বতো নৈরাকাঙ্ক্ষং সত্যপি তস্মিন্ বিজ্ঞোতব্যত্বাৎ আহ— আত্মনীতি চোক্তি। ন বা অরে পত্যুঃ কামায়েত্যাদিনা দর্শয়তি—আত্মা চেতি। তত

উপাদেয়তা সেখানেই উক্ত হইয়াছে—প্রথমত 'এ সমস্তই আত্মস্বরূপ' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই প্রতিজ্ঞাত বিষয় সমর্থনের জন্য—একমাত্র 'আত্মা হইতেই উৎপত্তি, আত্মাতেই অবস্থিতি এবং আত্মাতেই প্রলয়' এই তিনটি হেতুর উপন্যাস করিয়াছেন। এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, সেই আত্ম-সামান্যত্ব, আত্মৈকাবস্থিতত্ব ও আত্মৈকপ্রলয়ত্বরূপ পাণ্ডক্ত হেতুত্রয় ত সিদ্ধ হইতেছে না, অর্থাৎ একমাত্র আত্মা হইতেই যে, জগতের উৎপত্তি, আত্মাতেই যে, জগতের স্থিতি এবং আত্মাতেই যে, জগতের প্রলয় হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোনই প্রমাণ নাই। এই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত এই পঞ্চম ব্রাহ্মণ (পরিচ্ছেদ) আরব্ধ হইতেছে।

যেহেতু পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎই পরস্পর পরস্পরের উপকার্য্যোপকারক-ভাবাপন্ন, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের উপকারভাগী; এবং এইরূপে পরস্পর উপকার্য্যোপকারকভাবাপন্ন বস্তুমাত্রকে একই কারণ হইতে উৎপন্ন, একই সাধারণ ধর্ম্মসম্পন্ন এবং একই স্থানে বিলীন হইতে দেখা গিয়াছে, সেই হেতুই—এই পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎ পরস্পর পরস্পরের উপকার্য্যোপ-কারকভাবাপন্ন হওয়ায় সেইরূপই হইবার যোগ্য; এই বিষয়টি এই পঞ্চম ব্রাহ্মণে প্রতিপাদিত হইতেছে। অথবা ইহার অভিপ্রায় এই-রূপ;—প্রথমে "আত্মৈব ইদং সর্ব্বম্" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মভাব প্রতিজ্ঞা করিয়া, তৎসমর্থনের জন্য আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি, আত্মাতে স্থিতি ও লয়—এই তিনটি হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে; এখন আবার আগমপ্রধান (শুধু শাস্ত্রানুসারী) এই মধুব্রাহ্মণ দ্বারা সেই প্রতিজ্ঞাত সর্ব্বাত্মভাবেরই নিগমন বা উপসংহার করা হইতেছে। নৈয়ায়িকগণও বলিয়াছেন—'হেতুচ্ছলে যে, প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পুনঃ কথন, তাহার নাম—নিগমন'; [সুতরাং এই মধুব্রাহ্মণটিও প্রতিজ্ঞাত সর্ব্বাত্মভাবের নিগমন-স্থানবর্ত্তী]। অপর আচার্য্যগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত দুন্দুভি পর্য্যন্ত দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক উপনিষদ্বাক্যগুলি শ্রোতব্যার্থ—অর্থাৎ উক্ত বাক্যে 'শ্রোতব্যঃ' বাক্যের তাৎপর্য্য বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; আর মধু-ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপর্য্যন্ত যে, যুক্তিপ্রদর্শক বাক্যসন্দর্ভ, তাহা 'মন্তব্য'—বাক্যের অর্থ বা মননপ্রকার প্রদর্শক; আর এই মধুব্রাহ্মণে সেই পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে নিদিধ্যাসন বিহিত হইতেছে (১)। উক্ত সমস্ত মতেই এই কথা

(১) তাৎপর্য্য—'আত্মা নিদিধ্যাসিতব্যঃ' ইত্যর্থে চেতসঃ স্থাপকত্বং বৎ।

দাঁড়াইতেছে যে, শাস্ত্র দ্বারা যে বিষয় যেরূপ অবধারিত হয়, তর্ক দ্বারা তাহা সেইরূপেই মনন করিতে হয়; আবার তর্কের সাহায্যে যাহা যেরূপ অবধারিত হয়, তর্কও আগমাবধারিত সেই বিষয়টি ঠিক সেইরূপেই নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিতে হয়; সুতরাং নিদিধ্যাসনের জন্য আর পৃথক্ বিধানের আবশ্যক হয় না; কাজেই পরপক্ষোক্ত পৃথক্ প্রকরণবিভাগও নিরর্থক হইয়া পড়িতেছে; অতএব শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন সম্বন্ধে আমরা যেরূপ অভিপ্রায় নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাই সমীচীন। তবে একথা সত্য যে, পূর্ব্বোক্ত দুইটি অধ্যায়ে যে বিষয় অভিহিত হইয়াছে, এই মধুব্রাহ্মণে তাহারই উপসংহার করা হইতেছে, (কিন্তু কোনও নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইতেছে না।)

ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সঃ, যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥১২১॥১॥

সরলার্থঃ—ইয়ং (দৃশ্যমানা) পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং (প্রাণিনাং) মধু (কার্য্যম্), [পৃথিবী হি প্রাণিকর্ম্মবশাৎ সমুৎপন্না প্রাণিনামুপকারকত্বাৎ মধুবৎ প্রিয়ত্বাচ্চ মধু—মধু ইবেত্যর্থঃ]; তথা, সর্ব্বাণি ভূতানি (প্রাণিনঃ) অস্যৈ (অস্যাঃ) পৃথিব্যৈ (পৃথিব্যাঃ) মধু (উপকার্য্যত্বাৎ মধু ইবেত্যর্থঃ); অস্যাং পৃথিব্যাং যঃ চ (যোঽপি) অয়ং (অনুভূয়মানঃ) তেজোময়ঃ (চিন্মাত্রস্বরূপঃ) অমৃতময়ঃ (অমরণস্বভাবঃ) পুরুষঃ (কূটস্থঃ), যঃ চ (যোঽপি) অয়ং অধ্যাত্মং (দেহাভিমানী) শারীরঃ (শরীরাধিষ্ঠিতঃ) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ (জীবঃ), [স চ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্ব্বাণি চ ভূতানি

একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে।"

অর্থাৎ যাহা শাস্ত্র হইতে শ্রুত—বাক্যের তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনা দ্বারা অবধারিত, এবং যাহা মননের—শাস্ত্রানুকূল যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিচারিত; সুতরাং নিঃসন্দিগ্ধ, এমন বিষয়ে যে, চিত্তের একতানভাব (একাগ্রতা), তাহার নাম—নিদিধ্যাসন। ধ্যান ও নিদিধ্যাসন প্রা সমানার্থক-শব্দ।

এতয়োঃ মধু ইত্যর্থঃ]; অয়ম্ এব সঃ ('ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা' ইতি যঃ প্রতিজ্ঞাতঃ); তথা ইদম্ অমৃতং (যৎ মৈত্রেয্যৈ উক্তম্ অমৃতত্বসাধনম্), ইদং ব্রহ্ম ('ব্রহ্ম তে ব্রবাণি' ইত্যত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতম্), ইদং সর্ব্বং (যৎ 'সর্ব্বং বিদিতং ভবতি' ইতি প্রাগুক্তং) ব্রহ্ম, (তদিত্যর্থঃ)। ১২১। ১।

মূলানুবাদ। এই পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধু, অর্থাৎ সর্ব্বভূতের কর্ম্মোপার্জ্জিত এই পৃথিবী [মধুকর-ভোগ্য মধুচক্রের ন্যায়] সর্ব্ব-ভূতের ভোগ্য বা মধুবৎ প্রিয়; তেমনি সর্ব্বভূতও আবার এই পৃথিবীর মধু, অর্থাৎ পৃথিবীর উপকার-সাধক, আর এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত যে, এই চৈতন্যময় অমরণশীল কূটস্থ পুরুষ, এবং এই যে, দেহাভিমানী শরীরাধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ [জীবাত্মা], ইহারাও সর্ব্বভূতের মধু, এবং সর্ব্বভূতও আবার ইহাদের মধু—পরস্পর উপকারক, ইনিই তাহা—যাহা এই আত্মা অর্থাৎ পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞাত আত্মা; ইহাই সেই অমৃত—যাহা মৈত্রেয়ীর নিকট অমৃতত্ব-সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; ইহাই সেই ব্রহ্ম—যাহা 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" বাক্যে উক্ত হইয়াছে; এবং ইহাই সেই সর্ব্ব—যাহা ব্রহ্মজ্ঞানে 'সর্ব্ব' বিদিত হওয়া যায় বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥১২১॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। ইয়ং পৃথিবী প্রসিদ্ধা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু—সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং ভূতানাং প্রাণিনাং মধু কার্য্যং মধ্বিব মধু; যথা একো মধ্বপূপোঽনেকৈর্মধুকরৈর্নির্ব্বর্ত্তিতঃ, এবমিয়ং পৃথিবী সর্ব্ব-ভূতনির্ব্বর্ত্তিতা; তথা সর্ব্বাণি ভূতানি পৃথিব্যৈ পৃথিব্যা অস্যা মধু কার্য্যম্। কিঞ্চ, যশ্চায়ং পুরুষোঽস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়শ্চিন্মাত্রপ্রকাশময়ঃ, অমৃতময়ঃ অমরণধর্ম্মা পুরুষঃ, যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরঃ—শরীরে ভবঃ, পূর্ব্ববৎ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ, স চ লিঙ্গাভিমানী; স চ সর্ব্বেষাং ভূতানামুপকার-করণত্বেন মধু; সর্ব্বাণি চ ভূতানি অস্য মধু, চ-শব্দসামর্থ্যাৎ। এবমেতচ্চতুষ্টয়ং তাবদেকং সর্ব্বভূতকার্য্যম্; সর্ব্বাণি চ ভূতান্যস্য কার্য্যম্; অতোঽস্যৈককারণ-পূর্ব্বকতা। ১

যস্মাদেকস্মাৎ কারণাদেতজ্জাতম্, তদেবৈকং পরমার্থতো ব্রহ্ম, ইতরৎ কার্য্যং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মাত্রম্—ইত্যেষ মধুপর্য্যায়াণাং সর্ব্বেষামর্থঃ সঙ্ক্ষেপতঃ। অয়মেব সঃ, যোঽয়ং প্রতিজ্ঞাতঃ—ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মেতি,

ইদমমৃতম্, যৎ মৈত্রেয্যৈ অমৃতত্বসাধনমুক্তম্ আত্মবিজ্ঞানম্, ইদং তদমৃতম্, ইদং ব্রহ্ম—যৎ "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি, জ্ঞপয়িষ্যামি" ইত্যধ্যায়াদৌ প্রকৃতম্, যদ্বিষয়া চ বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যেত্যুচ্যতে ; ইদং সর্ব্বম্, যস্মাদ্ব্রহ্মণো বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বং ভবতি ॥ ১২১ ॥ ১ ॥

টীকা। এবং সঙ্গতিং ব্রাহ্মণয়োক্ত্বা অক্ষরাণি ব্যাকরোতি—ইয়মিত্যাদিনা। মধুবৎ মধ্বিব মধ্বিতি, তদ্বিবৃণোতি—যথেতি। ন কেবলমুক্তং মধুত্বমেব, কিন্তু মধ্বন্তরাং চাতীত্যাহ—ৰকং চেতি। পুরুষশব্দস্য ক্ষেত্রবিষয়ং বারয়তি য চেতি। তত্র পৃথিবীমধুত্বমাহ—অ চ অস্যৈ সর্ব্বেষামিতি। সর্ব্বেষাং চ ভূতানাং তং প্রতি মধুত্বং দর্শয়তি—সর্ব্বাণি চেতি। যথাস্যেব মধুনঃ অস্তবশ্চ তু মধুত্বেন করাঃ করাম্বিতুং, কর্ম্মকাণ্ডাদাহ—চ-শব্দেতি। প্রথমপর্য্যায়ার্থমুপসংহরতি—এবমিতি। পৃথিবী সর্ব্বাণি ভূতানি পার্থিবঃ পুরুষঃ শারীরশ্চেতি চতুষ্টয়মেকং মধ্বিতি শেষঃ। মধুশব্দার্থমাহ—সর্ব্বেতি। অস্যেতি পৃথিব্যাদেরিতি যাবৎ। পরস্পরমুপকার্য্যোপকারকভাবে ফলিতমাহ—অত ইতি। অস্যেতি সর্ব্বং জগদুচ্যতে। উক্তং চ যস্মাৎ পরস্পরোপকার্য্যোপকারকভূতমিত্যাদি। তদ্বদেব তাবেব মধুপর্য্যায়েষু সর্ব্বেষু কারণোপদেশো দ্রষ্টব্য ইত্যাহ—যশ্চায়মিতি। স প্রকৃত আত্মৈবায়ং চতুর্থো জ্ঞেয় ইতি যোজনা। ইদমিতি চতুষ্টয়কল্পনাধিষ্ঠানম্যং জ্ঞানং পরামৃশ্যতে। ইদং ব্রহ্মেত্যত্র চতুষ্টয়াধিষ্ঠানবিবরণার্থঃ। তৃতীয়ে চ তত্র প্রকৃতমঃ দর্শয়তি—যদ্বিষয়েতি। ইদং সর্ব্ববিদ্যায় ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়মিত্যুক্তম্। সর্ব্বং সর্ব্বাধিষ্ঠানমিতি যাবৎ। তদেব স্পষ্টয়তি—যস্মাদিত্যাদিতি ॥১২১॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রসিদ্ধ পৃথিবী হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত ভূতের মধু—কার্য্য (কর্ম্মফল) ; মধু অর্থ—মধুর ন্যায় ; যেমন একটি মধুচক্র বহু মধুকর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তেমনি এই পৃথিবীও সমস্ত ভূতের কর্ম্মফলে উৎপন্ন হইয়াছে ; [কাজেই পৃথিবীকে সর্ব্বভূতের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে]। সেইরূপ সমস্ত ভূতবর্গও এই পৃথিবীর মধু অর্থাৎ কার্য্য বা উপকারক। অপিচ, এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত এই যে, তেজোময়—চৈতন্যমাত্রস্বরূপ অমৃতময়—মরণরহিত পুরুষ, এবং এই যে, তেজোময় ও অমৃতময় শরীরাভিব্যক্ত (শরীরাভিমানী) অধ্যাত্ম পুরুষ, লিঙ্গদেহাভিমানী সেই পুরুষ হইতেছে—সর্ব্বভূতের উপকারক মধু। [শ্রুতিতে] চ-শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, সমস্ত ভূতবর্গও ইহার মধু। এইরূপে পৃথিবী, সর্ব্বভূত, পার্থিব পুরুষ ও শারীর পুরুষ এই চারিটি হইতেছে একই মধু

অর্থাৎ সর্ব্বভূতের কার্য্যস্বরূপ; আবার সর্ব্বভূতও এই চতুষ্টয়ের মধু বা কার্য্যস্বরূপ; কাজেই এই চারিটি একই কারণ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

উক্ত চারিটি বস্তু যে, একই কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সেই কারণীভূত এক বস্তুটি হইতেছেন ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন অপর কার্য্যমাত্রই বাক্যারব্ধ নাম মাত্র (কোন সত্য বস্তু নহে); ইহাই হইতেছে মধু-পর্য্যায়োক্ত সমস্ত কথার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যার্থ। এই কারণীভূত ব্রহ্মই হইতেছে সেই আত্মা, যাহার কথা "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" বাক্যে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে; ইহাই অমৃত, অর্থাৎ মৈত্রেয়ীর নিকট অমৃতত্বসাধন বলিয়া, যে আত্মজ্ঞান অভিহিত হইয়াছে, ইহাই সেই অমৃতত্বসাধন; ইহাই ব্রহ্ম—এই অধ্যায়ের প্রথমেই 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি' ও 'জ্ঞপয়িষ্যামি' বলিয়া যে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, এবং যদ্বিষয়ক বিদ্যা 'ব্রহ্মবিদ্যা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাই সেই ব্রহ্ম; এবং ইহাই 'সর্ব্ব'—বিজ্ঞানস্বরূপ যে ব্রহ্ম হইতে 'সর্ব্ব' (সমস্ত বস্তু) উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা হইতেছে সেই সর্ব্বময়। ১২১। ১।

ইমা আপঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাং সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্বপ্সু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং রৈতসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদংং সর্ব্বম্ ॥১২২॥২॥

অন্বয়ার্থঃ। তথা ইমাঃ আপঃ (জলানি) সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু (কার্য্যং—মধুবৎ প্রিয়াঃ), সর্ব্বাণি ভূতানি আসাম্ অপাং মধু (কার্য্যম্); যঃ চ (যোঽপি) অয়ং আসু অপ্সু [অধিষ্ঠিতঃ], তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাত্মং রৈতসঃ (রেতসি অভিব্যক্তঃ) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ। [সঃ কঃ?] যঃ অয়ং (পূর্ব্বোক্তঃ) আত্মা; ইদং (পূর্ব্বোক্তং) অমৃতং (অমৃতত্বসাধনম্); ইদং ব্রহ্ম (পূর্ব্বোক্তম্); ইদং সর্ব্বং (পূর্ব্বোক্তং, ব্রহ্মোৎপন্নং সর্ব্বমিত্যর্থঃ)। ১২১। ২।

মূলানুবাদ। এই জলসমূহ হইতেছে—সমস্ত ভূতের মধু (কর্ম্মজনিত ফল); সমস্ত ভূত আবার এই জলসমূহের মধু; আর এই যে, জলাধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে, অধ্যাত্ম

(দেহসম্বন্ধী) তেজোময় অমৃতময় রৈতস (শুক্রাধিষ্ঠিত) পুরুষ, এই পুরুষই তাহা,—যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃতত্বসাধন, যাহা এই ব্রহ্ম, এবং যাহা এই সর্ব্ব বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ॥১২২॥২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথা আপঃ—অধ্যাত্মং রেতসি অপাং বিশেষতোঽবস্থানম্ ॥১২২॥২॥

টীকা। যথা পৃথিবী মধুত্বেন ব্যাখ্যাতা, তথাপোঽপি ব্যাখ্যেয়া ইত্যাহ—তথেতি রৈতস ইতি বিশেষণতাৎপর্য্যমাহ—অধ্যাত্মমিতি। 'আপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্' ইতি হি শ্রুত্যন্তরম্ ॥১২২॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। জলসমূহও সেইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পৃথিবীর ন্যায়। দেহমধ্যে শুক্রেতেই জলের বিশেষাধিষ্ঠান হইয়া থাকে; [এই জন্য অধ্যাত্ম পুরুষকে 'রৈতস' বলা হইয়াছে] ॥১২২॥২॥

অয়মগ্নিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাগ্নেঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্নগ্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং বাঙ্ময়স্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সঃ, যোঽয়মাত্মেদ-মমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥১২৩॥৩॥

অন্বয়ার্থ। অয়ং অগ্নিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি অস্য অগ্নেঃ মধু; যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ অগ্নৌ [অধিষ্ঠিতঃ] তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মং (দেহসম্বন্ধী) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ বাঙ্ময়ঃ (বাচি অভিব্যক্তরূপঃ) পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ। [সঃ কঃ?] যঃ অয়ং (পূর্ব্বোক্তঃ) আত্মা, ইদম্ অমৃতম্, ইদং ব্রহ্ম, ইদং সর্ব্বম্ [ব্যাখ্যা প্রথমশ্রুতিবৎ] ॥১২৩॥৩॥

মূলানুবাদ।—সেইরূপ এই অগ্নি হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু; ভূতবর্গও আবার এই অগ্নির মধু; আর এই যে, উক্ত অগ্নিস্থিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই যে, বাঙ্ময় তেজোময় অমৃতময় অধ্যাত্ম পুরুষ, ইহাই তাহা,—যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম; যাহা এই 'সর্ব্ব' বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥১২৩॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথা অগ্নিঃ; বাচি অগ্নের্বিশেষতোঽবস্থানম্ ॥১২৩॥৩॥

টীকা। পৃথিব্যাদৌ যদুক্তং ভাষ্যমতিদিশতি—তদ্বদেতি। বায়ুর ইত্যত্রার্থ-মাহ—বায়ৌতি। অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদিতি হি শ্রূয়তে ॥১২৩॥

ভাষ্যানুবাদ। অগ্নিও পূর্ব্ববৎ [সর্ব্বভূতের মধু ইত্যাদি] ॥১২৩॥

অয়ং বায়ুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য বায়োঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ বায়ৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-মধ্যাত্মং প্রাণস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মে-দমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥১২৪॥৪॥

অন্বয়ার্থঃ। অয়ং বায়ুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্ব্বাণি চ ভূতানি অস্য বায়োঃ মধু ; যঃ চ অয়ং অস্মিন্ বায়ৌ [অধিষ্ঠিতঃ] তেজোময়ঃ অমৃত-ময়ঃ পুরুষঃ, তথা যঃ চ অয়ং অধ্যাত্মং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ প্রাণঃ পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ ; [কঃ সঃ ?] যঃ অয়ং আত্মা, যৎ ইদং অমৃতম্, যৎ ইদং সর্ব্বম্ [পূর্ব্বোক্তমিত্যর্থঃ] ॥১২৪॥৪॥

অনুবাদ।—এই বায়ু হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, এবং এই সমস্ত ভূতও আবার এই বায়ুর মধু ; আর এই যে, বায়ুতে অধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই যে, অধ্যাত্ম তেজোময় অমৃতময় প্রাণ পুরুষ, ইহাই হইতেছে তাহা, যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃতত্ব-সাধন, যাহা এই ব্রহ্ম, এবং যাহা এই 'সর্ব্ব' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥১২৪॥৪।

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা বায়ুঃ ; অধ্যাত্মং প্রাণো ভূতানাং শরীরার-ম্ভকত্বেনোপকারাৎ মধুত্বম্; তদন্তর্গতানাং তেজোময়াদীনাং করণত্বেনোপকারাৎ মধুত্বম্। তথাচোক্তম্ "তস্যৈ বাচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতী রূপময়-মগ্নিঃ" ইতি ॥১২৪॥৪॥

টীকা। অন্যাযুক্তং ভাষ্যং বায়ৌ যোজয়তি—তথেতি। 'বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ' ইতি শ্রুত্যন্তরমাশ্রিত্যাহ—অধ্যাত্মমিতি। পৃথিব্যাদীনাং তদন্তর্বর্ত্তিনাং চ পুরুষাণামেকবাক্যোপাত্তানামেকরূপং মধুত্বমিতি শঙ্কাং পরিহরন্নাত্মবিবক্ষয়াহ—ভূতানামিতি। পৃথিব্যাদীনাং কার্য্যত্বং, তেজোময়াদীনাং করণত্বমিত্যত্র প্রমাণাধিকার-সঙ্গতিমাহ—তথাচোক্তমিতি ॥১২৪॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ। বায়ু বায়ু এবং অধ্যাত্ম (দেহাবলম্বী) প্রাণও

পূর্ব্ববৎ মধু। বায়ুই প্রাণিগণের দেহারম্ভের কারণ; এই জন্য উহা মধুরূপে কল্পিত হইয়াছে; আর তদন্তর্গত তেজোময়াদি অবয়বসমূহও উপকারসিদ্ধির সহায়তা করে; এই জন্য মধুরূপে কল্পিত হইয়াছে। অন্যত্রও এ কথা উক্ত আছে—'সেই দেবতার পৃথিবী শরীর এবং এই অগ্নি হইতেছে জ্যোতির্ময় রূপ' ইত্যাদি॥১২৪॥৪॥

অয়মাদিত্যঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাদিত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাদিত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং চাক্ষুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সঃ, যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদংব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥১২৫॥৫॥

অন্বয়ার্থঃ। অয়ং আদিত্যঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্ব্বাণি চ ভূতানি অস্য আদিত্যস্য মধু; তথা যঃ চ অয়ং অস্মিন্ আদিত্যে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাত্মং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ চাক্ষুষঃ (চক্ষুরধিষ্ঠিতঃ) পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ; [সঃ কঃ?] যঃ অয়ং আত্মা, যৎ ইদম্ অমৃতং, যৎ ইদং 'সর্ব্বম্' (প্রাগুক্তমিত্যর্থঃ)॥১২৫॥৫॥

মূলানুবাদ। এই আদিত্য হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, এবং এই ভূতবর্গ হইতেছে এই আদিত্যের মধু; আর এই যে, আদিত্যাধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে, দেহাধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় চাক্ষুষ পুরুষ, ইহাই হইতেছে তাহা, যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম, এবং যাহা এই 'সর্ব্ব' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে॥১২৫॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথাদিত্যো মধু, চক্ষুরধ্যাত্মম্॥১২৫॥৫॥

টীকা। বস্তুত্বাদিত্যবর্তীয়ে ভূতেষ্ববর্ত্তাঃ, তথাপি দেবতাভেদমাশ্রিত্যাধ্যাত্মং তন্নিয়ন্তৃত্বিশিষ্ট—তথেতি। 'আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ' ইতি শ্রুতিমাশ্রিত্যাহ—চাক্ষুষ ইতি॥১২৫॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ। সেইরূপ আদিত্য বাহ্য মধু, এবং চাক্ষুষ পুরুষ হইতেছেন অধ্যাত্ম মধু॥১২৫॥৫॥

ইমা দিশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, আসাং দিশাং সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মাসু দিক্ষু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-

মধ্যাত্মং শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সঃ, যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ১২৬।৬।

অন্বয়ার্থঃ। ইমাঃ দিশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্ব্বাণি ভূতানি আসাং দিশাং মধু; তথা যঃ চ (যোঽপি) অয়ং আসু দিক্ষু তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাত্মং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ প্রাতিশ্রুৎকঃ (শ্রবণসময়ে ভবঃ) শ্রৌত্রঃ (শ্রোত্রাধিষ্ঠিতঃ) পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ; [সঃ কঃ ?] যঃ অয়ং আত্মা, যৎ ইদম্ অমৃতম্, যৎ ইদং ব্রহ্ম, যৎ ইদং 'সর্ব্বম্' (প্রাগুক্তম্, ইত্যর্থঃ) ।১২৬।৬।

মূলানুবাদ। এই দিক্‌সমূহ হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, এবং সমস্ত ভূতও আবার এই দিক্‌সমূহের মধু; আর এই যে, নানা-দিক্‌স্থিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে, অধ্যাত্ম প্রাতিশ্রুৎক (শ্রবণসময়ে অভিব্যক্ত শ্রৌত্র—শ্রবণেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা) পুরুষ, ইহাই তাহা, যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম, যাহা এই 'সর্ব্ব' বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ।১২৬।৬।

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা দিশো মধু। দিশাং যদপি শ্রোত্রমধ্যাত্মং, শব্দপ্রতিশ্রবণবেলায়ান্ত বিশেষতঃ সন্নিহিতো ভবতি—ইত্যধ্যাত্মম্ প্রাতিশ্রুৎকঃ· প্রতিশ্রুৎকায়াং প্রতিশ্রবণবেলায়াং ভবঃ প্রাতিশ্রুৎকঃ ।১২৬।৬।

টীকা। আদিত্যাদবৎ তাবঃ দিক্ষু শব্দাদতি—তথেতি। 'দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্' ইতি শ্রুতেঃ শ্রোত্রমেব দিশামধ্যাত্মং ; তথাচাধ্যাত্মং শ্রৌত্র ইত্যেব বক্তব্যে কথং প্রাতিশ্রুৎক ইতি বিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দিশামিতি। তথাপীত্যাদিনির্দ্দেশে ভূ-শব্দঃ ।১২৬ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্ববৎ দিক্‌সমূহও মধু। যদিও শ্রোত্রই দিক্-সমূহের অধ্যাত্মপরিণাম হউক, তথাপি শব্দশ্রবণসময়ে বিশেষরূপে দিক্-সান্নিধ্য ঘটে বলিয়া তাহাকে 'প্রাতিশ্রুৎক' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে; প্রত্যেক শ্রবণ সময়ে সন্নিহিত হয় বলিয়া পুরুষকে 'প্রাতিশ্রুৎক' বলা হয় ।১২৬।৬।

অয়ং চন্দ্রঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য চন্দ্রস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিংশ্চন্দ্রে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-

মধ্যাত্মং মানসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সঃ, যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥১২৭। ৭।

সরলার্থঃ। অয়ং চন্দ্রঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্ব্বাণি ভূতানি অস্য চন্দ্রস্য মধু, যঃ চ অয়ং অস্মিন্ চন্দ্রে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাত্মং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ মানসঃ পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ ; [সঃ কঃ ?] যঃ অয়ং আত্মা, যৎ ইদম্ অমৃতম্, যৎ ইদং ব্রহ্ম, যৎ ইদং 'সর্ব্বম্' [পূর্ব্বমুক্তমিত্যর্থঃ] ॥১২৭॥৭॥

মূলানুবাদ। এই চন্দ্র হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, সমস্ত ভূত আবার এই চন্দ্রের মধু ; এই যে, চন্দ্রাধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে, দেহসম্বন্ধী তেজোময় অমৃতময় মানস পুরুষ, ইহাই হইতেছে তাহা, যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম এবং যাহা এই 'সর্ব্ব' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ১২৭। ৭।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথা চন্দ্রঃ অধ্যাত্মং মানসঃ ॥১২৭॥৭॥

টীকা। কিমু ব্যবহিতং জাতং চন্দ্রে দর্শয়তি—তথেতি। 'চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ' ইতি শ্রুতি মনস্তাহ—অধ্যাত্মমিতি ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। চন্দ্র এবং অধ্যাত্ম মানস পুরুষও পূর্ব্ববৎ মধু ॥১২৭॥৭॥

ইয়ং বিদ্যুৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ বিদ্যুতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্যাং বিদ্যুতি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং তৈজসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সঃ, যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥১২৮॥৮॥

সরলার্থঃ। ইয়ং বিদ্যুৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্ব্বাণি চ ভূতানি অস্যৈ (অস্যাঃ) বিদ্যুতঃ মধু ; যঃ চ অয়ং অস্যাং বিদ্যুতি তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাত্মং তেজোময়ঃ তৈজসঃ (বৈদ্যুতঃ) পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ ; যঃ অয়ং আত্মা, যৎ ইদম্ অমৃতম্, যৎ ইদং ব্রহ্ম, যৎ ইদং 'সর্ব্বম্' (পূর্ব্বমুক্তমিত্যর্থঃ) ॥১২৮॥৮॥

মূলানুবাদ। এই বিদ্যুৎ হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, এবং সমস্ত ভূত হইতেছে এই বিদ্যুতের মধু, আর এই যে,বিদ্যুৎস্থিত তেজো-

ময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে, অধ্যাত্ম তেজোময় অমৃতময় তৈজস পুরুষ, ইহাই তাহা, যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম, এবং যাহা এই 'সর্ব্ব' পদবাচ্য ॥১২৮॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথা বিদ্যুৎ। ত্বক্‌তেজসি তবত্তৈজসোঽধ্যাত্মম্ ॥১২৮॥৮॥

টীকা। চন্দ্রবিদ্যাতোঽপি মধুর্বাদ—ভবেদ্বি। অধ্যাত্মঃ তৈজস ইত্যাত্মার্থবাদ—অপিঃস্তু ॥ ১২৮ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। বিদ্যুৎও পূর্ব্ববৎ মধু। ত্বগিন্দ্রিয়গত তেজে অভিব্যক্ত তৈজস পুরুষ হইতেছে অধ্যাত্ম বা দেহসম্বন্ধী ॥১২৮॥৮॥

অয়ং স্তনয়িত্নুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য স্তনয়িত্নোঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্ স্তনয়িত্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শাব্দঃ সৌবরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সঃ, যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥১২৯॥৯॥

অন্বয়ার্থঃ। অয়ং স্তনয়িত্নুঃ (মেঘঃ) সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্ব্বাণিচ ভূতানি অস্য স্তনয়িত্নোঃ মধু; যঃ চ অয়ং অস্মিন্ স্তনয়িত্নৌ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাত্মং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ সৌবরঃ (স্বরে ভবঃ—সৌবরঃ) শাব্দঃ পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ; [সঃ কঃ ?] যঃ অয়ং আত্মা, যৎ ইদম্ অমৃতম্, যৎ ইদং ব্রহ্ম, যৎ ইদং 'সর্ব্বম্' (পূর্ব্বোক্তং, তদিত্যর্থঃ) ॥১২৯॥৯॥

অনুবাদ। এই স্তনয়িত্নু (মেঘ) হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, সমস্ত ভূতও আবার এই স্তনয়িত্নুর মধু; আর এই যে, স্তনয়িত্নুস্থিত তেজোময় অমৃতময় (আধিদৈবিক) পুরুষ, এবং এই যে, তেজোময় অমৃতময় অধ্যাত্ম সৌবর—স্বরাভিব্যক্ত শাব্দ পুরুষ, ইহাই তাহা, যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম, এবং যাহা এই 'সর্ব্ব' পদবাচ্য ॥১২৯॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথা স্তনয়িত্নুঃ। শব্দে ভবঃ শাব্দঃ অধ্যাত্মং যদ্যপি, তথাপি স্বরে বিশেষতো ভবতীতি সৌবরঃ অধ্যাত্মম্ ॥১২৯॥৯॥

টীকা। পর্জ্জন্যোঽপি বিদ্যুদাদিবৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু ভবতীত্যাহ—স্তনয়িত্নুরিতি। অধ্যাত্মং শাব্দঃ সৌবর ইত্যাশঙ্ক্যাহ—শব্দস্য স্বরে ইতি। যদ্যপ্যধ্যাত্মং শব্দে ভব ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শাব্দঃ পুরুষঃ, তথাপি স্বরে বিশেষতো ভবতীত্যধ্যাত্মং সৌবরঃ পুরুষ ইতি যোজনা ।১২৯।৯॥

ভাষ্যানুবাদ। স্তনয়িত্নু মেঘও সেইরূপ। যদিও শব্দাধিষ্ঠিতই অধ্যাত্ম পুরুষ হউক, তথাপি স্বরেতে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া অধ্যাত্ম পুরুষকে সৌবর বলা হইয়াছে ॥১২৯॥৯॥

অয়মাকাশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাকাশস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-মধ্যাত্মং হৃদ্যাকাশস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সঃ, যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ।১৩০॥১০॥

অন্বয়ার্থঃ। অয়ম্ আকাশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্ব্বাণি চ ভূতানি অস্য আকাশস্য মধু; তথা যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ আকাশে তেজোময়ঃ অমৃত-ময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাত্মং হৃদি তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ আকাশঃ (তদাখ্যঃ) পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ; [সঃ কঃ ?] যঃ অয়ং আত্মা, যৎ ইদম্ অমৃতম্, যৎ ইদং ব্রহ্ম, যৎ ইদং 'সর্ব্বম্' (পূর্ব্বোক্তং, তদিত্যর্থঃ) ॥১৩০॥১০॥

মূলানুবাদ। এই আকাশ হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, এবং সমস্ত ভূত আবার এই আকাশের মধু; আর এই যে, আকাশাধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে, হৃদয়াভিব্যক্ত তেজোময় অমৃতময় দেহসম্বন্ধী পুরুষ, ইহাই তাহা,—যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম এবং যাহা এই 'সর্ব্ব' বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥১৩০॥১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথাকাশঃ অধ্যাত্মং হৃদাকাশঃ ॥১৩০॥১০॥

টীকা। স্তনয়িত্নুবৎ ভাবমাকাশেঽতিদিশতি—তথেতি ॥ ১০॥

ভাষ্যানুবাদ। আকাশও সেইরূপ মধু; ইহার অধ্যাত্ম হইতেছে হৃদয়াকাশ ॥১৩০॥১০॥

আনন্দ-ভাষ্যম্। আকাশান্তাঃ পৃথিব্যাদয়ো ভূতগণা দেবতা গণাশ্চ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাত্মান উপকুর্ব্বন্তো মধু ভবন্তি প্রতি শরীরিণমিত্যুক্তম্;

যেন তে প্রযুক্তাঃ শরীরিভিঃ সম্বধ্যমানা মধুত্বেনোপকুর্বন্তি, তদ্বক্তব্যমিতী-দমারভ্যতে ॥১৩॥১০॥

আত্মানন্দ-ভাষ্যানুবাদ। পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূত-সমূহ এবং তদধিষ্ঠাতা দেহে অন্বয়সম্বন্ধভূত দেবতাগণও প্রত্যেক দেহীর উপকার সাধন করে বলিয়া মধু-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে; কিন্তু যাহা দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাহারা দেহীর সহিত সম্বন্ধ লাভ করত মধুরূপে উপকার করিয়া থাকে, তাহা বলা হয় নাই—এখন বলিতে হইবে, এই জন্য পরবর্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে।

অয়ং ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য ধর্ম্মস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্ ধর্ম্মে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং ধার্ম্মস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব সঃ, যোহয়মাত্মেদ-মমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥১৩॥১১॥

অন্বয়ার্থঃ। অয়ং (অনুভূয়মানঃ) ধর্ম্মঃ (পুণ্যং) সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্ব্বাণি ভূতানি অস্য ধর্ম্মস্য মধু; যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ ধর্ম্মে [অধিষ্ঠিতঃ] তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মং (দেহসম্বন্ধী) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ ধার্ম্মঃ (ধর্ম্মাধিষ্ঠিতঃ) পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ; [কঃ?] যঃ অয়ং আত্মা, [যৎ] ইদম্ অমৃতম্, [যৎ] ইদং ব্রহ্ম, [যৎ] ইদং সর্ব্বং (পূর্ব্বোক্তম্ ইত্যর্থঃ) ॥১৩॥১১॥

মূলানুবাদ। যাহার ফল প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, সেই এই ধর্ম্ম হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু; সমস্ত ভূতও আবার এই ধর্ম্মের মধু; এই যে, উক্ত ধর্ম্মাধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে, দেহসম্বন্ধী তেজোময় অমৃতময় ধার্ম্ম—ধর্ম্মাধিষ্ঠাতা পুরুষ, ইহাই তাহা—যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত এবং যাহা এই 'সর্ব্ব' বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥১৩॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অয়ং ধর্ম্মঃ। অয়ম্-ইত্যপ্রত্যক্ষোহপি ধর্ম্মঃ কার্য্যেণ তৎপ্রযুক্তেন প্রত্যক্ষেণ ব্যপদিশ্যতে—অয়ং ধর্ম্ম ইতি প্রত্যক্ষবৎ। ধর্ম্মশ্চ ব্যাখ্যাতঃ শ্রুতিস্মৃতিলক্ষণঃ, ক্ষত্রাদীনামপি নিয়ন্তা জগতো বৈচিত্র্যকৃৎ

স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; এই জন্যও 'অয়ং ধর্ম্মঃ' বলিয়া প্রত্যক্ষবৎ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে শাস্ত্রীয় আচারাত্মক সত্য ও ধর্ম্মের অভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এখানে কিন্তু অভেদ সত্ত্বেও দৃষ্ট ও অদৃষ্টাত্মক কার্য্য-বিভাগানুসারে সত্য ও ধর্ম্মের ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যাহা অদৃষ্টাত্মক অপূর্ব্বনামক ধর্ম্ম, তাহা অদৃষ্ট বা অপ্রত্যক্ষভাবেই সামান্যাকারে ও বিশেষাকারে কার্য্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে,—সামান্যাকারে পৃথিব্যাদি পদার্থ নিচয়ের প্রেরক বা কার্য্যোন্মুখতা-সম্পাদন করে, আবার বিশেষভাবে অধ্যাত্ম দেহেন্দ্রিয় সমষ্টিরও প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে; তন্মধ্যে পৃথিব্যাদি-প্রেরক ধর্ম্মে ইহা যেরূপ তেজোময় ও অমৃতময়, তদ্রূপ অধ্যাত্ম দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাত-প্রবর্ত্তক ধর্ম্মেও [পুরুষ তেজোময় ও অমৃতময়]॥ ১৩১ ॥ ১১ ॥

ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং সাত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সঃ, যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥১৩২॥১২॥

সন্ধলার্থঃ। ইদং (আচারলক্ষণং) সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি অস্য সত্যস্য মধু (কার্য্যম্); যঃ চ অয়ং অস্মিন্ সত্যে (সত্যার্থে অধিষ্ঠিতঃ) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাত্মং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ সাত্যঃ পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ; যঃ অয়ং আত্মা, যৎ ইদম্ অমৃতম্, যৎ ইদং ব্রহ্ম, যৎ ইদং সর্ব্বম্ (পূর্ব্বযুক্তম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩২ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। এই সদাচারাত্মক সত্য হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, আবার সমস্ত ভূত হইতেছে এই সত্যের মধু; আর এই যে, সত্যাধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে, দেহসম্বন্ধী তেজোময় অমৃতময় অধ্যাত্মপুরুষ, ইহাই তাহা—যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম, যাহা এই 'সর্ব্ব' বলিয়া কথিত ॥১৩২॥১২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তথা দৃষ্টেনানুষ্ঠীয়মানেনাচাররূপেণ সত্যাখ্যো ভবতি স এব ধর্ম্মঃ, সোঽপি দ্বিপ্রকার এব সামান্য-বিশেষাত্মরূপেণ; সামান্য-রূপঃ পৃথিব্যাদিসমবেতঃ, বিশেষরূপঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতসমবেতঃ। তত্র পৃথিব্যাদিসমবেতে বর্ত্তমানক্রিয়ারূপে সত্যে, তথা অধ্যাত্মং কার্য্যকরণসঙ্ঘাত-

সমবেতে সত্যে ভবঃ—সাত্যঃ, "সত্যেন বায়ুরাবাতি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥১৩২॥১২

টীকা। ইদং সত্যমিত্যস্মিন্ পর্য্যায়ে সত্যশব্দার্থমাহ—তথা দৃষ্টেনেতি। লোকপীড়াদি-শব্দো ধর্ম্মোদাহরণার্থঃ। তয়োরপি প্রকারয়োর্বিনিয়োগং বিভজতে—সামান্য-রূপ ইতি। উভয়ত্র সমবেতশব্দস্তত্র কারণত্বেনাশ্রয়ত্বার্থঃ। যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যামিত্যাদি-বাক্যস্য বিষয়মাহ—তত্রেতি। সত্যো বক্ষ্যমাণাদি বাক্যবিহিত শেষঃ। যশ্চায়মধ্যাত্মমিত্যাদি-বাক্যস্য বিষয়মাহ—তথাহধ্যাত্মমিতি। সত্যস্য পৃথিব্যাদৌ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে চ কারণত্বে প্রমাণমাহ—সত্যেনেতি। ১২ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। লোকপ্রত্যক্ষ সিদ্ধ সদাচারানুষ্ঠান দ্বারা সত্য নিষ্পন্ন হয়, তাহাই ধর্ম্মশব্দবাচ্য। সেই সত্যসংজ্ঞক ধর্ম্ম দুইপ্রকার—সামান্যাত্মক ও বিশেষাত্মক; তন্মধ্যে পৃথিব্যাদি ভূতপদার্থ সমবেত সত্য হইল সামান্য ধর্ম্ম আর কার্য্য-করণভাবে পরিণত দেহ-সম্বদ্ধ সত্য হইল বিশেষ ধর্ম্ম; তন্মধ্যে পৃথিব্যাদি ভূতে সম্বদ্ধ হইয়া যে সত্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইতে এবং অধ্যাত্ম দেহেন্দ্রিয়-সম্বদ্ধরূপে অনুষ্ঠিত সত্যধর্ম্ম হইতে যাহা সম্ভূত হয়, তাহার নাম সাত্য; কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে—'বায়ু সত্যধর্ম্ম-যোগেই প্রবাহিত হইয়া থাকে' ॥ ১৩২ ॥ ১২ ॥

ইদং মানুষং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য মানুষস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্মানুষে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সঃ যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদꣳ সর্ব্বম্ ।১৩৩।।১৩।।

অন্বয়ার্থঃ। ইদং (অনুভূয়মানং) মানুষং (মনুষ্যাদি জাতিভেদঃ) সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি অস্য মানুষস্য মধু, যঃ অয়ং অস্মিন্ মানুষে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাত্ম তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ মানুষঃ (মনুষ্যাভিমানী) পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ [কঃ ?] যঃ অয়ং (পূর্ব্বোক্তঃ) ॥ ১১৩ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ। এই লোকপ্রসিদ্ধ মনুষ্যাদি জাতিবিশে[ষ] হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, এবং সমস্ত ভূত হইতেছে এই মনুষ্যাদি মধু; এই যে, মানুষনিষ্ঠ তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে অধ্যাত্ম তেজোময় অমৃতময় মানুষ পুরুষ, ইহাই তাহা—যাহা এ

আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম, যাহা এই 'সর্ব্ব' স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তদাত্মক ৷ ১৩৩ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। ধর্ম্মসত্যাভ্যাং প্রযুক্তোঽয়ং কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতবিশেষঃ। স যেন জাতিবিশেষেণ সংযুক্তো ভবতি, স জাতিবিশেষো মানুষাদিঃ; তত্র মানুষাদিজাতিবিশিষ্টা এব সর্ব্বে প্রাণিনিকায়াঃ পরস্পরোপ-কার্য্যোপকারকভাবেন বর্ত্তমানা দৃশ্যন্তে; অতো মানুষাদিজাতিরপি সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। তত্র মানুষাদিজাতিরপি বাহ্যাধ্যাত্মিকী চেত্যুভয়থা নির্দ্দেশ-ভাগ্ ভবতি ॥১৩৩॥১৩॥

টীকা। ইদং মানুষমিত্যত্র মানুষগ্রহণং সর্ব্বজাত্যুপলক্ষণমিত্যভিপ্রেত্যাহ—ধর্ম-সত্যাভ্যামিতি। কথং পুনরেষা জাতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু ভবতি, তত্রাহ—তত্রেতি। ভোগভূমিঃ সপ্তম্যর্থঃ। বস্তুতস্তস্মিন্নাত্মনি বাক্যস্য বিবক্ষিতত্বং ধর্ম্মবদিতি—তত্রোক্তং। বাহ্যত্বাধ্যাত্মিকত্বে বাহ্যে। ধর্ম্মাদিবদিত্যপেরর্থঃ। নির্দ্দেশঃ শরীরাভিব্যক্তা জাতিরাধ্যাত্মিকী শরীরাকারাভিব্যক্তা তু বাহ্যেতি ভেদঃ। অতশ্চ তত্র বোভয়থাভিব্যক্তিভেদো নির্দ্দেশভাগিত্যুক্তম্। ১৩৩। ১৩।

ভাষ্যানুবাদ। দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতসম্পন্ন পুরুষ ধর্ম্ম ও সত্য দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, যে জাতিবিশেষের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইয়া থাকে; সেই জাতিবিশেষ হইতেছে—মনুষ্যত্বাদি। দেখিতে পাওয়া যায়—সমস্ত প্রাণীই মনুষ্যত্বাদি-জাতিবিশেষবিশিষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরের উপকার্য্যোপকারকভাবে অবস্থান করিতেছে; অতএব মনুষ্যত্বাদি জাতিও সমস্ত ভূতের মধু। এই মনুষ্যত্বাদি জাতিও বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদে দুই প্রকার; সুতরাং উহাও উভয় প্রকারে নির্দ্দেশের যোগ্য; [এই জন্য শ্রুতি উহার বাহ্যাধ্যাত্মিকভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৩৩। ১৩।

অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সঃ, যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥১৩৪ ।১৪॥

অন্বয়ার্থঃ। অয়ং আত্মা (মনুষ্যত্বাদিজাতিবিশিষ্টঃ দেহঃ) সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্ব্বাণি চ ভূতানি অস্য আত্মনঃ মধু; তথা যঃ চ অয়ং অস্মিন্ আত্মনি (দেহে) [অধিষ্ঠিতঃ] তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং

আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম, যাহা এই 'সর্ব্ব' স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তন্মাত্রক ॥ ১৩ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। ধর্ম্মসত্যাভ্যাং প্রযুক্তোঽয়ং কার্য্যকরণ-সংঘাতবিশেষঃ। স যেন জাতিবিশেষেণ সংযুক্তো ভবতি, স জাতিবিশেষো মানুষাদিঃ; তত্র মানুষাদিজাতিবিশিষ্টা এব সর্ব্বে প্রাণিনিকায়াঃ পরস্পরোপ-কার্য্যোপকারকভাবেন বর্ত্তমানা দৃশ্যন্তে; অতো মানুষাদিজাতিরপি সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। তত্র মানুষাদিজাতিরপি বাহ্যাধ্যাত্মিকী চেত্যুভয়থা নির্দ্দেশ-ভাগ্ ভবতি ॥১৩॥১৩॥

টীকা। ইদং মানুষমিত্যত্র মানুষশব্দং সকলকার্য্যকরণসংঘাতবিশিষ্টজাতিমাহ—ধর্ম সত্যাভ্যামিত্যাদিনা। কথং পুনরেষা জাতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু ভবতি, তত্রাহ—তত্রেতি। লোকভূমিঃ সপ্তম্যর্থঃ। বস্তুতঃ সর্ব্বজাতিবিশিষ্টা দৃশ্যন্তে ইত্যন্তং ভাষ্যং যোজ্যম্ ... —তত্রেতি। মানুষাদিজাতিরিতি শেষঃ। সর্ব্বাভিব্যক্তিপ্রসঙ্গঃ। নির্দ্দেশঃ ... জাতিবাহ্যাধ্যাত্মিকী সাধারণাদি ... তু ... ভেদঃ। ... নির্দ্দেশভাগিত্যুক্তম্ ॥ ১৩ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতসম্পন্ন পুরুষ ধর্ম্ম ও সত্য দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, যে জাতিবিশেষের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইয়া থাকে; সেই জাতিবিশেষ হইতেছে—মনুষ্যাদি। দেখিতে পাওয়া যায়—সমস্ত প্রাণীই মনুষ্যাদি-জাতিবিশেষবিশিষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরের উপকার্য্যোপকারকভাবে অবস্থান করিতেছে; অতএব মনুষ্যাদি জাতিও সমস্ত ভূতের মধু। এই মনুষ্যাদি জাতিও বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদে দুই প্রকার; সুতরাং উহাও উভয় প্রকারে নির্দ্দেশের যোগ্য; [এই জন্য শ্রুতি উহার বাহ্যাধ্যাত্মিকভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥ ১৩ ॥

অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সঃ, যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥১৩৪॥১৪॥

অন্বয়ার্থঃ। অয়ং আত্মা (মনুষ্যাদিজাতিবিশিষ্টঃ দেহঃ) সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্ব্বাণি চ ভূতানি অস্য আত্মনঃ মধু; তথা যঃ চ অয়ং অস্মিন্ আত্মনি (দেহে) [অধিষ্ঠিতঃ] তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং

প্রকার বিশেষ ধর্ম্মবিবর্জ্জিত এবং সমস্ত ভূত ও দেবগণে গ্রথিত দেহে-ন্দ্রিয়াদি-সংঘাতই "এই আত্মা"-শব্দে অভিহিত হইয়াছে, (কিন্তু শরীরের অংশবিশেষ নহে)। এখানে সেই এই সংঘাতরূপী আত্মাতেই তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বাত্মক অমূর্ত্ত-রস পুরুষের নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে তাহারই একদেশ পৃথিব্যাদিপর্য্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, এখানে কিন্তু অধ্যাত্মবিষয়ে বিশেষ কিছু বক্তব্য না থাকায়, তাহার আর প্রতিনির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইতেছে না; পরন্তু এতদতিরিক্ত যে, স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়রূপ বিজ্ঞানময় আত্মা,—যাহার জন্য এই প্রকরণের আরম্ভ, সেই আত্মাই এখানে "অয়মাত্মা" বলিয়া অভিহিত হইতেছে ॥১৪॥১৪॥

স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা, তদ্‌যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ ॥১৫॥১৫॥

সরলার্থঃ। সঃ (অনন্তরোক্তঃ) অয়ং (কার্য্য-করণোপাধিবিশিষ্টঃ) আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং অধিপতিঃ (অধিকার পালকঃ—স্বতন্ত্র ইত্যর্থঃ), সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা (ঔপচারিকরাজত্ব-প্রতিষেধার্থং রাজবিশেষণম্); তৎ (তত্র) যথা (যদ্বৎ) রথনাভৌ চ রথনেমৌ (রথচক্রস্য প্রান্তভাগে) চ সর্ব্বে অরাঃ (শলাকাঃ) সমর্পিতাঃ [ভবন্তি], এবম্ এব (যথোক্ত-দৃষ্টান্তবদেব) সর্ব্বাণি ভূতানি, সর্ব্বে দেবাঃ, সর্ব্বে লোকাঃ, সর্ব্বে প্রাণাঃ, এতে (পূর্ব্বোক্তাঃ) সর্ব্বে আত্মানঃ অস্মিন্ (বিজ্ঞানময়ে) আত্মনি সমর্পিতাঃ সন্নিবেশিতাঃ তদায়ত্তা ইত্যর্থঃ ॥১৫॥১৫॥

মূলানুবাদ।—সেই এই দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্বদ্ধ বিজ্ঞানময় আত্মাই সমস্ত ভূতের অধিপতি (পরিচালক) এবং সমস্ত ভূতের রাজা। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, রথের নাভিরন্ধ্রে ও রথচক্রের নেমিতে যেরূপ চক্রশলাকাসমূহ সন্নিবেশিত থাকে, ঠিক তদ্রূপ সমস্ত ভূত, সমস্ত দেবতা, সমস্ত লোক, সমস্ত প্রাণ এবং উক্ত সমস্ত আত্মা এই আত্মাতে সন্নিবেশিত আছে ॥১৫॥১৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। যস্মিন্নাত্মনি পরিশিষ্টো বিজ্ঞানময়োঽন্ত্যে পর্য্যায়ে প্রবেশিতঃ, সোঽয়মাত্মা তস্মিন্নবিদ্যাকৃতকার্য্যকরণসম্বন্ধোপাধি-বিশিষ্টে ব্রহ্মবিদ্যয়া পরমার্থাত্মনি প্রবেশিতে, স এবমুক্তোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনভূতঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাময়মাত্মা সর্ব্বৈকশাস্তঃ, সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বভূতানাং স্বতন্ত্রঃ, ন কুমারামাত্যবৎ; কিং তর্হি? সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা, রাজত্ববিশেষণমধিপতিরিতি—ভবতি কশ্চিদ্রাজোচিতবৃত্তি-মাশ্রিত্য রাজা, ন ত্বধিপতিঃ; অতো বিশিনষ্টি অধিপতিরিতি। এবং সর্ব্বভূতাত্মা বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদ্ মুক্তো ভবতি। ১

যদুক্তম্—ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে—কিমু তদ্ ব্রহ্ম অবেৎ, যস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ—ইতীদম্, তদ্ব্যাখ্যাতম্। এবমাত্মানমেব সর্ব্বাত্মত্বেনাচার্য্যাগমাভ্যাং শ্রুত্বা, মত্বা তর্কতঃ, বিজ্ঞায় সাক্ষাৎ, এবম্—যথা মধুব্রাহ্মণে দর্শিতং, তথা, তস্মাদ্ব্রহ্মবিজ্ঞানাদেবংলক্ষণাৎ পূর্ব্বমপি ব্রহ্মৈব সৎ অবিদ্যয়া অব্রহ্মাসীৎ, সর্ব্ব এব চ সৎ অসর্ব্বমাসীৎ, তাং ত্ববিদ্যামস্মাদ্ বিজ্ঞানাৎ তিরস্কৃত্য ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাভবৎ, সর্ব্বং সৎ সর্ব্বমভবৎ। ২

পরিসমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ, যদর্থঃ প্রস্তুতঃ; তস্মিন্নেতস্মিন্ সর্ব্বাত্মভূতে ব্রহ্মবিদি সর্ব্বাত্মনি সর্ব্বং জগৎ সমর্পিতম্—ইত্যেতস্মিন্নর্থে দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে—যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চ অরাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ—ইতি প্রসিদ্ধোঽর্থঃ, এবমেতস্মিন্ আত্মনি পরমাত্মভূতে ব্রহ্মবিদি সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি, সর্ব্বে দেবাঃ অগ্ন্যাদয়ঃ, সর্ব্বে লোকাঃ ভূরাদয়ঃ, সর্ব্বে প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ, সর্ব্ব এতে আত্মানঃ—জলচন্দ্রবৎ প্রতিশরীরানুপ্রবেশিনোঽবিদ্যাকল্পিতাঃ, সর্ব্বং জগদস্মিন্ সমর্পিতম্। ৩

যদুক্তম্—ব্রহ্মবিদ্ বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি, স এষ সর্ব্বাত্মভাবো ব্যাখ্যাতঃ। স এষ বিদ্বান্ ব্রহ্মবিৎ সর্ব্বোপাধিঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বো ভবতি; নিরুপাধির্নিরুপাখ্যোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনোঽজোঽজরো-ঽমৃতোঽভয়োঽচলো নেতি নেত্যস্থূলোঽনণুরিত্যেবংবিশেষণো ভবতি। ৪

তদেতদর্থজাতমতার্কিকাঃ কেচিৎ পণ্ডিতম্মন্যাশাস্ত্রবিদঃ শাস্ত্রার্থং বিরুদ্ধং মন্যমানা বিকল্পয়ন্তো মোহমপারমুপযান্তি। তদেতদর্থবিষয়ৌ মন্ত্রা-বাজসনেয়কে—"অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ" "তদেজতি তন্নৈজতি" ইতি। তথা চ তৈত্তিরীয়কে—"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ", "এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে।"

আত্মা—অধিক কি, সমুদয় সমস্ত জগৎই এই আত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে আরও যে, বলা হইয়াছে—'বামদেব ঋষি অনুভব করিয়াছিলেন যে, আমিই মনু হইয়াছিলাম, আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম', এখানে সেই সর্ব্বাত্মভাবই ব্যাখ্যাত হইল। [এখানে বুঝান হইল যে,] ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষই সর্ব্বোপাধিসম্পন্ন সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বময় হন, তিনিই আবার সর্ব্বোপাধি-বিবর্জ্জিত অনির্দ্দেশ্য, বাহ্যাভ্যন্তররহিত পূর্ণ প্রজ্ঞানঘন, অজ অজর, অমর অভয় অচল এবং 'নেতি নেতি' শ্রুতিপদবাচ্য অস্থূল অনণু (অণু নহে) ইত্যাদি বিশেষণেও বিশেষিত হন। ৩

কোন কোন তর্কপটু—তার্কিক এবং বেদজ্ঞের ভিতরেও পণ্ডিতম্মন্য যাহারা আপনাকে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন, এরূপ কোন কোন ব্যক্তি ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া—অধিকন্তু শাস্ত্রার্থ বিরুদ্ধ হইতেছে মনে করিয়া নানাপ্রকার অসৎ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করত বিষম ব্যামোহে পতিত হইয়া থাকেন। [প্রকৃতপক্ষে কিন্তু] নিম্নোক্ত মন্ত্র দুইটিও আমাদের অভিপ্রেত অর্থেরই অনুমোদন করিতেছে; যথা—'যিনি নিষ্ক্রিয় হইয়াও মনের অপেক্ষা অধিক বেগবান্,' 'তিনি সক্রিয়ও বটে, অক্রিয়ও বটে' ইত্যাদি। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও এইরূপই আছে—'যদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট কিছু নাই,' 'এই সাম গান করিতেছে' 'আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন' ইত্যাদি। ছান্দোগ্যেও সেইরূপ দ্বৈতভাবের কথা আছে—'তিনি হাসিতেছেন, ক্রীড়া করিতেছেন এবং রমণ করিতেছেন' 'তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন', 'তিনি সর্ব্বগন্ধযুক্ত ও সর্ব্বরস-সম্পন্ন,' 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সাধারণাকারে ও বিশেষাকারে সমস্ত জানেন' ইত্যাদি। আথর্ব্বণোপনিষদেও আছে 'তিনি দূর হইতেও দূরে, আবার নিকট হইতেও নিকটে আছেন' ইত্যাদি। কঠোপনিষদেও আছে—'তিনি অণু অপেক্ষাও অতিশয় অণু, আবার মহৎ অপেক্ষাও মহত্তর' 'মত্ত ও মত্ততাহীন সেই দেবতাকে [আমি ভিন্ন কে জানিতে পারে?]' 'তিনি নিশ্চল হইয়াও ধাবমান অন্য সমস্তকে অতিক্রমণ করেন' ইতি। এইরূপ ভগবদ্গীতাতেও বৈরূপ্যের কথা আছে; যথা—'আমিই শ্রৌত ও স্মার্ত্ত যজ্ঞস্বরূপ,' 'আমিই এ জগতের পিতা,' 'প্রভু (পরমেশ্বর) কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না' 'সর্ব্বভূতে সমান' 'পরস্পর পৃথক্‌ভাবাপন্ন বস্তুনিচয়েও তিনি অবিভক্ত একরূপ' 'তিনিই নিরন্তর সকলকে গ্রাস করিয়া থাকেন এবং জন্মাইয়া থাকেন', এবংবিধ

শাস্ত্রগুলির অর্থ বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতেছে মনে করিয়া এবং নিজ নিজ বুদ্ধিশক্তি অনুসারে অর্থবিশেষ নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার কল্পনা করিতে যাইয়া, কেহ কেহ মনে করেন—দেহাদির অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব আছে, কেহ মনে করেন—নাই; কেহ বলেন—কর্তা, কেহ বলেন—অকর্তা; কেহ বলেন—আত্মা বদ্ধ, আবার কেহ বলেন—আত্মা মুক্ত; কেহ বলেন—আত্মা শুধু বুদ্ধি-বিজ্ঞান মাত্র, আবার কেহ বলেন—শূন্যই আত্মা, (১) ইত্যাদি বহুবিধ কল্পনার আশ্রয় করিতে যাইয়া সর্ব্বত্রই বিরোধ দেখিতে পান; সুতরাং সেই অবিদ্যারও আর কূলকিনারা পান না। অতএব যাহারা শ্রুতি ও আচার্য্য-প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত-পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই কেবল এই অবিদ্যা-বিভ্রমের পার পাইয়া থাকেন, এবং তাঁহারাই আমাদিগকে অপার মোহ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন, কিন্তু নিজ নিজ বুদ্ধিনৈপুণ্যানুসারিগণ কখনই পারিবে না॥ ১৩৫॥ ১৫॥

আভাসভাষ্যম্। পরিসমাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যাঽমৃতত্বসাধনভূতা, যাং মৈত্রেয়ী পৃষ্টবতী ভর্ত্তারম্—"যদেব ভগবানমৃতত্বসাধনং বেদ, তদেব মে ব্রূহি" ইতি; তস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ স্তুত্যর্থেয়মাখ্যায়িকা আনীতা। তস্যা আখ্যায়িকায়াঃ সংক্ষেপতোঽর্থপ্রকাশনার্থাবেতৌ মন্ত্রৌ ভবতঃ। এবং হি মন্ত্র-ব্রাহ্মণাভ্যাং স্তুতামৃতত্ব-সর্ব্বপ্রাপ্ত্যাদিসাধনত্বং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ প্রকটীকৃতং রাজমার্গমুপনীতং ভবতি—যথা আদিত্য উদ্যন্ সার্ব্বরং তমোঽপনয়তীতি, তদ্বৎ। ১

অপি চ এবং স্তুতা ব্রহ্মবিদ্যা—যা ইন্দ্ররাজ-রক্ষিতা, সা দুষ্প্রাপ্যা দেবৈরপি; যথাশ্বিভ্যামপি দেবভিষগ্ভ্যামিন্দ্ররক্ষিতা বিদ্যা মহতায়াসেন প্রাপ্তা।

---

১ তাৎপর্য্য—আত্মার সম্বন্ধে বিভিন্নপ্রকার মতভেদ আছে; তন্মধ্যে এখানে যে কয়েকটি মতের উল্লেখ আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত নিত্য সত্য আত্মার অস্তিত্ব আস্তিকমাত্রেই স্বীকার করেন, কিন্তু নাস্তিকেরা তাহা স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকেরা আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্তীরা তাহা মানেন না; তাঁহারা বলেন—কর্তৃত্ব ধর্মটি বুদ্ধির, আত্মাতে তাহার আরোপ হয় মাত্র। নৈয়ায়িকেরা আত্মার বাস্তব বন্ধ মোক্ষ স্বীকার করেন, কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্তিগণ আত্মাকে নিত্যমুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যে একদল বলেন—অনুক্ষণোৎপন্ন বুদ্ধিবিজ্ঞানই আত্মা, তদতিরিক্ত কোন আত্মা নাই; অন্য দল বলেন—শূন্যই জগতের তত্ত্ব, সেই শূন্যই আত্মার প্রকৃতরূপ

কিছু ছিল না, হবে না এবং বর্ত্তমানেও তাহার সম্ভবই নাই, ইহা অপেক্ষা আর অধিক স্তুতি কি আছে ? ২

পক্ষান্তরে, এই রূপেও ব্রহ্মবিদ্যা প্রশংসিত হইতেছে যে, কর্ম্মই সর্ব্ববিধ পুরুষার্থের (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের) প্রাপ্তি-সাধন বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ ; সেই ধর্ম্ম হইতেছে বিত্তসাধ্য ; অথচ বিত্ত দ্বারা কখনও সেই অমৃতত্বলাভের আশা নাই ; পক্ষান্তরে কর্ম্মনিরপেক্ষ একমাত্র আত্মবিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) দ্বারাই যথোক্ত অমৃতত্ব বা মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ যেহেতু কর্ম্মপ্রকরণেই ব্রহ্মবিদ্যার কথাও বলিতে পারা যাইত, কিন্তু কর্ম্মের সহিত ব্রহ্মবিদ্যা নিতান্ত বিরুদ্ধ ; সেই জন্যই কর্ম্মপ্রকরণ অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভের জন্য পৃথক্‌ভাবে ও সন্ন্যাসের সহিত ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপণ করা হইয়াছে ; ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা পুরুষার্থসিদ্ধির আর উৎকৃষ্ট উপায় নাই। [ইহাও ব্রহ্মবিদ্যা-প্রশংসার অপর কারণ]। ৩

প্রকারান্তরেও ব্রহ্মবিদ্যা প্রশংসিত হইতেছে—জগতের লোকমাত্রই জায়া-লাভ অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তু লাভে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে ; 'আদি পুরুষ কিছুতেই প্রীতি লাভ করিতে পারিলেন না,' 'সেইজন্য এখনও লোকে একাকী প্রীতি অনুভব করে না' এই শ্রুতিবাক্যও এবিষয়ে প্রমাণ। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সাধারণ সংসারী হইয়াও একমাত্র আত্ম-জ্ঞানের প্রভাবে ভার্য্যাপুত্রাদিময় সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, আত্ম-জ্ঞানে তৃপ্ত ও আত্মরতি হইয়াছিলেন। তাহার পর এইরূপেও ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি করা হইল যে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সংসারাশ্রম হইতে যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছেন, তখনও তিনি নিজের প্রিয়তমা ভার্য্যার পূর্ণ তৃপ্তিসাধনের জন্য এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন, কারণ, তাঁহার নিজের উক্তিতেই আছে—'মৈত্রেয়ি, তুমি প্রিয় কথা বলিতেছ ; এস, নিকটে উপবেশন কর' ইতি, [লোকে প্রিয়জনকে উত্তম বস্তুই দিয়া থাকে ; যাজ্ঞবল্ক্য নিজের প্রিয়তমা ভার্য্যাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করায় বুঝা যাইতেছে যে, এই ব্রহ্মবিদ্যা অতি উত্তম পরম-পুরুষার্থ-সাধন ; সুতরাং ইহাও ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে]। ৪

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ

পশ্যন্নবোচৎ তদ্বাং নরা সনয়ে দংস উগ্রমাবিষ্কৃণোমি তন্যতুর্ন বৃষ্টিম্। দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচেতি ॥১০৬॥১৬॥

সরলার্থঃ। ইদানীং যথোক্তমধুবিদ্যায়াঃ স্তুত্যর্থমিমামাখ্যায়িকা-ভিধীয়তে "ইদং বৈ" ইতি। দধ্যঙ্ আথর্বণঃ (তন্নামকঃ ঋষিঃ) তৎ (পূর্বোক্তং) ইদং বৈ (প্রসিদ্ধং) মধু (মধুবিদ্যাং) অশ্বিভ্যাং (অশ্বিনী-কুমার-নামকাভ্যাং দেবভিষগ্‌ভ্যাম্) উবাচ (উক্তবান্)। ঋষিঃ (মন্ত্রঃ) তৎ এতৎ বিদ্যোপদেশরূপং কর্ম) পশ্যন্ (জানন্) অবোচৎ। [কিম্? ইত্যাহ—] হে নরাঃ (নরাকারৌ অশ্বিনৌ) বাং (যুবয়োঃ) সনয়ে (ধনায় লোভকলায় অনুষ্ঠিতং, উগ্রং (ক্রূরং তৎ) দংসঃ (কর্ম) তন্যতুঃ (মেঘঃ) বৃষ্টিং (বারিবর্ষণং) ন ইব আবিষ্কৃণোমি (প্রকাশ-য়ামি. মেঘো যথা গর্জিতাদিভিঃ বৃষ্টিং প্রকাশয়তি, তথা অহমপি যুবয়োরেতৎ কর্ম লোকে প্রকাশয়ামি ইত্যর্থঃ)। [কিং প্রকাশয়িষ্যসি? ইত্যাহ—] দধ্যঙ্ আথর্বণঃ ঋষিঃ যৎ অশ্বস্য শীর্ষ্ণা (অশ্বমস্তকেন) বাং (যুবাভ্যাং) মধু (মধুবিদ্যাং) প্রোবাচ (উক্তবান্) ইতি। [অত্র 'ঈং' ইতি অনর্থকো নিপাতঃ]॥ ১০৬ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। এই মধুবিদ্যা দধ্যঙ্ নামক আথর্বণ ঋষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিয়াছিলেন; মন্ত্ররূপী ঋষি তাহা জানিতে পারিয়া অশ্বিনীকুমারকে বলিলেন,—হে নরাকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তোমরা যে লাভের জন্য এইরূপ [ঋষির শিরশ্ছেদরূপ] নৃশংস কর্ম করিয়াছ; মেঘ যেরূপ গর্জ্জনাদি দ্বারা বারিবর্ষণ সূচনা করিয়া দেয়, তদ্রূপ আমিও বলিয়া দিব যে, দধ্যঙ্ ঋষি অশ্বশির দ্বারা তোমা-দিগকে এই গোপনীয় মধুবিদ্যা বলিয়াছেন ॥ ১০৬ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অত্রেয়ং স্তুত্যর্থা আখ্যায়িকেত্যবোচাম; কা পুনঃ সা আখ্যায়িকা, ইত্যুচ্যতে—ইদমিতি অনন্তরনির্দিষ্টং বাগাদিনাভি, বুদ্ধৌ সন্নিহিতত্বাৎ। বৈ-শব্দঃ স্মরণার্থঃ; তদিত্যাখ্যায়িকাবিষয়ং প্রকরণান্তরাভি-হিতং পরোক্ষং বৈ-শব্দেন স্মারয়িত্বং বাগাদিনাভি। যৎ তৎ প্রবর্গ্যপ্রকরণে সূচিতম্, ন আবিষ্কৃতং মধু, তদিদং মধু ইদানীমবাং নির্দিষ্টম্—ইয়ং পৃথিবী-

ত্যাখ্যিকা। কথং তত্র প্রকরণান্তরে সূচিতং—দধ্যঙ্ হ বা আথর্বণো মধু নাম ব্রাহ্মণমুবাচ। ১

তদেনয়োঃ প্রিয়ং ধাম তদেবৈনয়োরেতেনোপগচ্ছতি। স হোবাচ ইন্দ্রেণ বা উক্তোঽসি—এতচ্চেদন্যস্মৈ ব্রূয়াঃ, তত এব তে শিরশ্ছিন্দ্যামিতি। তস্মাদ্বৈ বিভেমি; যদ্বৈ মে স শিরো ন ছিন্দ্যাৎ, তদ্বামুপনেষ্য ইতি। তৌ হোচতুরাবাং ত্বা তস্মাৎ ত্রাস্যাবহে ইতি। কথং মা ত্রাস্যেথে? ইতি; যদা নাবুপনেষ্যসে, অথ তে শিরশ্ছিত্ত্বা অন্যত্রাপহৃত্যোপনিধাস্যাবঃ; অথাশ্বস্য শির আহৃত্য তত্তে প্রতিধাস্যাবঃ; তেন নাবনুবক্ষ্যসি। স যদা নাবনুবক্ষ্যসি, অথ তে তদিন্দ্রঃ শিরশ্ছেৎস্যতি; অথ তে স্বং শির আহৃত্য তত্তে প্রতিধাস্যাব ইতি। তথেতি তৌ হোপনিন্যে; তৌ যদোপনিন্যে, অথাস্য শিরশ্ছিত্ত্বান্যত্রোপনিদধতুঃ; অথাশ্বস্য শির আহৃত্য তদ্ধাস্য প্রতিদধতুঃ; তেন হাভ্যামনূবাচ। স যদাভ্যামনূবাচ অথাস্য তদিন্দ্রঃ শিরশ্চিচ্ছেদ; অথাস্য স্বং শির আহৃত্য তদ্ধাস্য প্রতিদধতুরিতি। যাবত্তু প্রবর্গ্যকর্মাঙ্গভূতং মধু, তাবদেব তত্রাভিহিতম্; ন তু কক্ষ্যামধুজ্ঞানাখ্যম্। তত্র যা আখ্যায়িকাভিহিতা, সেহ স্তুত্যর্থা প্রদর্শ্যতে—ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽনেন প্রপঞ্চেনাশ্বিভ্যামুবাচ। ২

তদেতদৃষিঃ—তদেতৎ কর্ম, ঋষিঃ মন্ত্রঃ, পশ্যন্ উপলভমানঃ, অবোচদুক্তবান্। কথম্? তদ্বাং নর ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। দংস ইতি কর্মণো নামধেয়ম্; তচ্চ দংসঃ কিংবিশিষ্টম্? উগ্রং ক্রূরম্; বাং যুবয়োঃ; হে নরা নরাকারৌ অশ্বিনৌ। তচ্চ কর্ম কিন্নিমিত্তম্? সনয়ে লাভায়; লাভলুব্ধো হি লোকেঽপি ক্রূরং কর্ম আচরতি, তথৈব এতাবুপলভ্যেতে, যথা লোকে। তৎ আবিঃ প্রকাশং কৃণোমি করোমি, যৎ রহসি ভবদ্ভ্যাং কৃতম্। কিমিবেত্যুচ্যতে—তন্যতুঃ পর্জন্যঃ, ন ইব, নকারস্তু পরিষ্টাদুপচারঃ* উপমার্থীয়ো বেদে, ন প্রতিষেধার্থঃ; যথাশ্বং ন—অশ্বমিবেতি যদ্বৎ; তন্যতুরিব বৃষ্টিং—যথা পর্জন্যো বৃষ্টিং প্রকাশয়তি স্তনয়িত্নাদিশব্দৈঃ, তদ্বদহং যুবয়োঃ ক্রূরং কর্ম আবিষ্কৃণোমি ইতি সম্বন্ধঃ। ৩

ননু অশ্বিনোঃ স্তুত্যর্থৌ কথমেতৌ মন্ত্রৌ স্যাতাম্ নিন্দাবচনৌ হি ইমৌ? নৈষ দোষঃ; স্তুতিরেবৈষা ন নিন্দাবচনৌ। যস্মাদীদৃশমপ্যতিক্রূরং কর্ম কুর্বতোঃ যুবয়োর্ন লোম চ হীয়ত ইতি; ন চান্যৎ কিঞ্চিদ্ধীয়তে এবেতি স্তাবকাবেতৌ ভবতঃ। নিন্দাং প্রশংসাং হি লৌকিকাঃ স্মরন্তি; তথা প্রশংসারূপা চ নিন্দা

[illegible] পূর্বোক্তং [illegible] দধ্যঙ্‌ আথর্বণ [illegible] বাক্যৈ—
দধ্যঙ্‌ আহেতি । [illegible] মধু. তদাথর্বণো [illegible] শিরসা প্রোবাচ ।
যজ্ঞাদৌ মধু [illegible] সম্বন্ধঃ ॥ ১০৬ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ । পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই আখ্যায়িকাটি মধুবিদ্যার প্রশংসার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই আখ্যায়িকাটি কি, তাহা এখন বলা হইতেছে—শ্রুতির 'ইদং' শব্দটি অব্যবহিত পূর্বোক্ত বিষয়ের নির্দেশ করিতেছে ; কারণ তাহাই বুদ্ধিস্থ ; 'বৈ' শব্দটি স্মরণার্থক ; অর্থাৎ অন্য-প্রকরণোক্ত দূরবর্তী যে বিষয়টি এতৎ আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইয়াছে, এখানে 'বৈ' শব্দে তাহাই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। প্রবর্গ্য-প্রকরণে যে মধু কেবল সূচিতমাত্র হইয়াছে—স্পষ্ট কথায় অভিহিত হয় নাই, অব্যবহিত পূর্বোক্ত মধুব্রাহ্মণে তাহাই "ইয়ং পৃথিবী" ইত্যাদিবাক্যে বিস্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। সেই প্রবর্গ্যপ্রকরণেই বা এই মধুবিদ্যা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে কিরূপে, অর্থাৎ দধ্যঙ্‌ আথর্বণ ঋষি কি কারণে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে এই মধুব্রাহ্মণ অর্থাৎ মধুবিদ্যা বলিয়াছিলেন, [তাহা বলা হইতেছে—]। ১

এই মধুব্রাহ্মণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বড়ই প্রিয় ; দধ্যঙ্‌ আথর্বণ ঋষি বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে তাহাদিগকে সেই বিদ্যা দান করিবার জন্য সমীপে উপস্থিত হইলেন। [এবং তাহাদের প্রার্থনা শুনিয়া] বলিলেন দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আপনি যদি এই বিদ্যা অপর কাহাকেও প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার শিরশ্ছেদন করিব ; সেই কারণে আমি ভীত হইতেছি ; তিনি যদি আমার শিরশ্ছেদন না করেন, তাহা হইলে, আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে পারি, [এ কথা শুনিয়া] অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন—আমরা আপনাকে ইন্দ্রের নিকট হইতে রক্ষা করিব ; [ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন,] কিরূপে রক্ষা করিবে ? [তাঁহারা বলিলেন,] আপনি যে সময় আমাদিগকে উপদেশ দিবেন, সে সময় আমরা আপনার এই মস্তক কর্তন করিয়া অন্যত্র রাখিয়া দিব, এবং অশ্বের মস্তক আনিয়া আপনার গলদেশে লাগাইয়া দিব ; আপনি সেই অশ্বমুখে আমাদিগকে উপদেশ করিবেন। আপনি সেই মুখে যখন আমাদিগকে উপদেশ দিবেন, তখন নিশ্চয়ই ইন্দ্র আপনার সেই মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবেন ; আমরা তাহার পর আপনার নিজের মস্তক আনিয়া সংযোজিত

করিয়া দিব। [তিনি] তথাস্ত বলিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যখন তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহারা ইহার মস্তকটি ছেদন করিয়া অন্যত্র রাখিয়া দিলেন, এবং একটি অশ্বমস্তক আনিয়া তাহাতে লাগাইয়া দিলেন; ঋষি সেই অশ্বশিরের সাহায্যে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন। তিনি যখন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময় ইন্দ্র তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন; তাহার পর অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার নিজের মস্তক আনিয়া লাগাইয়া দিলেন ইতি।১

এই মধুবিদ্যার যতটুকু অংশ প্রবর্গ্য ক্রিয়ার অঙ্গ, কেবল ততটুকুই সেখানে কথিত হইয়াছে; কক্ষ্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞানাত্মক মধুর কথা কিছুই বলা হয় নাই। [বুঝিতে হইবে যে,] সেখানে যে আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়াছে, এখানে কেবল মধুবিদ্যার প্রশংসার্থই তাহার উল্লেখ করিয়া জানান হইতেছে যে, দধ্যঙ্ আথর্বণ ঋষি এইরূপ প্রণালীতে এই মধুবিদ্যা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিয়াছিলেন।২

"তদেতৎ ঋষিঃ"—'তৎ এতৎ' অর্থ—উল্লিখিত কার্য্য; এখানে ঋষি অর্থ মন্ত্র; মন্ত্ররূপী ঋষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এই কর্ম্ম দর্শন করত অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন। কি প্রকার? 'দংস' শব্দটি কর্ম্মের সংজ্ঞা; এবং ব্যবহিত কর্ম্মের সহিত ইহার সম্বন্ধ। সেই 'দংস' কার্য্যটি কি প্রকার? না, উগ্র—ক্রূর অর্থাৎ অত্যন্ত হিংসাত্মক; সেই কর্ম্মের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য-লাভ; লোকে লাভের প্রত্যাশায় অতি গর্হিত কর্ম্মও করিয়া থাকে; ইহাদের দুই জনকেও ঠিক সেই রূপই দেখিতেছি। হে নর অর্থাৎ মনুষ্যাকৃতি অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, তোমাদের অনুষ্ঠিত এই নৃশংসকর্ম্ম আমি প্রকাশ করিয়া দিতেছি; কাহার ন্যায়,—তোমরা গোপনে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, মেঘ যেমন গর্জনাদি দ্বারা অবিজ্ঞাত বৃষ্টির সংবাদ প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি আমিও তোমাদের সেই গোপনে অনুষ্ঠিত ক্রূর কর্ম্মের কথা প্রকাশ করিয়া দিতেছি। এস্থলে 'ন' শব্দটি 'ইব' স্থানীয় (সাদৃশ্যার্থক); যেমন 'অশ্বং ন' বলিলে অশ্বসদৃশ বুঝায়, তদ্রূপ।৩

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এই মন্ত্র দুইটি অশ্বিনীকুমারের প্রশংসাসূচক হইল কিরূপে? বরং নিন্দার্থক বলিয়াই মনে হইতেছে? না,—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, এই দুইটি মন্ত্র স্তুতিবাচকই বটে,—নিন্দাবাচক নহে;

যেহেতু এখানে বলা হইয়াছে যে, ঈদৃশ ক্রূর কর্ম করিলেও তোমাদের উভয়ের একটি লোমও নষ্ট হয় নাই; সুতরাং আর কিছু অনিষ্ট ত হয়ই নাই; অতএব এইরূপ অশ্বিনীকুমারের স্তুতিতেই মন্ত্রদুইটির বিনিয়োগ বুঝা যাইতেছে। ব্যবহারাভিজ্ঞ লোকেরা নিন্দাকেও স্তুতিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন; আবার প্রশংসা-বিশেষকেও সময়ে সময়ে নিন্দাত্মক বলিয়া মনে করেন। দধ্যঙ্-নামক আথর্বণ ঋষি অশ্বমস্তক দ্বারা তোমাদিগকে যে, গোপনীয় আত্মজ্ঞানরূপ মধু সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছেন, [তাহা আমি প্রকাশ করিয়া দিব]। শ্রুতির 'হ' পদটি অর্থহীন 'নিপাত' শব্দ; 'ঈম্' পদটিও অর্থহীন নিপাত শব্দ। ১৩৬। ১৬।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ। আথর্ব্বণায়াশ্বিনৌ দধীচেঽশ্ব্যং শিরঃ প্রত্যৈরয়তম্। স বাং মধু প্রবোচদৃতায়ন্ ত্বাষ্ট্রং যদ্দস্রাবপি কক্ষ্যং বামিতি ॥১৩৭॥১৭॥

অন্বয়ার্থঃ। অশ্বিনোর্থে পুনরপি মন্ত্রান্তরমুচ্যতে—"ইদং বৈ" ইত্যাদি। দধ্যঙ্ আথর্বণঃ [নাম ঋষিঃ] ইদং মধু [আত্মজ্ঞানং] অশ্বিভ্যাম্ উবাচ। ঋষিঃ (মন্ত্রঃ) তৎ এতৎ (অশ্বিনীকুমারকৃতং কর্ম) পশ্যন্ (উপলভমানঃ সন্) অবোচৎ (অশ্বিনীকুমারৌ উক্তবান্)—হে অশ্বিনৌ, [যুবাং] আথর্বণায় (অথর্ববেদবিদে) দধীচে (তন্নামে ঋষয়ে) অশ্ব্যং (অশ্বসম্বন্ধি) শিরঃ (মস্তকং) প্রত্যৈরয়তং (সংযোজিতবন্তৌ); দস্রৌ (হে ক্রূরকর্মাণৌ অশ্বিনৌ), সঃ অশ্বশিরঃসম্পন্নঃ দধ্যঙ্ ঋষিঃ) ঋতায়ন্ (প্রতিজ্ঞাতং পালয়ন্) বাং (যুবাভ্যাং) কক্ষ্যং (গোপনীয়ম্—অবচনীয়ম্) অপি ত্বাষ্ট্রং (আদিত্যসম্বন্ধি প্রবর্গ্যকর্মাঙ্গভূতং মধু) প্রবোচৎ (উক্তবান্) ইতি। ১৩৭। ১৭।

মূলানুবাদ।—দধ্যঙ্ আথর্বণ ঋষি এই মধুবিদ্যা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। স্বয়ং মন্ত্ররূপী ঋষি অশ্বিনীকুমারের তথাবিধ নৃশংস কর্ম দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তোমরা আথর্বণ দধ্যঙ্ ঋষির স্কন্ধে অশ্বশির সংযোজিত করিয়া দিয়াছ; হে দস্র (অশ্বিনীকুমার), তিনি স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য,

তোমরা অযোগ্য হইলেও তোমাদিগকে গোপনীয় আদিত্যসম্বন্ধী মধু-বিদ্যা উপদেশ দিয়াছেন। [ইহা আমি প্রকাশ করিয়া দিব]॥ ১৫৭ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদং বৈ তন্মধু ইত্যাদি পূর্ববৎ মন্ত্রান্তরপ্রদর্শনার্থম্। তথা অন্যো মন্ত্রস্তামেবাখ্যায়িকামনুসরতি স্ম। আথর্বণায় দধ্যঙ্নাম্ন—আথর্বণোহন্যো বিদ্যতে—ইত্যতো বিশিনষ্টি—দধ্যঙ্নাম আথর্বণঃ; তস্মৈ দধীচে আথর্বণায়—; হে অশ্বিনাবিতি মন্ত্রদৃশো বচনম্। ১

অশ্ব্যম্ অশ্বস্য স্বভূতং শিরঃ, ব্রাহ্মণস্য শিরসি ছিন্নে অশ্বস্য শিরশ্ছিত্বা—যদুপসন্ধিৎসথ-ইতি ক্রূরং কর্ম কৃত্বা অশ্ব্যং শিরো ব্রাহ্মণং প্রতি ঐরয়তং গমিতবন্তৌ যুবাম্। স চ আথর্বণো বাং যুবাভ্যাং তন্মধু প্রবোচৎ, যৎ পূর্বং প্রতিজ্ঞাতং—বক্ষ্যামীতি। স কিমর্থমেবং জীবিতসন্দেহমারুহ্য প্রবোচদিত্যুচ্যতে—ঋতায়ন্—যৎ পূর্বং প্রতিজ্ঞাতং সত্যং, তৎ পরিপালয়িতুমিচ্ছন্; জীবিতাদপি হি সত্য-ধর্মপরিপালনা গুরুতরেত্যেতস্য লিঙ্গমেতৎ। ২

কিং তন্মধু প্রবোচদিত্যুচ্যতে—ত্বাষ্ট্রম্; ত্বষ্টা আদিত্যঃ, তস্য সম্বন্ধি—যজ্ঞস্য শিরশ্ছিন্নং ত্বষ্টাহভবৎ; তৎপ্রতিসন্ধানার্থং প্রবর্গ্যং কর্ম; তত্র প্রবর্গ্য-কর্মাঙ্গভূতং যদ্বিজ্ঞানং, তৎ ত্বাষ্ট্রং মধু—যজ্ঞস্য শিরশ্ছেদন-প্রতিসন্ধানাদিবিষয়ং দর্শনম্। তৎ ত্বাষ্ট্রং মধু; হে দস্রাবিতি পরবলানাম্ উপক্ষপয়িতারৌ শত্রূণাং বা হিংসিতারৌ। অপি চ, ন কেবলং ত্বাষ্ট্রমেব মধু কর্মসম্বন্ধি যুবাভ্যামবোচৎ; অপি চ কক্ষ্যং গোপ্যং রহস্যং পরমাত্মসম্বন্ধি যদ্বিজ্ঞানং মধু-ব্রাহ্মণেনোক্তম্ অধ্যায়দ্বয়প্রকাশিতম্, তচ্চ বাং যুবাভ্যাং প্রবোচদিত্যনু-বর্ততে॥১৩৭॥১৭॥

টীকা। মন্ত্রান্তরে তিষ্ঠতি পূর্বকাণ্ডে, অন্যঃ—মন্ত্রোহন্বেতি। [illegible] ব্রাহ্মণস্য তাৎপর্যার্থম্—অন্যথেতি। বিশেষণফলং দর্শয়ন্ ব্যাকরোতি—দধ্যঙ্নামেতি। [illegible] বিদ্যাদ্যোতকত্বাৎ কর্মাধিকারে শির ইত্যত্র [illegible] বিভাগঃ। [illegible] অশ্বিনাবুক্তৌ অশ্বিনৌ সম্বোধ্য—ন কিমর্থমিতি। [illegible]—জীবিতাদপীতি॥১—২

"যজ্ঞস্য শিরোহচ্ছিদ্যত, তে দেবা অশ্বিনাবব্রুবন্ ভিষজৌ বৈ স্থ ইদং যজ্ঞস্য শিরঃ প্রতিধত্তম্" ইত্যাদি[illegible]—যজ্ঞস্যেত্যাদিনা। [illegible] অনুক্তেহপি অন্তে বিভাগে বিধানাৎ, তদাহ—তত্রেতি। অন্যেন ন ইত্যাদি—ব্যাচষ্টে। [illegible] ত্বাষ্ট্রং মধু, যচ্চ তন্মধু [illegible] [illegible] [illegible]॥ ১৩৭ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্বের ন্যায় আরও একটি মধু-প্রদর্শনার্থ 'ইদং বৈ তৎ মধু' ইত্যাদি বাক্য উপদিষ্ট হইতেছে। পূর্বের ন্যায় অপর একটি মন্ত্রও পূর্বকথিত আখ্যায়িকারই অনুসরণ করিতেছে। অথর্ববেদজ আরও ঋষি আছেন; এইজন্য আথর্বণ ঋষিকে দধ্যঙ্ নামে বিশেষিত করা হইয়াছে। হে অশ্বিনৌ, এই সম্বোধনটি মন্ত্রদ্রষ্টার উক্তি। ১

'অশ্ব্য' অর্থ—অশ্বের নিজস্ব অর্থাৎ অশ্বসম্বন্ধী মস্তক; হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তোমরা উভয়ে যে, সেই ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদনের পর অশ্বের শির ছেদন করিয়া—এবংবিধ অতিশয় নৃশংসকর্ম করিয়া সেই দধ্যঙ্ ঋষিকে অশ্বশিরে সংযোজিত করিয়াছ; এবং তিনিও যে, তোমাদিগকে সেই পূর্বপ্রতিজ্ঞাত মধুবিদ্যা বলিয়াছেন। তিনি যে, এইরূপ জীবন-সংশয় দশায় উপস্থিত হইয়াও ঐ বিদ্যা বলিলেন, তাহার কারণ কি? কারণ বলা হইতেছে—'ঋতায়ন্' অর্থাৎ পূর্বে যে, উপদেশ দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক সত্য করিয়াছিলেন, সেই অঙ্গীকৃত সত্য পরিপালনের জন্য [বলিয়াছিলেন]। সত্যরক্ষা করা যে, জীবনাপেক্ষাও অধিক গুরুতর, এই ঘটনায় তাহাই সূচিত হইল। ২

তিনি কোন্ মধুর কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—'ত্বাষ্ট্রম্' ইতি, ত্বষ্টা অর্থ আদিত্য; তৎসম্পর্কিত কর্ম—ত্বাষ্ট্র। কোন এক সময় ত্বষ্টা আদিত্য যজ্ঞমূর্তির শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন, তাহার সেই ছিন্ন শির সংযোজনের জন্য 'প্রবর্গ্য'নামক কর্মের সৃষ্টি হয়; সেই প্রবর্গ্যকর্মের অঙ্গস্বরূপ যে বিজ্ঞান, তাহারই নাম ত্বাষ্ট্র মধু;—যজ্ঞমূর্তির ছিন্ন শির সংযোজনাদি-বিষয়ক বিজ্ঞানাত্মক যে ত্বাষ্ট্র মধু, [তিনি তাহা বলিয়াছিলেন]। হে দস্রদ্বয় অর্থাৎ রিপুবলক্ষয়কারিন্—শত্রুসংহারকদ্বয়, তোমাদিগকে যে, তিনি কেবল ত্বাষ্ট্র মধুই বলিয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু অতীত দুই অধ্যায়ে ব্রাহ্মণদ্বারা পরমাত্ম-সম্বন্ধী যে গোপনীয় রহস্যাত্মক মধুবিজ্ঞান উক্ত হইয়াছে, তাহাও তিনি তোমাদের দুইজনকে বলিয়াছেন। এখানে 'প্রবোচৎ' ক্রিয়াপদটি না থাকিলেও পূর্ববাক্য হইতে আনীত হইয়াছে। ১৭। ১৭।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ। পুরঃ স

পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি। স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্ ॥১৩৮॥১৮॥

অন্বয়ার্থঃ। পুনরপি প্রপঞ্চার্থং মন্ত্রমুচ্যতে—'ইদং বৈ তন্মধু' ইত্যাদি। আথর্ব্বণঃ দধ্যঙ্ (তন্নামক ঋষিঃ) ইদং বৈ মধু অশ্বিভ্যাম্ উবাচ; ঋষিঃ (মন্ত্রঃ) তৎ এতৎ (কর্ম্ম) পশ্যন্ অবোচৎ—সঃ (পরমেশ্বরঃ) দ্বিপদঃ (পদদ্বয়যুক্তাঃ) পুরঃ (পুরাণি শরীরাণি) চক্রে, চতুষ্পদঃ (পদচতুষ্টয়যুক্তাঃ) পুরঃ (পুরাণি) চক্রে; সঃ পুরুষঃ (পরমেশ্বরঃ) পুরঃ (প্রথমং) পক্ষী (লিঙ্গশরীরং) ভূত্বা পুরঃ (নানাশরীরাণি) আবিশৎ (প্রবিবেশ) ইতি। সঃ বৈ অয়ং (পরমেশ্বরঃ) সর্ব্বাসু পূর্ষু (শরীরেষু) পুরিশয়ঃ (হৃদয়পুণ্ডরীকে পুরে শয়ানঃ—অভিব্যক্তঃ সন্) [পুরুষ উচ্যতে]। এনেন (এতেন পুরুষেণ) অনাবৃতং (অনাচ্ছাদিতং) কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি) ন; এনেন অসংবৃতং (অন্তরননুপ্রবিষ্টম্) কিঞ্চন ন, [অতএব হি চ সর্ব্বমনেন সমস্ত-বিদ্যাশয়ঃ]। ১৩৮। ১৮।

মূলানুবাদ।—অথর্ব্ববেদজ্ঞ দধ্যঙ্ ঋষি অশ্বিনীকুমারকে সেই মধুবিদ্যা বলিয়াছিলেন; মন্ত্ররূপী ঋষি তাহা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন।—সেই পুরুষ পরমেশ্বর প্রথমে দ্বিপদযুক্ত শরীরসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এবং চতুষ্পদযুক্ত শরীরসমূহ রচনা করিয়াছিলেন; তিনিই আবার পক্ষী—লিঙ্গশরীরাত্মক হইয়া সমস্ত শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই সেই পরমেশ্বর যেহেতু সমস্ত শরীরে এবং সমস্ত পুরে—হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যে অবস্থান করেন; সেই হেতু 'পুরুষ' নামে (অভিহিত) হন; কোন বস্তুই ইহা দ্বারা অনাচ্ছাদিত (অব্যাপ্ত) নাই; কোন বস্তুই ইহা দ্বারা অসংবৃত—অভ্যন্তরে অপ্রবিষ্ট নাই, অর্থাৎ জগতে এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহা ভিতরেও বাহিরে ইহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত নয়। ১৩৮। ১৮।

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদং বৈ তৎ মধ্বিতি পূর্ব্ববৎ। উক্তৌ যৌ মন্ত্রৌ প্রবর্গ্যসম্বন্ধাখ্যায়িকোপসংহর্ত্তারৌ; দ্বয়োঃ প্রবর্গ্যকর্ম্মার্থযোগ্যায়যোর্ব

মধুবিদ্যা বলিয়াছেন; সেই মধুই বা কিপ্রকার, এখন তাহা বলা হইতেছে—

“পুরশ্চক্রে” ইত্যাদি। এখানে ‘পুরঃ’ অর্থ শরীরসমূহ। যাহা হইতে এই অনভিব্যক্ত জগতের অভিব্যক্তি-প্রণালী সম্পাদিত হইয়াছে, সেই পরমেশ্বর অব্যাকৃত জগৎকে ব্যাকৃত বা প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে ভূঃপ্রভৃতি লোকসমূহ সৃষ্টি করিয়া, দ্বিপদ সমূহকে—দ্বিপদযুক্ত মনুষ্য ও পক্ষিশরীর সমূহ এবং চতুষ্পদ—পশুশরীরসমূহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই পরমেশ্বরই পক্ষী—লিঙ্গশরীররূপী (১) হইয়া পুরুষরূপে (জীবরূপে) স্থূল শরীরসমূহে প্রবেশ করিলেন। এখন ‘পুরুষ আবিশৎ’ কথার অর্থ শ্রুতি নিজেই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—সেই এই আত্মা সমস্ত পুরে অর্থাৎ সমস্ত দেহে হৃদয়মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া ‘পুরুষ’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা অনাবৃত—অনাচ্ছাদিত কোন বস্তু নাই, এবং ইহা দ্বারা অসংবৃত অর্থাৎ ইহা যাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট নয়, এরূপ কোনও বস্তু নাই; ফলকথা, বাহিরে ও অন্তরে ইহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত নয়, এরূপ কোনও বস্তু জগতে নাই। বুঝিতে হইবে যে, সেই পরমেশ্বরই নাম-রূপাত্মক কার্য্যকরণরূপে (দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে) অন্তরে ও বাহিরে বিশেষভাবে অবস্থিত আছেন। “পুরশ্চক্রে” ইত্যাদি মন্ত্রটী সংক্ষেপতঃ আত্মার একত্ব বা অদ্বৈতভাবই প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ১৩৮ ॥ ১৮ ॥

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ। রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে, যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেতি। অয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্তমতে শরীর তিন প্রকার—(১) স্থূল, (২) সূক্ষ্ম, ও (৩) কারণ শরীর। তন্মধ্যে মাতাপিতৃজাত শরীর স্থূল শরীর; পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই সপ্তদশ অবয়বাত্মক শরীর সূক্ষ্মশরীর; সূক্ষ্ম শরীরের অপর নাম—লিঙ্গ শরীর; লিঙ্গশরীরই জীবের সাক্ষাৎ ভোগসাধন; আর জীবাত্মগত অবিদ্যার নাম—কারণশরীর।

ন চ, তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিত্যনুশাসনম্ ॥১৩॥১৯॥

ইতি দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥২॥ ।

অন্বয়ার্থঃ।— দধ্যঙ্ আথর্ব্বণঃ বৈ ইদং মধু অশ্বিভ্যামুবাচ। ঋষিঃ (মন্ত্রঃ) তৎ এতৎ (বক্ষ্য) পশ্যন্ অবোচৎ,—[সঃ পরমেশ্বরঃ] রূপং রূপং (সর্ব্বং বস্তু) [অভিব্যাপ্য] প্রতিরূপঃ (তত্তদনুরূপঃ) বভূব; [কিমর্থং পুনঃ তস্য প্রতিরূপভবনম্? ইত্যাহ] অস্য (পরমেশ্বরস্য) তৎ (ঔপাধিকং রূপং) প্রতিচক্ষণায় (লোকে প্রখ্যাপয়িতুং—প্রকটয়িতুমিত্যর্থঃ)। ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বরঃ, 'ইদিপরমৈশ্বর্য্যে' ইত্যস্য রূপম্), মায়াভিঃ (নামরূপকৃত-মিথ্যাভিমানৈঃ, অসতশক্তিভির্বা) পুরুরূপঃ (বহুরূপঃ) ঈয়তে (গম্যতে—প্রতীয়তে ইতি যাবৎ; নতু পরমার্থতঃ বহুরূপত্বমস্যেতি ভাবঃ)। অস্য (জীবরূপাবস্থিতস্য পরমেশ্বরস্য) শতা (শতানি) দশ চ হরয়ঃ বিষয়াহরণ-সাধনানি ইন্দ্রিয়াণি) যুক্তাঃ (নিয়তসম্বদ্ধাঃ) [সন্তি] ইতি। [অত্র বিষয়ভেদাৎ, ব্যক্তিভেদাদ্বা ইন্দ্রিয়াণাং দশশতত্বং বোধ্যম্]। [পরমেশ্বরাৎ হরীণাং ভেদাশঙ্কা তন্নিবৃত্ত্যর্থমাহ—'অয়ম্' ইত্যাদি।] অয়ং (পরমেশ্বরঃ) বৈ (এব) হরয়ঃ (ইন্দ্রিয়াণি), অয়ং বৈ দশ, সহস্রাণি চ, বহূনি অনন্তানি চ; [কিং বহুনা,] তৎ এতৎ ব্রহ্ম অপূর্ব্বং (পূর্ব্বং কারণং যস্য নাস্তি, তৎ তথাবিধম্), অনপরং (নাস্তি অপরং উত্তরং কিঞ্চিৎ যস্য, তৎ তথাবিধম্), অনন্তরং (অভ্যন্তররহিতম্), অবাহ্যং (বহির্ভাবশূন্যম্, সর্ব্বতঃ সর্ব্বাত্ম-কমিত্যর্থঃ); তচ্চ ব্রহ্ম অয়ং আত্মা (জীবরূপঃ) সর্ব্বানুভূঃ (সর্ব্বং বস্তু অনুভবতীতি সর্ব্বানুভূঃ সর্ব্বাত্মকমিত্যর্থঃ) ইতি অনুশাসনং (বেদান্তানা-মুপদেশ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥ ১৯ ॥

[ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চমব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ২ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—পুনশ্চ সেই কথাই বলিতেছেন—দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ ঋষি এই মধুবিদ্যা অশ্বিনীকুমারকে বলিয়াছিলেন। মন্ত্ররূপী ঋষি ইহা দর্শন করিয়া বলিলেন—পরমেশ্বর প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছিলেন; জগতে আপনার রূপপ্রকাশনার্থ তাঁহার সেই সমস্ত রূপ প্রকটিত হইয়াছিল। ইন্দ্র (পরমেশ্বর) মায়া দ্বারা অর্থাৎ মায়াময় নাম-

রূপ-কল্পিত অভিমান দ্বারা, অথবা বহুবিধ মায়াশক্তি-প্রভাবে বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। শত ও দশসংখ্যক অর্থাৎ ব্যক্তিভেদে বহু-সংখ্যক ইন্দ্রিয়সমূহও ইঁহাতে সংযুক্ত রহিয়াছে। [শ্রুতি নিজেই এ কথার অর্থ বলিতেছেন—] এই পরমেশ্বরই হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং তিনিই দশ সহস্র বহু ও অনন্ত; এই ব্রহ্মের পূর্ব্ব (কারণ) নাই, অপর বা ভিন্ন পদার্থও নাই, অন্তর নাই, এবং বাহিরও নাই; এই আত্মাই সর্ব্বানুভবিতা আত্মা ॥ ১৩৯ ॥ ১৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ ॥ ২ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদং তদিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। রূপং রূপং প্রতি-রূপো বভূব, রূপং প্রতি রূপং প্রতি প্রতিরূপো রূপান্তরং বভূবেত্যর্থঃ, প্রতিরূপোঽনুরূপো বা; যাদৃক্সংস্থানৌ মাতাপিতরৌ তৎসংস্থানতদ্রূপ এব পুত্রো জায়তে; ন হি চতুষ্পদো দ্বিপাদ্ জায়তে, দ্বিপদো বা চতুষ্পাৎ। স এব হি পরমেশ্বরো নামরূপে ব্যাকুর্ব্বাণো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। কিমর্থং পুনঃ প্রতিরূপাগমনং তস্যেত্যুচ্যতে। তদস্যাত্মনো রূপং প্রতি-চক্ষণায় প্রতিখ্যাপনায়; যদি হি নামরূপে ন ব্যাক্রিয়েতে, তদা অস্যাত্মনো নিরুপাধিকং রূপং প্রজ্ঞানঘনাখ্যং ন প্রতিখ্যায়েত; যদা পুনঃ কার্য্য-করণাত্মনা নাম-রূপে ব্যাকৃতে ভবতঃ, তদাস্য রূপং প্রতিখ্যায়েত। ১

ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ মায়াভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ, নামরূপভূতকৃত-মিথ্যাভিমানৈর্ব্বা ন তু পরমার্থতঃ, পুরুরূপ বহুরূপ ঈয়তে গম্যতে—একরূপ এব প্রজ্ঞানঘনঃ সন্ অবিদ্যাপ্রজ্ঞাভিঃ। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ যুক্তা রথ ইব বাজিনঃ স্ববিষয়প্রকাশনায়? হি যস্মাদস্য হরয়ো হরণাদিন্দ্রিয়াণি, শতা শতানি, দশ চ, প্রাণিভেদবাহুল্যাৎ শতানি দশ চ ভবন্তি। তস্মাদিন্দ্রিয়বিষয়বাহুল্যাৎ তৎ-প্রকাশনায়ৈব চ যুক্তানি তানি, নাত্মপ্রকাশনায়, "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ" ইতি হি কাঠকে। তস্মাত্তৈরেব বিষয়স্বরূপৈরীয়তে, ন প্রজ্ঞান-ঘনৈকরসেন স্বরূপেণ। ২

এবং তর্হি অন্যঃ পরমেশ্বরঃ, অন্যে হরয় ইত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে—অয়ং বৈ হরয়ঃ, অয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ, প্রাণিভেদস্যানন্ত্যাৎ। কিং বহুনা, তদেতদ্ ব্রহ্ম—য আত্মা, অপূর্ব্বং—নাস্য কারণং পূর্ব্বং বিদ্যত ইতি

[illegible]—এষ ইতি। [illegible]—এতদিতি। [illegible]
শতাং [illegible]—[illegible] ॥১৯॥১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥২॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—'ইদং বৈ তন্মধু' ইত্যাদির অর্থ পূর্ববৎ। 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব' কথার অর্থ—পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ রূপ সম্পন্ন হইয়াছিলেন। প্রতিরূপই বল, আর অনুরূপই বল, ফলকথা, পিতা মাতার যেরূপ শরীরসংস্থান থাকে, তাহার সন্তান ঠিক তদনুরূপই হইয়া থাকে; কারণ, চতুষ্পদ প্রাণী হইতে দ্বিপদের উৎপত্তি হয় না, কিংবা দ্বিপদ প্রাণী হইতেও চতুষ্পদের উৎপত্তি হয় না; এইরূপ সেই পরমেশ্বরও নাম ও রূপ প্রকটিত করিতে যাইয়া বিভিন্ন পদার্থের অনুরূপ হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার ঐরূপ প্রতিরূপ প্রাপ্তির উদ্দেশ্য বলা হইতেছে—এই আত্মার স্বরূপ-খ্যাপন করাই ঐরূপ প্রতিরূপপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য; কারণ, জগতে যদি নাম ও রূপ প্রকাশিত না হইত, তাহা হইলে তদবস্থায় কখনই তাঁহার সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত শুদ্ধ বিজ্ঞানঘন রূপটী জগতে পরিজ্ঞাত হইত না। পরন্তু যখনই কার্য্য-করণভাবরূপে নাম ও রূপ প্রকটিত হয়, তখনই তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানগোচর হইতে পারে। ১

ইন্দ্র—পরমেশ্বর মায়া দ্বারা—প্রজ্ঞা জ্ঞান দ্বারা, অথবা নাম ও রূপাত্মক উপাধিজনিত মিথ্যা অভিমানরাশি দ্বারা পুরুরূপে অর্থাৎ বহুরূপে প্রতীত হন; বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু তিনি একমাত্র প্রজ্ঞানঘনরূপ হইয়াও অবিদ্যা-প্রসূত বিবিধ জ্ঞানবশে [নানাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন মাত্র। [এরূপ হইবার] কারণ কি? যেহেতু, রথে যেরূপ অশ্বসমূহ সংযোজিত হয়, সেইরূপ নিজ নিজ বিষয়সমূহ প্রকাশ বা উপলব্ধিগোচর করিয়া দিবার জন্য শত ও দশ অর্থাৎ দশটি করিয়া শত শত হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এই আত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে। এখানে প্রাণিগণের সংখ্যাগত বাহুল্যনিবন্ধন 'দশ শত' এইরূপ বহুবোক্তি হইয়াছে। অতএব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বহুত্ব নিবন্ধন সে সমুদয়কে প্রকাশ করিবার জন্যই ইন্দ্রিয়সমূহ সংযোজিত হইয়াছে, কিন্তু আত্ম-প্রকাশনের উদ্দেশ্যে নহে; কারণ, কঠোপনিষদে আছে 'স্বয়ম্ভূ পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে পরাক্ বা বাহ্যদর্শী বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন'; অতএব বুঝিতে হইবে যে, সেই সেই বাহ্য বিষয়ের আকারেই তিনি প্রতীত হইয়া থাকেন, কিন্তু স্বীয় প্রজ্ঞানঘন স্বরূপে নহে। ২

এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, পরমেশ্বর ও হরি-শব্দ-বাচ্য ইন্দ্রিয়সমূহ পরস্পর বিভিন্ন ; এই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত বলিতেছেন—এই পরমেশ্বরই হরি বা ইন্দ্রিয়, এবং ইহাই দশ, শত, সহস্র, বহু ও অনন্ত ; প্রাণিগণের অনন্তত্ব নিবন্ধন ঐরূপে বহুত্ব উক্ত হইল। অধিক কি, এই ব্রহ্মই আত্মা, এবং অপূর্ব্ব—ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বিদ্যমান না থাকায় ইহা অপূর্ব্ব ; ইহার অপর—কার্য্য বিদ্যমান নাই বলিয়া ইহা অনপর ; ইহার মধ্যে আর অন্তজাতীয় কোন পদার্থ নাই, এই কারণে ইহা অনন্তর, সেইরূপ ইহার বহির্ভূত কোন পদার্থও না থাকায় ইহা অবাহ্য। সর্ব্বতোভাবে ব্যবধানরহিত সেই ব্রহ্ম কে ? [উত্তর—] এই আত্মা ; এই আত্মাই বা কে ? যাহা দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা (চিন্তাকারী), বিজ্ঞাতা (অনুভবকর্ত্তা), বোদ্ধা (জ্ঞানকর্ত্তা) এবং সর্ব্বানুভূ—সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব বস্তু অনুভব করে বলিয়া 'সর্ব্বানুভূ' পদবাচ্য ; তিনি তৎস্বরূপ। ইহাই অনুশাসন—সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সর্ব্বার্থ ; ইহাই অমৃত ও অভয়-শব্দবাচ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বক্তব্য বিষয় এখানেই সমাপ্ত হইল ।১৩।১৯।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥৫॥

ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্।

অথ বংশঃ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্গৌপবনঃ কৌশিকাৎ কৌশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎ কৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাৎ শাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমঃ ॥১৪০॥১॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (অনন্তরং) বংশঃ (অতীতাধ্যায়চতুষ্টয়স্য আচার্য্যক্রমঃ) [উচ্যতে]; তত্র প্রথমান্ত আচার্য্যাঃ, পঞ্চম্যন্ত শিষ্যঃ, অন্যেহপি বহবঃ সমাননামবত্ত্যা প্রসিদ্ধাঃ; ততঃ পৌনরুক্ত্যং নাশঙ্কনীয়মিত্যাশয়ঃ। এবমুত্তরত্রাপি বোধ্যম্। ১৪০—১৪২। ১—৩।

মূলানুবাদ। অতঃপর বংশ অর্থাৎ গত অধ্যায়চতুষ্টয়োক্ত বিদ্যোপদেষ্টা আচার্য্যগণের পারম্পর্য্যক্রম কথিত হইতেছে—[শ্রুতিতে আচার্য্যের নাম পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারা; আর শিষ্যের নাম প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে]।

গৌপবন নামক আচার্য্য হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যের নাম পৌপবন, এইরূপ পৌতিমাষ্য হইতে অপর পৌতিমাষ্য, গৌপবন হইতে অপর গৌপবন, কৌশিক হইতে কৌশিক, কৌণ্ডিন্য হইতে কৌণ্ডিন্য, শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য, এবং কৌশিক ও গৌতম হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যের নাম গৌতম ॥১৪০॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং ব্রহ্মবিদ্যার্থস্য মধুকাণ্ডস্য বংশঃ স্তুত্যর্থো ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ। মন্ত্রাণাং স্বাধ্যায়ার্থো জপার্থশ্চ; তত্র বংশ ইব বংশঃ, যথা বেণুর্বংশঃ পর্ব্বণঃ পর্ব্বণো হি ভিদ্যতে, তদ্বদগ্রাৎ প্রভৃতি মূলপ্রাপ্তেরয়ং বংশঃ অধ্যায়চতুষ্টয়স্যাচার্য্যপরম্পরাক্রমো বংশ ইত্যুচ্যতে। তত্র প্রথমান্তঃ শিষ্যঃ, পঞ্চম্যন্ত আচার্য্যঃ। পরমেষ্ঠী বিরাট্, ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাৎ, ততঃ

উপরে আর আচার্য্যক্রম নাই। এখানে যাহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, তিনি নিত্য ব্রহ্ম; বেদবিদ্যা তাঁহার নিত্য প্রতিভাত; সেই ব্রহ্ম ব্রহ্মকে উদ্দেশে নমস্কার। ১৪০—১৪২। ১—৩।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণের ভাষানুবাদ ॥২।৬॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের ভাষানুবাদ সমাপ্ত ॥২॥

আগ্নিবেশ্যাদাগ্নিবেশ্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্চানভিম্লাতাচ্চানভিম্লাত আনভিম্লাতাদানভিম্লাত আনভিম্লাতাদানভিম্লাতো গৌতমাদ্গৌতমঃ কৈতবপ্রাচীনযোগ্যাভ্যাং কৈতবপ্রাচীনযোগ্যৌ পারাশর্য্যাৎ পারাশর্য্যো ভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজো ভারদ্বাজাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমো ভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজঃ পারাশর্য্যাৎ পারাশর্য্যো বৈজবাপায়নাদ্বৈজবাপায়নঃ কৌশিকায়নেঃ কৌশিকায়নিঃ ॥১৪২॥২॥

মূলানুবাদ। আগ্নিবেশ্যনামক আচার্য্য হইতে আগ্নিবেশ্য, শাণ্ডিল্য ও আনভিম্লাত হইতে আনভিম্লাত, আবার আনভিম্লাত হইতে অপর আনভিম্লাত, তৃতীয় আনভিম্লাত হইতেও অপর আনভিম্লাত, গৌতম হইতে গৌতম, কৈতব ও প্রাচীনযোগ্য হইতে কৈতব ও প্রাচীনযোগ্য, পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য, ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ, পুনশ্চ পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য, বৈজবাপায়ন হইতে বৈজবাপায়ন, কৌশিকায়নি হইতে কৌশিকায়নি ঋষি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন ॥১৪১॥২॥

ঘৃতকৌশিকাদ্ ঘৃতকৌশিকঃ পারাশর্য্যায়ণাৎ পারাশর্য্যায়ণঃ পারাশর্য্যাৎপারাশর্য্যো জাতূকর্ণ্যাজ্জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণাচ্চ যাস্কাচ্চাসুরায়ণস্ত্রৈবণেস্ত্রৈবণিরৌপজন্ধনেরৌপজন্ধনিরাসুরেরাসুরির্ভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাণ্টের্মাণ্টির্গৌতমাদ্গৌতমো বাৎস্যাদ্বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৈশোর্য্যাৎ কাপ্যাৎ কৈশোর্য্যঃ কাপ্যঃ কুমারহারিতাৎ কুমারহারিতো গালবাদ্গালবো

বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যাদ্বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যো বৎসনপাতো বাভ্রবাদ্বৎসন-পাদ্বাভ্রবঃ পন্থঃ সৌভরাৎ পন্থাঃ সৌভরোঽয়াস্যাদাঙ্গিরসাদয়াস্য আঙ্গিরস আভূতেস্ত্বাষ্ট্রাদাভূতিস্ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাৎ ত্বাষ্ট্রাদ্বিশ্বরূপ-স্ত্বাষ্ট্রোঽশ্বিভ্যামশ্বিনৌ দধীচ আথর্ব্বণাদ্দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽথর্ব্বণো দৈবাদথর্ব্বা দৈবো মৃত্যোঃ প্রাধ্বংসনান্মৃত্যুঃ প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংস-নাৎ প্রধ্বংসন একর্ষেরেকর্ষির্বিপ্রচিত্তের্বিপ্রচিত্তির্ব্যষ্টের্ব্যষ্টিঃ সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎ সনাতনঃ সনগাৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মণে নমঃ ॥১৪২॥৩॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥২।৬॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মণক্রমেণ তু চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। মৃত্তকৌশিক ঋষি হইতে মৃত্তকৌশিক, পারাশর্য্যায়ণ হইতে পারাশর্য্যায়ণ, পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য, জাতূকর্ণ হইতে জাতূকর্ণ, আসুরায়ণ ও যাস্ক হইতে আসুরায়ণ, ত্রৈবণি হইতে ত্রৈবণি, ঔপজন্ধনি হইতে ঔপজন্ধনি, আসুরি হইতে আসুরি, ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ, আত্রেয় হইতে আত্রেয়, মাণ্টি হইতে মাণ্টি, গৌতম হইতে গৌতম, পুনশ্চ গৌতম হইতে গৌতম, বাৎস্য হইতে বাৎস্য, শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য, কৌশোর্য্য কাপ্য হইতে কৌশোর্য্য কাপ্য, কুমার হারিত হইতে কুমারহারিত, গালব হইতে গালব, বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য হইতে বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য, বৎসনপাৎ বাভ্রব হইতে বৎসনপাৎ বাভ্রব, পন্থি সৌভর হইতে পন্থি সৌভর, অয়াস্য আঙ্গিরস হইতে অয়াস্য আঙ্গিরস, আভূতি ত্বাষ্ট্র হইতে আভূতি ত্বাষ্ট্র, বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র হইতে বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র, অশ্বিদ্বয় হইতে অশ্বিদ্বয়, দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ হইতে

দধ্যঙ্ আথর্বণ, অথর্বা দৈব হইতে অথর্বা দৈব, মৃত্যু প্রাধ্বংসন হইতে মৃত্যু প্রাধ্বংসন, প্রধ্বংসন হইতে প্রধ্বংসন, একর্ষি হইতে একর্ষি, বিপ্রচিত্তি হইতে বিপ্রচিত্তি, ব্যষ্টি হইতে ব্যষ্টি, সনারু হইতে সনারু, সনাতন হইতে সনাতন, সনগ হইতে সনগ, পরমেষ্ঠী হইতে পরমেষ্ঠী (বিরাট্), এবং ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ হইতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। নিত্যপ্রতিভাতবেদ পরমাচার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভকে নমস্কার করিতেছি ॥১৪২॥৩॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ-ব্যাখ্যা ॥২॥৬॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের ব্যাখ্যাসমাপ্ত ॥২॥

। ওঁ তৎসৎ ।

বক্তব্যো জ্ঞানার্থো বিদ্যাপ্রয়োগায়ো বক্তব্য ইতিবদ্, অন্যত্র [illegible] বক্তব্য বিচার্য্য। 'দানে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্' ইত্যাদিশ্রুতেঃ [illegible] বিদ্যাপ্রয়োগায় গুরবেহর্থং ভক্ত্যোপায়েন নির্দিশত্বাদিত্যাহ—বিষয়েতিহাসিতি। উপায়ঃ চ বক্তব্য বিদ্যাপ্রয়োগায়েবিত্যাহ—দানেনেতি। অথ দানং বিদ্যাপ্রয়োগায়, তথাপীহ-আখ্যায়িকা কথং তৎপ্রদর্শনায়েত্যাহ—প্রভূতমিতি। [illegible] যথাগতেষু [illegible] প্রতিষ্ঠবং নির্দ্ধারয়িতুং [illegible] বিদ্যাপ্রয়োগার্থিনামাখ্যা-য়িকায়তে, তত্রাহ—তস্মাদিতি। উপদেশো [illegible]।২

ইত্যাখ্যায়িকা বিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপায়প্রদর্শনার্থেত্যাহ—অপি চেতি। [illegible] সর্ব্বে [illegible] তে [illegible] প্রাপ্তিকামনায়াং [illegible] বিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপায় ইত্যর্থ [illegible]—স্তার্থবিজ্ঞাবার্থিতি। [illegible] বীতরাগস্যাধিকারিতি। অবিজ্ঞাতযোগাদবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপায়োহপি কথং [illegible]—তদ্ধেতি। [illegible] যাবৎ। [illegible] অবিজ্ঞাতযোগে প্রবৃত্তিঃ [illegible]—প্রতাক্ষা চেতি। আখ্যা-য়িকায়াং [illegible]—তস্মাদিতি।

শাঙ্করভাষ্যানুবাদ। অতঃপর 'জনকঃ হ বৈদেহঃ' ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যীয় কাণ্ড (প্রকরণ) আরব্ধ হইতেছে। অতীত মধুকাণ্ডের সহিত এই যাজ্ঞবল্ক্যীয় কাণ্ডের বিষয়গত সাম্য থাকিলেও এখানে যুক্তির প্রাধান্য থাকায় পুনরুক্ততা দোষ হইতেছেনা; কেন না, মধুকাণ্ডে প্রধানতঃ শ্রুতি-দ্বারাই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; অথচ শ্রুতি ও যুক্তি, উভয়ই যদি একযোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেই করতলস্থিত বিল্বফলের ন্যায় আত্মৈকত্ব প্রতিপাদনে সম্যক্ সাফল্যলাভ হইতে পারে; কারণ, "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" বাক্যে স্বয়ং শ্রুতিও যুক্তির আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। অতএব বিচার-পূর্ব্বক শাস্ত্রার্থ নির্দ্ধারণের জন্যই যুক্তিপ্রধান এই যাজ্ঞবল্ক্যীয় কাণ্ড (প্রকরণ) আরব্ধ হইতেছে। ১

আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য—ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি অথবা বিদ্যালাভের উপায় প্রদর্শন-করা। দান যে, বিদ্যালাভের একটি উত্তম উপায়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধও বটে, এবং শাস্ত্রসিদ্ধও বটে; কারণ, দান-প্রভাবেই প্রাণিগণ বশীভূত হইয়া থাকে। এখানেও প্রভূত পরিমাণে সুবর্ণ ও সহস্রসংখ্যক গোদানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; অতএব বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যার প্রতিপাদনের জন্য আরব্ধ হইলেও বিদ্যালাভের উপায়ভূত দান-প্রদর্শনের জন্যই বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকার অবতারণা হইতেছে। বিশেষতঃ অবিজ্ঞাতযোগ অর্থাৎ

বভূবুঃ। [তত্র চ] তস্য (যজ্ঞকর্ত্তুঃ) বৈদেহস্য জনকস্য বিজিজ্ঞাসা (বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছা) বভূব—এষাং (উপস্থিতানাং) ব্রাহ্মণানাং (ব্রহ্মবিদাং মধ্যে) কঃ স্বিৎ (কামপ্রবেদনে) অনূচানতমঃ (ব্রহ্মবিত্তমঃ) [সর্ব্বেঽপি এতে অনূচানাঃ, এষাং মধ্যে অতিশয়েন অনূচানঃ কঃ? ইত্যর্থঃ] ইতি। সঃ (জনকঃ) গবাং সহস্রং (সহস্রসংখ্যাকাঃ গাঃ) অবরুরোধ (দানার্থং স্থাপিতবান্); একৈকস্যাঃ (প্রত্যেকশঃ গবাং) শৃঙ্গয়োঃ দশ দশ পাদাঃ আবদ্ধাঃ বভূবুঃ। [সুবর্ণস্য পলচতুর্থভাগঃ পাদ উচ্যতে; পলপরিমাণন্তু—"পলং তু লৌকিকৈর্মানৈঃ সাষ্টরক্তিদ্বিমাসকম্। তোলকত্রিতয়ং প্রাহুঃ জ্যোতিষৈঃ স্মৃতিসম্মতম্" ইত্যুক্তলক্ষণম্]॥ ১৪৩ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—পুরাকালে বিদেহাধিপতি মহারাজ জনক 'বহুদক্ষিণ' যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; সেই যজ্ঞক্ষেত্রে কুরুদেশীয় ও পঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইয়াছিলেন। সেই বিদেহাধিপতি জনকের হৃদয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল,—তিনি জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ কে? তিনি [এই উদ্দেশ্যে] সহস্র গাভী পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিলেন. এবং প্রত্যেক গোর শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ পাদ সুবর্ণ বাঁধিয়া ছিলেন। এক পলের চারি ভাগের একভাগকে 'পাদ' বলা হইয়াছে ॥ ১৪৩ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জনকো নাম হ কিল সম্রাট্ রাজা বভূব বিদেহানাম্; তত্র ভবো বৈদেহঃ। স চ বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেন—শাখান্তর-প্রসিদ্ধো বা বহুদক্ষিণো নাম যজ্ঞঃ, অশ্বমেধো বা দক্ষিণাবাহুল্যাৎ বহুদক্ষিণ ইহোচ্যতে,—তেনেজে অযজৎ। তত্র তস্মিন্ যজ্ঞে নিমন্ত্রিতা দর্শনকামা বা কুরূণাং দেশানাং পঞ্চালানাঞ্চ ব্রাহ্মণাঃ—তেষু হি বিদুষাং বাহুল্যং প্রসিদ্ধম্,—অভিসমেতাঃ অভিসঙ্গতা বভূবুঃ। তত্র মহান্তং বিদ্বৎসমুদায়ং দৃষ্ট্বা তস্য হ কিল জনকস্য বৈদেহস্য যজমানস্য, কো নু খল্বত্র ব্রহ্মিষ্ঠ ইতি বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছা বিজিজ্ঞাসা বভূব। কথম্? কঃ স্বিৎ কো নু খলু এষাং ব্রাহ্মণানাং অনূচানতমঃ?—সর্ব্বে ইমে অনূচানাঃ, কঃ স্বিদেষাং অতিশয়েনানূচান ইতি। ১

স হ অনূচানতমবিষয়োৎপন্নজিজ্ঞাসঃ সন্ তদ্বিজ্ঞানোপায়ার্থং গবাং সহস্রং প্রথমবয়সাম্ অবরুরোধ গোষ্ঠেঽবরোধং কারয়ামাস; কিংবিশিষ্টাস্তা গাবো-

বদ্ধা ইত্যুচ্যতে—পলচতুর্থভাগঃ পাদঃ সুবর্ণস্য ; দশ দশ পাদা একৈকস্যাঃ গোঃ শৃঙ্গয়োঃ আবদ্ধা বভূবুঃ, পঞ্চ পঞ্চ পাদা একৈকস্মিন্ শৃঙ্গে ॥ ১৪৩ ॥ ১ ॥

টীকা। রাজসূয়বিশিষ্টঃ সার্বভৌমো রাজা সম্রাডিত্যুচ্যতে। বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনাযজতেতি সম্বন্ধঃ। অশ্বমেধে দক্ষিণাবাহুল্যমশ্বমেধস্যৈকদেশে স্থিতম্। ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুরিতি সম্বন্ধঃ। কুরুপঞ্চালানামিতি দ্বয়ো বিশেষণং, তদাহ—ক্ষেত্রেষু হীতি। তত্র ব্রাহ্মণানামিতি যাবৎ। বিজিজ্ঞাসামেবাকাঙ্ক্ষাপূর্বিকাং ব্যুৎপাদয়তি—কঃস্বিদিত্যা-দিনা। অনূচানতমত্বমনূচানসর্বত্বম্। এষাং মধ্যে কতিপয়ে বা নূচানো ঽনূচানতমঃ, স কঃ স্যাদিতি যোজনা। একস্য পলস্য চতুর্থো ভাগঃ পাদ ইত্যুচ্যতে। প্রত্যেকং শৃঙ্গয়োর্দশ দশ পাদাঃ সম্বদ্ধা ইতি পক্ষং ব্যাবর্তয়িতুং বিভজতে—পঞ্চেতি। একৈকস্মিন্ শৃঙ্গে আবদ্ধা বভূবুরিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥১৪৩॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। পুরাকালে জনকনামে বিদেহদিগের একজন সম্রাট্ ছিলেন ; সেই বিদেহে সমুদ্ভূত বলিয়া তাহাকে বৈদেহ বলা হইত। তিনি বহুদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 'বহুদক্ষিণ' শব্দটী অন্য কোনও বেদশাখায় প্রসিদ্ধ যজ্ঞেরও নাম হইতে পারে, অথবা, অশ্বমেধ-যজ্ঞকেও বহুদক্ষিণ বলা যাইতে পারে ; কারণ, তাহাতেও দক্ষিণার বাহুল্য রহিয়াছে। সেই যজ্ঞস্থলে, প্রসিদ্ধ বিদ্বজ্জন কুরুদেশীয় ও পঞ্চালদেশীয় বহুতর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া অথবা দর্শনার্থী হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। সেই যজ্ঞক্ষেত্রে বহুতর বিদ্বানের সমাগম সন্দর্শন করিয়া, যজ্ঞকর্তা বৈদেহ জনক মহারাজের মনে বিজিজ্ঞাসা—বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা হইয়াছিল যে, ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ বা ব্রহ্মবিত্তম কে ? অর্থাৎ যাঁহারা এখানে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অনূচান—বেদব্যাখ্যানে সমর্থ সত্য, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে অনূচানতম—অতিশয় অনূচান (বেদবিত্তম) কে ? ১

তিনি অনূচানতম বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া, তাহা জানিবার উপযুক্ত উপায়-বোধে যৌবনাবস্থ সহস্র গো গোষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন ; গরুগুলি কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—এক একটী গোর শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ পাদ অর্থাৎ প্রত্যেক শৃঙ্গে পাঁচ পাঁচ পাদ সুবর্ণ বাঁধা ছিল। এক পল সুবর্ণের চারি ভাগের এক ভাগকে পাদ বলা হয় (১) ॥১৪৩ ॥ ১ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—তিন তোলা, আট রতি, দুই মাষায় এক পল হয়।

'পলন্তু লৌকিকৈরেভিঃ সার্দ্ধত্রিবিধমাষকম্।

তোলক-ত্রিতয়ং প্রোক্তং জ্যোতির্বিদ্ভিঃ স্তুতিসম্মতম্।' ইতি।

তান্ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতামিতি। তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুরথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমেব ব্রহ্মচারিণমুবাচৈতাঃ সোম্যোদজ সামশ্রবা ৩ ইতি, তা হোদাচকার, তে হ ব্রাহ্মণাশ্চুক্রুধুঃ কথং নো ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রুবীতেতি। অথ হ জনকস্য বৈদেহস্য হোতাশ্বলো বভূব, স হৈনং পপ্রচ্ছ—ত্বং নু খলু নো যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠোঽসী ৩ ইতি, স হোবাচ নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্মো গোকামা এব বয়ং স্ম ইতি, তং হ তত এব প্রষ্টুং দধ্রে হোতাশ্বলঃ ॥১৪৪॥২॥

অন্বয়ার্থঃ। [জনকঃ এবমধ্যবস্য] তান্ (সভাসদঃ ব্রাহ্মণান্) উবাচ হ (ঐতিহ্যে)—ভগবন্তঃ (হে পূজনীয়াঃ) ব্রাহ্মণাঃ, বঃ (যুষ্মাকং মধ্যে) যঃ ব্রহ্মিষ্ঠঃ (বেদবিত্তমঃ), সঃ (ব্রহ্মিষ্ঠঃ) এতাঃ (অবরুদ্ধাঃ) গাঃ উদজতাম্ (স্বগৃহং প্রতি প্রেরয়তু) ইতি। [এতৎ শ্রুত্বা] তে (সভাস্থাঃ) ব্রাহ্মণাঃ ন দধৃষুঃ [আত্মনঃ ব্রহ্মিষ্ঠতাং খ্যাপয়িতুং ন মনো দধুঃ); অথ (তেষাম্-প্রতিভাসমানত্বাৎ) যাজ্ঞবল্ক্যঃ এব স্বং (স্বীয়ং) ব্রহ্মচারিণম্ (শিষ্যম্) উবাচ—হে সোম্য সামশ্রবঃ (সামবেদং শৃণোতি ইতি সামশ্রবাঃ, তৎসম্বোধনম্), এতাঃ (গাঃ) উদজ (চালয়—অস্মদ্গৃহং প্রাপয়েত্যর্থঃ) ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্যো হি যজুর্ব্বেদবিত্তয়া প্রসিদ্ধঃ, তচ্ছিষ্যস্তু সামবেদবিৎ; 'ঋচ্যধ্যূঢং সাম গীয়তে' ইতি ন্যায়েন সাম্নশ্চ ঋগতিরিক্ততয়া, অথর্ব্ববেদস্য চ বেদত্রয়ান্তর্গততয়া অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যস্য চতুর্ব্বেদবিত্ত্বং সূচিতমিতি ভাবঃ]। [এবমুক্তঃ সামশ্রবাঃ] তাঃ (গাঃ) উদাচকার (উৎকালিতবান্)। [যাজ্ঞবল্ক্যস্য ব্রহ্মিষ্ঠতা-খ্যাপনেন] তে ব্রাহ্মণাঃ চুক্রুধুঃ (ক্রুদ্ধাঃ বভূবুঃ) হ (কিল)—কথং নঃ (অস্মাকং মধ্যে) [অয়ম্ এব] ব্রহ্মিষ্ঠঃ (বেদবিত্তমোঽসি) ইতি ব্রুবীত (কথয়েৎ) ইতি। অথ (অনন্তরং) বৈদেহস্য জনকস্য হোতা (ঋত্বিক্) অশ্বলঃ (তন্নামা কশ্চিৎ ব্রাহ্মণঃ) বভূব হ (কিল); সঃ (অশ্বলঃ) এনং (যাজ্ঞবল্ক্যং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্) হ (কিল)—হে যাজ্ঞবল্ক্য, নু (প্রশ্নে) নঃ (অস্মাকং মধ্যে) ত্বং খলু (নিশ্চয়ে) ব্রহ্মিষ্ঠঃ অসি ? ইতি। [এবমুক্তঃ] সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় নমঃ কুর্ম্মঃ, [পরন্তু] বয়ং গোকামাঃ (গোবাঞ্ছিনঃ) এব স্মঃ (ভবামঃ, নতু ব্রহ্মিষ্ঠাঃ ইতি ভাবঃ)। হোতা

অবনয়ঃ ততঃ (যাজ্ঞবল্ক্যস্য ব্রহ্মিষ্ঠত্বখ্যাপনাৎ) এনং তং (যাজ্ঞবল্ক্যং) প্রষ্টুং (জিজ্ঞাসিতুং) দধ্রে (মনো ধৃতবান্) হ (কিল) ॥১৪৪॥২॥

অনুবাদ। বিদেহাধিপতি জনক সমাগত ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্, তিনি এই গোসমূহ নিজভবনে লইয়া যাউন। [এই কথা শুনিয়া] সেই ব্রাহ্মণগণ [আপনাদিগকে ব্রাহ্মণোত্তম বলিয়া পরিচয় দিতে] সাহসী হইলেন না ; অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্যনামক ঋষি নিজের ব্রহ্মচারীকেই (শিষ্যকেই) বলিলেন—হে সোম্য সামশ্রব, তুমি এই গরুগুলি লইয়া যাও ; ব্রহ্মচারী সেই গরুগুলি লইয়া চলিলেন ; [তখন] উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইলেন. [এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন—] আমাদের মধ্যে তুমিই [আপনাকে] ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতেছ কিপ্রকারে ? অনন্তর, বিদেহপতি জনকের অশ্বলনামক একজন হোতা (ঋত্বিক্) ছিলেন ; তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, আমাদের মধ্যে তুমিই কি সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ ? [তদুত্তরে] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন. আমরা ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার করি ; আমরা হইতেছি গোকাম অর্থাৎ গো-লাভের অভিলাষী মাত্র ! যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মিষ্ঠতা-জ্ঞাপক গো-গ্রহণের দরুণই অশ্বল তাঁহারনিকট প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৪৪ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সা এবমবকৃষ্য ব্রাহ্মণান্ তান্ হ উবাচ—হে ব্রাহ্মণা ভগবন্তঃ ইত্যামন্ত্র্য—যঃ বঃ যুষ্মাকং ব্রহ্মিষ্ঠঃ—সর্ব্বে যূয়ং ব্রহ্মাণঃ, অতিশয়েন যুষ্মাকং ব্রহ্মা যঃ, সঃ এতা গা উদজতাং উৎকালয়তু স্বগৃহং প্রতি। তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুঃ—তে হ কিলৈবমুক্তা ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্মিষ্ঠতামাত্মনঃ প্রতিজ্ঞাতুং ন দধৃষুঃ, ন প্রগল্ভাঃ সংবৃত্তাঃ। অপ্রগল্ভভূতেষু ব্রাহ্মণেষু অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমাত্মীয়মেব ব্রহ্মচারিণম্ অন্তেবাসিনমুবাচ—এতাঃ গাঃ হে সোম্য উদজ উদ্গময় অস্মদ্গৃহান্ প্রতি, হে সামশ্রবঃ—সামবিধিং হি শৃণোতি, অতোঽর্থাচ্চতুর্ব্বেদো যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তা গা হ উদাচকার উৎকালিতবান্ আচার্য্যগৃহং প্রতি। ১

যাজ্ঞবল্ক্য চতুর্ব্বেদজ্ঞ (১)। সেই শিষ্য ঐ গোসমূহ আচার্য্যের গৃহাভিমুখে লইয়া গেল। ১

যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মিষ্ঠ-পণ অর্থাৎ ব্রহ্মিষ্ঠতার মূল্যস্বরূপ গোগ্রহণ দ্বারাই তাহার ব্রহ্মিষ্ঠতা প্রতিজ্ঞাত হইল; এইজন্য উপস্থিত ব্রাহ্মণবর্গ ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহাদের ক্রোধোৎপত্তির কারণীভূত অভিপ্রায় বলিতেছেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, প্রত্যেকপ্রধান আমাদের মধ্যে 'আমি হইতেছি ব্রহ্মিষ্ঠ' এ কথা তুমি বলিতেছ কি প্রকারে? যজ্ঞকর্ত্তা জনকের একজন হোতা—ঋত্বিক্ ছিলেন, তাঁহার নাম অশ্বল; তিনিও ব্রহ্মিষ্ঠাভিমানী; বিশেষতঃ রাজার আশ্রিত বলিয়াও তিনি সমধিক ধৃষ্টতাসম্পন্ন (বাচাল); ব্রাহ্মণগণ এইরূপে ক্রোধপরবশ হইলে পর, তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন; কি প্রকার? হে যাজ্ঞবল্ক্য, নিশ্চয় বল তুমিই কি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ? [প্রশ্নেতে যে, ত্রিমাত্রাত্মক প্লুত স্বর প্রযুক্ত হইয়াছে], যাজ্ঞবল্ক্যকে ভর্ৎসনা করাই তাহার উদ্দেশ্য। [তদুত্তরে] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমরা ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার করি; এখন আমরা হইতেছি কেবল গোকাম (গোপ্রার্থী); [তাই ঐরূপ বলিয়াছি]। যাজ্ঞবল্ক্য ঐরূপে ব্রহ্মিষ্ঠ-পণ স্বীকার করাতেই ব্রহ্মিষ্ঠতা-প্রতিজ্ঞাকারী সেই যাজ্ঞবল্ক্যকে হোতা অশ্বল প্রশ্ন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ১৪৪।২।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদꣳসর্ব্বং মৃত্যুনাপ্তꣳসর্ব্বং মৃত্যুনাভিপন্নম্, কেন যজমানো মৃত্যোরাপ্তিমতিমুচ্যত ইতি। হোত্রর্ত্বিজাগ্নিনা বাচা, বাগ্বৈ যজ্ঞস্য হোতা তদ্যেয়ং বাক্ সোঽয়মগ্নিঃ স হোতা স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ। ১৪৫।৩।

সরলার্থঃ। [অত্র যাজ্ঞবল্ক্যস্য আভিমুখ্যমাপাদয়িতুং সম্বোধয়ন্নাহ—যাজ্ঞবল্ক্যেতি]। হে যাজ্ঞবল্ক্য ইতি সম্বোধয়ন্ [অশ্বলঃ] উবাচ হ—যৎ ইদং (অস্মদনুভূয়মানং) সর্ব্বং (কর্ম্মসাধনং ঋত্বিগাদি) মৃত্যুনা (স্বাভাবিকেন কর্ম্মণা)

(১) তাৎপর্য্য—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি নিজে যজুর্ব্বেদবিশারদ; শিষ্য আবার তাঁহার নিকটই সামবেদ ও ঋগ্বেদ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, সুতরাং সামবেদেও তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহার পর ঋক্ সমস্ত ব্যতীত সামগান হইতে পারে না, কাজেই ঋগ্বেদেও তাঁহার উপযুক্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক; অথর্ববেদ ও এই তিন বেদেরই অন্তর্গত, এইজন্য এক 'সামশ্রবঃ' সম্বোধন দ্বারাই যাজ্ঞবল্ক্য আপনাকে চতুর্ব্বেদজ্ঞ বলিয়া সকলকে জানাইলেন, এবং এই অভিপ্রায়েই যাজ্ঞবল্ক্য আপন শিষ্যকে 'সামশ্রবঃ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

আপ্তং (ব্যাপ্তং), সর্ব্বং মৃত্যুনা অভিপন্নং (বশীকৃতং চ), যজমানঃ কেন (কর্ম্মাত্মকেন সাধনেন) মৃত্যোঃ আপ্তিং (মৃত্যোর্বিষয়তাং) অতিমুচ্যতে (অতীত্য মুচ্যতে ইত্যর্থঃ) ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হোত্রা ঋত্বিজা, অগ্নিনা বাচা [সাধনেন] ইতি। [শ্রুতিঃ স্বয়মেব তদর্থং ব্যাচষ্টে—"বাগ্ বৈ" ইত্যাদিনা]। যজ্ঞস্য (যজমানস্য) বাক্ বৈ (এব) হোতা, ঋত্বিক্।) [কথমিত্যাহ—] তৎ (তত্র যজ্ঞে) যা ইয়ং (প্রসিদ্ধা) বাক্, সঃ অয়ং [অধিদৈবতে অগ্নিঃ ("অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" ইতিশ্রুতেঃ বাচঃ অগ্নিরূপত্বং বোধ্যম্) ; সঃ (অগ্নিঃ) হোতা, সঃ মুক্তিঃ (মুক্তিসাধনং), সা (অগ্নিরূপা বাক্) অতিমুক্তিঃ (মৃত্যোরতিক্রমোপায় ইত্যর্থঃ) ॥১৪৫॥৩॥

মূলানুবাদ।—অনন্তর পুনশ্চ সম্বোধনপূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—[বল দেখি,] এই যে, যজ্ঞসাধন ঋত্বিক্ অগ্নি প্রভৃতি সকলেই সকাম কর্ম্মরূপ মৃত্যুকর্ত্তৃক গ্রস্ত আছে, এবং সকলেই যে, মৃত্যুর বশীভূত হইয়া রহিয়াছে ; যজমান কোন উপায়ে সেই মৃত্যু-গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ? [তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হোতা, ঋত্বিক্, অগ্নি ও বাক্ দ্বারা ; কারণ, বাক্ই যজ্ঞের প্রকৃত হোতা ; প্রসিদ্ধ যজ্ঞে যাহা বাক্, [অধিদৈবরূপে] তাহাই অগ্নি, তাহাই হোতা, তাহাই মুক্তি এবং তাহাই অতিমুক্তি অর্থাৎ অগ্নিভাব প্রাপ্তিরূপ ফল সাধন ॥ ১৪৫ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ। তত্র মধুকাণ্ডে পাঙ্ক্তেন কর্ম্মণা দর্শনসমুচ্চিতেন যজমানস্য মৃত্যোরত্যয়ো ব্যাখ্যাত উদ্গীথপ্রকরণে সংক্ষেপতঃ ; তস্যৈব পরীক্ষাবিষয়োঽয়ম্—ইতি তদ্গতদর্শনবিশেষার্থোঽয়ং বিস্তর আরভ্যতে। ১

যদিদং সাধনজাতম্ অস্য কর্ম্মণঃ ঋত্বিগাদি মৃত্যুনা কর্ম্মলক্ষণেন স্বাভাবিকাসঙ্গসহিতেন আপ্তং ব্যাপ্তম্ ; ন কেবলং ব্যাপ্তম্, অভিপন্নং চ মৃত্যুনা বশীকৃতং চ ; কেন দর্শনলক্ষণেন সাধনেন যজমানঃ মৃত্যোরাপ্তিম্ অতি মৃত্যুগোচরত্বমতিক্রম্য মুচ্যতে, স্বতন্ত্রো মৃত্যোরবশো ভবতীত্যর্থঃ। নন্দূদ্গীথে এবাভিহিতম্—যেনাতিমুচ্যতে—মুখ্যপ্রাণাত্মদর্শনেনেতি ? বাঢ়ম্ উক্তম্ ; যোঽয়ন্তু বিশেষস্তদর্থোঽয়মারম্ভ ইত্যদোষঃ। ২

এইক্ষণ সেই বিজ্ঞানসম্বন্ধেই আরও কিছু বিশেষ কথা বলিবার নিমিত্ত তাহারই বিবৃতিস্বরূপ এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। ১

এই কর্মের (যজ্ঞের) ঋত্বিক্ ও অগ্নি প্রভৃতি যাহা কিছু সাধন অর্থাৎ কর্মসম্পাদনের উপায়, তৎসমস্তই যথাবর্ণিত ফলাসক্তি-সমন্বিত কর্মরূপ মৃত্যুকর্তৃক ব্যাপ্ত; কেবল যে, ব্যাপ্তই বটে, তাহা নহে; পরন্তু অভিপন্নও বটে, অর্থাৎ মৃত্যু দ্বারা বশীকৃতও বটে। [জিজ্ঞাসা করি—] যজমান কি প্রকারে বিজ্ঞানাত্মক সাধন দ্বারা মৃত্যুর প্রাপ্তি অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিয়া মুক্ত হন—মৃত্যুর বশীভূত না হইয়া স্বাতন্ত্র্যলাভ করিয়া থাকেন? ভাল কথা, উদ্গীথপ্রকরণেইত কথিত হইয়াছে যে, মুখ্যপ্রাণে আত্মদৃষ্টি করিলে, তাহা দ্বারাই মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিয়া মুক্ত হওয়া যায়, তবে আবার তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন কি? হাঁ, একথা আংশিক সত্য বটে; কিন্তু সেখানে যে সমস্ত বিশেষাংশ উক্ত হয় নাই, এখানে সেই অনুক্ত বিশেষাংশ নিরূপণের জন্যই এই কথার অবতারণার আবশ্যক হইয়াছে; সুতরাং পুনরুক্তি-দোষ হইতেছে না। ২

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'হোত্রা ঋত্বিজা, অগ্নিনা বাচা' ইতি। এখন একথার ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—সেই হোতা কে,—যাহা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়? তাহা বলা হইতেছে—বাক্ই যজ্ঞের যজমানের হোতা; অর্থাৎ 'যজ্ঞই যজমান' এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, যজ্ঞ-শব্দবাচ্য যজমানের যাহা বাক্, তাহাই অধিযজ্ঞে (অধ্যাত্মভাগে) হোতা; কি প্রকার? না—সেখানে (যজ্ঞে) যজমানসম্বন্ধিনী যে বাক্, তাহাই অধি-দৈবত অগ্নি বলিয়া প্রসিদ্ধ; একথা 'অন্নত্রয়' নিরূপণের প্রকরণেই বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'অগ্নিই হোতা' এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সেই অগ্নিই প্রকৃত হোতা। অভিপ্রায় এই যে, এই প্রসিদ্ধ সাধনদ্বয়—প্রসিদ্ধ যজ্ঞের সাধন হইল হোতা ঋত্বিক্, আর অধ্যাত্ম যজ্ঞের সাধন হইল বাক্, এই উভয়বিধ যজ্ঞসাধনই পরিচ্ছিন্ন এবং মৃত্যুকর্তৃক ব্যাপ্ত, অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত স্বাভাবিক ফলাসক্তিসমন্বিত কর্মাত্মক মৃত্যু দ্বারা প্রতিমুহূর্তে বিকৃতিভাবাপন্ন—মৃত্যুর বশীভূত; এই বাক্যরূপ সাধনটিকে অধিদৈবত অগ্নিরূপে দেখিতে পারিলে, তাহাই যজমানের মৃত্যুর অতিক্রমের কারণ হইয়া থাকে। এখন সেই কথাই বুঝাইয়া বলিতেছেন—তাহাই মুক্তি, সেই হোতৃস্বরূপ অগ্নিই হইতেছে মুক্তি অর্থাৎ অগ্নির স্বরূপবিজ্ঞানই মুক্তিলাভের হেতু। মুক্তিতে

হইবে, যজমান যখনই উক্ত যজ্ঞসাধন দুইটিকে অগ্নিরূপে দর্শন করে, তখনই স্বভাবসিদ্ধ আসক্তি এবং আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পরিচ্ছিন্নভাবরূপ মৃত্যু হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] হোতাকে অগ্নিরূপে দর্শন করাই যজমানের মুক্তিলাভের উপায়। ৩

তাহাই অতিমুক্তি—যাহা মুক্তি, তাহাই অতিমুক্তি অর্থাৎ অতিমুক্তি লাভের উপায়। অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছিন্ন সাধনদ্বয়ের যে, অপরিচ্ছিন্ন অধিদৈবত অগ্নিরূপে দর্শন বা চিন্তা, তাহারই নাম মুক্তি, আর এই যে, অধিদৈবত দর্শনাত্মক মুক্তি, তাহাই—আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক পরিচ্ছেদযুক্ত বিষয়াসক্তির গোচরীভূত মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যে, তৎ-ফলস্বরূপ অধিদৈবতাত্মক অগ্নিভাবপ্রাপ্তি, তাহাই 'অতিমুক্তি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মুক্তিই সেই অতিমুক্তিলাভের প্রধান উপায়; এইজন্য মুক্তিকেই অতিমুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উদ্গীথপ্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, বাক্ প্রভৃতি করণসমূহের যে, অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাস্বভাব, তাহাই যজমানের অতিমুক্তি; সেখানে সাধারণভাবে কেবল মুখ্যপ্রাণদৃষ্টিকেই মুক্তি-সাধন বলা হইয়াছে, কিন্তু অপর কোন বিশেষ কথাই বলা হয় নাই; এখানে সেই অনুক্ত বিশেষ—বাক্ প্রভৃতিতে প্রাণদৃষ্টি বর্ণিত হইতেছে। তাহার পর, উদ্গীথ ব্রাহ্মণে "মৃত্যুম্ অতিক্রান্তো দীপ্যতে" ইত্যাদি বাক্যে যে, বিদ্যা-ফল উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে মৃত্যুপ্রাপ্তির অতিক্রমণরূপ অতিমুক্তিও সেই ফলই বটে, তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে। ১৪। ৩।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ, যদিদং সর্ব্বমহোরাত্রা-ভ্যামাপ্তং সর্ব্বমহোরাত্রাভ্যামভিপন্নং, কেন যজমানোঽ-হোরাত্রয়োরাপ্তিমতিমুচ্যত ইত্যধ্বর্য্যুণর্ত্বিজা চক্ষুষাদিত্যেন, চক্ষুর্বৈ যজ্ঞস্যাধ্বর্য্যুস্তদ্যদিদং চক্ষুঃ সোঽসাবাদিত্যঃ সোঽধ্বর্য্যুঃ স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ ॥১৪৬॥৪॥

অবতরণিকা। [অথবা পুনরপি সর্ব্ববিপরিণামহেতোঃ কালাৎ অতি-মুক্তিমাখ্যাতুং পৃচ্ছতি যাজ্ঞবল্ক্যেতি]। যাজ্ঞবল্ক্যেতি [সম্বোধনম্] উবাচ হ—যৎ ইদং সর্ব্বং (দর্শসাধনং) অহোরাত্রাভ্যাং (দিন-যামিনীভ্যাং) আপ্তম্, সর্ব্বম্ অহোরাত্রাভ্যাং অভিপন্নম্; যজমানঃ কেন (কিংস্বরূপেণ

সাধনেন) অহোরাত্রয়োঃ আপ্তিং (আক্রমণং) অতি (অতিক্রম্য) মুচ্যতে ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অধ্বর্য্যুণা ঋত্বিজা, চক্ষুষা আদিত্যেন [অতিমুচ্যতে ইতি শেষঃ]। [কথং তদিত্যাহ—] চক্ষুঃ বৈ (এব) যজ্ঞস্য অধ্বর্য্যুঃ ; তৎ (তত্র অধিযজ্ঞে) যৎ ইদং চক্ষুঃ, [অধিদৈবতে] সঃ অসৌ আদিত্যঃ সঃ অধ্বর্য্যুঃ, সঃ মুক্তিঃ, সা অতিমুক্তিঃ (অতিমুক্তিসাধনমিত্যর্থঃ) ॥১৫৬॥৪॥

অনুবাদ। অশ্বল পুনরপি সম্বোধনপূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন--হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই যে, যজ্ঞ-সাধন সমূহ অহোরাত্র (দিবারাত্র) দ্বারা আক্রান্ত এবং সমস্তই যে, অহোরাত্র দ্বারা বশীকৃত হইয়া রহিয়াছে, যজমান কোন উপায়ে সেই মৃত্যুর আক্রমণ অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইতে পারে? (তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—) অধ্বর্য্যু ঋত্বিক্, চক্ষু ও আদিত্য দ্বারা [মুক্ত হইতে পারে]। [এ কথারই সমর্থনের জন্য বলিতেছেন—] যজমানের চক্ষুই অধ্বর্য্যু ; সেই যজ্ঞেতে যাহা যজমানের চক্ষু, তাহাই অধিদৈবতরূপে আদিত্য, তাহাই অধ্বর্য্যু ; তাহাই মুক্তি, এবং তাহাই অতিমুক্তি ॥১৫৬॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ। স্বাভাবিকাদজ্ঞানাসঙ্গ-প্রযুক্তাৎ কর্ম্মলক্ষণাৎ মৃত্যোরতিমুক্তির্ব্যাখ্যাতা ; তস্য কর্ম্মণঃ সাসঙ্গস্য মৃত্যোরাশ্রয়ভূতানাং দর্শপূর্ণমাসাদিকর্ম্মসাধনানাং যো পরিণামহেতুঃ কালঃ, তস্মাৎকালাৎ পৃথগতিমুক্তির্ব্বক্তব্যেতীদমারভ্যতে, ক্রিয়ানুষ্ঠানব্যতি-রেকেণাপি প্রাগূর্দ্ধ্বং ক্রিয়ায়াঃ সাধনবিপরিণামহেতুত্বেন ব্যাপারদর্শনাৎ কালস্য ; তস্মাৎ পৃথক্ কালাদতিমুক্তির্ব্বক্তব্যেত্যত আহ—যদিদং সর্ব্বমহো-রাত্রাভ্যামাপ্তম্। ১

স চ কালো দ্বিরূপঃ—অহোরাত্রাদিলক্ষণঃ, তিথ্যাদিলক্ষণশ্চ ; তত্র অহো-রাত্রাদিলক্ষণাৎ তাবদতিমুক্তিমাহ—অহোরাত্রাভ্যাং হি সর্ব্বং জায়তে বর্দ্ধতে বিনশ্যতি চ ; তথা যজ্ঞসাধনঞ্চ—যজ্ঞস্য যজমানস্য চক্ষুরধ্বর্য্যুশ্চ ; শিষ্টান্যক্ষরাণি পূর্ব্ববন্নেয়ানি। ২

যজমানস্য চক্ষুরধ্বর্য্যুশ্চ সাধনদ্বয়ম্ অধ্যাত্মাধিভূতপরিচ্ছেদং হিত্বা অধিদৈবতাত্মনা দৃষ্টং যৎ, স মুক্তিঃ ; সোঽধ্বর্য্যুরাদিত্যভাবেন দৃষ্টো মুক্তিঃ ; সৈব মুক্তিরেবাতিমুক্তিরিতি পূর্ব্ববৎ ; আদিত্যাত্মভাবাপন্নস্য হি নাহোরাত্রে সম্ভবতঃ ॥ ১৫৬ ॥ ৪ ॥

টীকা। [illegible] তাৎপর্যমাহ—যাজ্ঞবল্ক্যেতি। [illegible] [illegible] কর্মসাধনাশ্রয়ত্বাৎ—দর্শপূর্ণমাসাদীতি। [illegible] নিরূপিতম্। [illegible] সাধনান্যাশ্রিত্য তাদৃশং কর্ম মৃত্যুশব্দিতং প্রবর্ততে; তেষাং সাধনানাং বিপরিণামহেতুত্বাৎ কালো মৃত্যুস্ততোঽতিমুক্তিবক্তব্যেত্যর্থঃ। কর্মণো মুক্তিকথা চেৎ, কালাদপি মোক্ষঃ, তত্র কর্মাভাবেঽপি মৃত্যুত্বাদিত্যাশয়াহ—পৃথগিতি। কর্মনিরপেক্ষতয়া কালস্য মৃত্যুত্বং দর্শয়তি—ক্রিয়েতি। পৃথঙ্মুখ্যত্বে লিঙ্গং দর্শয়তি—তদুক্তমিতি। [illegible] তেন; তাং ত্রিগতি—ন চেতি। [illegible] কর্তৃত্বেন দৈবিকত্বেন। তস্য দৈবত্বে স্তোত্রতত্ত্বাভিধানমাহ—অদ্ধ্রেতি। অহোরাত্রে দৃষ্টে দিবে তাস্য যতিমুক্তিবর্ণতা, তবেৎ কর্মস্থানস্থতাং অহোরাত্রাত্যাদিতি। [illegible] তথা [illegible] [illegible] সর্বতি সেতি সম্বন্ধঃ। প্রতি-বচনব্যাখ্যানে কর্তব্যার্থমাহ—যজমানস্যেতি। স মুক্তিরিত্যত্র তাৎপর্যার্থমাহ—যজমানস্যেত্যাদিনা। তত্রৈবাশঙ্ক্য কথামিতি—সোঽহমস্মীতি। অধ্যে-তৃত্বাদিত্যাদেবেষ্টি কর্মযোগাবগতাং মৃত্যোরতিমুক্তিঃ স্যাৎ—আদিত্যেতি। 'যোঽসৌ আদিত্যঃ' ইত্যাদিশ্রুতেরাদিত্যো যজমানস্যোতি বা চঃ। তথা চ আদিত্যাত্মকত্বাদপি ন তে মৃত্যুত্বমিত্যর্থঃ। ১০।।০।

ভাষ্যানুবাদ। অথব পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—স্বাভাবিক অজ্ঞানাসক্তি-সমন্বিত কর্মরূপ মৃত্যু হইতে অতিমুক্তির কথা পূর্বশ্রুতিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; ফলাসক্তিসমন্বিত সেই কর্মরূপ মৃত্যুর আশ্রয়স্বরূপ অর্থাৎ যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া দর্শ-পূর্ণমাস প্রভৃতি কর্মনিচয় আরব্ধ হইয়া থাকে, সেই সাধনসমূহ যাহা দ্বারা বিপরিণত (বিকারপ্রাপ্ত) হইয়া থাকে, সেই কাল হইতেও পূর্বোক্ত এই 'অতিমুক্তি' পৃথক্ বা স্বতন্ত্র বস্তু; কারণ, ক্রিয়ানুষ্ঠানের অভাবেও ক্রিয়াসাধনের পরিণামজনক কাল-ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; অতএব কালাতিরিক্ত অতিমুক্তির অস্তিত্বও অবশ্যই বক্তব্য; সেই উদ্দেশ্যেই বলিতেছেন—যে কোন বস্তু অনুভবগোচর হয়, তৎসমস্তই অহোরাত্র দ্বারা আক্রান্ত। ১

উপরে যে কালের কথা বলা হইল, সেই কাল আবার দুইভাবে বিভক্ত এক দিবারাত্রাত্মক, অপর তিথিপ্রভৃতি স্বরূপ; তন্মধ্যে প্রথমে অহোরাত্রাত্মক কাল হইতে পৃথক্ অতিমুক্তির কথা বলিতেছেন—অহোরাত্র হইতেই সমস্ত বস্তু জন্ম লাভ করে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং মরণপ্রাপ্ত হয়; এইরূপ জগদ্ব্যাপ্য যজমানের চক্ষুঃস্বরূপ আদিত্যও অহোরাত্র হইতে জন্ম, স্থিতি ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রুতির অবশিষ্ট অক্ষরগুলির ব্যাখ্যা পূর্ববৎ। ২

যজমানের চক্ষু (আদিত্য) ও অধ্বর্য্যু (ঋত্বিগ্‌বিশেষ) এই দ্বিবিধ সাধনের উপর আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিকভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক যে, অধিদৈবতভাবে দৃষ্টি, তাহাই মুক্তি অর্থাৎ অধ্বর্য্যুকে আদিত্যরূপে দর্শন করাই মুক্তি। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও মুক্তিই অতিমুক্তিপদবাচ্য হইয়া থাকে; কারণ, যে লোক আদিত্যাদি দৈবতভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে আর অহোরাত্র-সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না ॥১৪৬॥৪॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ—যদিদংসর্ব্বং পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যা-মাপ্তং সর্ব্বং পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যামভিপন্নং, কেন যজমানঃ পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষয়োরাপ্তিমতিমুচ্যত ইতি। উদ্গাত্রর্ত্বিজা বায়ুনা প্রাণেন; প্রাণো বৈ যজ্ঞস্যোদ্গাতা, তদ্যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ স উদ্গাতা স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ ॥১৪৭॥৫॥

অন্বয়ার্থঃ। [ইদানীং তিথ্যাদিলক্ষণাৎ কালাদতিমুক্তিং বক্তুং যাজ্ঞবল্ক্যেতি সম্বোধয়ন্] উবাচ হ—যৎ ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং (বস্তু) পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যাং (শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষাভ্যাং) ব্যাপ্তং—সর্ব্বং পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যাম্ অভিপন্নং (কবলীকৃতম্) [ভবতি; তত্র পৃচ্ছামি—] যজমানঃ (যজ্ঞকর্ত্তা) কেন (উপায়েন) পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষয়োঃ আপ্তিং (আক্রমণং) অতিমুচ্যতে (অতীত্য মুক্তো ভবতি)? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] উদ্গাত্রা (সামবিদা) ঋত্বিজা বায়ুনা প্রাণেন (ঋত্বিক্-কর্ম্মণি নিযুক্তে উদ্গাতরি বায়ু-ভূতপ্রাণদৃষ্ট্যা অতিমুচ্যতে ইতি ভাবঃ।) বৈ (যতঃ) যজ্ঞস্য (যজমানস্য) প্রাণঃ উদ্গাতা; তৎ (তত্র) যঃ অয়ং প্রাণঃ, সঃ বায়ুঃ, সঃ (প্রাণঃ) উদ্গাতা, সঃ (প্রাণঃ) মুক্তিঃ, সা (প্রসিদ্ধা) অতিমুক্তিঃ [চ]; [উদ্গাতরি অধ্যাত্ম-পরিচ্ছেদং পরিত্যজ্য যা প্রাণাত্মদৃষ্টিঃ, সৈব কালাদতিমুক্তিহেতু-রিত্যাশয়ঃ] ॥১৪৭॥৫॥

অনুবাদ। এখন তিথ্যাদিরূপ কাল হইতে অতিমুক্তির কথা বলিতেছেন—অশ্বল পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই যে, সমস্ত জগৎ পূর্ব্বপক্ষ ও অপর পক্ষ দ্বারা—অর্থাৎ শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা ব্যাপ্ত—সমস্তই যে, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা কবলিত হইয়া রহিয়াছে; [জিজ্ঞাসা করি—] যজমান

নাতীতি ব্রহ্মোপাসিকভেদোপপত্তিরিত্যর্থঃ। উপসংহরতি প্রাণস্বাত্মানং চ চন্দ্রমেবোপাসত-
তাং দর্শয়তি 'বায়ুরতিমুক্তিরিত্যর্থঃ। ইতশ্চ বায়ুরতিমুক্তিরূপমন্তব্যাৎ—অপি চেতি।
বায়ুঃ প্রাণো ঋত্বিক্তৌ বায়ুশ্চ চন্দ্রমসো বৃদ্ধিহ্রাসৌ। তদধীনা হি চন্দ্রস্যোদয়-
স্তেত্যর্থঃ। বৃদ্ধ্যাদিহেতুত্বে ফলিতমাহ—তেনেতি। কর্তৃত্বমুক্তমেবার্থঃ। যাজ্ঞ-
বল্ক্যাদি বায়ুনিমিত্তেঽপি একত্বে কিমায়াতং, তদাহ—অতএবেতি। উভিতাদিকয়োঃ
ঋত্বিক্সু ভেদাভিপ্রায়েণ বায়ুমাহ—তেনেতি। তত্ত্বতঃ বায়ুনিমিত্তত্বাৎ। যজ-
মানস্তেনৈব মুচ্যতে। অহোরাত্রৌ পক্ষৌ প্রধানত্বেনার্থঃ। উভয়ত্র প্রাণোপাসনাত্মত্বমর্থঃ।
তদেবমন্ত্রবিষয়ঃ।৩।১।৫।

ভাষ্যানুবাদ। এখন তিথ্যাদিরূপ কাল হইতে অতিমুক্তি বলা হইতেছে—সূর্য্যদেব হইতেছেন—তুল্যভাব দিবারাত্রের কর্ত্তা, কিন্তু প্রতিপদ্ প্রভৃতি তিথিসমূহের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পাদন দ্বারা চন্দ্র হইতেছেন—তিথি-সমূহের কর্ত্তা বা প্রবর্ত্তক; অতএব আদিত্যভাব প্রাপ্তিতে যেমন অহোরাত্রাদিকার অতিক্রম করা যায়, তেমনি চন্দ্রভাব-প্রাপ্তি দ্বারাও শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের অধিকার অতিক্রম করিতে পারা যায়। উদ্গীথ-ব্রাহ্মণে জানা গিয়াছে যে, যজমানের যে, প্রাণবায়ু, তাহাই প্রকৃত উদ্গাতা (সামবেদীয় ঋত্বিক্); এবং সেখানে ইহাও অবধারিত হইয়াছে যে, 'যজমান বাক্ ও প্রাণের সাহায্যেই উদ্গীথ গান করিয়াছিলেন এবং জল হইতেছে এই প্রাণের শরীর, আর এই চন্দ্র হইতেছে তাহার জ্যোতির্ম্ময় রূপ'; এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, প্রাণ, বায়ু ও চন্দ্র প্রকৃতপক্ষে একই পদার্থ; সুতরাং উপসংহারে চন্দ্র ও বায়ুর উল্লেখ থাকাতেও বস্তুগত কোনও পার্থক্য ঘটিতেছে না; এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি অধিদৈবতরূপ বায়ু দ্বারা কথার উপসংহার করিয়াছেন।

আরও এক কথা—চন্দ্রের যে, হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে, বায়ুই তাহার মুখ্য কারণ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, বায়ুই তিথ্যাদি-কালসম্পাদক চন্দ্রের প্রবৃত্তি বা কার্য্য ঘটাইয়া থাকে; অতএব যজমান যে, বায়ুভাব প্রাপ্ত হইয়া তিথ্যাদিরূপ কাল অতিক্রমণ করে, ইহা সুসঙ্গতই বটে। এই জন্যই, অন্য শ্রুতিতে যে, চন্দ্ররূপে মুক্তিকে মুক্তি ও অতিমুক্তি বলা হইয়াছে, আর কাণ্বশ্রুতিতে যে, অহোরাত্র ও তিথ্যাদি, এই উভয়বিধ সাধনে অংকারীভূত বায়ুরূপে মুক্তিকে মুক্তি ও অতিমুক্তি বলা হইয়াছে, ইহাতেও কোন রূপ বিরোধ ঘটিতেছে না।।৩।১।৫।।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ—যদিদমন্তরিক্ষমনারম্বণমিব, কেনা-ক্রমেণ যজমানঃ স্বর্গং লোকমাক্রমত ইতি। ব্রহ্মণর্ত্বিজা মনসা চন্দ্রেণ; মনো বৈ যজ্ঞস্য ব্রহ্মা, তদ্যদিদং মনঃ সোঽসৌ চন্দ্রঃ স ব্রহ্মা স মুক্তিঃ সাঽতিমুক্তিরিত্যতিমোক্ষাঃ। অথ সম্পদঃ—॥১৪৮৬

অন্বয়ার্থঃ। [অথৈনং পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যেতি সম্বোধয়ন্] উবাচ হ—যৎ ইদং অন্তরিক্ষং (আকাশঃ) অনারম্বণং (নিরালম্বনং) ইব [দৃশ্যতে]; [তদালম্বনং তু ন বিজ্ঞায়তে ইত্যভিপ্রায়ঃ]। কেন (কেন কেন আলম্বনেন) যজমানঃ স্বর্গং লোকং আক্রমতে (ফলরূপেণ প্রাপ্নোতি)? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্যঃ আহ—] ব্রহ্মণা ঋত্বিজা মনসা চন্দ্রেণ [আক্রমতে]। মনঃ বৈ (এব) যজ্ঞস্য (যজমানস্য) ব্রহ্মা; তৎ (তস্মাৎ) যৎ ইদং মনঃ, সঃ (তৎ মনঃ) অসৌ (দ্যুলোকস্থঃ) চন্দ্রঃ, সঃ ব্রহ্মা, সঃ মুক্তিঃ, সা অতিমুক্তিঃ, ইতি (এবং-প্রকারাঃ) অতিমোক্ষাঃ (অতিমুক্তয় উক্তা ইত্যর্থঃ)। অথ (অতঃপরং) সম্পদঃ (সম্পদ্রূপাঃ ক্রিয়াঃ) [উচ্যন্তে—]॥১৪৮৬॥

মন্ত্রানুবাদ। অনন্তর পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—এই যে, অন্তরিক্ষ (আকাশমণ্ডল) নিরালম্বনবৎ দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ ইহার কোনও অবলম্বন জানা যাইতেছে না; সেই অবিজ্ঞাত কোন অবলম্বন আশ্রয়ে যজমান স্বর্গলোক লাভ করিতে পারে? [তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] ঋত্বিক্ ব্রহ্মা ও মনোরূপী চন্দ্র দ্বারা; কেন না, প্রকৃতপক্ষে মনই যজ্ঞের ব্রহ্মা; যাহা এই মন, তাহাই এই চন্দ্র, তাহাই ব্রহ্মা, তাহাই মুক্তি ও তাহাই অতিমুক্তি; এই সমস্তই অতিমুক্তির প্রকারভেদ। অতঃপর সম্পদুপাসনার কথা বলা হইতেছে—॥১৪৮৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। মৃত্যোঃ কালাদতিমুক্তির্ব্যাখ্যাতা যজমানস্য সোঽতিমুচ্যমানঃ কেনাবষ্টম্ভেন পরিচ্ছেদবিষয়ং মৃত্যুমতীত্য ফলং প্রাপ্নোতি—অতিমুচ্যতে—ইত্যুচ্যতে—যদিদং প্রসিদ্ধমন্তরিক্ষমাকাশম্ অনারম্বণম্ অনবলম্বনমিব, ইব-শব্দাদস্ত্যেব তত্রালম্বনম্, তত্তু ন জ্ঞায়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। কেন

অনারম্বণমনালম্বনং, তৎ সর্বনাম্না কেনেতি পৃচ্ছ্যতে ; অন্যথা ফলপ্রাপ্তেরসম্ভবাৎ ; যেনাবষ্টম্ভেন আক্রমেণ যজমানঃ কর্মফলং প্রতিপদ্যমান অতিমুচ্যতে, কিং তদিতি প্রশ্নবিষয়ঃ ; কেন আক্রমেণ যজমানঃ স্বর্গং লোকমাক্রমত ইতি স্বর্গং লোকং ফলং প্রাপ্নোতি অতিমুচ্যত ইত্যর্থঃ । ব্রহ্মণা ঋত্বিজা মনসা চন্দ্রেণেত্যক্ষরার্থঃ পূর্ববৎ । ১

তত্রাধ্যাত্মং যজ্ঞস্য যজমানস্য ঋত্বিক্ প্রসিদ্ধং মনঃ, সোঽসৌ চন্দ্রঃ অধিদৈবম্ ; মনোঽধ্যাত্মম্, চন্দ্রমা অধিদৈবতমিতি হি প্রসিদ্ধম্ ; স এব চন্দ্রমা ব্রহ্মা ঋত্বিক্, তেন—অধিভূতং ব্রহ্মণঃ পরিচ্ছিন্নং রূপম্ অধ্যাত্মং চ মনসঃ, এতদ্দ্বয়ম্ অপরিচ্ছিন্নেন চন্দ্রমসো রূপেণ পশ্যতি ; তেন চন্দ্রমসা মনসা অবলম্বনেন কর্মফলং স্বর্গং লোকং প্রাপ্নোতি অতিমুচ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ । ইতীত্যুপসংহারার্থং বচনম্ ; ইত্যেবম্প্রকারা মৃত্যোরতিমোক্ষাঃ ; সর্বাণি হি দর্শনপ্রকারাণি যজ্ঞাঙ্গবিষয়াণ্যস্মিন্নবসরে উক্তানীতি কৃত্বা উপসংহারঃ—ইত্যতিমোক্ষাঃ—এবম্প্রকারা অতিমোক্ষা ইত্যর্থঃ । ২

অথ সম্পদঃ—অথ অধুনা সম্পদ উচ্যন্তে । সম্পৎ নাম—কেনচিৎ সামান্যেন অগ্নিহোত্রাদীনাং কর্মণাং ফলবতাং তৎফলায় সম্পাদনম্, সম্পৎফলস্যৈব বা ; সর্বোৎসাহেন ফলসাধনানুষ্ঠানে প্রযতমানানাং কেনচিদ্বৈগুণ্যেনাসম্ভবঃ ; তদিদানীং আহিতাগ্নিঃ সন্ যৎকিঞ্চিৎ কর্ম অগ্নিহোত্রাদীনাং যথাসম্ভবমাদায় আলম্বনীকৃত্য কর্মফলবিবক্ষায়াং সত্যাং যৎকর্মফলকামো ভবতি, তদেব সম্পাদয়তি । অন্যথা রাজসূয়াশ্বমেধ-পুরুষমেধ-সর্বমেধলক্ষণানামধিকৃতানাং ত্রৈবর্ণিকানামপ্যসম্ভবাৎ—তেষাং তৎপাঠঃ স্বাধ্যায়ার্থ এব কেবলঃ স্যাৎ, যদি তৎফলপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ কশ্চন ন স্যাৎ । তস্মাত্তেষাং সম্পদৈব তৎফলপ্রাপ্তিঃ, তস্মাৎ সম্পদামপি ফলবত্ত্বম্, অতঃ সম্পদ আরভ্যন্তে— । ১৪৮ । ৬ ।

টীকা । অধিদৈবতাদিবিভাগোক্তং দর্শনং [illegible]—মৃত্যোরিতি । [illegible] ত্রিপাদে নেতব্যো । ইতোঽপি প্রশ্নপূর্বকং সমনন্তরবাক্যো-[illegible]তি যাবৎ । তৎকোঽসৌ—অন্তরিক্ষমিতি । কেনেতি প্রশ্নস্য বিষয়মাহ—[illegible] । [illegible] প্রকারতি—অন্তরেতি । আলম্বনমন্তরেণেতি যাবৎ । প্রশ্নার্থং সঙ্ক্ষেপেণ দর্শয়তি—কেনেতি । অন্তরিক্ষলোকস্যানারম্বণত্বং প্রসিদ্ধমিতি যাবৎ । ব্রহ্মা বৈ যজ-[illegible]—তত্রেতি । অধ্যাত্মমুক্তিঃ সপ্তম্যর্থঃ । বাক্যার্থমাহ—তেনেতি । তৃতীয়া তৃতীয়ার্থে সমস্যতে । দর্শনফলমাহ—তেনেতি । বাগাদীনামধ্যাত্মিকানামেব [illegible] অগ্ন্যাদীনাং তু [illegible] দর্শনং বক্তব্যং, তৎফলং [illegible]-

এই যে, যজমান, যে অবষ্টম্ভ বা আশ্রয় বস্তুর বিভাগে কর্মফল প্রাপ্ত হইয়া অতিমুক্ত হয়, সেই বস্তুটি কি?—যজমান কোন আলম্বন-বিভাগে স্বর্গফল আক্রমণ করে অর্থাৎ ফলরূপে স্বর্গলোক লাভ করে—অতিমুক্ত হয়। 'ব্রহ্মা ঋত্বিজা মনসা চন্দ্রেণ' এই কথাগুলির অর্থ—পূর্বোক্ত 'উদ্গাত্রা ঋত্বিজা' ইত্যাদি কথার অর্থের অনুরূপ ।১

তন্মধ্যে লোকপ্রসিদ্ধ মন হইতেছে—যজ্ঞ-সম্পাদক যজমানের অধ্যাত্ম, আর প্রসিদ্ধ চন্দ্র হইতেছে অধিদৈবত রূপ; মন যে, অধ্যাত্ম আর চন্দ্র যে, অধিদৈবত, ইহা লোকপ্রসিদ্ধও বটে। সেই চন্দ্রই আবার ঋত্বিক্ ব্রহ্মা-স্বরূপ; এইজন্য ব্রহ্মার পরিচ্ছিন্ন অধিভূত (ভূতান্তর্গত) রূপ এবং অধ্যাত্ম-সম্বন্ধী মনের রূপ, এই উভয়বিধ সাধনকে যজমান অপরিচ্ছিন্ন অধি-দৈবত চন্দ্ররূপে দর্শন করেন। অভিপ্রায় এই যে, সেই অধ্যাত্ম মন ও অধিদৈবত চন্দ্ররূপ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ উক্তপ্রকার ভাবনাবলে কর্মফল স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন,—অতিমুক্ত হন। বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার সূচনার্থ 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে,—যজ্ঞাদিসম্বন্ধে যত প্রকার দর্শন হইতে পারে, এই অবসরে সে সমস্তই বলা হইল; এই অভিপ্রায়ে উপসংহার করা হইল যে, "ইতি অতিমোক্ষাঃ"—অতিমোক্ষের উপায় সমূহ এই প্রকারই বটে, এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছু নাই ।২

অতঃপর সম্পৎ-ক্রিয়া সমূহ কথিত হইতেছে—সম্পদ্ অর্থ—অধিক ফললাভের উদ্দেশে অল্প ফলজনক অগ্নিহোত্রাদি কর্মসমূহকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্মরূপে সম্পাদন করা, অথবা যজ্ঞকেই ফলরূপে ভাবনা করা (১); [অভিপ্রায়

(১) তাৎপর্য্য—কোন একটি সাধারণ ধর্ম লইয়া ক্ষুদ্রফলজনক কর্মকে যে, অধিক ফলক বিষয়রূপে অনুষ্ঠান করা, তাহারই নাম সম্পৎ। যেমন অগ্নিহোত্র একটি কর্ম, অশ্বমেধও একটি কর্ম; অগ্নিহোত্রের ফল অল্প, আর অশ্বমেধের ফল অধিক, অথচ উভয়েরই সাধারণ ধর্ম হইতেছে—কর্মত্ব; যে লোকের অশ্বমেধের অনুষ্ঠানে শক্তি নাই, অথচ তাহার ফল পাইতে ইচ্ছা আছে, সেই লোক আপনার অনুষ্ঠানযোগ্য অগ্নিহোত্রকেই অশ্বমেধ যজ্ঞ মনে করিয়া যথাবিধি সম্পাদন করিবে, এবং তাহার ফলে অশ্বমেধেরই ফল লাভ করিবে। ভাষ্যের দ্বিতীয় ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, কর্মাঙ্গ আহুতি প্রভৃতিকে ভাবী কর্মফলরূপে চিন্তা করিবে, যেমন অগ্নিহোত্রযাগের ফল জ্যোতির্ময় স্বর্গ, অতএব আহুতিকে ঐ জ্যোতির্ময় স্বর্গরূপে চিন্তা করিবে।

এই যে,] যাহারা পূর্ব উক্তরে ফলসাধন—কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদেরও কোন একটী বৈগুণ্য বশতঃ অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত হইতে পারে; সেই কারণে অধিকৃত পুরুষ আহিতাগ্নি (অগ্নিহোত্রী) হইয়া সম্ভবমত যে কোন একটী কর্ম অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞাত কর্মফলের মধ্যে, যে কর্মফলটী পাইতে অভিলাষী হয়, অবলম্বিত কর্ম দ্বারা সেই ফলই সম্পাদন করিয়া লইতে পারেন; নচেৎ রাজসূয়, অশ্বমেধ, নরমেধ ও সর্বমেধ প্রভৃতি যে সমস্ত কর্মে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের অধিকার উক্ত আছে, তাহাদেরও সেই সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহাদের যদি ঐ সমস্ত ফলপ্রাপ্তির কোন উপায়ই না থাকে, তবে সে সমুদয়ের উল্লেখ কেবল অধ্যয়নার্থ অর্থাৎ পাঠমাত্রেই পর্যবসিত হইতে পারে, (কোন কাজে আসিতে পারে না)। অতএব বলিতে হইবে যে, সম্পদ্রূপেই তাহাদের সেই সমস্ত ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; সুতরাং সম্পদেরও সফলতা আছে; সফলতা আছে বলিয়াই এখন সম্পদনুষ্ঠানের কথা আরব্ধ হইতেছে। ১৪৮। ৬।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ—কতিভিরয়মদ্যর্গ্ভির্হোতাস্মিন্ যজ্ঞে করিষ্যতীতি। তিসৃভিরিতি, কতমাস্তাস্তিস্র ইতি, পুরোঽনুবাক্যা চ যাজ্যা চ শস্যৈব তৃতীয়া, কিং তাভির্জয়তীতি, যৎকিঞ্চেদং প্রাণভৃদিতি ॥১৪৯॥৭॥

অন্বয়ার্থঃ। [অথ তং যাজ্ঞবল্ক্যেতি সম্বোধয়ন্ পুনরপি] উবাচ হ—অয়ং হোতা (ঋগ্বেদবিৎ ঋত্বিক্) অদ্য অস্মিন্ (অনুষ্ঠীয়মানে) যজ্ঞে কতিভিঃ (কিয়ৎসংখ্যকাভিঃ) ঋগ্ভিঃ [কর্ম] করিষ্যতি ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] তিসৃভিঃ (ঋক্ত্রয়েণ) [করিষ্যতি] ইতি। [অশ্বলঃ পুনরাহ—] তাঃ (ঋচঃ) তিস্রঃ (ত্রিত্বসংখ্যকাঃ ঋচঃ) কতমাঃ (কিনামকাঃ) ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] 'পুরোঽনুবাক্যা' চ, 'যাজ্যা' চ 'শস্যা' এব তৃতীয়া। [পুনঃ প্রশ্নঃ—] তাভিঃ (উক্তাভিঃ ঋগ্ভিঃ) কিং (কিনামকং ফলং) জয়তি (বশী-করোতি—লভতে)? ইতি। [উত্তরং—] ইদং (দৃশ্যমানং) যৎকিঞ্চ প্রাণভৃৎ (প্রাণিজাতম্) ইতি। ১৫১। ৭।

মূলানুবাদ। অশ্বল পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, এই হোতা আজ এই যজ্ঞে কতগুলি ঋক্মন্ত্র দ্বারা কর্ম করিবেন? যাজ্ঞবল্ক্য

[উত্তর হইল—পুরোঽনুবাক্যা, যাজ্যা ও শস্যা নামক ঋক্‌ত্রয়ে। [অভিপ্রায়—] 'পুরোঽনুবাক্যা';—যে সমস্ত ঋক্ যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ব্বে পঠিত হয়, সে সমস্ত ঋক্ 'পুরোঽনুবাক্যা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; আর যজ্ঞসম্পাদনের সময় যে সমস্ত ঋকের প্রয়োগ হইয়া থাকে, সে সমস্ত ঋকের নাম—'যাজ্যা', এবং যে সমস্ত ঋক্ শস্ত্রার্থ স্তুতিরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সে সমস্ত ঋকের নাম শস্যা ; আরও যে সমস্ত ঋক্ আছে, সেগুলি স্তোত্রজাতীয়ই হউক বা অন্যজাতীয়ই হউক, সমস্তই এই ত্রিবিধ ঋক্‌জাতির অন্তর্গত। কিং তাভির্জয়তীতি? যৎ কিঞ্চেদং প্রাণভৃদিতি—এ কথার মর্ম্ম এই যে, সংখ্যাগত সাদৃশ্য থাকায় ত্রিলোকমধ্যে যাহা কিছু প্রাণিবিশেষ আছে, এই 'সম্পৎ' কর্ম্মের সাহায্যে সে সমস্তকে জয় করে, অর্থাৎ তিনটী ঋকের দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন লোকের প্রাণিভোগ্য সমস্ত ফল সম্পাদন করিয়া থাকে। ১৪১। ৭।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কত্যয়মদ্যাধ্বর্য্যুরস্মিন্ যজ্ঞ আহুতীর্হোষ্যতীতি, তিস্র ইতি, কতমাস্তাস্তিস্র ইতি? যা হুতা উজ্জ্বলন্তি, যা হুতা অতিনেদন্তে, যা হুতা অধিশেরতে; কিং তাভির্জয়তীতি, যা হুতা উজ্জ্বলন্তি দেবলোকমেব তাভির্জয়তি, দীপ্যত ইব হি দেবলোকঃ, যা হুতা অতিনেদন্তে পিতৃলোকমেব তাভির্জয়ত্যতীব হি পিতৃলোকঃ, যা হুতা অধিশেরতে মনুষ্যলোকমেব তাভির্জয়ত্যধ ইব হি মনুষ্যলোকঃ ॥১৭০॥৮।

অন্বয়ার্থঃ। [পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যেতি সম্বোধ্য] উবাচ হ—অয়ং অধ্বর্য্যুঃ (যজুর্বেদজ্ঞঃ ঋত্বিক্) অদ্য অস্মিন্ যজ্ঞে কতি (কিয়ৎসংখ্যকাঃ) আহুতীঃ হোষ্যতি ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] তিস্রঃ [আহুতীঃ হোষ্যতি] ইতি। [পুনঃ প্রশ্নঃ] তাঃ (হুতাঃ) তিস্রঃ (আহুতয়ঃ) কতমাঃ? ইতি। [উত্তরং] যাঃ (আহুতয়ঃ) হুতাঃ (অর্পিতাঃ সত্যঃ) উজ্জ্বলন্তি, যাঃ হুতাঃ অতি নেদন্তে (অতীব শব্দং কুর্ব্বন্তি), যাঃ চ হুতাঃ অধিশেরতে (ভূমেরধো মগ্না তিষ্ঠন্তি)। [পুনঃ প্রশ্নঃ] তাভিঃ (আহুতিভিঃ) কিং জয়তি (কিং ফলং লভতে) ইতি। [অত্রোত্তরম্] যাঃ হুতাঃ উজ্জ্বলন্তি, তাভিঃ (আহুতিভিঃ) দেবলোকম্ এব জয়তি, হি (যস্মাৎ) দেবলোকঃ

আহুতি দ্বারা কোন্ ফল জয় করে? অর্থাৎ উক্ত প্রকারে সম্পাদিত সেই আহুতি সমূহ দ্বারা কোন্ ফল লাভ করে? [উত্তর হইল—]

যে সমস্ত আহুতি অগ্নিতে অর্পিত হইয়া প্রজ্বলিত হয়; সম্পাদিত সেই আহুতিসমূহ যেমন উজ্জ্বলযুক্ত, তাহার ফলও তেমনি উজ্জ্বল—দেবলোক (স্বর্গলোক)। ফল ও আহুতিগত এই প্রকার উজ্জ্বলতা-ধর্ম্মের সাম্য থাকায় যজমান মনে করিবে যে, আমার সম্পাদিত যে, এই সমস্ত উজ্জ্বল আহুতি, এই আহুতিসমূহই সাক্ষাৎ দেবলোকরূপ আহুতি-ফল স্বরূপ, এবং এই আহুতি সম্পাদনেই দেবলোকদায়ক কর্ম্মফলও আমার সম্পাদিত হইল; যজমান এইরূপে কর্ম্মসম্পৎ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আর যে সমস্ত আহুতি অতিমাত্র শব্দ করিয়া থাকে, কুৎসিত (বিকট) শব্দ-করণরূপ ধর্ম্মের সাম্য থাকায়, সে সমস্ত আহুতি দ্বারা নিশ্চয়ই পিতৃলোক জয় করে। পিতৃলোকের সহিত যমভবনের সম্বন্ধ আছে; সেই যমপুরীতে যাহারা গমন করে, তাহারা যমরাজকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া 'আমরা—ম'লেম, হাড়—হাড়' বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে; মাংসাদির আহুতি-গুলিও ঐরূপ বিকট শব্দ করিয়া থাকে; পিতৃলোকের সহিত এইরূপ শব্দ-সাম্য থাকায়, যজমান মনে করিবেন যে, এই আহুতি-সম্পাদনেই আমার পিতৃলোক রূপ কর্ম্ম-ফলও সম্পাদিত হইতেছে; যজমান এইরূপে সম্পৎ-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আর যে সমস্ত আহুতি গলিয়া ভূমিগত হয়, সেই সমস্ত আহুতি দ্বারা মনুষ্যলোকই জয় করিয়া থাকে; কারণ, ভূমির উপরে অবস্থিতি-ধর্ম্মটি উভয়েরই সমান; কেন না, কর্ম্মফল ঊর্দ্ধস্থ অপরাপর লোক অপেক্ষা মনুষ্যলোকটি যেন অধো—নিম্নবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়; অথবা নিম্নগামিত্ব ধর্ম্মের তুলনায়ও ঐরূপ প্রতীতি হয়; অতএব হুত ও হুতাদির আহুতি সম্পাদনকালে,—'আমি এই আহুতি দ্বারা মনুষ্যলোকই সম্পাদন করিতেছি'—এইরূপে সম্পৎ কর্ম্ম করিয়া থাকেন॥ ১৫০ ॥ ৮ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ, কতিভিরয়মদ্য ব্রহ্মা যজ্ঞং দক্ষিণতো দেবতাভির্গোপায়তীত্যেকয়েতি, কতমা সৈকেতি, মন এবেত্য-নন্তং বৈ মনোঽনন্তা বিশ্বে দেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [অথৈনং পুনরপি যাজ্ঞবল্ক্যেতি-সম্বোধনম্] উবাচ হ—ব্রহ্মা অদ্য (যজ্ঞানুষ্ঠানকালে) দক্ষিণতঃ (যজ্ঞবেদিকাভাগে স্বাসনে উপবিষ্টঃ সন্) কতিভিঃ (কিয়ৎসংখ্যকাভিঃ) দেবতাভিঃ যজ্ঞং গোপায়তি (রক্ষতি), ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] একয়া (দেবতয়া) ইতি। [পুনঃ প্রশ্নঃ—] সা (উক্তা) একা দেবতা কতমা? (সা নামতঃ স্বরূপতশ্চ কা?) ইতি। [উত্তরম্—] মনঃ (অন্তঃকরণং) এব ইতি; বৈ (যতঃ) মনঃ অনন্তং, (মনোবৃত্তীনামানন্ত্যাৎ মনসোঽনন্তত্বমিত্যাশয়ঃ), বিশ্বে দেবাঃ (সর্বব্যাপিনঃ দেবতাভেদাঃ) [অপি] অনন্তাঃ (সংখ্যাতোঽপরিমেয়াঃ); [অতঃ] সঃ (ব্রহ্মা) তেন (মনসা) অনন্তম্ এব লোকং (ফলং) জয়তি (লভতে ইত্যর্থঃ)। ১৫১। ৯।

মূলানুবাদ। অনন্তর পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্মা (একজন ঋত্বিক্) আজ দক্ষিণ ভাগে নিজের আসনে বসিয়া [হোতার দক্ষিণে ব্রহ্মার আসন থাকে], কোন কোন দেবতা দ্বারা এই যজ্ঞ রক্ষা করিতেছেন? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] একটী দেবতা দ্বারা। [অশ্বল জিজ্ঞাসা করিলেন—] সেই একটী দেবতা কে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] সেই দেবতাটী হইতেছে—মন; কেন না, মনও অনন্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট, আর বিশ্বে দেবগণও অনন্ত; অতএব ব্রহ্মা এই মনোদেবতা দ্বারা অনন্ত লোক জয় করেন, অর্থাৎ অনন্ত ফল প্রাপ্ত হন ॥১৫১।৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচেতি পূর্ববৎ। অয়ম্ ঋত্বিক্ ব্রহ্মা দক্ষিণতো ব্রহ্মাসনে স্থিত্বা যজ্ঞং গোপায়তি। কতিভির্দেবতাভির্গোপায়তীতি প্রাশ্নিকমেকত্বং বহুবচনম্. একয়া হি দেবতয়া গোপায়ত্যসৌ; এবং জাতে বহুবচনেন প্রশ্নো গোপায়ত্যতে বহুং জানতঃ; তথাৎ পূর্বয়োঃ কণ্ডিকয়োঃ প্রশ্ন-প্রতিবচনেষু—কতিভিঃ কতি, তিসৃভিস্তিস্র—ইতি এতাবৎ দৃষ্টং। ইহাপি বহুবচনেনৈব প্রশ্নোপক্রমঃ ক্রিয়তে; অথবা প্রতিবাদিবিপ্রতিপত্ত্যপেক্ষং বহুবচনম্। ইতর আহ—একয়েতি; একা সা দেবতা, যয়া দক্ষিণতঃ স্থিত্বা ব্রহ্মাসনে যজ্ঞং গোপায়তি। কতমা সা একেতি—মন এবেতি, মনঃ সা দেবতা; মনসা হি ব্রহ্মা ব্যাপ্রিয়তে ধ্যানেনৈব, "তস্য যজ্ঞস্য মনশ্চ বাক্ চ বর্তনী, তয়োরন্যতরাং মনসা সংস্করোতি ব্রহ্মা" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ; তেন মন এব

অন্ন প্রদান, সেই প্রস্তাবকার্য্যটি অপানবায়ু দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়; আর অপান দ্বারা হোমীয় দ্রব্য গ্রহণ হয়, অনন্তর দেবতাগণ সেই হবিঃ ভোজন করেন; সুতরাং উভয়েতেই আনন্তর্য্য ধর্ম্মের সাম্য রহিয়াছে। ব্যান হইতেছে শস্ত্রা; কারণ, শ্রুত্যন্তরে আছে—'প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া স্থগিত রাখিয়া ব্যানবায়ু দ্বারা ঋকের উচ্চারণ করিয়া থাকে' (১)।২

যজমান যে সমস্ত ঋকের দ্বারা কি ফল লাভ করে, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে; যেখানে সম্বন্ধগত সাম্য প্রভৃতি যাহা কিছু বক্তব্য রহিয়াছে, এখন এখানে কেবল তাহাই বলা হইতেছে; ইহা ছাড়া আর যাহা কিছু আছে, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পৃথিবী-লোকের সহিত সম্বন্ধগত সাম্য থাকায় পুরোঽনুবাক্যা দ্বারা পৃথিবী লোকই জয় করে, মধ্যবর্ত্তিত্বরূপ ধর্ম্মসাম্য থাকায় যাজ্যা দ্বারা অন্তরিক্ষ লোক এবং ঊর্দ্ধ (সর্ব্বোপরি স্থিতিরূপ) ধর্ম্মের সাম্য থাকায় শস্যাখ্যকের দ্বারা দ্যুলোক (স্বর্গলোক) জয় করে। তাহার পর—আপনার প্রয়োজন লাভের পর, সেই হোতা অশ্বল বিরত হইলেন—এব্যক্তি আমাদের পরাজেয় নহে বুঝিয়া নিবৃত্ত হইলেন॥ ১৫২॥ ১০॥

ইতি বৃহদারণ্যকে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ॥৩॥১॥

---

(১) তাৎপর্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—"যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ, স ব্যানঃ," অর্থাৎ প্রাণ ও অপান বায়ুর যে সন্ধি অর্থাৎ মিলন, তাহার নাম—ব্যান। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বাগ্‌বৃত্তির সময়ে প্রাণ ও অপানের ব্যাপার স্থগিত থাকে; যতকিছু বীর্য্যবৎ [illegible], সে সমস্তই এই ব্যান বায়ুর দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঋকেরও উচ্চারণ বীর্য্যবৎ কার্য্য; সুতরাং তাহাও ব্যান বায়ুর সাহায্যেই সম্পাদিত হয়।

আদিত্যাদির রূপ ইতঃপূর্ব্বে উদ্গীথপ্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং অশ্বমেধ প্রশ্নেও তৎসম্পর্কিত কোন কোন বিশেষ কথা বর্ণিত হইয়াছে; এসমস্তই হইতেছে জ্ঞানসহ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল, (শুদ্ধ কর্ম্মের ফল নহে)। সাধ্য-সাধনভাবাপন্ন এই মৃত্যুময় সংসার হইতে জীবকে মুক্ত করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে এখন জীবের বন্ধনাত্মক মৃত্যুর স্বরূপ অভিহিত হইতেছে; কারণ, বদ্ধ ব্যক্তির বন্ধনবিমোচন করা আবশ্যক। ১

আর পূর্ব্বে যে, অতিমুক্তের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতেও মৃত্যুরূপী গ্রহ ও অতিগ্রহ হইতে বিমুক্তির কথা অস্পষ্টই রহিয়াছে; যেহেতু, অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—আদিত্য-মণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—'অশনায়াই (ভোজনেচ্ছাই) মৃত্যু' এবং 'একই মৃত্যু বহুপ্রকার' ইত্যাদি শ্রুতি বলিতেছে যে, সেই আদিত্যভাবাপন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করে। অবশ্য, একথাও বলা যাইতে পারে না যে, গ্রহ ও অতিগ্রহ মৃত্যুর স্বরূপই নয়; কারণ, শ্রুতি নিজে বলিয়াছেন—'দ্যুলোক হইতেছে এই মনের শরীর, এই আদিত্য হইতেছে জ্যোতির্ম্ময় রূপ,' এবং 'মন একটী গ্রহ, সে আবার কামরূপী অতিগ্রাহ দ্বারা চালিত হয়,' পরেও বলিবেন—'প্রাণ হইতেছে গ্রহ, তাহা আবার অপানরূপ অতিগ্রহ দ্বারা পরিগৃহীত, এবং বাক্ হইতেছে গ্রহ, সে আবার নামরূপী অতিগ্রহ দ্বারা পরিগৃহীত'। অন্নত্রয়ের বিভাগস্থলেও আমরা এইরূপই ব্যাখ্যাকরিয়াছি। বিশেষতঃ যাহা প্রবৃত্তির কারণ, তাহা যে, কখনও নিবৃত্তির কারণ হইতে পারে না, আমরা উত্তমরূপে বিচারপূর্ব্বক এ মীমাংসা করিয়াছি। ২

কেহ কেহ কিন্তু সমস্ত কর্ম্মকেই নিবৃত্তিসাধন বলিয়া মনে করেন; এই কারণে লোকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মৃত্যুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া আবার পর পর মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়; তাহা হইতে নিবৃত্তিলাভই এই পতনের উদ্দেশ্য, কিন্তু মৃত্যুগ্রস্ত থাকা কখনই উহার উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে দ্বৈতসম্বন্ধ বিধ্বস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত যাহা কিছু কর্ম্ম, তৎসমস্তই মৃত্যুপদবাচ্য; দ্বৈতক্ষয় হইলেই যথার্থ মৃত্যুর অধিকার হইতে বিমুক্তি লাভ হয়; এবং এই জন্যই বলিতে হয় যে, ইহার মধ্যবর্ত্তী যে, মুক্তি, তাহা আপেক্ষিক—গৌণ মুক্তি (যথার্থ মুক্তি নহে)। ৩

তাহাদের এ সমস্ত কথা নিশ্চয়ই বৃহদারণ্যক-সম্মত নহে। কেন, সর্ব্ব পদার্থের সহিত একত্ব বা অভিন্নভাব প্রাপ্তিই ত মোক্ষ; কারণ, শ্রুতি

বলিতেছেন—তিনি 'সেই ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রভাবে সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইলেন' ইতি। হাঁ, ইহাও কতক সত্য বটে—এরূপও কল্পনা হইতে পারে সত্য, কিন্তু তা বলিয়া, 'গ্রামাভিলাষী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে' 'পশুকামনায় যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিরও মোক্ষসাধকতা কল্পনা করা যাইতে পারে না। এ সমস্ত শ্রুতিরও যদি অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য হইত, আর গ্রাম, পশু ও স্বর্গাদির প্রতিপাদনে উদ্দেশ্য না থাকিত, তাহা হইলে এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে কখনই গ্রাম, পশু ও স্বর্গ ফলের উল্লেখ থাকিত না; অথচ সমস্ত শ্রুতিবাক্যেই কর্ম্মফলের বিবিধ বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কেবল অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রতিপাদন করাই যদি বেদোক্ত সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে ত কর্ম্মফলাত্মক এই সংসারেরই আবির্ভাব অসম্ভব হইত। ৩

যদি বল, অদ্বৈত-তত্ত্বসাধনে কর্ম্মের তাৎপর্য্য হইলেও, তাহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব হইতে সংসারের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে; যেমন, কোন একটী রূপ প্রকাশনের জন্য আলোক প্রজ্বলিত হইলেও, তত্রত্য অপরাপর সমস্ত বস্তুই তাহা দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তদ্রূপ; না—এরূপ কথা হইতে পারে না; কারণ, এবিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই; জ্ঞান-সহকারে অনুষ্ঠিত বৈদিক কর্ম্মসমূহের অদ্বৈততত্ত্বসিদ্ধি মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও যে, অপর—সংসার তাহার আনুষঙ্গিক ফলরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই—প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, দ্বিতীয়তঃ অনুমানও হইতে পারে না; সুতরাং আগম বা শব্দ প্রমাণেরও সম্ভাবনা নাই। যদি বল, কুল্যাখনন ও প্রদীপ প্রজ্বালনের ন্যায়, ক্রিয়াবিধায়ক একই বাক্যে উভয়ই—মোক্ষ ও স্বর্গাদি ফল প্রদর্শিত হইতে পারে (১), না—এরূপও হইতে পারে না; কেন না, তাহা হইলে বাক্যের স্বাভাবিক রীতি রক্ষা পায় না; কারণ, একই বাক্যে প্রবৃত্তি-সাধনতা (প্রবর্ত্তকত্ব) ও নিবৃত্তি-সাধনতা, এই উভয় ধর্ম্ম কখনই প্রতীত হইতে পারে না; কুল্যানির্ম্মাণ ও আলোক-

(১) তাৎপর্য্য—ক্ষুদ্র জলাশয়কে 'কুল্যা' বলে, শস্যক্ষেত্রে জলদিবার জন্য কুল্যা খনন করিলেও, তদ্দ্বারা যেমন স্নান পানাদি কার্য্য সম্পাদিত হয়, এবং গৃহ শোভার্থ—আলোক স্থাপন করিলেও যেমন তদ্দ্বারা বস্তুদর্শন ও পথগমনাদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তেমনি বেদবিহিত কর্ম্মগুলি অদ্বৈত-তত্ত্ব বা মুক্তির উদ্দেশ্যে বিহিত হইলেও তদ্দ্বারা প্রসঙ্গতঃ স্বর্গাদি সাংসারিক ফল সম্পাদিত হইতে পারে।

আরও যে বলা হইয়াছে—এবিষয়ে বহুতর মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়; তোমার সে কথাটিও অপ্রামাণিক; কেন না, সেই মন্ত্রগুলি কি তোমার অভিমত অর্থেরই প্রকাশক, না অন্যার্থের প্রকাশক, প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করা আবশ্যক; [সুতরাং এরূপ অপ্রামাণিক কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিতে পারা যায় না]। অতএব (স্বীকার করিতে হইবে যে,) গ্রহ ও অতিগ্রহরূপী মৃত্যুই বন্ধ; সেই বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে, সেই অবশ্য-কর্ত্তব্য বিষয়ের নিরূপণার্থই এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে।

বিষয়-সন্নিধিতে অর্থাৎ না জাগরণ, না নিদ্রা—এইরূপ মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় অবস্থান যেমন দুষ্কর, তেমনি অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়ে—বৈদিক কর্ম বন্ধেরও কারণ নয় মোক্ষেরও কারণ নয়—এরূপ মধ্যাবস্থায় অবস্থানের কৌশল আমরা জানি না। (১) তবে যে, প্রথমে মৃত্যু হইতে অতিমুক্তির কথা বলিয়া পরে গ্রহাতিগ্রহের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল অর্থসঙ্গতিরক্ষার জন্য; অভিপ্রায় এই যে, যত কিছু বন্ধন আছে, তৎসমস্তই গ্রহ ও অতিগ্রহ পরিত্যাগ না করার ফল; অথচ নিগড় বা বন্ধনরজ্জুর তত্ত্ব পরিজ্ঞাত থাকিলেই নিগড়িতের (বদ্ধ ব্যক্তির) বন্ধনচ্ছেদনে যত্ন করা সম্ভব হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এখন গ্রহাতিগ্রহের কথা আরব্ধ হইতেছে।

অথ হৈনং জারৎকারব আর্ত্তভাগঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতি গ্রহাঃ কত্যতিগ্রহা ইতি, অষ্টৌ গ্রহা

(১) তাৎপর্য—বিপক্ষ বলিয়াছিল—বেদোক্ত কর্মগুলি বন্ধ মোক্ষ কিছুরই কারণ নয়, কেবল বন্ধ মোক্ষের মধ্যবর্ত্তি অবস্থায় স্থিতির কারণমাত্র, একথা বলিলে দোষ কি? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—ইহা হইতেছে—'অর্দ্ধজরতীয়' ন্যায়; যেমন একই লোকের এক অর্দ্ধেক জরাগ্রস্ত, অপরার্দ্ধ যৌবনায়, অথবা একই লোক না যুবা, না বৃদ্ধ, পরন্তু মাঝামাঝি অবস্থায় বর্ত্তমান; ইহা যেমন নিতান্ত অসম্ভব, তেমনি বন্ধ-মোক্ষের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকাও অসম্ভব, এইরূপ অসম্ভাবনা প্রকাশমানসে 'অর্দ্ধজরতীয়' ন্যায়টী প্রযোজ্য হয়।

অষ্টাবতিগ্রহা ইতি, যে তেঽষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহাঃ কতমে ত ইতি ॥ ১৫৩ ॥ ১ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। অতঃ পরং গ্রহাতিগ্রহলক্ষণাৎ মৃত্যোরতিমুক্তিং বক্তুমুপক্রমতে—অথ হেত্যাদিনা। অথ (অশ্বল-বিরামানন্তরং) জারৎকারবঃ (জরৎ কারুবংশীয়ঃ) আর্ত্তভাগঃ (ঋতভাগস্যাপত্যং, তন্নামা বা ঋত্বিক্) এনং (যাজ্ঞবল্ক্যং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্) হ—; [সঃ] যাজ্ঞবল্ক্যেতি [সম্বোধয়ন্] উবাচ হ—গ্রহাঃ কতি (কিয়ৎসংখ্যকাঃ)? অতিগ্রহাঃ [চ] কতি? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] গ্রহাঃ অষ্টৌ, অতিগ্রহাঃ [চ] অষ্টৌ ইতি। [আর্ত্তভাগ আহ—] যে তে (ত্বদুক্তাঃ অষ্টৌ গ্রহাঃ, অষ্টৌ অতিগ্রহাঃ [ত্বয়া উক্তাঃ], কতমে (কিংস্বরূপাঃ) তে? ইতি ॥১৫৩॥১॥

মূলানুবাদ। অশ্বল প্রশ্ন হইতে বিরত হইলে পর, জরৎকারুবংশীয় আর্ত্তভাগনামক ঋত্বিক্ যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, গ্রহ কতগুলি এবং অতিগ্রহই বা কতগুলি? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] গ্রহ আটটী, এবং অতিগ্রহও আটটী। [আর্ত্তভাগ পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন—] সেই অটটী গ্রহ কি কি? এবং সেই অটটী অতিগ্রহই বা কি কি? ॥১৫৩॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথ হৈনম্—হ-শব্দ ঐতিহ্যার্থঃ; অথ অনন্তরং, অশ্বলে উপরতে প্রকৃতং যাজ্ঞবল্ক্যং জরৎকারু-গোত্রঃ জারৎকারবঃ ঋতভাগস্যাপত্যমার্ত্তভাগঃ পপ্রচ্ছ; যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচেতি অভিমুখীকরণায়। পূর্ব্ববৎ প্রশ্নঃ—কতি গ্রহাঃ কত্যতিগ্রহাঃ। ইতি-শব্দো বাক্যপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ১

তত্র নির্জ্ঞাতেষু বা গ্রহাতিগ্রহেষু প্রশ্নঃ স্যাৎ, অনির্জ্ঞাতেষু বা? যদি তাবদ্ গ্রহা অতিগ্রহাশ্চ নির্জ্ঞাতাঃ, তদা তদ্গতস্যাপি গুণস্য সংখ্যায়া নির্জ্ঞাতত্বাৎ কতি গ্রহাঃ কত্যতিগ্রহা ইতি সংখ্যাবিষয়ঃ প্রশ্নো নোপপদ্যতে; অথ অনির্জ্ঞাতাঃ, তদা সংখ্যেয়বিষয়প্রশ্নঃ—ইতি কে গ্রহাঃ কে অতিগ্রহাঃ ইতি প্রষ্টব্যম্, ন তু কতি গ্রহাঃ কত্যতিগ্রহা ইতি প্রশ্নঃ। অপি চ নির্জ্ঞাতসামান্যকেষু বিশেষবিজ্ঞানায় প্রশ্নো ভবতি,—যথা কতমেঽত্র কঠাঃ, কতমেঽত্র কালাপা ইতি; ন চাত্র গ্রহাতিগ্রহা নাম পদার্থাঃ

কেচন লোকে প্রসিদ্ধাঃ, যেন বিশেষার্থঃ প্রশ্নঃ স্যাৎ। ননু চ 'অতিমুচ্যতে' ইত্যুক্তম্, গ্রহগৃহীতস্য হি মোক্ষঃ "সা মুক্তিঃ, সাতিমুক্তিঃ" ইতি হি বিরুদ্ধম্; তস্মাৎ প্রাপ্তা গ্রহা অতিগ্রহাশ্চ। ২

ননু তত্রাপি চত্বারো গ্রহা অতিগ্রহাশ্চ নির্জ্ঞাতাঃ—বাক্চক্ষুঃপ্রাণমনাংসি, তত্র কতীতি প্রশ্নো নোপপদ্যতে, নির্জ্ঞাতত্বাৎ; ন, অনবধারণার্থত্বাৎ; ন হি চতুষ্ট্বং তত্র বিবক্ষিতম্; ইহ তু গ্রহাতিগ্রহদর্শনে অষ্টত্ব-গুণবিবক্ষয়া কতীতি প্রশ্ন উপপদ্যত এব; তস্মাৎ "স মুক্তিঃ, সাতিমুক্তিঃ" ইতি মুক্ত্যতিমুক্তী বিরুদ্ধে; গ্রহাতিগ্রহা অপি সিদ্ধাঃ। অতঃ কতিসংখ্যাকা গ্রহাঃ, কতি বা অতিগ্রহা ইতি পৃচ্ছতি। ইতর আহ—অষ্টৌ গ্রহাঃ, অষ্টাবতিগ্রহা ইতি। যে তেঽষ্টৌ গ্রহা অভিহিতাঃ, কতমে তে নিয়মেন গ্রহীতব্যা ইতি॥ ১৫৩॥ ১॥

টীকা। কতি গ্রহা ইত্যাদিঃ প্রথমঃ পর্য্যায়ঃ প্রশ্নঃ, কতমে ত ইতি দ্বিতীয়ঃ সম্বোধনবিষয়, ইত্যাহ—পূর্ব্বমিতি। সম্প্রতি শঙ্কাবাক্যং—তত্রেত্যাদিনা। আদ্যং প্রশ্নবাক্যং দ্বিতীয়বাক্যং—অপি চেতি। বিশেষশব্দাৎ ... ইতি চশব্দার্থঃ। মুক্ত্যতিমুক্তিপদার্থয়োঃ প্রতিযোগিনৌ বক্তব্যৌ গ্রহাতিগ্রহৌ সাধ্যত্বেন প্রাপ্তৌ. অতশ্চ বিশেষবুভুৎসায়াং বিভি এষা চোদয়তি—ননু চেতি।

তথাপি প্রশ্নস্বরূপপরিজ্ঞানেন ... —তমু তত্রেতি। যদি ... বিভি যাবৎ। নির্জ্ঞাতত্বাদিশেষত্বেতি শেষঃ। অতিমোক্ষোপদেশেন ... সচিতত্বাৎ তত্ত্ব চতুষ্ট্বাদিনির্দ্ধারণাবিশেষেণ প্রশ্নেষু বাধাদিষু বিশেষবুভুৎসায়াঃ সম্যাগ্বিষয়ত্বে ... সমাধত্তে—নানবধারণার্থত্বাদিতি। তদেব স্ফুটয়তি—ন হীতি। তত্র পূর্ব্ববাক্যে বাগাদিষ্বিতি যাবৎ। কথিতাং প্রশ্নপ্রয়োগশক্তিং দর্শয়তি—ইহ ত্বিতি। নন্বষ্টানামেব পূর্ব্বোপদেশাতিদেশাভ্যাং প্রতিপন্নত্বাৎ তেষু বিশেষবুভুৎসায়াং কতি গ্রহা ইতি ... কতমেঽতিগ্রহা ইতি প্রশ্নঃ স্যাৎ আহ—তস্মাদিতি। পূর্ব্বস্মাদ্ব্রাহ্মণাদিতি যাবৎ। বাগাদয়ো ... চত্বারো গ্রহাশ্চাতিগ্রহাশ্চ যদ্যপি বিশেষতো নির্জ্ঞাতাস্তথাপ্যন্যেষাং ... তথাত্বং বিশেষতো ন জ্ঞায়তে, তেন তেষু বিশেষতো জ্ঞাতুমিচ্ছয়ৈষ ইত্যভিপ্রেত্য বিশিনষ্টি—নিয়মেনেতি॥১৫৩॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতির হ-শব্দটী ঐতিহার্থক, অর্থাৎ পুরাবৃত্ত-দ্যোতক; অনন্তর—অশ্বল নিবৃত্ত হইলে পর, জরৎকারুগোত্রীয় আর্ত্তভাগ —ঋতভাগের পুত্র সেই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে প্রশ্ন করিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রথমে তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। পূর্ব্বের

তার প্রশ্ন হইল—গ্রহ কতটী, এবং অতিগ্রহ কতটী ? ইতি-শব্দটী বাক্য-সমাপ্তিসূচক। ১

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, গ্রহ ও অতিগ্রহসমূহ বিজ্ঞাত থাকিলেই তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করা সম্ভব হয় ? কিংবা অবিজ্ঞাত থাকিলেই সম্ভব হয় ? তন্মধ্যে, গ্রহ ও অতিগ্রহ যদি বিজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে গ্রহাতিগ্রহের গুণ—সংখ্যাও বিজ্ঞাতই আছে ; সুতরাং এপক্ষে 'গ্রহ ও অতিগ্রহ কতগুলি ?' এইরূপ সংখ্যাবিষয়ক প্রশ্ন সঙ্গত হয় না ; আর যদি গ্রহ ও অতিগ্রহ অবিজ্ঞাতই থাকে, তাহা হইলেও সংখ্যেয় (যাহার সংখ্যা করা হয়, সেই) গ্রহ ও অতিগ্রহের স্বরূপ সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা উচিত হয়, কিন্তু গ্রহ ও অতিগ্রহের সংখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা উচিত হয় না। বিশেষতঃ যে বিষয় সামান্যাকারে জানা আছে, সেই বিষয়েই কোন কিছু বিশেষ জানিবার জন্য প্রশ্ন হইয়া থাকে ; যেমন—'এখানে কঠশাখাধ্যায়ী কত জন, এবং এখানে কলাপাধ্যায়ী কত জন ?' আলোচ্য স্থলে কিন্তু গ্রহ ও অতিগ্রহ নামে কোন পদার্থ জগতে প্রসিদ্ধ নাই, যাহাতে তদ্গত বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য প্রশ্ন হইতে পারে। কেন, 'অতিমুচ্যতে' কথাতেইত ইহা ব্যক্ত করা হইয়াছে ; কারণ, যে মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহার পক্ষেই মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয় ; এই জন্যই 'স মুক্তিঃ, সা অতিমুক্তিঃ' বাক্যে একথা দুবার করিয়া বলা হইয়াছে ; অতএব বলিতে হইবে যে, ইতঃপূর্ব্বেই গ্রহ ও অতিগ্রহের কথা বলা হইয়াছে ; সুতরাং তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করা অসঙ্গত হইতেছে না। ২

ভাল কথা, সেখানেই ত বাক্, চক্ষুঃ, প্রাণ ও মন, এই চারিটী গ্রহ ও অতিগ্রহ বিজ্ঞাত হইয়াছে, সুতরাং গ্রহাতিগ্রহের সংখ্যা নিশ্চিত থাকায় এখানে আবার সংখ্যাবিষয়ক প্রশ্ন করা সঙ্গত হইতে পারে না। না,—একথাও হইতে পারে না ; কারণ, সেখানে ইহার কোন সংখ্যা-বিশেষ নির্ণীত হয় নাই ; কেননা, চতুঃসংখ্যা নির্দ্দেশ করা সেখানে শ্রুতির অভিপ্রেত ছিল না ; কাজেই এখানে গ্রহ ও অতিগ্রহ নিদর্শনস্থলে উহাদের অষ্ট-সংখ্যা নির্দ্দেশের আবশ্যক হইতেছে ; এজন্য এখানে 'কতি ?' বলিয়া সংখ্যাবিষয়ক প্রশ্ন করা সুসঙ্গতই হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বে "স মুক্তিঃ, সা অতিমুক্তিঃ" বলিয়া মুক্তি ও অতিমুক্তির দুইবার নির্দ্দেশ করায়—ফলে ফলে গ্রহ ও অতিগ্রহের অস্তিত্বও সিদ্ধ হইয়াছে ; কাজেই এখানে সংখ্যাবিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন। তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—গ্রহ ও অতিগ্রহ আটটী। [পুনঃ প্রশ্ন হইল—]

সেই যে আটটী গ্রহ ও অতিগ্রহ উক্ত হইয়াছে; কোন কোনবস্তুকে সেই গ্রহ ও অতিগ্রহ বলিয়া নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে? ॥১৫৩॥১॥

প্রাণো বৈ গ্রহঃ সোহপানেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতোহপানেন হি গন্ধান্ জিঘ্রতি ॥ ১৫৪ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [গ্রহাতিগ্রহাণাং স্বরূপনির্দ্ধিধারয়িষয়া যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] প্রাণঃ (প্রকরণাৎ প্রাণোহত্র বায়ুসহিতঃ ঘ্রাণো বক্তব্যঃ), বৈ (প্রসিদ্ধৌ), গ্রহঃ (গৃহ্নাতীতি গ্রহঃ—ধারকঃ); সঃ (প্রাণঃ অপানেন (প্রকরণাৎ গন্ধেন) অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ (আশ্রিতঃ); হি (যস্মাৎ [সর্ব্বো লোকঃ] অপানেন (অপানসাহায্যেন) গন্ধান্ জিঘ্রতি (ঘ্রাণেন অনুভবতি) ॥১৫৪॥২॥

মূলানুবাদ। প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতেছে গ্রহ, তাহা আবার অপান-পদবাচ্য গন্ধ দ্বারা পরিগৃহীত; কারণ, অপান বায়ুর সাহায্যেই প্রাণিগণ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে। [এখানে অপান অর্থ—অপশ্বাস, যাহা নাসারন্ধ্র দ্বারা দেহমধ্যে প্রবেশ করে] ॥ ১৫৪॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্রাহ—প্রাণো বৈ গ্রহঃ—প্রাণ ইতি ঘ্রাণমুচ্যতে প্রকরণাৎ; বায়ুসহিতঃ সঃ, অপানেনেতি গন্ধেনেত্যেতৎ; অপানসচিবত্বাদপানো গন্ধ উচ্যতে; অপানোপহৃতং হি গন্ধং ঘ্রাণেন সর্ব্বো লোকো জিঘ্রতি; তদেতদুচ্যতে—অপানেন হি গন্ধং জিঘ্রতীতি ॥১৫৪॥২॥

টীকা। দ্বিতীয়ে প্রশ্নে পরিহারমুত্থাপয়তি—তত্রাহেত্যাদি। প্রাণশব্দস্য ঘ্রাণবিষয়ত্বে পূর্ব্বোক্তগ্রহয়োর্ব্বাগাদীনাং প্রকৃতত্বং হেতুমাহ—প্রকরণাদিতি। তত্র গন্ধেন গৃহীতত্বসিদ্ধ্যর্থং বিশিনষ্টি—বায়ুসহিত ইতি। অপানশব্দস্য গন্ধবিষয়ত্বে গন্ধাপানেনাবিনাভাবং হেতুমাহ—অপানেতি। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—অপানোপহৃতং হীতি। অপশ্বাসোহত্রাপানশব্দার্থঃ। উক্তেঽর্থে বাক্যং পাতয়তি—তদেতদিতি ॥১৫৪॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—প্রাণই গ্রহ; এখানে ইন্দ্রিয়ের প্রস্তাব থাকায় প্রাণ-শব্দে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। [বায়ু সহযোগেই তাহা গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে; এই জন্য বলিলেন সেই ঘ্রাণও আবার বায়ুসমন্বিত। অপান দ্বারা অর্থাৎ গন্ধ দ্বারা; অপানবায়ু গন্ধ গ্রহণের সাহায্য করে, এই নিমিত্ত গন্ধকে অপান বলা

হইয়াছে; কেননা, প্রাণিগণ অপান বায়ু দ্বারা সমাহৃত গন্ধই আঘ্রাণ করিয়া থাকে; "অপানেন হি গন্ধান্ জিঘ্রতি" কথায় ঐরূপ অর্থই ব্যক্ত করিতেছেন ॥১৫৪॥২॥

বাগ্বৈ গ্রহঃ স নাম্নাতিগ্রাহেণ গৃহীতো বাচা হি নামান্যভিবদতি ॥ ১৫৫ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বাক্ বৈ (প্রসিদ্ধো) গ্রহঃ, সঃ (বাগ্রূপঃ গ্রহঃ) [স্ববিষয়েণ] নাম্না (শব্দাত্মকেন) অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ (বশীকৃতঃ); হি (যতঃ) বাচা (বাগিন্দ্রিয়েণ) নামানি (শব্দান্) অভিবদতি (ব্যাহরতি [লোকঃ]) ॥১৫৫॥৩॥

মূলানুবাদ। বাগিন্দ্রিয় হইতেছে—গ্রহ, তাহা স্ববিষয়ীভূত নামরূপ অতিগ্রহ দ্বারা কবলিত হয়; কারণ, লোকে বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বিবিধ শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে ॥১৫৫॥৩॥

জিহ্বা বৈ গ্রহঃ স রসেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো, জিহ্বয়া হি রসান্ বিজানাতি ॥ ১৫৬ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। জিহ্বা বৈ (প্রসিদ্ধো) গ্রহঃ, সঃ (জিহ্বারূপঃ গ্রহঃ) রসেন (জিহ্বাগ্রাহ্য-মাধুর্য্যাদিনা) অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ; হি (যতঃ) [লোকঃ] জিহ্বয়া রসান্ (মধুরাম্লাদিকান্) বিজানাতি (বিশেষেণ—প্রত্যক্ষতঃ অনুভবতি) ॥১৫৬॥৪॥

মূলানুবাদ। জিহ্বা হইতেছে—গ্রহ; তাহা আবার রসরূপ অতিগ্রাহ দ্বারা বশীকৃত; কেননা, লোক জিহ্বা দ্বারাই মধুরাম্লাদি রস প্রত্যক্ষতঃ অনুভব করিয়া থাকে ॥১৫৬॥৪॥

চক্ষুর্বৈ গ্রহঃ স রূপেণাতিগ্রাহেণ গৃহীতশ্চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি ॥ ১৫৭ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। চক্ষুঃ বৈ (প্রসিদ্ধো) গ্রহঃ, সঃ (চক্ষুরূপঃ গ্রহঃ) রূপেণ (শ্বেতপীতাদিরূপেণ) অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ; হি (যতঃ) [লোকঃ] চক্ষুষা (করণেন) রূপাণি (শ্বেতপীতাদীনি) পশ্যতি ॥১৫৭॥৫॥

মূলানুবাদ। চক্ষু হইতেছে—গ্রহ, সেই চক্ষুরূপ গ্রহটি আবার শ্বেত-পীতাদি রূপাত্মক অতিগ্রাহ দ্বারা আয়ত্তীকৃত; কারণ, লোকে চক্ষু দ্বারাই বিবিধ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে ॥১৫৭॥৫॥

শ্রোত্রং বৈ গ্রহঃ স শব্দেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ, শ্রোত্রেণ হি শব্দান্ শৃণোতি ॥১৫৮॥৬॥

সরলার্থঃ। শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়ং) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) গ্রহঃ, সঃ শব্দেন অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ; হিঃ (যতঃ) [লোকঃ] শ্রোত্রেণ (করণেন শব্দান্ (অনিরূপান্ বর্ণরূপাংশ্চ), শৃণোতি ॥১৫৮॥৬॥

মূলানুবাদ। শ্রবণেন্দ্রিয় হইতেছে—গ্রহ, তাহা আবার শব্দ রূপী অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত; কারণ, লোকে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাই নানাবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে ॥ ১৫৮ ॥ ৬ ॥

মনো বৈ গ্রহঃ, স কামেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো মনসা হি কামান্ কাময়তে ॥ ১৫৯ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। মনঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) গ্রহঃ, সঃ কামেন (সংকল্পাত্মকেন অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ; হি (যতঃ) [লোকঃ] মনসা কামান্ (প্রার্থনীয়ান্) কাময়তে (অভিলষতি) ॥১৫৯॥৭॥

মূলানুবাদ। মন হইতেছে গ্রহ, তাহা কামরূপ অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত; কেন না, লোকে মনের সাহায্যেই প্রার্থনীয় বিষয় পাইতে অভিলাষ করে ॥ ১৫৯ ॥ ৭ ॥

হস্তৌ বৈ গ্রহঃ, স কর্ম্মণাতিগ্রাহেণ গৃহীতো হস্তাভ্যাং হি কর্ম্ম করোতি ॥ ১৬০ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ। হস্তৌ (করৌ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) গ্রহঃ, সঃ (হস্তরূপঃ গ্রহঃ) কর্ম্মণা (ক্রিয়ারূপেণ) অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ; হি (যতঃ) [লোকঃ] হস্তাভ্যাং (করণাভ্যাং) কর্ম্ম (ক্রিয়াং) করোতি (সম্পাদয়তি) ॥১৬০॥৮॥

মূলানুবাদ। হস্তদ্বয় হইতেছে গ্রহ, তাহারা আবার কর্ম্ম বা ক্রিয়াত্মক অতিগ্রহ দ্বারা কবলিত; কারণ, লোকে হস্তদ্বয়ের সাহায্যেই ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ১৬০ ॥ ৮ ॥

গন্ধো। ঘ্রাণ রসো রূপং শব্দঃ কামঃ কর্ম স্পর্শ ইত্যতিগ্রহাঃ অপি নিগদ্যন্তে—স্পর্শ-পর্য্যন্তাশ্চেতি ॥১৫৪—১৫৭॥৩॥৪॥৫॥৬॥৭॥৮॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ। স্বাভাবিক অনুরাগাস্পদ শব্দাদি বিষয় হইতেছে দেহাবচ্ছিন্ন বাগিন্দ্রিয়ের গ্রহণীয়; সেই বাগিন্দ্রিয় সর্ব্বদা অসত্য (পরপীড়াকর, মিথ্যা বাক্য) অনৃত (প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ), অসভ্য (সভার অযোগ্য) ও নিন্দিতাদি বাক্য প্রয়োগে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাণিগণকে অপহরণ (বিমোহিত) করে; এইজন্য বাগিন্দ্রিয় 'গ্রহ'-পদ বাচ্য হয়; তাহা আবার নাম বা শব্দরূপ অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত, অর্থাৎ সেই বাগিন্দ্রিয়নামক গ্রহটীও আবার নাম —বক্তব্য-বিষয়রূপ অতিগ্রহ দ্বারা পরিগৃহীত হইয়া থাকে; বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া 'অতিগ্রহ' শব্দের অকার দীর্ঘ (অতিগ্রাহ) হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে শব্দটী হইবে 'অতিগ্রহ'। বক্তব্য বিষয়ই বাগিন্দ্রিয়ের মুখ্য বিষয়; এই জন্য—বক্তব্য বিষয়ের উচ্চারণেই নিযুক্ত থাকে বলিয়া বাগিন্দ্রিয়কে ঐ বক্তব্য বিষয় দ্বারা বশীকৃত বলা হইয়াছে; কেন না, শব্দোচ্চারণ না করিয়া বাগিন্দ্রিয়ের কখনই নিস্তার নাই; এই কারণেই বাগিন্দ্রিয়কে নামরূপী অতিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত বলা হইল; বস্তুতঃ বক্তব্য বিষয়ে আসক্তি থাকাতেই বাগিন্দ্রিয় সেই সমস্ত বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহার ফলেই নানাবিধ অনর্থে জড়িত হয়। পরবর্ত্তী অক্ষাক্ত প্রতির অর্থও এই প্রকার। কথিত বক্পর্য্যন্ত আটটী ইন্দ্রিয় 'গ্রহ'-পদ বাচ্য, আর স্পর্শপর্য্যন্ত আটটী বিষয় 'অতিগ্রাহ'-পদবাচ্য ইতি ॥১৫৫—১৬১॥৩—৯॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্ব্বং মৃত্যোরন্নং কা স্বিৎ সা দেবতা যস্যা মৃত্যুরন্নমিত্যগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ সোঽপামন্নমপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি ॥ ১৬২ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [আর্ত্তভাগঃ পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যেতি সম্বোধয়ন্] উবাচ হ—যৎ ইদং (স্থূলসূক্ষ্মবস্তুজাতং) মৃত্যোঃ (বিনাশস্য) অন্নং (বিনাশপ্রবণং), কা স্বিৎ (স্বিৎ-শব্দঃ কামপ্রবেদনে,) সা দেবতা, যস্যাঃ (দেবতায়াঃ) মৃত্যুঃ [অপি] অন্নম্? [সর্ব্বং হি জায়মানং বস্তু মৃত্যুনা কবলীকৃতং দৃশ্যতে, সঃ মৃত্যুরপি কেনচিৎ কবলীক্রিয়তে নবা? মৃত্যোরপি মৃত্যুরস্তি নাস্তি বা ইতি প্রশ্নার্থঃ]। [যাজ্ঞবল্ক্যঃ একৈকশো বিভজ্য তদুত্তরমাহ—] অগ্নিঃ বৈ (প্রসিদ্ধো) মৃত্যুঃ (সর্ব্ববিনাশকঃ), সঃ (অগ্নিরূপঃ মৃত্যুঃ) অপাং (জলানাম্ অন্নং) (তস্মাৎ—আপো হি অগ্নেঃ মৃত্যুরিতি ভাবঃ)। [যঃ এবং

বেতি; সঃ] পুনঃ মৃত্যুং অপজয়তি (মৃত্বা পুনর্ন ম্রিয়তে; অমৃতত্বং লভতে ইত্যাশয়ঃ)॥ ১৬২॥ ১০॥

মূলানুবাদ। আর্ত্তভাগ সম্বোধনপূর্ব্বক পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, উৎপত্তিশীল সমস্ত পদার্থই মৃত্যুর বশীভূত। [জিজ্ঞাসা করি,] এমন দেবতা কে আছে, মৃত্যুও যাহার ভক্ষণীয় হয়—অর্থাৎ মৃত্যুরও মৃত্যু ঘটায়? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] অগ্নি হইতেছে একটী প্রসিদ্ধ মৃত্যু (সর্ব্ববস্তু-বিধ্বংসকারী), তাহাও আবার জলের অন্ন—ভক্ষ্য—বিনাশ্য হয়, অর্থাৎ জল হইতেছে মৃত্যুরূপী অগ্নিরও মৃত্যু স্বরূপ। যে লোক এই তত্ত্ব জানে, সে লোক পুনর্মৃত্যু জয় করে, অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করে॥ ১৬২॥ ১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। উপসংহৃতেষু গ্রহাতিগ্রহেষু আহ পুনঃ—যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ। যদিদং ব্যাকৃতং সর্ব্বং মৃত্যোরন্নম্—সর্ব্বং জায়তে বিপদ্যতে চ গ্রহাতিগ্রহলক্ষণেন মৃত্যুনা গ্রস্তম্; কা স্বিৎ কা নু স্যাৎ সা দেবতা, যস্যা দেবতায়া মৃত্যুরপ্যন্নং ভবেৎ "মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অয়মভিপ্রায়ঃ প্রষ্টুঃ—যদি মৃত্যোর্মৃত্যুং বক্ষ্যতি, অনবস্থা স্যাৎ; অথ ন বক্ষ্যতি, অস্মাদ্ গ্রহাতিগ্রহলক্ষণাৎ মৃত্যোর্মোক্ষো নোপপদ্যতে; গ্রহাতিগ্রহ-মৃত্যুবিনাশে হি মোক্ষঃ স্যাৎ; স যদি মৃত্যোরপি মৃত্যুঃ স্যাৎ, ভবেৎ গ্রহাতিগ্রহলক্ষণস্য মৃত্যোর্বিনাশঃ; অতো দুর্ব্বচনং প্রশ্নং মন্বানঃ পৃচ্ছতি—কা স্বিৎ সা দেবতেতি। অস্তি তাবৎ মৃত্যোর্মৃত্যুঃ। নন্বনবস্থা স্যাৎ—তস্যাপ্যন্যো মৃত্যুরিতি, ন অনবস্থা, সর্ব্বমৃত্যোর্মৃত্যুত্বোপপত্তেঃ। কথং পুনরবগম্যতে—অস্তি মৃত্যোর্মৃত্যুরিতি? দৃষ্টত্বাৎ,—অগ্নিস্তাবৎ সর্ব্বস্য দৃষ্টো মৃত্যুঃ, বিনাশকত্বাৎ সোঽদ্ভির্ভক্ষ্যতে; সোঽগ্নিরপামন্নম্; গৃহাণ তর্হি—অস্তি মৃত্যোর্মৃত্যুরিতি; তেন সর্ব্বং গ্রহাতিগ্রহজাতং ভক্ষ্যতে মৃত্যোর্মৃত্যুনা; তস্মিন্ বন্ধনে নাশিতে মৃত্যুনা ভক্ষিতে সংসারাৎ মোক্ষ উপপন্নো ভবতি। বন্ধনং হি গ্রহাতিগ্রহলক্ষণমুক্তম্; তস্মাচ্চ মোক্ষ উপপদ্যতে—ইত্যেতৎ প্রসাধিতম্; অতো বন্ধমোক্ষায় পুরুষপ্রয়াসঃ সফলো ভবতি; অতোঽপজয়তি পুনর্মৃত্যুম্॥ ১৬২॥ ১০॥

টীকা। প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—যদিদমিতি। যদিদং ব্যাকৃতং জগৎ সর্ব্বং মৃত্যোরন্নমিতি যোজনা। তত্র তদন্নত্বং সাধয়তি—জায়তে ইতি। মৃত্যোরন্নত্বসম্ভাবনায়াং

কথমেতৎ সংব্যাপ্নোতি—মৃত্যুরিতি। মৃত্যোর্মৃত্যুর্বিদ্যতে ন বেতি প্রশ্নবিষয়পাতক-
প্রশ্নোত্তরব্যাখ্যায়—অন্নমিতি। মৃত্যোঃ গ্রহাতিগ্রহলক্ষণে মৃত্যৌ যোহন্যো মৃত্যু-
রীতি চেদেতস্য—প্রশ্নেতি। অত যদি গ্রহাতিগ্রহনাশে মুক্তিঃ স্যাৎ—অ-
ধর্মীতি। ন চ মৃত্যোর্মৃত্যুরনবস্থানাদিপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। পক্ষেহনবস্থাদং পক্ষে
চানুক্তেরিত্যাভিপ্রায়ার্থঃ। দ্বিতীয়পক্ষং পরিগৃহ্ণাতি—অস্তীত্যাহেতি। মৃত্যোর্মৃত্যুঃ
প্রকারান্তরেণাহ বিবক্ষিতত্বাদাগ্নের্মৃত্যুরপি তেজসত্বাৎ, অগ্নিনা চেৎ, তত্তেজোহপি
হ্যপ্রচুরাদিতি শব্দে—সমিতি। ভবতিস্বপক্ষঃ পরিশুদ্ধ পরিহরতি—নামন্মেতি।
যথোক্তস্য মৃত্যোঃ স্বপরবিরোধিতায় বিভিন্নমূর্তিত্বার্থঃ। ইতঃ পরঃ প্রথমো প্রধানত্বং
করোতি—ক্রমপ্রাপ্তেতি। তথৈবং পাঠেতি—অধিষ্ঠানাদিনেতি। দৃষ্টান্তস্যার্থে—
গৃহানেনেতি। তত্ত্বার্থঃ ভবতি—তেনেতি। যথা পুনর্মৃত্যুং জয়তীত্যত্র পাঠ-
বিধাং করোতি—অগ্ন্যাদীনিতি। উক্তমেব ব্যাচষ্টে অঙ্কনং যৌতি। প্রসা-
ধিতং মৃত্যোরপি মৃত্যুরস্তীতি প্রবর্তবেদোক্ত দেবঃ। যোহন্যোহপবর্গে কথিতবান্ অন্ত-
ইতি। পূর্বমধ্যায়ঃ সর্বাদিপূর্বকত্বান্তি। তৎকল্প জ্ঞানং ফলং সর্বত্র বাক্যং
যোজয়তি—অত ইতি। প্রাগাং গতমার্থঃ ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ। গ্রহ ও অতিগ্রহের কথা পরিসমাপ্ত হইলে পর, আর্ত্তভাগ পুনশ্চ সম্বোধনপূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যৎ ইদং সর্ব্বং মৃত্যোঃ অন্নম্" ইত্যাদি। উৎপত্তিশীল এই যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই মৃত্যুর অন্ন (ভক্ষ্য), অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই জন্মে, আবার উক্ত গ্রহ ও অতিগ্রহরূপ মৃত্যু দ্বারা কবলিত হইয়া—বিপন্নও হয়—বিনষ্টও হয়; এখন জিজ্ঞাসা করি, এমন কোনও দেবতা আছেন কি, এই মৃত্যুও যে দেবতার অন্ন—ভক্ষণীয় হয়? 'মৃত্যু যাহার উপসেচন—অন্নোপকরণ ব্যঞ্জনাদিস্বরূপ' এই শ্রুতিবাক্যে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে, যাজ্ঞবল্ক্য যদি বলেন—মৃত্যুরও মৃত্যু আছে, তাহা হইলে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হয়, আর যদি বলেন—মৃত্যুর মৃত্যু নাই, তাহা হইলেও যথোক্ত গ্রহাতিগ্রহরূপ মৃত্যু হইতে মুক্তি বা নিষ্কৃতি লাভ করা কাহারো পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না; কেননা, পূর্ব্বে যে সর্ব্বগ্রাসী গ্রহাতিগ্রহনামক মৃত্যুর উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যুর বিনাশ হইলেই তাহা হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে; যদি মৃত্যুরও মৃত্যু সম্ভব হয়, তবেই গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যুরও বিনাশ সম্ভবপর হয়, নচেৎ নহে; কাজেই আপনার প্রশ্নটী দুরুত্তর মনে করিয়া আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাস্বিৎ সা দেবতা" ইতি। ১

[যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন হাঁ,] মৃত্যুরও মৃত্যু আছে। ভাল কথা, তাহা হইলে যে, 'তাহারও অন্য মৃত্যু, তাহারও অন্য মৃত্যু' এইরূপে অনবস্থা-দোষ ঘটে?—অর্থাৎ মৃত্যুচিন্তার আর কোথাও বিশ্রাম হইতে পারে না? না, অনবস্থা দোষ ঘটে না; কারণ? যেহেতু সর্ব্বসংহারকরূপে কল্পিত চরম মৃত্যুর আর অপর মৃত্যু থাকা সম্ভব হয় না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যুরও যে, মৃত্যু আছে, ইহা কোন প্রমাণবলে জানা যাইতেছে? প্রত্যক্ষ দর্শন হইতেই (জানা যাইতেছে),—প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমতঃ অগ্নি হইতেছে সকলের মৃত্যু; কারণ, অগ্নিতে সকল বস্তুই ভস্মীভূত হইয়া যায়; সেই সর্ব্বসংহারক অগ্নিও আবার জল দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং উক্ত অগ্নি হইতেছে জলের অন্ন—বিনাশ্য; [সুতরাং জলকে অগ্নির মৃত্যুস্বরূপ বলা যাইতে পারে;] এইরূপে ধরিয়া লও যে, মৃত্যুরও মৃত্যু আছে; অতএব বুঝিতে হইবে যে, সেই গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যু-সমূহও আবার মৃত্যুর মৃত্যুকর্ত্তৃক কবলিত হয়। মৃত্যুর মৃত্যুকর্ত্তৃক সেই গ্রহাতিগ্রহরূপী বন্ধন ছিন্ন হইলে পর, জীবেরও সংসার হইতে মুক্তিলাভ করা সম্ভবপর হয়; গ্রহ ও অতিগ্রহই যে, জীবের প্রধানতম বন্ধন, একথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেই গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধন হইতে যে, কিরূপে নিষ্কৃতি-লাভ হইতে পারে, তাহা প্রমাণিত হইল; অতএব বন্ধন ছেদনের জন্য যে, জীবের প্রযত্ন, তাহারও সাফল্য প্রদর্শিত হইল; এবংবিধ বিজ্ঞানের ফলে জীব পুনর্মৃত্যু জয় করে, অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করে; পুনর্ব্বার আর তাহাকে সংসারী হইতে হয় না ॥১৬২॥১০॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো নেতি, নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে ॥ ১৬৩ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [পরমাত্মদর্শনেন মৃত্যোর্মৃত্যৌ ভক্ষিতে সতি বিমুক্তং পুরুষমধিকৃত্য পৃচ্ছতি—যাজ্ঞবল্ক্যেতি]। [আর্ত্তভাগঃ পুনশ্চ] যাজ্ঞবল্ক্যেতি সম্বোধয়ন্ উবাচ—অয়ং (ব্রহ্মজ্ঞঃ মুক্তঃ) পুরুষঃ যত্র (যস্মিন্‌কালে) ম্রিয়তে (দেহং পরিত্যজতি, [তদা] প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ গ্রহাঃ) অস্মাৎ (মুক্ত-পুরুষাৎ) উৎক্রামন্তি (ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি)? আহো (অথবা) ন [উৎক্রামন্তি]?

ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ আহ—ন—(ন উৎক্রামন্তি) ইতি; [অপি তু] অত্র (অস্মিন্ এব (নিশ্চয়ে,) স্বকারণে পরমাত্মনি) সমবনীয়ন্তে (অবিভাগং একতাং গচ্ছন্তি); সঃ (তদবস্থঃ পুরুষদেহঃ উচ্ছ্বয়তি (স্ফীতো ভবতি), আধ্মায়তি (বাহ্যবায়ুনা পূর্ণো ভবতি); [ততশ্চ] আধ্মাতঃ (বাহ্যবায়ুপূর্ণঃ) মৃতঃ (সন্) শেতে (নিশ্চেষ্টঃ তিষ্ঠতি) ॥ ১৬৩ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। আর্তভাগ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, গ্রহাতিগ্রহবিমুক্ত পুরুষ যখন মরে—দেহ ত্যাগ করে, তখন তাঁহার প্রাণসমূহ (বাক্ প্রভৃতি গ্রহগণ) এখান হইতে ঊর্দ্ধগামী হয়? অথবা হয় না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না, ঊর্দ্ধগামী হয় না; পরন্তু এখানেই স্বকারণীভূত পরমাত্মাতেই বিলয়—অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়; এই দেহ তখন স্ফীত হয়, বাহ্য বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, এবং বায়ুপূর্ণ অবস্থায় মরিয়া নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে ॥ ১৬৩ ॥ ১১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। পরেণ মৃত্যুনা মৃত্যৌ ভক্ষিতে পরমাত্ম-দর্শনেন যোঽসৌ মুক্তো বিদ্বান্, সোঽয়ং পুরুষঃ যত্র যস্মিন্ কালে ম্রিয়তে, উৎ ঊর্দ্ধম্, অস্মাৎ ব্রহ্মবিদো ম্রিয়মাণাৎ, প্রাণা বাগাদয়ো গ্রহাঃ নামাদয়শ্চ অতিগ্রহা বাসনারূপা অন্তস্থাঃ সপ্রযোজকাঃ ক্রামন্তি ঊর্দ্ধং উৎক্রামন্তি, আহোস্বিন্নেতি? নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ন উৎক্রামন্তি; অত্রৈব অস্মিন্নেব পরেণাত্মনা অবিভাগং গচ্ছন্তি বিদুষঃ কার্য্যাণি করণানি চ স্বযোনৌ পরব্রহ্মসতত্ত্বে সমবনীয়ন্তে একীভাবেন সমবস্রুত্যৈব প্রলীয়ন্ত ইত্যর্থঃ—ঊর্ম্ময় ইব সমুদ্রে। তথা চ শ্রুত্যন্তরং কলাশব্দবাচ্যানাং প্রাণানাং পরস্মিন্নাত্মনি প্রলয়ং দর্শয়তি— "এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি" ইতি পরেণাত্মনা অবিভাগং গচ্ছন্তীতি দর্শিতম্। ন তর্হি মৃতঃ? নহি, মৃতশ্চায়ম্, যস্মাৎ স উচ্ছ্বয়ত্যুচ্ছূনতাং প্রতিপদ্যতে, আধ্মায়তি বাহ্যেন বায়ুনা পূর্য্যতে দৃতিবৎ, আধ্মাতো মৃতঃ শেতে নিশ্চেষ্টঃ। বন্ধননাশে মুক্তস্য ন কচিৎ গমনমিতি বাক্যার্থঃ ॥১৬৩॥১১॥

টীকা। সমাপ্তমার্তভাগ পুনঃ [illegible] অত্যতীত্যাহ [illegible] বিপরীতং [illegible]- পত্তি—পরেণেত্যাদিনা। পরেণ মৃত্যুনা পরমাত্মদর্শনেনেতি যাবৎ। গ্রহাতিগ্রহলক্ষণো বন্ধঃ সপ্তম্যর্থঃ। গ্রহণেন প্রযোজকাদিগৃহীতঃ। [illegible] বহিঃস্থেন স্ব- [illegible] অথবা [illegible] পূর্ব্বাণ্যে, [illegible] বাসনারূপা ইত্যুক্তি। [illegible]- কার্য্যো [illegible] প্রযোজকা ইত্যুক্তি। উৎক্রান্তিপক্ষে "[illegible]" ইতি

পরিপূর্ণ হয়; সেই অবস্থাতে মৃত হইয়া শয়ন করে—নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে। শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ এই যে, বন্ধন-ধ্বংসের পর সেই বিদ্বান্ পুরুষের আর অন্যত্র কোথাও গমন হয় না, (এখানেই শেষ হইয়া যায়)॥১৬৩॥১১॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে কিমেনং ন জহাতীতি, নামেত্যনন্তং বৈ নামানন্তা বিশ্বে দেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি ॥ ১৬৪ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [আর্ত্তভাগঃ পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যেতি সম্বোধয়ন্] উবাচ হ—অয়ং (গ্রহাতিগ্রহমুক্তঃ) পুরুষঃ যত্র (যস্মিন্কালে) ম্রিয়তে, [তদা] এনং (মৃতং পুরুষং) কিং (কিমাবকং বস্তু) ন জহাতি? (ন পরিত্যজতি? এনং অনুবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ) ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] নাম—ইতি (সংজ্ঞা এব কেবলম্ এনং ন জহাতীত্যর্থঃ। বৈ (যতঃ) নাম অনন্তং (আনন্ত্য-গুণবৎ), বিশ্বে দেবাঃ [অপি] অনন্তাঃ (অসংখ্যেয়াঃ); সঃ (বিদ্বান্) তেন (আনন্ত্যবিজ্ঞানেন) অনন্তম্ এব লোকং জয়তি ॥ ১৬৪ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ। আর্ত্তভাগ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, সেই গ্রহাতিগ্রহবিমুক্ত পুরুষ মরিলে পর, কে তাহাকে পরিত্যাগ করে না, অর্থাৎ কে তাহার অনুগমন করে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] নাম—[তাহাকে ত্যাগ করে না]; নামও অনন্ত, বিশ্বদেবগণও অনন্ত; যিনি এই আনন্ত্য দর্শন করেন, তিনি সেই বিজ্ঞানবলে অনন্ত ফল লাভ করেন ॥ ১৬৪ ॥ ১২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। মুক্তস্য কিং প্রাণা এব সমবনীয়ন্তে? আহো স্বিৎ তৎপ্রযোজকমপি সর্ব্বম্? অথ প্রাণা এব, ন তৎপ্রযোজকং সর্ব্বম্; প্রযোজকে বিদ্যমানে পুনঃ প্রাণানাং প্রসঙ্গঃ। অথ সর্ব্বমেব কামকর্ম্মাদি; ততো মোক্ষ উপপদ্যতে—ইত্যেবমর্থ উত্তরঃ প্রশ্নঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ—যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে, কিমেনং ন জহাতীতি? আহ ইতরঃ—নামেতি; সর্ব্বং সমবনীয়ত ইত্যর্থঃ। নামমাত্রং তু ন লীয়তে, আকৃতিসম্বন্ধাৎ; নিত্যং হি নাম; অনন্তং বৈ নাম; নিত্যত্ব-মেবানন্ত্যং নাম্নঃ। তদানন্ত্যাধিকৃতা অনন্তা বৈ বিশ্বে দেবাঃ; অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি, তদ্বারানন্ত্যাধিকৃতান্ বিশ্বান্ দেবানাত্মত্বেনোপেত্য তেনানন্ত্যদর্শনেন অনন্তমেব লোকং জয়তি ॥১৬৪॥১২॥

পৃথিবীং শরীরমাকাশমাত্মৌষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়তে, ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতীত্যাহর সোম্য হস্তমার্তভাগ ! আবামেবৈতস্য বেদিষ্যাবো ন নাবেতৎ সজন ইতি ।

তৌ হোৎক্রম্য মন্ত্রয়াঞ্চক্রাতে তৌ হ যদূচতুঃ কর্ম্ম হৈব তদূচতুরথ যৎ প্রশশংসতুঃ কর্ম্ম হৈব তৎপ্রশশংসতুঃ পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি, ততো হ জারৎ-কারব আর্তভাগ উপররাম ॥ ১৬৫ ॥ ১৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥৩।২॥

সরলার্থঃ। আর্তভাগঃ পুনশ্চ সম্বোধয়ন্ পৃচ্ছতি—যাজ্ঞবল্ক্যেতি। যাজ্ঞবল্ক্য, যত্র (যস্মিন্ কালে) অস্য (যথোক্তস্য) মৃতস্য পুরুষস্য বাক্ অগ্নিম্ অপ্যেতি (প্রাপ্নোতি), প্রাণঃ বাতং (বায়ুং), চক্ষুঃ আদিত্যং (সূর্য্যং), মনঃ চন্দ্রং, শ্রোত্রং দিশঃ, শরীরং পৃথিবীং, আত্মা আকাশং, লোমানি ওষধীঃ (তৃণলতাঃ), কেশাঃ বনস্পতীন্ (অপুষ্পফলশালিনঃ বৃক্ষান্) [অপিযন্তি], তথা, লোহিতং (রক্তং) চ রেতঃ (শুক্রং) চ অপ্সু (জলেষু) নিধীয়তে (বিলীয়তে), তদা অয়ং (মৃতঃ) পুরুষঃ ক (কুত্র) ভবতি (তিষ্ঠতি) ? ইতি।

যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সোম্য আর্তভাগ, হস্তং আহর (হস্তং অর্পয়) আবাং (ত্বং অহং চ) এব এতস্য (প্রশ্নস্য) [তত্ত্বং] বেদিষ্যাবঃ (জ্ঞাস্যাবঃ), নৌ (আবাং) [অপি] এতৎ (এতস্মিন্) সজনে (জনবহুলে স্থানে ইত্যর্থঃ), ন। [ইত্যুক্ত্বা] তৌ (যাজ্ঞবল্ক্যার্তভাগৌ) উৎক্রম্য (তস্মাৎ স্থানাৎ বহির্নির্গম্য) মন্ত্রয়াঞ্চক্রাতে (বিচারিতবন্তৌ) ; তৌ হ (ঐতিহ্যে) যৎ ঊচতুঃ (উক্তবন্তৌ), তৎ হ (খলু) কর্ম এব ঊচতুঃ ; যৎ প্রশশংসতুঃ, কর্ম হ এব প্রশশংসতুঃ ; বৈ (যতঃ) পুণ্যেন কর্মণা পুণ্যঃ (পুণ্যাত্মা) ভবতি, পাপেন (কর্মণা) পাপঃ (পাপাত্মা) ভবতি, ইতি। ততঃ (এতস্য প্রশ্নোত্তরশ্রবণাৎ পরং) জারৎকারবঃ আর্তভাগ উপররাম (প্রশ্নাৎ বিরতো বভূব) ॥ ১৬৫ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদম্। আর্ত্তভাগ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, এই পুরুষ মরিলে পর, যখন তাহার বাক্ অগ্নিকে, প্রাণ বায়ুকে, চক্ষু আদিত্যকে, মন চন্দ্রকে, শ্রবণেন্দ্রিয় দিক্‌সমূহকে, শরীর পৃথিবীকে, আত্মা আকাশকে, লোমসমূহ তৃণলতাপ্রভৃতিকে, কেশরাশি বনস্পতিকে (বিনাপুষ্পে ফলদায়ক বৃক্ষসমূহকে) প্রাপ্ত হয়, এবং রক্ত ও শুক্র জলে বিলীন হয়, তখন এই পুরুষ কোথায় থাকে?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সোম্য আর্ত্তভাগ, হস্তপ্রদান কর, অর্থাৎ তিনি আর্ত্তভাগের হাত ধরিয়া বলিলেন যে, এই প্রশ্নের রহস্য আমরা দু'জনেই জানিব, এই জনবহুল সভাক্ষেত্রে নহে; [এই কথা বলিয়া আর্ত্তভাগের হস্তধারণ পূর্ব্বক] তাহারা দু'জনে উঠিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে কর্ম্মের কথাই বলিয়াছিলেন, তাঁহারা যাহা প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহাতে কর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন,—পুণ্য কর্ম্মদ্বারা জীব পুণ্যাত্মা হয়, আর পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপী হয়। ইহার পর জারৎকারব আর্ত্তভাগ প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১৬২ ॥ ১৩ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। গ্রহাতিগ্রহরূপং বন্ধনমুক্তং মৃত্যুরূপম্; তস্য চ মৃত্যোর্মৃত্যুসদ্ভাবাৎ মোক্ষশ্চোপপদ্যতে; স চ মোক্ষঃ গ্রহাতিগ্রহরূপা-ণামিহৈব প্রলয়ঃ, প্রদীপনির্ব্বাণবৎ; যত্তদ্ গ্রহাতিগ্রহাখ্যং বন্ধনং মৃত্যুরূপম্, তস্য যৎ প্রযোজকম্, তৎস্বরূপনির্দ্ধারণার্থমিদমারভ্যতে—যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ। ১

• অত্র কেচিদ্ বর্ণয়ন্তি,—গ্রহাতিগ্রহস্য সপ্রযোজকস্য বিনাশেঽপি কিল ন মুচ্যতে; নামাবশিষ্টঃ অবিদ্যয়া ঊষরস্থানীয়য়া বাহ্যপ্রত্যয়া পরমাত্মনঃ পরিচ্ছিন্নাঃ ভোজ্যাচ্চ জগতো ব্যাবৃত্তঃ উচ্ছিন্নকামকর্ম্মা অন্তরালে ব্যবতিষ্ঠতে; তস্য পরমাত্মৈকত্বদর্শনেন দ্বৈতদর্শনমপনেতব্যমিতি—অতঃ পরং পরমাত্মদর্শনমারব্ধব্যম্—ইতি; এবমপবর্গাখ্যামন্তরালাবস্থাং পরিকল্প্যোত্তর-গ্রন্থসম্বন্ধং কুর্ব্বন্তি। ২

তত্র বক্তব্যম্—বিশীর্ণেষু করণেষু বিদেহস্য পরমাত্মদর্শনশ্রবণমনননিদি-ধ্যাসনানি কথমিতি; সমবনীতপ্রাণস্য হি নামমাত্রাবশিষ্টস্যেতি নৈবোচ্যতে; “মৃতঃ শেতে” ইতি হ্যুক্তম্; ন মনোরথেনাপ্যেতদুপপাদয়িতুং শক্যতে। অথ জীবন্নেবাবিদ্যামাত্রাবশিষ্টো ভোজ্যাদপাবৃত্ত ইতি পরিকল্প্যতে, তত্র কিংনিমিত্তমিতি বক্তব্যম্। সমস্তদ্বৈতৈকত্বাত্মপ্রাপ্তিনিমিত্তমিতি যদ্যুচ্যেত, তৎ পূর্ব্বমেব নিরাকৃতম্; কর্ম্মসহিতেন দ্বৈতৈকত্বাত্মদর্শনেন সম্পন্নো বিদ্বান্ মৃতঃ সমবনীতপ্রাণঃ জগদাত্মত্বং হিরণ্যগর্ভস্বরূপং বা প্রাপ্নুয়াৎ, অসমবনীতপ্রাণঃ ভোজ্যাৎ জীবন্নেব বা ব্যাবৃত্তো; বিরক্তঃ পরমাত্ম-দর্শনাভিমুখঃ স্যাৎ। ৩

ন চোভয়মেকপ্রযত্ননিষ্পাদ্যেন সাধনেন শক্যম্; হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তিসাধনং চেৎ, ন ততো ব্যাবৃত্তিসাধনম্; পরমাত্মাভিমুখীকরণস্য ভোজ্যাদ্ব্যাবৃত্তেঃ সাধনং চেৎ, ন হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তিসাধনম্; ন হি যদ্গতিসাধনম্, তৎ নিবৃত্তেরপি। অথ মৃত্বা হিরণ্যগর্ভং প্রাপ্য ততঃ সমবনীতপ্রাণো নামাবশিষ্টঃ পরমাত্ম-জ্ঞানে অধিক্রিয়তে, ততোঽস্মদাদ্যর্থং পরমাত্মজ্ঞানোপদেশোঽনর্থকঃ স্যাৎ; সর্ব্বেষাং হি ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষার্থায়োপদিশ্যতে—“তদ্ যো যো দেবানাম্” ইত্যাদ্যয়া শ্রুত্যা। তস্মাদত্যন্তনিকৃষ্টা শাস্ত্রবাহ্যৈবেয়ং কল্পনা; প্রকৃতংতু বর্ত্তয়িষ্যামঃ। ৪

তত্র কেন প্রযুক্তং গ্রহাতিগ্রহলক্ষণং বন্ধনম্—ইত্যেতন্নির্দিধারয়িষয়া আহ —যত্র অস্য পুরুষস্য অসম্যগ্দর্শিনঃ শিরঃপাণ্যাদিমতো মৃতস্য বাক্ অগ্নিমপ্যেতি, বাতং প্রাণোঽপ্যেতি, চক্ষুরাদিত্যমপ্যেতি—ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে; মনঃ চন্দ্রং, দিশঃ শ্রোত্রম্, পৃথিবীং শরীরম্, আকাশমাত্মা ইত্যত্র আত্মাধিষ্ঠানং হৃদয়াকাশ-মুচ্যতে; স আকাশমপ্যেতি; ওষধীরপিযন্তি লোমানি, বনস্পতীন্ অপিযন্তি কেশাঃ; অপ্সু লোহিতং চ রেতশ্চ নিধীয়তে ইতি—পুনরাদানলিঙ্গম্। সর্ব্বত্র হি বাগাদিশব্দেন দেবতাঃ পরিগৃহ্যন্তে; ন তু করণান্যেব অপক্রামন্তি প্রাক্ মোক্ষাৎ। তত্র দেবতাভিরনধিষ্ঠিতানি করণানি ন্যস্তদাত্রাদ্যুপমানানি, বিদেহশ্চ কর্ত্তা পুরুষঃ অস্বতন্ত্রঃ কিমাশ্রিতো ভবতীতি পৃচ্ছ্যতে—কায়ং তদা পুরুষো ভবতীতি—কিমাশ্রিতস্তদা পুরুষো ভবতীতি; যমাশ্রয়মাশ্রিতঃ পুনঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতমুপাদত্তে, যেন গ্রহাতিগ্রহলক্ষণবন্ধনং প্রযুজ্যতে, তৎ কিমিতি প্রশ্নঃ। ৫

অত্রোচ্যতে—স্বভাবযদৃচ্ছাকালকর্ম্মদৈববিজ্ঞানমাত্রশূন্যানি বাদিভিঃ পরিকল্পিতানি; অতঃ অনেকবিপ্রতিপত্তিস্থানত্বাৎ নৈব জল্পন্যায়েন বস্তু-

যত্তত্‌ সম্যক্‌ প্রশশংসতুঃ। অতঃ এতাবদ্বচনাৎ কর্মণঃ প্রাধান্যং গম্যতে, ন তু কালাদীনাম্‌-হেতুত্বং, তেষাং কর্মবশবর্তিত্বাৎ ঈশ্বরতয়া তত্তাবদবধারণাৎ সম্যগপ্যেতেষামপ্যত্রৈব তদ্ধেতুত্বমবধারিতম্‌—ন কেবলমিতি। পুণ্যো বৈ পুণ্যেনেত্যাদি বাক্যই—অন্যা-দিত্যাদিনা ১৩॥ ১৩॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়মার্তভাগব্রাহ্মণম্‌ ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। গ্রহ ও অতিগ্রহরূপী মৃত্যুরূপ বন্ধনের কথা ইতঃ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এবং সেই গ্রহাতিগ্রহরূপ মৃত্যুরও মৃত্যু সম্ভব বশতঃ যে, মোক্ষের সম্ভাবনা হইতে পারে, এ কথাও অভিহিত হইয়াছে। প্রদীপ নির্ব্বাণের ন্যায় গ্রহ ও অতিগ্রহরূপী মৃত্যুর যে, এখানেই বিলয়, তাহাই পূর্ব্বোক্ত মোক্ষ শব্দের অর্থ। সেই যে, গ্রহ ও অতিগ্রহসংজ্ঞক মৃত্যুস্বরূপ বন্ধন, তাহার প্রযোজক বা কারণের প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণার্থ "যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ" ইত্যাদি শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে।—১

এখানে কেহ কেহ এরূপও তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, গ্রহাতিগ্রহ ও তৎপ্রবর্ত্তক অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেও পুরুষের মুক্তিলাভ হয় না; পরন্তু তাহা দ্বারা কেবল উষরভূমি-স্থানীয় (ক্ষারমৃত্তিকা স্থানবর্ত্তী) নাম-সমুত্থ অবিদ্যা দ্বারা পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া এবং ভোগ্য জগৎ হইতে পৃথক্‌ হইয়া কামকর্ম্মবিরহিতভাবে মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে মাত্র। তাহার পর পরমাত্মার সহিত একত্বদর্শনরূপ বিদ্যা দ্বারা তাহার দ্বৈতদর্শন অপনয়ন করা আবশ্যক, এইজন্য অবশিষ্ট পরমাত্ম-দর্শনের উপদেশ করা আবশ্যক হইয়াছে। এইরূপ একটী অপবর্গনামক মধ্যাবস্থা কল্পনা করিয়া পরবর্ত্তী গ্রন্থের সহিত এই অংশের সম্বন্ধ বা সঙ্গতি সংস্থাপন করিয়া থাকেন।—২

যে সময় পুরুষের সমস্ত করণবর্গ বিশীর্ণ হইয়া স্ব স্ব কারণে বিলীন হইয়া যায়, সে সময় দেহবিহীন সেই পুরুষের যে, পরমাত্মবিষয়ে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কিপ্রকারে হইতে পারে, একথার জবাব দেওয়া তাহাদের আবশ্যক। তাহারাই বলিয়া থাকেন যে, প্রাণ-বিনাশের পর পুরুষ কেবল নাম মাত্রাবশিষ্ট হইয়া থাকে; স্বয়ং শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, 'মৃতাবস্থায় দেহটা পড়িয়া থাকে', [কিন্তু দেহে-ন্দ্রিয়াদি সাধনসমূহের অভাবে যে, বিদ্যাধিকার থাকিতে পারে], ইহা মনোরথ দ্বারাও উপপাদন করিতে পারা যায় না। আর যদি এইরূপ কল্পনা কর যে, সেই পুরুষ জীবিতাবস্থায়ই নাম মাত্রাবশিষ্ট থাকে, এবং

ভোগোপভোগী সমস্ত বিষয় হইতেও নিবৃত্ত হয়। [জিজ্ঞাসা করি,] কি কারণে যে, ঐরূপ্ সংঘটন হয়, তাহা তোমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে। যদি বল, তখন সমস্ত দ্বৈত পদার্থের সহিত আত্মার একত্ব বা অভিন্নভাব হইয়া যায়, এইজন্য ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়; পূর্ব্বেই এ কথার উত্তর দেওয়া হইয়াছে; [সুতরাং এখানে আর বিস্তৃতি করা অনাবশ্যক]। [এখন জিজ্ঞাসা করি—] কর্ম্মানুষ্ঠানের সমকালীন দ্বৈতাভিন্নরূপে পরমাত্মদর্শী বিদ্বান্ পুরুষ যে, মৃত্যুর পর জগদাত্মকতা কিংবা হিরণ্যগর্ভত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তাহা কি তাঁহার প্রাণ বিলীন হইবার পরে? অথবা প্রাণ বিলীন হইবার পূর্ব্বেই,—জীবদবস্থাতেই ভোগ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া বৈরাগ্য বলে পরমাত্মদর্শন বিষয়ে অগ্রসর হন।—৩

অথচ একই পুরুষের একই চেষ্টা দ্বারা যে সাধন নিষ্পাদিত হয়, সেই সাধন দ্বারা ঐ দুইপ্রকার ফল লাভ করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, উহা যদি হিরণ্যগর্ভ-পদপ্রাপ্তিরই সাধন হয়, তাহা হইলে, উহা কখনই ভোগনিবৃত্তিকর বৈরাগ্যসাধন হইতে পারে না; যদি বল, ঐ সাধনটা যখন পুরুষকে পরমাত্মার দিকে লইয়া যায়, তখন কাজেই উহাকে ভোগনিবৃত্তিরও সাধন বলিতে হইবে; ভাল কথা, তাহা হইলে কখনই উহাকে হিরণ্যগর্ভ-পদপ্রাপ্তির সাধন বলিতে পার না; [কেননা, হিরণ্য-গর্ভপদ কখনই ভোগবিবর্জ্জিত নহে]; যাহা গতি-সাধন, তাহাই আবার গতিনিবৃত্তিরও (স্থিতিরও) সাধন বা উপায় হইতে পারে না। আর যদি বল, মৃত্যুর পর হিরণ্যগর্ভ-পদপ্রাপ্ত হয়, তাহার পর প্রাণ বিলীন হয়, তাহার পর নামমাত্রাবশিষ্ট থাকিয়া পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞান লাভে অধিকারী হইয়া থাকে; তাহা হইলেও আমাদের মত লোকের জন্য পরমাত্ম-জ্ঞান লাভের উপদেশ করা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়ে; অথচ 'দেবতাগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিল' ইত্যাদি শ্রুতি কিন্তু ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলের জন্যই পরম পুরুষার্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতেছেন। অতএব এই প্রকার শাস্ত্রার্থ কল্পনা করা সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট। আমরা এখন শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। ৪

গ্রহ ও অতিগ্রহ কাহার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া পুরুষের বন্ধন ঘটায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন—হুত-যজ্ঞাদি-সম্পন্ন অসম্যগ্‌দর্শী (আত্মজ্ঞানরহিত) পুরুষ যে সময় মৃত্যুমুখে

পতিত হয়, তখন তাহার বাগিন্দ্রিয় অগ্নিতে বিলীন হয়, প্রাণ বায়ুতে লীন হয়, চক্ষুঃ সূর্য্যদেবকে প্রাপ্ত হয়'; সর্ব্বত্রই 'অপ্যেতি' (প্রাপ্ত হয়) ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে; মন চন্দ্রে, শ্রবণেন্দ্রিয় পূর্ব্বাদিদিক্‌কে, শরীর পৃথিবীতে, এবং আত্মা—এখানে আত্মা-শব্দে আত্মার অভিব্যক্তি-স্থান হৃদয়াকাশকে বুঝাইতেছে; সেই হৃদয়াকাশ ভূতাকাশে, লোমসমূহ ওষধিতে (তৃণ লতা প্রভৃতিতে), কেশসমূহ বনস্পতিসমূহে [বিলীন হয়, যে সমস্ত বৃক্ষ পুষ্প ব্যতিরেকে ফল প্রসব করে, সেই সমস্ত বৃক্ষকে বনস্পতি কহে,] এবং লোহিত (রক্ত) ও শুক্র জলে নিহিত (রক্ষিত) হয়। এখানে 'নিধীয়তে' পদ-প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে, অন্যত্র নিহিত (গচ্ছিত) বস্তু যেমন পুনরায় গ্রহণ করা যায়, তেমনি এই শুক্র-শোণিতাদি পদার্থেরও পুনরুদ্ধার হইয়া থাকে, অর্থাৎ পুনরায় তাহার সংসারে সমাগম সম্ভবপর হয়। এখানে সর্ব্বত্রই বাগাদি-শব্দে তদভিমানী দেবতার লয় বুঝিতে হইবে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাগাদি ইন্দ্রিয়েরই লয় বুঝিতে হইবে না; কারণ, মুক্তিলাভের পূর্ব্বে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ কখনই আত্মাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায় না। সে সময় কেবল নিজ নিজ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহ হস্তচ্যুত অস্ত্রের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, এবং কর্ত্তা পুরুষও দেহ বিনষ্ট হওয়ায় অস্বাধীন হইয়া পড়ে; [সুতরাং কোন কার্য্য করিতে পারে না]; এই অভিপ্রায়ে প্রশ্ন হইল—"কায়ং তদা পুরুষো ভবতি"—পুরুষ (আত্মা) তখন কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, যে আশ্রয়ে আশ্রিত থাকিয়া সে পুনর্ব্বার দেহেন্দ্রিয়াদি গ্রহণ করে, এবং যাহার দরুণ উক্ত গ্রহ ও অতিগ্রহাত্মক বন্ধন সংঘটিত হয়; সেই বস্তুটী কি? ইহা হইল আর্ত্তভাগের প্রশ্ন। ৫

এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—এ বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে—বিভিন্ন বাদিগণ স্বভাব, যদৃচ্ছা (আকস্মিক সংঘটন), কাল, কর্ম্ম, দৈব, বিজ্ঞানমাত্র ও শূন্যকে কারণরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন; (১) অতএব, এ বিষয়ে বহুতর বিরুদ্ধ মতভেদ বিদ্যমান থাকায়, অল্প কথায় নিয়মানুসারে

তাৎপর্য্য—লোকায়ত নাস্তিকগণ স্বভাব ও যদৃচ্ছাকারণবাদী; জ্যোতির্বিদ্‌গণ কালের কারণতাবাদী, কর্ম্মমীমাংসকগণ কর্ম্মের কারণতাবাদী; বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বুদ্ধি-বিজ্ঞানকে কারণ বলেন, আর মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ শূন্যকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

['তত্ত্বনির্ণয় পর কথাকে 'জল্প' কথা বলে।] এই বিষয়টী নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না; আর্ত্তভাগ, তুমি যদি এ বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে হস্ত প্রসারণ কর—(অথবা আমার হস্ত গ্রহণ কর), আমরা উভয়েই তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের যাহা সারতত্ত্ব, তাহা নিরূপণ করিব; কারণ? যেহেতু আমাদের এই বিজ্ঞেয় বিষয়টী সজনে—বহুজনসমাকীর্ণ স্থানে নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। অতএব বিচারের জন্য চল, আমরা উভয়ে নিভৃত স্থানে গমন করি। ৬

'তৌ হ' ইত্যাদি কথাগুলি শ্রুতির উক্তি। সেই যাজ্ঞবল্ক্য ও আর্ত্তভাগ নিভৃত স্থানে যাইয়া কি বলিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইতেছে—যে সমস্ত লোক লৌকসিদ্ধ বিষয় সমূহ অবলম্বনপূর্ব্বক সিদ্ধান্তবিশেষ সংস্থাপন করিয়াছেন, প্রথমে তাঁহারা সেই সমস্ত মতের এক একটী ধরিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন; তাহারা আলোচনার পর, অন্যান্য বাদিগণের মতবাদ সমূহ খণ্ডনের পর যাহা বলিয়াছিলেন অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর; তাঁহারা বারম্বার দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাত্মক সংসারের হেতুভূত কর্ম্মের কথাই বলিয়াছিলেন; কেবল যে, ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই শান্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু কাল, কর্ম্ম, দৈব ও ঈশ্বরের কারণতা স্বীকারের পর, যাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহাতে কর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন; কেন না, যেহেতু পুনঃ পুনঃ যে, গ্রহাতি-গ্রহাদিময় কার্য্য-করণ গ্রহণ (শরীরধারণরূপ সংসারলাভ), কর্ম্মকেই তাহার প্রধান প্রযোজক হেতু বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন; সেই হেতুই লোক শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বারা পুণ্য হয়, আর তদ্বিপরীত পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপী হয়। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে প্রশ্নোত্তর প্রদান করিলে পর জারৎকারব আর্ত্তভাগ বুঝিলেন যে, বিচারে যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করা, আমাদের পক্ষে অসম্ভব, তখন তিনি প্রশ্ন হইতে বিরত হইলেন॥ ১৬৫॥ ১৩॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥ ৩॥ ২॥

তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

আভাস-ভাষ্যম্। অথ হৈনং ভুজ্যুর্লাহ্যায়নিঃ পপ্রচ্ছ। গ্রহাতিগ্রহলক্ষণং বন্ধনমুক্তম্; যস্মাৎ সপ্রয়োজকাৎ মুক্তো মুচ্যতে, যেন বা বদ্ধঃ সংসরতি, স মৃত্যুঃ, তস্মাচ্চ মোক্ষ উপপদ্যতে, যস্মাৎ মৃত্যোর্মৃত্যুরস্তি। মুক্তস্য চ ন গতিঃ ক্বচিৎ, সর্ব্বোৎসাদো নামমাত্রাবশেষঃ প্রদীপনির্ব্বাণবদিতি চাবধৃতম্। তত্র সংসরতাং মুচ্যমানানাঞ্চ কার্য্যকরণানাং স্বকারণসংসর্গে সমানে মুক্তানামত্যন্তমেব পুনরনুপাদানম্, সংসরতান্তু পুনঃ পুনরুপাদানং যেন প্রযুক্তানাং ভবতিঃ তৎকর্ম্মেত্যবধারিতং বিচারণপূর্ব্বকম্; তৎক্ষয়ে চ নামাবশেষেণ সর্ব্বোৎসাদো মোক্ষঃ। ১

তচ্চ পুণ্যাপাপাখ্যং কর্ম্ম "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" ইত্যবধারিতত্বাৎ; এতৎকৃতঃ সংসারঃ। তত্রাপুণ্যেন স্থাবরজঙ্গমেষু স্বভাবদুঃখবহুলেষু নরকতির্য্যক্‌প্রেতাদিষু চ দুঃখমনুভবতি—পুনঃ পুনর্জ্জায়মানো ম্রিয়মাণশ্চ—ইত্যেতদ্ রাজবর্ত্মবৎ সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধম্। যস্তু শাস্ত্রীয়ঃ পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, তত্রৈবাদরঃ ক্রিয়তে ইহ শ্রুত্যা; পুণ্যমেব চ কর্ম্ম সর্ব্বপুরুষার্থসাধনমিতি সর্ব্বে শ্রুতিস্মৃতিবাদাঃ। মোক্ষস্যাপি পুরুষার্থত্বাৎ তৎসাধ্যতা প্রাপ্তা; যাবদ্যাবৎ পুণ্যোৎকর্ষঃ তাবত্তাবৎ ফলোৎকর্ষপ্রাপ্তিঃ; তস্মাদুত্তমেন পুণ্যোৎকর্ষেণ মোক্ষো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্কা স্যাৎ; সা নিবর্ত্তয়িতব্যা। জ্ঞানসহিতস্য চ প্রকৃষ্টস্য কর্ম্মণ এতাবতী গতিঃ, ব্যাকৃত-নামরূপাস্পদত্বাৎ কর্ম্মণস্তৎফলস্য চ; নতু অকার্য্যে নিত্যে অব্যাকৃতধর্ম্মিণি অনামরূপাত্মকে ক্রিয়াকারকফলস্বভাববর্জ্জিতে কর্ম্মণো ব্যাপারোঽস্তি; যত্র চ ব্যাপারঃ, স সংসার এবেত্যস্যার্থস্য প্রদর্শনায় ব্রাহ্মণমারভ্যতে। ২

ননু কৈশ্চিদুচ্যতে—বিদ্যাসহিতং কর্ম্ম নিরতিশয়ং বিষদধ্যাদিবৎ কার্য্যান্তরমারভত ইতি; তন্ন, অনারভ্যত্বাৎ মোক্ষস্য; বন্ধননাশ এব হি মোক্ষঃ, ন কার্য্যভূতঃ; বন্ধনঞ্চ অবিদ্যেত্যবোচাম; অবিদ্যায়াশ্চ ন কর্ম্মণা নাশ উপপদ্যতে, দৃষ্টবিষয়ত্বাচ্চ কর্ম্মসামর্থ্যস্য,—উৎপত্ত্যাপ্তি-বিকার-সংস্কারা হি কর্ম্মসামর্থ্যস্য বিষয়াঃ; উৎপাদয়িতুং প্রাপয়িতুং বিকর্ত্তুং সংস্কর্ত্তুং চ সামর্থ্যং কর্ম্মণঃ, নাতো ব্যতিরিক্তবিষয়োঽস্তি কর্ম্মসামর্থ্যস্য, লোকে৽

অপ্রসিদ্ধত্বাৎ ; ন চ মোক্ষ এবাং পদার্থানামন্যতমঃ ; অবিদ্যামাত্রব্যবহিত ইত্যবোচাম। ৩

বাঢ়ম্ ; ভবতু কেবলস্যৈব কর্ম্মণ এবংস্বভাবতা ; বিদ্যাসংযুক্তস্য তু নিয়ত্তিসম্বন্ধৈর্ভবতি অন্যথা স্বভাবঃ ; দৃষ্টং হি অন্যশক্তিত্বেন নির্জ্ঞাতানামপি পদার্থানাং বিষ-দধ্যাদীনাং বিদ্যামন্ত্রশর্করাদিসংযুক্তানামন্যবিষয়ে সামর্থ্যম্ ; তথা কর্ম্মণোঽপ্যস্তিতি চেৎ ; ন ; প্রমাণাভাবাৎ,—তত্র হি কর্ম্মণ উক্ত-বিষয়ব্যতিরেকেণ বিষয়ান্তরে সামর্থ্যাস্তিত্বে প্রমাণম্—ন প্রত্যক্ষং, নানুমানম্, নোপমানম্, নার্থাপত্তিঃ, ন শব্দোঽস্তি। ৪

নমু ফলান্তরাভাবে চোদনান্যথানুপপত্তিঃ প্রমাণমিতি। ন হি নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিশ্বজিন্ন্যায়েন ফলং কল্প্যতে ; নাপি শ্রুতং ফলমস্তি ; চোদ্যন্তে চ তানি ; পারিশেষ্যাৎ মোক্ষস্তেষাং ফলমিতি গম্যতে ; অন্যথা হি পুরুষা ন প্রবর্ত্তেরন্। ৫

নমু বিশ্বজিন্ন্যায় এবায়াতঃ, মোক্ষস্য ফলস্য কল্পিতত্বাৎ ; মোক্ষে চাকস্মিন্ বা ফলেঽকল্পিতে পুরুষা ন প্রবর্ত্তেরন—ইতি মোক্ষঃ ফলং কল্প্যতে শ্রুতার্থাপত্ত্যা, যথা বিশ্বজিতি। নমু এবং সতি কথমুচ্যতে, বিশ্বজিন্ন্যায়ো ন ভবতীতি ; ফলং চ কল্প্যতে, বিশ্বজিন্ন্যায়শ্চ ন ভবতীতি বিপ্রতিষিদ্ধ-মভিধীয়তে। মোক্ষঃ ফলমেব ন ভবতীতি চেৎ ; ন, প্রতিজ্ঞাহানাৎ ; কর্ম্ম কার্য্যান্তরং বিষ-দধ্যাদিবদারভত ইতি হি প্রতিজ্ঞাতম্ ; স চেন্মোক্ষঃ কর্ম্মণঃ কার্য্যং ফলমেব ন ভবতি, সা প্রতিজ্ঞা হীয়েত। কর্ম্মকার্য্যত্বে চ মোক্ষস্য স্বর্গাদিফলেভ্যো বিশেষো বক্তব্যঃ। ৬

অথ 'কর্ম্ম-কার্য্যং ন ভবতি, নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলং মোক্ষ' ইত্যস্য বচনব্যক্তেঃ কোঽর্থ ইতি বক্তব্যম্। ন চ কার্য্য-ফলশব্দভেদমাত্রেণ বিশেষঃ শক্যঃ কল্পয়িতুম্। অফলশ্চ মোক্ষঃ, নিত্যৈশ্চ কর্ম্মভিঃ ক্রিয়তে,— নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলং ন কার্য্যমিতি চ—এষোঽর্থো বিপ্রতিষিদ্ধোঽভি-ধীয়তে—যথাগ্নিঃ শীত ইতি। ৭

বিজ্ঞানবদিতি চেৎ—যথা জ্ঞানস্য কার্য্যং মোক্ষঃ জ্ঞানেনাক্রিয়মাণোঽ-প্যুচ্যতে, তদ্বৎ কর্ম্মকার্য্যত্বমিতি চেৎ ; ন ; অজ্ঞান-নিবর্ত্তকত্বাৎ জ্ঞানস্য ; অজ্ঞানব্যবধাননিবর্ত্তকত্বাৎ জ্ঞানস্য মোক্ষো জ্ঞানস্য কার্য্যমিত্যুপচর্য্যতে ; ন তু কর্ম্মণা নিবর্ত্তয়িতব্যমজ্ঞানম্ ; ন চাজ্ঞানব্যতিরেকেণ মোক্ষস্য ব্যব-

ধানান্তরং কল্পয়িতুং শক্যম্, নিত্যত্বান্মোক্ষস্য সাধকস্বরূপাব্যতিরেকাচ্চ—যৎ কর্ম্মণা নির্বর্ত্ত্যেত । ৮

অজ্ঞানমেব নির্বর্ত্তয়তীতি চেৎ ; ন, বিলক্ষণত্বাৎ,—অনভিব্যক্তিরজ্ঞানম্ অভিব্যক্তিলক্ষণেন জ্ঞানেন বিরুধ্যতে ; কর্ম্ম তু নাজ্ঞানেন বিরুধ্যতে ; তেন জ্ঞানবিলক্ষণং কর্ম্ম । যদি জ্ঞানাভাবঃ, যদি সংশয়জ্ঞানম্, যদি বিপরীতজ্ঞানং বা উচ্যতে অজ্ঞানমিতি ; সর্ব্বং হি তৎ জ্ঞানেনৈব নিবর্ত্ত্যেত, ন তু কর্ম্মণা, একত্বেনাপি বিরোধাভাবাৎ । ৯

অথাদৃষ্টং কর্ম্মণামজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বং কল্প্যমিতি চেৎ ; ন, জ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তৌ গম্যমানায়ামদৃষ্টনিবৃত্তিকল্পনানুপপত্তেঃ ; যথা অবঘাতেন ব্রীহীণাং তুষনিবৃত্তৌ গম্যমানায়াম্ অগ্নিহোত্রাদি-নিত্যকর্ম্মকার্য্যা অদৃষ্টা ন কল্প্যতে তুষনিবৃত্তিঃ, তদ্বৎ অজ্ঞাননিবৃত্তিরপি নিত্যকর্ম্মকার্য্যা অদৃষ্টা ন কল্প্যতে । জ্ঞানেন বিরুদ্ধত্বঞ্চ অসকৃৎ কর্ম্মণামবোচাম ; যদবিরুদ্ধং জ্ঞানং কর্ম্মভিঃ, তদেব লোকপ্রাপ্তিনিমিত্তমভ্যুপগতম্, "বিদ্যয়া দেবলোকঃ" ইতি শ্রুতেঃ । ১০

কিঞ্চান্যৎ, কল্পো চ ফলে নিত্যানাং কর্ম্মণাং ক্রিয়মাণানাম্, যৎ কর্ম্মাভিবিরুধ্যতে—দুর্ব্যাখ্যাকর্ম্মণাং কার্য্যমেব ন ভবতি,—কিং তৎ কল্প্যতাম্, যস্মিন্ কর্ম্মণঃ সামর্থ্যমেব ন দৃষ্টম্ ? কিংবা যস্মিন্ দৃষ্টং সামর্থ্যম্ ? যচ্চ কর্ম্মণাং ফলমবিরুদ্ধম্, তৎ কল্প্যতামিতি । পুরুষপ্রবৃত্তিজননায় অবশ্যং চেৎ কর্ম্মফলং কল্পয়িতব্যম্—কর্ম্মাবিরুদ্ধবিষয় এব শ্রুতার্থাপত্তেঃ ক্ষীণত্বাৎ নিত্যো মোক্ষঃ ফলং কল্পয়িতুং ন শক্যঃ, তদ্ব্যবধানাজ্ঞাননিবৃত্তির্বা, অবিরুদ্ধত্বাদ্ দৃষ্টসামর্থ্যাবিষয়ত্বাচ্চেতি । ১১

পারিশেষ্যান্মোক্ষ এব কল্পয়িতব্য ইতি চেৎ—সর্ব্বেষাং হি কর্ম্মণাং সর্ব্বং ফলম্ ; ন চান্যৎ ইতরকর্ম্মফলব্যতিরেকেণ ফলং কল্পনাযোগ্যমস্তি ; পরিশিষ্টশ্চ মোক্ষঃ ; স চেষ্টঃ বেদবিদাং ফলম্ ; তস্মাৎ স এব কল্পয়িতব্য ইতি চেৎ ; ন, কর্ম্মফলবাহুল্যাদিয়ত্তানবধারণাৎ পারিশেষ্যানুপপত্তেঃ ; ন হি পুরুষেচ্ছাবিষয়াণাং কর্ম্মফলানামেতাবত্ত্বং নাম কেনচিদবধারিতম্, তৎসাধনানাং বা, পুরুষেচ্ছানাং বা অনিয়তদেশকালনিমিত্তত্বাৎ, পুরুষেচ্ছাবিষয়সাধনানাঞ্চ পুরুষেচ্ছাপ্রযুক্তত্বাৎ ; প্রতিপ্রাণি চ ইচ্ছাবৈচিত্র্যাৎ ফলানাং তৎসাধনানাং চানন্ত্যসিদ্ধিঃ ; তদানন্ত্যাচ্চ অশক্যমেতাবত্ত্বং পুরুষৈর্জ্ঞাতুম্ ; তস্মিঁশ্চ অজ্ঞাতে এতাবত্ত্বে কথং মোক্ষস্য পরিশেষসিদ্ধিরিতি । ১২

কর্মফল-জাতিপারিশেষ্যমিতি চেৎ—সত্যপীচ্ছাবিষয়াণাং তৎসাধনা-নাঞ্চানন্ত্যে কর্মফলজাতিত্বং নাম সর্বেষাং তুল্যম্, মোক্ষস্য অকর্মফলত্বাৎ পরিশিষ্টঃ স্যাৎ তস্মাৎ পরিশেষাৎ স এব মুক্তঃ কল্পয়িতুমিতি চেৎ ; ন, তথাপি নিত্যকর্মফলত্বাভ্যুপগমে কর্মফলসমানজাতীয়ত্বোপপত্তেঃ পরিশেষানু-পপত্তিঃ। তস্মাদন্যথাপ্যুপপত্তে ক্ষীণা শ্রুতার্থাপত্তিঃ ; উৎপত্ত্যাপ্তি-বিকার-সংস্কারাণামন্যতমমপি নিত্যানাং কর্মণাং ফলমনুপপন্নম্ ইতি ক্ষীণা শ্রুতার্থাপত্তিঃ। ১৩

চতুর্ণামন্যতম এব মোক্ষ ইতি চেৎ ; ন তাবদুৎপাদ্য, নিত্যত্বাৎ ; অতএব অবিকার্য্যঃ, অসংস্কার্য্যশ্চ অতএব অসাধনদ্রব্যাত্মকত্বাচ্চ—সাধনাত্মকং হি দ্রব্যং সংস্ক্রিয়তে, যথা পাত্রাজ্যাদি প্রোক্ষণাদিনা, ন চ সংস্ক্রিয়মাণঃ সংস্কার-নির্বর্ত্ত্যো বা—যূপাদিবৎ, পারিশেষ্যাদাপ্যঃ স্যাৎ ; নাপ্যোঽপি, আত্মস্বভাব-ত্বাদেকত্বাচ্চ। ইতরৈঃ কর্মভির্বৈলক্ষণ্যাৎ নিত্যানাং কর্মণাম্, তৎফলেনাপি বিলক্ষণেন ভবিতব্যমিতি চেৎ ; ন, কর্মত্বসালক্ষণ্যাৎ সলক্ষণং কর্মণাং ফলং ন ভবতি ইতরকর্মফলৈঃ ? "নিমিত্তবৈলক্ষণ্যাদিতি চেৎ ; ন, কামবত্ত্বাদিভিঃ সমানত্বাৎ ; যথা হি গৃহদাহাদৌ নিমিত্তে ক্ষামবত্যাদীষ্টিঃ, যথা "ভিন্নে জুহোতি, স্কন্নে জুহোতি" ইত্যেবমাদৌ নৈমিত্তিকেষু কর্মসু ন মোক্ষঃ ফলং কল্প্যতে—তদ্বত্ত্বাবিশেষাৎ নৈমিত্তিকত্বেন, জীবনাদিনিমিত্তে চ শ্রবণাৎ, তথা নিত্যানা-মপি ন মোক্ষঃ ফলম্। ১৪

আলোকস্য সর্বেষাং রূপদর্শনসাধনত্বে, উলূকাদয় আলোকেন রূপং ন পশ্যন্তীতি উলূকাদিচক্ষুষো বৈলক্ষণ্যমিতরলোকচক্ষুর্ভিঃ ন রসাদিবিষয়ত্বং পরিকল্প্যতে ; রসাদিবিষয়ে সামর্থ্যাদৃষ্টত্বাৎ দূরস্থমপি সতা যদ্বিষয়ে দৃষ্টং সামর্থ্যম্, তত্রৈব কশ্চিদ্বিশেষঃ কল্পয়িতব্যঃ। ১৫

যৎ পুনরুক্তম্, বিদ্যা মন্ত্র-শর্করাদিসংযুক্তবিষ-দধ্যাদিবৎ নিত্যানি কার্য্যান্তরমারভন্ত ইতি, আরভ্যতাং বিশিষ্টং কার্য্যম্ ; তৎ হি ইষ্টমবিরোধঃ ; নিবৃত্তিসত্ত্বেঃ কর্মণো বিদ্যাসংযুক্তস্য বিশিষ্টকার্য্যারম্ভত্বে ন কশ্চিদ্বিরোধঃ, দেবযাজ্যাত্ম-যাজিনোরাত্মযাজিনো বিশেষশ্রবণাৎ—"দেবযাজিনঃ শ্রেয়ানাত্মযাজী" ইত্যাদৌ, "যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যাদৌ চ। ১৬

যত্ত পরমাত্মদর্শনবিষয়ে মনুনোক্তঃ আত্মযাজি-শব্দঃ—"সমং পশ্যন্নাত্ম-যাজী" ইত্যত্র, সমং পশ্যন্নাত্মযাজী ভবতীত্যর্থঃ ; অথবা, ভূতপূর্বগত্যা আত্মযাজ আত্মসংস্কারার্থং নিত্যানি কর্মাণি করোতি, "ইদং মেঽনেনাঙ্গং

সংক্রিয়তে" ইতি শ্রুতেঃ ; তথা "ব্রতৈর্হোমৈঃ" ইত্যাদিপ্রকরণে কার্য্যকরণ-সংস্কারার্থত্বং নিত্যানাং কর্ম্মণাং দর্শয়তি ; সংস্কৃতশ্চ য আত্মযাজী তৈঃ কর্ম্মভিঃ স্বয়ং দ্রষ্টুং সমর্থো ভবতি, তস্য ইহ বা জন্মান্তরে বা সম্যগাত্ম-দর্শনমুৎপদ্যতে ; স্বয়ং পশ্যন্ স্বারাজ্যমধিগচ্ছতীত্যেষোঽর্থঃ। আত্মযাজি-শব্দস্য ভূতপূর্ব্বগত্যা প্রযুজ্যতে জ্ঞানযুক্তানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানোৎ-পত্তিসাধনত্বপ্রদর্শনার্থম্। ১৭

কিঞ্চান্যৎ,—

"ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ।
উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ"

ইতি চ দেবসার্ষ্টি ব্যতিরেকেণ ভূতাপ্যয়ং দর্শয়তি— "ভূতান্যপ্যেতি পঞ্চ বৈ" ; "ভূতান্যত্যেতি" ইতি পাঠং যে কুর্ব্বন্তি, তেষাং বেদবিষয়ে পরিচ্ছিন্নবুদ্ধিত্বাদ-দোষঃ। ১৮

ন চার্থবাদত্বম্—অধ্যায়স্য ব্রহ্মাদ্য-কর্ম্মবিপাকার্থস্য তদ্ব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানার্থস্য চ কর্ম্মকাণ্ডোপনিষদ্ভ্যাং তুল্যার্থদর্শনাৎ, বিহিতাকরণ প্রতিষিদ্ধকর্ম্মণাঞ্চ স্থাবর-শ্ব-শূকরাদিফলদর্শনাৎ, বান্তাশ্যাদিপ্রেতদর্শনাচ্চ। ১৯

ন চ শ্রুতিস্মৃতিবিহিত-প্রতিষিদ্ধব্যতিরেকেণ বিহিতানি বা প্রতিষিদ্ধানি বা কর্ম্মাণি কেনচিদবগন্তুং শক্যন্তে, যেষামকরণাদনুষ্ঠানাচ্চ প্রেতশ্বশূকর-স্থাবরাদীনি কর্ম্মফলানি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামুপলভ্যন্তে ; ন চৈষামকর্ম্মফলত্বং কেনচিদভ্যুপগম্যতে ; তস্মাদ্বিহিতাকরণ-প্রতিষিদ্ধসেবানাং যথৈতে কর্ম্ম-বিপাকাঃ প্রেততির্য্যক্স্থাবরাদয়ঃ, তথা উৎকৃষ্টেষ্বপি ব্রহ্মাদ্যেষু কর্ম্মবিপাকত্বং বেদিতব্যম্। তস্মাৎ "স আত্মনো বপামুদখিদৎ" "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদি-বৎ নাভূতার্থবাদত্বম্। ২০

তত্রাপি অভূতার্থবাদত্বং মা ভূদিতি চেৎ ; ভবত্বেবম্ ; ন চৈতাবতা অস্য ন্যায়স্য বাধো ভবতি, ন চাসৎপক্ষো বা দুষ্যতি। ন চ "ব্রহ্মা বিশ্বসৃজঃ" ইত্যাদীনাং কাম্যকর্ম্মফলত্বং শক্যং বক্তুম্, তেষাং দেবসার্ষ্টিতায়াঃ ফল-ত্বোক্তত্বাৎ। তস্মাৎ সাভিসন্ধীনাং নিত্যানাং সর্ব্বমেধাশ্বমেধাদীনাং চ ব্রহ্মা-দ্যাদীনি ফলানি ; যেষাং পুনর্নিত্যানি নিরভিসন্ধীনি আত্মসংস্কারার্থানি, তেষাং জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থানি তানি, "ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ" ইত্যাদি-স্মরণাৎ ; তেষামারাদুপকারকত্বাৎ মোক্ষসাধনান্যপি কর্ম্মাণি ভবন্তীতি ন বিরুধ্যতে। যথা চায়মর্থঃ, ষষ্ঠে জনকাখ্যায়িকাসমাপ্তৌ বক্ষ্যামঃ। ২১

হয়; যাহার যেরূপ শরীর ধারণ করিতে হয়, তাহা যে কর্ম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, ইহাও বিচারপূর্ব্বক সেই স্থানেই অবধারিত হইয়াছে, এবং সেই কর্ম ক্ষয় হইলে পর আত্মমাত্র অবশিষ্ট থাকায় দেহেন্দ্রি-য়াদি-সর্ব্বধর্মের উচ্ছেদাত্মক মোক্ষ নিষ্পন্ন হয়; এ কথাও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ১

সংসার প্রবেশের কারণীভূত সেই কর্মের নাম হইতেছে—পুণ্য ও পাপ, কারণ, "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" এই শ্রুতিতে ঐরূপ অর্থই অবধারিত হইয়াছে; সেই পুণ্যপাপাখ্য কর্মই জীবের সংসার সমুৎপাদন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, যাহারা পাপ কর্ম করে, তাহারা সেই পাপের ফলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক দেহে অথবা স্বভাবতঃ দুঃখবহুল নারকী, পশু পক্ষী ও প্রেতযোনিতে বারংবার জন্ম ও মরণ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, রাজমার্গের ন্যায় অর্থাৎ রাজপথ যেমন সর্ব্বলোকের পরিজ্ঞাত, ইহাও ঠিক তেমনি সর্ব্বলোকের নিকট সুপরিচিত। যাহা শাস্ত্রোক্ত পুণ্য কর্ম, "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি" শ্রুতিতে যাহার প্রশংসা রহিয়াছে, স্বয়ং শ্রুতিও তদ্বিষয়েই আদর প্রদর্শন করিতেছেন। আর সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র সমস্বরে বলিতেছেন যে, পুণ্যকর্মই পুরুষের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়; মোক্ষও যখন পুরুষার্থ—পুরুষের একান্ত অভীষ্ট, তখন বুঝা যাইতেছে যে, তাহাও পুণ্য কর্ম দ্বারাই সিদ্ধ হইবার যোগ্য; অতএব, যে পরিমাণে পুণ্যের উৎকর্ষ সিদ্ধ হইবে, সেই পরিমাণেই তৎ-ফলেরও উৎকর্ষ সম্পন্ন হইবে; ইহা হইতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, মোক্ষফলও পুণ্যের চরম উৎকর্ষ সাধন দ্বারাই লাভ করিতে হইবে; সেই আশঙ্কা নিবারণ করা আবশ্যক হইয়েছে; [সেই জন্য বুঝাইতে হইবে যে,] কর্ম যতই উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হউক না কেন, অধিক কি, জ্ঞানসংযোগে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার ফল কখনই পরিচ্ছিন্ন বৈ অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না; কেন না, কর্ম ও কর্মফল স্থূল জগতের উপরই সম্ভবপর হয়, কিন্তু নামরূপ-বিবর্জ্জিত এবং ক্রিয়া কারক ও ফলভাবরহিত অনভিব্যক্ত নিত্য বস্তু বিষয়ে কর্মের কোনও অধিকার নাই, অর্থাৎ কর্ম দ্বারা কখনই নিত্য ফল লাভ করা যায় না; [বুঝিতে হইবে,] যাহার উপর কর্মের ব্যাপার বা কার্য্যকারিতা সম্ভব হয়, তাহা সংসার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সমস্ত বক্তব্য বিষয় প্রদর্শনার্থ এই তৃতীয় ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে। ২

কোন কোন লোক যে, আরও বলিয়া থাকেন—ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া (নিষ্কামভাবে) জ্ঞানসহযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম্মও বিষ ও দধিপ্রভৃতি বস্তুর ন্যায় (১) ভিন্ন ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে; সে কথাও হইতে পারে না; যেহেতু মোক্ষ কোনও কর্ম্মের ফলই নহে; কেন না, জীবের অজ্ঞান কল্পিত বন্ধনচ্ছেদনই মোক্ষ, তাহা কস্মিন্ কালেও কার্য্য বা জন্য পদার্থ নহে; আর জীবের বন্ধন যে, অবিদ্যা-কল্পিত মিথ্যা অবস্থামাত্র, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কর্ম্ম দ্বারা কখনও সেই অবিদ্যার বিনাশ করা সম্ভবপর হয় না, বা হইতে পারে না; বিশেষতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ উৎপত্ত্যাদি বিষয়েই কর্ম্মের সামর্থ্য বা অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়, [সুতরাং অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ কর্ম্ম-সাধ্য হইতেই পারে না।] কেন না, উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কার সাধনেই কর্ম্ম বা ক্রিয়ার শক্তি পরিচ্ছিন্ন;—সাধারণতঃ কোন বিষয় উৎপাদন করিতে, এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুকে সংযোজিত করিতে, একাকার বস্তুকে অন্যাকারে পরিণত করিতে (বস্তুর বিকার ঘটাইতে) কিংবা বস্তুবিশেষের দোষাপনয়ন বা গুণাধান করিতে কর্ম্মের ক্ষমতা আছে; কিন্তু এতদতিরিক্ত কোন বিষয়ে কর্ম্মের সামর্থ্য নাই, এবং তাহা লোকপ্রসিদ্ধও নহে, আলোচ্য মোক্ষপদার্থ ত উক্ত উৎপত্তি প্রভৃতির অন্তর্গত নহে; কারণ, মোক্ষ যে জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এবং কেবল অজ্ঞানে আচ্ছাদিত হইয়া অপ্রাপ্তবৎ প্রতীত হয় মাত্র; একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।৩

[বাদী এতদুত্তরে বলিতেছেন] হাঁ, তোমার কথা আংশিক সত্য বটে; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য নহে। কেননা, জ্ঞান রহিত কর্ম্মেরই ঐরূপ স্বভাব, কিন্তু জ্ঞানসহকারে অনুষ্ঠিত ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিষ্কাম কর্ম্মের স্বভাব অন্যপ্রকার; কেন না, বিষ ও দধি প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থের সচরাচর

---

(১) তাৎপর্য্য—'বিষ ও দধি প্রভৃতির ন্যায়' কথার অভিপ্রায় এই:—বিষ যে প্রকারই হউক না কেন, মৃত্যু সাধন করাই তাহার কার্য্য; কিন্তু সেই বিষই আবার বস্তুবিশেষের সংযোগে অমৃতময় রসায়নে পরিণত হইয়া মৃত্যু নিবারণ করিয়া থাকে। দধিও সাধারণতঃ দোষাদি বৃদ্ধি করিয়া দেহের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে; কিন্তু শর্করাদি বস্তুবিশেষ সহযোগে সেবন করিলে সেই দধিই আবার দেহের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এইরূপ শাস্ত্রোক্ত যাগযজ্ঞাদিক্রিয়ানিচয় সাধারণতঃ জীবের বন্ধনকর হইলেও, নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিলে তাহাই আবার জীবের সর্ব্বকল্যাণকর মুক্তির সাধন হইতে পারে।

যেরূপ শক্তি বা কার্য্যকারিতা লোকপ্রসিদ্ধ আছে, সেই সমস্ত দধি-বিষাদি পদার্থও যখন বিদ্যা, মন্ত্র ও শর্করাদি পদার্থান্তরের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন তাহাদেরই অন্যপ্রকার ক্রিয়াশক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; কর্ম্মের সম্বন্ধেও সেইপ্রকার হউক; না—একথা বলিতে পার না; কারণ, এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। উৎপত্তি প্রভৃতি যে চারিটী বিষয়ে কর্ম্মের সামর্থ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত বিষয়েও যে, তাহার সামর্থ্য আছে, বা থাকিতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি (১) অথবা আগম—কোন প্রমাণই নাই। ৪

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, বিদ্যাসহকারে অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্মের যদি অন্য কোন ফলই না থাকে, তাহা হইলে যে, তাহার বিধান করাই নিষ্ফল হইয়া পড়ে, ইহাই কি এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নহে? দেখ, শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম্মগুলির 'বিশ্বজিৎ' যাগের ন্যায় (২) ফলকল্পনা করা যাইতে পারে না, এবং বিধিবাক্যেও কোন ফলের উল্লেখ দেখা যায় না; অথচ সেই নিত্য কর্ম্মগুলিরও শাস্ত্রে বিধান

(১)—তাৎপর্য্য 'অর্থাপত্তি' একপ্রকার প্রমাণ, তাহার লক্ষণ—"উপপাদ্য জ্ঞানেন উপপাদককল্পনম্ অর্থাপত্তিঃ"। (বেদান্ত পরিভাষা)। ইহার অর্থ এই যে কোনরূপ অনুপপত্তির দর্শনে যে, অবিজ্ঞাত তৎকারণের কল্পনা করা, তাহার নাম অর্থাপত্তি। যেমন—'স্থূলকায় এই ব্যক্তি দিবে ভোজন করে না'; এস্থলে, সূর্য্যের উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত কালকেও 'দিন' বলা হয়, আবার উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত কালকেও দিন বলা হয়। এবং অবস্থায়-ভোজন ব্যতীত যখন দেহের স্থূলতা সম্ভব হয় না, তখন এখানে উদয়াবধি অস্ত পর্য্যন্ত সময়কে দিনরূপে ধরিয়া সেই সময়ে ভোজন করে না, অর্থাৎ রাত্রিতে ভোজন করে, এইরূপ অর্থ কল্পনা করিতে হয়। এইরূপ কল্পনাকেই অর্থাপত্তি বলে।

(২) তাৎপর্য্য—যেকোন কর্ম্ম মাত্রেরই একটা ফল থাকা আবশ্যক, নিষ্ফল কর্ম্মের বিধান করিলে সে বাক্যের উপর লোকের বিশ্বাস থাকিতে পারে না, অথচ "বিশ্বজিতা যজেত" এই শ্রৌত বিধিতে কোন ফলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; তাই মীমাংসকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "স স্বর্গঃ স্যাৎ সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষাৎ" যে সমস্ত বিধিবাক্যে ফলবিশেষের উল্লেখ নাই, সে সমস্ত স্থলে অবিশেষে স্বর্গ ফল কল্পনা করিতে হইবে, কারণ, 'স্বর্গ' জীবিতজনগণের সকলেরই প্রিয়। এই প্রকারে যে অশ্রুত ফলের কল্পনা করা, তাহাই 'বিশ্বজিৎ' ন্যায়ের স্থল।

রহিয়াছে ; সুতরাং 'পরিশেষ' নিয়মানুসারে (১) বুঝা যায় যে, মোক্ষই সে সমস্ত কর্ম্মের (নিত্যকর্ম্মের) একমাত্র ফল ; তাহা না হইলে—কোনরূপ ফল না থাকিলে কোন পুরুষই সে সমস্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত না। ৫

ভাল কথা, তাহা হইলে ত সেই 'বিশ্বজিৎ' ন্যায়ই আসিয়া পড়িল ; যেহেতু তোমাকেও নিরুপায় হইয়া মোক্ষ-ফল কল্পনা করিতে হইতেছে ; কেন না, 'শ্রুতার্থাপত্তি' প্রমাণ বলে (৩) যদি মোক্ষ কিংবা তদনুরূপ কোন ফল বিশেষের কল্পনা না করা যায়, তাহা হইলে 'বিশ্বজিৎ' যজ্ঞের ন্যায় নিত্যকর্ম্মেও লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; এইরূপে যদি ফলবিশেষ কল্পনা করিতেই হয়, তবে আর 'বিশ্বজিৎ ন্যায়' হইতেছে না বলিতেছ কিপ্রকারে ? অশ্রুত ফলেরও কল্পনা করা হইতেছে, আবার 'বিশ্বজিৎ'যাগের মতও হইতেছে না, ইহা ত বিরুদ্ধ কথা হইতেছে ; যদি বল, মোক্ষ প্রকৃতপক্ষে ফলই নহে ; না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, তাহা বলিলে তোমার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না ; প্রথমে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, বিষ ও দধিপ্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মও বিদ্যাসহযোগে অনুষ্ঠিত হইলে স্বতন্ত্র একপ্রকার ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে ; এখন সেই মোক্ষ যদি কর্ম্মের ফলই না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ব্যাহত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, মোক্ষকে কর্ম্ম-ফল বলিলেও, স্বর্গাদি ফল হইতে মোক্ষ-ফলের বৈলক্ষণ্য কতটুকু, তাহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। ৬

তুমি যে, বলিয়াছ—মোক্ষ নিত্য কর্ম্মের ফল বটে, কিন্তু তাহা কোন ক্রিয়াজন্য নহে ; তোমার এ কথাটীর অর্থ কি, তাহা বলিতে হইবে ;

---

(১) তাৎপর্য্য—'পরিশেষ' নিয়মটী এই প্রকার :—যতগুলি বিষয়ের প্রাপ্তিসম্ভাবনা থাকে, তন্মধ্যে অপর সমস্তগুলির প্রাপ্তি সম্ভাবনা নিষিদ্ধ হইয়া গেলে যে, ফলে ফলে অবশিষ্ট বিষয়টির প্রাপ্তি, এই রূপে প্রাপ্তিকে 'পরিশেষ' ন্যায় বা 'পারিশেষ্য' বলে।

(৩) তাৎপর্য্য—শ্রুতার্থাপত্তি অর্থাপত্তি প্রমাণেরই একটি প্রভেদ মাত্র। কোন শব্দ শ্রবণ করিলে পর, তাহার অর্থসঙ্গতির অনুরোধে যদি ঐ শব্দের অপেক্ষিত কোনও অশ্রুত পদার্থ কল্পনা করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে শ্রুতার্থাপত্তি বলা হয়। যেমন—'দ্বারং' বলিলে তদাকাঙ্ক্ষিত 'পিধেহি' ক্রিয়া ঊহ করিয়া লইতে হয়, তেমনি কর্ম্ম করিতে ফলের উল্লেখ না থাকিলে, তদনুরূপ কোন একটী ফলবিশেষ কল্পনা করিয়া লইতে হয়। এখানেও নিত্যকর্ম্মগুলির কোন ফলোল্লেখ না থাকিলেও যে, অবশেষে মোক্ষ-ফল কল্পনা করা, তাহাও ঐ শ্রুতার্থাপত্তির বিষয়।

যেমন, 'কার্য' ও 'ফল' এই শব্দদ্বয় একের দ্বারা অর্থান্তর কোনও একের কল্পনা করিতে পারা যায় না; কেন না, 'অগ্নি শীতল' এ কথা যেরূপ বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক, মোক্ষ কোন ক্রিয়ার ফল নয়, নিত্য কর্মদ্বারা মোক্ষ নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ মোক্ষ নিত্যকর্মের ফল বটে, কিন্তু নিত্যকর্ম হইতে জন্মে না,—ইত্যাদি কথাও ঠিক তদ্রূপই বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক হইয়াছে। ৭

যদি বল, জ্ঞানের ন্যায় ইহার উপপত্তি হইতে পারে—যেমন জ্ঞান দ্বারা মোক্ষের উৎপত্তি না হইলেও, মোক্ষকে জ্ঞানের ফল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে, 'কর্ম-কার্য' কথাটিও ঠিক সেইরূপ হইতে পারে। না—একথা বলিতে পার না; কারণ, সেখানে জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ-প্রতিবন্ধক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, অজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি সাধন করে বলিয়াই মোক্ষকে জ্ঞানের কার্য বা ফল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে; কিন্তু কর্ম দ্বারা ত আর সে অজ্ঞান-নিবৃত্তি হইতে পারে না; অথচ অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই মোক্ষের প্রতিবন্ধক বলিয়া কল্পনা করিতে পারা যায় না, যাহা কর্মদ্বারা নিবারিত হইতে পারে; কারণ, মোক্ষ নিত্যসিদ্ধ, এবং সাধকের (মুমুক্ষুর) আত্মস্বরূপ ভিন্ন স্বতন্ত্র নহে। ৮

যদি বল, কর্ম কেবল অজ্ঞানেরই ধ্বংস সাধন করে মাত্র, (আর কিছু করে না,); না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে; দেখ, অজ্ঞান হইল আত্মস্বরূপের অনভিব্যক্তি, আর জ্ঞান হইল তাহার অভিব্যক্তি বা স্ফুটপ্রতীতি; সুতরাং অনভিব্যক্তিরূপ অজ্ঞানের সহিত অভিব্যক্তিরূপ জ্ঞানই বিরুদ্ধ হয়; কিন্তু কর্ম কখনও অজ্ঞানের বিরোধী নহে; কাজেই জ্ঞান ও কর্ম একরূপ নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতি। পক্ষান্তরে, অজ্ঞানকে যদি জ্ঞানের অভাব, সংশয়জ্ঞান, কিংবা বিপরীতজ্ঞান (ভ্রম) বলিয়া স্বীকার কর, সকলপ্রকারেই সেই অজ্ঞান কেবল জ্ঞান দ্বারাই নিবর্তনীয়; কিন্তু কর্মদ্বারা নহে; কারণ, যথোক্তপ্রকার অজ্ঞানের কোনটীর সঙ্গেই কর্মের বিরোধ নাই। ৯

যদি বল, কর্মে যে, অজ্ঞান-নিবৃত্তি করে, ইহা অন্যত্র দৃষ্ট না থাকিলেও, নিত্যকর্মের সেরূপ শক্তি কল্পনা করিব; না, সেরূপ কল্পনাও করিতে পার না; কারণ, জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি যখন লোকপ্রসিদ্ধ এবং অনুভবগম্যও বটে, তখন অদৃষ্টভূত নিবৃত্তি-সাধন কল্পনা করা সমুচিত হয় না। উদাহরণ—

যেমন 'ব্রীহীন্ অবহন্তি' এই শ্রুতিতে যাহে মুষল প্রহারের বিধান আছে; সেখানে যেমন বাক্যের তুষনিবৃত্তিরূপ দৃষ্টফল সত্ত্বে, মুষল-প্রহারের আর অদৃষ্ট ফল কল্পনা করা হয় না, (তেমনি এখানেও অজ্ঞাননিবৃত্তিকে অদৃষ্টফল বলিয়া কল্পনা করিতে পার না)। জ্ঞান যে, অজ্ঞানের বিরোধী, এ কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। আর 'বিদ্যাপ্রভাবে (জ্ঞানদ্বারা) দেবলোক লাভ হয়' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যানুসারে জানা যায় যে, যে সমস্ত জ্ঞান কর্মের নিশ্চিত বিরুদ্ধ নহে, সে সমস্ত জ্ঞান বা উপাসনা দ্বারা দেবলোকরূপ (স্বর্গলোক) ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১০

আরও এক কথা, নিত্য কর্মের যদি ফলকল্পনাই করিতে হয়, তাহা হইলে যাহা কর্মের সহিত বিরুদ্ধ—অর্থাৎ যাহা কখনও দ্রব্য, গুণ বা কর্ম হইতে উৎপন্ন না হয়, যে বিষয়ে কস্মিন্‌কালেও কর্মের উৎপাদন সামর্থ্য পরিদৃষ্ট হয় নাই, তাহাই কল্পনা করা উচিত? অথবা, যে বিষয়ে কর্মের সামর্থ্য দৃষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ যে ফল কর্মের বিরুদ্ধ নয়, সেইরূপ ফল কল্পনা করাই উচিত? বলা বাহুল্য যে, অবিরুদ্ধ ফল কল্পনা করাই যুক্তি সঙ্গত। কর্মানুষ্ঠানে লোকের প্রবৃত্তি সমুৎপাদনের জন্য যদি কর্মের ফল কল্পনা করিতেই হয়, তাহা হইলেও মোক্ষ কিংবা মোক্ষ প্রতিবন্ধক অজ্ঞাননিবৃত্তিকে কল্পনা করিতে পার না; কারণ, তোমার অভিমত শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণটী কর্মের অবিরুদ্ধ ফল কল্পনা করিয়াই চরিতার্থ (পরিসমাপ্ত) হইয়াছে; [সুতরাং তাহার অনুরোধেও কর্মবিরোধী মোক্ষফল কল্পনা করা যাইতে পারে না।] কারণ, উহাদের সহিত কর্মের কোনরূপ বিরোধ নাই, এবং উৎপত্ত্যাদি বিষয়েই কর্মের সামর্থ্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ, (যথোক্ত বিষয় নহে)। ১১

যদি বল, পারিশেষ্য নিয়মানুসারে মোক্ষফল কল্পনা করিব;—সমস্ত কর্ম হইতেই সমস্ত ফল উৎপন্ন হইতে পারে; তন্মধ্যে যে সমস্ত বিষয় অন্যান্য কর্মের ফলরূপে ব্যবস্থিত আছে, নিত্যকর্মের সম্বন্ধেও সেই সমস্ত ফলই কল্পনা করা সঙ্গত হয় না; মোক্ষই একমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; বেদবিদ্ লোকমাত্রেরই মোক্ষফল বিশেষ প্রিয়; সুতরাং তাহাই নিত্যকর্মের ফলরূপে কল্পনা করিতে হইবে। না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, কর্মের ফল যখন ব্যক্তিগত ভাবে অনন্ত বা অসংখ্য, তখন তৎসম্বন্ধে পারিশেষ্যন্যায় প্রযোজ্যই হইতে পারে না। দেখ, যে লোক সর্বজ্ঞ নয়, এমন কোন লোকই বিভিন্ন পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছানুযায়ী কর্মফলের, অথবা তৎসাধন

কর্ম্মসমূহের কিংবা পুরুষগত বিভিন্নপ্রকার ইচ্ছার ইয়ত্তা বা পরিমাণ অব-ধারণ করিতে সমর্থ হয় না ;" কেন না, যে সমস্ত দেশ কালাদিরূপ নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া কর্ম ও তৎফলের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, প্রথমতঃ সে সমু-দয়ের একটা স্থিরতা নাই ; তাহার পর, যে বিষয়ে লোকের অভিরুচি থাকে, সেই বিষয়ে ও তৎসাধনোদ্দেশে লোকের ইচ্ছা হইয়া থাকে ; প্রত্যেক প্রাণীতে বিভিন্নপ্রকার রুচি অনুসারে ইচ্ছারও পার্থক্য হইয়া থাকে ; কাজেই ফল ও ফলসাধনকর্ম্মের আনন্ত্য সিদ্ধ হইতেছে ; আনন্ত্য নিবন্ধনই তাহার পরিমাণ বা সংখ্যা পুরুষ-পরিগণনার বিষয় হইতে পারে না ; ফল ও তৎসাধনেরই যদি পরিমাণ অবধারিত না হইল, তবে আর মোক্ষ-ফলে পারিশেষ্য সিদ্ধি হইবে কি প্রকারে ? । ১২

যদি বল, কর্ম্মফলের ব্যক্তিগত পরিমাণ নিশ্চিত না থাকিলেও তাহার জাতিগত পরিমাণ ধরিয়া পারিশেষ্য নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় ; অভিপ্রায় এই যে, ইচ্ছার বিষয় (কর্ম্মফল) ও তৎসাধন সমূহ অনন্ত হইলেও, সকলেই কর্ম্মফলের জাতিটী তুল্য বা সমানভাবে আছে ; [সুতরাং কর্ম্মফলস্বরূপে সমস্ত বিষয়ই পরিগণিত হইয়াছে,] একমাত্র মোক্ষই অবশিষ্ট রহিয়াছে, কারণ, উহা অপর কোনও কর্ম্মের ফলরূপে কল্পিত হয় নাই ; অতএব অবশিষ্ট থাকায় (পারিশেষ্য নিয়মানুসারে) মোক্ষকেই নিত্যকর্ম্মের ফলরূপে কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত হইতেছে। না—তাহাকেও নিত্যকর্ম্মের ফল বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাও কর্ম্মফলেরই সজাতীয় হওয়া উচিত ; সুতরাং এমতেও পারিশেষ্য সিদ্ধ হয় না। অতএব প্রকারান্তরেও যখন নিত্যকর্ম্মের সাফল্য রক্ষা করিতে পারা যায়, তখন তাহাতেই 'শ্রুতার্থাপত্তি' চরিতার্থতা লাভ করিবে, অর্থাৎ উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কার, এই চতুর্বিধ ফলের যে কোন একটী ফল নিত্য কর্ম্মের সম্বন্ধেও সম্ভবপর হইতে পারে ; (১) সুতরাং শ্রুতার্থাপত্তির ও সার্থকতা রক্ষা হইতেছে। ১৩

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ কর্ম্মের (ক্রিয়ার) ফল চারিপ্রকার—(১) উৎপত্তি, (২) প্রাপ্তি, (৩) বিকার ও (৪) সংস্কার ; তন্মধ্যে অবিদ্যমান পদার্থকে জন্মান—উৎপত্তি, অন্যের পদার্থের সহিত সংযোগ সাধন করা—প্রাপ্তি ; একরূপ বস্তুকে অন্যরূপে পরিণত করা,—বিকার ; আর বিদ্যমান বস্তুর দোষাপনয়ন বা গুণোৎপাদনের নাম—সংস্কার। ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, নিত্য কর্ম্মও যখন ক্রিয়া, তখন তাহা হইতেও যে ফল হইবে, নিশ্চয়ই তাহা উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার বা সংস্কার, ইহার কোন একটি হইবে ; সুতরাং নিত্যাতিরিক্ত-বিষয়ক ন্যায়ের বিফলতা হইতেছে না ; এবং 'শ্রুতার্থাপত্তি' প্রমাণানুসারে যে, একটা

যদি বল, মোক্ষই উক্ত চতুর্বিধ ফলের অন্যতম ফল; না, তাহা বলিতে পার না; কেননা, মোক্ষ যখন নিত্য, তখন উহা উৎপাদ্য হইতে পারে না; এইজন্যই উহা বিকার্য্য (বিকৃত হইবার যোগ্য) নহে, এবং সংস্কার্য্যও হইতে পারে না; যাহা ক্রিয়াসাধ্য দ্রব্য, তাহারই সংস্কার হইতে পারে, যেমন যজ্ঞীয় পাত্র ও ঘৃতাদি দ্রব্য জলপ্রোক্ষণাদির দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন হয়; ইহাত তেমন নহে; যজ্ঞীয় যূপাদির ন্যায় সংস্কারার্হও নহে; কাজেই মোক্ষকে অবশিষ্ট প্রাপ্য ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়; না—মোক্ষ প্রাপ্যও হইতে পারে না; কারণ, উহা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ, এবং অভিন্নাত্মক। যদি বল, নিত্য কর্মগুলি যখন অপরাপর কর্ম অপেক্ষা ভিন্নপ্রকৃতি, তখন তাহার ফলেও কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকা অনুচিত নহে; না—সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, কর্মত্ব ধর্ম যখন সকল কর্মেরই সমান, তখন অপরাপর কর্মফলের তুল্যস্বভাব ফলই বা হয় না কেন? যদি বল, নিত্য কর্মরূপ নিমিত্ত বা কারণের বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন তাহার ফলেও বৈলক্ষণ্য হওয়াই ন্যায্য; আমরা বলি, না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, 'ক্ষামবতী' কর্মের (যাগের) সঙ্গে ইহার যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে,—যেমন গৃহদাহাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে পর, 'ক্ষামবতী' নামক ইষ্টি (যাগ) করিতে হয়। যেমন—'যজ্ঞপাত্র ভাঙ্গিলে হোম করিবে', 'স্রুব হইলে ফাট ধরিলে) হোম করিবে' ইত্যাদি. এই জাতীয় নৈমিত্তিক কর্মের স্থলে যেমন কেহই মোক্ষফল কল্পনা করে না; তেমনি নিত্যকর্ম-গুলিও যাবজ্জীবন বিহিত বলিয়া নৈমিত্তিক কর্মের তুল্যরূপ; সুতরাং তাহারও ফল মোক্ষ হইতে পারে না। ১৪

অপিচ, কোনপ্রকার রূপ দেখিতে হইলে আলোকের আবশ্যক হয়; আলোকই সকলের পক্ষে রূপ দর্শনের সাধারণ উপায়; কিন্তু পেচক প্রভৃতি কতগুলি প্রাণী আছে, যাহারা আলোকের সাহায্যে রূপ দর্শন করে না; কারণ পেচকাদির চক্ষু আর অপর প্রাণিগণের চক্ষু একপ্রকার নয়,—উহাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে; বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়াই রূপ গ্রহণ করে না বলিয়াই যে, পেচকাদির চক্ষু রসাদি গুণ গ্রহণ করে, এরূপ ত কল্পনা করিতে পারা যায় না; কারণ, রসাদি-গ্রহণ বিষয়ে চক্ষুর সামর্থ্য কোথাও দেখিতে পাওয়া

কর্ম-কল্পনার আবশ্যক হইয়াছিল, তাহাও হইল; সুতরাং এই ভাবে অর্থাপত্তির বাধাও হইল না।

যায় নাই ; অতএব কল্পনার সাহায্যে যতদূরই যাওয়া যাউক না কেন, যাহার যে বিষয়ে সামর্থ্য বা কার্য্যকরিতা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সেই বিষয়েই কোনপ্রকার বিশেষ শক্তি কল্পনা করিতে হইবে, (অভিনব কল্পনা করিলে চলিবে না)। ১৫

আরো যে, বলিয়াছ—দধি ও বিষ যেরূপ বিদ্যা, মন্ত্র ও শর্করাদি সহযোগে অন্যপ্রকার ফল প্রদান করে, তদ্রূপ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্য কর্ম্ম-গুলিও স্বতন্ত্র ফল প্রদান করিবে। ভাল, স্বতন্ত্র ফল প্রদান করে, করুক ; উহা যদি ইপ্সিত ফল হয়, তাহাতে কোন বিরোধ নাই ; নিষ্কাম কর্ম্ম বিদ্যা বা উপাসনা সহযোগে অনুষ্ঠিত হইয়া বিশিষ্ট ফল জন্মাইলেও কোন ক্ষতি নাই ; কারণ, শাস্ত্রে দেবযাজী (দেবতার উপাসক) ও আত্মযাজী (আত্মার উপাসক), এতদুভয়ের মধ্যে আত্মযাজীর শ্রেষ্ঠতা উক্ত আছে ; যথা, 'দেবযাজী অপেক্ষা আত্মযাজী শ্রেষ্ঠ', এবং 'বিদ্যাসহকারে যাহা করে, তাহাই উত্তম' ইত্যাদি। ১৬

তবে মনু যে, পরমাত্মদর্শন বিষয়ে "সংপশ্যন্ আত্মযাজী" এই বাক্যে 'আত্মযাজী' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অর্থ—সর্ব্বভূতে সমতা দর্শন করিলে 'আত্মযাজী' হয় ; অথবা ভূতপূর্ব্ব গতি অনুসারে অর্থাৎ সাধকের পূর্ব্বা-বস্থা ধরিয়া লইলেও এরূপ অর্থ করা যাইতে পারা যায় যে, যিনি আত্মশুদ্ধির জন্য নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, (তিনি আত্মযাজী) ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন 'এই নিত্যকর্ম্ম দ্বারা আমার অঙ্গ সংস্কৃত (বিশোধিত) হইতেছে', এবং স্মৃতি-শাস্ত্রও 'গর্ভাধান সংস্কার দ্বারা' ইত্যাদি প্রকরণে, দেহেন্দ্রিয়াদি সংস্কারের জন্যই নিত্যকর্ম্মের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছে। ঐরূপে সংস্কৃত বা পরিশোধিত হইয়া, যে আত্মযাজী সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলেই সর্ব্বত্র সমদর্শন করিতে সমর্থ হন, তাঁহার ইহ জন্মেই হউক বা পর জন্মেই হউক, সর্ব্ববিধ বৈষম্যবর্জ্জিত আত্মদর্শন সম্পন্ন হইয়া থাকে ; ঐরূপ সমদর্শন করিলেই স্বারাজ্য (মুক্তি) লাভের অধিকারী হয়। জ্ঞানসহযোগে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম্ম যে, আত্মজ্ঞান-লাভের উপায় বা সাধন, এই অভিপ্রায় প্রকাশনার্থই ভূতপূর্ব্ব গতি (যাহা পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, সেই অবস্থা) অবলম্বন করিয়াও 'আত্মযাজী' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ১৭

আরও এক কথা,—'মনীষিগণ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মা, বিশ্বস্রষ্টা, ধর্ম্ম (যম), মহান্ (মহৎ-তত্ত্বাভিমানী হিরণ্যগর্ভ) ও অব্যক্ত (প্রকৃতি অর্থাৎ

তদভিমানী ?), ইহারা সকলে সাত্ত্বিক কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফল', 'এবং নিষ্কাম কর্ম্মে পঞ্চভূত প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যগুলি ইন্দ্রাদি-দেবতাবাদি প্রাপ্তি ছাড়া পঞ্চভূতে বিনিবেশকেও নিষ্কাম কর্ম্মের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'ভূতানি অপ্যেতি'র স্থলে, যাহারা 'ভূতানি অত্যেতি' পাঠ পরিকল্পনা করিয়া কর্ম্ম হইতে মুক্তিফল প্রাপ্তির সমর্থন করেন; বুঝিতে হইবে, বেদবিষয়ে তাহাদের বুদ্ধি বড় অল্প; সুতরাং তাহাদের অল্পবুদ্ধি-প্রসূত অসৎ কল্পনাও দোষাবহ বলিয়া গ্রাহ্য নহে (উপেক্ষণীয়)। আর এই 'ভূতাপ্যয়' বাক্যটা যে, অর্থবাদ—নিরর্থক বাক্য, তাহাও নহে; কারণ, যে অধ্যায়ে এই বচনটা সন্নিবিষ্ট আছে, সেই অধ্যায়ে দুইটা মাত্র বিষয়ের উল্লেখ আছে—একটা হইতেছে কর্ম্মফলের শেষ সীমা—ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি, আর অপরটী হইতেছে কর্ম্মরহিত আত্মজ্ঞান; সুতরাং উক্ত দুইটী বিষয় যথাক্রমে কর্ম্মকাণ্ড ও উপনিষদুক্ত বিষয়ের সহিত তুল্য এবং অবিরুদ্ধ। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায়, এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের সেবা করায় স্থাবর, কুক্কুর ও শূকরাদি যোনিতে দেহধারণ করিতে হয়, (১) এবং বান্তভোজী একপ্রকার প্রেতদেহও দেখিতে পাওয়া যায়; [সুতরাং ঐ সমস্ত বাক্যকে 'অর্থবাদ' বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারা যায় না]। ১৮

বিশেষতঃ শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ছাড়া অন্যপ্রকার বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম কোথাও জানিতে পারা যায় না, যে সকলের অকরণে ও করণে প্রেত-শূকরাদিভাবপ্রাপ্তিরূপ কর্ম্মফল প্রত্যক্ষতঃ বা অনুমানের সাহায্যে অনুভব করিতে পারা যায়। আর উক্ত প্রেত শূকরাদি

---

(১) "অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্। প্রসক্তশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু নরঃ পতনমৃচ্ছতি।" অর্থাৎ মনুষ্যগণ শাস্ত্রবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম (সন্ধ্যাদি) না করিলে, নিষিদ্ধ কর্ম্ম (সুরাপান প্রভৃতি) করিলে এবং ইন্দ্রিয়-সংযম না করিলে অধোগামী হয়। মনু তাহার ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন—"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ। বাচিকৈঃ পক্ষি-মৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্। শ্বসূকরখরোষ্ট্রাণাং গোজাবি-মৃগপক্ষিণাম্। চণ্ডাল-পুক্কসানাঞ্চ ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি।" অর্থাৎ কেবল শরীরমাত্র-নিষ্পাদ্য অসৎকর্ম্ম দ্বারা স্থাবরত্ব (বৃক্ষ পাষাণাদি দেহ) প্রাপ্ত হয়; বাচিক পাপদ্বারা—পশুপক্ষ্যাদি প্রাপ্ত হয়, এবং মানসিক পাপদ্বারা চণ্ডালাদি অন্ত্যজাতি প্রাপ্ত হয়; বিশেষতঃ, ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি কুক্কুর, শূকর, গর্দ্দভ, গো, অজ, মেষ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল পুক্কস (নিকৃষ্ট জাতি) জাতি প্রাপ্ত হয়।

আর যে, কর্মফলই নাই, একথাও কেহ স্বীকার করে না; অতএব উক্ত শ্রেষ্ঠ, পশুপতি ও স্থাবরাদিভাব যেরূপ বিহিত কর্মের অকরণ ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম আচরণের ফল, উৎকৃষ্ট ব্রহ্মাদিপদ-প্রাপ্তিকেও ঠিক তদ্রূপ কর্মফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই কারণেই 'তিনি আপনার বপা (হৃদয়ের মেদ) কাটিয়া দিয়াছিলেন', এবং 'তিনি রোদন করিয়াছিলেন' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় উক্ত "ভূতানি অপোহতি পক্ষ বৈ" ইত্যাদি বাক্যকেও অযথার্থ-বাদী অর্থবাদ বলিতে পারা যায় না। ১৯

যদি বল, এখানে যদি অভূতার্থবাদ না হয়, তবে কর্ম-বিপাকপ্রকরণোক্ত কথাগুলিও অভূতার্থবাদ (অসত্যবাদ) না হউক? ভাল কথা,—না হয়, না হউক; তবু সে কথায় ত আর অন্যত্র যুক্তির বাধা হইতে পারে না, কিম্বা আমাদের অবলম্বিত পক্ষেরও (সিদ্ধান্তেরও) কোন দোষ হইতে পারে না। তাহার পর, "ব্রহ্মা বিশ্বসৃজঃ" ইত্যাদি বাক্যোক্ত ব্রহ্মাদিভাব প্রাপ্তিকে কাম্য কর্মের ফল বলিয়াও কল্পনা করিতে পারা যায় না; কেন না, সেখানে বৈশ্বসৃষ্টিই সেই কাম্য কর্মের ফল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; অতএব বলিতে হইবে যে, যাহারা সাভিসন্ধি—কর্মফলের অভিলাষী, তাহাদের অনুষ্ঠিত নিত্য কর্ম ও সর্বমেধ-অশ্বমেধাদি কর্মের ফল হয়—ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি প্রভৃতি, আর যাহারা ফলাভিলাষরহিত—কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য নিত্যকর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাদের সেই সমস্ত নিত্যকর্ম হইতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়; কারণ, স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—'নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরকে ব্রহ্মোপলব্ধির যোগ্য করিয়া থাকেন' ইত্যাদি; সেই সমস্ত নিত্য কর্মও পরম্পরা সম্বন্ধে মুক্তিলাভেরই সাহায্য করিয়া থাকে; এই জন্য সে সমুদয় কর্মকেও 'মুক্তি-সাধন' বলিলে কোনও বিরোধ হয় না; ইহাই যে, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে জনকের আখ্যায়িকা উপলক্ষে প্রদর্শন করিব। ২০

আর যে, বিষ ও দধি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়াছ, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং সে বিষয়ে কোনও বিরোধ বা বিসংবাদ নাই; কিন্তু যাহা একমাত্র শব্দগম্য বিষয়, সে বিষয়ে তৎ-প্রতিপাদক স্পষ্ট শব্দ না থাকিলে, কেবল বিষ ও দধ্যাদির তুলনায় অলৌকিক সামর্থ্য কল্পনা করিতে পারা যায় না। যে বিষয়ে বিরুদ্ধ প্রমাণান্তর রহিয়াছে, সেরূপ বিষয়ে কখনও শ্রুতির প্রামাণ্য কল্পনা করা যায় না; যেমন—

'অগ্নি শীতল ও ক্লেদ জনক' ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, যেরূপ অর্থ-বিশেষে শ্রুতির তাৎপর্য্য স্পষ্টতঃ অবধারিত হয়, সেরূপ অর্থ প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, সে সমুদয় প্রমাণকে প্রমাণাভাস (যাহা আপাততঃ প্রমাণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক প্রমাণ নহে,) বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন—খদ্যোতকে (জোনাকি পোকাকে) অগ্নি বলিয়া মনে করা হয়, এবং আকাশকে তল ও মলিন বলিয়া বোধ হয়; এই জাতীয় যে, অজ্ঞজনের প্রত্যক্ষ, তাহা অনুভবাত্মক হইলেও তদ্বিষয়ে যখন অপরাপর প্রমাণের সত্যতা বা অভ্রান্ততা স্থিরতর রহিয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্তপ্রকার অজ্ঞজনের প্রত্যক্ষটী নিশ্চয়াত্মক হইলেও প্রমাণান্তর দ্বারা আভাসীকৃত (অপ্রমাণীকৃত) হইয়া থাকে; অতএব বেদের প্রামাণ্য যখন অব্যভিচারী—অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তখন যে বাক্যের যেরূপ তাৎপর্য্য নির্ণীত হয়, তাহা সেইরূপ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, সেখানে মানুষের বুদ্ধিকৌশল কাজে লাগে না। লোকের বুদ্ধিকৌশল প্রভাবে স্বয়ং প্রকাশমান সূর্য্যের প্রকাশ যেমন ব্যাহত হয় না, তেমনি লোকবুদ্ধির কল্পনাকৌশলে বেদবাক্যেরও অর্থান্তর সিদ্ধ হয় না। অতএব কোন কর্ম্মই যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষসাধন নহে, ইহা প্রমাণিত হইল। অতএব কর্ম্মফল যে, সংসারের অতিরিক্ত নহে, পরন্তু সংসারেরই অন্তর্গত, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই এই পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ (পরিচ্ছেদ) আরব্ধ হইতেছে।—

অথ হৈনং ভুজ্যুর্লাহ্যায়নিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ। মদ্রেষু চরকাঃ পর্য্যব্রজাম, তে পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহানৈম; তস্যাসীদ্দুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা, তমপৃচ্ছাম—কোঽসীতি, সোঽব্রবীৎ সুধন্বাঽঽঙ্গিরস ইতি, তং যদা লোকানামন্তানপৃচ্ছামাথৈনমব্রূম—ক পারিক্ষিতা অভবন্নিতি ক পারিক্ষিতা অভবন্, স ত্বা পৃচ্ছামি যাজ্ঞবল্ক্য ক পারিক্ষিতা অভবন্নিতি ॥১৩৬॥১॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (আর্ত্তভাগস্য বিরামানন্তরম্), ভুজ্যুঃ (তন্নামকঃ) লাহ্যায়নিঃ (লহস্য অপত্যম্ লাহ্যঃ, তস্যাপত্যং লাহ্যায়নিঃ) পপ্রচ্ছ (প্রষ্টুং প্রবৃত্তে); [প্রবৃত্তশ্চ] হে যাজ্ঞবল্ক্য ইতি [সম্বোধয়ন্] উবাচ (উক্তবান্) হ—[বয়ং কদাচিৎ] চরকাঃ (অধ্যয়নার্থং ব্রতাচরণপরাঃ সন্তঃ) মদ্রেষু (মদ্রদেশে) পর্য্যব্রজাম (পর্য্যটনপরাঃ অভূম); তে (বয়ং)

কাপ্যস্য (কপিগোত্রস্য) পতঞ্চলস্য (পতঞ্চলনাম্নঃ গৃহস্থস্য) গৃহান্ (ভবনং) ঐম (গতবন্তঃ); তস্য (পতঞ্চলস্য) দুহিতা (কন্যা) গন্ধর্ব্বগৃহীতা (গন্ধর্ব্বো নাম দেবযোনিবিশেষঃ, তেন আবিষ্টা) আসীৎ; তং (গন্ধর্ব্বং) অপৃচ্ছাম (পৃষ্টবন্তঃ)—কঃ অসি (ত্বং কিন্নামা কিংস্বরূপশ্চ অসি)? ইতি। সঃ (এবং পৃষ্টঃ গন্ধর্ব্বঃ) অব্রবীৎ (উক্তবান্)—আঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরোগোত্রোৎপন্নঃ) সুধন্বা (সুধন্বনামা) [অস্মি] ইতি। তং (গন্ধর্ব্বং) যদা লোকানাং (ভুবনানাং) অন্তান্ (অবসানানি—সীমানঃ) অপৃচ্ছাম, অথ (তদা) এনং (গন্ধর্ব্বং) অব্রূম (পৃষ্টবন্তঃ বয়ম্); [কিম্?] পারিক্ষিতাঃ (পরিতোহক্ষিতং ক্ষীয়তে যেন, স পরিক্ষিৎ—অশ্বমেধঃ, তদ্যাজিনঃ—পারিক্ষিতাঃ) ক (কুত্র) অভবন্, পারিক্ষিতাঃ ক অভবন্ ইতি। হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ (গন্ধর্ব্বাৎ লব্ধনির্ণয়ঃ অহং) ত্বা (ত্বাং) পৃচ্ছামি—পারিক্ষিতাঃ ক অভবন্? ইতি ॥ ১৬৬ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। জারৎকারব আর্ত্তভাগ প্রশ্ন হইতে বিরত হইলে পর, লহ্যপুত্র ভুজ্যু যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা অধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাচরণ পরায়ণ হইয়া মদ্রদেশে পর্য্যটন করিয়াছিলাম; সেই সময়ে একদা কপিবংশীয় পতঞ্চলনামক গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম; তাহার একটী কন্যা গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক আবিষ্টা ছিল; আমরা সেই গন্ধর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তুমি কে? সে বলিল, অঙ্গিরা বংশে আমার জন্ম, নাম সুধন্বা। আমরা তাহাকে যখন ভুবনকোশের (ব্রহ্মাণ্ডের) অবসান বা সীমা সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল? পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল? হে যাজ্ঞবল্ক্য, তোমাকেও জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, সেই পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল? [অভিপ্রায় এই যে, প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আমরা গন্ধর্ব্বের নিকট হইতেই জানিয়াছি; সুতরাং এ বিষয়ে তুমি আমাদিগকে ভুল বুঝাইয়া পার পাইবে না]। ১৬৬। ১।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অথানন্তরম্ উপরতে জারৎকারবে, ভুজ্যুরিতি নামতঃ, লহ্যস্যাপত্যং লাহ্যঃ, তস্যাপত্যং লাহ্যায়নিঃ পপ্রচ্ছ—যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ—আদাবুক্তমশ্বমেধদর্শনম্; সমষ্টিব্যষ্টিফলশ্চ অশ্বমেধক্রতুঃ "জান-

দিব্যেভ্যো সর্বেভ্যঃ সকাশাদিত্যেতৎ। একত্র জায়াভাবে তজ্জায়ামধঃস্থিতা স্ত্রিয়ৈব-প্রতিজ্ঞাবাদিত্বেত্যয়ং—অত্র ইতি। এতাবত্যেবাস্থা এতাবানেব যজ্ঞঃ—সোহং-হমিতি। অথবা তাবৎ ক পারিক্ষিতা অভবন্নিত্যাভির্দ্বাভ্যামর্থো। দ্বিতীয়া তদপুন-পপ্রতিবচনার্থা। যো হি ক পারিক্ষিতা অভবন্নিতি এবো যজ্ঞঃ প্রতি ভুজ্যত অত্যাজিং সর্বং লোকসম্যগ্‌ব্রবীদিতি তত্র বিষয়াত্বে। তৃতীয়া তু যুদি প্রতি প্রশ্নার্থেতি বিভাগঃ। ১০৬॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতির 'অথ' অর্থ—অনন্তর, অর্থাৎ জারৎকারব আর্তভাগ প্রশ্ন হইতে বিরত হইলে পর, ভুজ্যুনামক লাহ্যায়নি—লহ্যের পুত্র—লাহ্য, তাহার পুত্র—লাহ্যায়নি যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে; অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল দ্বিবিধ—সমষ্টি ও ব্যষ্টি, অর্থাৎ অনুষ্ঠানবিশেষে সমস্ত ফলও হয়, আবার অনুষ্ঠানবিশেষে পৃথক্ পৃথক্ ফলও হয়। জ্ঞান সহকারেই অনুষ্ঠিত হউক, কিংবা কেবল জ্ঞানদ্বারাই সম্পাদিত হউক, অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতেছে সমস্ত কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম; স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, 'ভ্রূণহত্যার বেশী পাপ নাই, আর অশ্বমেধ অপেক্ষা পুণ্য নাই'; লোকে অশ্বমেধদ্বারা সমষ্টি ও ব্যষ্টি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত যে সমস্ত বিষয় প্রতীতিগোচর হয়, সে সমস্ত বিষয় হইতেছে অশ্বমেধের ব্যষ্টি ফল।১

[অতঃপর সমষ্টি ফলের কথা বলা হইতেছে।] পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'মৃত্যু ইহার আত্মা হয়, তিনি এই সমুদয় দেবতার অন্যতম হন' ইত্যাদি। অশনায়ালক্ষণ অর্থাৎ সংহারাত্মক মৃত্যুই সমষ্টি-বুদ্ধিগণ প্রথমোৎপন্ন পুরুষ; বায়ু, সূত্রাত্মা, সত্য ও হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি তাহার নামান্তর; সমস্ত দ্বৈতজগৎ যাঁহা হইতে অপৃথক্ বা যদাত্মক, যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সূক্ষ্মদেহ-সমষ্টিতে অভিব্যক্ত ও অমূর্ত্ত রস অর্থাৎ সূক্ষ্ম পদার্থের সারভূত ও সর্ব্বভূতের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মনিচয় যাহাতে আশ্রিত, এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মাঙ্গ-বিজ্ঞানের (উপাসনার) যিনি চরম ফল, দৃশ্যমান জগৎসমষ্টি তাঁহারই ভোগ্য বিষয়। সেই সমষ্টিভূত হিরণ্যগর্ভের ভোগ্য বিষয়ের পরিমাণ ও সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী বিস্তারই বা কত, এখন তাহা বলা আবশ্যক; তাহা বলিলেই ফলে ফলে জীবের বন্ধন-ক্ষেত্র সমস্ত সংসারের পরিমাণও উক্ত হইয়া যাইবে। সমষ্টি ও ব্যষ্টি ফলাত্মক আত্মজ্ঞানের অলৌকিকতা জ্ঞাপনের জন্য প্রশ্নকর্ত্তা আত্মবৃত্তান্তঘটিত একটী আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন; তিনি মনে করিতেছেন যে, এই প্রশ্নদ্বারাই প্রতিবাদী যাজ্ঞবল্ক্যের বুদ্ধিভ্রম সমুৎপাদন করিব।২

মদ্র একটী প্রসিদ্ধ দেশ; আমরা এক সময় সেই দেশে অধ্যয়নার্থ 'চরক' হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতপরায়ণ হইয়া; অথবা অধ্বর্য্যুরূপে (যজুর্বেদবিদ্রূপে) পর্য্যটন করিতেছিলাম; [সেই সময় আমরা] কপিবংশীয় পতঞ্চলনামক গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম; পতঞ্চলের একটী কন্যা গন্ধর্ব্বগৃহীতা—গন্ধর্ব্ব অর্থ—মনুষ্যেতর জীব, তৎকর্তৃক আবিষ্টা (আক্রান্তা) ছিল। এখানে গন্ধর্ব্বটীর যাদৃশবিশিষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এখানে গন্ধর্ব্ব অর্থ—গৃহস্থের উপাস্য অগ্নিরূপী ঋত্বিক্ কিংবা দেবতাবিশেষ; তাহা না হইলে, সাধারণ একটা প্রাণিমাত্রের এরূপ বিশেষ জ্ঞান থাকা সম্ভব হইতে পারে না। আমরা সকলে তাহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তুমি কে?—তোমার নাম কি? এবং পরিচয় কি? তিনি বলিলেন—আমার নাম সুধন্বা, অঙ্গিরার বংশে জন্ম। আমরা যখন তাহাকে ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত—শেষসীমা সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, তখন সেই গন্ধর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কি প্রকার? না, পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল?

প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে, সেই গন্ধর্ব্ব আমাদিগকে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন; আমি এইরূপ দিব্য পুরুষের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছি; কিন্তু তুমি তাহা পার নাই; অতএব নিশ্চয়ই তুমি পরাজিত হইবে। হে যাজ্ঞবল্ক্য, গন্ধর্ব্ব হইতে লব্ধোপদেশ ও বিদ্যাসম্পন্ন সেই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল, তাহা তুমি জান কি? হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—বল দেখি, পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল? ॥১৬৬॥১॥

স হোবাচোবাচ বৈ সোঽগচ্ছন্ বৈ তে তদ্যত্রাশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীতি, ক ন্বশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীতি? দ্বাত্রিংশতং বৈ দেবরথাহ্ন্যান্যয়ং লোকস্তং সমন্তং পৃথিবী দ্বিস্তাবৎ পর্য্যেতি, তাং সমন্তং পৃথিবীং দ্বিস্তাবৎ সমুদ্রঃ পর্য্যেতি, তদ্যাবতী ক্ষুরস্য ধারা যাবদ্বা মক্ষিকায়াঃ পত্রম্, তাবানন্তরেণাকাশস্তানিন্দ্রঃ সুপর্ণো ভূত্বা বায়বে প্রাযচ্ছৎ, তান্ বায়ুরাত্মনি ধিত্বা তত্রাগময়দ্ যত্রাশ্বমেধযাজিনোঽভবন্নিত্যেবমিব বৈ স বায়ুমেব প্রশশংস,

তস্মাদ্বায়ুরেব ব্যষ্টির্বায়ুঃ সমষ্টিরপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি য এবং বেদ, ততো হ ভুজ্যুর্লাহ্যায়নিরুপররাম ॥১৬॥২॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ । ৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (এবং পৃষ্টঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—সঃ (ভুজ্যুপৃষ্টঃ গন্ধর্ব্বঃ) উবাচ (উক্তবান্, বৈ; (বৈ-শব্দঃ স্মরণার্থঃ), যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্ববচনেন ভুজ্যুং গন্ধর্ব্বোক্তিং স্মারয়তীত্যর্থঃ);—তে (পারিক্ষিতাঃ) তৎ (তত্র) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) অগচ্ছন্; [কুত্র ? | যত্র স্থানে) অশ্বমেধযাজিনঃ (অশ্বমেধ-যজ্ঞকর্ত্তারঃ) গচ্ছন্তি—ইতি। [ভুজ্যুঃ পুনরাহ—] ক্ব তো যাজ্ঞবল্ক্য, অশ্বমেধযাজিনঃ ক (কুত্র) গচ্ছন্তি ? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অয়ং (অস্মদ্-গোচরঃ) লোকঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) দ্বাত্রিংশতং দেবরথাহ্ন্যানি (দেবস্য সবিতুঃ আহ্নিক্যা গত্যা যাবৎ স্থানং পরিচ্ছিদ্যতে, তৎ দেবরথাহ্ন্যম্, তদেব দ্বাত্রিংশদ্-গুণিতং সৎ দেবরথাহ্ন্যানি, তৎপরিমিতঃ অয়ং লোক ইত্যর্থঃ; পৃথিবী তং লোকং সমন্তং (সমন্তাৎ) দ্বিঃ (তদ্‌দ্বৈগুণ্যেন) পর্য্যেতি (ব্যাপ্নোতি); সমুদ্রঃ তাবৎ তাং পৃথিবীং সমন্তং দ্বিঃ (তদ্‌দ্বৈগুণ্যেন) পর্য্যেতি (পরিগতঃ)। [অধুনা যেন বিবরেণ অশ্বমেধযাজিনঃ বহির্নিগচ্ছন্তি, তদণ্ড-কপালয়োঃ বিবরপরিমাণমুচ্যতে—] তৎ (তত্র) ক্ষুরস্য ধারা (প্রান্তভাগঃ) যাবতী (যাবৎপরিমাণা সূক্ষ্মা), মক্ষিকায়াঃ পত্রং (পক্ষপত্রং) বা যাবৎ, অন্তরেণ (অণ্ডকপালয়োর্মধ্যে), তাবান্ তাবৎপরিমাণঃ) আকাশঃ (ছিদ্রং অস্তি); [তেন ছিদ্রেণ প্রাণান্ পারিক্ষিতান্] ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বরঃ) সুপর্ণঃ (পক্ষী) ভূত্বা বায়বে প্রাযচ্ছৎ (দত্তবান্); বায়ুঃ তান্ (পরমেশ্বরার্পিতান্) আত্মনি ধিত্বা (সংস্থাপ্য) তত্র অগময়ৎ, যত্র অশ্বমেধযাজিনঃ অভবন্ (স্থিতাঃ), ইতি—এবম্ ইব সঃ (গন্ধর্ব্বঃ) বায়ুম্ এব প্রশশংস; তস্মাৎ (গন্ধর্ব্বপ্রশংসনাৎ হেতোঃ) বায়ুঃ এব ব্যষ্টিঃ, বায়ুঃ সমষ্টিঃ (ব্যষ্টি-সমষ্টিকলাত্মকঃ); যঃ এবং (যথোক্তগুণসম্পন্নত্বেন) বায়ুং) বেদ (বিজানাতি, সঃ (বিদ্বান্) পুনঃ মৃত্যুং অপজয়তি (সকৃৎ মৃত্বা পুনঃ ন ম্রিয়তে ইত্যাশয়ঃ)। ভুজ্যুঃ লাহ্যায়নিঃ ততঃ (যাজ্ঞবল্ক্যপ্রদত্তোত্তরশ্রবণাৎ পরং) উপররাম (বিরতো বভূব) ॥ ১৬ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সেই গন্ধর্ব্ব তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন—অশ্বমেধ-যজ্ঞকারিগণ যেখানে গমন করেন, সেই পারিক্ষিতগণও সেইখানেই গমন করেন। [ভুজ্যু পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—] অশ্বমেধযাজিগণই বা কোথায় গমন করেন? [তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] সূর্য্যদেব একদিনে স্বীয় রথের দ্বারা যে পরিমাণ স্থান ভ্রমণ করেন, তাহার বত্রিশগুণ পরিমিত স্থান হইল এই লোক, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণযুক্ত এই পৃথিবী আবার সেই লোককে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; সমুদ্র আবার দ্বিগুণ পরিমাণে সেই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, [এখন ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডদ্বয়ের মধ্যগত রন্ধ্রের পরিমাণ কথিত হইতেছে] ক্ষুরের ধার বা প্রান্তভাগ যেরূপ সূক্ষ্ম, অথবা মক্ষিকার পাখা যেরূপ সূক্ষ্ম, ব্রহ্মাণ্ড-কপাল-দ্বয়ের মধ্যে সেইরূপ ক্ষুদ্রপরিমাণ ছিদ্র আছে। পরমেশ্বর (হিরণ্যগর্ভ) পক্ষিরূপী হইয়া সেখানে উপস্থিত পারিক্ষিতগণকে বায়ুর নিকট সমর্পণ করেন; বায়ু তাহাদিগকে আপনার উপরে স্থাপন করিয়া, অশ্বমেধ-যাজিগণ যেখানে আছেন, সেখানে লইয়া যান। তুমি মনে করিয়া দেখ, সেই গন্ধর্ব্ব এইরূপে যেন বায়ুরই প্রশংসা করিয়াছিলেন। অতএব বায়ুই ব্যষ্টি ও সমষ্টি স্বরূপ; যে ব্যক্তি এইরূপ তত্ত্ব অবগত হন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন, অর্থাৎ একবার মৃত্যুর পর আর মরেন না—অমৃতত্ব লাভ করেন ॥১৬০॥২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ; উবাচ বৈ সঃ—বৈ-শব্দঃ স্মরণার্থঃ, উবাচ বৈ স গন্ধর্ব্বস্তুভ্যম্। অগচ্ছন্ বৈ তে পারিক্ষিতাঃ, তৎ তত্র; ক? যত্র যস্মিন্ অশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তি—ইতি নির্ণীতে প্রশ্নে আহ—ক নু কস্মিন্ অশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীতি। তেষাং গতিবিবক্ষয়া ভুবনকোশ-পরিমাণমাহ—দ্বাত্রিংশতং বৈ, দ্বে অধিকে ত্রিংশৎ, দ্বাত্রিংশতং বৈ দেবরথাহ্ন্যানি, দেবঃ আদিত্যঃ, তস্য রথো দেবরথঃ, তস্য রথস্য গত্যা অহ্না যাবৎপরিচ্ছিদ্যতে দেশপরিমাণম্, তৎ দেবরথাহ্ন্যম্, তদ্দ্বাত্রিংশদ্গুণিতং দেবরথাহ্ন্যানি; তাবৎপরি-মাণোঽয়ং লোকঃ লোকালোকগিরিণা পরিক্ষিপ্তঃ—যত্র বৈরাজং শরীরম্, যত্র চ কর্ম্মফলোপভোগঃ প্রাণিনাম্; স এব লোকঃ এতাবাঁল্লোকঃ, অতঃ পরমলোকঃ, তং লোকং সমন্তং সমন্ততঃ লোকবিস্তারাদ্দ্বিগুণপরিমাণবিস্তারেণ পরিমাণেন

'অণ্ডস্য মধ্যে সংনিবিষ্টশ্চতুর্ভোগিনঃ।
সমন্তাদ্ভুবনকোশেন যথাযথং সংস্থিতি ইতি।

তদেবোক্তং তাবদেতাবৎপর্যাপ্তম্—তত্রোক্তি। লোকাদিপরিমাণে যথোক্তরীত্যা স্থিতে সতীতি যাবৎ। কপালদ্বয়মধ্যবর্ত্তিকপাল কিং তৎ পরিমাণবিষয়েত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবদিতি। যাব তাদৃশীঃ সমুদ্রঃ পরমাত্মনঃ ব্যাবর্ত্তিত—যোঽশ্বমেধ ইতি। সুপর্ণপদস্য মেধ-সম্বন্ধাদিত্যা চিত্তোঽতো মনুষ্যঃ পর্যাপ্ত স্বচ্ছময়মতি: উক্তার্থঃ পদমধুবৎ—সুপর্ণ ইতি। তৎকৃতাবার্থমাহ পক্ষেতি নচ চিত্তোঽগ্নিরত্রাঽশ্বমেধযাজিনো গৃহীত্বা বহতে গচ্ছতু, কিমিতি তাবদেবে প্রবর্ত্তিত্বে ইত্যাহ—যুক্তমাদিতি আত্ম-বদ্ধিত্বাদ্বাযোর্বিতি যাবৎ। অবোত্তাবাকতেবোক্তঃ ইতি যুক্তং বাহনে প্রমাণমিতি শেষঃ। আ পরিকামযাগ্নাবিতিপদঃ পক্ষিণো দ্রবিণঃ জীবন্তে যেন, স পরিক্ষিৎ—অশ্বমেধ তদ্যাজিনঃ পারিক্ষিতানেবাঃ পক্ষিং বাহুমিতি সংবন্ধঃ

যুধিষ্ঠিরে বর্ত্তমানে কথমাখ্যায়িকাসম্বন্ধিতত্ত্বাৎ অধ্যাত্মেতি। বায়ুপ্রশংসায়াং হেতুমাহ—যস্মাদিতি। কিং পুনর্বর্থোক্তবায়ুরবিজ্ঞানফলং, তদাহ—এবমিতি।৩।৩।২।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্॥৩॥৩

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপ জিজ্ঞাসার পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সেই গন্ধর্ব্ব তোমাদিগকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ; বৈ-শব্দটী স্মরণার্থক, তাহার কথা স্মরণ করিয়া দেখ ; সেই পারিক্ষিতগণ সেই স্থানে গিয়াছিলেন ; কোথায় ? অশ্বমেধযাজিগণ যেখানে যাইয়া থাকেন ; এইরূপ গন্ধর্ব্ব প্রশ্ন নির্ণীত হইলে পর, ভুজ্যু পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—বল, সেই অশ্বমেধযাজীরা কোথায় গমন করেন ? অশ্বমেধযজ্ঞকারীদিগের গন্তব্য স্থান নিরূপণের উদ্দেশ্যে এখন ভুবন কোশের (ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ বলিতেছেন—'দ্বাত্রিংশৎ' অর্থ—ত্রিশ, আর দুইটী অধিক—বত্রিশ ; 'দেবরথাহ্ন্যানি' অর্থ—দেব অর্থ আদিত্য, তাঁহার রথ—দেবরথ, সেই দেবরথের প্রাত্যহিক গতিতে যে পরিমাণ স্থান পরিব্যাপ্ত হয়, তাহার নাম—'দেবরথাহ্ন্য' ; তাহার বত্রিশগুণ পরিমিত স্থানকে লক্ষ্য করিয়া 'দ্বাত্রিংশতং দেবরথাহ্ন্যানি' বলা হইয়াছে ; ঐ প্রকার পরিমাণবিশিষ্ট এই পৃথিবী লোকটী আবার 'লোকালোক' নামক পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে ; ইহারই মধ্যে বৈরাজ শরীর (বিরাট্পুরুষের শরীর) সন্নিবিষ্ট আছে এবং ইহারই মধ্যে প্রাণিগণ নিজ নিজ কর্ম্মফল উপভোগ করিয়া থাকে। যথোক্ত পরিমাণবিশিষ্ট এই স্থানটী 'লোক' নামে অভিহিত ; তাহার পরবর্ত্তী স্থান 'অলোক' নামে কথিত। উক্ত 'লোক' স্থানটীকে আবার তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ বিস্তৃতি-

বিশিষ্ট এই পৃথিবী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে (১); পৃথিবীর দ্বিগুণ পরিমাণ সমুদ্র আবার চতুর্দ্দিকে এই পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করিয়া আছে; পৌরাণিকগণ এই সমুদ্রকে 'ঘনোদক' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন (২)। ১

এখন অণ্ড-কপাল দ্বয়ের মধ্যগত বিবর বা রন্ধ্রের পরিমাণ কথিত হইতেছে (৩); অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণ ঐ বিবরপথে বহির্গত হইয়া অভীষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। ক্ষুরের ধারা বা প্রান্তভাগের যতটুকু পরিমাণ, কিংবা মক্ষিকার পক্ষ যেরূপ অতিশয় সূক্ষ্ম, উক্ত অণ্ডকপাল-দ্বয়ের মধ্যে ঠিক সেই পরিমাণ আকাশ ছিদ্র অর্থাৎ ফাঁক আছে, পারিক্ষিতগণ সেই সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে অশ্বমেধযজ্ঞকারিদিগের নিকট উপস্থিত হন; তাহার পর ইন্দ্র—পরমেশ্বর (উত্তম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হিরণ্যগর্ভ, কিন্তু পরব্রহ্ম নহে),—যিনি পূর্ব্বকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন এবং প্রথমেই "তস্য প্রাচী দিক্ শিরঃ" ইত্যাদি বাক্যে যাহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান বা বিস্তার উপদেশ রহিয়াছে, তিনিই সুপর্ণ হইয়া—পক্ষ ও পুচ্ছযুক্ত পক্ষিরূপী হইয়া সেই পারিক্ষিতগণকে সূক্ষ্ম বায়ুর হস্তে সমর্পণ করেন;] এখানে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত পরমেশ্বরপদবাচ্য হিরণ্যগর্ভও] মূর্ত্ত অর্থাৎ আকৃতিবিশিষ্ট; সুতরাং স্থূল; স্থূল বলিয়াই তাঁহারও সেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রবেশের অধিকার নাই; তিনি [এইজন্যই সূক্ষ্ম বায়ুর

(১) তাৎপর্য্য— ভগবান্ সূর্য্যদেবের রথ যাহা একদিনে যে পরিমাণ স্থান পরিভ্রমণ করেন, তাহার বত্রিশগুণ অধিক স্থান তাঁহার রশ্মিতে প্রকাশমান থাকে, এবং চতুর্দ্দিকের যতটা স্থান আলোকিত হয়, সেই সমস্তটা স্থানের নাম হইল 'পৃথিবী'। পৃথিবীর প্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বতটির যে অংশ সৌরকিরণে উদ্ভাসিত হয়, তাহার নাম 'লোক', আর যে অংশে রশ্মিকিরণ আদৌ পড়ে না, সে অংশের নাম—'অলোক'। এই পৃথিবী উক্ত 'লোক' নামক অংশের অপেক্ষা দ্বিগুণ বড়; পৃথিবীবেষ্টন সমুদ্র আবার পৃথিবী অপেক্ষাও দ্বিগুণ বৃহৎ ইত্যাদি। এ সমস্ত বিষয় পুরাণে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, সেখানে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

(২) তাৎপর্য্য—'ঘনোদক' শব্দের টীকায় দ্রষ্টব্য।

(৩) তাৎপর্য্য—স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা যে সুবর্ণময় অণ্ড মধ্যে জন্মলাভ করেন, সেই অণ্ডটি ব্রহ্মার আবির্ভাব কালে দুই ভাগে খণ্ডিত হয়; তাহার উপরের ভাগকে বলে ঊর্দ্ধ্ব কটাহ, আর নিম্নভাগকে বলে 'অধঃকটাহ' (কটাহ অর্থ কড়া); ঐ দুই ভাগের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে 'ক্ষুরকোণ' ও 'ব্রহ্মাণ্ড' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ঐ দুই ভাগকে আবার 'অণ্ড-কপাল'ও বলা হয়।

নিকট সমর্পণ করেন।] বায়ু সেই পারিক্ষিতগণকে আপনার শরীরে সংস্থাপন করিয়া অর্থাৎ নিজেরই অনুরূপ করিয়া সেখানে লইয়া যান ; কোথায় লইয়া যান ? না, পূর্ব্ববর্তী পারিক্ষিত—অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণ যেখানে গিয়াছেন। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন ;] সেই গন্ধর্ব্ব এইরূপেই পারিক্ষিতদিগের অভীষ্ট স্থানপ্রাপ্তির সহায়ভূত বায়ুরই প্রশংসা করিয়াছিলেন। ২

আখ্যায়িকা বা গল্পটী এইস্থানেই সমাপ্ত হইল ; উক্ত আখ্যায়িকার যাহা তাৎপর্য্যার্থ, শ্রুতি তাহা আমাদিগকে আখ্যায়িকার ভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া দিতেছেন,—যেহেতু বায়ুই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের অন্তরে আত্মা-স্বরূপ, এবং বাহিরেও তদ্রূপ [স্থিতিসাধন] ; অতএব জগতে যে, অধ্যাত্ম, অধিদৈবত ও অধিভূতরূপে নানাবিধ ব্যষ্টি বা বিভিন্নভাব রহিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা বায়ুই, (বায়ু হইতে পৃথক্ নহে), এবং সমষ্টিরূপে যে, কেবল সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভভাব, তাহাও বায়ুই (তদ্ভিন্ন নহে)। যে লোক এই বায়ুকে যথোক্তপ্রকারে সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে জানে—প্রাপ্ত হয়, তাহার ফল কি হয়, বলিতেছেন—তিনি পুনর্ম্মরণ জয় করেন, অর্থাৎ একবার মৃত্যুর পর আর তাহার মৃত্যু হয় না (মুক্ত হন)। ভুজ্যু লাহ্যায়নি আপনার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদত্ত হইল দেখিয়া প্রশ্ন হইতে বিরত হইলেন॥১৬৭॥২॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ॥৩৩॥

চতুর্থং ব্রাহ্মণম্।

আভাস-ভাষ্যম্। অথ হৈনমুষস্তশ্চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ। পুণ্য-পাপপ্রযুক্তৈর্গ্রহাতিগ্রহৈর্গৃহীতঃ পুনঃপুনর্গ্রহাতিগ্রহান্ ত্যজন্ উপাদদৎ সংসরতীত্যুক্তম্। পুণ্যস্য চ পর উৎকর্ষো ব্যাখ্যাতঃ ব্যাকৃতবিষয়ঃ সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপঃ দ্বৈতৈকত্বাত্মপ্রাপ্তিঃ। যস্তু গ্রহাতিগ্রহৈর্গৃহীতঃ সংসরতি, সঃ অস্তি বা, নাস্তি? অস্তিত্বে চ কিংলক্ষণঃ—ইতি আত্মন এব বিবেকাধিগমায় উষস্তপ্রশ্ন আরভ্যতে। তস্য চ নিরুপাধিকস্বরূপস্য ক্রিয়াকারকবিনির্মুক্তস্বভাবস্য অধিগমাৎ যথোক্তাদ্বন্ধনাদ্বিমুচ্যতে সপ্রয়োজকাৎ। আখ্যায়িকাসম্বন্ধস্তু প্রসিদ্ধঃ।

টীকা—ব্রাহ্মণান্তরমবতারয়তি অথেত্যাদিনা। তত্রাপূর্বব্রাহ্মণার্থং বক্ষ্যমাণপ্রশ্নে হেতুং কীর্তয়তি—পুণ্যেতি। বৃত্তানুবাদে নিরবধিকমুৎকর্ষমাহ—পুণ্যস্য চেতি। ব্যাখ্যাতাঃ ব্যাকৃতঃ অর্থাদিগ্রহণাপর্যবসানং, তদ্বিষয়ং উৎকর্ষং বিশিনষ্টি—সমষ্টীতি। কথং ব্যষ্টেরেকত্বস্য পুণ্যকর্মফলত্বং, তত্রাহ—দ্বৈতেতি। সংপ্রত্যাগমব্রাহ্মণস্য বিষয়ং দর্শয়তি—যস্ত্বিতি। ব্যাখ্যায়িকামাধ্যমেবাহ চাক্ষে বিষয়ঃ কিংলক্ষণো দেহাদীনামন্য তমদেকো কিংলক্ষণো বেতি যাবৎ। তত্রাহ 'বস্তুতোহন্যো দেহাদিভ্যো বিবেকে-নাধিগমাদেঃ ব্রাহ্মণবিভাগ—ইত্যাত্মন ইতি। বিবেকাধিগমস্য বোধ্যাদেবোপার্থ-তত্ত্বমাহঃ কথোপকথনেন সপ্রয়োজক তস্য চেতি। ব্রাহ্মণয়োঃ সম্বন্ধোক্তাবাখ্যায়িকা-সম্বন্ধমাহ—আখ্যায়িকেতি। বিদ্যাস্তুত্যর্থা সুখাববোধার্থা চাখ্যায়িকেত্যর্থঃ।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। 'অতঃপর উষস্ত নামক চাক্রায়ণ (চক্রনামক ঋষির পুত্র) উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, পুণ্য ও পাপদ্বারা পরিচালিত গ্রহ ও অতিগ্রহ দ্বারা বশীভূত হইয়া জীবগণ বারংবার গ্রহ ও অতিগ্রহ সমূহকে পর্য্যায়ক্রমে ত্যাগ ও গ্রহণ করত সংসারভোগ করিয়া থাকে; এবং পুণ্য-কর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, ব্যাকৃতভাবাপন্ন সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপ দ্বৈত জগতের সহিত একত্ব প্রাপ্তি। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, যাহা গ্রহ ও অতিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সংসারে প্রবেশ করে; প্রকৃত পক্ষে সেরূপ কোনও পদার্থ (স্থায়ী আত্মা) আছে কিনা? যদি থাকে, তাহা হইলেই বা তাহার লক্ষণ ও স্বরূপ কিরূপ,—এই প্রকারে আত্মারই যথার্থ স্বরূপ

উপলব্ধির জন্য এই উষস্ত-প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে ; কেন না, স্বভাবতঃ ক্রিয়া-কারকাদি-বিনির্মুক্ত সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত সেই আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হইলে, পূর্ব্বোক্ত গ্রহাতিগ্রহস্বরূপ বন্ধন ও তাহার প্রবর্ত্তক কর্ম্মাধিকার হইতে অনায়াসেই জীবের বিমুক্তি হইতে পারে। আখ্যায়িকার সহিত বিদ্যার যে, কি প্রকার সম্বন্ধ বা উপযোগিতা, তাহা প্রসিদ্ধই আছে, অর্থাৎ বিদ্যাস্তুতি প্রভৃতি যে সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্যও তাহাই—অন্যরূপ নহে।

অথ হৈনমুষস্তশ্চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ, যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্ব ইত্যেষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরো যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো যোঽপানেনাপানীতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো যো ব্যানেন ব্যানীতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো য উদানেনোদানিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তর এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ ॥ ১৬৮ ॥ ১ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। যঃ খলু যথোক্তেন গ্রহাতিগ্রহলক্ষণেন মৃত্যুনা গৃহীতঃ স্যাৎ, স এব আত্মা অস্তি নাস্তি বা ইতি সংশয়ে, তন্নিরূপণায় অয়মুষস্তপ্রশ্নঃ —অথ হৈনমিত্যাদিঃ।

অথ (তূষ্ণীম্ভাবপ্রাপ্ত্যনন্তরম্) উষস্তঃ (তন্নামকঃ) চাক্রায়ণঃ (চক্রস্য পুত্রঃ) এনং (যাজ্ঞবল্ক্যং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্); হে যাজ্ঞবল্ক্য,—ইতি [সম্বোধয়ন্] উবাচ (উক্তবান্);—যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ (অপরোক্ষং—প্রত্যক্ষ-চৈতন্যাত্মকং) ব্রহ্ম, যঃ [চ] সর্ব্বান্তরঃ (সর্ব্বেষাম্ অভ্যন্তরস্থঃ) আত্মা, তং (আত্মানং) মে (মহ্যং) ব্যাচক্ষ্ব (বিস্পষ্টং বর্ণয়), [যেনাহং সুখেন গ্রহীতুং শক্নুয়ামিতি ভাবঃ] ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] [হে উষস্ত,] এষঃ (ময়ানির্দ্দিশ্যমানঃ) তে (তব—দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতাত্মনঃ) আত্মা। [উষস্তঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, কতমঃ সঃ সর্ব্বান্তরঃ? (স্থূল-সূক্ষ্মদেহেন্দ্রিয়াদিষু মধ্যে বহুপদিষ্ট আত্মা কঃ?) [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] যঃ প্রাণেন (মুখনাসিকাসংচারিণা) প্রাণিতি (প্রাণব্যাপারং সম্পাদয়তি—বিজ্ঞানাত্মা), সঃ তে (তব) সর্ব্বান্তরঃ আত্মা; যঃ অপানেন (পায়ুপ্রভৃতি

স্থানবর্ত্তিনা) অপানীতি (অপান-ব্যাপারং করোতি, সঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) তে তব। সর্ব্বান্তরঃ আত্মা ; যঃ ব্যানেন (দেহব্যাপিনা) ব্যানীতি (দেহ-ব্যাপিনীং চেষ্টাং করোতি), সঃ (বিজ্ঞানাত্মা) তে সর্ব্বান্তরঃ আত্মা ; যঃ (বিজ্ঞানাত্মকঃ) উদানেন (ঊর্দ্ধগামিনা উৎক্রমণবায়ুনা) উদানিতি (উৎ-ক্রমণব্যাপারং করোতি), সঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) তে সর্ব্বান্তরঃ আত্মা, 'এষঃ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' ইতি (উক্তোপসংহারঃ স্বয়মেবাচার্য্যেণ ইতি ভাবঃ।) ['অপানীতি' ইতি 'ব্যানীতি' ইতি চ দীর্ঘত্বাভাবঃ]॥ ১৬৮॥ ১॥

মূলানুবাদ গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সংসারে আবদ্ধ থাকিবার উপযুক্ত কেহ আছে কি না, তাহা নিরূপণের জন্য "অথ হৈনম্" ইত্যাদি শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে। ভুজ্যু ঋষি প্রশ্ন হইতে বিরত হইলে পর, চক্রপুত্র উষস্তনামক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট প্রশ্ন করিলেন ; তিনি সম্বোধনপূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ চৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তর সর্ব্বদেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মা, তাহার স্বরূপ আমার নিকট ব্যাখ্যা কর। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] ইনিই তোমার সর্ব্বান্তর আত্মা ; [উষস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সেইটী কে—তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] যিনি (বুদ্ধি-সাক্ষী বিজ্ঞানাত্মা) প্রাণের দ্বারা প্রাণন করেন অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্য করেন, তিনিই এই দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিভূত তোমার সর্ব্বান্তর আত্মা ; যিনি অপানবায়ুর সাহায্যে অপান-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তিনিই (বিজ্ঞানাত্মাই) তোমার সর্ব্বান্তর আত্মা ; যিনি ব্যানবায়ু দ্বারা দেহ-ব্যাপী ব্যাপার করিয়া থাকেন, তিনিই তোমার সর্ব্বান্তর আত্মা ; যিনি উদানবায়ু দ্বারা উদান—উৎক্রমণাদি ব্যাপার করিয়া থাকেন, তিনিই তোমার সর্ব্বান্তর আত্মা ; এই বিজ্ঞানাত্মাই তোমার সর্ব্বান্তর আত্মা ॥১৬৮॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ হ এনং প্রকৃতং যাজ্ঞবল্ক্যম্ উষস্তো নাম-তশ্চাক্রায়ণঃ চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ,—যদ্ ব্রহ্ম সাক্ষাদব্যবহিতং কেনচিদ্ব্যব-পরোক্ষাদগৌণম্, ন শ্রোত্রব্রহ্মাদিবৎ, কিং তৎ ? য আত্মা—আত্মশব্দেন প্রত্যগা-

যেনৈতাৎ [illegible] সর্বং প্রাণিতি। [illegible] অপানিতি—অপনয়তি। অপানবায়ুনা [illegible] গতি—অপনয়ত্যাদিনা। স তবাত্মা সর্বান্তর ইতি পূর্ববৎ। তৃতীয়ো ব্যানশাখী [illegible] আত্মবিশেষঃ [illegible] ইতি যাবৎ। [illegible] বিবক্ষিতমনুমানং বক্ষ্যমাণং [illegible]—অর্থাৎ ইত্যাদি। [illegible] চেতনাধিষ্ঠান-পূর্বিকা, যথা রথাদিপ্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। যেন ক্রিয়তে সোঽস্তীতি সংবন্ধঃ। [illegible] চেতনাধিষ্ঠানঃ পরিহর্তি—ন দৃষ্টেঃ। [illegible]—তস্যাদিত্ত। [illegible] চেষ্টা চেতনাধিষ্ঠানপূর্বিকা [illegible] অপিতু [illegible] শেষঃ। অনুমানকথায়—তস্মাৎ সোঽস্তীতি। [illegible] ইতি শেষঃ ॥১০॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর, এই উষস্তনামক চাক্রায়ণ—চক্র ঋষির পুত্র পূর্বোক্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ—কোন বস্তু দ্বারা ব্যবহিত নয়, এমন অপরোক্ষ অর্থাৎ দ্রষ্টার মুখ্য প্রত্যক্ষাত্মক, কিন্তু 'শ্রোত্রই ব্রহ্ম, মনই ব্রহ্ম' ইত্যাদিস্থানীয় ব্রহ্মের ন্যায় ইহা গৌণ বা অমুখ্য ব্রহ্ম নহে। ভাল, তাহা কি? না, তাহা আত্মা; আত্মা-শব্দে এখানে প্রত্যক্-আত্মা বুঝাইতেছে; কারণ, আত্মা-শব্দটী ঐরূপ অর্থেই প্রসিদ্ধ; সর্বান্তর অর্থ—সকলের অভ্যন্তরস্থ; [ক্লীবলিঙ্গ] 'যৎ' ও [পুংলিঙ্গ] 'যঃ' শব্দ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে প্রসিদ্ধ আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু, কিন্তু কেহ কাহারো অতিরিক্ত নহে); সেই সর্বপ্রেরক আত্মার স্বরূপ আমাকে ব্যাখ্যা করিয়া বলুন—বেশ স্পষ্ট করিয়া—শৃঙ্গে ধরিয়া যেমন গরু দেখায়, তেমনি 'ইহাই সেই আত্মা' এইরূপ করিয়া আমার নিকট বলুন। ১

এই কথার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত সর্বান্তর—সকলের অভ্যন্তরস্থ আত্মা; যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে—ইন্দ্রিয়াদিকৃত ব্যবধান রহিতভাবে মুখ্য ব্রহ্ম—সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্বান্তর—সকলের অভ্যন্তরস্থ অর্থাৎ উক্ত সমস্ত বিশেষণ বিশিষ্ট আত্মা। এখানে 'সর্বান্তর' বিশেষণটী অপরাপর আত্মগণেরও সম্বন্ধজ্ঞাপক। তুমি যে আত্মার নির্দেশ করিলে, সেই আত্মাটী কে? তোমার এই যে দেহেন্দ্রিয় সমষ্টি, ইহা যে আত্মা দ্বারা আত্মবান্ (চেতনায়মান হইতেছে), তাহাই তোমার অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির আত্মা। প্রথমে স্থূল দেহপিণ্ড, তাহার অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়াদি-সমষ্টিভূত লিঙ্গাত্মা (সূক্ষ্ম দেহ), এবং যে আত্মার সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে, তাহা হইতেছে তৃতীয়; এই তিনটীর মধ্যে কোনটীকে তুমি আমার সর্বান্তর আত্মা বলিয়া বুঝাইতে ইচ্ছা করিতেছ? উষস্ত এই কথা বলিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যে আত্মা মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি স্থানে সঞ্চরণশীল প্রাণের দ্বারা

প্রাণন করিতেছে—প্রাণ-চেষ্টা করিতেছে, অর্থাৎ এই প্রাণ যাহার দ্বারা স্বকার্য্যে প্রেরিত হইতেছে, তাহাই হইতেছে—দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতময় তোমার বিজ্ঞানময় (জীবরূপী) আত্মা; পরবর্ত্তী অন্যান্য অংশের অর্থও এতদনুরূপ। যিনি অপানবায়ু দ্বারা অপানব্যাপার করিয়া থাকেন, এবং যিনি ব্যান বায়ু দ্বারা ব্যানচেষ্টা করিয়া থাকেন, (তাহাই তোমার অভিমত সর্ব্বান্তর আত্মা); 'অপানীতি' ও 'ব্যানীতি' পদ দুইটীর হ্রস্ব ইকার বৈদিক নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, দারুময় যন্ত্রের ন্যায় দেহেন্দ্রিয়াদি-গত প্রাণনাদি (শ্বাস প্রশ্বাসাদি) সমস্ত চেষ্টা যাহার সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে,—দারু-যন্ত্র যেমন কোনও চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বা পরিচালিত না হইয়া কোন প্রকার চেষ্টা করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি প্রাণাদি করণবর্গও অপর কোনও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে প্রাণনাদি ব্যাপার (শ্বাসপ্রশ্বাসাদি ক্রিয়া) সম্পাদন করিতে পারে না; বুঝিতে হইবে যে, অচেতন-বিলক্ষণ (চেতন) বিজ্ঞানময় জীবাত্মাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই প্রাণাদি করণবর্গ কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রের ন্যায় নিজ নিজ প্রাণনাদি ব্যাপার লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব [স্বীকার করিতে হইবে যে,] দেহেন্দ্রিয়াদি-বিলক্ষণ এমন একটী পদার্থ (চেতন আত্মা) নিশ্চয়ই আছে, যাহা অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে ॥ ১৬৮ ॥ ১ ॥

স হোবাচোষস্তশ্চাক্রায়ণো যথা বিব্রূয়াদসৌ গৌরসাবশ্ব ইত্যেবমেবৈতদ্ব্যপদিষ্টং ভবতি যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরঃ।

ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্ব্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ। এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরোঽতোঽন্যদার্ত্তম্, ততো হোষস্ত-শ্চাক্রায়ণ উপররাম ॥১৬৯॥ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥৩।৪॥

অন্বয়ার্থঃ। ইতোঽপি বিস্পষ্টতয়া আত্মস্বরূপপ্রদর্শনায় যাজ্ঞবল্ক্যং নিয়োজয়িতুম্ উষস্তঃ প্রক্রমতে "স হোবাচ" ইত্যাদি। সঃ উষস্তঃ)

চাক্রায়ণঃ উবাচ হ—যথা [কশ্চিৎ]—'অসৌ গৌঃ, অসৌ অশ্বঃ' ইতি বিব্রূয়াৎ (পরোক্ষতয়া নির্দ্দিশেৎ) ; এবমেব (যথোক্তগবাশ্বনির্দ্দেশবৎ এব) এতৎ (বস্তুতঃ ব্রহ্ম) ব্যপদিষ্টং (উপদিষ্টং) ভবতি, [অপরোক্ষতয়া ব্রহ্ম প্রতিপাদয়িতুং প্রবৃত্তেন ত্বয়া যৎ প্রাণনাদি-চেষ্টাদ্বারা পরোক্ষতয়া প্রতিপাদিতং, নৈতৎ ন্যায্যমনুষ্ঠিতমিতি ভাবঃ] ; [অতঃ] যৎ এব (নিশ্চয়েন সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ (অপরোক্ষং) ব্রহ্ম, যঃ আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, তং (আত্মানং) মে (মহ্যং) ব্যাচক্ষ্ব (কথয়), [যদি শক্নোষি ইতি ভাবঃ]। [এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) তে (তব) দেহেন্দ্রিয়-সমুদায়াত্মকস্য) সর্ব্বান্তরঃ আত্মা। [উষস্তঃ তদ্বিশেষ-জিজ্ঞাসয়া পুনরাহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, কতমঃ সর্ব্বান্তরঃ ? (মম স্বদেহ-বিজাতীয়ু মধ্যে কঃ মম সর্ব্বান্তরো নিয়ন্তঃ ?) [অবিশেষতঃ আত্মনঃ ঘটাদিবৎ ইদন্তয়া নির্দ্দেষ্টুমশক্যতয়া পরোক্ষতয়ৈব তং বিজ্ঞাপয়িষন্ যাজ্ঞবল্ক্য আহ—হে উষস্ত,] দৃষ্টেঃ (দৃষ্টিবৃত্তেঃ দ্রষ্টারং (স্ব-প্রকাশেন প্রকাশয়ন্তং) ন পশ্যেঃ (দৃষ্টিবিষয়ং ন কুর্য্যাঃ, "যেনেদং জানন্তে সর্ব্বং, তং কেনান্যেন জানীয়াৎ" ইত্যাশয়ঃ); তথা শ্রুতেঃ (শ্রবণজ্ঞানস্য) শ্রোতারং ন শৃণুয়াঃ ; মতেঃ (মনোবৃত্তেঃ) মন্তারং (প্রকাশকং) ন মন্বীথাঃ ; তথা, বিজ্ঞাতেঃ (বুদ্ধিবৃত্তেঃ) বিজ্ঞাতারং (অনুভবিতারং) ন বিজানীয়াঃ (ন প্রকাশয়েঃ, প্রকাশকাস্বরূপভাবাদিত্যর্থঃ) ; এষঃ (যথোক্তঃ) সর্ব্বান্তরঃ, তে (তব) আত্মা, (যঃ ত্বয়া পৃষ্টঃ) ; অতঃ (যথোক্তাদ্ আত্মনঃ) অন্যৎ (ভিন্নং বস্তু) আর্ত্তং (বিনাশশীলমিত্যর্থঃ) ; ততঃ (তস্মাদাত্মনঃ প্রশ্নার্থনির্ণয়াৎ উষস্তঃ চাক্রায়ণঃ উপররাম (বিরতো বভূব ইত্যর্থঃ) ॥১৬॥২॥

মূলানুবাদ। আত্মার স্বরূপটী আরও বিশেষভাবে প্রকাশ করিবার জন্য উষস্ত পুনশ্চ, যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। উষস্ত নামক চাক্রায়ণ বলিলেন—যেমন কোন লোক [দূরবর্ত্তী গো অশ্ব প্রভৃতির পরিচয় দিবার সময়] বলিয়া থাকে যে, এই রকম প্রাণীর নাম গো, আর এই রকম প্রাণীর নাম অশ্ব ; তোমার প্রদত্ত আত্মতত্ত্বোপদেশও ঠিক তদ্রূপই হইয়াছে ; অর্থাৎ প্রত্যক্ষবৎ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া অবশেষে এইরূপ কতকগুলি কার্য্য দ্বারা তাহার পরিচয় দেওয়া তোমার পক্ষে ন্যায্য কার্য্য হয় নাই ; অতএব] যাহা ঠিক সাক্ষাৎ অপরোক্ষ যাহা সর্ব্বান্তর আত্মা, তাহাই আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

[তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] ইহাই—আমি যাহার কথা বলিয়াছি, ঠিক তাহাই তোমার অভিপ্রেত সর্ব্বান্তর আত্মা ; কিন্তু তাহার সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারা যায় না : অতএব দৃষ্টির অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়জ জ্ঞানের যিনি দ্রষ্টা—প্রকাশক, তাহাকে দেখিবে না অর্থাৎ তাহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রয়াস পাইবে না ; শ্রবণেন্দ্রিয়জ জ্ঞানের প্রকাশককে শ্রবণ করিবে না ; মতির—মনোবৃত্তি সংশয়াদির প্রকাশককে মনের দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে না, এবং বিজ্ঞাতির—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারক বুদ্ধিবৃত্তির বোদ্ধাকে বুদ্ধি দ্বারা জানিবে না ; [যাহার কথা বলিলাম,] ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত সর্ব্বান্তর আত্মা ; তদ্ভিন্ন আর যা' কিছু, সমস্তই আর্ত্ত—ধ্বংসশীল। ইহার পর উষস্ত চাক্রায়ণ প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ।১৬।২।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ।৩।৪।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ । স হোবাচ উষস্তশ্চাক্রায়ণঃ—যথা কশ্চিদন্যথা প্রতিজ্ঞায় পূর্ব্বম্, পুনর্বিপ্রতিপন্নো ব্রূয়াদন্যথা—অসৌ গৌঃ, অসাবশ্বঃ, যশ্চলতি ধাবতীতি বা ; পূর্ব্বং প্রত্যক্ষং দর্শয়ামীতি প্রতিজ্ঞায়, পশ্চাৎ চলনাদিলিঙ্গৈঃ ব্যপদিশতি—এবমেব এতদ্ ব্রহ্ম প্রাণনাদিলিঙ্গৈর্ব্যপদিষ্টং ভবতি ত্বয়া ; কিং বহুনা, ত্যক্ত্বা গো-ঋকাদিনিমিত্তং ব্যাজম্, যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, তং মে ব্যাচক্ষ্বেতি। ইতর আহ—যথা ময়া প্রথমং প্রতিজ্ঞাতঃ—তব আত্মা এবংলক্ষণ ইতি, তাং প্রতিজ্ঞামনুবর্ত্ত এব ; তৎ তথৈব, যথোক্তং ময়া। ১

যৎ পুনরুক্তম্—তমাত্মানং ঘটাদিবদ্বিষয়ীকুরু ইতি, তদশক্যত্বাৎ ন ক্রিয়তে। কস্মাৎ পুনস্তদশক্যমিত্যাহ—বস্তু-স্বাভাব্যাৎ ; কিং পুনস্তদ্বস্তুস্বাভাব্যম্ ? দৃষ্ট্যাদিদ্রষ্টৃত্বম্ ; দৃষ্টের্দ্রষ্টা হ্যাত্মা। দৃষ্টিরিতি দ্বিবিধা ভবতি—লৌকিকী পারমার্থিকী চেতি ; তত্র লৌকিকী চক্ষুঃসংযুক্তান্তঃকরণবৃত্তিঃ, সা ক্রিয়ত ইতি জায়তে বিনশ্যতি চ ; যা তু আত্মনো দৃষ্টিরগ্ন্যুষ্ণপ্রকাশাদিবৎ, সা চ দ্রষ্টুঃ স্বরূপত্বাৎ ন জায়তে, ন বিনশ্যতি চ ; সা ক্রিয়মাণয়োপাধিভূতয়া সংসৃষ্টেব ইতি ব্যপদিশ্যতে—দ্রষ্টেতি ;—ভেদবচ্চ দ্রষ্টা দৃষ্টিরিতি চ। যাসৌ লৌকিকী দৃষ্টিশ্চক্ষুর্দ্বারা রূপোপরক্তা জায়মানৈব নিত্যয়া আত্মদৃষ্ট্যা সংসৃষ্টৈব, তৎপ্রতিচ্ছায়া—তয়া

ব্যাপ্তৈব জায়তে, তথা বিনশ্যতি চ; তেনোপচর্যতে দ্রষ্টা সদা পশ্যন্নপি— পশ্যতি, ন পশ্যতি চেতি; ন তু পুনঃ দ্রষ্টুর্দৃষ্টেঃ কদাচিদপ্যন্যথাত্বম্। তথা চ বক্ষ্যতি ষষ্ঠে—"ধ্যায়তীব লেলায়তীব", "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি চ। ২

তদিদমর্থমাহ—লৌকিক্যা দৃষ্টেঃ কর্মভূতায়াঃ, দ্রষ্টারং—স্বকীয়য়া নিত্যয়া দৃষ্ট্যা ব্যাপ্তারং ন পশ্যেঃ। যাসৌ লৌকিকী দৃষ্টিঃ কর্মভূতা, সা রূপোপরক্তা রূপাভিব্যঞ্জিকা ন আত্মানং স্বাত্মনো ব্যাপ্তারং প্রত্যঞ্চং ব্যাপ্নোতি; তস্মাৎ তং প্রত্যগাত্মানং দৃষ্টের্দ্রষ্টারং ন পশ্যেঃ। তথা শ্রুতেঃ শ্রোতারং ন শৃণুয়াঃ; তথা মতের্মনোবৃত্তেঃ কেবলায়া ব্যাপ্তারং ন মন্বীথাঃ; তথা বিজ্ঞাতেঃ কেবলায়া বুদ্ধিবৃত্তের্ব্যাপ্তারং ন বিজানীয়াঃ; এষ বস্তুনঃ স্বভাবঃ; অতো নৈব দর্শয়িতুং শক্যতে গবাদিবৎ। ৩

"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারম্" ইত্যত্র অক্ষরাণি অন্যথা ব্যাচক্ষতে কেচিৎ,—ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং দৃষ্টেঃ কর্তারং দৃষ্টিভেদমকৃত্বা দৃষ্টিমাত্রস্য কর্তারং ন পশ্যেরিতি। দৃষ্টেরিতি কর্মণি ষষ্ঠী। সা দৃষ্টিঃ ক্রিয়মাণা ঘটবৎ কর্ম ভবতি। দ্রষ্টারমিতি তৃজন্তেন দ্রষ্টুর্দৃষ্টিকর্তৃত্বমাচষ্টে; তেনাসৌ দৃষ্টের্দ্রষ্টা দৃষ্টেঃ কর্তেতি ব্যাখ্যাতৃণামভিপ্রায়ঃ। তত্র দৃষ্টেরিতি ষষ্ঠ্যন্তেন দৃষ্টিগ্রহণং নিরর্থকমিতি দোষং ন পশ্যন্তি, পশ্যন্তো বা পুনরুক্তমসারঃ প্রমাদপাঠ ইতি বানাদরঃ। কথং পুনরানর্থক্যম্? তৃজন্তেনৈব দৃষ্টিকর্তৃত্বস্য সিদ্ধত্বাৎ দৃষ্টেরিতি নিরর্থকম্; তদা 'দ্রষ্টারং ন পশ্যেঃ' ইত্যেতাবদেব বক্তব্যম্। যস্মাৎ ধাতোঃ পরঃ তৃচ্ শ্রূয়তে, তদ্ধাত্বর্থকর্তরি হি তৃচ্ স্মর্যতে, 'গন্তারং ভেত্তারং বা নয়তি' ইত্যেতাবানেব হি শব্দঃ প্রযুজ্যতে; ন তু 'গতের্গন্তারং, ভিদের্ভেত্তারম্' ইতি অসত্যর্থবিশেষে প্রয়োক্তব্যঃ। ন চার্থবাদত্বেন হাতব্যং সত্যাং গতৌ; ন চ প্রমাদপাঠঃ, সর্বেষামবিগানাৎ; তস্মাদ্ব্যাখ্যাতৃণামেব বুদ্ধিদৌর্বল্যম্, নাধ্যেতৃপ্রমাদঃ। ৪

যথা তু অস্মাভির্ব্যাখ্যাতম্ লৌকিকদৃষ্টের্বিবিচ্য নিত্যদৃষ্টিবিশিষ্ট আত্মা প্রদর্শয়িতব্যঃ, তথা কর্তৃকর্মবিশেষণত্বেন দৃষ্টিশব্দস্য দ্বিঃপ্রয়োগ উপপদ্যতে, আত্মস্বরূপনির্ধারণায়; "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেঃ" ইতি চ প্রদেশান্তরবাক্যেন একবাক্যতোপপন্না ভবতি; তথা চ 'চক্ষুর্বি পশ্যতি, শ্রোত্রমিদং শৃণুত' ইতি শ্রুত্যন্তরেণৈকবাক্যতোপপন্না। ন্যায়াচ্চ—এবমেব হি আত্মনো নিত্যত্বমুপপদ্যতে বিক্রিয়াভাবে; বিক্রিয়াবচ্চ নিত্যমিতি চ বিপ্রতিষিদ্ধম্।

যথোক্তোঽসৌ দৃষ্ট্যাদিসাক্ষী। যদুপলভ্য সাক্ষিবিষয়ে দিতে দৃষ্টিরিতি বাক্যমনর্থকমা-মর্থবদেবোপপত্তিবিরুদ্ধপদমুক্তমিতি—তদন্যদার্তমিতি। পূর্বোক্তং বিনাকৃত্য যদক্ষুণ্ণাজ্ঞাম-খণ্ডং বাক্যং বিবক্ষতে—এষ ইতি। অত্রার্থবিত্তিবিশেষণমার্গাদিবর্ণনাৎ-এতদেবেত্যেতি ॥১॥২॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থমুষস্তব্রাহ্মণম্ ॥৩॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ। "স হোবাচ উষস্তশ্চাক্রায়ণঃ" ইত্যাদি। যেমন কোন লোক প্রথমে অন্যরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, শেষে কার্য্যকালে সুযোগ না দেখিয়া অন্যপ্রকার উপদেশ দিয়া থাকে, অর্থাৎ যেমন গো ও অশ্বকে প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞার পর, উপদেশকালে গমনাদি কার্য্য দ্বারা বুঝাইয়া থাকে যে, যাহা চলিয়া বেড়ায়, তাহা গো, আর যাহা দৌড়িয়া যায়, তাহা অশ্ব; তুমি যে, প্রাণনাদি কার্য্য দ্বারা আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের উপদেশ দিতেছ, তাহাও ঠিক তদ্রূপই হইয়াছে; অধিক কথার প্রয়োজন নাই, তুমি গো-গ্রহণের লোভে যে, ছল বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ কর, এবং যাহা কেবল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ স্বরূপ ব্রহ্ম, যাহা সর্ব্বান্তর আত্মা, তাহাই আমার নিকট ব্যাখ্যা কর। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমি প্রথমে তোমার নিকট যেরূপ লক্ষণান্বিত তোমার আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এখনও আমি সেই প্রতিজ্ঞারই অনুবৃত্তি বা অনুসরণ করিতেছি; আমি আত্মার স্বরূপ যেরূপ বলিয়াছি, তাহা ঠিক সেইরূপই বটে; (তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করা হয় নাই) ১।

তাহার পর, সেই আত্মাকে যে, ঘটাদি বাহ্য পদার্থের ন্যায় প্রত্যক্ষ-বিষয়ীকৃত করিয়া দিতে বলিয়াছ, অসম্ভব বলিয়াই তাহা করা হইতেছে না। যদি বল, অসম্ভব কেন? [আমরা বলি,] বস্তু-স্বভাবই তাহার কারণ। ভাল, সেই বস্তুস্বভাবটা কিরূপ? [সেই স্বভাব হইতেছে—] দৃষ্টি প্রভৃতির দ্রষ্টৃত্ব; কারণ, আত্মা হইতেছে—দৃষ্টির দ্রষ্টা—প্রকাশক। দৃষ্টি দুই রকম আছে—এক লৌকিক দৃষ্টি, অপর পারমার্থিক দৃষ্টি; তন্মধ্যে লৌকিক দৃষ্টি হইতেছে—চক্ষুর সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি বা পরিণামবিশেষ; তাহা উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয় বলিয়াই বিনষ্টও হয়; কিন্তু অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশাদির ন্যায় যাহা আত্মার দৃষ্টি (পারমার্থিক

দৃষ্টি), তাহা দ্রষ্টারই—অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রকাশক আত্মারই স্বরূপ বা স্বাভাবিক ধর্ম ; সুতরাং তাহা জন্মেও না, মরেও না, (নিত্য)। সেই নিত্য দৃষ্টিই উৎপত্তিশীল বুদ্ধি ও তদ্বৃত্তিরূপ উপাধির সহিত সম্মিলিতের ন্যায় হইয়া—'দ্রষ্টা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং 'দ্রষ্টা' ও 'দৃষ্টি'—এইরূপ ভেদব্যবহারও লাভ করিয়া থাকে ; আর চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্ট-বিষয়াকারে আকারিত যে লৌকিক দৃষ্টি—জন্ম সময়েই এই নিত্য আত্মদৃষ্টির সহিত যেন সংসৃষ্টই হয় অর্থাৎ বাস্তবিক সম্বন্ধ না থাকিলেও যেন সংবদ্ধ বলিয়াই প্রতীত হয়, তাহা সেই নিত্য আত্মদৃষ্টিরই প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব মাত্র ; তাহা সেই আত্মচ্ছায়াসহকারেই জন্ম লাভ করিয়া থাকে, এবং সময়ে আবার বিনষ্টও হইয়া যায়। এইরূপ বৃত্তিগত জন্ম-মরণসংস্পর্শ বশতই, নিত্য প্রকাশ দ্রষ্টা (আত্মা) সর্ব্বদা দর্শনশীল হইয়াও সময়ে দর্শন করে ও দর্শন করে না ;—এইরূপ ঔপচারিক (যাহা সত্য নহে—আরোপিত, সেইরূপ) ব্যবহারের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে ; বাস্তবিকপক্ষে দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না, বা হইতে পারে না। ইহার ষষ্ঠ অধ্যায়েও এই কথাই বলিবেন—'আত্মা যেন ধ্যানই করিতেছে, যেন ক্রিয়াই করিতেছে', এবং 'দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না' ইতি। ১

এখন এই বিষয়টী পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—কর্ম্মভূত (দৃশ্য) লৌকিক দৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা, অর্থাৎ যিনি স্বীয় নিত্য দৃষ্টি বা প্রকাশ দ্বারা ঐ লৌকিক দৃষ্টিকে প্রকাশিত করেন, তাঁহাকে (দৃষ্টির দ্রষ্টাকে) দর্শন করিবে না ; অভিপ্রায় এই যে, এই দর্শনের কর্ম্মস্বরূপ যে লৌকিক দৃষ্টি (বুদ্ধিবৃত্তি), তাহা কোনও রূপবিশেষ দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া (তদাকারে আকারিত হইয়া) সেই সেই বিষয়কে প্রকাশিত করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আত্মাকে অর্থাৎ নিজেরই দ্রষ্টা বা প্রকাশক প্রত্যক্-আত্মাকে ব্যাপিতে পারে না (প্রকাশ করিতে পারে না) ; অতএব দৃষ্টির দ্রষ্টা সেই প্রত্যক্-আত্মাকে দর্শন করিবে না। এইরূপ যিনি শ্রুতির শ্রোতা—শ্রবণেন্দ্রিয়জ জ্ঞানের প্রকাশক, তাঁহাকে শ্রবণ করিবে না ; এইরূপ মতির—চিৎপ্রতিভানরহিত মনোবৃত্তির প্রকাশককে মনন করিবে না, অর্থাৎ জড় মনোবৃত্তিদ্বারা প্রকাশ করিবে না ; এইরূপ বিজ্ঞাতির—কেবলই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশককে জানিবে না ; কারণ, এইরূপই বস্তুস্বভাব ; [স্বভাবের বিরুদ্ধে কখনই কার্য্য হইতে পারে না।]

সুতরাং বিজ্ঞান স্বভাব জীবাত্মাকেও ঘটাদি পদার্থের ন্যায় প্রত্যক্ষতঃ প্রদর্শন করিতে পারা যায় না।৩

কেহ কেহ "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারম্" এই বাক্যের অন্যপ্রকার পদার্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; তাহারা বলেন—'দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে না' অর্থ—দৃষ্টির কোন প্রকার প্রভেদ না করিয়া—শুধু দৃষ্টির কর্তাকে দর্শন করিবে না। তাহাদের অভিপ্রায় এই যে 'দৃষ্টেঃ' পদে যে ষষ্ঠী, তাহা কর্ম-বিহিত, সুতরাং ঘটাদি পদার্থের ন্যায় ঐ দৃষ্টিও যখন ক্রিয়মাণ হয়, তখনই কর্মস্বরূপ হয়; আর 'দ্রষ্টারম্' এই তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত পদে দ্রষ্টার দৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রকাশ করিতেছে; সুতরাং এই দ্রষ্টা অর্থ—দৃষ্টির কর্তা (যাহাকর্তৃক ঐ দৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন হয়); তাহাদের এ ব্যাখ্যায় 'দৃষ্টেঃ' এই ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত পদদ্বারা দৃষ্টির নির্দ্দেশ করা যে, নিরর্থক হইয়া পড়ে, এ দোষ তাহারা দেখিতে পায় না; অথবা দেখিতে পাইলেও, উহা পুনরুক্ত বা অসাং প্রামাদিক পাঠ মনে করিয়া তদ্বিষয়ে আদর করা আবশ্যক মনে করে না। ভাল, এখানে আধিক্য দোষ হয় কি প্রকারে? হাঁ, যে হেতু তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত 'দ্রষ্টারম্' পদেই যখন দৃষ্টিকর্তৃত্ব পাওয়া গিয়াছে, তখন আবার ষষ্ঠ্যন্ত 'দৃষ্টেঃ' পদে পৃথক্ কর্ম নির্দ্দেশ করা নিশ্চয়ই নিরর্থক হইতেছে; এ পক্ষে কেবল 'দ্রষ্টারম্' মাত্র বলাই উচিত ছিল। শব্দ ব্যবহারপ্রণালী হইতেছে এই যে, যে ধাতুর পর তৃচ্ প্রত্যয় হয়, সেই ধাতুর যাহা প্রকৃত অর্থ, তৃচ্ প্রত্যয়ে সেই অর্থেরই কর্তাকে বুঝায় (১); এই জন্য 'গন্তারং ভেত্তারং বা নয়তি' (গমন কর্তাকে বা ভেদকর্তাকে লইয়া যাইতেছে), এইরূপই প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু অর্থান্তরের সম্ভাবনা না থাকিলে, 'গতেঃ গন্তারম্, ভিদেঃ ভেত্তারং' এইরূপ প্রয়োগ কখনই করিতে নাই। তাহার পর, সার্থকতা [illegible] উপায় বিদ্যমান থাকিতে 'অর্থবাদ' বলিয়া উপেক্ষা

---

(১) তাৎপর্য—'গম্' ধাতুর উত্তর তৃচ্ প্রত্যয় করিলে প্রয়োগ হয়—গন্তা; গম্ ধাতুর অর্থ—গমন, সুতরাং এই তৃচ্ প্রত্যয় গমনের কর্তাকেই বুঝাইয়া থাকে। তৃচ্ প্রত্যয় গমনকর্তাকে বুঝাইয়া দেয় বলিয়াই আর পৃথক্ভাবে গমনরূপ কর্ম্মের নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয় না, আবশ্যক হয় না বলিয়াই কেহও 'গমনস্য গন্তা' বলে না। আলোচ্যস্থলেও তৃচ্ প্রত্যয়েই যখন দৃষ্টিকর্তাকে বুঝায়, তখন আর 'দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং' বলিবার আবশ্যক হয় না, বলিলে পুনরুক্তি দোষ হয়।

করাও কখনই উচিত হয় না; আর প্রামাদিক পাঠ পরিকল্পনা করাও সঙ্গত হয় না; কারণ, এ বিষয়ে কাহারো বিসংবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব বলিতে হইবে যে, ইহা কেবল ব্যাখ্যাতৃগণেরই বুদ্ধি-দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক, কিন্তু অধ্যেতৃবর্গের প্রমাদের ফল নহে। ৪

পক্ষান্তরে, আমরা, ব্যাখ্যাস্থলে যেরূপ অর্থ বলিয়াছি—লৌকিক দৃষ্টি হইতে পৃথক্ করিয়া নিত্য প্রকাশস্বভাব আত্মার স্বরূপ প্রকাশনের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছি, সেইরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলেই কর্তৃ-বিশেষণরূপে ও কর্মবিশেষণরূপে দৃষ্টি শব্দের দুবার প্রয়োগ উপপন্ন হইতে পারে; কারণ, ঐরূপ প্রয়োগে আত্মস্বরূপ নিরূপণ সহজ হইতে পারে। বিশেষতঃ অন্যপ্রকরণে পঠিত 'নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেঃ' ইত্যাদি বাক্যের সহিত এই শ্রুতিবাক্যের অনায়াসেই একবাক্যতাও করা যাইতে পারে; তাহা যদি হয়, তবে 'চক্ষু সমুহ দর্শন করিতেছে', 'এই শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রুত হইল' ইত্যাদি জ্ঞানান্তরীয় শ্রুতির সহিতও ইহার একবাক্যতা (সমানার্থকতা) সঙ্গত হয়। বিশেষতঃ এতদনুকূল যুক্তিও আছে—যথোক্ত ব্যাখ্যানুসারে আত্মার অবিক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইলেই তাহার নিত্যত্বও উপপন্ন হইতে পারে; একই পদার্থের যে, 'বিক্রিয়াবত্ত্ব' ও 'নিত্যত্ব, ইহা বিরুদ্ধ কথা। অধিকন্তু পরপক্ষীয় ব্যাখ্যানুসারে—'যেন ধ্যানই করেন, চলনই করেন', 'দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না', 'ব্রাহ্মণের (ব্রহ্মবিদের) ইহা নিত্য মহিমা (বিভূতি)' ইত্যাদি শ্রুতিগুলির যথাশ্রুত অর্থও সঙ্গত হয় না। ৫

ভাল কথা, আত্মা যদি বিকারবিহীন—অবিক্রিয়ই হয়, তাহা হইলে ত 'দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা' ইত্যাদি কথাগুলির অর্থ-সঙ্গতি হয় না; না, সে কথা বলা যায় না; কারণ, উক্ত বাক্যগুলি কেবল লোক-প্রসিদ্ধ বা ব্যাবহারিক বাক্যের অনুবাদ মাত্র; কিন্তু পরমার্থ তত্ত্বনির্দ্ধারক নহে। 'ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারম্' ইত্যাদি বাক্যের অন্যপ্রকার অর্থ হইতে পারে না বলিয়াই, বুঝা যাইতেছে যে, আমরা যেরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাই ঐ সকল বাক্যের যথার্থ অর্থ। অতএব অজ্ঞান বশতঃই পর-পক্ষ 'দৃষ্টেঃ' বিশেষণটা পরিত্যাগ করিয়াছেন। উক্তপ্রকার সর্ব্ববিধ বিশেষণবিশিষ্ট দ্রষ্টাই তোমার আত্মা; যথোক্ত বিশেষণসম্পন্ন এই আত্মার অতিরিক্ত যাহা কিছু—কার্য্যাত্মক স্থূল শরীর বা করণসমষ্টিরূপ লিঙ্গশরীর, তৎসমস্তই আর্ত্ত—বিনাশশীল; একমাত্র এই আত্মাই কেবল

পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্।

আভাসভাষ্যম্। বন্ধনং সপ্রযোজকমুক্তম্, যশ্চ বদ্ধঃ, তস্যাপি অস্তিত্বমধিগতম্, ব্যতিরিক্তত্বং চ। অথেদানীং বন্ধ-মোক্ষসাধনং সসন্ন্যাসমাত্মজ্ঞানং বক্তব্যমিতি কহোলপ্রশ্ন আরভ্যতে।

টীকা। [illegible]

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। ইতঃপূর্বে জীবের বন্ধন ও বন্ধনের হেতুভূত কর্মের কথা উক্ত হইয়াছে, এবং সংসারে যিনি বদ্ধ হন, তাঁহার অস্তিত্ব ও দেহাতিরিক্তত্বও নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এখন সেই বদ্ধ আত্মার বন্ধনবিমুক্তির উপায়ভূত সন্ন্যাস ও আত্মজ্ঞানের কথা বলিবার জন্য এই কহোল-প্রশ্নাত্মক ব্রাহ্মণারম্ভ আরব্ধ হইতেছে।

অথ হৈনং কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ।

কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরো যোঽশনায়া-পিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি।

এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি; যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ। তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনির-মৌনং চ মৌনং চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ; স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্যেন

স্যাৎ তেনেদৃশ এবাতোঽন্যদার্তং ততো হ কহোলঃ কৌষীতকেয় উপররাম ॥১০৭॥১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥৩।৫॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (উষস্তবিরামানন্তরম্) কহোলঃ (তন্নামকঃ) কৌষীতকেয়ঃ (কুষীতকস্যাপত্যং পুমান্) এনং (যাজ্ঞবল্ক্যং পপ্রচ্ছ হ। [সঃ উবাচ হ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যৎ এব সাক্ষাৎ (অব্যবধানেন) অপরোক্ষাৎ (অপরোক্ষং—প্রত্যক্ষচৈতন্যং) ব্রহ্ম, যঃ সর্বান্তরঃ আত্মা, তং আত্মানং মে (মহ্যং ব্যাচক্ষ্ব বিশদীকৃত্য ব্রূহি) ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) তে। তব [অভিমতঃ] সর্বান্তরঃ আত্মা। [কহোল আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, [ত্বদুক্তঃ] সর্বান্তরঃ (আত্মা) কতমঃ (দেহেন্দ্রিয়াদিষু মধ্যে কঃ সঃ?)। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] যঃ অশনায়াপিপাসে (অশিতুমিচ্ছা অশনায়া, পাতুমিচ্ছা পিপাসা—ক্ষুধা-তৃষ্ণে ইত্যর্থঃ), শোকং, মোহং, জরাং, মৃত্যুম্ অত্যেতি (অতিক্রামতি, যঃ পিপাসাদিভিঃ ন সম্বধ্যতে, স ইত্যর্থঃ) ইতি।

ব্রাহ্মণাঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ) এতং (যথোক্তং) তং প্রসিদ্ধং আত্মানং বিদিত্বা শাস্ত্রাচার্যাভ্যাম্ অধিগম্য) পুত্রৈষণায়াঃ (পুত্রকামনায়াঃ) চ, বিত্তৈষণায়াঃ (গো-হিরণ্যাদিধনাশায়াঃ) চ, লোকৈষণায়াঃ (স্বর্গাদিলোকাকাঙ্ক্ষায়াঃ) চ ব্যুত্থায় (বিশেষেণ বিরজ্য, তাঃ ত্যক্ত্বা) অথ (অনন্তরং) ভিক্ষাচর্যাং (ভিক্ষায়াঃ চর্যাং চরণং যত্র, তং ভিক্ষাচর্যাং সন্ন্যাসং) চরন্তি (সন্ন্যাসমবলম্বন্তে ইত্যর্থঃ)। যা হি পুত্রৈষণা (পুত্রকামনা), সা এব বিত্তৈষণা, যা [চ] বিত্তৈষণা, সা [এব], লোকৈষণা,—এতে (যথোক্ত-সাধ্য-সাধনভূতে) উভে এব এষণে ভবতঃ, [তত্র পুত্র-বিত্তয়োঃ সাধনত্বম্, লোকস্য চ সাধ্যত্বমিত্যাশয়ঃ]; তস্মাৎ (এষণানাং সাধ্য-সাধনাত্মকত্বাৎ, অতএব চ বর্জ্যত্বাৎ হেতোঃ, ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং আত্মবিজ্ঞানম্, নির্বিদ্য (নিঃশেষেণ বিদিত্বা—আত্মবিজ্ঞানং সমাপ্য) বাল্যেন (বালভাবেন—নিরভিমানাকপটাদিস্বভাবেন, জ্ঞান-বলাবলম্বনেন বা) তিষ্ঠাসেৎ (স্থাতুমিচ্ছেৎ—এষণাত্রয়পরিত্যাগেন আত্মবিজ্ঞানমেব সমাশ্রয়েদিত্যর্থঃ); বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্য (নিঃশেষেণ বিদিত্বা) অথ (অনন্তরং) মুনিঃ (মননশীলঃ—অনাত্মপ্রত্যয়-পরিহারেণ আত্মপ্রত্যয়তৎপরঃ [ভবেৎ]; অথ অমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্য ব্রাহ্মণঃ

(ব্রহ্মনিষ্ঠ) স্যাৎ। সঃ ব্রাহ্মণঃ কেন (কীদৃশেনাচারেণ উপলক্ষিতঃ) স্যাৎ? যেন (যেন কেনাপি আচারেণ উপলক্ষিতঃ) স্যাৎ, তেন ঈদৃশঃ এব (যথোক্ত-প্রকারঃ ব্রাহ্মণঃ) এব [স্যাৎ, যেন কেনাপি আচারেণ বর্ত্তমানস্যাপি তস্য ব্রাহ্মণত্বং ন হীয়তে, ইত্যাচারে অনাদরো দর্শিতস্তস্যেত্যাশয়ঃ]। অতঃ (অস্মাৎ ব্রাহ্মণ্যাবস্থানাৎ) অন্যৎ (অবিদ্যাবিষয়ং বস্তু) আর্ত্তং (বিনাশি)। ততঃ কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ উপররাম (প্রশ্নাৎ বিরতো বভূব) হ॥ ১৭০॥ ১॥

মূলানুবাদ। অতঃপর কুষীতকপুত্র কহোল ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। কহোল বলিলেন —হে যাজ্ঞবল্ক্য, যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, এবং যাহা দেহাদি অপেক্ষাও আভ্যন্তরীণ আত্মা, তাহার স্বরূপ আমার নিকট বর্ণনা কর। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন —] দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্ট্যভিমানী তোমার ইহাই সর্ব্বান্তর আত্মা। [কহোল বলিলেন—] যাজ্ঞবল্ক্য, সেই সর্ব্বান্তর আত্মা কোনটী? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] যাহা ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করে, অর্থাৎ যাহা ক্ষুধা পিপাসাদি রহিত, [তাহাই সর্ব্বান্তর আত্মা]।

ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকেই অবগত হইয়া পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অর্থাৎ পুত্র বিত্তাদি বিষয়ে কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে, কিন্তু যাহা পুত্রৈষণা, তাহাই বিত্তৈষণা এবং যাহা বিত্তৈষণা, তাহাই লোকৈষণা,—একটী সাধন, অপরটী ফল, এই সাধ্য-সাধনাত্মক ভেদে দুইটীই এষণা, অতিরিক্ত নহে।

সেই হেতু এখনও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য (আত্মতত্ত্ব) সম্যক্-রূপে অবগত হইয়া বাল্যে বালকের ন্যায় নিরভিমান সরলতাদি স্বভাব অথবা জ্ঞান-বল অবলম্বনে অবস্থান করিবে; তাহার পর, বাল্য ও পাণ্ডিত্য সমাপ্ত করিয়া মুনি—মননশীল হইবে; শেষে অমৌন ও মৌন উভয়ই পরিসমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মেতে তন্ময় হইবে। সেই ব্রাহ্মণ কিরূপ আচার অবলম্বন করিবেন? যেরূপ আচারই অবলম্বন

করুন, তিনি ঐরূপই থাকেন, অর্থাৎ এষণাবিনির্মুক্ত ব্রহ্মস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। * [যেরূপ আত্মতত্ত্বের কথা বলা হইল,] এতদতিরিক্ত সমস্তই আর্ত্ত—বিনাশশীল; তাহার পর কুষীতকের পুত্র কহোল নিবৃত্ত হইলেন॥ ১৭০॥ ১॥

তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা॥ ৩॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ হ এনং কহোলো নামতঃ কুষীতকস্যাপত্যং কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ; যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচেতি পূর্ব্ববৎ, যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, তং মে ব্যাচক্ষ্বেতি, যং বিদিত্বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যতে। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—এষঃ তে তবাত্মা। ১

কিমুষস্ত-কহোলাভ্যাং এক আত্মা পৃষ্টঃ? কিং বা ভিন্নাবাত্মানৌ তুল্যলক্ষণাবিতি? ভিন্নাবিতি যুক্তম্, প্রশ্নয়োরপুনরুক্তত্বোপপত্তেঃ। যদি হ্যেক আত্মা উষস্তকহোলপ্রশ্নয়োর্বিবক্ষিতঃ, একেনৈব প্রশ্নেনাধিগতত্বাৎ তদ্বিষয়ো দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নোঽনর্থকঃ স্যাৎ; নচার্থবাদরূপং বাক্যম্; তস্মাদ্ভিন্নাবেতাবাত্মানৌ ক্ষেত্রজ্ঞ-পরমাত্মাখ্যাবিতি কেচিদ্ব্যাচক্ষতে। ২

তন্ন, তবেতি প্রতিজ্ঞানাৎ, 'এষ ত আত্মা' ইতি হি প্রতিবচনে প্রতিজ্ঞাতম্। ন চৈকস্য কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্য দ্বাবাত্মানাবুপপদ্যেতে; একো হি কার্য্যকরণসঙ্ঘাত একেনাত্মনা আত্মবান্; ন চোষস্তস্যান্যঃ কহোলস্যান্যো জাতিতো ভিন্ন আত্মা ভবতি; দ্বয়োরগৌণত্বাত্মত্বসর্ব্বান্তরত্বানুপপত্তেঃ। যদ্যেকমগৌণং ব্রহ্ম দ্বয়োঃ, ইতরেণ অবশ্যং গৌণেন ভবিতব্যম্; তথা আত্মত্বং সর্ব্বান্তরত্বং চ, বিরুদ্ধত্বাৎ পদার্থানাম্; যদ্যেকং সর্ব্বান্তরং ব্রহ্ম আত্মা মুখ্যঃ, ইতরেণাসর্ব্বান্তরেণানাত্মনা অমুখ্যেনাবশ্যং ভবিতব্যম্; তস্মাদেকস্যৈব দ্বিঃশ্রবণং বিশেষবিবক্ষয়া। ৩

যত্ পূর্ব্বোক্তেন সমানং দ্বিতীয়ে প্রশ্নান্তরে উক্তম্, তাবন্মাত্রং পূর্ব্বস্যৈবানুবাদঃ,—তস্যৈবাপ্যুক্তঃ কশ্চিদ্বিশেষো বক্তব্য ইতি। কঃ পুনরসৌ বিশেষঃ—ইতি? উচ্যতে—পূর্ব্বস্মিন্ প্রশ্নে—অস্তি ব্যতিরিক্ত আত্মা, যস্যায়ং সপ্রযোজকো বন্ধ উক্ত ইতি, দ্বিতীয়ে তু তস্যৈবাত্মনোঽশনায়াদিসংসারধর্ম্মাতীতত্বং বিশেষ উচ্যতে, যদ্বিশেষপরিজ্ঞানাৎ সন্ন্যাসসহিতাৎ পূর্ব্বোক্তাদ্বন্ধনাদ্বিমুচ্যতে। তস্মাৎ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োঃ "এষ ত আত্মা" ইত্যেবমন্তয়োস্তুল্যার্থতৈব। ৪

নম্ন কথমেকস্যৈবাত্মনোঽশনায়াদ্যতীতত্বং বদ্ধত্বঞ্চেতি বিরুদ্ধধর্ম্ম-সমবায়িত্বমিতি ? ন, পরিহৃতত্বাৎ ; নামরূপবিকার-কার্য্যকরণলক্ষণসঙ্ঘাতো-পাধিভেদসম্পর্কজনিতভ্রান্তিমাত্রং হি সংসারিত্বমিত্যসকৃদবোচাম, বিরুদ্ধ-শ্রুতিব্যাখ্যানপ্রসঙ্গেন চ ; যথা রজ্জু-শুক্তিকা-গগনাদয়ঃ সর্প-রজত-মলিনা ভবন্তি পরাধ্যারোপিতধর্ম্মবিশিষ্টাঃ, স্বতঃ কেবলা এব রজ্জুশুক্তিকাগগনাদয়ঃ ; ন চৈবং বিরুদ্ধধর্ম্মসমবায়িত্বে পদার্থানাং কশ্চন বিরোধঃ। ৫

নামরূপোপাধ্যস্তিত্বে "একমেবাদ্বিতীয়ম্," "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি শ্রুতয়ো বিরুধ্যেরন্নিতি চেৎ ; ন, সলিলফেনদৃষ্টান্তেন পরিহৃতত্বাৎ মৃদাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ। যদা তু পরমার্থদৃষ্ট্যা পরমাত্মতত্ত্বাৎ শ্রুত্যনুসারিভিরন্যত্বেন নিরূপ্যমাণে নাম-রূপে মৃদাদিবিকারবৎ বস্তুন্তরে তত্ত্বতো ন স্তঃ—সলিল-ফেনঘটাদিবিকারবদেব, তদা তদপেক্ষয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদিপরমার্থদর্শনগোচরত্বং প্রতিপদ্যতে ; যদা তু স্বাভাবিক্যাবিদ্যয়া ব্রহ্মস্বরূপং রজ্জুশুক্তিকাগগনস্বরূপবদেব যেন রূপেণ বর্ত্তমানং কেনচিদস্পৃষ্টস্বভাবমপি সৎ নামরূপকৃতকার্য্যকরণোপাধিভ্যো বিবেকেন নাবধার্য্যতে নামরূপোপাধিদৃষ্টিরেব চ ভবতি স্বাভাবিকী, তদা-সর্ব্বোঽয়ং বস্তন্তরাস্তিত্বব্যবহারঃ। ৬

অস্তি চায়ং ভেদকৃতো মিথ্যাব্যবহারঃ, যেষাং ব্রহ্মতত্ত্বাদন্যত্বেন বস্তু বিদ্যতে, যেষাং চ নাস্তি ; পরমার্থবাদিভিস্তু শ্রুত্যনুসারেণ নিরূপ্যমাণে বস্তুনি—কিং তত্ত্বতোঽস্তি বস্তু, কিং বা নাস্তীতি, ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্ব-সংব্যবহারশূন্যমিতি নির্দ্ধার্য্যতে, তেন ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। ন হি পরমার্থাবধারণ-নিষ্ঠায়াং বস্তন্তরাস্তিত্বং প্রতিপদ্যামহে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্ অনন্তরমবাহ্যম্" ইতি শ্রুতেঃ, ন চ নামরূপব্যবহারকালে তু অবিবেকিনাং ক্রিয়াকারকফলাদি-সংব্যবহারো নাস্তীতি প্রতিষিধ্যতে ; তস্মাদ্ জ্ঞানাজ্ঞানে অপেক্ষ্য সর্ব্বঃ সংব্যবহারঃ শাস্ত্রীয়ো লৌকিকশ্চ ; অতো ন কাচন বিরোধাশঙ্কা। সর্ব্ব-বাদিনামপ্যপরিহার্য্যঃ পরমার্থসংব্যবহারকৃতো ব্যবহারঃ। ৭

তত্র পরমার্থাত্মস্বরূপমপেক্ষ্য প্রশ্নঃ পুনঃ—কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তর ইতি। প্রত্যাহ ইতরঃ—যঃ অশনায়া-পিপাসে, অশিতুমিচ্ছা অশনায়া, পাতুমিচ্ছা পিপাসা, তে অশনায়াপিপাসে যোঽত্যেতীতি বক্ষ্যমাণেন সম্বন্ধঃ। অবি-বেকিভিস্তলমলবদিব গগনং গম্যমানমেব তল-মলে অত্যেতি, পরমার্থ-তত্ত্বাত্যামসংস্পৃষ্টস্বভাবত্বাৎ ; তথা মূঢ়ৈরশনায়া-পিপাসাদিমদ্ ব্রহ্ম গম্যমান্ধ

মপি—ক্ষুধিতোঽহং পিপাসিতোঽহমিতি, তে অত্যেত্যেব, পরমার্থতস্তা-ভ্যামসংস্পৃষ্টস্বভাবত্বাৎ ; "ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ, অবিদ্যয়োকাধ্যারোপিতদুঃখেনেত্যর্থঃ। প্রাণৈকধর্ম্মত্বাৎ সমাসকরণং অশনায়া-পিপাসয়োঃ। ৮

শোকম্, মোহম্, শোক ইতি কামঃ ; ইষ্টং বস্তু উদ্দিশ্য চিন্তয়তো যদরমণম্, তৎ তৃষ্ণাভিভূতস্য কামবীজম্ ; তেন হি কামো দীপ্যতে। মোহস্তু বিপরীত-প্রত্যয়-প্রভবোঽবিবেকো ভ্রমঃ, স চাবিদ্যা সর্ব্বস্যানর্থস্য প্রসববীজম্ ; ভিন্ন-কার্য্যত্বাৎ তয়োঃ শোক-মোহয়োরসমাসকরণম্ ; তৌ মনোঽধিকরণৌ, তথা শরীরাধিকরণৌ জরাং মৃত্যুং চাত্যেতি। জরেতি কার্য্যকরণসঙ্ঘাত-বিপরি-ণামো বলিপলিতাদিলিঙ্গঃ। মৃত্যুরিতি তদ্বিচ্ছেদঃ বিপরিণামাবসানঃ, তৌ জরামৃত্যু শরীরাধিকরণাবত্যেতি। ৯

এতে অশনায়াদয়ঃ প্রাণ-মনঃ-শরীরাধিকরণাঃ প্রাণিষু অনবরতং বর্ত্তমানাঃ অহোরাত্রাদিবৎ সমুদ্রোর্ম্মিবচ্চ প্রাণিষু সংসার ইত্যুচ্যতে। যোঽসৌ দৃষ্টে-দ্র ষ্টৈত্যাদিলক্ষণঃ সাক্ষাৎ অব্যবহিতঃ, অপরোক্ষাৎ অগৌণঃ সর্ব্বান্তর আত্মা ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং ভূতানাম্. অশনায়াপিপাসাদিভিঃ সংসারধর্ম্মৈঃ সদা ন স্পৃশ্যতে—আকাশ ইব ঘনাদিমলৈঃ ; তম্ এতং বৈ আত্মানং স্বং তত্ত্বং বিদিত্বা জ্ঞাত্বা—অয়মহমস্মি পরং ব্রহ্ম সদা সর্ব্বসংসারবিনির্ম্মুক্তং নিত্যতৃপ্তমিতি, ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণানামেবাধিকারো ব্যুত্থানে, অতো ব্রাহ্মণ-গ্রহণম্ ; ব্যুত্থায় বৈপরীত্যেনোত্থানং কৃত্বা ; কুত ইত্যাহ—পুত্রৈষণায়াঃ—পুত্রার্থা এষণা পুত্রৈষণা—পুত্রেণ ইমং লোকং জয়েয়মিতি লোকজয়সাধনং পুত্রং প্রতীচ্ছা এষণা—দারসংগ্রহঃ, দারসংগ্রহমকৃত্বেত্যর্থঃ। বিত্তৈষণায়াশ্চ—কর্ম্মসাধনস্য গবাদেরুপাদানম্—অনেন কর্ম্ম কৃত্বা পিতৃলোকং জেষ্যামীতি, বিদ্যাসংযুক্তেন বা দেবলোকম্. কেবলয়া বা হিরণ্যগর্ভবিদ্যয়া দৈবেন বিত্তেন দেবলোকম্। ১০

দৈবাদ্বিত্তাদ্ ব্যুত্থানমেব নাস্তীতি কেচিৎ ; যস্মাৎ তদ্বলেন হি কিল ব্যুত্থানমিতি। তদসৎ, 'এতাবান্ বৈ কামঃ' ইতি পঠিতত্বাদ্ এষণামধ্যে দৈবস্য বিত্তস্য। হিরণ্যগর্ভাদিদেবতাবিষয়ৈব বিদ্যা বিত্তমিত্যুচ্যতে, দেবলোকহেতুত্বাৎ। ন হি নিরুপাধিকপ্রজ্ঞানঘনবিষয়া ব্রহ্মবিদ্যা দেবলোকপ্রাপ্তিহেতুঃ, "তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ" "আত্মা হ্যেষাং স ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ ; তদ্বলেন হি ব্যুত্থানম্, "এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা" ইতি বিশেষবচনাৎ। তস্মাৎ ত্রিভ্যোঽ-

পোত্তেভ্যঃ অনাত্মলোকপ্রাপ্তিসাধনেভ্য এষণাবিষয়েভ্যো ব্যুত্থায়—এষণা কামঃ "এতাবান্‌ বৈ কামঃ" ইতি শ্রুতেঃ এতস্মিংস্ত্রিবিধে অনাত্মলোকপ্রাপ্তিসাধনে তৃষ্ণামকুর্ব্বন্তোর্থঃ ১১

সর্ব্বা হি সাধনেচ্ছা ফলেচ্ছৈব ; অতো ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ একৈব এষণেতি . কথম্ ? যা হ্যেব পুত্রৈষণা, সা বিত্তৈষণা, দৃষ্টফলসাধনত্বতুল্যত্বাৎ ; যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণা ; ফলার্থৈব সা ; সর্ব্বঃ ফলার্থপ্রযুক্ত এব হি সর্ব্বং সাধনমুপাদত্তে, অত একৈবৈষণা ; যা লোকৈষণা, সা সাধনমন্তরেণ সম্পাদয়িতুং ন শক্যতে—ইতি সাধ্য-সাধনভেদেন উভে হি যস্মাদেতে এষণে এব ভবতঃ ; তস্মাদ্‌ ব্রহ্মবিদো নাস্তি কর্ম্ম কর্ম্মসাধনং বা— অতো যেঽতিক্রান্তাঃ ব্রাহ্মণাঃ, সর্ব্বং কর্ম্ম কর্ম্মসাধনঞ্চ সর্ব্বং দেবপিতৃমানুষ-নিমিত্তং যজ্ঞোপবীতাদি—তেন হি দৈবং পিত্র্যং মানুষঞ্চ কর্ম্ম ক্রিয়তে, "নিবীতং মনুষ্যাণাম্‌" ইত্যাদিশ্রুতেঃ । তস্মাৎ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবিদঃ ব্যুত্থায়— কর্ম্মভ্যঃ কর্ম্মসাধনেভ্যশ্চ যজ্ঞোপবীতাদিভ্যঃ, পরমহংসপারিব্রাজ্যং প্রতিপদ্য, ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি—ভিক্ষার্থং চরণং ভিক্ষাচর্য্যম্‌, চরন্তি—ত্যক্ত্বা স্মার্ত্তং লিঙ্গং কেবলাশ্রমমাত্রশরণানাং জীবনসাধনং পারিব্রাজ্যব্যঞ্জকম্‌ ; "বিদ্বান্‌ লিঙ্গ-বর্জ্জিতঃ" "তস্মাদলিঙ্গো ধর্ম্মজ্ঞোঽব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তাচারঃ" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ, "অথ পরিব্রাড্‌ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, "সশিখান্‌ কেশান্‌ নিকৃত্য বিসৃজ্য যজ্ঞোপবীতম্‌" ইতি চ ১২

ননু 'ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি' ইতি বর্ত্তমানাপদেশাদ্‌ অর্থবাদোঽয়ম্‌ ; ন বিধায়কঃ প্রত্যয়ঃ কশ্চিৎ শ্রূয়তে—লিঙ্‌লোট্‌তব্যানামন্যতমোঽপি ; তস্মাদর্থ-বাদমাত্রেণ শ্রুতিস্মৃতিবিহিতানাং যজ্ঞোপবীতাদীনাং সাধনানাং ন শক্যতে পরিত্যাগঃ কারয়িতুম্‌ ; "যজ্ঞোপবীত্যেবাধীয়ীত যাজয়েদ্‌ যজেত বা ।" পারিব্রাজ্যে তাবদধ্যয়নং বিহিতম্‌ "বেদসন্ন্যসনাৎ শূদ্রস্তস্মাদ্বেদং ন সংন্যসেৎ" ইতি ; "স্বাধ্যায় এবোৎসৃজ্যমানো বাচম্‌" ইতি চ আপস্তম্বঃ ;

"ব্রহ্মোজ্ঝং বেদনিন্দা চ কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধঃ ।
গর্হিতান্নাদ্যয়োর্জ্জগ্ধিঃ সুরাপানসমানি ষট্‌"

ইতি বেদপরিত্যাগে দোষশ্রবণাৎ "উপাসনে গুরূণাং বৃদ্ধানামতিথীনাং হোমে জপ্যকর্ম্মণি ভোজন আচমনে স্বাধ্যায়ে চ যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ" ইতি পরিব্রাজকধর্ম্মেষু চ গুরূপাসনস্বাধ্যায়ভোজনাচমনাদীনাং কর্ম্মণাং শ্রুতিস্মৃতিষু

এব ব্যুত্থানম্, ন তু সর্ব্বথাৎকর্ম্মিণ [illegible] ; [illegible]
চাবস্থং কৃতং স্যাৎ, তচ্চ যজ্ঞোপবীতাদি ধারণেন স্যাৎ। [illegible]
বিহিতাকরণ-প্রতিষিদ্ধাচরণনিমিত্তং কৃতং স্যাৎ; তস্মাৎ যজ্ঞোপবীতাদি-লিঙ্গ-
পরিত্যাগোঽনুপপন্নৈব। ন, 'যজ্ঞোপবীতং বেদাংশ্চ সর্ব্বং তদ্বর্জয়েদ্ যতিঃ'
ইতি শ্রুতেঃ। ১৪

অপিচ, আত্মজ্ঞানপরত্বাৎ সর্ব্বস্যা উপনিষদঃ—আত্মা দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্য ইতি হি প্রস্তুতম্; স চাত্মৈব সাক্ষাদপরোক্ষাৎ সর্ব্বান্তরঃ অশনায়াদি-সংসারধর্ম্মবর্জ্জিতঃ—ইত্যেবং বিজ্ঞেয় ইতি তাবৎপ্রসিদ্ধম্। সর্ব্বা হীয়মুপনিষৎ এবংপরেতি বিধ্যন্তরশেষত্বং তাবন্নাস্তি, অতো নার্থবাদঃ, আত্মজ্ঞানস্য কর্ত্তব্য-ত্বাৎ। আত্মা চ অশনায়াদিধর্ম্মবান্ ন ভবতীতি সাধন-ফলবিলক্ষণো জ্ঞাতব্যঃ; অতো ব্যতিরেকেণ আত্মনো জ্ঞানম্ অবিদ্যা—"অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি" "একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেক-মেবাদ্বিতীয়ম্ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ক্রিয়াফলং সাধনঞ্চ অশনায়াদি-সংসারধর্ম্মাতীতাদাত্মনঃ অন্যদবিদ্যাবিষয়ম্—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি""অন্যো-ঽসাবন্যোঽহমস্মি," "ন স বেদ" "অথ যেঽন্যথাঽতো বিদুঃ" ইত্যাদিবাক্য-শতেভ্যঃ। ১৫

ন চ বিদ্যাবিদ্যে একস্য পুরুষস্য সহ ভবতঃ, বিরোধাৎ—তমঃপ্রকাশাবিব; তস্মাদাত্মবিদঃ অবিদ্যাবিষয়োঽধিকারো ন দ্রষ্টব্যঃ ক্রিয়া-কারক-ফলভেদরূপঃ, "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি" ইত্যাদিনিন্দিতত্বাৎ। সর্ব্বক্রিয়াসাধনফলানাঞ্চ অবিদ্যাবিষয়াণাং তদ্বিপরীতাত্মবিদ্যয়া হাতব্যত্বেনেষ্টত্বাৎ, যজ্ঞোপবীতাদি-সাধনানাঞ্চ তদ্বিষয়ত্বাৎ। তস্মাদসাধনফলস্বভাবাদাত্মনঃ অন্যবিষয়া বিলক্ষণা এষণা। উভে হ্যেতে সাধন-ফলে এষণে এব ভবতঃ, যজ্ঞোপবীতাদেস্তৎসাধ্য-কর্ম্মণাঞ্চ সাধনত্বাৎ, "উভে হ্যেতে এষণে এব" ইতি হেতুবচনেনাবধারণাৎ। যজ্ঞোপবীতাদিসাধনাৎ তৎসাধ্যেভ্যশ্চ কর্ম্মভ্যঃ অবিদ্যাবিষয়ত্বাৎ এষণা-রূপত্বাচ্চ জিহাসিতব্যরূপত্বাচ্চ ব্যুত্থানং বিবিৎসিতমেব। ১৬

ননু উপনিষদ আত্মজ্ঞানপরত্বাৎ ব্যুত্থানশ্রুতিঃ তৎস্তুত্যর্থা, ন বিধিঃ; ন চ বিবিৎসিতবিজ্ঞানেন সমানকর্ত্তৃকশ্রবণাৎ। নহি অকর্ত্তব্যেন কর্ত্তব্যস্য

সমানকর্তৃকত্বেন বেদে কদাচিদপি শ্রবণং সম্ভবতি ; কর্তব্যানামেব হি অভিষব-হোম-ভক্ষাণাং যথা শ্রবণম্—অভিষুত্য হুত্বা ভক্ষয়তীতি, তদ্বৎ আত্মজ্ঞানৈষণা-ব্যুত্থান-ভিক্ষাচর্য্যাণাং কর্তব্যানামেব সমানকর্তৃকত্বশ্রবণং ভবেৎ। ১৭

অবিদ্যাবিষয়ত্বাদেষণায়াশ্চ অর্থপ্রাপ্ত আত্মজ্ঞানবিধেরেব যজ্ঞোপবীতাদি-পরিত্যাগঃ, ন তু বিধাতব্য ইতি চেৎ ; ন ; স্তুত্যর্থত্বাদাত্মজ্ঞানবিধিনৈব বিহিতস্য সমানকর্তৃকত্বশ্রবণেন দার্ঢ্যোপপত্তিঃ, তথা ভিক্ষাচর্য্যস্য চ। যৎ পুনরুক্তম্—বর্তমানাপদেশাদর্থবাদমাত্রমিতি ; ন ; ঔদুম্বর-যূপাদিবিধিসমানত্বাদ-দোষঃ। ১৮

'ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি' ইত্যনেন পারিব্রাজ্যং বিধীয়তে ; পারিব্রাজ্যাশ্রমে চ যজ্ঞোপবীতাদিসাধনানি বিহিতানি লিঙ্গঞ্চ শ্রুতিভিঃ স্মৃতিভিশ্চ ; অতস্তদ্বর্জয়িত্বা অস্মাদ্ ব্যুত্থানম্ এষণাভ্যোঽপীতি চেৎ ; ন, বিজ্ঞানসমানকর্তৃকাৎ পারিব্রাজ্যাদেষণাব্যুত্থানলক্ষণাৎ পারিব্রাজ্যান্তরোপপত্তেঃ। যদ্ধি তৎ এষণাভ্যো ব্যুত্থানলক্ষণং পারিব্রাজ্যম্, তৎ আত্মজ্ঞানাঙ্গম্, আত্মজ্ঞান-বিরোধ্যেষণাপরিত্যাগরূপত্বাৎ, অবিদ্যাবিষয়ত্বাচ্চ এষণায়াঃ ; তদ্ব্যতিরেকেণ চ অস্তি আশ্রমরূপং পারিব্রাজ্যং ব্রহ্মলোকাদি-ফলপ্রাপ্তিসাধনম্, যদ্বিষয়ং যজ্ঞোপবীতাদিসাধনবিধানং লিঙ্গবিধানঞ্চ। ন চ এষণারূপসাধনোপাদানস্য আশ্রমধর্মমাত্রেণ পারিব্রাজ্যান্তরবিষয়ে সম্ভবতি সতি, সর্বোপনিষদ্বিহিতস্য আত্মজ্ঞানস্য বাধনং যুক্তম্ ; যজ্ঞোপবীতাদ্যবিদ্যাবিষয়ৈষণারূপ-সাধনোপাদিৎ-সায়াং চ অবশ্যম্ অসাধন-ফলরূপস্য অশনায়াদিসংসারধর্মবর্জিতস্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইতি বিজ্ঞানং বাধ্যতে ; ন চ তদ্বাধনং যুক্তম্, সর্বোপনিষদাং তদর্থপরত্বাৎ। ১৯

'ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি' ইত্যেষণাং গ্রাহয়ন্তী শ্রুতিঃ স্বয়মেব বাধত ইতি চেৎ ;—অথাপি স্যাদেষণাভ্যো ব্যুত্থানং বিধায় পুনরেষণৈকদেশং ভিক্ষাচর্য্যং গ্রাহয়ন্তী তৎসম্বদ্ধমন্যদপি গ্রাহয়তীতি চেৎ ; ন, ভিক্ষাচর্য্যস্যাপ্রযোজকত্বাৎ—হুতোত্তরকালভক্ষণবৎ ; শেষপ্রতিপত্তিকর্মত্বাদ্ অপ্রযোজকং হি তৎ ; অসংস্কারকত্বাচ্চ—ভক্ষণং পুরুষসংস্কারকমপি স্যাৎ, নতু ভিক্ষাচর্য্যম্ ; নিয়মাদৃষ্টস্যাপি ব্রহ্মবিদোঽনিষ্টত্বাৎ।

নিয়মাদৃষ্টস্যানিষ্টত্বে কিং ভিক্ষাচর্য্যেণেতি চেৎ ; ন, অন্যসাধনাদ্ব্যুত্থানস্য বিহিতত্বাৎ। তথাপি কিং তেনেতি চেৎ—যদি স্যাৎ, বাঢম্, অভ্যুপগম্যতে হি তৎ। ২০

যানি পারিব্রাজ্যোঽভিবিহিতানি বচনানি—"যজ্ঞোপবীত্যেবাধীয়ীত" ইত্যাদীনি, তানি অবিদ্বৎপারিব্রাজ্যমাত্রবিষয়াণীতি পরিহৃতানি; ইতরথা আত্মজ্ঞানবাধঃ স্যাদিতি হ্যুক্তম্।

"নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুতিম্।
অক্ষীণং ক্ষীণকর্ম্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।"

ইতি সর্ব্বকর্ম্মাভাবং দর্শয়তি স্মৃতির্ব্বিদুষঃ, "বিদ্বাংল্লিঙ্গবিবর্জ্জিতঃ" "তস্মাদলিঙ্গো ধর্ম্মজ্ঞঃ" ইতি চ। তস্মাৎপরমহংসপারিব্রাজ্যমেব ব্যুত্থানলক্ষণং প্রতিপদ্যেত আত্মবিৎ সর্ব্বকর্ম্মসাধনপরিত্যাগরূপমিতি। ২১

যস্মাৎ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণা এতমাত্মানম্ অসাধন-ফলস্বভাবং বিদিত্বা সর্ব্বস্মাৎ সাধনস্বরূপাদেষণালক্ষণাদ্ ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি স্ম—দৃষ্টাদৃষ্টার্থং কর্ম্ম তৎসাধনং চ হিত্বা, তস্মাৎ অদ্যত্বেঽপি ব্রাহ্মণঃ ব্রহ্মবিৎ পাণ্ডিত্যং পণ্ডিতভাবম্—এতদাত্মবিজ্ঞানং পাণ্ডিত্যম্, তৎ নির্ব্বিদ্য নিঃশেষং বিদিত্বা—আত্মবিজ্ঞানং নিরবশেষং কৃত্বেত্যর্থঃ—আচার্য্যত আগমতশ্চ. এষণাভ্যো ব্যুত্থায়—এষণা-ব্যুত্থানাবসানমেব হি তৎ পাণ্ডিত্যম্, এষণা-তিরস্কারোদ্ভবত্বাৎ এষণাবিরুদ্ধত্বাৎ; এষণাম্ অতিরস্কৃত্য ন হি আত্মবিষয়স্য পাণ্ডিত্যস্যোদ্ভবঃ—ইত্যাত্মজ্ঞানেনৈব বিহিতমেষণাব্যুত্থানম্, আত্মজ্ঞানসমানকর্ত্তৃক-ক্ত্বাপ্রত্যয়োপাদানলিঙ্গশ্রুত্যা দৃঢ়ীকৃতম্। ২২

তস্মাদেষণাভ্যো ব্যুত্থায় জ্ঞানবলভাবেন বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ স্থাতুমিচ্ছেৎ। সাধনফলাশ্রয়ং হি বলম্ ইতরেষাম্ অনাত্মবিদাম্, তদ্বলং হিত্বা বিদ্বান্ অসাধনফলস্বরূপাত্মবিজ্ঞানমেব বলং—তদ্ভাবমেব কেবলমাশ্রয়েৎ; তদাশ্রয়ণে হি করণানি এষণাবিষয়ে এনং হন্তুং ন স্থাপয়িতুমুৎসহন্তে; জ্ঞান-বলহীনং হি মূঢ়ং দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ায়ামেষণায়ামেব এনং করণানি নিযোজয়ন্তি: বলং নাম আত্মবিদ্যয়া অশেষবিষয়দৃষ্টিতিরস্করণম্: অতস্তদ্ভাবেন বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ; তথা "আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ইতি চ। ২৩

বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্য নিঃশেষং কৃত্বা, অথ মননাৎ মুনির্যোগী ভবতি; এতাবদ্ধি ব্রাহ্মণেন কর্ত্তব্যম্, যদুত সর্ব্বানাত্মপ্রত্যয়তিরস্কারঃ; এতৎ কৃত্বা কৃতকৃত্যো যোগী ভবতি। অমৌনঞ্চ আত্মজ্ঞানানাত্মপ্রত্যয়তিরস্কারৌ পাণ্ডিত্য-বাল্যসংজ্ঞকৌ নিঃশেষং কৃত্বা—মৌনং নাম অনাত্মপ্রত্যয়তিরস্করণস্য পর্য্যবসানং ফলম্, তচ্চ নির্ব্বিদ্য, অথ ব্রাহ্মণঃ কৃতকৃত্যো ভবতি—ব্রহ্মৈব সর্ব্বমিতি প্রত্যয়